وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-৪)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ابدا کتاب الله و سنتی

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

১৭ ও ১৮তম খণ্ড

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

cÖKvkbvq

Avj-nv`xQ cÖKvkbx

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

m~PxcÎ

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

Avj-nv`xQ cÖKvkbx
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
শাওয়াল, ১৪৩৬ হিজরী, ২০১৫ইং, ১৪২২ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ৪৮০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ও
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

SAHIH MUSLIM SHARIF : 17-18th volume translated with essential explanation into Bangla by Mowlana Muhammad Abul Fatah Bhuiyan and published by Al-Hadith Prokashony, 2 Waise Quarni Road, Mohammad Nagar, Munshihati, Ashrafabad, Kamrangirchar, Dhaka-1211, Bangladesh. Price: Tk. 480.00. US$- 5.00.

بسم الله الرحمن الرحيم

১৮তম খণ্ড-এর সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ শিকার ও যবেহকৃত পশু এবং যেই সকল পশুর গোশত আহার করা হালাল

অধ্যায় ঃ কুরবানী

অধ্যায় ঃ পানীয় দ্রব্য

১৭ ও ১৮তম খণ্ড সমাপ্ত

১৯তম খণ্ডে কিতাবুল আত'ইমা

كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

অধ্যায় ঃ জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী

গ্রন্থাকার ইমাম মুসলিম (রহ.) এই স্থান হইতে ইলমী শরীআতে রাষ্ট্রনীতির বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। আর ইহা দ্বীনী অনুচ্ছেদসমূহের শ্রেষ্ঠ অনুচ্ছেদ। তিনি উহা জিহাদ দ্বারা শুরু করিয়াছেন। কেননা, ইহাই এই অনুচ্ছেদের শিখর। তাই জিহাদ সম্পর্কিত হাদীছসমূহের আলোচনার পূর্বে جهاد এর অর্থ, লক্ষ্য ও হুকুমের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

جهاد এর অর্থ

الجهاد শব্দটি الجهد হইতে নির্গত। আল্লামা কুসতুলানী (রহ.) 'ইরশাদুস সারী' গ্রন্থের ৫:৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন وهومشتق من الجهد (الجهاد শব্দটি الجهد হইতে নির্গত)। الجهد শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ التعب (পরিশ্রম) এবং المشقة (কষ্ট)। কেননা, ইহাতে যে সমাবৃত হয় তাহাকে কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হয়। কিংবা ج বর্ণে পেশসহ الجهد হইতে নির্গত। الجهد শব্দের অর্থ الطاقة (শক্তি)। কারণ এতদুভয়ের প্রত্যেকই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

শরীআতের পরিভাষায় الجهاد এর অর্থ

উলামায়ে ইযাম বিভিন্নভাবে جهاد -এর পারিভাষিক অর্থের সংজ্ঞা দিয়াছেন যাহার মর্ম প্রায় একই দাঁড়ায়। আল্লামা কুসতুলানী (রহ.) 'ইরশাদুল সারী' গ্রন্থের ৪:৩১ পৃষ্ঠায় جهاد এর পরিভাষার অর্থের সংজ্ঞা বলেন, قتال الكفار لنصرة الاسلام واعلاء كلمة الله (ইসলামের সাহায্যার্থে এবং আল্লাহ তা'আলার কলেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা)। আল্লামা কাসানী (রহ.) 'বাদাঈ সানাঈ' গ্রন্থের ৭:৯৭ পৃষ্ঠায় বলেন, শরীআতের পরিভাষায় জিহাদ হইতেছে মহান আল্লাহর রাস্তায় শক্তি-সামর্থ্য দিয়া যুদ্ধ করা, ইহাতে নিজ সত্তা, সম্পদ, পরামর্শ এবং অন্যান্য সকল কিছু নিয়োজিত করিবে।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যাসমূহের আলোকে সংক্ষেপে বলা যায় যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধ সম্পাদন করার নাম নহে; বরং উহা আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগে অবিশ্বাসী কাফিরদের দাপট ধ্বংস করিয়া দেওয়া, চাই উহা অস্ত্র, সম্পদ, লেখালেখি কিংবা পরামর্শের মাধ্যমে হউক। কিন্তু الجهاد শব্দটি যখন শর্তহীন ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয় তখন ইহা দ্বারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই মর্ম হয়। অন্য কোন অর্থে ইঙ্গিত (قرينه) ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না।

আর কোন কোন সময় এই জিহাদ শব্দটি مجاهدة النفس (নিজ নফসের সহিত জিহাদ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে: المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه (বস্তুতভাবে সেই মুজাহিদ যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে নিজ প্রবৃত্তির সহিত জিহাদ করে।

আর প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই মুহাজির যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে হিজরত করে)। -মুসনাদে আহমদ, হাকিম)। কিন্তু এই প্রয়োগও উহার প্রসিদ্ধ অর্থের তুলনায় উপেক্ষিত হয়। কাজেই ইঙ্গিত (قرينه) ব্যতীত এই অর্থের ব্যবহারও হইবে না। -(তাকমিলা ৩:৩-৪)

জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

উলামায়ে ইযাম জিহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক শাখা-প্রশাখা বিষয়াবলী বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অনুসন্ধানে এইগুলি ছাড়া অবস্থার বিবেচনায় অপর একটি শাখাও রহিয়াছে যাহা শরীআতের নসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ শরীআত সম্মত হওয়ার পিছনে বুনিয়াদী লক্ষ্য রহিয়াছে, উহা হইতেছে ইসলামকে সম্মানিত করা, আল্লাহ তা'আলার কালিমাকে সমুন্নত করা এবং কুফরের দাপট ধ্বংস করা।

বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম দেশীয় ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা জিহাদের আহকামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করে এবং তাহারা বলে যে, জিহাদ হইতেছে জোরপূর্বক ইসলাম কবূল করানোর একটি পন্থা। আর মুসলমানেরা তাহাদের দ্বীনকে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে নহে; বরং তলোয়ার ও অস্ত্রের মাধ্যমে প্রচার প্রসার করিয়াছে। তাহাদের এইসকল কথা মূর্খতা ছাড়া বৈ কি?

বস্তুতঃভাবে জিহাদ জোরপূর্বক ইসলাম কবূল করানোর জন্য শরীআতে বিধান হয় নাই। ইহা কেবল আল্লাহ তা'আলার যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং কুফর ও কাফিরদের শক্তি খর্ব করিতে শরীআত বিধান হইয়াছে। হক গ্রহণের প্রতিবন্ধক ফিতনা-ফ্যাসাদ দূরীভূত করতঃ শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কাজেই কুরআন সুন্নত অনুযায়ী পশ্চিমাদের কথার কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে তাহাদের কথায় অনেক লোক ধোঁকায় পতিত হওয়ার আশংকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু আলোকপাত করার ইচ্ছা করিতেছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সাহায্যকারী।

জিহাদের বিধান প্রবর্তনের ধাপসমূহ ঃ

কিতাব-সুন্নাহে উল্লিখিত জিহাদের হাকীকত ও আহকামসমূহ হৃদয়ঙ্গমের জন্য ইসলামের প্রারম্ভ হইতে জিহাদের ধাপসমূহ অনুধাবন করা জরুরী। জিহাদের চারিটি ধাপ রহিয়াছে। নিম্নে এইগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

প্রথম ধাপ ঃ ইহা হইতেছে দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত পৌঁছাইতে গিয়া মুশরিকদের আঘাতের উপর ধৈর্যধারণ করা। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার সাহাবীগণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে আর ইহা হইল দাওয়াতে ইসলামের জন্য প্রথম ধাপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে কুরআন মজীদের এই আহকাম বিভিন্নভাবে ইরশাদ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করিবেন না। -সূরা হিজর ৯৪) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ (আর ক্ষমা করিবার অভ্যাস গড়ে তোলুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মুর্খ জাহিলদের হইতে দূরে সরিয়া থাকুন। -সূরা আ'রাফ ১৯৯) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময়ে নিজ সাহাবী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন انى امرت بالعفو، فلا تقاتلوا (আমাকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হইও না)। -(আল হাদীছ; নাসাঈ, বায়হাকী ৯:১১, হাকিম (রহ.) নিজ 'মুস্তাদরিক' গ্রন্থে ২:৩০৭)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থের ৩:৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেন : ولم يؤذن لنبى صلى الله عليه وسلم فى القتال مدة اقامته بمكة (আর মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয় নাই)।

দ্বিতীয় ধাপ : মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয না করিয়া শুধু মুবাহ করা হইয়াছে। আর এই ধাপে আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে হজ্জের আয়াত নাযিল করেন : أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ـ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ (সেই সকল লোককে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইল যাহাদের সহিত (কাফিরদের পক্ষ হইতে) যুদ্ধ করা হয়। কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যাহাদিগকে নিজেদের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে। কেবল এই অপরাধে যে, তাহারা এই কথা বলে যে, আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ। আর আল্লাহ তা'আলা যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে (খৃস্টানদের) আশ্রম ও গির্জা এবং ইয়াহুদীদের ভজনালয় আর (মুসলমানগণের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। যেইগুলিতে আল্লাহ তা'আলার নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাহাদেরকে সাহায্য করিবেন যাহারা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। –সূরা হজ্জ ৩৯-৪০)

(যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, যুদ্ধ বিধানের ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা'আলা আশ্রম গীর্জার রক্ষণাবেক্ষণে উল্লেখ করিয়াছেন কেন? জবাব হইল এই, উহা নিজ নিজ যুগের প্রবর্তিত সত্য ধর্মানুসারে উহাদের সংরক্ষণ অবশ্যই লক্ষ্যবস্তু হইবে। কারণ জিহাদ তো সর্বযুগেই ছিল, কেবল ইসলাম ধর্মে উহার প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা নহে)।

তৃতীয় ধাপ ঃ যাহারা মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানগণের উপর ফরয। শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রথমে নহে। এই ধাপে সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় তহাদের সহিত, যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশ্য কাহারও প্রতি সীমালঙ্ঘন করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকরীদের পছন্দ করেন না। –সূ বাকারা ১৯০)

সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ـ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ۗ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ۗ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (অতঃপর তাহারা যদি তোমাদের হইতে সরিয়া থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে (হত্যা বা বন্দী করার) কোন অবকাশ দেন নাই। তখন তোমরা কতিপয় এমন লোকও পাইবে, যাহারা তোমাদের পক্ষ হইতেও নিরাপত্তায় থাকিতে চায় এবং তাহাদের স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হইয়া থাকিতে চায়। (বস্তুতঃ) যখনই তাহাদেরকে ফিতনা-ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয় তখন উহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহারা যদি তোমাদের হইতে নিবৃত্তে না থাকে এবং তেমাদের নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা না করে এবং স্বীয় হস্তসমূহকেও (বিরুদ্ধাচরণ হইতে) গুটাইয়া না রাখে তবে তোমরা তাহাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেইখানেই তাহাদেরকে পাও হত্যা কর। আমি তোমাদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ প্রদান করিয়াছি। –সূরা নিসা ৯০-৯১)

চতুর্থ ধাপ ঃ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ না করিলেও সকল ধর্ম ও বর্ণের কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমেই জিহাদ শুরু করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জিযিয়া (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর) প্রদান না করে। আর ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালেমা সমুন্নত করা, দ্বীন ইসলামের মর্যাদা দান এবং কুফরের দাপট ধ্বংস করা উদ্দেশ্য। আর এই ধাপের কার্যক্রম হিজরী ৯ম সনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর যবানীতে এই ধাপের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা তাওবায় ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (অনন্তর যখন হারাম মাসসমূহ অতীত হইয়া যাইবে তখন ঐ মুশরিকদেরকে তোমরা যেইখানেই পাও হত্যা কর এবং ধৃত কর আর অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাটির অবস্থানসমূহে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বসিয়া যাও। অতঃপর তাহারা যদি (কুফরী হইতে) তাওবা করিয়া লয় এবং নামায আদায় করিতে থাকে এবং যাকাত দিতে থাকে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। –সূরা তাওবা ৫)

সূরা তাওবার অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُونَ (তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহা হারাম করে না আর গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম যতক্ষণ না তাহারা বশ্যতা স্বীকার করতঃ জিযিয়া (কর) প্রদানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। –(সূরা তাওবা ২৯)

সূরায়ে আনফালে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ (আর তোমরা তাহাদের সহিত লড়িতে থাক যদ্যাবধি তাহাদের মধ্য হইতে ফিতনা (শিরক) বিলুপ্ত হইয়া না যায় এবং দ্বীন যেন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়। –সূরা আনফাল ৩৯)

জিহাদ শরীআতের বিধান হওয়ার ক্ষেত্রে এই সকল ধাপ সালাফি সালিহীনের বহু আলিম উল্লেখ করিয়াছেন: নিম্নে তাহাদের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আলিমের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, কাফির কর্তৃক বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর আঘাত যখন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِينَ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (আমি জানি যে আপনি তাহাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হইয়া পড়েন। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে। -সূরা হিজর ৯৭-৯৯) ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁহার ইবাদত এবং কাফিরদের কাছে দ্বীনের তাবলীগ ফরয করিয়া দেন। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ফরয করেন নাই।

মুশরিকদের পক্ষ হইতে যখন যুদ্ধ আরম্ভ করা হইল তখন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুসলমানগণকে অনুমতি প্রদান করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَّقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (সেই সকল লোককে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইল যাহাদের সহিত (কাফিরদের পক্ষ হইতে) যুদ্ধ করা হয়। কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ

ক্ষমতা রাখেন। যাহাদিগকে নিজেদের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে। কেবল এই অপরাধে যে, তাহারা এই কথা বলে যে, আমাদের পালনকর্তা মহান আল্লাহ। আর আল্লাহ তা'আলা যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে (খৃস্টানদের) আশ্রম ও গির্জা এবং ইয়াহুদীদের ভজনালয় আর (মুসলমানগণের) মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। যেইগুলিতে আল্লাহ তা'আলার নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাহাদেরকে সাহায্য করিবেন যাহারা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী। –সূরা হজ্জ ৩৯-৪০) মুসলমানগণের জন্য যুদ্ধ মুবাহ করা হইল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কিতাবে মুবাহ করা হইল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় তহাদের সহিত, যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশ্য কাহারও প্রতি সীমালজ্ঘন করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সীমালজ্ঘনকরীদের পছন্দ করেন না। –সূা বাকারা ১৯০)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর এক জামাআত অনুসারীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নিয়ামত প্রদান করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বেশ সংখ্যক সাহাবা দ্বারা সাহায্য করিলেন এবং শক্তি দান করিলেন। তখন জিহাদকে ফরয করিয়া দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ (তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল –সূরা বাকারা ২১৬) (আহকামুল কুরআন লি শাফেয়ী ২:৯ হইতে ১৯ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শামসুল আয়িম্মা সারখসী (রহ.) 'আল মাবসূত' গ্রন্থে ১০:৬ পৃষ্ঠায় বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ মুশরিকদেরকে ক্ষমা করার এবং মুখ ফিরাইয়া থাকার নির্দেশিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ (অতএব, পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওহাদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। -সূরা হিজর ৮৫) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন : وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (এবং মুশরিকদের পরওয়া করিবেন না। -সূরা হিজর ৯৪) অতঃপর মুশরিকদের পক্ষ হইতে আক্রান্ত হইলে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا (সেই সকল লোককে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইল যাহাদের সহিত (কাফিরদের পক্ষ হইতে) যুদ্ধ করা হয়। কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে। –সূরা হজ্জ ৩৯) অর্থাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকল্পে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হইল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ (যদি তাহারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহা হইলে তাহাদেরকে হত্যা কর। -সূরা বাকারা ১৯১) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (আর যদি তাহারা সন্ধি করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও। -সূরা আনফাল ৬১) অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেওয়া হইল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ (আর তোমরা তাহাদের সহিত লড়িতে থাক যদ্যাবধি তাহাদের মধ্য হইতে ফিতনা (শিরক) বিলুপ্ত হইয়া না যায়। –সূরা আনফাল ৩৯) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাহাদের পাও। -সূরা তাওবা ৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله (আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি যতক্ষণ না তাহারা এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। যদি তাহারা এই কথাগুলি বলে তবে তাহারা তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করিবে।

কিন্তু শরীআতসম্মত কোন কারণ (যেমন কিসাস, দিয়্যাত ইত্যাদি) থাকিলে ভিন্ন কথা। আর তাহাদের (অন্তরের) হিসাব নিকাশ আল্লাহ তা'আলার কাছে ন্যস্ত (কেননা, একমাত্র তিনিই জানেন যে, তাহারা কি প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে না প্রদর্শনমূলক?) অতঃপর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযিয়্যাতের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ.) নিজ কিতাব "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" -এর ১:৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে শুধুমাত্র মুখের সাহায্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদিষ্ঠ ছিলেন, হাতের দ্বারা নহে। কাজেই তিনি তাহাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন এবং নসীহত করিতেন। وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (এবং তাহাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। -সূরা নাহল ১২৫) আর মুসলমানগণ দুর্বল থাকার কারণে প্রথমে কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিলেন, তখন তাহার সামর্থ হইলে তাহাকে জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর যখন তাঁহার শক্তি অর্জিত হইল জিহাদ ফরয করা হইল। (এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত তাকমিলা ৩:৮-১৪ দ্রষ্টব্য)

السير শব্দটি السيرة -এর বহুবচন। অর্থ ভ্রমণ, আচরণ, জীবন পদ্ধতি। السير হইল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধানাবলী। -(তাকমিলা ১:৫-৮ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য)

بَابُ جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই সকল বিধর্মী লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়াছে পূর্ব ঘোষণা না দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ হওয়ার বিবরণ

(৪৩৯৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُهُ قَالَ جُوَيْرِيَةَ أَوْ قَالَ الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي هٰذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ.

(৪৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন আউন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নাফি' (রাযি.)-এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলাম যে, জিহাদের পূর্বে অমুসলমানদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না? তিনি (ইবন আউন) বলেন, তখন তিনি আমাকে (জবাবে) লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ মুসতালিক গোত্রের উপর এমন অবস্থায় আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অসতর্ক ছিল। তাহারা পশুদের পানি পান করাইতেছিল। তখন তিনি তাহাদের যোদ্ধাদের হত্যা করিলেন এবং অবশিষ্টদের বন্দী করিলেন। আর সেই দিনই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল (রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (সুলায়ম রহ.) বলিয়াছেন, জুওয়ারিয়া (রাযি.), কিংবা তিনি বলিয়াছেন, অবশ্যই হারিছের মেয়ে। রাবী বলেন, আমার নিকট এই হাদীছ আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তখন সেই অভিযানে সৈন্যদের সহিত ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (ইবন আউন (রহ.) হইতে)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৫)

عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ (জিহাদের পূর্বে অমুসলমানদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন কি না? অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে কাফিরদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কিংবা জিযিয়া (কর) প্রদানের আহ্বান জানানো মুজাহিদীনের উপর ওয়াজিব কি না? এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বিষয়ে তিনটি মাযহাব রহিয়াছে যাহা ইমাম মাযরী ও কাযী ইয়ায (রহ.) নকল করিয়াছেন। (এক) কাফিরদের সতর্কীকরণ ব্যাপকভাবে মুজাহিদগণের উপর ওয়াজিব। ইমাম মালিক (রহ.) প্রমুখ বলেন, এই অভিমত দুর্বল। (দুই) ব্যাপকভাবে তাহাদেরকে সতর্কীকরণ ওয়াজিব নহে। এই অভিমতটি প্রথম অভিমত হইতে অধিক দুর্বল কিংবা বাতিল। (তিন) কাফিরদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত না পৌঁছিয়া থাকিলে জিহাদ আরম্ভের পূর্বে সতর্কীকরণ ওয়াজিব। আর যদি তাহাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়া থাকে তাহা হইলে ওয়াজিব নহে। কিন্তু মুস্তাহাব। ইহা সহীহ মাযহাব। ইহা ইবন উমর (রাযি.)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' (রাযি.), হাসান বসরী, ইমাম ছাওরী, লায়ছ, শাফেয়ী, আবূ ছাওর, ইবনুল মুনযির এবং জমহুরে উলামায়ে ইযামের অভিমত। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, ইহা অধিকাংশ আহলে ইলম-এর অভিমত। আর এই মর্মের বহু সহীহ হাদীছ রহিয়াছে। যাহার একটি আলোচ্য হাদীছ, কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ এবং আবুল হাকীকের হত্যা বর্ণিত হাদীছ।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:১০৮ পৃষ্ঠায় বলেন, ইহা বিরোধপূর্ণ মাসয়ালা। বিশেষজ্ঞগণের এক জামাআতের মধ্যে উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) যুদ্ধের প্রাক্কালে কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার শর্ত করিয়াছেন। আর অধিকাংশ বলেন, ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রসার লাভ করিবার পূর্বের অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে। কাজেই যাহাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে নাই তাহাদেরকে আক্রমণ করিবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইহাকে সুনির্দিষ্ট বিধি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, কাফিরদের বাসস্থান যদি নিকটস্থ হয় তাহা হইলে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই আক্রমণ করা যাইবে। কেননা, তাহাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রসার লাভ করিয়াছে। আর যদি তাহাদের বাসস্থান দূরবর্তীতে হয় তাহা হইলে তাহাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়াছে কি না? সন্দেহ থাকায় ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে না। ইহা সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) সহীহ সনদে আবূ উছমান নাহদী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীগণের একজন। তিনি বলেন, আমরা কখনও দ্বীনের দাওয়াত দিতাম আর কখনও দাওয়াত দেওয়া ব্যতীত আক্রমণ করিতাম। তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উহা উপর্যুক্ত দুই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে। -(ঐ)

إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ (ইহা তো ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল)। অর্থাৎ যখন ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করে নাই। ইসলামের দাওয়াত প্রচার-প্রসার লাভের পর জিহাদ আরম্ভের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব নহে। কেননা, কাফিরদের কাছে তো পূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ হইতেছে বনূ মুসতালিকের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব দাওয়াতের ভিত্তিতে তাহাদের উপর আকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে নতুন ভাবে দাওয়াত দেন নাই। -(তাকমিলা ৩:১৬)

عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ (বনূ মুসতালিক-এর উপর) الْمُصْطَلِقِ শব্দটির ط বর্ণে যবর ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা প্রসিদ্ধ খাযায়া গোত্রের একটি শাখা গোত্র। -(তাকমিলা ৩:১৬)

وَهُمْ غَارُّونَ (আর তাহারা অসতর্ক ছিল)। غَارُّون শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে অর্থাৎ غافلون (তাহারা অসতর্ক, বেখবর)। -(তাকমিলা ৩:১৬)

أَوْقَالَ الْبَتَّةَ (কিংবা তিনি বলিয়াছেন অবশ্যই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الْبَتَّةَ শব্দের অর্থ হইতেছে যে, রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, اصاب يومئذ بنت الحارث (সেই দিনেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল বিন্‌ত হারিছ (রাযি.)। আর আমার প্রবল ধারণা যে, আমার শায়খ সুলায়ম বিন আখযার (রহ.) স্বীয় বর্ণিত রিওয়ায়তে জুওয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিংবা আমি ইহাতে সর্বাধিক অবহিত এবং এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, আমি জুওয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর নামটি সংরক্ষণ করিয়াছি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বা দৃঢ় জ্ঞানের ভিত্তিতে। অধিকন্তু অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় রিওয়ায়তে রাবীর সন্দেহ ব্যতীত 'জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ (রাযি.)' বর্ণিত হইয়াছে।

মোটকথা: রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) নিশ্চিত যে, তাহার শায়খ بنت الحارث (হারিছের কন্যা) বলিয়াছেন। আর তাহার সন্দেহ হইয়াছে যে, তাহার শায়খ (রহ.) জুওয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন কি না? তাই তিনি বলেন, নিশ্চিত যে, তিনি (শায়খ) বিন্‌ত হারিছ (রাযি.) উল্লেখ করিয়াছেন। আর প্রবল ধারণা যে, তিনি জুওয়ায়রিয়া (রাযি.)-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আর অন্যান্য রিওয়ায়তসমূহে তো বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ (রাযি.) ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৬-১৭)

(৪৩৯৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَلَمْ يَشُكَّ.

(৪৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন আউন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি সন্দেহ ব্যতীত জুওয়ায়রিয়া বিন্‌ত হারিছ (রাযি.) বলিয়াছেন।

بَابُ تَأْمِيرِ الإِمَامِ الأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা কর্তৃক সেনাদলের জন্য আমীর নির্বাচন এবং জিহাদের আচরণবিধি সম্পর্কে তাহাদের উপদেশ প্রদান-এর বিবরণ

(৪৩৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا إِمْلاَءً ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ " اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ

فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ".

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لاِبْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

(৪৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তাহারা ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সৈন্যবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর মনোনীত করিতেন তখন বিশেষভাবে তাহাকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং তাহার সঙ্গী মুসলমানদের প্রতি কল্যাণজনক আচরণ করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিতেন, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নামে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। যাহারা মহান আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। জিহাদ চালাইয়া যাও। তবে তোমরা গণীমতের সম্পদের খিয়ানত করিও না। চুক্তি ভঙ্গ করিও না, শত্রুদের অঙ্গ বিকৃতি করিও না এবং শিশুদের হত্যা করিও না। আর যখন তুমি তোমার মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হইবে তখন তুমি তাহাদেরকে তিনটি বিষয় কিংবা আচরণের প্রতি দাওয়াত দিবে। তাহারা এইগুলির মধ্য হইতে যেইটিই গ্রহণ করিবে, তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে উহা মানিয়া নিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে। (এক) প্রথম তাহাদেরকে ইসলাম কবূল করার দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা তোমার এই দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে উহা মানিয়া নিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে। (দুই) অতঃপর তুমি তাহাদেরকে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া মুহাজিরগণের এলাকায় চলিয়া যাওয়ার দাওয়াত দিবে। আর তাহাদের জানাইয়া দিবে যে, যদি তাহারা উহা কার্যকরী করে তাহা হইলে মুহাজিরগণের জন্য যেই সকল সুযোগ সুবিধা ও দায়দায়িত্ব রহিয়াছে উহা তাহাদের উপরও প্রয়োগ হইবে। আর যদি তাহারা নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা সাধারণ বেদুঈন মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইবে। তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলার সেই বিধিবিধান কার্যকরী হইবে, যাহা সাধারণ মুসলমানদের জন্য কার্যকরী হয়। তাহারা গনীমত ও ফায়-এর মধ্য হইতে কোন বস্তু পাইবে না। তবে যদি তাহারা মুসলমাগণের পক্ষ হইয়া (অমুসলমানদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহা হইলে (গনীমত ও ফায়-এর) অংশীদার হইবে। (তিন) আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদের নিকট 'জিযিয়া' প্রদানের দাবী জানাইবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করে তাহা হইলে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে উহা মানিয়া নিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি তাহারা এই দাবী মানিয়া না নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলার সমীপে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপাইয়া পড়। আর যদি তোমরা কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর এবং তাহারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের যিম্মাদারী চায় তাহা হইলে তুমি তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের যিম্মাদারী দিবে না; বরং তাহাদেরকে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের যিম্মাদারীতে রাখিবে। কেননা, যদি তোমাদের ও তোমাদের সঙ্গীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করে, তবে উহা আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গ অপেক্ষা কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর। তখন যদি তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার

মুসলিম শরীফ -১৭-২/১

নির্দেশ মুতাবিক অবতরণ করিতে চায় তাহা হইলে তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের উপর অবতরণ করিতে দিবে না; বরং তুমি তাহাদেরকে তোমার হুকুমের ভিত্তিতে অবতরণ করিতে দিবে। কেননা তোমার জানা নাই যে, তুমি তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার হুকুম বাস্তবায়ন করিতে পারিবে কি না?

রাবী আবদুর রহমান (রহ.) এই হাদীছ কিংবা এই হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ইসহাক (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছের শেষ দিকে ইয়াহইয়া বিন আদম (রহ.) হইতে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এই হাদীছখানা মুকাতিল বিন হাইয়্যান (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করি তখন তিনি ইয়াহইয়া (রহ.) অর্থাৎ আলকামা (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি ইহা ইবন হাইয়্যান (রহ.)-এর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুসলিম বিন হায়সাম (রহ.), তিনি নু'মান বিন মুকারবিন (রহ.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইহার অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ (সুলায়মান বিন বুরায়দা (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা বুরায়দা (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ বুরায়দা বিন হাসীব আসলামী (রাযি.)। তিনি মশহুর সাহাবীগণের একজন। বদরের জিহাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য খায়বর ও ফতহে মক্কায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্প্রদায়ের সদকা আদায় করার জন্য তাহাকে তহসিলদার নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করিতেন। অতঃপর বসরায় চলিয়া যান। সেই স্থান হইতে 'মারভ'-এ বসতি স্থাপন করেন। তথায় তিনি ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া-এর খিলাফত যুগে হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব ১:৪৩২-৪৩৩)

أَوْ سَرِيَّةٍ (কিংবা সেনাদল)। ইহা হইতেছে সৈন্যবাহিনীর একটি ছোট সেনাদল। তাহারা গোপন অভিযানে বাহির হইয়া কর্ম সম্পাদনের পর সৈন্যবাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। আল্লামা ইবরাহীম হারবী (রহ.) বলেন, ইহা হইল অশ্বারোহী বাহিনী। তাহাদের সংখ্যা চারিশত কিংবা তদনুরূপ হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, سرية (সারিয়্যা)কে سرية নামকরণের কারণ হইতেছে তাহারা রাত্রিতে ভ্রমণ করে এবং তাহাদের যাতায়াত গোপনে হয়। আর ইহা فعيلة এর ওযনে فاعلة এর অর্থে ব্যবহৃত। কেহ যদি রাত্রিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে سرى এবং أسرى বলা হয়। -(শরহে নওয়াভী)। -(তাকমিলা ৩:১৮)

وَلَا تَغْدِرُوا শব্দটি د বর্ণে দ্বারা পঠনে অর্থ نقض العهد অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। الغلول হইল গনীমত কিংবা ফায়-এর মধ্যে খিয়ানত করা। আর لا تمثلوا শব্দটির ث বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে المثلة হইতে। উহা হইতেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করিয়া ফেলা। -(তাকমিলা ৩:১৮)

فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ (তাহারা এইগুলির মধ্য হইতে যেইটিই গ্রহণ করে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, أَيَّتُهُنَّ শব্দটি مبتدأ (উদ্দেশ্য)। আর বর্ণটি অতিরিক্ত। العائد (প্রত্যাবর্তনকারী সর্বনাম) উহ্য। উহ্য বাক্যটি হইল اليها আর উহা লোপ করাও জায়িয আছে। যেমন তাহাদের উক্তি السمن منوان بدرهم -(তাকমিলা ৩:১৮)

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ (অতঃপর তুমি তাহাদেরকে নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া মুহাজিরদের এলাকায় চলিয়া যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, তাহারা যখন ইসলাম কবূল করিবে তখন তাহাদের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করা মুস্তাহাব। তাহারা যদি হিজরত করে তবে তাহাদের পূর্বে হিজরতকারী মুহাজিরগণের ন্যায় গনীমত, ফায় (فيء হইল যুদ্ধ ব্যতিরেকে শত্রুপক্ষ হইতে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং অন্যান্য সুবিধার হকদার হইবে। আর যদি তাহারা হিজরত না করে তাহা হইলে তাহারা অন্যান্য গ্রাম্য বেদুঈন দরিদ্র মুসলমানদের অনুরূপ হইবে যাহারা হিজরত করে নাই এবং জিহাদেও

মুসলিম ফর্মা -১৭-২/২

অংশগ্রহণ করে নাই। তাহাদের উপর ইসলামী বিধি-বিধান জারী হইবে বটে, কিন্তু গণীমত এবং ফায়-এর মধ্যে তাহাদের কোন হক অধিকার নাই। হ্যাঁ তাহারা যদি নিসাবের মালিক না হয় তবে তাহাদের ভাগ্যে যাকাতের মাল থাকিবে।

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইসলামের সূচনায় মুসলমানগণকে স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার নির্দেশ ছিল। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আর মক্কা বিজয়ের পর, এই সম্পর্কে আল্লামা সাহনুন (রহ.) বলেন, যেই ব্যক্তি ইসলাম কবূল করিবে কিংবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হইবে তাহাকে তাহার বাসস্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হইবে না, যদি সে ইসলামী হুকুমতের অধীনে থাকিতে চায়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৯)

আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্যদের নিকট হইতে 'জিযিয়া' গ্রহণের মাসয়ালা ঃ

فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ (তবে তাহাদের কাছে 'জিযিয়া' প্রদানের দাবী জানাইবে)। ইহা হানীফিয়া ও মালিকিয়া মতাবলম্বীগণের পক্ষে দলীল যে, আহলে কিতাব ছাড়াও অন্যান্যদের নিকট হইতে 'জিযিয়া' গ্রহণ করা জায়িয। কেননা, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাফির ও মুশরিক সকলের কাছে 'জিযিয়া' প্রদানের দাবী করা জায়িয। কেননা, এই হাদীছে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের কাছে জিযিয়া দাবী করার উল্লেখ নাই।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, আহলে কিতাব ও মাজুস (অগ্নিপূজক) ছাড়া অন্যান্যদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

'আল মুগনী' গ্রন্থকার (১০:৩৮৭ পৃষ্ঠায়) বলেন, মোটামুটিভাবে কাফির তিন প্রকার : প্রথম প্রকার হইতেছে আহলে কিতাব। তাহারা হইল ইয়াহুদ ও খ্রীস্টান এবং যাহারা তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুসরণ করে। যেমন ঃ سامرة (গল্পগুজবকারী দল) এবং فرنج (ইউরোপীয় জাতি, ফিরিঙ্গী জাতি) ও তাহাদের অনুরূপ অন্যান্যরা। তাহাদের হইতে 'জিযিয়া' আদায় করা যাইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহা হারাম করে না। আর গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বশ্যতা স্বীকার করতঃ জিযিয়া (কর) প্রদানে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। –সূরা তাওবা ২৯) আর তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে কিতাবী সাদৃশ্য। তাহারা হইল المجوس (অগ্নিপূজারী)। 'জিযিয়া' গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের হুকুমও আহলে কিতাবদের হুকুমের অনুরূপ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : سنوا بهم سنة اهل الكتاب (তোমরা তাহাদের সহিতও আহলে কিতাবদের রীতি প্রবর্তন কর)। আর আমাদের জানা নাই যে, আহলে ইলমের কাহারও এই দুই প্রকারের মধ্যে দ্বিমত আছে।

তাহাদের মধ্যে তৃতীয় প্রকার হইতেছে যাহাদের কোন কিতাব নাই এবং কিতাবীদের সংশ্লিষ্টতাও অবলম্বন করে নাই। তাহারা হইল উপর্যুক্ত দুই প্রকার ব্যতীত যাহারা প্রতিমাপূজারী, তাহাদের অনুসারী এবং সকল কাফির। তাহাদের হইতে 'জিযিয়া' গ্রহণ করা যাইবে না; বরং তাহাদের হইতে ইসলাম কবূল ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর প্রধান অভিমত এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব। ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে অপর একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, আরবের প্রতীমা পূজারী ব্যতীত সকল কাফির হইতে জিযিয়া গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব। কেননা, তাহাদের ধর্মে দাসে পরিণত করার বিষয়টি অধ্যায়ন করে। কাজেই তাহারা মজুস (অগ্নিপূজক)-এর অনুরূপই। ইমাম মালিক (রহ.)

হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহার মতে কুরায়শ কাফির ব্যতীত সকল কাফির হইতে 'জিযিয়া' গ্রহণ করা যাইবে। যেমন, হযরত বুরায়দা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ।

আলোচ্য হাদীছ হানাফিয়া ও মালিকিয়া মাযহাবের পক্ষে দলীল যে, 'জিযিয়া' গ্রহণের ব্যাপারে সকল কাফির ও মুশরিকদের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপক। ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (রহ.) নিজ 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের ৩:৯০ পৃষ্ঠায় অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ ধারাবাহিক বর্ণনা করার পর বলেন, وذلك عام في سائر المشركين وخصصنا منهم مشركي العرب بالاية (আর এই বিধান সকল মুশরিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। তবে আয়াতের ভিত্তিতে আমরা তাহাদের হইতে আরবের মুশরিকদের ব্যতিক্রম রাখিয়াছি। অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের হইতে জিযিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। তাহাদের হইতে কেবল ইসলাম কবূল করার দাবীই করা হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২০-২১ সংক্ষিপ্ত)

فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ (তবে তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর অবতরণ করিতে দিবে না)। ইমাম আহমদ (রহ.) ইহাকে তাহরীমমূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) তানযীহীমূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। (বিস্তারিত 'বাদাঈ আস-সানাঈ' ৭:১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৩:২১)

(৪৩৯৮) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(৪৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাপতিকে কিংবা সেনাদলকে প্রেরণ করিতেন তখন তাহাকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিতেন। ... অতঃপর তিনি রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৩৯৯) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا.

(৪৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সহজ পন্থা অবলম্বন ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিহার করার নির্দেশ

(৪৪০০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ "بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا".

(৪৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁহার কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করিতেন তখন তাহাকে বলিয়া দিতেন, তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে; শুধু ভয়ভীতি প্রদর্শন পূর্বক দূরে সরাইয়া দিবে না, সহজ পন্থা অবলম্বন করিবে; কঠিন পন্থা অবলম্বন করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا (তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে; শুধু ভয়ভীতি প্রদর্শন পূর্বক দূরে সরাইয়া দিবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে আল্লাহ তা'আলার ফযল, শ্রেষ্ঠ ছাওয়াব, প্রচুর দান এবং পর্যাপ্ত রহমতের সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর সুসংবাদ প্রদান ব্যতীত শুধু ভয়ভীতি এবং বিভিন্ন শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করিয়া লোকদের দূরে সরাইয়া দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৩ সংক্ষিপ্ত)

(৪৪০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا".

(৪৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন আবূ বুরদা (রাযি.)-এর দাদা (আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এবং মুআয (রাযি.)কে যখন ইয়ামান (-এর প্রশাসক করিয়া) প্রেরণ করেন তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা উভয়ে তথায় সহজ পন্থা অবলম্বন করিবেঃ কঠোর পন্থা অবলম্বন করিবে না। লোকদের (আল্লাহর ফরয ও রহমতের) সুসংবাদ দিবে; শুধু ভয়ভীতি ও শাস্তির প্রতিজ্ঞাসমূহ শুনাইয়া দূরে সরাইয়া দিবে না, ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করিবে, মতানৈক্য করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَدِّهِ (তাহার দাদা হইতে) অর্থাৎ আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে। কেননা, তিনি আবূ বুরদা (রাযি.)-এর পিতা এবং সাঈদ বিন আবূ বুরদা (রাযি.)-এর দাদা। -(তাকমিলা ৩:২৪)

بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ (তাঁহাকে এবং মুআয (রাযি.)কে ইয়ামানে পাঠাইলেন)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। উচ্চ পার্শ্বে হযরত মুআয (রাযি.)কে প্রশাসক নিয়োগ করেন, তিনি জানাদ নামক স্থানে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তথায় তাঁহার নির্মিত প্রসিদ্ধ মসজিদ এখনও বর্তমান আছে। আর নিম্ন পার্শ্বে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)কে প্রশাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন। -(ফতহুল বারী ৮:৬২, তাকমিলা ৩:২৪)

(৪৪০২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ "وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا".

(৪৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা উভয়ে ... সাঈদ বিন আবূ বুরদা (রাযি.)-এর দাদা (আবূ মূসা আশআরী রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী শু'বা (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর রাবী যায়দ বিন আবূ উনায়সা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "আর তোমরা উভয়ে একমত হইয়া কাজ করিবে, মতানৈক্য করিবে না" বাক্যটি নাই।

(৪৪০৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا".

(৪৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আনবারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ তাইয়্যা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন করিবে, কঠোরতা অরোপ করিও না। শান্তিরবাণী পৌঁছাইয়া দিবে এবং শুধু ভয়ভীতি ও শাস্তির প্রতিজ্ঞা বর্ণনা করিয়া লোকদের দূরে সরাইয়া দিবে না।

بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম

(৪৪০৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي أَبَا قُدَامَةَ السَّرْخَسِيَّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ".

(৪৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন পূর্বাপর সকলকে একত্রিত করিবেন তখন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য এক একটি পতাকা উড্ডীন করা হইবে এবং বলা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِكُلِّ غَادِرٍ (প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য)। الغدر হইতেছে نقض العهد (অঙ্গীকার ভঙ্গ করা) কিংবা عدم الوفاء به (অঙ্গীকার পূর্ণ না করা)। -(তাকমিলা ৩:২৬)

لِوَاءٌ (পতাকা)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা আরবের লোকদের সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা, তাহারা বাজারের বিভিন্ন সমাবেশে অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে সাদা পতাকা এবং বিশ্বাস ঘাতকতার ক্ষেত্রে কাল পতাকা উড্ডীন করিত। ইহা দ্বারা তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর তিরস্কার ও নিন্দা জানাইত। হাদীছ শরীফে ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর কৃতকর্মটি জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে উপস্থিত জনতা তাহার কর্মের নিন্দা জানাইবে। -(তাকমিলা ৩:২৬-২৭)

(৪৪০৫) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

(৪৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (আবূ রবী' আতাকী)। العتيك এর দিকে সম্বন্ধ করিয়া আতাকী। তাহার নাম সুলায়মান বিন দাউদ যাহরানী বাহরী। (তাহযীব ৪:১৯১)-(তাকমিলা ৩:২৭-২৮)

(৪৪০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَلَا هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ".

(৪৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি পতাকা উড্ডীন করিবেন। তখন বলা হইবে যে, ইহা অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতীক।

(৪৪০৭) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৪৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহর ছেলে হামযা ও সালিম (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি করিয়া পতাকা থাকিবে।

(৪৪০৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ".

(৪৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি করিয়া পতাকা থাকিবে। তখন বলা হইবে যে, ইহা অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের পতাকা।

(৪৪০৯) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ"

(৪৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী আবদুর রহমান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "বলা হইবে যে, ইহা অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের পতাকা" কথাটি নাই।

(৪৪১০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ ".

(৪৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি করিয়া পতাকা থাকিবে। যাহা দ্বারা তাহাকে জানা যাইবে। আর বলা হইবে ইহা অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের পতাকা।

(৪৪১১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ".

(৪৪১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি করিয়া পতাকা থাকিবে। যাহা দ্বারা তাহার সম্পর্কে জানা যাইবে।

(৪৪১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(৪৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর নিতম্বের পার্শ্বে একটি করিয়া পতাকা থাকিবে।

(৪৪১৩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ".

(৪৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য একটি করিয়া পতাকা থাকিবে। আর উহা তাহার প্রতারণার

পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু করা হইবে। সাবধান! জনসাধারণের শাসক হইয়াও যেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার হইতে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ (মুসতামির্ বিন রাইয়্যান রহ.)। الْمُسْتَمِرُّ শব্দটির প্রথম م বর্ণে পেশ, দ্বিতীয় م বর্ণে যের এবং ر বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। الرَّيَّانِ শব্দটির ر বর্ণে যবর। তিনি তাবেঈগণের একজন, হযরত আনাস (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হইতে কোন হাদীছ রিওয়ায়ত করেন নাই। সকল ইমামের মতে তিনি ছিকাহ রাবী। -(তাহযীব ১০:১০৫)-(তাকমিলা ৩:২৯)

بِقَدْرِ غَدْرِهِ (তাহার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী)। অর্থাৎ তাহার প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা যতখানি বড় ছিল, সেই মুতাবিক তাহার পতাকাটি উঁচু করা হইবে। -(তাকমিলা ৩:২৯)

بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়া জায়িয

(৪৪১৪) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَزُهَيْرٍ قَالَ عَلِيٌّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ".

(৪৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী, আমরুন নাকিদ ও যুবায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমর (রহ.) হযরত জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কৌশল অবলম্বনই হইল যুদ্ধ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

خَدْعَةٌ শব্দের প্রসিদ্ধ তিনটি পরিভাষা রহিয়াছে।

১. خَدْعَةٌ এর خ বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহা হইল একবারের কৌশল। ইহার মর্ম হইল যুদ্ধে একবারই কৌশল অবলম্বন করা যায়। অর্থাৎ যুদ্ধকারী যখন একবার কৌশল অবলম্বন করে তখন আর উহা অপসারণ করিতে পারে না।

২. خُدْعَةٌ এর خ বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তাহা হইল এক প্রকার ধোঁকার নাম। তখন ইহা দ্বারা মর্ম হইবে যুদ্ধ ধোঁকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়। ফলে প্রত্যেক দল প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দিয়া থাকে।

৩. خُدَعَةٌ এর خ বর্ণে পেশ د বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তাহা হইল ধোঁকা-ছলের অতিশয়োক্তি ব্যবহার। যেমন همزه (অতীত ছিদ্রান্বেষী)। لمزة (অতীব নিন্দুক) এবং ضحكة (অধিক হাসে এমন, সদাহাস্য)। এই হিসাবে হাদীছের অর্থ হইবে যুদ্ধে অনেক কৌশল অবলম্বন করা হয়, প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়।

ইহাই সারসংক্ষেপ যাহা আল্লামা ইবনু আছীর (রহ.) 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে ২:৫৭৫-৫৭৬ পৃষ্ঠায় আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। কতক আলিম উপর্যুক্ত পরিভাষাসমূহ ব্যতীত আরও দুইটি পরিভাষা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

১. خَدَعَةٌ এর خ এবং د বর্ণে যবর পঠিত। ইহা ইবনুল মনযরী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহা خادع (প্রতারিত করা)-এর বহুবচন। অর্থাৎ যুদ্ধারা পরস্পরকে প্রতারিত করিয়া থাকে।

৩. خِـدْعَةٌ এর خ বর্ণে যের د বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহা আল্লামা মক্কী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহিদ (রহ.) নকল করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা ধোঁকার একটি আকৃতির নাম। যেন তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধ হইতেছে ধোঁকার একটি বিশেষ আকৃতি। -(ফতহুল বারী ২:১৫৮)

যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার হুকুম ঃ

কোন কোন ফকীহ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যুদ্ধে মিথ্যা বলা জায়িয। তাহারা হাদীছের দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া خـدعـة কে كـذب (মিথ্যা)-এর অর্থের উপর প্রয়োগ করেন। এই মাসয়ালায় প্রাচীনকাল হইতেই ফকীহগণের মতানৈক্য হইয়া আসিয়াছে। আল্লামা শাহ আনোয়ার কাস্মীরী (রহ.) 'ফয়যুল বারী' গ্রন্থের ৩:৩৯৬ পৃষ্ঠা كتاب الصلح এ বলেন, প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে কতক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয আছে। আর হানাফীগণের মতে কোন অবস্থায়ই দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা বলা জায়িয নাই। তবে হ্যাঁ, পরোক্ষ উল্লেখ, দ্ব্যর্থবোধক উক্তি এবং এতদুভয়ের অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করা যাইতে পারে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, তিনটি বিষয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা বলা মুবাহ। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক উপস্থাপন করা উত্তম।

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা বলা মুবাহ হওয়ার মত পোষণকারীগণের দলীল 'তিরমিযী শরীফে' হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রাযি.)-এর বর্ণিত মরফু হাদীছ لايحل الكذب تحدث الرجل امرأته ليرميها والكذب في الحرب والاصلاح بين الناس (কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং লোকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে।

কিন্তু হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং তাহাদের ব্যতীত অপর এক জামাআত ফকীহ তিরমিযী শরীফের হাদীছকে দ্ব্যর্থবোধক উপস্থাপনের উপর প্রয়োগ করেন। আল্লামা শামসুল আয়িম্মা সারাখসী (রহ.) 'শরহুস সিয়ারিল কবীর' গ্রন্থের ১:৮৩ পৃষ্ঠায় এই অনুচ্ছেদের হাদীছ সংকলন করার পর বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই, যদি উহা অঙ্গীকার ভঙ্গের মধ্য হইতে না হয়। আমাদের (হানাফীগণের) মাযহাব মতে ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা মর্ম নহে। কেননা, ইহার অনুমতি নাই, তবে ইহা দ্বারা দ্ব্যর্থবোধক বাক্য উপস্থাপন মর্ম। আর ইহার উদাহরণ হইতেছে যাহা বর্ণিত আছে ان ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات (হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তিনটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি তিনটি দ্ব্যর্থবোধক বাক্য বলিয়াছিলেন তথা তিনটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট মিথ্যা বলা হইতে নিষ্পাপ-সুরক্ষিত। -(তাকমিলা ৩:৩১-৩২)

(৪৪১৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

(৪৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাহম (রহ.) হইতে, তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কৌশলের নামই যুদ্ধ।

بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আকাংখা করা মাকরূহ; তবে সম্মুখীন হইয়া গেলে ধৈর্যধারণের নির্দেশ-এর বিবরণ।

(৪৪১৬) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".

(৪৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার প্রত্যাশা করিও না, তবে যদি সম্মুখীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে ধৈর্যধারণ করিবে।

(৪৪১৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ". ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ".

(৪৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ... আবুন নাযর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্য হইতে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি যাহাকে আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযি.) বলা হইত, তাহার কিতাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর বিন উবায়দুল্লাহ (রাযি.)-এর কাছে লিখিয়া পাঠাইছিলেন যখন তিনি হারুরিয়া অভিযানে রওয়ানা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন এক অভিযানে যখন শত্রুর সম্মুখীন হইলেন তখন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় যখন সূর্য ঢলিয়া পড়িল, তখন তিনি সাহাবীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিলেন, হে লোকসকল! তোমরা শত্রু মুখামুখি হওয়ার আকাঙ্খা করিও না; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা দুশমনের সম্মুখীন হইয়া যাও তখন ধৈর্য ধারণ করিবে। তোমরা জানিয়া রাখ যে, জান্নাত তলোয়ারের নীচে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাজিতকারী। আপনি তাহাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাহাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ (তিনি অপেক্ষা করিতেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢলিয়া পড়িত)। অর্থাৎ যদি দিনের প্রথমাংশে যুদ্ধ না হইত। বুখারী শরীফে الجزية অনুচ্ছেদে নু'মান বিন মুকরিন (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে ইহা

সুস্পষ্টভাবে আছে كان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوة (দিনের প্রথমাংশে যখন যুদ্ধ না হইত তখন তিনি অপেক্ষা করিতেন। অবশেষে বাতাস প্রবাহিত হইত এবং নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইত)। হাফির (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৬:১২০ পৃষ্ঠায় বলেন, কেননা বাতাস সাধারণত: সূর্য ঢলিবার পরই প্রবাহিত হয়। ফলে ইহা দ্বারা যুদ্ধ ও অস্ত্রের তীব্রতা লাভ হইবে এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। আর তিনি وتحضر الصلوة (এবং নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইত) বাক্য দ্বারা ইশারা করিয়াছেন: ان المصلين يدعون المجاهدين فى صلواتهم-فينصرون ببركة دعاءهم (মুসল্লীগণ তাহাদের নামাযে মুজাহিদগণের জন্য দু'আ করিবে। আর তাহাদের দু'আর বরকতে মুজাহিদগণের প্রতি সাহায্য করা হইবে)। -(তাকমিলা ৩:৩৫)

تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ (জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে)। আল্লামা ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ হয়। -(ফতহুল বারী ৬:৩৩, তাকমিলা ৩:৩৫)

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ (হে আল্লাহ! আপনি কিতাব অবতীর্ণকারী)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই দু'আ দ্বারা মুজাহিদগণের সাহায্যের দিকগুলির দিকে ইশারা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৫)

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার সমীপে বিজয়ের জন্য সাহায্যের প্রার্থনা করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৪৪১৮) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ".

(৪৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে এইরূপে দু'আ করিতেন যে, "হে আল্লাহ! আপনি কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, আপনি শত্রুবাহিনীকে পরাভূত করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাহাদেরকে পরাজিত করুন এবং তাহাদের ভীত কম্পিত করুন।"

(৪৪১৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "هَازِمَ الأَحْزَابِ". وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ "اللَّهُمَّ".

(৪৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, আমি ইবন আবূ আওফা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাবী খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপভাবে দু'আ করিয়াছেন। তবে তিনি هَازِمَ الأَحْزَابِ (শত্রুদলকে পরাভূতকারী) বলিয়াছেন। আর তিনি তাঁহার ইরশাদ اللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ!) উল্লেখ করেন নাই।

(৪৪২০) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ "مُجْرِيَ السَّحَابِ".

(৪৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাহারা ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহার বর্ণিত রিওয়ায়তে "মেঘমালা পরিচালনাকারী" কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৪২১) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ "اللّٰهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ".

(৪৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের (জিহাদের) দিন দু'আয় বলিয়াছিলেন। "হে আল্লাহ! আপনি যদি (আমিসহ আমার মুজাহিদ বাহিনীকে ধ্বংস করিতে) চান তাহা হইলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করা হইবে না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ أُحُدٍ (ওহুদের (জিহাদের) দিন)। এই রিওয়ায়ত হযরত আনাস (রাযি.) হইতে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। আর 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের ৩:১২ ইয়াযীদ বিন হারূন (রহ.) সূত্রে, তিনি হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলিয়াছেন : كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين: اللهم ان شئت ان لا تعبد بعد اليوم (হুনায়নের জিহাদের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আয় এই বাণী ছিল : হে আল্লাহ! আপনি যদি (এই মুজাহিদ বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিতে) চান তাহা হইলে আজকের দিনের পর আপনার ইবাদত করা হইবে না)।

আর ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের জিহাদে (দু'আয়) বলিয়াছিলেন, اللهم انجزلي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الارض (হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেই ওয়াদা দিয়াছিলেন সেই মুতাবিক আমাকে রেহাই দিন। হে আল্লাহ! আপনি যদি এই ইসলামী দলকে ধ্বংস করিয়া দেন তাহা হইলে ভূখন্ডে আপনার ইবাদত করা হইবে না)। -(তিরমিযী গ্রন্থের তাফসীরে সূরা আনফাল ক্রমিক সংখ্যা ৫০৭৫)।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদের জিহাদের দিন এই দু'আ করিয়াছিলেন। আর পরবর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বদর জিহাদে এই দু'আ করিয়াছিলেন। আর ইহা كتاب السير والمغازي তে মশহুর। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা তিনি এই দু'আ উভয় দিন করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৭)

لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ (পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করা হইবে না)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:২৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় এই কথা এইজন্য ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি দৃঢ়ভাবে জ্ঞাত। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশেষ নবী (خاتم النبيين)। এখন যদি তিনি ও তাঁহার সাহাবীগণ ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলে আর কাহাকেও প্রেরণ করা হইবে না যিনি লোকদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিবেন। ফলে মুশরিকরা স্থায়ীভাবে গায়রুল্লাহর পূজা করিতে থাকিবে। আর ইহার অর্থ হইতেছে যে, পৃথিবীতে এই ইসলামী শরীআতের অনুসারে আপনার ইবাদত করা হইবে না। -(তাকমিলা ৩:৩৭)

بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম

(৪৪২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

(৪৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (ইবন উমর রাযি.) হইতে বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক জিহাদে একজন মহিলাকে (তায়িফে) নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিরস্ত্র) নারী ও শিশুদের হত্যা করিতে নিষেধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ (আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন উমর (রাযি.)। ইহা পরবর্তী হাদীছের প্রমাণের ভিত্তিতে। অন্যথায় মুহাদ্দিছগণের কাছে প্রসিদ্ধ হইতেছে যে, তাঁহারা যখন 'আবদুল্লাহ'কে সাধারণভাবে উল্লেখ করেন তখন উহা দ্বারা ইবন মাসউদ (রাযি.)কে মর্ম নেন। -(তাকমিলা ৩:৩৭)

(৪৪২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

(৪৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, কোন এক জিহাদে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিরস্ত্র) মহিলা ও শিশুদের হত্যা করিতে নিষেধ করেন।

بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রের অতর্কিত হামলায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী ও শিশু হত্যায় দোষ নাই

(৪৪২৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ "هُمْ مِنْهُمْ".

(৪৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... সা'ব বিন জাছ্ছামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের শিশুসন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাত্রির অন্ধকারে যখন অতর্কিত হামলা করা হয় তখন তাহাদের নারী এবং শিশুরা আক্রান্ত হয়। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহারাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৬:১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, 'প্রশ্নকারীর নাম জানা নাই'। অতঃপর আমি 'সহীহ ইবন হিব্বান' গ্রন্থে পাইলাম যে, মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.) সূত্রে ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে সনদসহ সা'ব (বিন জাছ্ছামা রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين أنقتلهم معهم قال نعم (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা কি তাহাদের সহিত তাহাদেরকে হত্যা করিতে পারিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ।) ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, জিজ্ঞাসাকারী স্বয়ং রাবী সা'ব (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৩৯)

عَنِ الذَّرَارِيِّ (শিশুসন্তানদের সম্পর্কে)। الذَّرَارِيِّ শব্দটির ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে الذرية (সন্তান-সন্ততি)-এর বহুবচন। ইহা نسل الانسان (মানুষের বংশধর) অর্থে ব্যবহৃত, নর হউক বা নারী। -(মাজমাউল বিহার)-(তাকমিলা ৩:৩৯)

يُبَيَّتُوْنَ শব্দটির দ্বিতীয় ى বর্ণে তাশদীদসহ التبييت হইতে مجهول এর সীগা। ইহা হইল রাত্রিতে আক্রমণ করা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, রাত্রিতে আক্রমণের সময় পুরুষদের হইতে নারী ও শিশুদের পার্থক্য করা জটিল। এমতাবস্থায় যদি অনিচ্ছাকৃত নারী ও শিশু হত্যা হইয়া যায় তবে ইহা জায়িয কি না? -(ঐ)

هُمْ مِنْهُمْ (তাহারাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ তখন নারী ও শিশু হত্যা হওয়াতে কোন দোষ নাই। তবে ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, মুশরিক যোদ্ধাদের সহিত তাহাদের নিরস্ত্র নারী ও শিশুদের সেচ্ছায় হত্যা করা মুবাহ; বরং ইহার মর্ম হইতেছে যে, শিশুদের হত্যা না করিয়া যদি তাহাদের পিতার কাছে পৌঁছা সম্ভব না হয় এবং তাহাদের সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ থাকে তবে তাহাদেরকেও হত্যা করা জায়িয। -(ফতহুল বারী)

অতঃপর জমহুরে উলামার মতে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম হওয়া শর্তের সহিত শর্তায়িত। অর্থাৎ তাহারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলে তাহাদের হত্যা করাতে কোন দোষ নাই। -(তাকমিলা ৩:৩৯-৪০)

(৪৪২৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ "هُمْ مِنْهُمْ".

(৪৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... সা'ব বিন জাছ্ছামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাত্রির অন্ধকারে হামলায় মুশরিকদের শিশুসন্তানদের উপরও আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৪২৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ"

(৪৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সা'ব বিন জাছ্ছামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি অশ্বারোহীগণ রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ করে এবং উহাতে মুশরিকদের শিশু সন্তান হত্যা হইয়া যায় (ইহার হুকুম কি?) তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাহারাও তাহাদের পিতাদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরদের বৃক্ষসমূহ কর্তন করা ও জ্বালানো জায়িয

(৪৪২৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ.

(৪৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে বর্ণন করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরের খেজুর গাছ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন এবং কর্তন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর উহা হইল 'বুওয়ায়রা' বাগান। রাবী কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) উভয়ের বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "তোমরা যে লীনা (নামক খেজুর) বৃক্ষ কাটিয়াছ এবং যাহা কান্ডের উপর রাখিয়া দিয়াছ, সবই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হইয়াছে। আর যাহাতে ফাসিকদিগকে অপমাণিত করেন -(সূরা হাশর- ৫)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ (বনূ নাযীরের খেজুর গাছ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন)। বনূ নাযীর ইয়াহুদীদের বিরাট একটি সম্প্রদায়। মদীনায় ইয়াহুদীদের তিনটি বিরাট সম্প্রদায় ছিল। কুরাইযা, নাযীর এবং কায়নুকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সহিত যুদ্ধ করিবে না এবং তাঁহার শত্রুদের সাহায্য করিবে না। কিন্তু সর্বপ্রথম বনূ কায়নুকা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং বদর ও ওহুদের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বদর যুদ্ধের পর শাওয়াল মাসে বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করিলেন, তাহারা দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ হইল। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহারা রাযী হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা মীমাংসা করিবেন তাহাই মানিয়া লইবে। আবদুল্লাহ বিন উবাই তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন করিলেন যে, তাহাদেরকে নির্বাসিত করিয়া দেওয়া হউক। ফলে তাহাদিগকে সিরিয়ার 'আযরেআত' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হয়।

অতঃপর বনূ নাযীর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল। তাহাদের সর্দার ছিল হুই বিন আখতাব। তাহারা অত্যন্ত মজবূত দুর্গে অবস্থান করিত, যাহা অবরোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। দ্বিতীয়ত আবদুল্লাহ বিন ওবাই বার্তা পৌঁছাইয়াছিল যে, তোমরা আত্মসমর্পণ করিবে না। বনূ কুরাইযা তোমাদের সাহায্য করিবে এবং আমিও দুই হাজার লোক লইয়া তোমাদের সাহায্য করিব। কিন্তু বনূ কুরাইযা তাহাদের সহায়তা করিল না। ফলে মুনাফিকরাও প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে পনের দিন অবরোধ করিয়া রাখিলেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে যে খেজুর বাগান ছিল উহা হইতে 'লীনা' নামক কিছু গাছ কাটিয়া ফেলিলেন এবং কিছু জ্বালাইয়া

দিলেন। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক লিখেন, শত্রু যদি গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া সুন্নত। অবশেষে বনূ নাযীর সম্মত হইল যে, তাহারা যেই পরিমাণ ধন-সম্পদ তাহাদের উটে করিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহা নিয়া তাহারা মদীনার বাহিরে কোথায়ও চলিয়া যাইবে। ফলে তাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সকলেই খায়বরে চলিয়া গেল এবং সেই স্থানে বসবাস স্থাপন করিল। -(তাকমিলা ৩:৪০-৪১ ও অন্যান্য)

وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ (আর উহা হইল 'বুওয়ায়রা' বাগান)। اَلْبُوَيْرَةُ শব্দটির ب বর্ণে পেশ و বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। বুওয়ায়রা হইতেছে মদীনা এবং তিয়ামা-এর মধ্যবর্তী বনূ নাযীরের খেজুর বাগানের স্থান। 'বুওয়ায়রা' বাগানের খেজুর গাছ কর্তন ও জ্বালাইয়া দেওয়ার কারণ সম্ভবত গাছের আড়াল হইতে সংবাদাদী আদান-প্রদান করা হইত, যাহার কারণে উহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২)

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (তোমরা যে লীনা বৃক্ষ কাটিয়াছ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কুরআন মজীদে উল্লিখিত لِينَة (লীনা) হইতেছে 'আজওয়া' খেজুর ব্যতীত সকল প্রকার ফল। আর কেহ বলেন, উত্তম খেজুর বা খেজুর গাছ। আর কেহ বলেন, প্রত্যেক গাছই লীনা। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) স্বীয় 'রওযুল আনাফ' গ্রন্থে লিখেন, আজওয়া এবং বারনী ছাড়া অন্য সকল প্রকার খেজুর গাছকে লীনা (لِينَة) বলে। এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকল খেজুর গাছ কর্তন করেন নাই; বরং 'লীনা' নামে যে এক প্রকার বিশেষ প্রকার খেজুর গাছ ছিল এবং যাহা আরবদের সাধারণ খাদ্য ছিল না তাহাই কর্তন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৪৪২৮) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي ذٰلِكَ نَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا الآيَةَ.

(৪৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও হান্নাদ বিন সারিয়্যি (রহ.) তাঁহারা ... উবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরের খেজর গাছ কর্তন করিয়াছিলেন এবং জ্বালাইয়াও দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কবি হাস্‌সান (রাযি.) সুন্দর বলিয়াছেন "বনূ লুওয়াই তথা (করায়শ)-এর সর্দারদের কাছে বুওয়ায়রার আগুনের লেলিহান শিখা খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।" আর এই সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে (বঙ্গানুবাদ) "তোমরা যে লীনা (নামক খেজুর) বৃক্ষ কাটিয়াছ এবং যাহা কান্ডের উপর রাখিয়া দিয়াছ ...... শেষ পর্যন্ত -সূরা হাশর ৫)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ (সরদারদের কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে)। هَانَ অর্থাৎ سهل (সহজ হওয়া)। আর السراة শব্দটি السرى -এর বহুবচন سيد القوم (সম্প্রদায়ের সরদার)-এর অর্থে ব্যবহৃত। السراة হইল السادة (নেতা) এবং الاشراف (অভিজাত ব্যক্তিবর্গ)। আর 'বনূ লুওয়াই' দ্বারা 'কুরায়শ' মর্ম। আর المستطير (ছাড়ানো, বিস্তৃত) হইল المشتعل المنتشر (বিস্তৃত অগ্নিদাহ)। কবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাযি.) এই কবিতা দ্বারা কুরায়শ কাফিরদেরকে আকারে ইঙ্গিতে ধিক্কার দিয়াছেন। কেননা, তাহারা বনূ নাযীরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গের জন্য প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। অবশ্য পরে তাহারা সাহায্য করে নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৩)

(৪৪২৯) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ.

(৪৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরের খেজুর বৃক্ষ জ্বালাইয়াও দিয়াছিলেন।

بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهٰذِهِ الأُمَّةِ خَاصَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষভাবে এই উম্মতের জন্য গণীমতের মাল হালাল

(৪৪৩০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِى رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ وَلَا آخَرُ قَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا وَلَا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا. قَالَ فَغَزَا فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَىَّ شَيْئًا. فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ فَقَالَ فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. فَبَايَعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِى قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ قَالَ فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ قَالَ فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَوَضَعُوهُ فِى الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ. فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا".

(৪৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন ‘আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি’ (রহ.) তাঁহারা ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই সকল হাদীছ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে রওয়ানা দিলেন। তিনি নিজ কওমকে বলিলেন, এমন লোক যেন আমার সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে, যেই ব্যক্তি সদ্য বিবাহ করিয়াছে এবং বাসর ঘর উদযাপন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এখনও উহা সম্পন্ন হয় নাই। আর সেই ব্যক্তি যে গৃহ তৈরী করিয়াছে কিন্তু এখনও উহার ছাদ দেয়নি এবং সেই ব্যক্তিও যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী ক্রয় করিয়াছে এবং সেইগুলির বাচ্ছা প্রসবের অপেক্ষায় রহিয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি জিহাদে চলিয়া যান এবং আসরের ওয়াক্ত কিংবা উহার কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী এক গ্রামে পৌছেন। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি আদিষ্ট এবং আমিও আদিষ্ট। হে আল্লাহ! আপনি সূর্যকে আমার জন্য কিছু সময় থামাইয়া রাখুন। সূর্যকে থামাইয়া দেওয়া হইল। অবশেষে আল্লাহ তা’আলা তাঁহাকে বিজয় দান করিলেন। রাবী বলেন, তাহারা গনীমতের মাল

জমায়েত করিল। অতঃপর উহা খাওয়ার (ধ্বংস করার) জন্য অগ্নি আগমন করিল কিন্তু সে উহা আহার (ধ্বংস) করিতে অস্বীকার করিল। তখন সেই নবী (আ.) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে গনীমতের খেয়ানতকারী রহিয়াছে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া আমার হাতে বায়আত কর। তখন তাহারা তাঁহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিল। ইহাতে এক ব্যক্তির হাত নবী (সা.)-এর হাতের সহিত লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে গনীমতের খেয়ানতকারী রহিয়াছে। কাজেই তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার হাতে বায়আত করুক। অতঃপর তাহার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার হাতে বায়আত করিল। নবী (আ.)-এর হাতের সহিত দুই কিংবা তিন ব্যক্তির হাত লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে গনীমতের খেয়ানতকারী রহিয়াছে। তোমরা গনীমতের মাল খেয়ানত করিয়াছ। রাবী বলেন, তখন তাহারা নবী (আ.)-এর কাছে গাভীর মাথার পরিমাণ একটি স্বর্ণখণ্ড বাহির করিয়া দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা উহাকে উক্ত সম্পদের সহিত রাখিল। আর উহা ছিল মাটিতে, তখন অগ্নি আগমন করিয়া উহা খাইয়া (জ্বালাইয়া) ফেলিল। সুতরাং আমাদের পূর্বে কাহারও জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও সক্ষমতা দেখিয়া আমাদের জন্য উহা হালাল করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ (নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে রওয়ানা দিলেন)। তিনি হইলেন ইউশা ইব্‌ন নূন (আ.)। আর যেই গ্রামে তিনি জিহাদ করেন উক্ত গ্রামের নাম 'আরীহা'। যেমন 'হাকিম' গ্রন্থে কা'ব আল আখবার-এর রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল বারী ৬:২২১-২২২) অতঃপর তিনি বলেন, মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হিশাম (রহ.) সূত্রে মুহাম্মদ বিন সীরীন হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس لم تحبس لبشر الا ليوشع بن نون ليالى سار الى بيت المقدس (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় সূর্য কোন মানুষের জন্য থামিয়া থাকে নাই। তবে ইউশা ইব্‌ন নূন (আ.)-এর জন্য রাত্রিসমূহ বায়তুল মুকদ্দাস-এর দিকে ভ্রমণ করিয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৪৪)

مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (সদ্য বিবাহ করিয়াছে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৬:২২২ পৃষ্ঠায় লিখেন, بُضْعَ শব্দটির ب বর্ণে পেশ ض বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। البضع শব্দটি الفرج (যোনি, যৌনাঙ্গ), التزويج (বিবাহ করা) এবং الجماع (স্ত্রীসংগম)-এর অর্থে প্রয়োগ হয়। এই স্থানে তিন অর্থই হইতে পারে।

وَلَمَّا يَبْنِ (কিন্তু এখনও তাহা সম্পন্ন হয় নাই)। بين শব্দটি البناء হইতে مضارع مجزوم এর সীগা। ولم يدخل عليها البناء بالمرأة হইল الدخول عليها (স্ত্রীর সহিত সহবাস করা)। বাক্যের মর্ম হইল ولم يدخل عليها (কিন্তু এখনও স্ত্রীর সহিত সহবাস করে নাই)।

أَوْ خَلِفَاتٍ (কিংবা গর্ভবতী উটনী)। خَلِفَات শব্দটির خ বর্ণে যবর ل বর্ণে যেরসহ পঠনে خلفة এর বহুবচন। আর উহা হইল গর্ভবতী উটনী। আর কখনও উটনী ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রয়োগ হয়। হাদীছের বাণী غنما او خلفات -এর মধ্যে أو (কিংবা) শব্দটি শ্রেণীবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত। আর غنم (ছাগল)-এর حامل (গর্ভবতী) وصف (গুণ)টি উহ্য করার কারণ হইতেছে যে, দ্বিতীয়টি ইহার উপর প্রমাণ করে কিংবা ইহাকে ব্যাপকতার উপর রাখা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৫)

وَهُوَ مُنْتَظِرٌ (আর সে সেইগুলি বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় রহিয়াছে)।

وِلَادَهَا শব্দটির و বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা ক্রিয়ামূল ولد-ولادا এবং ولادة (সন্তান প্রসব করা, উৎপাদন করা, জন্ম দেওয়া)। উক্ত সকল লোকদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হইতে নিষেধ করার হিকমত হইতেছে যে, তাহাদের অন্তর উল্লিখিত বস্তুসমূহে মশগুল রহিয়াছে। এই কারণেই আল্লামা নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য অন্তরকে অন্য মনস্ক হইতে খালি করা সমীচীন। কেননা, ইহাতে তাহার সঙ্কল্প দুর্বল করিয়া দেয়। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সর্বশক্তি দিয়া সম্পাদন করিতে ব্যঘাত ঘটাইবে। -(তাকমিলা ৩:৪৫)

فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ (তখন সূর্যকে থামাইয়া দেওয়া হইল)। حُبِسَتْ শব্দটির ح বর্ণে পেশ এবং ب বর্ণে যেরসহ مبنيا للمجهول রূপে পঠিত। সূর্য আটকানোর ধরণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া। কেহ বলেন, নিজ স্থলে উহাকে থামাইয়া দেওয়া। আর কেহ বলেন, সূর্যের চলাচল মন্থর হওয়া। প্রত্যেক অর্থই প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে ইবন বাত্তাল (রহ.) প্রমুখ তৃতীয় অর্থটি প্রাধান্য দিয়াছেন।

সূর্য থামিয়া যাওয়া হযরত ইউশা' (আ.)-এর মুজিযা ছিল। আর ইহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও মুজিযা ছিল। যেমন ইমাম তহাভী (রহ.) 'মশকিলুল আছার' গ্রন্থে, তিবরানী (রহ.) 'কবীর' গ্রন্থে, হাকিম ও বায়হাকী (রহ.) 'দালায়িল' গ্রন্থে আসমা বিন্ত উমায়শ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন :

انه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على ركبة على رضى الله عنه ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى على، ثم غربت (الحافظ فى الفتح ٦: ٢٢٢)

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আর বরকতে সূর্য থামিয়া যাওয়ার বিষয়টি মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের উপর্যুক্ত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের বিপরীত নহে। কেননা, ইহা দ্বারা এই মর্ম হইতে পারে যে, হযরত ইউশা' (আ.) ব্যতীত অতীতের অন্য কোন নবী কিংবা লোকের জন্য সূর্য থামিয়া থাকে নাই। কাজেই ইহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সূর্য থামিয়া থাকার বিরোধ নহে। (কেননা তিনি ছিলেন তাঁহার পরবর্তীদের সর্বশেষ নবী)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৬-৪৭)

فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ (তখন উহা খাওয়ার জন্য আগুন আগাইয়া আসিল)। আর 'নাসাই' প্রভৃতি গ্রন্থে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্তি আছে যে, وكانوا اذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتاكلها (তাহারা যখন গনীমতের মাল জমায়েত করিয়া রাখিত তখন আল্লাহ তা'অলা উক্ত গনীমতের মাল খাওয়ার জন্য আগুন পাঠাইতেন। অতঃপর আগুন আগমন করিয়া উহা খাইয়া ফেলিত)। -(তাকমিলা ৩:৪৭)

فَطَيَّبَهَا لَنَا (আমাদের জন্য উহা (গনীমত) হালাল করিয়া দিয়াছেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিশেষভাবে এই উম্মতের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। আর ইহা বদরের জিহাদ হইতে আরম্ভ হয়। এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করিয়াছ তাহা হইতে। -সূরা আনফাল- ৬৯) সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য গণীমতের মাল হালাল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৮)

بَابُ الْأَنْفَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ নফল (গণীমতের সম্পদ)-এর বিবরণ

(৪৪৩১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمُسِ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَبْ لِي هٰذَا فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ الاية

(৪৪৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... মুসআব বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা খুমুস (গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ) হইতে একটি বস্তু (তলোয়ার) নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইহা আমাকে হেবা করুন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হেবা করিতে) অস্বীকার করিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : তাহারা আপনার কাছে গণীমতের হুকুম জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, গণীমতের মাল হইল আল্লাহর এবং রাসূলের। -(সূরা আনফাল- ১)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخَذَ أَبِي (আমার পিতা (খুমুস হইতে) একটি বস্তু নিয়া ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা বহুরূপী ভাষণের অন্তর্ভুক্ত। বাক্যটির মূল্যায়ন এইভাবে যে, عن مصعب بن سعد انه حدث عن ابيه بحديث قال فيه - قال ابى اخذت من الخمس سيفا (মুসআব বিন সা'দ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে একখানা হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। উহাতে তিনি (মুসআব) বলেন, আমার পিতা (সা'দ রাযি.) বলেন, আমি খুমুস হইতে একটি তলোয়ার নিলাম) আর হাদীছের বাক্য فابى (তখন তিনি অস্বীকার করিলেন) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তলোয়ারটি হিবা করিতে অস্বীকার করিলেন। অধিকাংশ আলিম ইহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, কেননা তখনও গণীমতের মালের ব্যাপারে কোন হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। অতঃপর যখন সূরা আনফালের প্রথম দিকের আয়াত নাযিল হইল এবং তাহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এখতিয়ারে দেওয়া হইল তখন তিনি হযরত সা'দ (রাযি.)কে উক্ত তলোয়ারটি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার স্বপক্ষে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত এই হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় : فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم انك سالتنى هذا السيف وليس هولى ولالك وان الله قد جعله لى فهولك ثم قرأ يسألونك عن الانفال الخ (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (সা'দ (রাযি.)কে) বলিলেন, তুমি আমার কাছে এই তলোয়ারটি চাহিয়াছ, অথচ ইহা আমার নহে এবং তোমারও নহে। হ্যাঁ, এখন আল্লাহ তা'আলা ইহাকে আমার এখতিয়ারে প্রদান করিয়াছেন। কাজেই ইহা তোমার জন্য। অতঃপর তিনি يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (আপনার কাছে গণীমতের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে– শেষ পর্যন্ত -সূরা আনফাল ১) আয়াতখানা তিলাওয়াত করেন। -(তাকমিলা ৩:৪৯)

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) স্বীয় 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে সূরা আনফালের ১ম আয়াতের তাফসীরে লিখেন: انفال শব্দটি نفل -এর বহুবচন। ইহার অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এই কারণেই নফল বলা হয় যে, এইগুলি কাহারও উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নহে। যাহারা তাহা করে, নিজের খুশীতেই করিয়া থাকে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'নফল ও আনফাল' গণীমত তথা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যাহা যুদ্ধকালে কাফিরদের হইতে লাভ করা হয়। তবে

কুরআন মজীদে এতদর্থ তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। (১) আনফাল (২) গণীমত এবং (৩) ফায়। انفال শব্দটি এই আয়াতে রহিয়াছে। আর غنيمة (গণীমত) শব্দ এবং ইহার বিশ্লেষণ এই সূরা তথা আনফাল-এর একচল্লিশতম আয়াতে রহিয়াছে। আর فيء (ফায়) এবং ইহার ব্যাখ্যা সূরা হাশর-এর ৬ নং আয়াতে রহিয়াছে। এই তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম, সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির স্থলে শুধু 'গণীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। انفال (গণীমত) সাধারণত সেই মালকে বলা হয়, যাহা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধীদের কাছ হইতে লাভ করা হয়। আর فيء (ফায়) বলা হয় সেই মালকে যাহা কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই কাফিরদের কাছ হইতে পাওয়া যায়। সেইগুলি ফেলিয়া কাফিররা পালাইয়া যাক কিংবা স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়া যাইতে রাযী হউক। আর انفال ও نفل (নফল ও আনফাল) শব্দদ্বয় অধিকাংশ সময় এন্আম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাহা জিহাদের আমীর কোন বিশেষ মুজাহিদকে তাহার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গণীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গণীমতের মালকেও বোঝানো হয়। ইমাম আবূ উবায়দ (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে উত্তম ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি ইহা একটি বিশেষ দান যে, জিহাদের মাধ্যমে যে সকল মাল-সামান কাফিরদের কাছ হইতে লাভ করা হয় সেইগুলি মুসলমানদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য ইহা হালাল ছিল না। এই আয়াতে গণীমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কল্যাণ-বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি যেইভাবে ইচ্ছা উহা ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান আসিয়াছে উহাতে বলা হইয়াছে যে, গণীমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচভাগ করে এক ভাগ বায়তুল-মালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বাকী চারভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতখানা পরবর্তী আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন যে, এই স্থানে কোন 'নাসিখ-মানসূখ' অর্থাৎ রহিত কিংবা রহিতকারী নাই; বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, একত্রিশতম আয়াতে উহারই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অবশ্য 'ফায়'-এর মালামাল যাহার বিধি-বিধান সূরা হাশরে রহিয়াছে উহা সম্পূর্ণভাবে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেইভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। এই কারণেই সেই খানে উহার বিধান বর্ণনার পর ইরশাদ হইয়াছে : وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (আর রসূল তোমাদিকে যাহা কিছু দেন তাহা গ্রহণ কর এবং যাহা কিছু হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক। -সূরা হাশর ৭)

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গণীমতের মাল হইতেছে সেই সকল মালামাল যাহা যুদ্ধ-জিাদের মাধ্যমে হস্তগত হয়। আর 'ফায়' হইল সেই সকল মালামাল যাহা কোন প্রকার যুদ্ধ এবং জিহাদ ব্যতীতই হস্তগত হয়। আর انفال (আনফাল) শব্দটি উভয় সম্পদের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার কিংবা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাহা জিহাদের আমীর প্রদান করেন।

এই প্রসঙ্গে সাথীদের পুরস্কার দেওয়ার চারিটি রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। (এক) এই কথা ঘোষণা করিয়া দেওয়া যে, যেই লোক কোন বিধর্মী শত্রুকে হত্যা করিতে পারিবে– যে সামগ্রী তাহার সহিত থাকিবে সেইগুলি তাহারই হইয়া যাইবে, যে হত্যা করিয়াছে। এই সকল সামগ্রী

গণীমতের সাধারণ মালামালের সহিত জমা করা হইবে না। (দুই) বড় কোন সেনাদল হইতে কোন দলকে পৃথক করিয়া কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া এবং এমন নির্দেশ দিয়া দেওয়া যে, এইদিক হইতে যে সকল গণীমতের মালামাল সংগৃহীত হইবে সেইগুলি উল্লিখিত বিশেষ দলের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবে যাহারা সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে। তবে ইহাতে শুধু এতটুকু করিতে হইবে যে সমস্ত মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করিতে হইবে। (তিন) বায়তুল মালে গণীমতের যেই এক পঞ্চমাংশ জমা করা হয় উহা হইতে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)কে তাহার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসাবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা। (চার) সমগ্র গণীমতের মালামালের মধ্য হইতে কিছু অংশ পৃথক করিয়া নিয়া সেই সকল লোকদের মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা, যাহারা মুজাহিদ সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতি দেখাশোন করে এবং তাহাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে। -(ইবন কাছীর)-(মা'আরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত)

(৪৪৩২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ أَصَبْتُ سَيْفًا فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ فَقَالَ "ضَعْهُ". ثُمَّ قَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ". ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ "ضَعْهُ". فَقَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ". قَالَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ.

(৪৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারিটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি একটি তলোয়ার লাভ করিলাম। অতঃপর তিনি ইহা নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এইটি আমাকে দান করুন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহা রাখিয়া দাও। অতঃপর (পুনরায়) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এইটি আমাকে দান করুন। তখনও তিনি ইরশাদ করিলেন, এইটি রাখিয়া দাও। তারপর (আবার) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ইহা আমাকে অনুদানস্বরূপ দিয়া দিন। আমি কি সেই ব্যক্তির স্থলে গণ্য হইব যে ইহা ব্যবহারের ব্যাপারে অমুখপেক্ষী? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহা যেই স্থান হইতে নিয়াছ সেই স্থানে রাখিয়া দাও। রাবী (সা'দ রাযি.) বলেন, তখন এই (সূরা আনফালের প্রথম) আয়াত নাযিল হয় : "তাহারা আপনার কাছে গণীমতের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, গণীমতের মাল হইল আল্লাহর এবং রাসূলের।" -(সূরা আনফাল- ১)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ (আমার সম্বন্ধে চারিটি আয়াত নাযিল হইয়াছে)। একটি ব্যতীত অন্য তিনটি আয়াত এই হাদীছে উল্লেখ করা হয় নাই। তবে সহীহ মুসলিম শরীফের 'কিতাবুল ফাযয়িল'-এ উহার উল্লেখ করা হইয়াছে (২) মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহারের আয়াত -সূরা আনকাবূত ৮ (৩) মদ হারাম হওয়ার আয়াত -সূরা মায়িদা ৯০ এবং (৪) আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ولا تطرد الذين الخ -(তাকমিলা ৩:৫১)

فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর তিনি উহা নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন)। التكلم (কথা বলা তথা উপস্থিত) হইতে الغيبة (অনুপস্থিতি)-এর দিকে পরিবর্তন। আর এক নুসখায় فاتيت (অতঃপর আমি (উহা নিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) আসিলাম।) রহিয়াছে। (كما فى حاشية محمد دهنى) -(তাকমিলা ৩:৫১)

نَفِّلْنِيهِ অর্থাৎ اعطنى اياه على طريق النفل (আপনি ইহা আমাকে অনুদান স্বরূপ দিয়া দিন)। -(ঐ)

(৪৪৩৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

(৪৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে আমি (ইবন উমর)ও ছিলাম। তাহারা সেইখানে বহু উট গণীমতস্বরূপ লাভ করিল। প্রত্যেকের ভাগে বারটি কিংবা এগারটি করিয়া উট পড়িল এবং (আমীর কর্তৃক) প্রত্যেককে আরও একটি করিয়া উট পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হইল।

(৪৪৩৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ وَفِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا سِوَى ذٰلِكَ بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে এক সেনাদল প্রেরণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে ইবন উমর (রাযি.)ও ছিলেন। গণীমতের মালের বন্টনে তাহাদের অংশে বারটি করিয়া উট পড়িল। আর ইহা ছাড়া (আমীর কর্তৃক) আরও একটি করিয়া উট নফল (পুরস্কার) হিসাবে দেওয়া হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা (আমীর কর্তৃক বন্টনের কোনরূপ) পরিবর্তন করেন নাই।

(৪৪৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا.

(৪৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজদের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন। আর আমিও তাহাদের সহিত গিয়াছিলাম। আমরা বহু উট ও ছাগল (গণীমত হিসাবে) পাইলাম। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করিয়া উট পড়িল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর নিয়োগকৃত আমীর কর্তৃক) প্রত্যেককে আরও একটি করিয়া উট নফল (পুরস্কার) স্বরূপ প্রদান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেককে আরও একটি করিয়া উট নফল (পুরস্কার) স্বরূপ প্রদান করিলেন)। প্রকাশ্যভাবে হাদীছের এই অংশ আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হয়। কেননা উহাতে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে যে, "সেনাদলের আমীর তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া উট নফল (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করেন।" এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় প্রদান সম্ভব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাদলের আমীরের বণ্টন প্রক্রিয়াকে বহাল রাখার

কারণে নফল (পুরস্কার) হিসাবে প্রদানের সম্বন্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত করা হইয়াছে। কেননা সেনাদলের আমীর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি। অধিকন্তু হযরত ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত সহীহ রিওয়ায়তও ইহার তায়ীদ করে فلم يغيره رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা (আমীর কর্তৃক বন্টনের কোনরূপ) পরিবর্তন করেন নাই)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৪)

(৪৪৩৬) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৪৩৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৪৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ 'আদী (রহ.) তাহারা ইবন 'আওন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নফল (গণীমতের সম্পদের উপঢৌকন) সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া নাফি' (রাযি.)-এর কাছে পত্র লিখিলাম। তিনি জবাবে আমাকে লিখিলেন যে, হযরত উবন উমর (রাযি.) একটি সেনাদলে ছিলেন। আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আহলী (রহ.) তাহারা নাফি' (রাযি.) হইতে এই সনদে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৪৩৮) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلاً سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ.

(৪৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরাইজ বিন ইউনুস ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতা হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রাপ্ত অংশ ব্যতীত খুমুস হইতে অতিরিক্ত একটি নফল (পুরস্কার) প্রদান করেন। ফলে আমার ভাগে একটি 'শারিফ' পড়িল। 'শারিফ' হইল বয়োবৃদ্ধ উট।

(৪৪৩৯) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ.

(৪৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাদলের মাঝে নফল (গণীমতের সম্পদ হইতে পুরস্কার) প্রদান করিলেন। অতঃপর রাবী ইবন রাজা (রহ.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৪৪০) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِي ذٰلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

(৪৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুদ্র সেনাদলে যেই সকল সৈনিককে পাঠাইতেন, তাহাদেরকে কোন কোন সময় সাধারণ সৈনিকদের অংশের অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু বিশেষভাবে প্রদান করিতেন। আর গণীমতের সকল সম্পদের উপর খুমুস ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْخُمُسُ فِي ذٰلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (আর গণীমতের সকল সম্পদের উপর খুমুস ওয়াজিব)। ইমাম বুখারী (রহ.) তাহার সহীহ গ্রন্থে এই বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। প্রকাশ্য যে, ইহা ইবন উমর (রাযি.)-এর উক্তি। -(বযলুল মাজহুদ ১২:৩৫৮)

بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিহত শত্রু হইতে ছিনাইয়া নেওয়া বস্তু হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য।

(৪৪৪১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ جَلِيسًا لأَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

(৪৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে আগত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ অর্থাৎ الحديث الاتى بعد رواية واحدة (এক রিওয়ায়তের পর আগত হাদীছ (তথা ৪৪৪৩ নং হাদীছ)। ইহা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর একটি বিরল রীতি। -(তাকমিলা ৩:৫৭)

(৪৪৪২) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(৪৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে (আগত হাদীছের অনুরূপ) হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৪৪৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتّٰى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا لِلنَّاسِ فَقُلْتُ أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ

عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" . قَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ" . فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ صَدَقَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ سَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَاهَا اللّٰهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ" . فَأَعْطَانِي قَالَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَامِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُضَيْبِعَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللّٰهِ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ .

(৪৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হুনায়নের বৎসর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (জিহাদে) রওয়ানা হইলাম। আমরা যখন শত্রুর সম্মুখীন হইলাম তখন মুসলমানগণের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ হইল। তিনি (আবূ কাতাদা রাযি.) বলেন, এমতাবস্থায় আমি মুশরিকদের জনৈক ব্যক্তিকে মুসলমানগণের জনৈক ব্যক্তির উপর চড়িয়া বসিতে দেখিলাম। তখন আমি ঘুরিয়া তাহার পিছন দিক দিয়া আসিয়া তাহার কাধের উপর আঘাত করিলাম। তখন সে আমার দিকে (দ্রুত) আসিয়া এমনভাবে চাপিয়া ধরিল যে, আমি ইহাতে মৃত্যু গন্ধ পাইলাম। অতঃপর সে মৃত্যু মুখে ঢলিয়া পড়িল এবং আমাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর সহিত মিলিত হইলাম। তিনি বলিলেন, লোকদের কী হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইহা আল্লাহর হুকুম। অতঃপর (পলায়নপর) লোকেরা (পুনরায়) ফিরিয়া আসিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধক্ষেত্রে) বসা ছিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই মুজাহিদ ব্যক্তি অন্য কোন বিধর্মী সৈন্যকে হত্যা করিয়াছে এবং ইহাতে তাহার প্রমাণ আছে তাহা হইলে নিহতের পরিত্যক্ত মাল হত্যাকারী মুজাহিদেরই প্রাপ্য। তিনি (আবূ কাতাদা (রাযি.) বলেন, আমি দাঁড়াইয়া আরয করিলাম, আমার জন্য কে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর বসিয়া গেলাম। অতঃপর তিনি অনুরূপ ইরশাদ করিলেন। তিনি (আবূ কাতাদা রাযি.) বলেন, আমি দাঁড়াইয়া আরয করিলাম, আমার জন্য কে সাক্ষ্য দিবে? অতঃপর বসিয়া গেলাম। তারপর তিনি তৃতীয়বার অনুরূপ ইরশাদ করিলেন। তখন আমি (রাবী আবূ কাতাদা রাযি.) দাঁড়াইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হইয়াছে? তখন আমি তাঁহার কাছে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (আবূ কাতাদা রাযি.) সত্য বলিয়াছেন। ঐ নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) মাল আমার কাছে রক্ষিত আছে। আপনি তাহার হক আমাকে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহাকে রাযী করাইয়া দিন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, না। আল্লাহ তা'আলার কসম! তাহা হইতে পারে না। আল্লাহর সিংহসমূহের কোন এক সিংহ (মুজাহিদ) যিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে জিহাদ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্য সম্পদ যেন তোমাকে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনস্থ না করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তিনি (আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.) সত্যই বলিয়াছেন। কাজেই তিনি তাঁহাকেই (আবূ কাতাদা (রাযি.)কেই) উহা প্রদানের হুকুম দিলেন। অতঃপর উহা আমাকেই দিলেন। তিনি (আবূ কাতাদা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি উহা হইতে লৌহ বর্মটি বিক্রি করিলাম এবং উহা দিয়া বনী সালামার মহল্লায় একটি ফলের বাগান ক্রয় করিলাম। আর ইহাই ছিল আমার ইসলামী জীবনের প্রথম অর্জিত সম্পদ। আর রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহর সিংহসমূহের কোন এক সিংহ (সকল মুজাহিদ)কে বাদ দিয়া উহা কুরায়শের কোন নেকড়ে বাঘকে প্রদান না করেন। আর রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে ইহাও রহিয়াছে যে, ইহাই আমার প্রথম অর্জিত সম্পদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ حُنَيْنٍ (হুনায়নের বৎসর)। অচীরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অনুচ্ছেদে গযূওয়ায়ে হুনায়নের ঘটনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা আসিতেছে। -(তাকমিলা ৩:৫৭)

كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (মুসলমানগণের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ হইল)। جَوْلَةٌ শব্দটির ج বর্ণে যবর এবং و বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ حركة فيها اختلاف (চলাচলে বিভিন্নতা)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে পরাজিত হইয়া ও ভয়-আতংকে ছুটাছুটি করা। ইহা কেবল কিছু সৈন্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সহিত এক জামাআত সৈন্য শত্রুর মুকাবালায় দৃঢ়পদ ছিলেন। এই বিষয়ে বহু সহীহ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। যাহার বিবরণ যথাস্থানে আসিতেছে।

مَخْرَفًا শব্দটির م এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন ر বর্ণে যের অর্থাৎ بستانا (ফলের বাগান)। আর بستان (বাগান)কে مخرف নামকরণের কারণ হইতেছে যে, بستان (বাগান) হইতে ফল اخترف (আহরণ) করা হয়। -(তাকমিলা ৩:৬০)

فِي بَنِي سَلِمَةَ (বনূ সালিমার মহল্লায় ...)। سَلِمَةَ শব্দটির س বর্ণে যবর এবং ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আনসারীগণের মধ্য হইতে একটি শাখা গোত্র। তাহারা আবূ কাতাদা (রাযি.)-এর সম্প্রদায়। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:৬০)

تَأَثَّلْتُهُ (মূল, সামগ্রী, সম্পদ)। অর্থাৎ اصلته (উহার মূল)। আর اثلة كل شيء (প্রত্যেক বস্তু মূল) اصله (উহার মূল)। -(তাকমিলা ৩:৬০)

أُضَيْبِعَ এই শব্দটিকে কতক লোক ص এবং غ দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর ইহা হইল এক প্রকার পাখি। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহাই বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা صاحب السلب (হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালের সংরক্ষণকারী)-এর দুর্বলতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর কতক বিশেষজ্ঞ শব্দটি ض এবং ع দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা খেলাফে কিয়াস ضبع (তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ, হায়েনা)-এর তসগীর। হযরত আবূ বকর (রাযি.) যেন হযরত কাতাদা (রাযি.)-এর বীরত্ব প্রকাশার্থে সিংহের সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রতিপক্ষ হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হস্তগতকারীর কাপুরুষত্ব প্রকাশে তরক্ষু (হিংস্র প্রাণী)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৬১-৬২)

হত্যাকৃত ব্যক্তির ছিনাইয়া নেওয়া মাল হত্যাকারীর জন্য-এর মাসয়ালা :

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তির ছিনাইয়া নেওয়া সম্পদ শরীআতের হুকুমে হত্যাকারীর হক। ইহা ইমাম আওযায়ী, লায়ছ, ইসহাক, আবূ উবায়দ, আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমতও। (كما في المغني لابن قدامة ١٠-٣٢٦) অতঃপর ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, ছিনাইয়া নেওয়া মাল গণীমতের মালের অনুরূপ এক পঞ্চমাংশ করা হইবে। অতঃপর হত্যাকারীকে দেওয়া হইবে। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, হত্যাকৃত কাফিরের মাল কোন অবস্থাতেই এক পঞ্চমাংশ করা হইবে না; বরং সম্পূর্ণ মালই হত্যাকারীকে প্রদান করিবে। -(যাতুল মা'আদ ২:১৯২)

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, ছাওরী ও আহমদ এক রিওয়ায়তে বলেন, ইমাম কর্তৃক নফল হিসাবে প্রদানে ঘোষণা ব্যতীত হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তি হইতে ছিনাইয়া নেওয়া মাল হত্যাকারীর জন্য হইবে না। তবে তাহাদের মধ্যে নফল হিসাবে প্রদানের শরীআতে সম্মত পদ্ধতির ক্ষেত্রে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ইমাম যদি গণীমত বন্টনের পূর্বে নফল প্রদানের শর্ত করেন তবে জায়িয। আর ইমাম মালিক (রহ.)

বলেন, যুদ্ধ সমাপ্তের পর গণীমত বন্টনের পরে ব্যতীত নফল প্রদান জায়িয নাই। কেননা যুদ্ধের প্রারম্ভে নফল প্রদানের শর্তের দ্বারা দুন্ইয়া লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা অত্যবশ্যক হয়। -(আল মুগনী ১০:৪১২-৪২৭)

হানাফীগণের দলীল : (১) অনুচ্ছেদের আগত (৪৪৪৩ নং) আওফ বিন মালিক (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিশেষে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.)কে এই মর্মে নিষেধ করিয়া দেন যাহাতে তিনি হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তি হইতে ছিনাইয়া আনা মাল হুমায়রী (রাযি.)কে প্রদান না করেন। হত্যাকৃত কাফিরের ছিনাইয়া নেওয়া মাল যদি হত্যাকারীর হক হইত তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রদান করিতে নিষেধ করিতেন না।

(২) পরবর্তী (৪৪৪২ নং) হাদীছে আছে দুইজন কিশোর আবূ জাহলকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পরিত্যক্ত সম্পদ কেবল মুআয বিন আমর বিন জুমূহকে প্রদানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৬২)

(৪৪৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا قَالَ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَزُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ أَلَا تَرَيَانِ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ. فَقَالَ "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ". فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُ. فَقَالَ "هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا". قَالَا لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ". وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ.

(৪৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, বদর জিহাদের দিনে আমি যুদ্ধ সারিতে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় আমি ডান ও বামে তাকাইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমি দুইজন অল্প বয়স্ক আনসারী কিশোরের মধ্যে আছি। আমি তখন প্রত্যাশা করিতেছিলাম, যদি আমি দুইজন শক্তিশালী যুবকের মধ্যে অবস্থান করিতাম। এমতাবস্থায় তাহাদের একজন আমাকে ইশারায় বলিল, হে চাচা! আপনি কি আবূ জাহলকে চিনেন। আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তবে তাহাকে দিয়া তোমার কি প্রয়োজন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র? সে বলিল, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করে। সেই মহান আল্লাহ তা'আলার কসম! যাহার (কুদরতী) হাতে আমার প্রাণ। যদি আমি তাহাকে দেখিতে পাই তবে অবশ্যই তাহাকে ছাড়িয়া দিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দুই জনের হইতে যাহার মৃত্যুর পূর্বে হওয়া অবধারিত তাহার মৃত্যু হয়। তিনি (রাবী) বলেন, কিশোরের এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম। অতঃপর অপর কিশোরও আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া অনুরূপ উক্তি করিল। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। হঠাৎ আমি দেখিলাম, আবূ জাহল লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছে। আমি তখন কিশোর দুইজনকে বলিলাম, এই হইতেছে সেই লোক যাহার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তিনি (রাবী) বলেন, তাহারা উভয়ে দৌঁড়াইয়া যাইয়া নিজের তলোয়ার দ্বারা আবূ জাহেলকে আঘাত করিল এবং তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর উভয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা অবহিত করিল। তখন

তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে হত্যা করিয়াছে? তাহাদের প্রত্যেকেই বলিল, আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের তলোয়ার কি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছ? তাহারা উভয়ে বলিল, না। তখন তিনি তাহাদের উভয়ের তলোয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, তোমরা উভয়েই তাহাকে হত্যা করিয়াছ। তারপর তিনি মুআয বিন আমর বিন জুমূহ (রাযি.)কে (হত্যাকৃতের) ছিনাইয়া আনা সম্পদ প্রদানের ফায়সালা করিলেন। আর সেই দুই ব্যক্তি হইলেন, মু'আয বিন আমর বিন জুমূহ এবং মুআয বিন আফরা (রাযি.)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُـعَاذُابْـنُ عَفْـرَاءَ (মুআয বিন আফরা (রাযি.)। রিওয়ায়তসমূহে তাহার নাম বর্ণনায় গড়মিল আছে। কতক রিওয়ায়তে معاذ (মুআয) এবং অপর রিওয়ায়তে معوذ (মুআওয়ায) বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মা-এর নাম আফরা। আর তাহার পিতার নাম হরিছ। (উমদাতুল কারী) -(তাকমিলা ৩:৬৬)

(৪৪৪৫) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ". قَالَ اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ "ادْفَعْهُ إِلَيْهِ". فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ "لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِى أُمَرَائِى إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِىَ إِبِلًا أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ".

(৪৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আওফ বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হুমায়দ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি শত্রু পক্ষের এক (কাফির) ব্যক্তিকে হত্যা করিল এবং তাহার হইতে ছিনাইয়া নেওয়া সম্পদ নিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তাহাদের সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) তাহাকে নিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর আওফ বিন মালিক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন এবং উক্ত ঘটনা অবহিত করিলেন। তখন তিনি খালিদ (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি তাহাকে হত্যাকৃত (কাফির) ব্যক্তির ছিনাইয়া নেওয়া সম্পদ নিতে নিষেধ করিলে কেন? তিনি (খালিদ রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার প্রচুর সম্পদ পাইয়াছি। (কাজেই এককভাবে কোন ব্যক্তিকে উহা দেওয়া উপযোগী মনে করি নাই)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে উহা দিয়া দাও। তারপর খালিদ (রাযি.) আওফ (রাযি.)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি (আওফ রাযি.) তাঁহার (খালিদ রাযি.) চাদর টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছিলাম তাহাই কি হয় নাই? তখন তাহার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করিলেন। ফলে তিনি রাগান্বিত হইলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে খালিদ! তুমি তাহাকে উহা দিবে না, হে খালিদ! তুমি তাহাকে উহা দিবে না। তোমরা কি আমার (নির্ধারিত) আমীরদের পরিত্যাগ করিবে? নিশ্চয় তোমাদের এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি উট কিংবা ছাগল চরাইতে মনস্থ করিল এবং মাঠে নিয়া চরাইল। অতঃপর পিপাসার সময় পানি পান করাইবার জন্য হাউযে অবতরণ করাইল। তখন পানি পান করিতে আরম্ভ করিল পরিষ্কার পানি পান করিল এবং ঘোলাটে পানি বর্জন করিল। অনুরূপই তোমাদের জন্য পরিষ্কার আর অপরিষ্কার তাহাদের (আমীরদের) উপর।

(৪৪৮৬) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ.

(৪৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আওফ বিন মালিক আশজাঈ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যায়দ বিন হারিছা (রাযি.)-এর সহিত যাহারা মুতার জিহাদে গমন করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত আমিও রওয়ানা করিয়াছিলাম। আর ইয়ামানের একজন সাহায্যকারীও আমার সহিত হইল। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই হাদীছে বলেন যে, আওফ (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম, হে খালিদ! আপনি কি অবগত নহেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তি হইতে ছিনাইয়া নেওয়া সম্পদ হত্যাকারী মুজাহিদের প্রাপ্য বলিয়া ফায়সালা দিয়াছেন। তিনি (খালিদ রাযি.) বলিলেন, কেন জানিব না, নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু আমি এই সম্পদকে অধিক বলিয়া মনে করি (তাই এককভাবে কোন ব্যক্তিকে উহা দেওয়া উপযোগী মনে করি না)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَدَدِيٌّ অর্থাৎ সাহায্যকারী লোক। যাহা মূতার সৈন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। হানাফীগণ এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, হত্যাকৃত কাফির ব্যক্তি হইতে ছিনাইয়া আনা সম্পদ সর্বক্ষেত্রে হত্যাকারী হকদার হয় না। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ (রাযি.)কে হত্যাকৃত কাফির হইতে ছিনাইয়া নেওয়া সম্পদ হত্যাকারী হুমায়রী (রাযি.)কে দিতে নিষেধ করিতেন না। (বিস্তারিতের জন্য ইলাউস সুনান ১২:২৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৬৯)

(৪৪৮৭) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاخَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأَثَارَهُ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ. ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ". قَالُوا ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ".

(৪৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইয়া হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের সহিত জিহাদ করিয়াছিলাম। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

সহিত সকালের খাবারে সামিল হইলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি লাল রঙের উটে আরোহণ করিয়া আসিয়া উহাকে বসাইল। অতঃপর উহার পেট তথা কোমর হইতে একটি চামড়ার রশি বাহির করিয়া উহা দ্বারা সে তাহার উটটিকে বাঁধিল। অতঃপর সে আসিয়া লোকদের সহিত খানা খাইতে লাগিল এবং (গুপ্তচরের লক্ষ্যে) এই দিক সেই দিক তাকাইতে ছিল। আর আমাদের মধ্যে দুর্বল লোক ছিল এবং সাওয়ারীও ছিল অল্প। আমাদের কেহ কেহ পায়ে হাঁটিয়া চলিতেছিল। তখন সেই ব্যক্তি দ্রুত গতিতে নিজ উটের কাছে গিয়া উহার রশি খুলিল। তারপর ইহাকে বসাইয়া উহার ওপর আরোহণ করিল অতঃপর উটকে হাঁকাইল এবং উট তাহাকে নিয়া ছুটিল। তখন (আমাদের) এক লোক একটি ধুসর রঙের উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। সালামা (রাযি.) বলেন, আমি বাহির হইয়া দ্রুত চলিলাম। আর আমি উটের পিছনে গিয়া পৌঁছিলাম। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া আমি সেই উটের কাছে পৌঁছিলাম। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া আমি উটটির লাগাম ধরিয়া ফেলিলাম এবং আমি ইহাকে বসাইলাম। উটটি যখন উহার হাটু মাটিতে রাখিল, তখন আমি তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া (কাফির গুপ্তচর) লোকটির মাথায় আঘাত করিলাম। সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর আমি উটটিকে টানিয়া নিয়া আসিলাম। ইহার উপর উক্ত (হত্যাকৃত) ব্যক্তির মালপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণসহ আমাকে স্বাগত জানাইয়া নিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, কে এই (কাফির) লোকটিকে হত্যা করিয়াছে? লোকেরা বলিলেন, ইব্ন আকওয়া! তিনি ইরশাদ করিলেন, হত্যাকৃত ব্যক্তির ছিনাইয়া আনা সমুদয় সম্পদ তাহার জন্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ (সালামা বিন আকওয়া রাযি.)। سَلَمَةُ শব্দটির س ও ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত الاكوع শব্দটির و বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। (আল-মুগনী) বস্তুতঃভাবে তিনি হইলেন সালামা বিন আমরিল আকওয়া (রাযি.)। তাঁহার বীরত্বের জন্য সাহাবাগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমে তিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আসহাবে শাজারা-এর একজন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করিতেন। যরত উছমান (রাযি.)-এর শাহাদতের পর তিনি 'রবযাহ' নামক স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই স্থানে তিনি বিবাহ করেন এবং তাঁহার একটি সন্তানও জন্ম হয়। তবে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারায় চলিয়া আসেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন। সহীহ মতে তিনি হিজরী ৭৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(আল-ইসাবা ২:৬৫)-(তাকমিলা ৩:৭০)

هَوَازِنَ (হাওয়াযিন) অর্থাৎ হুনায়নের যুদ্ধ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত ইনশাআল্লাহু তা'আলা সামনে আসিতেছে। -(তাকমিলা ৩:৭০)

إِذْ جَاءَ رَجُلٌ (এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল)। সে ছিল মুশরিকদের গুপ্তচর। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে আবুল উমায়স (রাযি.)-এর রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে আছে। -(তাকমিলা ৩:৭০)

مِنْ حَقَبِهِ (উহার কোমর হইতে)। حَقَبِهِ শব্দটির ح এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে حبل يشد على بطن البعير مما يلى مؤخره (হাওদা সংলগ্ন উটের পেটে বাঁধা রশি)-(জামিউল উসূল ৮:৩৯৯, তাকমিলা ৩:৭০)

فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ (তখন জনৈক ব্যক্তি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল)। অর্থাৎ মুসলমানগণের এক ব্যক্তি যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সে একজন গুপ্তচর। -(তাকমিলা ৩:৭১)

نَاقَةٍ وَرْقَاءَ (ধূসর বর্ণের উষ্ট্রী) অর্থাৎ ذات لون أسمر (ধূসর রঙ বিশিষ্ট)। الورقة শব্দটির و বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ السمرة (তামাটে বর্ণ)-(জামিউল উসূল)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, الورقة হইল ধূলির রং-এর মত কাল বর্ণ, ধূসর। -(তাকমিলা ৩:৭১)

اخْتَرَطْتُ سَيْفِى (আমার তরবারী কোষমুক্ত করিলাম) অর্থাৎ سللته (আমি উহাকে কোষমুক্ত করিলাম। -(তাকমিলা ৩:৭১)

فَنَدَرَ (তখন সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল) অর্থাৎ سقط (সে পতিত হইল)। ندر এর আসল অর্থ হইতেছে زال عن مكانه (সে তাহার স্থান হইতে আলাদা হইয়া গেল)। ইহা باب نصر হইতে ندورا ব্যবহৃত হয়। (তাজুল উরূস)-(তাকমিলা ৩:৭১)

بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى

অনুচ্ছেদ ঃ নফল স্বরূপ কিছু প্রদান করা এবং বন্দীদের বিনিময়ে আটকাইয়া পড়া মুসলমানগণকে মুক্ত করা-এর বিবরণ

(৪৪৪৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ قَالَ الْقِشْعُ النِّطَعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ فَقَالَ "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ". فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ.

(৪৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রাযি.) তিনি ... ইয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা (সালামা বিন আকওয়া রাযি.), তিনি বলেন, আমরা ফাযারা সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের সহিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন আমাদের এবং পানির স্থলের মধ্যে এক ঘণ্টার ব্যবধান ছিল তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাদেরকে রাত্রির শেষাংশে সেই স্থানে অবতরণের হুকুম দিলেন। ফলে আমরা রাত্রির শেষাংশেই সেইস্থানে অবতরণ করিলাম। অতঃপর বিভিন্ন দিকে অতর্কিত আক্রমণ চালাইলেন এবং পানির স্থানে পৌঁছিলেন। তখন যাহাদের পাইলেন তাহাদের হত্যা করিলেন এবং কতককে বন্দীও করিলেন। আমি (শত্রুর) এক দল লোকের দিকে তাকাইয়াছিলাম যাহাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, তাহারা আমার পূর্বে পাহাড়ে পৌঁছিয়া যাইবে। তাই আমি তাহাদের এবং পাহাড়ের মধ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করিলাম। তাহারা যখন তীর প্রত্যক্ষ করিল তখন থামিয়া গেল। তখন আমি তাহাদেরকে হাঁকাইয়া নিয়া আসিলাম। তাহাদের মধ্যে চামড়ার পোশাক পরিহিতা বনূ ফাযারার একজন (বৃদ্ধা) মহিলাও ছিল। রাবী বলেন القشع হইল النطع আর তাঁহার সহিত তাহার একটি কন্যাও ছিল। সে ছিল আরবের সর্বাধিক সুন্দরী কন্যা। আমি সকলকেই হাকাইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নিকট নিয়া অসিলাম। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক

(রাযি.) (বৃদ্ধা) মহিলার কন্যাটি আমাকে নফল হিসাবে প্রদান করিলেন। অতঃপর আমি মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরিয়া আসিলাম। আর আমি তখনও কন্যাটির পরিধেয় কাপড় উম্মোচন করি নাই। এমতাবস্থায় বাজারে আমার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেনঃ হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে হিবা কর। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে আমার খুবই পছন্দ হইয়াছে আর আমি এখনও তাহার পরিধেয় কাপড় উন্মোচন করি নাই। পরের দিন পুনরায় আমার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হইল। তখনও তিনি ইরশাদ করিলেন, হে সালামা! তুমি মেয়েটি আমাকে হিবা কর। আল্লাহ পাক তোমার পিতার কল্যাণ করুন। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মেয়েটি আপনারই। আল্লাহ তা'আলার শপথ আমি তাহার পরিধেয় কাপড় উম্মোচন করি নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মেয়েটিকে মক্কা মুকাররমা পাঠাইয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে কয়েকজন মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। যাহারা মক্কা মুকাররমায় বন্দী অবস্থায় ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِى أَبِى (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা)। অর্থাৎ সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৭২)

غَزَوْنَا فَزَارَةَ (আমরা ফাযারা (গোত্র)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম)। ঐতিহাসিকগণ ফাযারা যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করেন যে, হযরত যায়দ বিন হারিছা (রাযি.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় রওয়ানা করেন। তিনি যখন 'ওয়াদীয়ে কুরা'-এর নিকট পৌঁছিলেন, তখন বদর সম্প্রদায়ের ফাযারা গোত্রের লোকেরা আসিয়া তাঁহাকে এবং তাহার সাথীদের মারধর করিয়া তাহাদের মালপত্র ছিনাইয়া নেয়। এমনকি তাহারা এই ধারণা করিয়া তাহাদেরকে ফেলিয়া যায় যে, তাহারা তাহাদেরকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর (আল্লাহর রহমতে) যায়দ (রাযি.) সুস্থ্য হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাযারা গোত্রের দিকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে সমুচিৎ শাস্তি দিলেন। এই যুদ্ধটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনের রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। -(সীরাতে ইবন হিশাম মাআ রওযুল আনফ ২:৩৫৭ এবং মাগাযিল ওয়াকিদী ২:৫৬৪)-(তাকমিলা ৩:৭৩)

وَعَلَيْنَا أَبُوبَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (আর আমাদের আমীর ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এই সারিয়ার আমীর ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ তাঁহার আমীর হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন নাই; বরং তাহাদের রিওয়ায়ত দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, এই সারিয়ার আমীর ছিলেন হযরত যায়দ বিন হারিছা (রাযি.)। এই কারণেই ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) এই সারিয়াকে 'সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারিছা ইলা উম্মে কারফা' নামকরণ করিয়াছেন। আর ঐতিহাসিক ইবন হিশাম (রহ.) নিজ সীরাত গ্রন্থে এই সারিয়াকে 'সারিয়া যায়দ বিন হারিছা বনী ফাযারা' নামকরণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা এবং আলোচ্য হাদীছের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-ই আমীরে সারিয়া ছিলেন। আর যায়দ বিন হারিছা (রাযি.) ছিলেন তাঁহাদের অগ্রদূত তথা মেজর। কেননা, তিনি বনূ ফাযারার অবস্থান সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। তিনিই যেহেতু এই ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণের করেন সেহেতু তাঁহার নামেই এই সারিয়ার নামকরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৭৩)

فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ (অতঃপর যখন আমাদের এবং পানির স্থলের মাঝে এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান ছিল)। অর্থাৎ সেই পানির স্থান যেই স্থানে 'বনূ ফাযারা'-এর লোকজন জমায়েত ছিল। আর কখনও الماء

মুসলিম ফর্মা -১৭-৪/২

(পানি) শব্দটি ছোট গ্রামের উপর প্রয়োগ হয়। কেননা, তাহারা পানির নিকটবর্তী স্থানে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিয়া থাকে। আর কতক নুসখায় الماء (পানি)-এর স্থলে المساء (সন্ধা) রহিয়াছে। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহ.) হাদীছের মতনে যাহা আছে তথা الماء (পানি)কে প্রাধান্য দিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) দৃঢ়ভাবে ইহাই বলিয়াছেন।

فَعَرَّسْنَا (কাজেই আমরা রাত্রির শেষাংশেই সেইস্থানে অবতরণ করিলাম)। عرّس শব্দটি تعريس হইতে, বিশ্রামের জন্য শেষ রাত্রিতে অবতরণ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্রামের জন্য শেষ রাত্রে অবতরণ করাকে এক ঘন্টাই বলা হয়। অতঃপর তাহারা রওয়ানা করে। -(মাকায়িসুল লুগাত লি ইবন ফারিস ৪:২৬৩ ও ২৬৪। -(তাকমিলা ৩:৭৩-৭৪)

ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ (অতঃপর অতর্কিত আক্রমণ করিলেন)। বস্তুতঃভাবে شَنَّ শব্দটির অর্থ صب الماء تفريقه (পানি ঢালিয়া দেওয়া এবং ইহাকে বিভক্ত করা)। অতঃপর এই শব্দটি আক্রমণ করার ক্ষেত্রে রূপকভাবে ব্যবহার হইতে থাকে। -(তাজুল উরুস লি যুবায়দী ৯:২৫৬)-(তাকমিলা ৩:৭৪)

إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ (লোকদের একটি দলের দিকে ...)। অর্থাৎ جماعة منهم (তাহাদের একটি দল)। العنق শব্দটি ع এবং ن বর্ণে পঠনে কোন কোন সময় লোকদের একটি দলের উপর রূপকভাবে প্রয়োগ হয় কিংবা তাহাদের নেতাগণের উপর এবং মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপরও। আর এতদুভয়ের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদের তফসীর করা হইয়াছে فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (অতঃপর তাহাদের গ্রীবাসমূহ সেই নিদর্শনের সম্মুখে নত হইয়া যাইবে। -সূরা শোআরা- ৪)। -(তাজুল উরূস ৭:২৬)-(তাকমিলা ৩:৭৪)

وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ (আর তাহাদের মাঝে বনূ ফাযারার একজন মহিলাও ছিল)। সে হইল উম্মু কারফা (ام قرفة)। তাহার নাম ফাতিমা বিন্‌ত রবী'আ বিন বদর। আর সে ছিল মালিক বিন হুযায়ফা বিন বদরের অধীনে প্রবীন বৃদ্ধা। তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার ঘরটিই ছিল সম্মানিত। -(সীরাতে ইবন হিশাম মা'আ সুহায়লী ২:৩৫৭)-(তাকমিলা ৩:৭৪)

قِشْعٌ শব্দটির ق বর্ণে যের বা যবর দ্বারা এবং ش বর্ণে সাজিনসহ পঠিত। وهو الفرو الخلق (ইহা হইল লোমযুক্ত পশুচর্ম দ্বারা তৈরী পোশাক)। -(তাজুল উরূস ৬:৪৬৭)। রাবী قِشْعٌ শব্দের তাফসীর করিয়াছেন النطع দ্বারা। النطع শব্দটি عنب -এর ওযনে অর্থ بساط من الأديم (চামড়ার তৈরী বিছানা)। এই তাফসীরও সহীহ। -(তাকমিলা ৩:৭৪)

وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا (আর আমি তখনও তাহার পরিধেয় কাপড় উন্মোচন করি নাই)। অর্থাৎ আমি তাহাকে সম্ভোগ করি নাই)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার সহিত সম্ভোগের বিষয়টি বুঝাইতে কিনায়া তথা ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৩:৭৪)

لِلَّهِ أَبُوكَ (আল্লাহ তোমার পিতার কল্যাণ করুন)। ইহা প্রশংসার শব্দ। আরবীগণ এই শব্দটি প্রশংসা ও গুণগানের লক্ষ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। কেননা, মহামহিম আল্লাহ-এর দিকে اضافت (সম্বন্ধকরণ)-এর দ্বারা সম্মান প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়। এই কারণেই বলা হয়, بيت الله (আল্লাহর ঘর) এবং ناقة الله (আল্লাহর উটনী)। যখন কোন সন্তান হইতে প্রশংসার বস্তু পাওয়া যায় তখন বলা হয় لله ابوك "আল্লাহ তোমার পিতার কল্যাণ করুন" তোমার অনুরূপ সন্তান লাভের জন্য। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৭৫)

فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (তাহার (মেয়েটির) বিনিময়ে কয়েকজন মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) মুক্তিপণ দেওয়া জায়িয। (খ) কাফির মহিলাদের বিনিময়ে পুরুষদের মুক্ত করা জায়িয আছে। (গ) বালিগ সন্তানকে তাহার মা হইতে পৃথক করা জায়িয আছে। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৭৫)

بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাই-এর হুকুম

(৪৪৪৯) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

(৪৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমার নিকট যেই সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহার একটি হইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যে কোন পল্লীতে উপনীত হইয়া (বিনা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া) অবস্থান করিবে, সেই স্থান হইতে প্রাপ্ত সম্পদ (ফাই)-এর এক অংশ (অনুদান স্বরূপ) তোমরা পাইবে। আর যে কোন লোকালয়ের বাসিন্দারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিবে (এবং তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হইবে) তাহা হইলে উহাতে প্রাপ্ত সম্পদ (গণীমত)-এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য। অতঃপর বাকী সম্পদ তোমাদের জন্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَسَهْمُكُمْ فِيهَا (সেইখান হইতে প্রাপ্ত সম্পদ (ফাই)-এর এক অংশ (অনুদান স্বরূপ) তোমরা পাইবে)। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, এই জনপদ দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহাতে মুসলমান তাহাদের উপর আপোসে বিজয়ী হয়। অশ্ব কিংবা উষ্ট্রারোহী হইয়া যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তখন উক্ত জনপদ হইতে প্রাপ্ত সম্পদ ফাই হিসাবে গণ্য হইবে। ফাই-এর সম্পদ মুসলমানের কল্যাণে ব্যয় হইবে, উহা হইতে সেনাদেরকেও কিছু অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে। সুতরাং سهمكم (তোমাদের অংশ) দ্বারা মর্ম হইতেছে, যাহা বায়তুলমাল হইতে তোমাদের জন্য বরাদ্ধ করিয়া অনুদান হিসাবে প্রদান করা হইবে। হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফাই বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করা হইবে না আর না ইহাতে এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করা হইবে; বরং ইহা ইমামের ইচ্ছা মুতাবিক মুসলমানদের কল্যাণে খরচ করিবেন। -(তাকমিলা ৩:৭৬)

বলা বাহুল্য : فيئ-غنيمة এবং نفل -এর মধ্যে পার্থক্য হইল: অমুসলিম শত্রুপক্ষ হইতে (যুদ্ধ ব্যতীত) আপোষে বিজয়ী হইয়া কিংবা কাফিররা যেই সম্পদ ফেলিয়া পলায়ন করে কিংবা যাহা সর্বসম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে যেই সম্পদ অর্জিত হয় উহাকে ফাই (فيئ) বলে। আর যাহা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী হইয়া অর্জিত হয় উহাকে গণীমত (غنيمة) বলে। আর মুজাহিদগণকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাদের বীরত্বের উপর ঘোষিত উপহার প্রদান করাকে نفل (নফল) বলে। -(অনুবাদক)

عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ (আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিবে)। অর্থাৎ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিবে। অতঃপর মুসলমানগণ তাহাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের জিহাদ করিয়া বিজয়ী হয়। এমতাবস্থায় তাহাদের হইতে প্রাপ্ত সম্পদ গণীমত হিসাবে গণ্য হইবে। গণীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পদ বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া জায়িয আছে। -(তাকমিলা ৩:৭৬)

ثُمَّ هِيَ لَكُمْ (অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্য)। অর্থাৎ للغانمين (বিজয়ীদের জন্য)। -(ঐ)

(৪৪৫০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(৪৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, মুহাম্মদ বিন আব্বাদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা .. হযরত উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (বহিস্কৃত) বনূ নাযীর সম্প্রদায়ের (লোকদের উটে বহন করিয়া নিয়া যাওয়ার পর অবশিষ্ট) সম্পদ সেই মালের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফাই হিসাবে (বিন যুদ্ধে) প্রদান করিয়াছেন। মুসলিম বাহিনী অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী হইয়া যুদ্ধ করে নাই। ফলে এই সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কাজেই তিনি ইহা হইতে স্বীয় পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ পোষণের খরচ রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পদ যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় খাতে এবং এক অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুফয়ান (রহ.), তিনি আমর (রহ.) হইতে)। সুফয়ান (রহ.) হইলেন ইবন উয়ায়না (রহ.) আর আমর (রহ.) হইলেন ইবন দীনার। -(তাকমিলা ৩:৭৬)

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ (মালিক বিন আওস (রহ.) হইতে)। ইমাম মুসলিম (রহ.) এই রিওয়ায়তখানা পরবর্তী ৪৪৫২ নং হাদীছের একাংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই মালিক বিন আওস (রহ.) হইলেন মালিক বিন আওস বিন আল-হাদাছান আবূ সাঈদ আল-মাদানী। তাহার সুহবত সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুরসাল হিসাবে হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। কেহ বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে দেখিয়াছেন এবং একদল সাহাবা হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ঐতিহসিক ইবন সা'দ (রহ.) নিজ 'তাবকাহ' গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়াছেন এবং দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হইতে কোন হাদীছ সংরক্ষণ করেন নাই। কিন্তু ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম, ইবন মুঈন (রহ.) বলেন, তাঁহার সুহবত লাভের কথাটি সহীহ নহে। তিনি হিজরী ৯১ কিংবা ৯২ সনে ইনতিকাল করেন। -(আত তাহযীব ১০:১০) -(তাকমিলা ৩:৭৭)

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ (বনূ নাযীরের সম্পদ ছিল)। বনূ নাযীর সম্প্রদায়ের ইয়াহুদীদেরকে বিশ্বাস ঘাতকতার অপরাধে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে বহিষ্কার করতঃ দেশত্যাগে বাধ্য করার ঘটনায় جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, দেশত্যাগের সময় তাহাদের উটসমূহে (অস্ত্র-শস্ত্র ব্যতীত) যেই পরিমাণ রসদপত্র বহন করিয়া নিয়া যাইতে সক্ষম সেই পরিমাণ রসদপত্র নিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহাদের সম্পদের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা মালে ফাই হিসাবে গণ্য হইল। -(তাকমিলা ৩:৭৭)

مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (যাহা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বিনা যুদ্ধে) ফাই হিসাবে প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাকে মালে 'ফাই' করিয়া দিলেন। আর الفيئ এর আভিধানিক অর্থ الرجوع (প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন, পুনরাগমন)। আর পারিভাষিক অর্থ هو مال الكفار الذى استولى عليه المسلمون

من غير حرب ('ফাই' হইল কাফিরদের সম্পদ যাহা মুসলমানগণ যুদ্ধ ছাড়া জবরদখল করিয়া নেয়)। ইহাকে الفيئ (ফাই) নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৭৭)

مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (মুসলিমগণ অশ্ব ও ঘোড়া হাঁকাইয়া যুদ্ধ করে নাই)। الايجاف হইল الاسراع (ত্বরা করা, দৌঁড়াইয়া যাওয়া, দ্রুত সম্পন্ন করা, ধাবিত হওয়া, ত্বরান্বিত করা)। আল্লামা রাগিব (রহ.) বলেন, الوجيف হইল سرعة السير (চলাচলে দ্রুততা অবলম্বন করা, চলনে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করা) আর اوجفت البعير এর অর্থ اسرعته (উট দ্রুত হাঁকাইয়া নেওয়া) অর্থাৎ فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অশ্ব ও উষ্ট্র দ্রুত হাঁকাইয়া যুদ্ধ কর নাই)। -(তাকমিলা ৩:৭৭)

فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً (কাজেই এই সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্ধারিত ছিল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এখতিয়ার ছিল যে, তিনি ইহা মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করিবেন। আল্লামা ইবন রুশদ (রহ.) নিজ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থের ১:৩৮৯ পৃষ্ঠায় বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, ফাই-এর প্রাপ্ত সম্পদ ধনী-ফকীর সকল মুসলমানের কল্যাণে ব্যয় করিবে। ইমাম ইহা হইতে মুজাহিদগণকে অনুদান হিসাবে প্রদান করিবেন। মুসলমানদের বিপদ-আপদ ও দুর্যোগে ব্যয় করিবেন। সেতু নির্মাণ করিবেন, মসজিদ মেরামত করিবেন প্রভৃতি। ইহার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ নাই। ইহাই জমহুরে উলামার অভিমত। আর ইহা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে প্রমাণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন; বরং ইহাতে এক পঞ্চমাংশ (خمس) রহিয়াছে। গণীমতের আয়াতে বর্ণিত প্রাপ্যদের মধ্যে ফাই-ও এক পঞ্চমাংশ করিয়া বণ্টন করিতে হইবে। -(তাকমিলা ৩:৭৮)

فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ (সুতরাং তিনি ইহা হইতে নিজ পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার রাখিতেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক বছরের রসদ গুদামজাত করা জায়িয। তবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের জন্য কোন কিছুই গুদামজাত করিতেন না। হ্যাঁ, অন্যের জন্য করিতেন। ইহাতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, গুদামজাত তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি করে না। আর মানুষের নিজের জমি হইতে উৎপন্ন ফসল গুদামজাত করা জায়িয। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ ইহা হইতে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে খরচ করিতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় যৎসামান্য বস্তুও অবশিষ্ট ছিল না। এই কারণেই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় ওফাত গ্রহণ করেন, তাঁহার বর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে কিছু যবের বিনিময়ে বন্ধক হিসাবে রক্ষিত ছিল। -(তাকমিলা ৩:৭৯)

وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ (আর অবশিষ্ট সম্পদ যুদ্ধে অশ্ব ... ব্যয় করেন)। الْكُرَاعِ শব্দটির ك বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ الخيل (অশ্ব)। মূলত الْكُرَاعِ শব্দটির অর্থ গরু ও বকরীর পায়া। অতঃপর শব্দটি الابل (উট) এবং الفرس (অশ্ব)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ফলে ইহা تسمية الكل باسم الجزء (অংশের নামে গোটা নামকরণ)-এর পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। -(তাজুল উরূস ৫:৪২৯)-(তাকমিলা ৩:৭৯)

(৪৪৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৪৫২) حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِهِ جَالِسًا عَلٰى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلٰى رِمَالِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ. فَقَالَ لِى يَا مَالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَمَرْتَ بِهٰذَا غَيْرِى قَالَ خُذْهُ يَا مَالُ. قَالَ فَجَاءَ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِى عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ثُمَّ جَاءَ. فَقَالَ هَلْ لَكَ فِى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ. فَقَالَ الْقَوْمُ أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ. فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُخَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذٰلِكَ

فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَا أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ" قَالاَ نَعَمْ.

فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم بِخَاصَّةٍ لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ مَا أَدْرِى هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِى قَبْلَهَا أَمْ لاَ. قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِى النَّضِيرِ فَوَاللّٰهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَخَذَهَا دُونَكُمْ حَتّٰى بَقِىَ هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ أُسْوَةَ الْمَالِ. ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ.

قَالَ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّىَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيُّ أَبِى بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِى كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنِّى لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِى أَنْتَ وَهٰذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ أَنْ تَعْمَلاَ فِيهَا بِالَّذِى كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُمَاهَا بِذٰلِكَ قَالَ أَكَذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ. قَالَ ثُمَّ جِئْتُمَانِى لأَقْضِىَ بَيْنَكُمَا وَلاَ وَاللّٰهِ لاَ أَقْضِى بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَىَّ.

(৪৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যুবায়ী (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক বিন আওস (রাযি.) তাহার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেলা উপরে উঠিলে আমি তাঁহার কাছে আসিলাম, তখন আমি তাঁহাকে তাঁহার বসতঘরে খাটের উপর উপবিষ্ট অবস্থায়

পাইলাম। উহাতে চাটাই ব্যতীত আর কোন বিছানা ছিল না। তিনি চামড়ার একটি বালিশের উপর হেলান দিয়া বসা ছিলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে মালু (অর্থাৎ হে মালিক)! তোমার গোত্রে কয়েকটি পরিবার আমার নিকট আসিয়াছিল। আমি তাহাদেরকে কিছু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি তাহা নাও এবং তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দাও। তিনি (মালিক) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ইহার নির্দেশ দিতেন। তখন তিনি (উমর রাযি.) বলিলেন, হে মালু (অর্থাৎ হে মালিক)! তিনি (রাবী) বলেন, তখন ইয়ারফা (রহ.) তাহার কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! হযরত উছমান, আবদুর রহমান বিন আউফ, যুবায়র এবং সা'দ (রাযি.) আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন। তাহাদের আসিতে দিবেন? তখন হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহাদেরকে আসিতে দাও। তখন তাহারা সকলেই প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আবার ইয়ারফা আসিল এবং বলিল, আব্বাস এবং আলী (রাযি.) আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। তাহাদের আসিতে বলিব? তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাদের উভয়কেও আসিতে দাও। তারপর আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমার মধ্যে এবং এই মিথ্যাবাদী, পাপী, প্রতারক ও খিয়ানতকারীর মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিন। তখন উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন! তাঁহাদের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দিন এবং তাঁহাদের প্রশান্তি দিন। রাবী মালিক বিন আওস (রাযি.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা যে, তাঁহারা উভয়ে (অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত আব্বাস রাযি.) তাহাদেরকে (অর্থাৎ উছমান, আবদুর রহমান, যুবায়র ও সা'দ (রাযি.)কে) এই মর্মে পূর্বাহ্নে প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.)কে বিষয়টি বুঝাইয়া মীমাংসা করিয়া দেন।

হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, আপনারা একটু ধৈর্যধরুন আমি আপনাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহার হুকুমে আকাশ ও যমীন যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমাদের (নবীগণের পরিত্যাক্ত সম্পদে) ওয়ারিছদের কিছু নাই। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সবই সদকা হিসাবে গণ্য হইবে। তখন তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা উহা জানি। অতঃপর তিনি হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি আপনাদের উভয়কে সেই মহান আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার হুকুমে আকাশ ও যমীন স্থির আছে। আপনারা কি অবহিত নহেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমাদের (নবীগণের পরিত্যাক্ত সম্পদে) ওয়ারিছদের কিছু নাই। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সবই সদকা হিসাবে গণ্য হইবে। তখন তাঁহারা উভয়েই বলিলেন, হ্যাঁ, (আমরা উহা অবহিত আছি)।

অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন, যাহা তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রদান করেন নাই। তিনি (উমর রাযি.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কোন জনপদের নিকট হইতে (বিনাযুদ্ধে মালে ফাই স্বরূপ) স্বীয় রসূলকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, উহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য নির্ধারিত। -(সূরা হাশর ৭) (রাবী বলেন,) আমার জানা নাই যে, তিনি (উমর রাযি.) এই পঠিত আয়াতের পূর্বেও কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়াছিলেন কিনা? অতঃপর উমর (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপনাদেরকে বনূ নাযীর সম্প্রদায়ের হইতে প্রাপ্য (ফাই) সম্পদ বন্টন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি সম্পদকে (আপনাদের হইতে অগ্রাধিকার দিয়া) নিজের জন্য সংরক্ষিত করিয়া যান নাই। আর তিনি এমনও করেন নাই যে, নিজে সম্পদ নিয়াছেন এবং আপনাদেরকে উহা দেন নাই। (বরং উহা হইতে আপনাদেরকে দিয়াছেন) পরিশেষে এই মাল অবশিষ্ট ছিল উহা হইতে নিজ পরিবারের এক বছরের ভরণ-পোষণের খরচ রাখিয়া বাদবাকী সম্পদ বায়তুল মালে জমা করেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) পুনরায় বলিলেন, আপনাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার হুকুমে আসমান ও যমীন যথাস্থানে স্থির রহিয়াছে। আপনারা কি সেই সকল বিষয় জানেন? তখন তাঁহারা (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ (আমরা উহা জানি)। অতঃপর তিনি হযরত আব্বাস ও হযরত আলী

(রাযি.) উভয়কে (পুনরায়) অনুরূপ শপথ প্রদান করিলেন, যেইরূপ সম্প্রদায়ের আগত লোকদেরকে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনারা উভয়ে কি সেই সকল বিষয় জানেন? তাঁহারা উভয়ে (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন ওফাত হইল তখন হযরত আবূ বকর (রাযি.) বলিলেন যে, আমিই (সর্বসম্মত মতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর ওয়ালী তথা শাসক। আর (তখন) আপনারা উভয়ই আসিয়াছিলেন, আপনি (আব্বাস) আপনার ভাতিজা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীরাছ দাবী করিতে। আর আপনি (আলী রাযি.) আসিয়াছিলেন। আপনার স্ত্রী (হযরত ফাতিমা রাযি.)-এর পিতা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে মীরাছ লাভ করিতে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আমাদের (নবীগণের পরিত্যাক্ত সম্পদে) কাহারও মীরাছ নাই। আমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছি উহা সবই সদকা হইবে। তখন আপনারা উভয়ই তাঁহাকে (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে) মিথ্যুক, গুনাহগার, বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। অথচ তিনি (আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.) নিশ্চিতই সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্যপথ প্রদর্শক এবং হকের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ইনতিকাল করিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ালী হইলাম এবং আবূ বকর (রাযি.)-এরও ওয়ালী হইলাম। ফলে আপনারা উভয়ে আমাকেও তাঁহার (আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.-এর) মত মিথ্যাবাদী, গুনাহগার, বিশ্বাসঘাতক ও খিয়ানতকারী বলিয়া মনে করিতেছেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্য পথ প্রদর্শক ও সত্যের অনুসারী। আমি সেই (ফাই) সম্পদেরও অভিভাবক। তারপর আপনি ও তিনি আগমন করিয়াছেন। আপনারা উভয়ই এক এবং আপনাদের দাবীও এক ও অভিন্ন। কাজেই আপনারা বলিতেছেন যে, এই সকল আমাদের কাছে দিয়া দিন। আমি বলিতেছি যে, আপানারা যদি চান তবে আমি উহা আপনাদেরকে প্রদান করিব– এই শর্তে যে, আপনারা এই সম্পদ সে সকল খাতে ব্যয় করিবেন, যেই সকল খাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যয় করিতেন। সুতরাং আপনারা উভয়ে এই শর্তে আমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিলেন। তারপর হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, আমার কথা কি যথার্থ? তখন তাঁহারা উভয়েই (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, তাহা সত্ত্বেও আপনারা উভয়ে আমার কাছে আপনাদের মধ্যে (সম্পদের) মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য আসিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার কসম! কিয়ামত পর্যন্ত আমি আপনাদের উভয়ের মাঝে ইহা ব্যতীত আর কোন মীমাংসা করিতে পারিব না। আর আপনারা যদি ইহাতে সক্ষম হন তাহা হইলে আপনারা উহা আমার কাছে ফেরৎ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الضُّبَعِيُّ (যুবায়ী) শব্দটির ض বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। বনূ যুবাইআহ বিন কায়স-এর দিকে সম্বন্ধকৃত। এক জামাআত আলিম এই সম্বন্ধের সহিত প্রসিদ্ধ। (كما فى الانساب للسمعانى ٨:٣٧٢)

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয-যুবায়ী (রহ.) আহলে বুসরার মধ্যে ছিকাহ রাবী। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁহার হইতে ২২ খানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন আর ইমাম মুসলিম (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন ১৭ খানা হাদীছ। তিনি হিজরী ২৩১ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব ২:৬)

حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ (আমাদের নিকট জুওয়ায়রিয়াহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন)। جُوَيْرِيَةُ শব্দটি ى বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। তিনি হইলেন জুওয়ায়রিয়াহ বিন আসমা বিন উবায়দ (রহ.)। আর তিনি রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা (রহ.)-এর চাচা। আল্লামা ইবন মুঈন (রহ.) বলেন, তাহার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নাই। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, তিনি ছিকাহ। তাহার মধ্যে কোন দোষ নাই। আল্লামা আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, তিনি পুণ্যবান। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, তিনি অনেক ইলমের অধিকারী ছিলেন। তিনি হিজরী ১৭০ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব ২:১২৫, তাকমিলা ৩:৭৯)

حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ (বেলা তথা সূর্য উপরে উঠিলে ...)। تَعَالَى অর্থাৎ ارتفع (উপরে উঠা)। আর বুখারী শরীফের فرض الخمس অনুচ্ছেদে রিওয়ায়ত রহিয়াছে حين متع النهار (বেলা যখন উপরে উঠিল)। متع শব্দটিও ارتفع (উঁচু হওয়া, উপরে উঠা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৭৯)

مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ (তাহাতে চাটাই ব্যতীত আর কোন বিছানা ছিল না)। رِمَالِهِ শব্দটির ر বর্ণে যের আর কখনও পেশ দ্বারা পঠিত। যাহা খেজুর পাতা দ্বারা বুননকৃত ছিল অর্থাৎ চাটাই। আর مفضيا الى رماله অর্থাৎ ليس بينه وبين رماله شئ من الفراش (তাহার মধ্যে এবং চাটাইয়ের মধ্যে কোন বস্তু বিছানা হিসাবে ছিল না)। আর ইহা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, চাটাইয়ের উপর কোন বিছানা কিংবা অন্য কিছু হইয়া থাকে। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৮০)

فَقَالَ لِي يَا مَالُ (তখন তিনি (উমর রাযি.) আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে মালু! ইহা مالك (মালিক) শব্দের ترخيم (সংক্ষেপন, শব্দের শেষাংশ লোপ) পদ্ধতি। مال শব্দের ل বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠন নাহভী কানূন মুতাবিক জায়িয। -(তাকমিলা ৩:৮০)

قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ (তোমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি ঘরের লোকজন আমার কাছে দ্রুত আসিল)। دف শব্দটি باب حفّ হইতে অর্থ المشى بسرعة (দ্রুত চলা) তাহারা যেন বিপদে পতিত হইয়া দ্রুত আগমন করিয়াছিল। আর কেহ বলেন, الدف হইল السير اليسير (সাধারণ চলন)। -(শরহে নওয়াভী)। এই শেষ অর্থই 'কামূস ও 'ফতহুল বারী' গ্রন্থকার নিশ্চিত বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৮০)

مِنْ قَوْمِكَ (তোমার সম্প্রদায়ের)। অর্থাৎ বনূ নসর বিন মুআবিয়া বিন বকর বিন হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের। সম্ভবতঃ তাহাদের শহরে বৃষ্টিহীনতায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ফলে তাহারা মদীনা মুনাওয়ারায় সাহায্য চাওয়ার জন্য আসিয়াছিল। -(ফতহুল বারী ৬:২০৫)-(তাকমিলা ৩:৮০)

أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ (আমি তাহাদেরকে কিছু অনুদান দিতে মনস্থ করিয়াছি)। رضخ শব্দটির ر বর্ণে যবর ض বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থাৎ عطية غير كثيرة ولا مقدرة (অনুদান বেশী নহে আর নির্ধারিতও নহে)। -(ঐ)

لَوْ أَمَرْتَ بِهٰذَا غَيْرِي (আপনি যদি ইহার হুকুম আমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিতেন)। ইয়ারফা (রহ.) এই কথা দ্বারা আমানতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছেন। অবস্থার লক্ষণে যথেষ্ট বলিয়া তিনি নিয়া বন্টন করিয়াছেন কি না তাহা বর্ণনা করা হয় নাই। প্রকাশ্য যে, হযরত উমর (রাযি.) দ্বিতীয়বার দৃঢ়ভাবে নির্দেশ দেওয়ার পর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (كذا فى الفتح) -(তাকমিলা ৩:৮০)

فَجَاءَ يَرْفَا (এমন সময় ইয়ারফা (রহ.) তাহার কাছে আসিল ...)। يَرْفَا শব্দটির ي বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন এবং ف বর্ণে যবর, ইহার পর الف যাহা مهموزة নহে। এই ইয়ারফা (রহ.) হযরত উমর (রাযি.)-এর মুওয়ালী তথা মিত্র ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগে পাইয়াছিলেন। তাহার সুহবত সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। তবে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে হযরত উমর (রাযি.)-এর সহিত হজ্জ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে তিনি তাঁহার দারোয়ান ছিলেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফত যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। (وراجع فتح البارى ١:٢٠٥) -(তাকমিলা ৩:৮০)

وَسَعْدٍ (এবং সা'দ রাযি.)। আর নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে 'এবং উমর বিন শাবাহ ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযি.)।" -(তাকমিলা ৩:৮০)

اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الخ (আপনি আমার মধ্যে এবং এই মিথ্যাবাদী, পাপী ...-এর মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, হযরত আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক এই

সকল শব্দ হযরত আলী (রাযি.)-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বাহ্যতঃ উপযোগী হয় নাই। কেননা, হযরত আলী (রাযি.)-এর শান খুবই উচ্চে এবং তাহার মধ্যে এই চারিটি (তথা মিথ্যাবাদী, পাপী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক) দোষ থাকা তো দূরের কথা ইহার একটি দোষও বিদ্যমান ছিল না; বরং তিনি ছিলেন, সত্যবাদী, পুণ্যবান, সত্যপথ প্রদর্শক এবং সত্যের অনুসারী। তবে আমরা এই কথা বলিতেছি না যে, তিনি মা'সূম (নিষ্পাপ) ছিলেন। কেননা, নিষ্পাপ কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এবং তিনি যাহাদেরকে নিষ্পাপ বলিয়াছেন। আর আমাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে যে, আমরা যেন সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর প্রতি নেক ধারণা পোষণ করি এবং প্রত্যেক মন্দ হইতে তাহাদেরকে পাক পবিত্র বলিয়া সাব্যস্থ করি। কাজেই হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর কথার যদি তাবীল (উপযোগী ব্যাখ্যা) করা না যায় তবে বলা হইবে যে, কোন রাবী কর্তৃক মিথ্যা রিওয়ায়ত হইয়াছে। তবে তাঁহার কথাগুলির তা'বীল হইতে পারে এইভাবে যে, ইহা শর্তের সহিত শর্তায়িত এবং শর্ত উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ হযরত আলী (রাযি.) যদি ইনসাফ না করেন এবং হকের উপর রাযী না হন তাহা হইলে সে এইরূপ হইবে। ইহা তিনি সোহাগ করিয়া বলিয়াছেন যেমন পিতা নিজ ছেলেকে বলিয়া থাকে। কেননা, হযরত আব্বাস (রাযি.) চাচা ছিলেন। ফলে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। কিংবা তিনি এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিয়া রূপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে ইজতিহাদী ভুলে রহিয়াছেন মনে করিয়া ধমক দেওয়ার লক্ষ্যে উহা বলিয়াছেন। আর ইহার বহু উদাহরণ রহিয়াছে যে, একটি বিষয় একজনের ইজতিহাদে ভুল এবং অপর জনের ইজতিহাদে সঠিক। যেমন মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) পানকারীকে ناقض الدين (দ্বীনের ক্ষতিকারক) বলেন এবং হানাফী মতাবলম্বীগণ ইহা كامل الدين (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন) বুঝেন। অনুরূপই হইতে পারে যে, হযরত আব্বাস (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর কর্মকান্ডকে অযথার্থ বুঝিতেন। কিন্তু হযরত আলী (রাযি.) নিজ ইজতিহাদে উহা যথার্থ বুঝিতেন।

ইমাম আবুল হাসান সিন্দী (রহ.) সহীহ মুসলিম-এর হাশিয়ায় ৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন, হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর উক্তি بيني وبين هذا الكاذب الاثم الخ অর্থাৎ بيني وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الاوصاف (আমার মধ্যে এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে যে এই সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির ন্যায় মুআমালা করে)। আর এই কথার ভিত্তি হইতেছে যে, হযরত আব্বাস (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর মুআমালা তথা লেনদেনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যদিও বস্তুতঃভাবে হযরত আলী (রাযি.)-এর معاملة (আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, লেনদেন) তদ্রূপ ছিল না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় পরিত্যাক্ত সদকাসমূহের অভিভাবকত্বের ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-এর বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে উহার অভিভাবকত্বের আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের উভয়কে সম্মিলিতভাবে অভিভাবকত্ব দিয়া এই ফায়সালা দিলেন তাঁহারা যেন এই সদকার সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে বন্টন করিতেন সেইভাবে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর সম্ভবত ব্যয়-বন্টনের ক্ষেত্রে কোন কিছুতে এতদুভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। তখন তাঁহারা উভয়ে হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে মীমাংসার জন্য আসিয়া বলিলেন, তিনি যেন সদকার জমিগুলি উভয়ের মধ্যে সমবন্টন করিয়া দেন। যাহাতে প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ অংশের জমিগুলির অভিভাবকত্ব করিতে পারেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত প্রাপ্যদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু হযরত উমর (রাযি.) এইভাবে বন্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করেন। কেননা, জমিগুলি এইভাবে তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার দ্বারা ধারণাকারীরা ধারণা করিতে পারে যে, ইহা মালিক করিয়া দেওয়ার বন্টন। অথচ তাহাদের দুইজনের কেহই এই

জমির মলিক নহে। অধিকন্তু হযরত উমর (রাযি.) এই আশংকা করিয়াছেন যে, দীর্ঘদিন অতীত হওয়ার পর হয়তো লোকেরা এই ধারণা করিতে পারে যে, এই জমিগুলি হযরত উমর (রাযি.) তাহাদের উভয়ের মধ্যে মীরাছ সূত্রে বন্টন করিয়া দিয়া মালিকানা প্রদান করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই স্থলে যে, মেয়ের ভাগ চাচাদের সহিত অর্ধেক হইয়া থাকে। ফলে আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। তাই তিনি উক্ত জমিগুলি বন্টন করিয়া দিতে রাযী হইলেন না এবং তাহাদের উভয়কে বলিয়া দিলেন, যদি আপনারা অতীতের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় ইহার অভিভাবকত্ব করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে উহার অভিভাবকত্ব আপনাদের হাতেই থাকিবে। অন্যথায় আপনারা উভয়ে এই জমিগুলির অভিভাবকত্ব আমীরুল মুমিনীন হিসাবে আমার হাতেই অর্পণ করুন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফত যুগেও তিনি উহাকে ভাগ করেন নাই; বরং সদকা হিসাবে স্থির রাখিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, শি'আরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.)-এর প্রতি অপবাদ দিয়া বলে যে, তাহারা হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে ফেদাক ও অন্যান্য ভূমির অংশ না দিয়া মাহরূম করিয়াছেন। (নাউযুবিল্লাহ) ইহা খুবই জঘণ্য কথা। কেননা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন উহার বিপরীত তিনি কিভাবে আমল করিবেন? হ্যাঁ, তিনি যদি উক্ত মাল নিজে আহার করিয়া ফেলিতেন কিংবা নিজের জন্য খরচ করিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের জন্য খরচ না করিতেন তবে বিদ্রূপ করার অবকাশ ছিল। আর সেই আহমকদের ততখানি জ্ঞান হয় না যে, হযরত আবূ বকর (রাযি.) মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, তায়িফ, খায়বর, নাজদ এবং সিরিয়ার শাসক ছিলেন। যিনি ছিলেন লক্ষ কোটি সম্পদের কোষাগারের মালিক। যিনি এমন বিশাল রাজ্যের খলীফা হইয়াও অণূ পরিমাণ বে ইনসাফী করেন নাই; বরং প্রত্যেক মুসলমানকে ন্যায় হিস্‌সা যথাযথভাবে প্রদান করিয়াছেন। তিনি কতক খেজুর গাছের জন্য কিভাবে বেইনসাফী করিতে পারেন? অধিকন্তু হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর খিলাফত উক্ত সকল স্থাবর সম্পদ হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর অভিভাবকত্বে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এবং হযরত উমর (রাযি.) নিয়্যত 'মাআযাল্লাহ' কাহাকেও মাহরূম করিয়া নিজে আত্মসাৎ করা নহে; বরং তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের উপর আমল করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ১:৮০-৮২, নওয়াভী ৯০ ও অন্যান্য)

وَأَرِحْهُمْ (এবং তাঁহাদেরকে প্রশান্তি দিন)। অর্থাৎ اجعلهم في راحة عما هي فيه من التخاصم (যেই বিষয়ে তাহাদের ঝগড়া সংঘটিত হইয়াছে উহার ফায়সালা দিয়া তাহাদেরকে প্রশান্তি দিন (নিষ্কৃতি দিন)। -(ঐ)

اتَّئِدَا (আপনারা উভয়ে একটু ধৈর্য ধরুন)। অর্থাৎ اصبرا (আপনারা উভয়ে ধৈর্য ধরুন)। আর التؤودة হইতেছে الصبر والتأني (ধৈর্য ধরা এবং অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা)। -(তাকমিলা ৩:৮২)

أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ (আমি আপনাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ...)। অর্থাৎ اسألكم بالله (আমি আপনাদেরকে সেই মহান সত্তা আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ...)। انشد শব্দটি النشيد হইতে সংগৃহীত। ইহা হইল رفع الصوت (স্বর উঁচু করা)। যেমন বলা হয় انشدتك ونشدتك بالله আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। -(নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৮২)

لَانُوْرَثُ (আমরা (নবীগণ) কাহাকেও (সম্পদের) ওয়ারিছ করিয়া যাই না)। نورث শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর ভিত্তিতে ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ لا يرثنا احد (কেহ আমাদের (নবীগণের

সম্পদের) ওয়ারিছ হয় না)। অনুরূপই রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। আর যদি معروف (কর্তৃবাচ্যবোধক ক্রিয়া)-এর ভিত্তিতে ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত হয় তাহা হইলেও অর্থ সহীহ থাকিবে। -(ফতহুল বারী ৭:১২)-(ঐ)

مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (আমরা যাহা ত্যাগ করিয়া যাই, তাহা সদকা)। صَدَقَةٌ শব্দটি خبر (বিধেয়) হওয়ার ভিত্তিতে পেশ বিশিষ্ট হইবে। আর কতক মূর্খ শিয়া বলে صدقة শব্দটি যবর বিশিষ্ট হইবে আর ما হইবে نافية (নিষেধমূলক)। অর্থাৎ لم نترك صدقة (আমরা সদকা ত্যাগ করিয়া যাই নাই)। তাহাদের অভিমত এই রিওয়ায়তের বিপরীত থাকায় তাহারা এই ব্যাখ্যা করে। তবে তাহাদের এই ব্যাখ্যা হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আগত (৪৪৫৪ নং) রিওয়ায়ত দ্বারা খন্ডন হইয়া যায় لا نورث ما تركنا فهو صدقة (আমরা (নবীগণের সম্পদে) কাহাকেও ওয়ারিছ করিয়া যাই না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা হইবে সদকা)। -(তাকমিলা ৩:৮৩)

قَالَا نَعَمْ (তাহারা উভয়ে বলিলেন, হ্যাঁ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.) উভয়ই স্বীকার করিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীরাছ হিসাবে বন্টন করেন নাই; বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মালে ফাই হিসাবেই বন্টন করিয়া গিয়াছেন।

এই বিষয়ে শিয়াদেরও কতক রিওয়ায়ত দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মীরাছ বন্টন না করার কারণে আহলে বায়ত বলিতেন, ان الانبياء عليهم السلام لم يتركوا ميرثا (নিশ্চয় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মীরাছ হিসাবে কোন সম্পদ রাখিয়া যান নাই)।

আবূ জা'ফর আল-কালিনী হইতে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া হইতে, তিনি আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ঈসা হইতে, তিনি মুহাম্মদ বিন খালিদ হইতে, তিনি আবূ বুখতারী হইতে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ (অর্থাৎ জা'ফর সাদিক আলাইহিস সালাম) হইতে, তিনি বলেন: ان العلماء ورثة الانبياء وذلك ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظا وافرا۔ فانظروا عليكم هذا عمن تأخذونه؟ فان فينا اهل بيت في كل خلق عدو لا ينفون عنه تحريف الغالين۔ وانتحال المبطلون وتأويل الجاهلين (নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। আর বস্তুতঃভাবে নবীগণ ত্যাজ্য সম্পদ হিসাবে দিরহাম বা দীনার রাখিয়া যান না। তাহাদের ত্যাজ্য সম্পদ হইতেছে হাদীছসমূহ। সুতরাং যেই ব্যক্তি হাদীছের কিছু অংশ অর্জন করে সে ত্যাজ্য সম্পদের বিরাট অংশ লাভ করে। আর তোমরা তোমাদের এই ইলম কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছ তাহা ভালোভাবে দেখিয়া নিও। নিশ্চয় আমাদের আহলে বায়তের প্রত্যেক স্তরে রহিয়াছে ন্যায়বান। তাঁহারা সীমালঙ্ঘণকারীর বিকৃতি, বাতিলদের অন্যের রচনা চুরি ও জাহিল-মুর্খদের তাবীলকে বিতাড়িত করিয়া ইলমে দ্বীনকে রক্ষা করিবেন) দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়া (আ.) হাদীছসমূহ ছাড়া অন্য কিছু ওয়ারিছ রাখিয়া যান না। কেননা انما শব্দটি حصر (সীমাবদ্ধ করা)-এর জন্য ব্যবহৃত। (راجع له اصول الكافي للكليني ١:٣٢ - كتاب فضل العلم، باب صفة العلم و فضله وفضل العلماء)

حَتّٰى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ (পরিশেষে এই মাল অবশিষ্ট ছিল)। অর্থাৎ সেই সম্পদ যাহা নিয়া হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর মধ্যে ঝগড়া হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৮৫)

(৪৪৫৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(৪৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... মালিক বিন আওস বিন হাদছান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারের লোকজন আমার কাছে (অনুদানের জন্য) হাযির হইল। ... অতঃপর মালিক (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে রহিয়াছে যে, "তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজনের জন্য উহা (ফাই) হইতে এক বছরের ভরণ-পোষণ প্রদান করিতেন।" আর অনেক সময় রাবী মা'মার (রহ.) বলিতেন যে, "তাঁহার পরিবার-পরিজনের জন্য উহা হইতে এক বছরের খোরাকী সংরক্ষণ করিয়া রাখিতেন।" অতঃপর বাকী সম্পদ বায়তুল মালে জমা দিতেন।

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদঃ আমরা কাহাকেও (সম্পদের) ওয়ারিছ করিয়া যাই না, আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাই– উহা সবই সদকা-এর বিবরণ

(৪৪৫৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".

(৪৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যখন ওফাত হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযি.)কে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, যেন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাহাদের মীরাছের দাবী করেন। তখন হযরত আয়িশা (রাযি.) তাঁহাদেরকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই ইরশাদ করিয়া যান নাই যে, আমরা (নবীগণ) কাহাকেও (ত্যাজ্য সম্পদের) ওয়ারিছ করিয়া যাই না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সবই সদকা।

(৪৪৫৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ" وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْلاً وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وِجْهَةٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ

وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ وَاللَّهِ لاَ تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي إِنِّي وَاللَّهِ لآتِيَنَّهُمْ .فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهِ عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ لِلْبَيْعَةِ .فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي الأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

(৪৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে লোক পাঠাইলেন। যিনি তাঁহার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্যাজ্য সম্পদ হইতে তাঁহার প্রাপ্য মীরাছের দাবী করে যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে মদীনা ফাদাক-এর ফাই এবং খায়বারের অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ হইতে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়া গিয়াছেন। আমরা (নবীগণ ত্যাজ্য সম্পদে) কাহাকেও ওয়ারিছ করিয়া যাই না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সবই সদকা। অবশ্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গ এই সম্পদ হইতে জীবিকা গ্রহণ করিবেন। আর আমি আল্লাহ তা'আলার কসম করিয়া বলিতেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাদাকা (ফাই)-এর যেই ব্যবস্থা ছিল, উহাতে আমি কোন প্রকার পরিবর্তন করিব না। আর আমি ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিব, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়া গিয়াছেন। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে উহা (ত্যাজ্য ফাই) হইতে (মীরাছ হিসাবে) কিছু প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর উপর মনঃক্ষুণ্ন হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত কোন কথা বলেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইনতিকালের পর তিনি (ফাতিমা রাযি.) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। ইনতিকালের খবর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছান নাই; বরং হযরত আলী (রাযি.) নিজেই তাঁহার জানাযার নামায আদায় করিলেন। হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর জীবিতকালে হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি জনগণের বিশেষ মর্যাদাবোধ ছিল। তাঁহার ইনতিকালের পর হযরত আলী (রাযি.) লোকদের চেহারায় অন্যভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। ফলে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সহিত মীমাংসায় আসিয়া তাঁহার বায়আত গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাইতে থাকিলেন। উক্ত মাসসমূহে তিনি তাহার বায়আত গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর

হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন যে, আপনি একাকী আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাধিত করুন। আপনার সহিত অন্য কাহাকেও আনিবেন না। বিশেষ করিয়া তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর আগমনকে অপছন্দ করিয়াছিলেন।

তখন হযরত উমর (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আপনি একাকী তাঁহাদের কাছে যাইবেন না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, আমি আশংকা করি না যে, তাঁহারা আমার সহিত কিছু করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি একাই যাইব। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহাদের কাছে গেলেন। তখন হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) তাশাহ্হুদ, তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যবাণী পাঠ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইয়া আবা বকর! আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যেই সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন, উহাতে আপনার প্রতি আমাদের কোন ঈর্ষা নাই। তবে আপনি আমাদের উপেক্ষা করিয়া খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার কারণে আমরা মনে করিতাম যে, আমাদেরও অধিকার আছে। তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সহিত কথা বলিতে থাকিলেন। এমনকি আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দুই চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার প্রতি সৌজন্য ব্যবহার আমার আত্মীয়তার প্রতি সৌজন্য ব্যবহার করা হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। তবে আমার এবং আপনাদের মধ্যে এই সম্পদ নিয়া যে দ্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে আমি সত্য পরিহার করিব না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সম্পদে যাহা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা আমি পরিত্যাগ করিব না। তখন হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে বলিলেন, আমি বায়আতের জন্য আজ বিকাল বেলা আপনাকে ওয়াদা দিলাম। অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যুহরের নামায শেষ করিলেন, তখন তিনি মিম্বরে আরোহণ করিলেন এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁহার বায়আত গ্রহণে বিলম্ব ও এই ব্যাপারে তাঁহার ওযর বর্ণনা করেন, যাহা তাহার কাছে বর্ণনা করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) তাশাহ্হুদ পাঠ করিলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলেন। আর তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি যাহা করিয়াছেন, উহার কারণ আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সহিত প্রতিযোগিতা কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যেই সম্মান প্রদান করিয়াছেন উহার প্রতি অস্বীকৃতি নহে; বরং আমরা মনে করিতাম যে, খিলাফতের মধ্যে আমাদেরও অংশ রহিয়াছে। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাদের উপেক্ষা করিয়া এই কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকেরা আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহারা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি যথার্থ করিয়াছেন। হযরত আলী (রাযি.) যখন কল্যাণের দিকে ফিরিয়া আসিলেন (তখন মনোমালিণ্যতার অবসান হইল এবং তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর বয়আত গ্রহণ করেন) তখন হইতে মুসলমানগণ হযরত আলী (রাযি.)-এর সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে লোক পাঠাইলেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফে الفرائض অধ্যায়ে মা'মার (রহ.)-এর সূত্রে ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে : ان فاطمة والعباس اتيا ابابكر يلتمسان ميراثهما (হযরত ফাতিমা (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.) এতদুভয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে আসিয়া মীরাছের দাবী করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা উভয়ে একসাথে আসিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৮৮)

مِـمَّـا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْـهِ بِالْمَدِيـنَـةِ (যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) মদীনা-এর (ফাই-এর) সম্পদ দান করিয়াছিলেন)। অর্থাৎ বনূ নাযীর-এর রাখিয়া যাওয়া সম্পদ। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে বনূ নাযীর অনুচ্ছেদে (৩০০৪ নং) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের জনৈক লোক হইতে বর্ণিত, فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ـ اعطاه الله اياها خاصة بها (বনূ নাযীর-এর কিছু খেজুর গাছ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَآ أَفَآءَ اللهُ عَـلَىٰ رَسُوْلِـهِ مِـنْـهُـمْ فَـمَآ أَوْجَفْتُـمْ عَلَيْـهِ مِنْ خَيْـلٍ وَّلَا رِكَابٍ (আল্লাহ বনূ নুযায়রের কাছ হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়াছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। –সূরা হাশর- ৬) অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যতীত মালে ফাই হিসাবে প্রদান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে প্রদান করিলেন, তিনি উহার অধিকাংশ মুহাজিরকে প্রদান করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। আর ইহার দুই অংশ দুইজন আনসারীকে প্রদান করা হয়। কেননা, তাহাদের উভয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল। আর আনসারী এই দুইজন ব্যতীত আর কাওকে কোন অংশ দেওয়া হয় নাই। আর ইহার অবশিষ্টাংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে বনূ ফাতিমা (রাযি.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। -(তাকমিলা ৩:৮৯)

وَفَدَكٍ (এবং ফাদাক ...)। فَدَكٍ শব্দটির د এবং ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা একটি শহর। ফাদাক এবং মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যকার দূরত্ব তিন মারহালা। আর ফাদাক ও খায়বরের মধ্যে দুই দিনের সফরের দূরত্ব। ফাদাকে একটি দুর্গ ছিল যাহাকে الشمروح (শামরূহ) বলা হয়। (كذا في معجم ما استعجم للبكري ٢:١٠١٥)

আর আল্লামা আল-হামুভী (রহ.) 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থের ৪:২৪০ পৃষ্ঠায় আল্লামা যুজাজী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ফাদাক-এর নামকরণ ফাদাক বিন হাম-এর অনুকরণে করা হইয়াছে। আর এই ফাদাক বিন হামই এই শহরে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক কাতিবা (রহ.) এই সম্পর্কে বলেন যে, ফাদাক-এর অধিবাসীরা ইয়াহুদী ছিল। খায়বর বিজয়ের পর ফাদাকের বাসিন্দারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করিয়াছিল। সেই মতে তাহাদের সহিত ফাদাকের অর্ধেক সম্পদের বিনিময়ে চুক্তি হয়। আর এই ফাদাক হইতে অর্জিত সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস ছিল। কেননা, ঘোড়া ও অস্ত্র পরিচালনা ছাড়া যুদ্ধবিহীন এই সম্পদ লাভ হইয়াছিল। -(সীরাতে ইবন হিশাম মাআ আর-রওযুল আনফ ২:২৪৮)

إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي هٰذَا الْمَالِ (নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গ এই মাল হইতে জীবিকা গ্রহণ করিবেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) নিকটাত্মীয় (ذوي القربى) এর হক প্রদানে কোন কিছু হইতে নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি এই ফাই হইতে অর্জিত সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে খরচ করিতেন তিনিও সেইভাবে খরচ করিতেন। তবে তিনি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ "لا نورث" (আমরা কাহাকেও (সম্পদের) ওয়ারিছ করিয়া যাই না)-এর উপর আমলের ভিত্তিতে তাঁহাদেরকে ওয়ারিছ হিসাবে এই ফাই-এর মধ্যে মালিকানা প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৯০)

وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (আর ইহাতে আমি নিশ্চয়ই সেই পন্থা অবলম্বন করিব, যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়া গিয়াছেন)। সহীহ বুখারী শরীফের المناقب অনুচ্ছেদে রাবী শু'আয়ব (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন فتشهد علي ثم قال انا قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك (তখন হযরত আলী (রাযি.) তাশাহহুদ পাঠ

করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আবূ বকর! আপনার মর্যাদা সম্পর্কে আমরা জানি)। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাহাদের আত্মীয়তা ও হক অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করিলেন। অতঃপর আবূ বকর (রাযি.) কথা বলিতে শুরু করিয়া বলিলেন, যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার প্রতি সৌজন্য ব্যবহার আমার আত্মীয়তার প্রতি সৌজন্য ব্যবহার প্রকাশ করা হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) শরীআতের বিধি মুতাবিক আহলে বায়তের হক আদায়ে সুদৃঢ় ছিলেন।

ইতোপূর্বে হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগে এই ফাই-এর সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাযি.)কে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে ইহার খাতসমূহে ব্যয় করিতেন। অতঃপর এককভাবে হযরত আলী (রাযি.) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তারপর ইহার দায়িত্ব হাসান বিন আলী (রাযি.)-এর হাতে ছিল। তারপর হুসায়ন বিন আলী (রাযি.)-এর হাতে, অতঃপর আলী বিন হুসায়ন এবং হাসান বিন হাসান (রহ.)-এর হাতে ছিল। তারপর যায়দ বিন হাসান (রহ.)-এর হাতে ছিল। (راجع باب حديث بنى النضير من مغازى صحيح البخارى) -(তাকমিলা ৩:৯০-৯১)

فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا (কাজেই আবূ বকর (রাযি.) হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে উহা হইতে (ওয়ারিছ হিসাবে) কিছু প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন)। অর্থাৎ এই ফাই-এর সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিছ হিসাবে মালিকানা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। অন্যথায় পূর্ববর্তী রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্যাজ্য ফাই-এর সম্পদ হইতে আহলে বায়তের জীবিকা প্রদান করিতেন। -(তাকমিলা ৩:৯১)

فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ فِى ذٰلِكَ (সুতরাং ইহাতে হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর উপর মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন)। আর সহীহ বুখারী শরীফের فرض الخمس অনুচ্ছেদে রাবী ইউনুস (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে : فغضبت فاطمة بنت رَسُول اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.) রাগান্বিত হইলেন)। শায়খ গাঙ্গুহী (রহ.) নিজ 'লামিউদ দুরারী' গ্রন্থে ২:৫০০ পৃষ্ঠায় লিখেন: ইহা রাবীর ধারণা। হযরত ফাতিমা (রাযি.) এই বিষয়ে আর কোন কথা না বলার কারণে রাবী ইহা হইতে ধারণা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর প্রতি রাগান্বিত হইয়াছেন।

শায়খ গাঙ্গুহী (রহ.) নিজ পক্ষে আরও বলেন যে, এই অতিরিক্ত অনেক রিওয়ায়তে উল্লেখ নাই। আবূ দাউদ (রহ.) এই হাদীছকে উকাইল (রহ.) সূত্রে শু'আয়ব বিন আবূ হামযা ও সালিহ (রহ.) হইতে, তাঁহারা সকলেই ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের রিওয়ায়তে এই অতিরিক্ত অংশের উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপ ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থে 'ফারায়িয' অনুচ্ছেদে এই অতিরিক্ত অংশ রিওয়ায়ত করেন নাই। আল্লামা বায়হাকী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই অতিরিক্ত অংশটি রাবী কর্তৃক সন্নিবেশিত। হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর কথায় ছিল না। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) নিজ 'সুনান' গ্রন্থের ৬:৩০০ পৃষ্ঠায় قسم الفيئ অধ্যায়ে বর্ণিত রিওয়ায়তে শব্দ এইরূপ : قال فغضبت فاطمة رضى الله عنها فهجرته فلم تكلمه حتى مات (তিনি (হযরত আয়িশা রাযি. হইতে বর্ণনাকারী রাবী) বলেন, ফলে হযরত ফাতিমা (রাযি.) ইহাতে রাগান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সহিত কোন কথা বলেন নাই)। এই রিওয়ায়তে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, এই অংশটি আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনাকারী রাবী কর্তৃক সন্নিবেশিত। আর ইহার উপর قال (তিনি (পুরুষ রাবী) বলেন) শব্দটি প্রমাণ বহন করে। -(তাকমিলা ৩:৯২)

قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ (তিনি (আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনাকারী উরওয়া বিন যুবায়র রহ.) বলেন, সুতরাং তিনি (ফাতিমা রাযি.) তাঁহাকে (আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.কে) পরিত্যাগ করিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সহিত কোন কথা বলেন নাই)। ইহাও রাবী কর্তৃক সন্নিবেশিত। হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর কথা নহে। যেমন বাক্যের প্রথমে قال (তিনি (পুরুষ) বলেন) শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এই বিষয়টি শায়খ মুহাম্মদ নাফি' (রহ.) নিজ "القيم" رحماء بينهم গ্রন্থে (তাহারা পরস্পর দয়াদ্র) (উর্দু ভাষায় লিখিত) ১:১২৬ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাহকীক করিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ৩৬টি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১টি রিওয়ায়ত ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) ছাড়া অন্যান্যদের হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়তে সামান্যতম ভাবেও রাগান্বিত কিংবা তিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে পরিত্যাগ করেন কথার উল্লেখ নাই। আর ২৫ খানা রিওয়ায়ত ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। তবে এই ২৫টি রিওয়ায়তের মধ্যে ৯ খানা রিওয়ায়তে الغضب والهجران (রাগ এবং পরিত্যাগ)-এর উল্লেখ নাই। আর বাদবাকী ১৬ খানি রিওয়ায়তে "রাগ ও পরিত্যাগ"-এর কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সকল সূত্রেই ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) শেষে রহিয়াছে।

এই তাহকীক দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই হাদীছে الغضب والهجران (রাগ এবং পরিত্যাগ) শব্দদ্বয় ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) কর্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর ইমাম ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর একটি অভ্যাস জানা আছে যে, তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের মধ্যে তাফসীর স্বরূপ নিজ অভিমত অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

খতীব বাগদাদী (রহ.) নিজ 'আল-ফকীহ ওয়াল মুত্তাফিকাহ' গ্রন্থে ২:১৪৮ পৃষ্ঠায় লায়ছ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال ربيعة (وهو الرأى شيخ مالك بن انس) لابن شهاب يا ابا بكر : اذا حدثت الناس برأيك فاخبرهم انه رايك واذا حدثت الناس بشئ من السنة فاخبرهم انه سنة، فلا يظنون انه رايك (রাবীআ (রহ.) ইবন শিহাব (রহ.)কে বলিলেন, হে আবূ বকর (ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর কুনিয়াত)! আপনি যখন লোকদের কাছে আপনার অভিমত বর্ণনা করেন তখন তাহাদের অবহিত করিয়া দেন যে, ইহা আপনার অভিমত। আর আপনি যখন লোকদের কাছে সুন্নাহ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ) বর্ণনা করেন তখন তাহাদের অবহিত করিয়া দেন ইহা সুন্নাহ (হাদীছ)। ফলে ইহা তাহারা আপনার অভিমত বলিয়া ধারণা করিবে না।

হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হইতে প্রত্যাবর্তনের হাদীছ উমর বিন শিবাহ (রহ.) মা'মার (রহ.)-এর সূত্রে ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। এই হাদীছের শেষে আছে : فلم تكلمه فى ذلك المال حتى مات (ফলে হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সহিত এই (ফাই-এর) সম্পদের ব্যাপারে কোন কথা বলেন নাই। এমনকি তিনি ইনতিকাল করেন) এই রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে যে, হযরত ফাতিমা (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সহিত ব্যাপকভাবে কথা বলা পরিত্যাগ করেন নাই; বরং তিনি শুধুমাত্র এই (ফাই-এর) সম্পদের ব্যাপারে কথা বলা পরিহার করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৯২-৯৬ সংক্ষিপ্ত, শিআ কর্তৃক ফাদাকের ঘটনা বিবর্তন ও অন্যান্য জবাবের জন্য তাকমিলা ৩:৯৬-১০১ দ্রষ্টব্য)।

وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ (আর হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ইনতিকালের খবর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে দেওয়া হয় নাই)। প্রকাশ্য যে, এই কথাগুলি সবই রাবী ইমাম যুহরী (রহ.) কর্তৃক সন্নিবেশিত। যেমন বাক্যের প্রথমে قال (তিনি (পুরুষ রাবী) বলেন) শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের مغازى অনুচ্ছেদে বলেন, অনেক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে রাত্রিতে দাফন করা হইয়াছে। আর ইহা তাঁহার ওসীয়্যত ছিল। যাহাতে পর্দা রক্ষায় অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সম্ভবত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ইনতিকালের খবর এই ধারণায় দেওয়া হয় নাই যে, তিনি অবগত হইয়াছেন। কেননা, কোন একটি হাদীছও এমন বর্ণিত হয় নাই যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ইনতিকালের বিষয়টি জানিতেন না।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, হাফিয ইবন হাজার (রহ.)-এর অভিমত খুবই শক্তিশালী। কেননা, বহু রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.) সার্বক্ষণিক হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মৃত্যুশয্যায় সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন। আর হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ওসীয়্যতের প্রেক্ষিতে তাঁহার ইনতিকালের পর হযরত আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.)ই তাঁহাকে গোসল দিয়াছিলেন। বেশ কতক রিওয়ায়তে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি শিআদের রিওয়ায়তেও আছে। যেমনঃ আবূ জা'ফর তূসী নিজ "الامالی" গ্রন্থের ১:১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, وكان (على رضى الله عنه) يمرضها بنفسه وتعينه على ذلك اسماء بنت عميس على استمرار بذلك (আর হযরত আলী (রাযি.) নিজে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মৃত্যুশয্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিতেন এবং এই কাজে সর্বদার জন্য নিয়োজিত ছিলেন হযরত আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.)।

আল-বাকির মাজালিসী নিজ "جلاء العيون" গ্রন্থের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেন : پس حضرت بوصیت او عمل نموده خود متوجه تیمار داری او بود، اسماء بنت عمیش ان حضرت را دریں امور معاونت می کرده (কাজেই হযরত আলী (রাযি.) নিজে হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ওসীয়্যত মুতাবিক সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.) মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন।

আল্লামা আবদুর রাজ্জাক (রহ.) নিজ গ্রন্থের ৩:৪১০ পৃষ্ঠায় বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমারা বিন মুহাজির (রহ.) তিনি উম্মু জা'ফর বিন্‌ত মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি তাহার দাদী আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, ফাতিমা (রাযি.) আমাকে ওসীয়্যত করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যখন ইনতিকাল করিবেন তখন আলী (রাযি.) ছাড়া কেহ যেন তাহাকে গোসল না দেয়। তিনি (আসমা বিন্‌ত উমায়স রাযি.) বলেন, তখন আমি এবং আলী (রাযি.) তাঁহার গোসল সম্পাদন করি।

এই সকল রিওয়ায়ত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.) হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মৃত্যুশয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন এবং হযরত আলী (রাযি.)-এর সহিত তিনি থাকিয়া তাঁহার গোসল সম্পাদন করেন। তাহা হইলে ইহা কিভাবে সম্ভব যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাহার মৃত্যু সংবাদ জানেন নাই? আর বাহ্যিকভাবে এইরূপ কল্পনাও করা যায় না যে, আসমা বিন্‌ত উমায়স (রাযি.) নিজ স্বামী আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নির্দেশ কিংবা অনুমতি ব্যতীত হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মৃত্যুশয্যায় তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১০১-১০২)

وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ (আর উক্ত মাসসমূহে তিনি তাঁহার বায়আত গ্রহণ করেন নাই)। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) নিজ 'সুনান' গ্রন্থের ৬:৩০০ পৃষ্ঠায় এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন : قالت عائشة رضى الله عنها فكان لعلى رضى الله عنه من الناس وجه حياة فاطمة رضى الله عنها فلما توفيت فاطمة رضى الله عنها انصرف وجوه الناس عنه ذلك قال معمر قالت للزهرى كم مكثت بعد النبى صلى الله عليه وسلم قال ستة اشهر فقال رجل للزهرى فلم يبايعه على رضى الله عنه حتى ماتت فاطمة؟ قال ولا احد من بنى هاشم (হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি লোকেরা আকৃষ্ট ছিল। অতঃপর যখন হযরত ফাতিমা (রাযি.) ইনতিকাল করেন তখন লোকদের চেহারা হযরত আলী (রাযি.) হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। এই

সম্পর্কে মা'মার (রহ.) বলেন, আমি ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর হযরত ফাতিমা কতদিন জীবিত ছিলেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, ছয় মাস। তখন জনৈক ব্যক্তি ইমাম যুহরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন নাই? তিনি (জবাবে) বলিলেন, বনূ হাশিমের কোন একজনও বায়আত গ্রহণ করেন নাই।

এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, হযরত আলী (রাযি.) বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করার কথা হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন নাই; বরং ইহা ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কথা। এই কারণেই আল্লামা বায়হাকী (রহ.) এই হাদীছ নকল করিবার পর বলেন, وقول الزهرى فى قعود على عن بيعة ابى بكر رضى الله عنه حتى توفيت فاطمة رضى الله عنها منقطعة يعنى ان الزهرى قال ذلك دون ان يسند الى احد (আর ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কথা যে, "হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করিয়াছেন" ইহা মুনকাতি'। অর্থাৎ ইমাম যুহরী (রহ.) সনদ বিহীন এই কথাটি বলিয়াছেন।

উপর্যুক্ত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে বায়আত গ্রহণে বিলম্বের কথাটি ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। আর ইতোপূর্বে তাহার বর্ণিত মুরসাল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। অধিকন্তু তাঁহার রিওয়ায়ত হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও সাঈদ বিন যায়দ (রাযি.) প্রমুখের موصوله (মারফূ) হাদীছের বিপরীত হয়। উক্ত রিওয়ায়তসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাযি.) বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করেন নাই; বরং তিনি قصة السقيفة এর পরপরই কিংবা এক-দুই দিন পরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিম্নে দুই একটি রিওয়ায়ত উল্লেখ করা হইল :

আল্লামা বায়হাকী (রহ.) নিজ 'সুনান' গ্রন্থে আবূ নাযরাহ (রহ.)-এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত قصة السقيفة এর শেষ দিকে আছে : ثم اخذ زيد بن ثابت بيد ابى بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد ابو بكر رضى الله عنه على المنبر نظر الى وجوه القوم ـ فلم ير عليا رضى الله عنه فسأل عنه فقام ناس من الانصار فاتوا به ـ فقال ابو بكر رضى الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه اردت ان تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه (অতঃপর হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, ইহারা আপনার বন্ধু। তাহাদের বায়আত করেন। অতঃপর তাহারা চলিলেন। অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) মিম্বরের উপর বসিলেন এবং লোকদের দিকে তাকাইলেন তখন হযরত আলী (রাযি.)কে প্রত্যক্ষ করিলেন না। তিনি তাঁহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আনসারগণের কিছু লোক দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে নিয়া আসিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার ছেলে এবং তাঁহার জামাতা। মুসলমানগণের লাঠি বিদারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তখন তিনি (আলী রাযি.) বলিলেন, ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ! আপনার বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ নাই। তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে বায়আত হইয়া গেলেন।

(راجع السنن الكبرى للبيهقى ٨: ١٤٣)

হাকিম (রহ.) নিজ 'আল-মুসতাদরিক' গ্রন্থের ৩:৬৬ পৃষ্ঠায় ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ (রহ.) হইতে নকল করেন :

ان عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه و ان محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير ثم قام ابو بكر نخطب الناس واعتزر اليهم وقال والله ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة قط۔ ولا كنت فيها راغب ولا سألتها الله عزوجل فى سر وعلانية ولكنى اشفقت من الفتنة ومالى فى الامارة من راحة۔ ولكن قلدت امرا عظيما مالى به من طاقة ولا ية الا بتقويه الله عزوجل ولوردت ان اقوى الناس عليها مكانى اليوم، قبل المهاجرون ما قال وما عتزر به قال على رضى الله عنه والزبير۔ ما غضبنا الا لأنا قد اخرنا من المشاورة۔ وانا نرى ابابكر احق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وسلم۔ انه لصاحب الغار۔ و ثانى اثنين وانا نعلم بشرفه وكبيره ولقد امره بالصلاة بالناس وهى حى.

(আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযি.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর সহিত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযি.) হযরত যুবায়র (রাযি.)-এর তরবারী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) দাঁড়াইয়া লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং তাহাদের কাছে ওযর পেশ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি কখনও একদিন বা একরাত্রির আমীরের পদ লাভের আগ্রহী নই। আর না ইহার প্রত্যাশী ছিলাম। আর প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে ইহার আবেদনও করি নাই। কিন্তু আমি ফিতনার ভয় করিয়াছিলাম। আমীরের পদ লাভে আমাকে প্রশান্তি দিবে না। কিন্তু এই বিরাট দায়িত্ব আমার গ্রীবায় পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহিমান্বিত আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত এই দায়িত্ব যথাযথ পালনে আমি সামর্থ্য রাখি না। আমি অবশ্যই আজকের দিনে আমার স্থলে হযরত আলী (রাযি.)কেই শক্তিধর লোক বলিয়া মনে করি। অতঃপর তিনি যাহা বলিলেন উহাকে মুহাজিরগণ গ্রহণ করিলেন। হযরত আলী (রাযি.) এবং যুবায়র (রাযি.) এই বলিয়া ওযর পেশ করিলেন, আমরা ক্রোধান্বিত ছিলাম না তবে আমাদেরকে পরামর্শের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হইয়াছে। যাহা হউক আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর খেলাফতের সর্বাধিক হকদার ব্যক্তি হিসাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কেই মনে করি। তিনি (ছাওর) গুহায় সাথী ছিলেন এবং দুই জনের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। আর আমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় তাঁহাকে লোকদের নামাযের ইমামতির জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। হাকিম (রহ.) এই হাদীছ নকল করার পর বলেন, ইহার সনদ শয়খায়নের শর্তের উপর সহীহ্। তবে এতদুভয় নিজেদের 'সহীহ' গ্রন্থে সংকলন করেন নাই। আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) নিজ 'বিদায়া' গ্রন্থের ৫:২৫০ পৃষ্ঠায় নকল করার পর বলেন, ইহার সনদ উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা ও করুনা। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১০৫-১০৮ সংক্ষিপ্ত)

فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِى بَكْرٍ وَاللهِ لَاتَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ (হযরত উমর (রাযি.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহর শপথ! আপনি একা তাহাদের কাছে যাইবেন না)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা হযরত উমর (রাযি.) এমন আশংকা করেন নাই যে, তাঁহারা তাঁহার কাছে কৈফিয়ত তলব করিবে। নাউযুবিল্লাহ তাঁহাদের ব্যাপারে এই ধারণা করাও সহীহ হইবে না। সম্ভবতঃ হযরত উমর (রাযি.) এই ভয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিবেন। আর ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বিরক্ত হইবেন এবং এই ব্যাপারে মন পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। উল্লেখ্য যে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই কথাটি রাবী ইমাম যুহরী (রহ.) কর্তৃক সন্নিবেশিত। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১০৯-১১০)

وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ (আর উহাতে আপনার প্রতি আমাদের কোন ঈর্ষা নাই)। نَنْفَسْ শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ولم نحسد عليك (আর উহাতে আপনার প্রতি আমাদের কোন ঈর্ষা নাই)। আর نفس শব্দটির ف বর্ণে যের দ্বারা পঠনে نفاسة হইতে اذا حسد (যখন সে ঈষা করে)। -(তাকমিলা ৩:১১০)

فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا (তখন হইতে মুসলমানগণ হযরত আলী (রাযি.)-এর সংস্পর্শে আসিতে থাকিল)। অর্থাৎ رضى المسلمون عن على رضى الله عنه (হযরত আলী (রাযি.)-এর প্রতি মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইলেন)। -(তাকমিলা ৩:১১০)

(৪৪৫৬) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ وَسَابِقَتَهُ ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ. فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

(৪৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ফাতিমা (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.) উভয়েই আমীরুল মুমিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের প্রাপ্য মীরাছের দাবী নিয়া আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ফাদাকের ভুমি ও খায়বরের অংশের দাবী জানাইলেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাহাদের উভয়কে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ... অতঃপর ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে রাবী উকাইল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন অতঃপর হযরত আলী (রাযি.) দাঁড়াইলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিলেন। তারপর লোকগণ হযরত আলী (রাযি.)-এর সংস্পর্শে আসিয়া বলিলেন, আপনি সঠিক করিয়াছেন, আপনি উত্তম কাজ করিয়াছেন। সুতরাং হযরত আলী (রাযি.) যখন কল্যাণের দিকে আসিলেন তখন জনগণও তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে থাকিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৪৫৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৪৪৫৭) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ". قَالَ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا

صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلَى ذٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ.

(৪৪৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তাঁহারা ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যক্ত সম্পতির যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহাকে (ফাই হিসাবে) দিয়াছিলেন উহা হইতে নিজের মীরাছের অংশের দাবী করেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আমরা (নবীগণ) কাহাকেও ওয়ারিছ করিয়া যাই না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সবই সদকা হইবে। তিনি (রাবী ইবন শিহাব যুহরী রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (ওফাতের) পর হযরত ফাতিমা (রাযি.) ছয়মাস জীবিত ছিলেন। আর ফাতিমা (রাযি.) আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নিকট তাঁহার সেই প্রাপ্য অংশ চাহিয়াছিলেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর, ফাদাক এবং মদীনার সাদাকা (ফাই)-এর মাল রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহাকে (ওয়ারিছ সূত্রে মালিকানা করিয়া) দিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি এমন আমল পরিত্যাগ করিব না যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিতেন। আমি খুবই ভয় করি যে, যদি তাঁহার কোন কর্ম পরিত্যাগ করি তাহা হইলে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইব। আর মদীনার সাদাকা (ফাই)-এর সম্পদ হযরত উমর (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর হযরত আলী (রাযি.) তাঁহার (আব্বাস রাযি.)-এর উপর বিজয়ী হইয়া তিনি এককভাবে (উক্ত সম্পদের) তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর খায়বর ও ফাদাকের সম্পদ হযরত উমর (রাযি.) নিজ দায়িত্বে রাখেন এবং বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (পরিবার বর্গের) প্রয়োজনের জন্য এবং অন্যান্য কল্যাণের কাজে ব্যয়ের জন্য ছিল। এই দুইটি সম্পদের দায়িত্ব মুসলমানগণের আমীরের উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি (যুহরী রহ.) বলেন, এই দুইটি সম্পদের ব্যয়ের খাত আজও অনুরূপই রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ (তারপর হযরত আলী (রাযি.) তাঁহার (আব্বাস (রাযি.)-এর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া তিনি এককভাবে (উক্ত সম্পদের) তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন)। অর্থাৎ তিনি একাকীই উহার তত্ত্বাবধায়ক হন। সম্ভবত হযরত আব্বাস (রাযি.) উহার দায়িত্ব হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। আল্লামা উমর বিন শিহাব (রহ.) নিজ 'তারীখুল মদীনা' গ্রন্থের ১:২০৯ পৃষ্ঠায় বলেন : قال ابو غسان فحدثنا عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر، عن ابن شهاب عن مالك نحوه قال في اخره- فعليه علي رضي الله عنه عليها- فكانت بيد علي، ثم كانت بيد الحسن، ثم الحسين- ثم علي بن الحسين- ثم حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن رضوان الله عليهم (আবূ গাস্সান (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রাজ্জাক সুনআনী (রহ., তিনি মা'মার (রহ.) হইতে, তিনি ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি মালিক (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। উহার শেষ দিকে তিনি বলেন, অতঃপর হযরত আলী (রাযি.) তাঁহার (আব্বাস রাযি.)-এর উপর প্রাধান্য

লাভ করিয়া তিনি এককভাবে (উক্ত সম্পদের) তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে উক্ত সম্পদ তাহার দায়িত্বে ছিল। অতঃপর হাসান (রাযি.)-এর দায়িত্বে, তারপর হুসায়ন (রাযি.)-এর দায়িত্বে, অতঃপর আলী বিন হুসায়ন (রহ)-এর দায়িত্বে, তারপর হাসান বিন হাসান (রহ.)-এর দায়িত্বে। অতঃপর যায়দ বিন হাসান (রহ.)-এর দায়িত্বে ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৯১)

(৪৪৫৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَئُونَةِ عَامِلِى فَهُوَ صَدَقَةٌ".

(৪৪৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার ত্যাজ্য সম্পদের এক দীনারও (ওয়ারিছ হিসাবে) বণ্টিত হইবে না। আমি যাহা রাখিয়া যাই উহা হইতে আমার সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ এবং রাষ্ট্র পরিচালকগণের সম্মানী প্রদানের পর যাহা থাকিবে তাহা সবই হইবে সাদাকা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى (আমি যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাই উহা হইতে আমার সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণে ব্যয় নির্বাহ হইবে)। আল্লামা সুফয়ান বিন উয়াইনা (রহ.) বলেন, كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم فى معنى المعتدات، اذكن لا يجوز ان ينكحن - فجرت لهن النفقة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ ইদ্দত পালনকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা, তাহাদের জন্য নিকাহ করা জায়িয নাই। ফলে তাহাদের জন্য আজীবন ভরণ-পোষণ জারী থাকিবে। -(শরহুস সুন্নাহ লিল বাগভী ১৪:৫২)। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর খুলাফা রাশিদূন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিত্যাক্ত সাদাকাত (ফাই)-এর সম্পদ হইতে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত ৩৮৪৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। -(তাকমিলা ৩:১১২)

وَمَئُونَةِ عَامِلِى (রাষ্ট্র পরিচালকগণের সম্মানীভাতা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:২০৯ পৃষ্ঠায় বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ عاملى (আমার রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ)-এর মর্ম নির্ধারণে মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা তাঁহার পর খলীফাগণ মর্ম। ইহাই স্বীকৃত অভিমত, আর ইহা ইতোপূর্বে হযরত উমর (রাযি.)-এর হাদীছের অনুকূলে হয়। আর কেহ বলেন ইহা দ্বারা খেজুর গাছ পরিচার্যকারীগণ মর্ম। আল্লামা তাবারী ও ইবন বাত্তাল (রহ.) ইহাকেই দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামা ইবন দিহইয়া (রহ.) নিজ 'আল খাসায়িস' গ্রন্থে বলেন عامله দ্বারা خادمه (তাঁহার খাদিম) মর্ম। আর কেহ বলেন, সাদাকাত উসূলকারী মর্ম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১১৩)

(৪৪৫৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৪৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবূ উমর মক্কী (রহ.) তিনি ... আবুয যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৪৬০) حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"

(৪৪৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিনি ইরশাদ করেন, আমরা (নবীগণ) কাহাকেও ওয়ারিছ করিয়া যাই না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সাদাকা।

بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত মুজাহিদগণের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করার পদ্ধতি-এর বিবরণ

(৪৪৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(৪৪৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল সম্পদের মধ্যে অশ্বের জন্য দুই অংশ এবং মুজাহিদ ব্যক্তির জন্য এক অংশ হিসাবে বন্টন করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ (অশ্বের জন্য দুই অংশ)। এই হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করিয়া জমহুরে উলামা বলেন, আশ্বারোহী মুজাহিদ তিন অংশের হকদার। এক অংশ মুজাহিদ ব্যক্তির জন্য আর দুই অংশ অশ্বের জন্য। ইহা আয়িম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাইন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মাযহাব। আর ইহা উমর বিন আবদুল আযীয, হাসান, ইবন সীরীন, হুসায়ন বিন ছাবিত, সুফয়ান ছাওরী, লায়ছ বিন সা'দ, ইসহাক বিন ইবরাহীম এবং আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমত। যেমন আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) নকল করিয়াছেন। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ১০:৪৪৩)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, অশ্বারোহী মুজাহিদের জন্য দুই অংশ। এক অংশ মুজাহিদ ব্যক্তির জন্য আর এক অংশ অশ্বের জন্য। ইহা উমর বিন খাত্তাব, আলী বিন আবী তালিব ও আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। আল্লামা হাফিয (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ২:৬৮ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিবার পর বলেন, কিন্তু হযরত উমর ও আলী (রাযি.) হইতে প্রমাণিত অভিমত হইতেছে জমহুরের অনুরূপ।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল :

ইবন আবী শায়বা ও দারু কুতনী (রহ.) হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্বারোহী মুজাহিদের জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক মুজাহিদের জন্য এক অংশ বন্টন করেন)। 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থকার ১২:১৫৮ পৃষ্ঠায় তাহকীকসহ বলিয়াছেন যে, এই হাদীছের সনদ শায়খায়নের শর্তের উপর সহীহ।

আদ-দারু কুতনী (রহ.) আহমদ বিন মানসূর রিমাদী (রহ.) সূত্রে নাঈম বিন হাম্মাদ (রহ.) হইতে, তিনি ইবনুল মুবারক (রহ.) হইতে, তিনি উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন : انه اسهم للفارس سهمين

وللراحل سهما (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্টন করেন অশ্বারোহী মুজাহিদের জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক মুজাহিদ ব্যক্তির জন্য এক অংশ)। শায়খ উছমানী (রহ.) নিজ 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থে বলেন, ইহার সনদ শায়খায়নের শর্তের ভিত্তিতে সহীহ। অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের পক্ষে বহু আছার রহিয়াছে। অতঃপর তিনি জমহুরের প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, আলোচ্য হাদীছের জবাব এইভাবে দেওয়া সম্ভব যে, তিনি অতিরিক্ত অংশ 'নফল' হিসাবে দিয়াছেন। যেমন ইবন উমর (রাযি.)-এর এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, قسم فى النفل للفرس سهمين (নফল-এর বন্টনে অশ্বের জন্য দুই অংশ প্রদান করেন)। আর জমহুরে উলামা এই হাদীছে বর্ণিত النفل (কোন মুজাহিদকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কিংবা বীরত্বের জন্য আমীর কর্তৃক ঘোষিত উপহার) শব্দটিকে غنيمة (জিহাদে অমুসলিম শত্রুদের হইতে বলপ্রয়োগে অর্জিত সম্পদ)-এর উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। (এই মাসয়ালায় দীর্ঘ আলোচনা আছে 'ই'লাউস সুনান' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১১৪-১১৫)

(৪৪৬২) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّفَلِ.

(৪৪৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছে রাবী فِي النَّفَلِ (নফল (আমীর কর্তৃক ঘোষিত উপহার)-এর মধ্যে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ الإِمْدَادِ بِالْمَلاَئِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ বদরের জিহাদে ফিরিশতা কর্তৃক সাহায্য করা এবং গণীমতের সম্পদ বৈধ হওয়া-এর বিবরণ

(৪৪৬৩) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلٍ هُوَ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ "اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ". فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ} إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ{ فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ.

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَٰلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ

الأَنْصَارِىُّ فَحَدَّثَ بِذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ " . فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ .

قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ " مَا تَرَوْنَ فِى هٰؤُلاَءِ الأُسَارَى " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " . قُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَرَى الَّذِى رَأَى أَبُو بَكْرٍ وَلَكِنِّى أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكِّنِّى مِنْ فُلاَنٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا فَهَوِىَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِى مِنْ أَىِّ شَىْءٍ تَبْكِى أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " أَبْكِى لِلَّذِى عَرَضَ عَلَىَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ " . شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم . وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا كَانَ لِنَبِىٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى الأَرْضِ { إِلَى قَوْلِهِ } فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا { فَأَحَلَّ اللّٰهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

(৪৪৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন বদরের জিহাদের দিবসে (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) (শব্দ তাঁহারই) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, বদরের জিহাদের দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় এক হাজার। আর তাঁহার নিজ সাহাবী ছিলেন তিনশত উনিশ জন পুরুষ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হইয়া দুই হাত উত্তোলন করিয়া উচ্চস্বরে নিজ রবের কাছে দু'আ করিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেই ওয়াদা দিয়াছেন আমার জন্য উহা পূরণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলিমগণের এই ক্ষুদ্র মুজাহিদ দলটিকে ধ্বংস করিয়া দেন তাহা হইলে পৃথীবীতে আপনার ইবাদতকারী কেহ থাকিবে না। তিনি এইভাবেই দুই হাত উত্তোলন করিয়া কিবলামুখী অবস্থায় স্বীয় রব্বের সমীপে অনর্গল উচ্চস্বরে দু'আ করিতেছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁহার মুবারক কাঁধ হইতে চাদর পড়িয়া গেল। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার চাদরখানা তাঁহার কাঁধে পুনরায় তুলিয়া দিলেন। তারপর তিনি তাঁহার পিছন দিক হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া নবী আল্লাহ! আপনি আপনার রব্বের সমীপে এতখানি দু'আই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন উহা অচিরেই পূরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) তোমরা যখন (বদর প্রান্তরে) স্বীয় রব্বের সমীপে ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি ফরিয়াদ কবূল করিলেন যে, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশ্‌তা দিয়া সাহায্য করিব, যাহারা ধারাবাহিকভাবে আগমন করিবেন– (সূরা আনফাল- ৯)। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ফিরিশ্‌তা দিয়া সাহায্য করিলেন।

আবূ যুমায়ল (রহ.) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আব্বাস (রাযি.)। তিনি বলেন, সেই দিন জনৈক মুসলিম মুজাহিদ তাঁহার সামনের একজন মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁহার উপর দিক হইতে বেত্রাঘাতের শব্দ এবং অশ্বারোহীর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন আর তিনি বলিতেছিলেন, হে হায়যূম! সামনের দিকে অগ্রসর হও। তখন তিনি তাঁহার সামনের মুশরিক ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, সে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর (পুনরায়) দৃষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাহার নাক-ক্ষতযুক্ত এবং তাহার চেহারায় আঘাত প্রাপ্ত। যেন কেহ তাহাকে (বেধরক) বেত্রাঘাত করিয়াছে। আহত স্থানগুলি (বেত্রের বিষাক্ততায়) সবুজ বর্ণ-ধারণ করিয়াছে। অতঃপর আনসারী লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। এই সাহায্য তৃতীয় আসমান হইতে আসিয়াছে। সুতরাং সেই (বদরের) দিন মুসলিম মুজাহিদগণ সত্তর জন মুশরিককে হত্যা এবং সত্তর জনকে বন্দী করিলেন।

আবূ যুমায়ল (রহ.) বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, যখন যুদ্ধ বন্দীদেরকে আটক করা হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন যে, এই সকল বন্দীদের ব্যাপারে কী করা যায়? তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিলেন, ইয়া নবী আল্লাহ! তাহারা তো আমাদের চাচাতো ভাই এবং স্বগোত্রীয়। আমি তাহাদের নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করা ভালো মনে করি। ফলে কাফিরদের উপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইয়া ইবনাল খাত্তাব! এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? (উমর (রাযি.) বলেন) আমি আরয করিলাম, না। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) যাহা সমীচীন মনে করিয়াছেন আমি তাহা সমীচীন মনে করি না; বরং আমি মনে করি যে, আপনি তাহাদেরকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করুন, আমরা তাহাদের শিরোচ্ছেদ করিয়া দিব। আকীলকে হযরত আলী (রাযি.)-এর নিকট সোপর্দ করুন, তিনি তাহার শিরোচ্ছেদ করিবেন। আর আমার বংশের অমুককে আমার কাছে সোপর্দ করুন, আমি তাহার শিরোচ্ছেদ করিব। যাহা হউক তাহারা ছিল কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাযি.) যাহা বলিলেন উহাই তিনি পছন্দ করিলেন এবং আমি যাহা বলিলাম তাহা তিনি পছন্দ করেন নাই। পরের দিন আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলাম তখন দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর (রাযি.) উভয়েই বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে জানান যে, আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদিতেছেন? আমার মধ্যে কান্না আসিলে আমিও কাঁদিব। আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনারা উভয়ে কান্নার কারণে আমিও কান্নার ভান করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে তোমার সাথীদের উপর সমাগত আযাবের কথা স্মরণ করিয়া আমি কাঁদিতেছি। আমার সামনে তাহাদের আযাব পেশ হইল– এই গাছ হইতেও নিকটে। গাছটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে ছিল। আর এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (নবীর পক্ষে সমীচীন নহে যে, তাঁহার বন্দীরা জীবিত অবস্থায় থাকিবে (বরং হত্যা করিয়া ফেলাই সঙ্গত) যদ্যবধি তিনি ভূ-পৃষ্ঠে উত্তম রূপে (কাফিরদের) রক্তপাত করিয়া না লন .... অতএব তোমরা যাহা কিছু (মুক্তিপণ স্বরূপ) লইয়াছ, তাহা হালাল পবিত্র জ্ঞানে খাও। -সূরা আনফাল ৬৭-৬৯)। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের (উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) জন্য গণীমতের সম্পদ হালাল করিয়া দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا (তিনশত উনিশ জন)। আবূ আওয়ানা ও ইবন হাব্বান (রহ.) মুসলিমের সনদে এই শব্দে ثلاثمائة وبضعة عشر (তিনশত দশের উপর কতক সাহাবী) রহিয়াছে। 'বায্যার' গ্রন্থে আবূ মূসা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে ثلاثمائة وسبعة عشر (তিনশত সতের জন) রহিয়াছে। আর আহমদ, বায্যার ও তিবরনী গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে كان اهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر (বদরী মুজাহিদ ছিলেন তিনশত তের জন)। আর ইহাই ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক এবং এক জামাআত মগাযী লিখকের কাছে প্রসিদ্ধ। -(ফতহুল বারী ৭:২৯১)-(তাকমিলা ৩:১১৬)

كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ (আপনি আপনার রব্বের সমীপে এতখানি দু'আই যথেষ্ট)। المناشدة হইল السؤال (আবেদন, অনুনয়)। ইহা النشيد হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ উচ্চস্বর। আর كفاك শব্দটি কতক রিওয়ায়তে كذاك বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী রিওয়ায়তে রহিয়াছে حسبك مناشدتك (আপনি আপনার রব্বের সমীপে এতখানী দু'আই যথেষ্ট)। সকল শব্দের অর্থ একই। আর مناشدتك শব্দটি رفع (পেশযুক্ত) এবং النصب (যবর যুক্ত)-এর সহিত পঠন অধিক প্রসিদ্ধ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, كفاك এর فاعل (কর্তা বিশেষ্য) হিসাবে رفع হইবে এবং حسبك এর مفعول (কর্মপদ) হিসাবে نصب হইবে। আর كفاك ও كذاك শব্দদ্বয় الكف হইতে فعل এর অর্থে ব্যবহৃত। উলামায়ে ইযাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবীগণকে পরিস্থিতি অবলোকন করানোর জন্য এইভাবে উচ্চস্বরে দু'আ করিয়াছিলেন। যাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ ও কান্নার মাধ্যমে তাহাদের অন্তরে শক্তি অর্জিত হয়। আর দু'আ তো ইবাদতও বটে। -(নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:১১৭)

أَقْدِمْ حَيْزُومُ (হে হায়যূম! সামনের দিকে অগ্রসর হও)। حَيْزُومُ শব্দটির ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ফিরিশতার অশ্বের নাম 'হায়যূম'। ইহা حرف النداء (সম্বোধন অব্যয়)) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইতেছে اقدم يا حيزوم (হে হায়যূম! সামনের দিকে অগ্রসর হও)। আর اقدم শব্দটি الاقدام হইতে امر (আদেশসূচক ক্রিয়া)-এর সীগা। আর কতক বিশেষজ্ঞ أقدم এর همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পাঠ করেন। ইহা القدوم হইতে امر এর সীগা। -(তাকমিলা ৩:১১৮)

خُطِمَ أَنْفُهُ (তাহার নাক ক্ষতযুক্ত)। خُطِمَ শব্দটি البناء للمجهول এর ভিত্তিতে خ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। الخطم হইল الاثر على الانف (নাকের উপর চিহ্ন, নাক-ক্ষতযুক্ত)। -(তাকমিলা ৩:১১৮)

فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বকর (রাযি.)-এর অভিমতকেই পছন্দ করিলেন)। فَهَوِيَ শব্দটি الهوى হইতে و বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ أحب (পছন্দ করা)।

وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا (আর যদি আমার কান্না না আসে তবে আপনাদের উভয়ের কান্নার কারণে আমিও কান্নার ভান করিব)। অর্থাৎ تكلف بالبكاء (কান্নার ভান)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সায়্যিদানা হযরত উমর (রাযি.) প্রত্যেক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অনুকরণ করিতে পছন্দ করিতেন। এমনকি কান্নার ক্ষেত্রেও। -(তাকমিলা ৩:১১৮-১১৯)

فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ (আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করিয়া দেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গণীমতের সম্পদ হালাল হওয়ার বিষয়টি এই উম্মতের জন্য খাস। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের জন্য ইহা হালাল ছিল না। -(তাকমিলা ৩:১১৯)

بَابُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দীদের বাঁধা, আটক করা এবং অনুগ্রহ করিয়া (বিনা মুক্তিপণে) ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয-এর বিবরণ

(৪৪৬৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ". فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ". قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ "مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ". فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبَوْتَ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠাইলেন, তাঁহারা হানীফা সম্প্রদায়ের ছুমামা বিন উছাল নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসিলেন। সে ছিল ইয়ামানবাসীদের নেতা। তাঁহারা তাহাকে মসজিদের খুঁটিসমূহের একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে গেলেন এবং ইরশাদ করিলেন, হে ছুমামা! (আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিব এই সম্পর্কে) তোমার ধারণা কী? সে (জবাবে) বলিল, ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার ধারণা মতে আপনি আমার সহিত ভালো ব্যবহার করিবেন। কাজেই আপনি যদি হত্যা করেন তাহা হইলে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহ হইবে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর যদি আপনি (মুক্তিপণ স্বরূপ) সম্পদ চান, তাহা হইলে আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই দেওয়া হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (দ্বিতীয়বারের মত) পরের দিন পর্যন্ত সময় দিলেন। অতঃপর পরের দিনেও তিনি ইরশাদ করিলেন, হে ছুমামা! তোমার ধারণা কী? সে বলিল, ইতোপূর্বে আপনাকে যাহা

বলিয়াছি তাহাই। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তবে আপনার অনুগ্রহ হইবে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর। আর আপনি যদি হত্যা করেন তবে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন (ফলে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই)। আর আপনি যদি (মুক্তিপণ স্বরূপ) সম্পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে চান, যাহা চাহিবেন তাহাই দেওয়া হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (তৃতীয়বারের মত) পরের দিন পর্যন্ত (চিন্তা-ফিকির করার) সময় দিলেন। (তৃতীয় দিনে) তিনি তাহাকে বলিলেন, হে ছুমামা! তোমার ধারণা কী? সে বলিল, আমার ধারণা উহাই, যাহা আমি আপনাকে ইতোপূর্বে বলিয়াছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে আপনার অনুগ্রহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই হইবে। আর আপনি যদি হত্যা করেন তাহা হইলে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন। আর আপনি যদি সম্পদ গ্রহণের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে চান, আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা ছুমামাকে মুক্ত করিয়া দাও। তারপর সে (মুক্ত হইয়া) মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর গাছের নিকট যাইয়া গোসল করিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিলেন : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, একক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল)। হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর কসম, ভূমণ্ডলে অপনার চেহারা অপেক্ষা অধিক বৈরী চেহারা আমার নিকট আর কাহারও ছিল না। আর এখন সকল মানুষের চেহারা অপেক্ষা আপনার চেহারাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক বৈরী ধর্ম আমার কাছে আর ছিল না। আর এখন আপনার দ্বীনই আমার নিকট সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম! আপনার শহর অপেক্ষা অধিক বৈরী শহর আমার কাছে আর ছিল না। আর এখন আপনার শহরই আমার কাছে সকল শহর অপেক্ষা অধিক প্রিয়। উল্লেখ্য যে, আপনার অশ্বারোহী সৈনিকেরা আমাকে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসিয়াছে অথচ আমি উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম। কাজেই এখন আমি কি করিব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সুসংবাদ দিলেন এবং উমরা পালনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর যখন তিনি মক্কা মুকাররমায় গমন করিলেন তখন জনৈক লোক তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি কি ধর্মান্তরিত হইয়াছ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার শপথ! ইয়ামামা হইতে একটি গমের দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছিবে না, যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার অনুমতি প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ (বনূ হানীফা হইতে ...)। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বিরাট সম্প্রদায়। মক্কা এবং ইয়ামান দেশের মধ্যবর্তী ইয়ামামা নামক স্থানে তাহারা বাস করিত। -(তাকমিলা ৩:১১৯)

ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ (ছুমামা বিন উছাল)। ثُمَامَةُ শব্দের ث বর্ণে পেশ এবং أثال শব্দের همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। (হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে অনুরূপ সংরক্ষণ করিয়াছেন)। এই ঘটনার পরই তিনি (ছুমামা) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। -(তাকমিলা ৩:১২০)

مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (হে ছুমামা! তোমার ধারণা কী?) অর্থাৎ ما الذى اشتقر فى ظنك ان افعله بك (তোমার ধারণায় কি পর্যবেক্ষণ করিয়াছে যে, আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিব)? তখন সে বলিল, ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার ধারণা যে, আপনি আমার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবেন। কেননা,

আপনি অত্যাচারীদের মধ্যে নহে; বরং যাহারা ক্ষমা ও সুন্দর আচরণ করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:১২০)

أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ (তোমরা ছুমামাকে ছাড়িয়া দাও)। আর ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে, قد عفوت عنك يا ثمامة واعتقتك (হে ছুমামা! তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম)। -(তাকমিলা ৩:১২১)

فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (সে গোসল করিল। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করিল ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করা শরীআতের বিধান। ইমাম মালিক, আহমদ, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর মতে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে কুফর অবস্থায় যদি জুনুবী থাকে তাহা হইলে গোসল করা ওয়াজিব আর যদি জুনুবী না থাকে তবে ওয়াজিব নহে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে কোন অবস্থায়ই ওয়াজিব নহে। তবে মুস্তাহাব। কেননা, দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি প্রত্যেককে গোসলের নির্দেশ দেওয়া হইত তাহা হইলে মুতাওয়াতির হাদীছে বর্ণনা থাকিত। (كذا في المغني لابن قدامة ١:٢٠٦) -(তাকমিলা ৩:১২১)

فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সুসংবাদ দিলেন)। অর্থাৎ দুন্‌ইয়া এবং আখিরাতের কল্যাণের কিংবা জান্নাতের কিংবা সাবেক গুনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার সুসংবাদ দেন। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:১২১)

(৪৪৬৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا لَهُ نَحْوَ أَرْضِ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ.

(৪৪৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদ 'নজদ' এলাকায় (অভিযানের উদ্দেশ্যে) প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা ইয়ামামাবাসীদের নেতা ছুমামা বিন উছাল হানাফীকে নজদের দিক হইতে গ্রেফতার করিয়া নিয়া আসিলেন অতঃপর তিনি রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (এই হাদীছে ان تقتل تقتل ذادم এর স্থলে) إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহা হইলে খুনের উপযোগী লোককেই হত্যা করিবেন) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তবে খুনের উপযুক্ত লোককেই হত্যা করিবেন)। এই বাক্য এবং পূর্ব হাদীছের বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, এই রিওয়ায়তে نون الوقاية وياء المتكلم অতিরিক্ত রহিয়াছে এবং পূর্বের রিওয়ায়তে ইহা নাই। -(তাকমিলা ৩:১২২)

بَابُ إِجْلاَءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদেরকে ‘হিজাজ’ হইতে বহিষ্কার করা-এর বিবরণ

(৪৪৬৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ". فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُمْ فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا". فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ذٰلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا". فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ذٰلِكَ أُرِيدُ". فَقَالَ لَهُمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ "اعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ".

(৪৪৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে (নববীতে) বসা ছিলাম। আকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইয়াহুদীদের দিকে চল। ফলে আমরা তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। পরিশেষে আমরা তাহাদের কাছে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহা হইলে শান্তিতে থাকিতে পারিবে। তখন তাহারা বলিল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি (আল্লাহ তা'আলার হুকুম) পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিলেন, এই কথার স্বীকৃতি শ্রবণ করাই আমার উদ্দেশ্য। (তারপর তিনি তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন) তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে শান্তিতে থাকিবে পারিবে। তখন তাহারা (জবাবে) বলিল, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আপনি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম। তারপর তৃতীয়বার তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের। কাজেই আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, তোমাদেরকে (তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে) আমি এই ভূখণ্ড হইতে বহিষ্কার করিব। সুতরাং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কাহারও কোন সম্পদ থাকে তবে সে যেন উহা বিক্রি করিয়া দেয়। অন্যথায় জানিয়া রাখ যে, সমগ্র ভূমণ্ডল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ (তোমরা ইয়াহুদীদের (পাঠশালার) দিকে চল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ‘ফতহুল বারী’ গ্রন্থের ৬:২৭১ পৃষ্ঠায় বলেন, প্রকাশ্য যে, বনূ কায়নুকা, কুরায়যা ও নাযীরকে বহিষ্কার করিবার পর এই সকল ইয়াহুদীরা মদীনায় বসবাসরত ছিল। -(তাকমিলা ৩:১২২)

ذٰلِكَ أُرِيدُ (ইহাই আমি চাহিয়াছিলাম) অর্থাৎ اريد ان تعترفوا بانى بلغت (আমি যে দ্বীনে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিয়াছি, ইহা তোমাদের হইতে স্বীকারোক্তি শ্রবণই আমার উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ৩:১২৩)

মুসলিম ফর্মা -১৭-৬/২

(৪৪৬৭) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ يَهُودَ بَنِى النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللّٰهِ صلى لله عليه وسلم فَأَجْلَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَنِى النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتّٰى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا وَأَجْلَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعَ وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِى حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.

(৪৪৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাযীরকে দেশান্তর করেন। আর বনূ কুরায়যাকে সেই স্থানে বসবাস করার অনুমতি দিলেন এবং তিনি তাহাদের প্রতি ইহসান করিলেন। অবশেষে বনূ কুরায়যাও যুদ্ধে লিপ্ত হইল। ফলে তিনি তাহাদের পুরুষদের হত্যা করিলেন এবং তাহাদের মহিলা, শিশু ও সম্পদসমূহ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। তবে তাহাদের কতিপয় লোক যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহাদেরকে তিনি নিরাপত্তা দান করিলেন। তখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাদবাকী) মদীনা মুনাওয়ারার সকল ইয়াহুদীদেরকে দেশ হইতে বহিষ্কার করেন। বনূ কায়নুকা-এর ইয়াহুদীরা (আবদুল্লাহ বিন সালাম ইয়াহুদীর বংশধর)। বনূ হারিছার ইয়াহুদী এবং মদীনায় বসবাসরত সকল ইয়াহুদীদেরকেই দেশান্তর করেন।

(৪৪৬৮) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ هٰذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ وَأَتَمُّ.

(৪৪৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... মূসা (রহ.) হইতে এই সনদে এই হাদীছখানা বর্ণনা করেন। আর রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছটি একাধিক সনদে বর্ণিত এবং অধিক পূর্ণাঙ্গ।

(৪৪৬৯) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا".

(৪৪৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (শব্দ তাঁহারই) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমাকে উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) জানাইয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি অবশ্যই ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে জাযীরাতুল আরব (আরব উপ-দ্বীপ) হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব। পরিশেষে মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই স্থানে থাকিতে দেওয়া হইবে না।

(৪৪৭০) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৪৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সালামা বিন শাবীব (রহ.) তাহারা উভয় ... রাবী আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীকে হত্যা করা বৈধ হওয়া এবং দুর্গবাসীদের কোন ন্যায়পরায়ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারকের হুকুমে অবতরণ করা বৈধ হওয়া-এর বিবরণ

(৪৪৭১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ". ثُمَّ قَالَ "إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ". قَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وَتَسْبِي ذُرِّيَّتَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ". وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى وَرُبَّمَا قَالَ "قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ".

(৪৪৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যার অবরুদ্ধ ইয়াহুদীরা (আওস সম্প্রদায়ের) সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর ফায়সালা মানিয়া নিতে সম্মত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রাযি.)-এর নিকট লোক পাঠাইলেন। তখন তিনি একটি গাধার উপর সওয়ার হইয়া আগমন করিলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসারীগণকে বলিলেনঃ তোমরা তোমাদের সরদার কিংবা বলিলেন, তোমাদের উত্তম ব্যক্তির (গাধা হইতে নীচে অবতরণের) সাহায্যে দন্ডায়মান হও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই সকল অবরুদ্ধ দুর্গবাসীরা তোমার ফায়সালা মান্য করিতে সম্মত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্যকার যুদ্ধের উপযুক্ত যুবকদের হত্যা করা হউক এবং তাহাদের সন্তান-সন্তুতি (নারী ও শিশুদের)কে বন্দী করা হউক। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ। আর কখনও তিনি বলিয়াছেন, তুমি মহা শাসক আল্লাহর হুকুম (বা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক নিয়া আসা হুকুম) মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ। তবে রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.) وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ (আর কখনও তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি মহাশাসক আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (আবূ উমামা বিন সাহল বিন হুনায়ফ)। তাঁহার নাম আস'আদ। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় জন্ম হন। তাঁহার নানা আস'আদ বিন যুরারা-এর নামে তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল। তিনি কুনিয়তেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। তাঁহার হইতে মুরসাল হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। সাহাবাগণের এক জামাআত হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি আকাবিরে আনসারের বিশিষ্ট আলিমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন– (তাহযীব ১:২৬৪)

نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (বনূ কুরায়বার অবরুদ্ধ ইয়াহুদীরা সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর ফায়সালা মানিয়া নিতে সম্মত হইল)। বনূ কুরায়যার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতা করিয়াছিল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযুয়ায়ে আহযাব হইতে প্রত্যাবর্তনের পরপরই বিলম্ব না করিয়া বনূ কুরায়যার ইয়াহুদীদের অবরুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহারা সা'দ বিন মুআয (রাযি.)-এর ফায়সালা মান্য করিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। একমাস অবরুদ্ধ থাকার পর তাঁহার ফায়সালা মানিয়া নিতে সম্মত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:১২৬)

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى سَعْدٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রাযি.)-এর কাছে লোক পাঠাইলেন)। তিনি ছিলেন আঘাতপ্রাপ্ত। গযুয়ায়ে আহযাবে তিনি তীরবিদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে বনূ কুরায়যার জনপদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায়ের স্থানের পার্শ্ববর্তী একটি তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ৭:৪১২ পৃষ্ঠায় মাগাযী অনুচ্ছেদে ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক হইতে অনুরূপই নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:১২৬)

فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ (অতঃপর তিনি যখন মসজিদের নিকটবর্তী হইলেন)। প্রকাশ্য যে, এই স্থানে মসজিদ দ্বারা সেই স্থান মর্ম যাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যার জনপদে বনূ কুরায়যাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার দিনগুলিতে নামায আদায় করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১২৬)

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ الخ (তোমরা তোমাদের সরদার কিংবা বলিয়াছেন তোমাদের উত্তম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও)। ইহা দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞ প্রমাণ পেশ করেন যাহারা বলেন আগত মর্যাদা পূর্ব ব্যক্তির সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া জায়িয। মোটামুটিভাবে এই মাসয়ালায় কয়েক প্রকার দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

(১) নেতা বসা অবস্থায় থাকিবেন আর উপস্থিত জনগণ তাহার বসার দীর্ঘকাল তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে দণ্ডায়মান থাকিবে। ইহা হাদীছ দ্বারা নিষিদ্ধ। কেননা, ইহা অনারব অহঙ্কারীদের নিয়মের অনুসরণ হয়। ইহা নাজায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই।

(২) আগমনকারীর উদ্দেশ্যে লোকজন দণ্ডায়মান হওয়া। আর আগমনকারী ব্যক্তি এই অহমিকায় লোকজন দণ্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করে যে, তিনি দণ্ডায়মানকারীদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার অধিকারী। এই প্রকার দণ্ডায়মানও উলামায়ে ইযামের সর্বসম্মত মতে নিষিদ্ধ।

(৩) লোকজন এমন লোকের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া যিনি নিজেকে দণ্ডায়মানকারীদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু অন্তরে এইরূপ কিছু অহমিকার ভাব আসিতে পারে বলিয়া আশংকা করেন। এই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হওয়া মাকরূহ।

(৪) সফর হইতে আগত ব্যক্তির প্রতি আনন্দ প্রকাশ এবং সালাম-কালামের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া। ইহা মুস্তাহাব, ইহা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই।

(৫) যেই ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়ামত লাভ হয় তাহাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া। ইহাও মুস্তাহাব।

(৬) মসীবতে সমাবৃত কোন ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া। ইহাও মুস্তাহাব।

(৭) কোন ব্যক্তি এমন আগত মেহমানের ইকরামের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া যিনি ইহার প্রত্যাশী নহেন।

এই সপ্তম প্রকারের দন্ডায়মানের ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য রহিয়াছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম ইহাকে জায়িয বলেন, আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম নিষেধ করেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই প্রকার দন্ডায়মান জায়িয হওয়ার ব্যাপারে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রেসালা লিখিয়াছেন। তবে আল্লামা ইবনুল হাজ্জ তাঁহার অভিমতকে খন্ডন করিয়া দিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ১১:৫০ পৃষ্ঠায় আল্লামা নওয়াভী ও আল্লামা ইবনুল হাজ্জ (রহ.)-এর দলীলসমূহ বিস্তারিত নকল করিয়াছেন। যাহারা দন্ডায়মান হওয়া মাকরূহ মনে করেন তাহাদের দলীল নিম্নোক্ত দুইখানা হাদীছ :

(এক) হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا له فما يعلمون من كراهته اخرجه الترمذى وقال حسن صحيح غريب (সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আর কেহ অধিক প্রিয় ছিলেন না। তাঁহারাও যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতেন তখন তাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হইতেন না, কেননা তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি ইহা অপছন্দ করেন। -(তিরমিযী)।

(দুই) আবূ মাজলাজ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير- فقال معاوية لابن عامر اجلس فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوء مقعده من النار (হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বাহির হইয়া ইবন যুবায়র (রাযি.) ও ইবন আমির (রাযি.)-এর কাছে গেলেন। তখন ইবন আমির (রাযি.) তাহার সম্মানে দন্ডায়মান হইলেন আর ইবন যুবায়র (রাযি.) (দন্ডায়মান না হইয়া) বসিয়াই থাকিলেন। তখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ইবন আমির (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি বস। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, লোকেরা তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে দন্ডায়মান হউক। সে যেন তাহার স্থান জাহান্নামে করিয়া নিল)।

দন্ডায়মান জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণ প্রথম হাদীছের জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক কাজ শুধু না করার কারণে উহা নাজায়িয হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে না। আর দ্বিতীয় হাদীছের জবাব এই যে, প্রথম পদ্ধতি দন্ডায়মান হওয়া মারফূ-এর উপর প্রয়োগ হইবে। তবে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ইবন আমির (রাযি.)কে বসার নির্দেশের বিষয়টি ছিল হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর সতর্কতা অবলম্বন মাত্র।

দন্ডায়মান জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণের দলীল আলোচ্য হাদীছ। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর আগমনে দন্ডায়মান হইতেন।

দন্ডায়মান নিষেধ হওয়ার প্রবক্তাগণ ইহার জবাবে বলেন, হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর আগমনে দন্ডায়মানকে উপর্যুক্ত দন্ডায়মানের ৪র্থ এবং ৫ম পদ্ধতির উপর প্রয়োগ হইবে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে এই মাসয়ালায় দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। তবে তাঁহার আলোচনা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাঁহার অভিমত নিষেধের দিকে প্রবল।

'ইলাউস সুনান' গ্রন্থকার (রহ.) ১৭:৪২৭ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, ইহা ইজতিহাদী মাসয়ালা। ফলে ইহাতে মতানৈক্য হইয়াছে। সুতরাং যাহারা দন্ডায়মান হয় তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করা সমীচীন নহে। আর দন্ডায়মান না করার দ্বারা যদি কোন ফিতনার আশংকা না থাকে এবং নিজ প্রবল ধারণা মতে উহা মাকরূহ মনে

হয় তাহা হইলে নিজেকে উহা হইতে বাচাইয়া রাখাই উচিত। আর ইহাই আমার মতে এই মাসয়ালা সর্বাধিক ইনসাফপূর্ণ মত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১২৭-১২৮)

(৪৪৭২) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ". وَقَالَ مَرَّةً "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ".

(৪৪৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণিত এই হাদীছে রহিয়াছে যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার হুকুম মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ। আর একবার তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, "তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ (তুমি রাজাধিরাজ আল্লাহর হুকুম মুতাবিক ফায়সালা করিয়াছ)। মশহুর রিওয়ায়ত অনুযায়ী الْمَلِكِ শব্দটির ل বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। আর অপর রিওয়ায়ত ইহার তায়ীদ করে। উহাতে আছে তিনি ইরশাদ করেন لقد حكمت فيهم بحكم الله (তুমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার হুকুম মুতাবিক তাহাদের ব্যাপারে ফায়সালা করিয়াছ)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমরা সহীহ মুসলিম শরীফে الْمَلِكِ শব্দটির ل বর্ণে যের দ্বারা কোন মতানৈক্য ব্যতীত রিওয়ায়ত করিয়াছি। তিনি আরও বলেন, তবে এই শব্দটিকে সহীহ বুখারী শরীফে কতক রাবী الْمَلِكِ শব্দটির ل বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। সুতরাং الْمَلَكِ শব্দটির ل বর্ণে যবর দ্বারা الْمَلَكِ পঠন যদি সহীহভাবে বর্ণিত হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা জিবরাঈল (আ.) মর্ম হইবে। উহ্য বাক্যটি হইবে حكمت بالحكم الذى جاء به الملك عن الله تعالى (ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যেই হুকুম নিয়া আসিয়াছিলেন সেই মুতাবিক তুমি ফায়সালা করিয়াছ)। -(নওয়াভী ২:৯৫)

(৪৪৭৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ. رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ فَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَأَيْنَ". فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

(৪৪৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, খন্দকের জিহাদের দিন সা'দ (রাযি.) আঘাত প্রাপ্ত হন। কুরায়শের ইবনুল আরিকা নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শিরায় তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরায়যা জনপদে নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত) মসজিদের পার্শ্বে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করিয়া দিলেন। যাহাতে নিকটে থাকিয়া

তাঁহাকে দেখাশোনা করা যায়। যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খন্দকের জিহাদ (গযুয়ায়ে আহযাব) হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন অস্ত্র রাখিয়া গোসল শেষ করিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার কাছে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম দিহইয়া কালবী (রাযি.)-এর আকৃতিতে) স্বীয় মাথা হইতে ধুলিবালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে আগমন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন? আল্লাহর কসম! আমরা তো অস্ত্র রাখি নাই। তাহাদের দিকে রওয়ানা করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিকে। তখন তিনি বনূ কুরায়যার দিকে ইশারা করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমে তাহাদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করা হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের বিচারের ভার (তাহাদের মিত্র আওস সম্প্রদায়ের নেতা) হযরত সা'দ (রাযি.)-এর উপর অর্পণ করিলেন। হযরত সা'দ (রাযি.) বলিলেন, আমি তাহাদের ব্যাপারে (তাহাদের কিতাব তাওরাতের হুকুম মুতাবিক) ফায়সালা দিতেছি যে, তোহাদের মধ্যে যুদ্ধের উপযুক্ত লোকদের হত্যা করা হউক, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হউক আর তাহাদের সম্পদসমূহ (মুজাহিদের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ (তাহাকে ইবনুল আরিকা বলা হয়)। الْعَرِقَةِ শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। আর সহীহ বুখারী গ্রন্থে মাগাযী অধ্যায়ে যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে রিওয়ায়তে আছে يقال له حبان بن العرقة (তাহাকে হিব্বান বিন আরিকা বলা হয়)। আরিকা হইতেছে তাহার মাতার নাম। তাহার মাতা হইল আরিকা বিন্‌ত সাঈদ বিন সা'দ। আর তাহার পিতার নাম কায়স। -(ফতহুল বারী)- -(তাকমিলা ৩:১২৮)

رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ (সে তাঁহার হাতের শিরায় তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল)। الْأَكْحَلِ শব্দটির همزه বর্ণে যবর পঠিত। عرق في وسط الذراع يكسر فصده (বাহুর মধ্যস্থ রগ যাহা শিরা কাটিয়া খণ্ড করিয়া দিয়াছে)। -(জামিউল উসূল লি ইবনুল আছীর ৮:২৭৫)। আল্লামা খলীল(রহ.) বলেন, هو عرق الحياة (ইহা জীবন শিরা)। আর বলা হয় প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে জীবন শিরা রহিয়াছে। উহা হাতের মধ্যে হইলে الاكحل বলে। আর পিঠের মধ্যে হইলে الأبهر বলে। আর উরুর মধ্যে হইলে النسا বলে। যখন এই সকল শিরা কর্তন হয় তখন রক্ত বন্ধ হয় না। -(ফতহুল বারী ৭:৪১৩)-(তাকমিলা ৩:১২৮-১২৯)

يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ (যেন নিকট হইতে তাঁহাকে দেখাশোনা করা যায়)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কুরায়যা জনপদে নামায পড়ার) মসজিদের পাশে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর জন্য একটি তাঁবূ স্থাপনের নির্দেশ দেন যাহাতে নিকটে থাকিয়া যখন ইচ্ছা তখন (তাহার আঘাতের বিষয়টি) দেখাশোনা করিতে পারেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে নিদ্রা যাওয়া জায়িয। আর আঘাত জনিত অসুস্থ ব্যক্তিও মসজিদে অবস্থান করা জায়িয।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার বলেন, শারেহ নওয়াভী (রহ.) যদি ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে মসজিদে নিদ্রা যাওয়া জায়িযের উপর প্রয়োগ করে তাহা হইলে আপত্তি আছে। কেননা, যুদ্ধকালীন অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। কাজেই ইহাকে নিরাপদ ও শান্তিকালীন অবস্থার উপর কিয়াস করা যায় না। আর হানাফী মাযহাব মতে মুসাফির, মু'তাকিফ কিংবা যাহার পরিবারবর্গ নাই কেবল তাহার জন্য মসজিদে নিদ্রা যাওয়া জায়িয আছে। -(ঐ)

فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ (এমতাবস্থায় তাঁহার কাছে জিবরাঈল (আ.) আগমন করিলেন)। তিবরানী ও বায়হাকী গ্রন্থদ্বয়ে কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : سلم علينا رجل و نحن في البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقمت في اثره فاذا بدحية الكلبي - فقال هذا جبريل

(জনৈক ব্যক্তি আমাদেরকে সালাম দিলেন তখন আমরা ঘরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত হইয়া দন্ডায়মান হইলেন। তখন আমিও তাঁহার সহিত দন্ডায়মান হইলাম। দেখি যে তিনি দিহইয়াতুল কালবী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি জিবরাঈল (আ.))। এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) দিহইয়াতুল কালবী (রাযি.)-এর আকৃতিতে আগমন করিতেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১২৯)

فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন)। খন্দকের যুদ্ধে বনূ কুরায়যা সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মক্কার মুশরিকদের সহিত যুক্ত হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাই মুসলমানগণ বনূ কুরায়যার দুর্গ ও বসতি অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। ইয়াহুদীরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এত শীঘ্র তাহাদের দুয়ারে এই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। নিরুপায় হইয়া তাহারা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইল।

কিন্তু এইরূপভাবে কয়দিন চলে? ইয়াহুদীদের আর কষ্টের অবধি রহিল না। বিশ দিনের অধিক প্রায় একমাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। তখন তাহারা নিতান্ত নিরাশ হইয়া আউস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে এই আউস গোত্রের সহিত বনূ কুরায়যা ইয়াহুদীদের বন্ধুত্ব ছিল। ইয়াহুদীরা মনে করিল আউসগণ নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি এখন একটু সহানুভূতি দেখাইবে। তাই তাহারা আবদুল্লাহ বিন উবাইকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই মর্মে সুপারিশের জন্য পাঠাইল যে, হযরত যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন তবে বনূ কায়নুকার ন্যায় তাহারাও দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার এই বিশ্বাসঘাতকদেরকে অত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিলেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরাধীকে সব সময় ক্ষমা করাও এক নৈতিক অপরাধ/ন্যায়নীতি এবং বৃহত্তর মানব কল্যাণের জন্য দুর্বৃত্তদের সমুচিত দন্ডবিধানেরও প্রয়োজন আছে। বনূ কায়নুকাকে হত্যা না করিয়া দেশান্তর এবং বনূ নাযীরদেরকে সহানুভতি প্রদর্শন করিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছেন। তাই এইবার তিনি বনূ কুরায়যা ইয়াহুদীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সকলকে বন্দী করিবার জন্য তিনি হুকুম দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি তোমাদের মিত্র গোত্র আউস গোত্রের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর তোমাদের বিচারভার ন্যস্ত করিতে রাযী আছ? তাহারা এক বাক্যে স্বীকার করিল যে, আমরা রাযী আছি। তিনি যেই দন্ডের ব্যবস্থা করিবেন তাহাই আমরা মানিয়া লইব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যা ইয়াহুদীদের চাহিদা অনুযায়ী আউস গোত্রের খ্যাতনামা প্রধান পুরুষ সা'দ বিন মুআয (রাযি.)কে এই বিচারের জন্য মনোনীত করিলেন।

কিন্তু সা'দ (রাযি.)-এর তখন শোচনীয় অবস্থা। খন্দকের জিহাদে তিনি তীরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মসজিদের পার্শ্বে তাঁবুতে শয্যাশায়ী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হইয়া সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকেরা তাহাকে গাধার উপর আরোহণ করাইয়া নিয়া আসিলেন। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমাদের নেতার অবতরণে সাহায্য করার জন্য তোমরা দন্ডায়মান হও। তিনি উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, বনূ কুরায়যা ইয়াহুদীদের সম্মতিতে তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তুমি যেই দন্ডবিধান করিবে, তাহাই তাহারা মানিয়া লইবে। হযরত সা'দ (রাযি.) ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তওরাত' অনুসরণ করিয়াই ফায়সালা দিলেন যে, যাহারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরকে হত্যা করা হউক। আর তাহাদের সংখ্যা চারশত হইতে নয়শতের মাঝামাঝি ছিল। -(ফতহুল বারী ৮:৪১৪ সংক্ষিপ্ত)

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে যতদিন পর্যন্ত কোন বিষয়ে বিধান অবতীর্ণ না হইয়াছে ততদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রন্থের বিধান অনুসরণ করিতেন। যেমন নামাযের কিবলা, বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি রজম, কিসাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বিধান নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাওরাত অনুসরণ করিতেন। এই কারণেই হযরত সা'দ (রাযি.) তাওরাত মুতাবিক ফায়সালা করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা করিয়াছ।"

ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তাওরাতে'-এর ইংলিশ ভার্ষনে এইরূপ লেখা আছে, **"When thou comest night unto a city of fight against it, then preelaim peace unto it. And it shall be, if it make thee answer of peace, and open unto thee, then it shall be that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee and they shall serve thee. and if it will make no peace with thee, but will make war against thee then thou shalt besiege it. And when the Lord thy God hath delivered it unto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword.**

But the women and the little ones and the cattle all that is in the city, even all the spoil thereof shalt thou take unto thyself, and thou shalt eat the spoil of thine enemics which the Lord thy God hath given thee." –(Deut : 20 : 10-11)

অর্থাৎ "কোন দলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান কর। যদি তাহারা সে আহ্বানে কর্ণপাত করে এবং সন্ধি করিতে রাযী হয়, তবে তাহাদিগকে করদ মিত্ররূপে গ্রহণ কর; যদি তাহারা না শুনে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইলে তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর, স্ত্রীপুত্র ও বালক-বালিকাদেরকে দাসদাসীরূপে ব্যবহার কর এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লও।"

হযরত সা'দ (রাযি.) বলেন, এই শাস্ত্রবিধান অনুসারেই আমি রায় দিতেছি যে, মুসলমানগণের সহিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার দায়ে সকল ইয়াহুদী পুরুষদের প্রাণদণ্ড হইবে, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা দাস-দাসী রূপে পরিগণিত হইবে এবং ইয়াহুদীদের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪৪৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ قَالَ أَبِي فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৪৪৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে তিনি বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা করিয়াছ।

(৪৪৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صلى الله عليه وسلم وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا.

(৪৪৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, সা'দ (রাযি.) বলিয়াছেন, তাঁহার (শিরায় তীরের) আঘাত শুকাইয়া গেল এবং তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি (দু'আয়) বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি জানেন, আমার সামনে আপনার রাসূলকে যেই সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আপনার রাস্তায় জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় বিষয় আর নাই এবং তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ইয়া আল্লাহ! কুরায়শদের সহিত যুদ্ধ করা যদি এখনও বাকী থাকে তাহা হইলে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন। যেন আমি আপনার রাস্তায় তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে পারি। ইয়া আল্লাহ! আমার ধারণা যে, আপনি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন। আপনি যদি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি আমার এই ক্ষতস্থান খুলিয়া দিন এবং ইহাতেই আমাকে শাহাদত নসীব করুন। অতঃপর (তাঁহার দু'আ মুতাবিক) তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইয়া গেল। মসজিদে তাঁহার তাঁবূর পার্শ্বে বনূ গিফারের একটি তাঁবূ ছিল। তাহাদের দিকে রক্ত প্রবাহের কারণে তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল। তখন তাহারা বলিল, হে তাঁবূবাসী! তোমাদের দিক হইতে ইহা কি আসিতেছে? অতিবিস্ময়কর ব্যাপার যে, সা'দ (রাযি.)-এর ক্ষতস্থান হইতে তখন রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল এবং ইহাতেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ الخ (ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি জানেন)। সম্ভবতঃ হযরত সা'দ (রাযি.) খন্দকের জিহাদের আঘাত প্রাপ্ত হইবার পর সেই আঘাতেই শাহাদাত বরণের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি যখন আরোগ্য লাভের নিকটবর্তী হইতে দেখিলেন তখন তিনি এই দু'আ করিলেন। তাহার দু'আর সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, ভবিষ্যতে কুরায়শ মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ সংঘটনের সম্ভাবনা থাকিলে তিনি সেই যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত থাকার দু'আ করিয়াছেন। যাহাতে উক্ত জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করিতে পারেন। আর যদি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা না থাকে যেমন লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে তাহা হইলে আমার এই ক্ষতস্থানে রক্ত প্রবাহিত করিয়া দিন যাহাতে আমি মৃত্যুবরণ করিয়া শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করি।

ইহা নিষেধাজ্ঞাকৃত মৃত্যুর আকাঙ্খা নহে। ইহা তো রক্ত প্রবাহিত হওয়ার প্রত্যাশা, যাহাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। -(নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:১৩০)

فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ অর্থাৎ انفجرت الجرحة (ক্ষতস্থান হইতে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইল)। এই রিওয়ায়তে من لبة বর্ণিত হইয়াছে। لَبَّة শব্দটির ل বর্ণে যবর ب বর্ণে তাশদীদ। ইহার অর্থ النحر (বুকের উপরিভাগ, জবাই, হত্যা)। আর কতিপয় উসূলে من ليته বর্ণিত হইয়াছে। ليته শব্দটির ل বর্ণে যের ى বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ صفحة العنق (গ্রীবার উপরিভাগ)। আর কতক রিওয়ায়তে من ليلته (সেই রাত্রি হইতেই)। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহকে সঠিক বলিয়াছেন। -(শরহে নওয়াভীর সারসংক্ষেপ) -(তাকমিলা ৩:১৩০-১৩১)

يَغِذُّ دَمًا (রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল)। يَغِذُّ শব্দটির غ বর্ণে যের ذ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থাৎ يسيل (প্রবাহিত হইতেছে)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে يغذو دما রহিয়াছে। অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের কতক নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। -(তাকমিলা ৩:১৩১)

(৪৪৭৬) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَمَا زَالَ يَسِيلُ حَتّٰى مَاتَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ تَرَكْتُمْ

قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ.

(৪৪৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হাসান বিন সুলায়মান কূফী (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, "সেই রাত্রি হইতেই রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। অতঃপর অনবরত এই রক্তক্ষরণেই তিনি মারা (শহীদ হইয়া) যান। আর তিনি স্বীয় হাদীছে আরও কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন : এই সম্পর্কে (কাছির) কবি (জাবাল বিন জাওয়াল ছা'লাবী, হযরত সা'দ বিন মুয়ায (রাযি.) নিজ মিত্র বনূ কুরায়যার পক্ষে সুপারিশ না করিয়া তাহাদের ব্যাপারে হত্যার ফায়সালা করায় তাহর নিন্দায়) নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিল। হে সা'দ বিন মুআয! তোমার ব্যাপারে বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর কি করিয়াছে? তোমার জীবনের কসম! সা'দ বিন মু'আযের যে প্রভাতে তোমরা তাহার জন্য কষ্টানুভ করিয়াছিলে, সে আজ নিশ্চুপ। (হে আউস গোত্র) তোমরা (বনূ কুরায়যার জন্য সুপারিশ না করিয়া হত্যার ফায়সালা দিয়া) তোমাদের ডেগগুলি খালি রাখিয়া দিয়াছ, তাহাতে আর কিছুই নাই। অর্থাৎ তোমাদের অধঃপতন হইয়াছে। পক্ষান্তরে (খাজরাজ গোত্র, তাহারা তাহাদের মিত্র বনূ কায়নূকার জন্য সুপারিশ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিয়া) তাহাদের ডেগগুলি গরম, তাহা টগবগ করিতেছে অর্থাৎ তাহারা (লোকবলে আজ) প্রভাবশালী। সম্মানিত আবূ হুবাব (আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করিয়া) বলিয়াছিলেন, তোমরা বনূ কায়নুকা সম্প্রদায়কে (হত্যা না করিয়া) থাকিতে দাও, তাহাদেরকে যাইতে দিও না। আর (আজ) তাহারা তাহাদের শহরে (শক্তি সামর্থ্য ও সম্পদ নিয়া) মায়তান পাহাড়ের পাথরসমূহের ন্যায় সুদৃঢ় রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَقُولُ الشَّاعِرُ (কবি বলেন)। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সকল কবিতার রচনাকারী হইল জাবাল বিন জাওয়াল ছা'লাবী। সে তখন কাফির ছিল। এই সকল কবিতায় সে আওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মু'আয (রাযি.)-এর নিন্দাবাদ জানাইয়াছে। কেননা, আওস গোত্র ইসলাম পূর্ব বনূ কুরায়যার মিত্র ও বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে খুবই মাখামাখি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এতদসত্তেও হযরত সা'দ বিন মুআয (রাযি.) তাহাদের ব্যাপারে হত্যা করিয়া দেওয়ার ফায়সালা দিলেন। এই কারণেই কাফির কবি আওস সম্প্রদায়কে নিন্দাবাদ ও তিরস্কার জানাইয়াছে এবং মুনাফিকদের নেতা আবূ হুবাব আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের প্রশংসা করিয়াছে। কেননা, সে (তাহার মিত্র ও বন্ধু ইয়াহুদী গোত্র) বনূ কায়নূকার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করিয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:১৩১)

غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ (যে প্রভাতে তোমরা তাহার জন্য কষ্টসহিষ্ণু অবলম্বন করিয়াছিলে, সে আজ নিশ্চুপ)। অর্থাৎ সা'দ বিন মুআয (রাযি.) কষ্ট সহিষ্ণু অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই দিনের প্রভাতে যখন বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রশংসার ভঙ্গিতে তিরস্কার করা হইয়াছে।

تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا (তোমরা তোমাদের ডেগগুলি খালি রাখিয়া দিয়াছ, তাহাতে আজ কিছুই নাই)। এই স্থানে القدر (ডেগ) দ্বারা পরোক্ষভাবে সহায়তা ও মিত্রতাকে বুঝানো হইয়াছে। এখন যেন ডেগগুলি সহায়তাকারী ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধবিহীন খালি রহিয়াছে। (ফলে হে আওস সম্প্রদায়! তোমরা দুর্বল হইয়া গিয়াছ) অথচ খাজরাজ গোত্রের ডেগগুলি গরম, তাহা টগবগ করিতেছে। কেননা, তাহারা তাহাদের বন্ধু বনূ কায়নুকার জন্য (আবূ হুবাব) সুপারিশ করিয়াছে। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উপর (হত্যার হুকুম না দিয়া) ইহসান করিয়াছেন। তাই খাজরাজদের বন্ধু বনূ কায়নুকা বাকী থাকার কারণে তাহারা শক্তিশালী। -(তাকমিলা ৩:১৩২)

أَبُوحُبَابٍ (আবূ হুবাব)। ইহা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূলের কুনিয়াত। সেই বনূ কায়নুকার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করিয়াছিল যেমন পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৩২)

وَقَدْ كَانُوا بِبَلَدِهِمْ ثِقَالًا (আর তাহারা তাহাদের শহরে (মায়তান পাহাড়ের পাথরসমূহের ন্যায়) সুদৃঢ় রহিয়াছে)। অর্থাৎ বনূ কায়নুকার লোকেরা তাহাদের শহরে ধনসম্পদ ও জনশক্তি নিয়া বলবৎ রহিয়াছে যেমন মায়তান পাহাড়ের পাথরসমূহ সুদৃঢ় রহিয়াছে।

كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ (যেমন মায়তান পাহাড়ের পাথরসমূহের ন্যায় সুদৃঢ় রহিয়াছে)। مَيْطَان শব্দটির م বর্ণে যবর বা যের দ্বারা পঠনে বনূ মযীনা শহরের একটি পাহাড়ের নাম। -(তাকমিলা ৩:১৩২)

بَابُ المبادرة بالغزو وتقديم اهل الامرين المتارضين

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে তাড়াতাড়ি করা এবং দুই কাজ জরুরী হইলে তখন কোন কাজটি আগে সম্পাদন করা চাই-এর বিবরণ

(৪৪৭৭) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ "أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ لاَ نُصَلِّي إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.

(৪৪৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যুবাঈ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব (খন্দক)-এর জিহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের মাঝে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কেহ যেন বনূ কুরায়যার মহল্লায় না পৌঁছিয়া যুহরের নামায আদায় না করে। তখন কতিপয় মুজাহিদ যুহরের নামাযের ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার আশংকা করিলেন। আর তাহারা বনূ কুরায়যার মহল্লায় পৌঁছিবার পূর্বে নামায আদায় করিয়া নিলেন। আর অপর কতিপয় মুজাহিদ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেই স্থানে নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন সেই স্থান ব্যতীত আমরা নামায আদায় করিব না। যদিও ওয়াক্ত চলিয়া যায়। তিনি (রাবী আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, এই ঘটনা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দলের কাহারও প্রতি কঠোর আচরণ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ (কেহ যেন যুহরের নামায আদায় না করে)। আর সহীহ্ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে হুবহু এই সনদে বর্ণিত হইয়াছে لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ (কেহ যেন আসরের নামায আদায় না করে)। ইহাকে দুই ঘটনার উপর প্রয়োগ করাও অসম্ভব। কেননা, হাদীছের উৎসস্থল এক। আর শায়খায়ন এই হাদীছে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বনূ কুরায়যা এলাকায় যাওয়ার জন্য নির্দেশটি যুহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর হইয়াছিল। ফলে কতিপয় সাহাবী মদীনায় যুহরের নামায আদায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর কতিপয় তখনও যুহরের নামায আদায় করেন নাই। ফলে যাহারা যুহর আদায় করেন নাই তাহাদের প্রতি নির্দেশ ছিল। তাহারা যেন বনূ কুরায়যার এলাকায় না পৌঁছিয়া যুহরের নামায আদায় না করে। আর যাহারা যুহরের নামায মদীনায় আদায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহাদের জন্য নির্দেশ ছিল তাহারা যেন বনূ

কুরায়যায় না পৌঁছিয়া আসর নামায আদায় না করে। কিংবা এইরূপও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তাহাদের সকলের জন্যই এইরূপ নির্দেশ ছিল, যেন তাহাদের কেহ বনূ কুরায়যায় না পৌঁছিয়া আসর ও যুহর আদায় করিবে না। কিংবা এইরূপও সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহারা প্রথমে রওয়ানা করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য নির্দেশ ছিল তাহারা যেন বনূ কুরায়যায় না পৌঁছিয়া যুহর আদায় না করে। আর যাহারা পরে রওয়ানা করিয়াছিলেন তাহাদের জন্য নির্দেশ ছিল তাহারা যেন বনূ কুরায়যায় না পৌঁছিয়া আসর নামায না পড়ে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৩৩, নওয়াভী ২:৯৬)

فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুই দলের কাহারও প্রতি কঠোর আচরণ করেন নাই)। কেননা, প্রত্যেক দলই শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ছাওয়াবের প্রত্যাশী ছিলেন। সুতরাং যাহারা রাস্তায় নামায আদায় করেন নাই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধাজ্ঞাকে হাকীকতের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। আর তাহারা ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, জিহাদে মশগুল ব্যক্তির জন্য বিলম্বে নামায আদায় করা জায়িয। আর যাহারা ওয়াক্তমতে রাস্তায় নামায আদায় করিয়া নিয়াছেন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নিষেধাজ্ঞাকে হাকীকতের উপর প্রয়োগ করেন না; বরং তাহারা মনে করিয়াছেন যে, এই হুকুমের দ্বারা পরোক্ষভাবে বনূ কুরায়যার এলাকায় তাড়াতাড়ি ও দ্রুততার সহিত (দিবাভাগে) পৌঁছিবার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিষয়ে নস (কুরআন মাজীদ ও হাদীছে স্পষ্ট দলীল) না থাকিলে ইজতিহাদের উপর আমল করা জায়িয। কিংবা দুইটি অর্থে সম্ভাবনাময় কাজের একটির উপর ইজতিহাদের ভিত্তিতে আমল করা জায়িয। ইহার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুজতাহিদগণ দলীলের ভিত্তিতে মতানৈক্য করিয়া নিজের ইজতিহাদের উপর আমল করিলে তাহাদের কাহাকেও নিন্দা করা যাইবে না। -(তাকমিলা ৩:১৩৪)

بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরগণ বিজয় সম্পদ দ্বারা অভাবমুক্ত হওয়ায় আনসারগণ কর্তৃক প্রদত্ত বৃক্ষ ও ফলের বাগানসমূহ তাহাদেরকে ফেরত দেওয়া-এর বিবরণ

(৪৪৭৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهْيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لأَنَسٍ لأُمِّهِ وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ

فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتّٰى كَبِرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

(৪৪৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন তখন তাহাদের হাতে কোন কিছুই ছিল না। আর আনসারগণ ছিলেন বাড়ীঘর ও ক্ষেত-খামারের মালিক। আনসারগণ মুহাজিরগণকে তাহাদের খেজুর বাগানের অর্ধেক এই শর্তে বন্টন করিয়াছেন যে, প্রতি বছর বাগানে মুহাজিরগণ পরিশ্রম ও পরিচার্য করিয়া উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাহাদের প্রদান করিবেন। আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আবূ তালহা (রাযি.)-এর মাতা ছিলেন। আর আবদুল্লাহ (রাযি.) ছিলেন আনাস (রাযি.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। আনাস (রাযি.)-এর মা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের কয়েকটি খেজুর বৃক্ষ দান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত খেজুর বৃক্ষগুলি তাঁহার আযাদকৃত দাসী উম্মু আয়মানকে প্রদান করিলেন। যিনি উসামা বিন যায়দ (রাযি.)-এর মাতা ছিলেন। রাবী ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, আমার নিকট আনাস বিন মালিক (রাযি.) হাদীছ জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বরের যুদ্ধ শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন মুহাজিরগণ আনসারগণকে তাহাদের দানকৃত ফলের বাগানসমূহ প্রত্যার্পণ করিয়া দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাতাকে তাঁহার দানকৃত খেজুর বৃক্ষগুলি ফেরত দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু আয়মান (রাযি.)কে ইহার পরিবর্তে নিজের বাগানের এক অংশ প্রদান করেন। রাবী ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, উম্মু আয়মান (রাযি.) যিনি উসামা বিন যায়দ (রাযি.)-এর মাতা ছিলেন, তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব সাহেবের দাসী তিনি হাবশার মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতার ইনতিকালের পর তিনি যখন তাঁহার মাতা আমিনার গর্ভ হইতে ভুমিষ্ট হন তখন উম্মু আয়মান (রাযি.) তাঁহাকে বড় হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে আযাদ করিয়া দেন। তারপর তাঁহাকে যায়দ বিন হারিছার সহিত বিবাহ দিয়া দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পাঁচ মাস পরে ইনতিকাল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عِذَاقًا لَهَا (তাঁহার কয়েকটি খেজুর গাছ)। عِذَاقًا শব্দটির ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে عَذْقٌ (ع বর্ণে যবর ও ذ বর্ণে সাকিনসহ পঠন)-এর বহু বচন। যেমন حَبْلٌ এর বহুবচন حبال ব্যবহৃত হয়। আর العذق হইল النخلة (খেজুর বৃক্ষ)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, তিনি খেজুর গাছগুলি এই মর্মে ধার দিয়াছিলেন ইহা হইতে উৎপাদিত খেজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হেবাকৃত। -(তাকমিলা ৩:১৩৫)

فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বৃক্ষগুলি তাঁহার আযাদকৃত দাসী উম্মু আয়মান (রাযি.)কে দিয়া দিলেন)। অর্থাৎ উম্মু আনাস (রাযি.) যেই সকল খেজুর গাছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেবা করিয়া দিয়াছিলেন উক্ত গাছগুলি তিনি উম্মু আয়মান (রাযি.)কে দিয়া দিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৩৫)

مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গাছগুলির পরিবর্তে নিজের বাগানের এক অংশ প্রদান করেন)। অর্থাৎ (আনাস (রাযি.)-এর মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর হেবাকৃত গাছগুলির পরিবর্তে তিনি নিজ বাগানের এক অংশ উম্মু আয়মান (রাযি.)কে প্রদান করিলেন। ইহার কারণ আগত রিওয়ায়তে আসিতেছে। -(তাকমিলা ৩:১৩৫)

وَصِيفَةً অর্থাৎ جارية (দাসী)। -(তাকমিলা ৩:১৩৫)

(৪৪৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَالَ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّخَلاَتِ مِنْ أَرْضِهِ. حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ. قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِيهِنَّ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي وَقَالَتْ وَاللهِ لاَ نُعْطِيكَاهُنَّ وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا". وَتَقُولُ كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ. فَجَعَلَ يَقُولُ كَذَا حَتَّى أَعْطَاهَا عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشَرَةِ أَمْثَالِهِ.

(৪৪৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, হামিদ বিন উমর আল-বাকরাবী ও মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলে) এক এক ব্যক্তি। আর রাবী হামিদ ও ইবন আবদুল আ'লা (রহ.) বলেন, নিশ্চয়ই এক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ নিজ বাগানের কিছু খেজুর গাছ (ধার হিসাবে উহার উৎপাদিত খেজুর) দান করিলেন। অতঃপর যখন বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর গোত্রদ্বয়ের উপর তাহার বিজয় লাভ হইল (এবং তাহাদের হইতে ফাই-এর সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচুর্য অর্জন করিলেন) তখন তিনি তাহাদের (আনসারগণের) প্রত্যেকের কাছে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন উক্ত সকল খেজুর গাছ যাহা তাহারা তাঁহাকে (হেবাস্বরূপ) প্রদান করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহা দিয়াছিলেন উহা কিংবা উহার অংশ বিশেষ তাহার নিকট হইতে চাহিয়া নিয়া আসার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা উম্মু আয়মান (রাযি.)কে প্রদান করিয়া দিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উহা চাহিলে তিনি আমাকে উহা দিয়া দিলেন। তখন উম্মু আয়মান (রাযি.) সেই স্থানে আসিলেন এবং আমার গলায় কাপড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে উহা আমি তোমাদের দিব না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইয়া উম্মা আয়মান! আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আপনাকে এই এই সম্পদ দিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, কখনও না, সেই সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছিলেন, (আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিন) আমি আপনাকে এই এই সম্পদ প্রদান করিব। অবশেষে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু আয়মান (রাযি.)কে উক্ত সম্পদের দশগুণ কিংবা দশ গুণের কাছাকাছি পরিমাণ প্রদান করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَعَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ الخ (তখন তিনি তাহাদের প্রত্যেকের কাছে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীরের কাছ হইতে প্রাপ্ত ফাই অর্জনের মাধ্যমে সম্পদশালী হইলেন তখন আনসারী লোকদের প্রদত্ত হেবা (খেজুর গাছ) প্রত্যর্পণ করিতে শুরু করিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৩৬)

وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي الخ (আর আমার পরিবারের লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহা দিয়াছিলেন উহা কিংবা উহার অংশ বিশেষ তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া ফেরত নিয়া আসার জন্য আমাকে হুকুম

দিলেন)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেসব খেজুর গাছ দান করিয়াছিলেন উহা তাঁহার কাছে চাহিয়া ফেরত নিয়া আসার জন্য হুকুম করিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাহাদের প্রদত্ত খেজুর গাছগুলি এই জন্য ফেরত নিতে তড়িঘড়ি করিয়াছিলেন যে, উক্ত গাছগুলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদিন ব্যবহার করার কারণে বরকতময় হইয়াছে। ফলে তাহারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যেই উক্ত গাছগুলি ফেরত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অন্যথায় লোকদের মধ্যে তাঁহারাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নিজেদের নফস ও সম্পদ হইতে সর্বাধিক স্বার্থত্যাগী ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৩৬)

بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিম শত্রু রাজ্যে গণীমত হিসাবে প্রাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী আহার করা জায়িয-এর বিবরণ

(৪৪৮০) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هٰذَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا.

(৪৪৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, খায়বর জিহাদের দিন আমি একটি চর্বিভর্তি চামড়ার থলে পাইলাম। তিনি বলেন, আমি উহা তুলিয়া নিলাম এবং বলিলাম, আজ ইহা হইতে কাহাকেও কিছু দিব না। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ আমি পিছন দিকে তাকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিলাম। তিনি (আমার কথা শ্রবণ করিয়া) মুচকি হাসিতেছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ (চর্বিভর্তি চামড়ার থলে)। جراب শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা পঠনই অধিক সহীহ। আর উহা হইল وعاء من جلد চামড়ার তৈরী থলে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীদের যবাইকৃত জন্তুর চর্বি আহার করা জায়িয। যদিও তাহাদের (ইয়াহুদীদের) জন্য যবাইকৃত জন্তুর চর্বি আহার করা হারাম ছিল। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও জমহুরে উলামার মাযহাব। তবে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ইহা মাকরূহ। আর মালিকী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণে কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে হারাম।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ (আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল– সূরা মায়িদা ৫)। আয়াতে খাদ্য হইতে গোশত, চর্বি কিংবা অন্য কোন কিছু ব্যতিক্রম করা হয় নাই; বরং আহলে কিতাবীদের যবাইকৃত আহার করা জায়িয। আলোচ্য হাদীছও ব্যাপক হুকুমের উপর স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:১৩৭)

مُتَبَسِّمًا (তিনি মুচকি হাসিতেছেন)। আবূ দাউদ তয়ালিসী (রহ.) হাদীছের শেষ দিকে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন فقال هو لك (তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তোমার জন্য) ইহা দ্বারা জমহুরে ফুকাহা দলীল পেশ করিয়া বলেন, 'দারুল হারব'-এর মধ্যে গণীমতের মাল আহার করা বৈধ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযামের ঐকমত্যে বিধর্মী শত্রুদের হইতে প্রাপ্ত গণীমতের খাদ্যদ্রব্য মুসলমানগণ যতক্ষণ দারুল হারবে অবস্থান করেন ততক্ষণ আহার করা জায়িয। কাজেই প্রয়োজন মুতাবিক আহার করিবে। আর ইহা ইমামের অনুমতি কিংবা বিনা অনুমতিতে জায়িয। ইমাম যুহরী (রহ.) ব্যতীত আর কোন আলিম ইমামের অনুমতির শর্ত করেন না। আর জমহুরে উলামার মতে দারুল হারবে প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যে কিছু পৃথক করিয়া দারুল ইসলামে নিয়া

আসা জায়িয নাই। যদি কেহ উহা হইতে কিছু নিয়া আসে তবে উহা গণীমতের মালে প্রত্যর্পণ করা অত্যাবশ্যক। আর ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, প্রত্যর্পণ করা অত্যাবশ্যক নহে।

আর উলামায়ে উম্মতে ঐকমত্যে উক্ত প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে কিছু দারুল হারবে কিংবা অন্য কোথায়ও বিক্রি করা জায়িয নাই। যদি উহা হইতে কিছু বিজয়ী মুজাহিদ ছাড়া অন্য কাহারও কাছে বিক্রি করে তবে উহার বদলা গণীমতের সম্পদে জমা দিতে হইবে। আর 'দারুল হারব'-এর মধ্যে বিধর্মী শত্রুদের হইতে গণীমত হিসাবে প্রাপ্ত সাওয়ারীর উপর তথায় আরোহণ করিতে পারিবে, তাহাদের কাপড় পরিধান করিতে পারিবে এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহাতে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(নওয়াভী ২:৯৫, তাকমিলা ৩:১৩৮)

(৪৪৮১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَوَثَبْتُ لآخُذَهُ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

(৪৪৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার আবদী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাযি.) হইতে শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, খায়বারের জিহাদের দিন আমাদের দিকে কে যেন একটি চামড়ার থলে নিক্ষেপ করিল, উহাতে খাদ্য ও চর্বিভর্তি ছিল। আমি উহা তুলিয়া নেওয়ার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তিনি বলেন, হঠাৎ আমি পিছন দিকে তাকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলাম। ফলে আমি তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলাম।

(৪৪৮২) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الطَّعَامَ.

(৪৪৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ (চর্বির থলে) কথা বলিয়াছেন, কিন্তু طعام (খাদ্য)-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোম সম্রাট হিরাক্‌ল-এর নিকট ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রত্র

(৪৪৮৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِي عَظِيمَ الرُّومِ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأَجْلَسَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ

মুসলিম ফর্মা -১৭-৭/২

يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا مَخَافَةَ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ فَوَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا.

قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا.

فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذٰلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذٰلِكَ الإِيمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَدْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ. وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ. وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا. فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ ائْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ.

قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ قَالَ إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا. قَالَ فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الإِسْلاَمَ.

(৪৪৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হান্‌যালী, ইবন আবূ উমর, মুহাম্মদ বিন রাফি’ এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সুফয়ান (রাযি.) তাহাকে সামনাসামনি খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা করিলাম যখন আমার মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে (ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার) সন্ধি বহাল ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর যখন আমি সিরিয়ায় পৌঁছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত একটি পত্র রোম সম্রাট হিরাক্‌ল-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি বলেন, দিহইয়াতুল কালবী (রাযি.) এই পত্র নিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রটি বসরার আমীরকে প্রদান করেন। অতঃপর বাসরার আমীর পত্রটি সম্রাট হিরাক্‌ল (হিরাক্লিয়াস)-এর নিকট দেন। তখন হিরাক্‌ল বলিলেন, এই স্থানে কি ঐ লোকটির (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) বংশের কোন লোক আছে, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি (আবূ সুফয়ান) বলেন, তখন কুরায়শের এক দল লোকের সহিত আমাকেও ডাকা হইল। তখন আমরা হিরাক্‌ল-এর দরবারে প্রবেশ করিলাম। আমাদেরকে তাহার সম্মুখেই বসানো হইল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সেই ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন– তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়া তাঁহার সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় কে? তখন আবূ সুফয়ান (জবাবে) বলিলেন, আমি বলিলাম, আমি। ফলে তাহারা আমাকে সম্রাটের সামনে বসাইলেন এবং আমার সাথীদেরকে আমার পিছনে বসাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দোভাষীকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “আপনি তাহাদেরকে আমার পক্ষ হইতে বলিয়া দিন যে, আমি তাঁহাকে (আবূ সুফয়ানকে) ঐ লোকটি সম্পর্কে কিছু তথ্য জিজ্ঞাসা করিব, যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কাজেই তিনি (আবূ সুফয়ান) যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তাহা হইলে সাথে সাথে আপনারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তিনি বলেন, তখন আবূ সুফয়ান বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করা হইবে এই লজ্জা যদি আমার না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই আমি (তাহার সম্পর্কে) মিথ্যা বলিতাম। অতঃপর সম্রাট তাহার দোভাষীকে বলিলেন, আপনি তাঁহাকে (আবূ সুফয়ানকে) জিজ্ঞাসা করুন। আপনাদের মাঝে তাহার বংশমর্যাদা কেমন? তিনি বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম, তিনি আমাদের মাঝে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের। তিনি বলিলেন, তাহার পিতৃ পুরুষদের মধ্যে কি কেহ কখনও বাদশাহ ছিলেন? আমি বলিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি এখন যাহা বলেন, এই কথা বলার পূর্বে আপনারা কি কখনও তাহাকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন? আমি বলিলাম, না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সমাজের কোন শ্রেণীর লোকেরা তাহার অনুসরণ করে? সম্ভ্রান্ত লোকেরা, না সাধারণ লোকেরা? তিনি বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম; বরং সাধারণ লোকেরা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, না; বরং বৃদ্ধি পাইতেছে।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যেই সকল লোক তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হয় তাহাদের মধ্যে কি কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্মান্তরিত হয়? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, না। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি তাঁহার সহিত কখনও যুদ্ধ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের এবং তাঁহার মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল কী? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, আমাদের এবং তাহার মধ্যকার যুদ্ধের

ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়। কখনও তাহার পক্ষে (বিজয়) যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে (বিজয়) আসে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি কখনও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, না। তবে আমরা তাঁহার সহিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না, ইহার মধ্যে তিনি কি করিবেন। তিনি (আবূ সুফয়ান) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি এই কথাটি ছাড়া নিজের পক্ষ হইতে (তাঁহার সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত) আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগ পাই নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নবুয়াতের দাবীর পূর্বে কি (তাহার দেশে অপর) কোন ব্যক্তি কখনও এইরূপ দাবী করিয়াছিল? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, না।

সম্রাট হিরাক্‌ল তাহার দোভাষীকে বলিলেন, আপনি তাঁহাকে (আবূ সুফয়ানকে) বলিয়া দিন যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার বংশমর্যাদা সম্পর্কে। আপনি তখন জবাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আপনাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তাহাদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হইয়া থাকে। আর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহার পিতৃপুরষদের মধ্যে কি কেহ বাদশাহ ছিলেন। আপনি জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন, না। তাই আমি বলিতেছি যে, তাঁহার পূর্ব পুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকিতেন, তবে আমি বলিতে সক্ষম হইতাম, তিনি এমন ব্যক্তি যিনি তাঁহার বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরিয়া পাইতে চান। অতঃপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার অনুসারীগণ কি সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোক, না প্রভাবশালী শ্রেণীর লোক? আপনি জবাবে বলিয়াছিলেন; বরং সাধারণ শ্রেণীর লোক। বস্তুত (পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে) সাধারণ শ্রেণীর লোকরাই রসূলের (বেশী) অনুসারী হইয়া থাকে। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি যাহা বলেন এই (নবুওয়াতের) কথা বলিবার পূর্বে কি আপনারা তাঁহাকে (তাঁহার কোন কথায়) মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন? আপনি প্রতিউত্তরে বলিয়াছেন যে, না। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, যেই ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে মিথ্যা বলেন না, তিনি কেন আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করিতে যাইবেন? আর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন ব্যক্তি কি তাঁহার আনীত ধর্মগ্রহণের পর তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে? আপনি জবাবে বলিয়াছিলেন, না। ঈমানের প্রকৃত অবস্থা অনুরূপই। যখন ইহা কাহারও অন্তরের অন্তস্থলে একবার প্রবেশ করে তখন সেইখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। আর আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার অনুসারীগণের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে? আপনি জবাবে বলিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এই রকমই হইয়া থাকে। আর আমি আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনারা কি তাঁহার সহিত কোন যুদ্ধ করিয়াছেন? প্রতিউত্তরে আপনি বলিয়াছিলেন, আপনারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তবে আপনাদের মধ্যে এবং তাঁহার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়। কখনও তাঁহার পক্ষে যায়, আবার কখনও আমাদের পক্ষে আসে। এইভাবেই রাসূলগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। পরিনামে তাঁহারাই বিজয়ী হইয়া থাকেন। অতঃপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি কি কখনও কোন সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন? প্রতিউত্তরে আপনি বলিয়াছেন, তিনি কোন চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। এইভাবেই রাসূলগণ কখনও কোন চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আর আমি আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, তাহার এই কথা বলার পূর্বে কি (তাঁহার বংশের) কোন ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলিয়াছেন? আপনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, না। আমি ইহা এই কারণে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, যদি তাহার পূর্বে কেহ অনুরূপ দাবী করিয়া থাকিত, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলিতে পারিতাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁহার পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করিতেছেন।

তিনি (আবূ সুফয়ান) বলেন, অতঃপর হিরাকল প্রশ্ন করিলেন, তিনি আপনাদেরকে কি নির্দেশ দেন? আমি জবাবে বলিলাম, তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করিতে, যাকাত দিতে, নিকটাত্মীয় ও হকদার ব্যক্তিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে এবং ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়া থাকেন। তিনি (হিরাক্‌ল) বলিলেন, আপনি (তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিলেন উহা যদি হক (যথার্থ) হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নবী! আমি (আমাদের

কিতাব অধ্যায়নে) জানিতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে। কিন্তু আমি ধারণা করি নাই যে, তিনি আপনাদের হইতে হইবেন। আমি যদি নিশ্চিত অবহিত হইতাম যে, আমি তাঁহার সুহবতে নির্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারিব? তবে আমি অবশ্যই তাঁহার মুবারক পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিতাম। (জানিয়া রাখ) নিশ্চয়ই তাঁহার রাজত্ব আমার পদযুগলের নীচ পর্যন্ত পৌঁছিবে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রটি চাহিয়া নিলেন এবং উহা পাঠ করিলেন। চমৎকার ইহাতে ছিল :

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু! ইহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হইতে রোমের সম্রাট হিরাকল-এর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হউক সেই ব্যক্তির উপর, যিনি সঠিক পথ অনুসরণ করেন। আম্মা বা'দ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা লাভ করুন। (আপনি ইসলাম গ্রহণ করিলে) আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দান করিবেন। আর যদি আপনি (ইসলাম হইতে) বিমুখ থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজাদের (ইসলাম হইতে) বিমুখ থাকার অপরাধ আপনার উপর আরোপিত হইবে। "হে আহলে কিতাব! এমন একটি বিষয়ের দিকে আস যাহা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান– যে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করি, তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ করি না। তারপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তাহাদেরকে বলিয়া দিন, তোমরা আমাদের এই স্বীকৃতিতে সাক্ষী থাকিও যে, আমরা অনুগতশীল। -সূরা আলে ইমরান ৬৪)

অতঃপর যখন তিনি পত্রটি পাঠ শেষ করিলেন, তখন তাহার সামনে শোরগোল এবং চীৎকার-হৈ-হুল্লা শুরু হইয়া গেল। আর আমাদেরকে বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইলে আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। তিনি (আবূ সুফয়ান) বলেন, আমরা যখন বাহির হইয়া আসিলাম তখন আমার সঙ্গীদেরকে বলিলাম, আবূ কাবশার পুত্রের বিষয়টি তো শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বনূ আসফার (রোম) সম্রাটও তাঁহাকে ভয় পাইতেছে। তিনি আরও বলেন, সেই দিন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়টি আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, নিশ্চয়ই তিনি শীঘ্রই জয়ী হইবেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَىٰ هِرَقْلَ (হিরাক্ল সম্রাটের কাছে)। هِرَقْلَ শব্দটির ه বর্ণে যের ر বর্ণে যবর এবং ق বর্ণে সাকিনসহ পঠনই প্রসিদ্ধ। আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ হইতে বর্ণিত আছে خِنْدِقٌ এর ওযনে ر বর্ণে সাকিন ও ق বর্ণে যের দ্বারা هِرْقِلْ (হিরকিল) পঠিত। তাহাদের মধ্যে ইমাম আল-জাওহারী (রহ.) রহিয়াছেন। আর ইহা রোম সম্রাটের নাম (علمية এবং عجمية দুই সবাবের সমন্বয়ে غيرمنصرف)। তাঁহার লকব ছিল কায়সর। তিনি একধারে ৩১ বছর সম্রাট ছিলেন। তিনি রোমের সম্রাট থাকা অবস্থায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়াছিল। হিরাকলই প্রথম সম্রাট যিনি দীনারের প্রবর্তনের মাধ্যমে লেন-দেন চালু করেন। -(উমদাতুল কারী ১:৯৩, তাকমিলা ৩:১৩৯)

قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ (তিনি (আবূ সুফয়ান) বলেন, দিহইয়াতুল কালবী (রাযি.) এই পত্র নিয়া গিয়াছিলেন)। دِحْيَةُ শব্দটির د বর্ণে যের দ্বারা পঠনই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তিনি হইলেন ইবন খালীফা বিন ফরোয়া। প্রসিদ্ধ সাহাবী। খন্দকের জিহাদে তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কেহ বলেন, উহুদের জিহাদে প্রথম অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুন্দর আকৃতির দিক দিয়া তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। জিবরাঈল (আ.) অনেক সময় তাঁহার আকৃতি ধারণ করিয়া অবতরণ করিতেন। যেমন ইতোপূর্বে গযূয়ায়ে বনূ কুরায়যার ঘটনায়

(৪৪৭৩নং হাদীছে) আলোচিত হইয়াছে। তিনি ইয়ারমূক যুদ্ধেও ছিলেন। অতঃপর তিনি (সিরিয়ার রাজধানী) 'দামেস্ক'-এ চলিয়া যান এবং তথায় المزة নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। -(আল-ইসাবা ১:৪৬৩-৪৬৪, তাকমিলা ৩:১৩৯)

فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ (অতঃপর আমরা সম্রাট হিরাক্ল-এর দরবারে প্রবেশ করিলাম)। আর সহীহ্ বুখারী শরীফের بدو الوحى অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তে আছে যে, فاتوه وهم بإيلياء (আবূ সুফয়ান তাহাদের সাথীদেরসহ হিরাকলের কাছে আসিলেন আর হিরাকল তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করিতেছিলেন)। ايلياء হইতেছে বায়তুল মুকাদ্দাসের নাম। আর সহীহ্ মুসলিম শরীফের আগত (৪৪৮৪ নং) রিওয়ায়তে এবং সহীহ্ বুখারী শরীফেও 'জিহাদ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে : ان هرقل كما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص الى ايلياء شكر الله (যখন আল্লাহ্ তা'আলা রোম সম্রাট হিরাকল দ্বারা পারস্যের সেনাদলকে পরাজিত করিলেন তখন তিনি এই বিজয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায়ের লক্ষ্যে 'হিমস' হইতে ঈলইয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পদব্রজে যান)। -(তাকমিলা ৩:১৪০)

ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ (অতঃপর তিনি তাঁহার দোভাষীকে ডাকিলেন)। تَرْجُمَان (দোভাষী) শব্দটির ت বর্ণে যবর ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহাই শরহে নওয়াভীর মতে প্রাধান্য। আর আল জাওহারী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি تَرْجَمَان শব্দটির ت এবং ج উভয় বর্ণে যবর দ্বারা تَرْجَمَان পঠনও জায়িয বলেন। আর কেহ বলেন, উভয় বর্ণে পেশ দ্বারা تُرْجُمَان পড়া যায়। আর ইহাই বাগ্মিতাপূর্ণ পরিভাষা ব্যক্তকারী। -(তাকমিলা ৩:১৪০)

لَوْلَا مَخَافَةُ أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ (আবূ সুফয়ান বলেন) আমার যদি এই ভয় না হইত যে, মিথ্যা বলিলে উহা আমার বরাতে বর্ণিত হইতে থাকিবে)। অর্থাৎ ينقل عنى (আমার বরাতে নকল হইতে থাকিবে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:৩৫ পৃষ্ঠায় বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা (কুরায়শগণ) মিথ্যাকে নিকৃষ্ট মনে করিতেন। ইহা হয়তো সাবিক শরীআতের ভিত্তিতে কিংবা ঐতিহ্যগতভাবে। -(তাকমিলা ৩:১৪০)

أَشْرَافُ النَّاسِ (প্রভাবশালী লোকেরা)। আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে বলেন, অর্থাৎ তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ও দয়াশীল ব্যক্তিগণ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, এই স্থানে الاشراف দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী ও অহঙ্কারী ব্যক্তিবর্গ মর্ম। সকল শরীফ তথা সম্ভ্রান্ত লোক মর্ম নহে। কেননা, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর (রাযি.) প্রমুখের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ প্রশ্ন-জবাবের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে, অন্যথায় এই প্রশ্ন-জবাবের পূর্বে তৎকালে মহান ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন সিদ্দীক, ফারুক, হামযা ও আলী (রাযি.) প্রমুখ। তাহারাও সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৪১)

تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا (আমাদের ও তাঁহার মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়)। سِجَالًا শব্দটির س বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ نوبا (পালা বদল)। কাজেই একবার তাহারা আমাদের উপর জয়ী হন। আর অপরবার আমরা তাহাদের উপর জয়ী হই। আল্লামা ইবন মানযূর (রহ.) 'লিসানুল আরব' গন্থের ১৩:৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন السجل (س বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) الدلو الملائ (পানি ভর্তি বালতি)। আবূ সুফয়ান (রাযি.) বর্ণিত হাদীছে الحرب بيننا وبينه سجال (আমাদের এবং তাঁহার মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়)-এর অর্থ হইতেছে انا ندال عليه مرة ويدال علينا اخرى (একবার আমরা তাঁহার উপর বিজয় লাভ করি, আর অপরবার তিনি আমাদের উপর বিজয় লাভ করেন। অর্থাৎ জয়-পরাজয় ঘুরিয়া আসে, পরিবর্তিত হইয়া আসে। আবূ সুফয়ান ইহা দ্বারা গযূয়ায়ে বদর ও গযূয়ায়ে উহুদের মধ্যকার ফলাফলের দিকে ইশারা করিয়াছেন। -(ঐ)

إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ (যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার উহা প্রবেশ করে তখন সেই স্থানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে)। অনুরূপই بَشَاشَةَ শব্দটি القلوب এর দিকে مضاف হইয়া بشاشة এর ة বর্ণে যবরযুক্ত পঠিত। অর্থাৎ اذا خالط الايمان انشراح الصدر لم يرده شى (ঈমান যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার প্রবেশ করে তখন উহাকে কোন বস্তু ফিরাইতে পারে না)। আর ইহা এইভাবেও বর্ণিত হইয়াছে যে, اذا خالط بشاشته القلوب (ঈমানের স্নিগ্ধতা যখন অন্তরের সহিত মিশিয়া যায় তখন ঈমান অনুরূপই হয়)। এই হিসাবে بَشَاشَةُ শব্দটি المخالطة এর فاعل হইয়া শেষ বর্ণে পেশ বিশিষ্ট হইবে এবং ه সর্বনামের দিকে مضاف হইবে। আর ه সর্বনামটি ايمان এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। আর القلوب শব্দের শেষ বর্ণ যবর বিশিষ্ট হইবে। কাযী ইয়ায (রহ.) এই রিওয়ায়তকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং বলেন, মূলত البشاشة হইল اللطف بالرجل و تأنسه (কোন লোকের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ও অন্তরঙ্গ হওয়া)। বলা হয় بش به (তাহার সহিত হাস্যোজ্জুল হইয়াছে)-(শরহুল উবাই)। আর আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, هو فرح الصدر بالصديق لهم (ইহা হইল খাঁটি ঈমানদারীতে অন্তর প্রফুল্ল হওয়া)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৪৩)

لَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ (নিশ্চয়ই তাঁহার রাজত্ব আমার পদদ্বয়ের নীচে পর্যন্ত পৌঁছিবে)। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস। কেননা, হিরাক্ল তখন তথায় ছিলেন, কিংবা ইহা দ্বারা তিনি সিরিয়ার পূর্ণ দেশই মর্ম নিয়াছেন। কেননা, তাঁহার দেশের রাজধানী ছিল 'হিমস'। -(ফতহুলবারী)-(তাকমিলা ৩:১৪৫)

فَإِذَا فِيهِ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ (ইহাতে লেখা ছিল "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" (পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে))। আল্লামা আইনী উমদাতুল কারী ১:১১৬-১১৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পত্রের ভূমিকায় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ লিখা সমীচীন, যদিও ইহা কাফিরের দিকে প্রেরণ করা হয়। -(তাকমিলা ৩:১৪৫)

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ (ইহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হইতে)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, শায়খ কুতুবুদ্দীন (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পত্রসমূহে নিজের হইতে প্রারম্ভ করা সুন্নত। যেমন লিখিবে من فلان الى فلان (অমুকের পক্ষ হইতে অমুকের প্রতি)। ইহা অধিকাংশ আলিমগণের অভিমত। অনুরূপভাবে ঠিকানাও লিখিবে। তাহারা আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ শরীফে 'আলা বিন খাযরামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত وكان عامل النبى صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان اذا كتب اليه بدا بنفسه (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মচারী বাহরাইনের দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি যখন তাহাদের কাছে পত্র লিখিতেন তখন নিজের পক্ষ হইতে আরম্ভ করিতেন। -(ঐ)

بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ (د বর্ণে যের দ্বারা পঠিত) অর্থাৎ دعوة الاسلام (ইসলামের দিকে দাওয়াত) আর আগত রিওয়ায়তে আছে بداعية الاسلام উভয় বাক্যের অর্থ এক ও অভিন্ন। -(তাকমিলা ৩:১৪৫)

يُؤْتِكَ اللّٰهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দিবেন)। সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে : আহলে কিতাবগণের যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনিবেন, তাহার জন্য দুইটি ছাওয়াব রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৪৬)

فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ (তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজাদের অপরাধ আপনার উপর আরোপিত হইবে)। আর সহীহ মুসলিম শরীফের আগত রিওয়ায়তে اليريسيين বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মর্ম নির্ণয়ে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রাধান্য অভিমত হইতেছে যে, তাহারা হইল চাষী ও কৃষিকর্মী সকল। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রজাবর্গকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, তাহারা অধিকাংশ কৃষিকর্মীই হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন তাহা হইলে আপনার কারণে আপনার প্রজাবর্গও আপনার

সহিত (ইসলাম গ্রহণ করা হইতে) বিরত থাকিবে। ফলে তাহাদের বিরত থাকার গুণাহ আপনার উপর বর্তাইবে। -(তাকমিলা ৩:১৪৬)

لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِى كَبْشَةَ (নিশ্চয় আবূ কাবশার পুত্রের বিষয়টি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে)। أَمِرَ শব্দটির همزه বর্ণে যবর م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ عظم (শক্তিশালী হওয়া, বিরাট হওয়া, মহান হওয়া)। ইবন আবূ কাবশা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্ম নেওয়া হইয়াছে। কেননা, তাঁহার কোন এক দাদামহের নাম আবূ কাবশা ছিল।

আরবীগণের স্বভাব হইতেছে যখন কাহাকেও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয় তখন তাহারা তাঁহাকে অস্পষ্ট দাদার সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১:৪০ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে কয়েকটি দিক বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতার দিকের এবং মাতার দিকের এক জামাআত পিতামহের উল্লেখ করিয়াছিলেন যাহাদের কুনিয়াত আবূ কাবশা ছিলেন। আর কেহ বলেন, আবূ কাবশা হইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ পিতা এবং তাহার নাম হারিছ বিন আবদুল উয্যা। আল্লামা ইবন কুতায়বা, খাত্তাবী ও দারু কুতনী (রহ.) বলেন, আবূ কাবশা হইলেন খাযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি যিনি মুর্তি পূজায় কুরায়শগণের বিরোধীতা করিয়া নক্ষত্র পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেননা, কুরায়শগণের ব্যাপক বিরোধীতার ক্ষেত্রে উভয়েই শরীক আছেন বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে। আল্লামা যুবায়র (রহ.) অনুরূপই বলিয়াছেন। আর তিনি বলেন, খাযাআ গোত্রের লোকটির নাম ওয়াজয (وجز) বিন আমির বিন গালিব ছিল। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:১৪৮)

مَلِكُ بَنِى الْأَصْفَرِ (বনূ আসফার সম্রাটও তাঁহাকে ভয় পাইতেছে)। অর্থাৎ রোম। বর্ণিত আছে তাহাদের দাদা রোম বিন আয়স হাবশার বাদশাহের মেয়ে বিবাহ করিয়াছিল। ফলে তাহার এক সন্তান সাদা ও কালো-এর মধ্যবর্তী রঙের জন্মগ্রহণ করে। তাহাকেই 'আসফার' বলা হইতে থাকে। আর কেহ বলেন, ইহা তাহার উপাধি। কেননা, তাহার দাদী ইবরাহীম (আ.)-এর সহধর্মিণী হযরত সারা (আ.)-এর স্বর্ণের সেট ছিল। (ঐ)

(৪৪৮৪) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِى الْحَدِيثِ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُودَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللَّهُ. وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ "مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ". وَقَالَ "إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ" وَقَالَ "بِدَاعِيَةِ الإِسْلاَمِ".

(৪৪৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। কিন্তু এই সনদে বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে "আল্লাহ তা'আলা যখন রোম সম্রাট কায়সার দ্বারা পারস্যের সেনাদলকে পরাজিত করিলেন। তখন তিনি এই বিজয়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষে 'হিমস' হইতে 'ঈলিয়া' (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পদব্রজে যান। আর তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে বলিয়াছেন مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ইহা মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে) এবং তিনি إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ এর স্থলে) إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ (তবে প্রজাদের পাপও আপনার উপর বর্তাইবে)। আর তিনি (بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ এর স্থলে) بِدَاعِيَةِ الإِسْلاَمِ (ইসলামের দাওয়াত দিতেছি) বলিয়াছেন।

بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর প্রতি (ঈমান আনার) আহ্বান জানাইয়া কাফির বাদশাহদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রাবলী-এর বিবরণ

(৪৪৮৫) حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইউসুফ বিন হাম্মাদ মা'আনী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং অন্যান্য প্রতাপশালী শাসকগণের কাছে পত্র লিখেন, যাহাতে তিনি তাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত প্রদান করেন। ইনি সেই নাজাশী নহে, যাঁহার জানাযার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ (ইউসুফ বিন হাম্মাদ মা'নী)। الْمَعْنِيُّ শব্দটির م বর্ণে যবর ع বর্ণে সাকিনসহ معن بن زائدة এর দিকে সম্বন্ধ। -(আনসাব লি সুমআনী ১২:৩৫৭)। তিনি হইলেন ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইবন মাজাহ (রহ.)-এর শায়খ আবূ ইয়া'কূব বাসরী (রহ.)। নাসাঈ (রহ.)ও তাহার হইতে হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। তিনি হিজরী ২৪৫ সনে ইনতিকাল করেন। আল্লামা ইবন হাব্বান, বায্যার ও মুসলিমা বিন কাসিম (রহ.) তাঁহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। -(তাহযীব ১১:৪১০, তাকমিলা ৩:১৪৯)

عَنْ سَعِيدٍ (সাঈদ (রহ.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন আবী উরুবা (রহ.)। -(তাকমিলা ৩:১৪৯)

كَتَبَ إِلَى كِسْرَى (তিনি 'কিসরা'-এর দিকে পত্র লিখেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, كِسْرَى শব্দটির ك বর্ণে যবর এবং যের দ্বারা পঠিত। كسرى (কিসরা) পারস্যের সম্রাটগণের উপাধি। قيصر (কায়সার) রোমের সম্রাটগণের উপাধি। النجاشى (নাজাশী) হাবশার সম্রাটগণের উপাধি। خاقان (খাকান) তুরস্কের সম্রাটগণের উপাধি। فرعون (ফিরআউন) কিব্‌ত-এর সম্রাটগণের উপাধি। العزيز (আযীয) মিসর-এর সম্রাটগণের উপাধি। تبع (তুব্বা') হিমইয়ার সম্রাটগণের উপাধি। -(তাকমিলা ৩:১৪৯)

وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ (এবং অন্যান্য প্রতাপশালী শাসকগণের নিকট (পত্র লিখেন))। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা خاص (নির্দিষ্ট) উল্লেখের পর عام (ব্যাপক) উল্লেখের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত তিনজন সম্রাটের কাছে পত্র লিখেন। অধিকন্তু ইসকান্দরিয়ার শাসক মাকূকাস (المقوقس), হিজর-এর শাসক মুনজির বিন সাভী আল আবদী, আম্মানের দুই প্রদেশের শাসক জলন্দী আসাদী-এর দুই পুত্র জা'ফর ও তাহার ভাই আবদা, ইয়ামামা হানফীর শাসক হাওদা বিন আলী, কায়সার কর্তৃক নিয়োজিত দামেস্কের নিম্নাঞ্চলের প্রশাসক হারিছ বিন আবূ শমর গসসানী এবং ইয়ামান-এর বাদশাহ হারিছ বিন আবদন কিলাল আল হিমইয়ারী-এর নিকট পত্র দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত মতে হিমইয়ার-এর শাসকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৫০)

وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (আর তিনি সেই নাজাশী নহেন, যাঁহার জানাযার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছিলেন)। النَّجَاشِي শব্দটির ج বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর

দ্বারা পঠিত। আল্লামা ছা'লাব (রহ.) তাশদীদসহ বলিয়াছেন। ইহা ভুল। (আল-ইসাবা ১:১১৭)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, এই হাদীছে উল্লিখিত নাজাশী যাহার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র দিয়াছিলেন। তিনি সেই নাজাশী নহেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (তাঁহার ইনতিকালের খবর পাইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন।

কিন্তু আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ঐতিহাসিক ওয়াকীদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই নাজাশীর (ইনতিকালের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন তিনি তাহার কাছেও পত্র দিয়াছিলেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রের জবাবে পত্র লিখিয়াছিলেন : الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحمة النجاشى، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله و بركاته-فاشهد انك رسول الله صدوقا وقد بايعتك (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আসহামাতুন নাজাশীর পক্ষ হইতে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য রাসূল। আর আমি আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করিতেছি)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আল্লামা হাফিয (রহ.) 'আল ইসাবা' গ্রন্থের ১:১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আসহামাহ বিন আবজার। আর আরবী ভাষায় তাহার নাম আতীয়াহ ছিল এবং নাজাশী ছিল তাঁহার উপাধি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৫০)

(৪৪৮৬) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাযী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। কিন্তু তিনি এই কথা বলেন নাই যে, "তিনি সেই নাজাশী নহেন, যাঁহার (ইনতিকালের পর) জানাযার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছিলেন।

(৪৪৮৭) حَدَّثَنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই কথা উল্লেখ করেন নাই যে, "তিনি সেই নাজাশী নহেন, যাহার জানাযার নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করিয়াছিলেন।

بَابُ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

অনুচ্ছেদ ঃ হুনায়নের জিহাদ-এর বিবরণ

(৪৪৮৮) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ فَلَمَّا

الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ قَالَ عَبَّاسٌ وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَىْ عَبَّاسُ نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ". فَقَالَ عَبَّاسٌ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ قَالَ فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالُوا يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ". قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ثُمَّ قَالَ "انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ". قَالَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى قَالَ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

(৪৪৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... কাছীর বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি হুনায়নের জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হাযির ছিলাম। আমি এবং আবূ সুফয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একেবারে সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কখনও তাঁহার হইতে পৃথক হই নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা রঙের খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। এই খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা আল-জুযামী তাঁহাকে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন। যখন মুসলমান এবং কাফির পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইল তখন মুসলমানগণ এক পর্যায়ে পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করিতে শুরু করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পায়ের গোড়ালী দিয়া স্বীয় খচ্চরকে আঘাত করিয়া কাফিরদের দিকে ধাবিত করিতেছিলেন। হযরত আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমি তাঁহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং ইহাকে দ্রুত চলা হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আর আবূ সুফয়ান (রাযি.) তাঁহার খচ্চরের 'রিকাব' ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আব্বাস! আপনি আসহাবে সামূরাকে আহ্বান করুন। আব্বাস (রাযি.) বলেন, আর তিনি উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তখন আমি উচ্চ স্বরে ডাক দিলাম। আসহাবে সামূরা কোথায়? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তাহারা আমার আওয়াজ শ্রবণ করা মাত্র এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন যেমনভাবে গাভী তাহার বাচ্চার আওয়াজ শোনামাত্র দ্রুত দৌড়াইয়া আসে। আর তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা আপনার নিকট উপস্থিত, আমরা আপনার নিকট উপস্থিত। (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় তাহারা পলায়ন করিয়া দূরে যান নাই) এবং সকলে পলায়ন করে নাই। কেবল নও মুসলিমগণ তীরের তীব্রতায় হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। পরে আল্লাহ মুসলমানদের অন্তর শক্তিশালী করিয়া দেন। তিনি (আব্বাস রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে পুনরায় জিহাদে লিপ্ত হইলেন। আনসারগণকেও এমনিভাবে আহ্বান করিলেন এবং তাহারা বলিলেন : ইয়া মা'শারাল আনসার, ইয়া মা'শারাল আনসার! তিনি (আব্বাস রাযি.) বলেন, অতঃপর বনূ হারিছ বিন খাযরাযকে আহ্বান করার মাধ্যমে আহ্বান করা সমাপ্ত করা হইল। তখন তাঁহারা আহ্বান করিলেন, হে বনূ হারিছ ইবনুল খাযরায! হে বনূ হারিছ ইবনুল খাযরায! এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খচ্চরের উপর আরোহী অবস্থায় নিজ মুবারক গ্রীবা উঁচু করিয়া তাহাদের যুদ্ধের অবস্থা অবলোকন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহাই হইল জিহাদের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত। তিনি (আব্বাস রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু নূড়ি পাথর হাতে নিলেন এবং এইগুলি তিনি কাফিরদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রব্বের কসম! তাহারা পরাজিত হইয়াছে। তিনি (আব্বাস রাযি.) বলেন, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, যুদ্ধ যথারীতি চলিতেছে। তিনি (আব্বাস রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তিনি তাহাদের দিকে নূড়ি পাথরগুলি নিক্ষেপ করার পর হঠাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তাহাদের (কাফিরদের) শক্তি নিস্তেজ হইয়া গেল এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালায়ন করিতে থাকিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ حُنَيْنٍ (হুনায়নের যুদ্ধের দিন)। حُنَيْنٍ শব্দটির ح বর্ণে পেশ দ্বারা تصغير (ক্ষুদ্রকরণ) হিসাবে পঠিত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, 'হুনায়ন' হইতেছে একটি উপত্যকা। যাহা আরাফাতের পশ্চাতে মক্কা মুকাররমা ও তায়িফের মধ্যস্থলে অবস্থিত। হুনায়ন এবং মুক্কা মুকাররমার দূরত্ব দশ মাইলের কিছু বেশী। ইহা منصرف রূপে ব্যবহৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লামা হামূভী (রহ.) معجم البلدان গ্রন্থের ৭:৩১৩ পৃষ্ঠায় বলেন, حنين শব্দটি مذكر (পুংলিঙ্গবাচক) এবং مؤنث (স্ত্রী লিঙ্গবাচক) উভয়ভাবে পঠিত। ইহা দ্বারা যদি البلد (শহর) মর্ম নিয়া পুংলিঙ্গবাচক পড়া হয় তবে ইহা منصرف হিসাবে পড়া হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করিয়াছিল– সূরা তাওবা- ২৫) আর যদি ইহা দ্বারা البلدة والبقعة (লোকালয় এবং ভূখন্ড) মর্ম নিয়া স্ত্রীলিঙ্গবাচক পড়া হয় তবে غير منصرف হইবে। যেমন কবির কথা : نصروا نبيهم وشدوا أزره * بحنين يوم تواكل الابطال

তাহারা তাহাদের নবীকে সহায়তা করিয়া তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। হুনায়নের দিনে একে অপরের উপর নির্ভর করাকে বিলোপ করিয়া দিয়াছেন।

আল্লামা বাকরী (রহ.) معجم ما استعجم গ্রন্থের ১:৪৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, حنين শব্দটি পুংলিঙ্গ-বাচক পঠনই প্রাধান্য। কেননা, ইহা পানির নাম। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) الروض الانف গ্রন্থের ২:২৮৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই স্থানটি হুনায়ন বিন কানিয়াহ বিন মাহলায়িল-এর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৫১)

গযূয়ায়ে হুনায়নের কারণ : ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক ও অন্যান্য সীরাত প্রণেতাগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মক্কা বিজয় দান করার বিষয়টি হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা অবহিত হওয়ার পর যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছকীফ গোত্রের লোকদের সহিত মিলিত হইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি নিল। আর তাহারা উভয় গোত্রের লোকেরাই ছিল যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওয়ার পর ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আবদুল্লাহ বিন আবূ জদরদ আসলামী (রাযি.)কে পাঠাইলেন। তিনি গুপ্তচর হইয়া হুনায়ন গমন করিলেন এবং কয়েক দিন যাবৎ সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থান পূর্বক সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া সকল ঘটনার বিবরণ দিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হইয়া তাহাদের মুকাবালার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং মুজাহিদগণকে জমায়েত করিয়া হাওয়াযিনের মুকাবালার জন্য চলিলেন। তাঁহার সহিত ছিলেন মক্কা মুকাররমার

অভিযানে অংশগ্রহণকৃত দশ হাজার মুজাহিদ সাহাবা এবং মক্কাবাসীগণের মধ্যে দুই হাজার নতুন মুজাহিদ। তাহাদের সকলের সংখ্যা বার হাজারে পৌঁছিয়াছিল। অবশেষে হুনায়ন নামক উপত্যকায় উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। -(সীরাতে ইবন হিশাম ২:২৮৭-২৮৯ সংক্ষিপ্ত)-(তাকমিলা ৩:১৫১-১৫২)

وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ الخ (আর আবূ সুফয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব রাযি.)। তিনি হইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই এবং দুধভাই। আবূ সুফয়ান (রাযি.)কেও হালীমা সা'দিয়া দুধ পান করাইয়াছিলেন। আকৃতির দিক দিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাদৃশ্য ছিলেন। তিনি সেই লোকদের মধ্যে ছিলেন যে কাফির অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছে, তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়াছে এবং মুসলমানগণকে ক্ষতিসাধন করিয়াছে। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। -(তাকমিলা ৩:১৫২)

عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ (তাঁহার একটি সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, এই খচ্চরটি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন খচ্চর ছিল বলিয়া জানা নাই। উহাকে 'দুলদুল' নামে ডাকা হইত। -(তাকমিলা ৩:১৫২)

أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ (উক্ত খচ্চরটি ফারওয়া বিন নুফাছা জুযামী তাঁহাকে হাদিয়া দিয়াছিলেন)। অন্য রিওয়ায়তে আছে ফারওয়া বিন নু'আমা। আর কেহ বলেন, ইবন নুনাত। আর কেহ বলেন, ইবন আমির কিংবা ইবন আমর আল-জুযামী। তিনি আরব সংলগ্ন রোম অঞ্চলের প্রশাসক ছিলেন। তাহার মঞ্জিল ছিল 'মআন' এবং উহার পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার ভূখণ্ড (বর্তমানে উহার নাম 'আল-মামলাকাতুল উরদুনিয়া)। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতের বিষয়টি বর্ণিত নাই। আল্লামা ইসহাক (রহ.) বলেন, ফারওয়া বিন আমর বিন নাকিরা বুনানী জুযামী নিজ ইসলাম গ্রহণের খবরটি দূত মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং একটি সাদা বর্ণের খচ্চর তাঁহাকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি রোমে পৌঁছিলে তাহারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। অতঃপর তাহাকে আটক করিয়া শহীদ করিয়া দেয়। -(ইসাবা ৩:২০৭, তাকমিলা ৩:১৫২)

وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ (মুসলমান (মুজাহিদগণ এক পর্যায়ে) পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন)। মুহাম্মদ বিন ইসহাক সূত্রে জাবির (রাযি.) হইতে নকল করেন। তিনি বলেন, আমরা যখন হুনায়ন উপত্যকার দিকে রওয়ানা করিলাম। তথাকার ময়দান এমন অসমতল ছিল যে, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। অপর দিকে কাফির সম্প্রদায় (হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্র)-এর লোকেরা পূর্বেই ময়দানে পৌঁছিয়া সুবিধাজনক স্থানসমূহ দখল করিয়া লইয়াছিল এবং পাহাড়ের প্রত্যেক ঘাটিতে, গুহা-গহবরে ও সুড়ঙ্গ পথে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়িন করিয়া রাখিয়াছিল। মুসলমান মুজাহিদগণ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে আচম্বিতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কাফিরদের বিশাল তীরন্দাজ বাহিনী মুসলিম মুজাহিদগণের লক্ষ করিয়া বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ফলে অগ্রগামী বাহিনী তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এতদ্দর্শনে অন্যান্য মুজাহিদগণ হতবল হইয়া পলায়নপর হইল। ময়দান প্রায় খালি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে তাকাইয়া ডাক দিলেন। হে লোক সকল! তোমরা কোথায়? আমার দিকে আস। انا رسول الله انا محمد بن عبد الله (আমি আল্লাহর রাসূল, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ)। অবশ্য মুজাহিদগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুহাজির, আনসার ও আহলে বায়তের কতক লোক স্থির ও অটল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মুহাজিরগণের মধ্যে অটল ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযি.), আহলে বায়ত-এর মধ্যে আলী বিন আবী তালিব, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব,

আবূ সুফয়ান বিন হারিছ এবং তাঁহার পুত্র ফযল বিন আব্বাস, রবীআ বিন হারিছ, উসামা বিন যায়িদ এবং আয়মান বিন উম্মে আয়মান বিন উবায়দ (রাযি.)। -(সীরাতে ইবন হিশাম মাআ রওযুল আনফ ২:২৮৯)

যাহা হউক হুনায়নের যুদ্ধ ময়দান হইতে সকল মুসলমান পলায়ন করেন নাই। তবে এতসম্পর্কিত বর্ণিত সকল রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম মুজাহিদগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এক দল কাফিরদের তীরন্দাজ বাহিনীর বৃষ্টির মত তীর বর্ষণে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল নিজ স্থানে স্থির ও অটল ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তড়িঘড়ি করিয়া তাঁহার কাছে যাওয়ার কোন পথ ছিল না। তৃতীয় দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার পার্শ্ববর্তী স্থানে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন।

মুসলিম মুজাহিদগণ তিন দলে বিভক্ত হওয়ার কারণে তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্ধারণে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রহিয়াছে। ফলে তিরমিযী শরীফে হাসান সনদে হযরত ইবন উমর হইতে বর্ণিত আছে لقد رايتنا يوم حنين وان الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة رجل (হুনায়নের যুদ্ধের দিনে আমরা দেখিলাম, লোকরা পৃষ্ঠপদর্শন করিয়াছে। আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একশত মুজাহিদ ছিলেন।

মুসনাদে আহমদ ও হাকিম গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين - فولى عنه الناس و ثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والانصار فكنا على اقدامنا ولم نولهم الدبر وهم الذين انزل الله عليهم السكينة (আমি হুনায়নের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। লোকেরা পলায়ন করিল, তবে মুহাজির ও আনসারগণের আশি জন মুজাহিদ তাঁহার সহিত অটল ছিলেন। তখন আমরা দৃঢ়পদ ছিলাম। যাহারা পৃষ্ঠপদর্শন পূর্বক পলায়ন করেন নাই তাহাদের উপরই আল্লাহ তা'আলা سكينة (প্রশান্তি) নাযিল করিয়াছিলেন)। আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) একটি কবিতায় বলিয়াছেন তাঁহার সহিত দশ জন অটল ছিলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, فادبروا عنه، حتى بقى وحده (তখন সকলেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন, অবশেষে কেবল একজনই অটল রহিলেন)। অর্থাৎ সকলেই একে একে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন কেবল মাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির ও অবিচল ছিলেন। -(ফতহুল বারী ৮:২৯-৩০)

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহে এইভাবে সমন্বয় সম্ভব যে, উহা বিভিন্ন সময়ের উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, যুদ্ধের ময়দানের চরম মুহূর্তে লোকজন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তর হইতে হয়। ফলে কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রায় একশত জন সাহাবা ছিলেন। আর কখনও আশি জন আর কখনও দশজন। আর সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাযি.) হইতে হাদীছ সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যে, সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখস্থ শত্রুদের তাড়া করিয়াছিলেন। ফলে সেই সময় সম্মুখস্থলে কেহ ছিলেন না। তবে ইহা দ্বারা পিছনেও কোন সাহাবী ছিলেন না তাহার প্রমাণ করে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৫৩-১৫৪)

نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ (আপনি আসহাবে সামুরাকে আহ্বান করুন)। السَّمُرَةِ শব্দটির س বর্ণে যবর م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। খাট কাঁটাযুক্ত ছোট পাতা বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ (বাবলা) গাছ। এই স্থানে মর্ম হইল সেই বাবলা গাছ, যাহার নীচে উপবেশন করিয়া হুদায়বিয়ার দিনে সাহাবাগণ আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করার বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরকে 'আসহাবে সামুরা' বলিয়া আহ্বান করার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তাঁহাদেরকে হুদায়বিয়ার স্থলে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৫৫)

وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا (আর তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি)। অর্থাৎ مديد الصوت وقوية (শক্তিধর দীর্ঘ কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৫৫)

لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ (তাহারা এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করিলেন ...)। ইহার উহ্য বাক্যটি হইল لكانى عطفتهم ইহাতে كأن এর اسم কে লোপ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইল, ان صوتى جذب المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعطف البقرة على اولادها عند سماع حنينها (নিশ্চয় আমার আওয়াজ শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ এমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন যেমনভাবে গাভী তাহার বাচ্চার আওয়ায শুনিয়া আকর্ষণে দ্রুত চলিয়া আসে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান মুজাহিদগণ পশ্চাৎপদ হইয়া বেশী দূরে যায় নাই। -(তাকমিলা ৩:১৫৫)

هٰذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ (ইহাই হইল যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত)। আর ইবন ইসহাক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে শব্দ এইরূপ যে, الان حمى الوطيس (এখন যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত)। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) الروض الانف গ্রন্থের ২:২৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, الوطيس الوطيس نقرة فى حجر توقد حوله النار (চুল্লী) হইতেছে পাথরে আঘাত লাগিয়া আশেপাশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া)। ইহাতে গোশত রান্না করা যায়। الوطيس হইল التنور (চুল্লী)। আর গযূয়ায়ে আওতাস (তথা গযূয়ায়ে হুনায়ন)-এ যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন, الان حمى الوطيس (এখন যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ চরম মুহূর্ত)।

ইহা দ্বারা মর্ম হইল ان الحرب قد استعرت نارها الان (এখন যুদ্ধে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে) আর ইহা এমন একটি বাক্য যাহাতে بليغ الاستعارة (বিশুদ্ধ রূপকালঙ্কার) এবং بديع التورية (অপূর্ব দ্ব্যর্থবোধক উক্তি) একত্রিত হইয়াছে। কেননা, যেই স্থানে এই গযূয়াটি সংঘটিত হইয়াছিল উক্ত স্থানের নাম 'আওতাস'।-(তাকমিলা ৩:১৫৬)

(৪৪৮৯) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ. وَقَالَ "انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ". وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ حَتّٰى هَزَمَهُمُ اللّٰهُ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَى بَغْلَتِهِ.

(৪৪৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ এর স্থলে) فَرْوَةُ بْنُ نُعَامَةَ الْجُذَامِيُّ (ফারওয়া বিন নুআমা জুযামী) বলিয়াছেন। আর তিনি বলেন, কা'বার রব্বের কসম! তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কা'বার রব্বের কসম! তাহারা পরাজিত হইয়াছে। আর এই হাদীছে ইহাও অতিরিক্ত আছে : "অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে পরাজিত করিলেন।" আর আমি যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের পিছন হইতে দেখিতেছি যে, তিনি নিজ খচ্চরের উপর হইতে (দ্রুত গতিতে চলার জন্য) স্বীয় পায়ের গোড়ালী দিয়া ইহাকে আঘাত করিতেছেন।

(৪৪৯০) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ وَحَدِيثَ مَعْمَرٍ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَتَمُّ.

(৪৪৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবী উমর (রহ.) তিনি ... আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হুনায়নের জিহাদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। ... অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ইউনুস ও মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ তাহার বর্ণিত হাদীছ হইতে অধিক বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ।

(৪৪৯১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ حُسَّرًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ سِلاَحٌ أَوْ كَثِيرُ سِلاَحٍ فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وَقَالَ " أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ". ثُمَّ صَفَّهُمْ.

(৪৪৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বারা (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ উমারা! আপনারা কি হুনায়নের জিহাদের দিন পলায়ন করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই। তবে তাঁহার কয়েকজন দ্রুত কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট যুবক সাহাবী যাদের কোন অস্ত্র কিংবা বড় ধরনের কোন হাতিয়ার ছিল না। তাঁহারা ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা এমন একদল তীরান্দায বাহিনীর মুকাবালা করিয়াছিলেন, যাহাদের তীরের লক্ষবস্তু ব্যর্থ হইবার নহে। তাহারা ছিল হাওয়াযিন ও নযর সম্প্রদায়ের লোক। তাহারা এমনভাবে তীর ছুড়িতেছিল যে, লক্ষ্যস্থল ভুল হওয়ার ছিল না। তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে আগাইয়া আসিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন স্বীয় সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। আবূ সুফয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব ইহা টানিয়া নিয়া যাইতেছিলেন। তিনি অবতরণ করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করিলেন। আর বলিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" অতঃপর তিনি তাহাদের (মুসলিম মুজাহিদদের)কে সারিবদ্ধ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ (জনৈক ব্যক্তি বারা (রাযি.)কে বলিলেন)। بَرَاء শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত অর্থাৎ বারা বিন আযিব (রাযি.)। 'আবূ উমারা' হইতেছে তাঁহার ডাকনাম। -(তাকমিলা ৩:১৫৭)

أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ (আপনারা কি হুনায়নের জিহাদের দিন পলায়ন করিয়াছিলেন?) আর সহীহ বুখারী শরীফে মাগাযী অধ্যায়ের রিওয়ায়তে আছে أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين (আপনারা কি হুনায়নের জিহাদের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ পলায়ন করিয়াছিলেন?) এই রিওয়ায়ত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, প্রশ্নকারী লোকটি ধারণা করিয়াছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পলায়নকারীগণের সহিত ছিলেন। ফলে হযরত বারা (রাযি.) আগত জবাবটি প্রশ্ন মুতাবিক হইয়াছে। তাই ইহার কোন তাবীল তথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। -(তাকমিলা ৩:১৫৭)

قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (তিনি বলিলেন, না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই)। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে আছে اما انا فاشهد على رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انه لم يول (জানিয়া রাখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই তিনি পলায়ন করেন নাই।) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ৮:২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, সম্ভবতঃ বারা (রাযি.) প্রশ্নকারীর প্রশ্নের ভঙ্গীতে অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, সে হযরত সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)-এর বর্ণিত সহীহ মুসলিম শরীফের (৪৪৯৫ নং) হাদীছ ومررت على رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه

মুসলিম শরীফ- ১৭-৮/১

وسلم منهزما (এবং পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়া গমন করিলাম)-এর মর্মে সন্দেহে পতিত হইয়াছে। এই কারণেই তিনি কসম করিয়া জবাব দিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই; বরং উহাতে বুঝা যায় যে, منهزما (পরাজিত) অবস্থা সালামা (রাযি.)-এর ছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, প্রশ্নকারী আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِينَ (অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গেলে– সূরা তাওবা- ২৫)কে ব্যাপকের উপর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৫৭)

وَأَخِفَّاؤُهُمْ শব্দটি خفيف (চঞ্চল, ক্ষিপ্র, ছুটন্ত)-এর বহুবচন। وهم المسارعون والمستعجلون (আর তাহারা হইলেন দ্রুতগতি এবং তাড়াতাড়ি কর্মসম্পাদনে সচেষ্ট তরুণগণ। -(তাকমিলা ৩:১৫৮)

حُسَّرًا শব্দটির ح বর্ণে পেশ ও س বর্ণে তশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত حاسر (অনাবৃত, বর্মবিহীন)-এর বহুবচন। ইহার আভিধানিক অর্থ হইল যাহার মাথায় শিরস্ত্রাণ কিংবা টুপি নাই। এই স্থানে মর্ম হইতেছে যাহার সহিত অস্ত্র কিংবা বর্ম নাই। -(তাকমিলা ৩:১৫৮)

فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا (তাহারা একসাথে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করিতেছিল ...)। رشقا শব্দটির ر বর্ণে যবর ش বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা مصدر (ক্রিয়ামূল)। আর উহা হইল الرمى بالسهام (তীর নিক্ষেপ করা)। আর الرشق শব্দটির ر বর্ণের পেশ দ্বারা পঠনে তীরের নাম যাহা জামাআতবদ্ধ বাহিনী একসাথে নিক্ষেপ করে। -(তাকমিলা ৩:১৫৮)

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ (আমি অবশ্যই নবী, এই কথা মিথ্যা নহে)। বাহ্যত ইহা কবিতার ছন্দোবদ্ধ। তাই প্রশ্ন হয় যে, তিনি ইহা কিভাবে আবৃত্তি করিলেন অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ (আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়– সূরা ইয়াসীন- ৬৯)। উলামায়ে ইযাম এই প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি এই রজায (আরবী কবিতার ছন্দ)-এর কয়েকটি জবাব দেওয়া হইয়াছে, (এক) ইহা অন্যের কবিতা। বস্তুতঃ ইহা ছিল انت النبى لا كذب - انت ابن عبد المطلب (আপনি নবী, এই কথাটি মিথ্যা নহে। আপনি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান)। তিনি শুধু স্থানে انا (আমি) শব্দটি সংযোজন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। (দুই) ইহা একটি রজায (ছন্দ) মাত্র। কবিতার প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে এই জবাব প্রত্যাখ্যাত। (তিন) পূর্ণাঙ্গ ছন্দ না হওয়া পর্যন্ত কবিতা হয় না। এই সামান্য বাক্যগুলিকে কবিতা বলা হয় না। (চার) ইহা একটি ছন্দোবদ্ধ বাক্য বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা তিনি কবিতা বলা উদ্দেশ্য নহে। ইহাই সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত জবাব। -(তাকমিলা ৩:১৫৯)

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ (আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে পিতার সহিত সম্বন্ধ না করিয়া দাদার সম্বন্ধ করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ তাঁহার জন্মের পূর্বে ইনতিকাল করায় তিনি দাদার সহিত সম্বন্ধকৃতভাবে লোকদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর মানুষের কাছে ইহাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, আবদুল মুত্তালিবকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি অচীরেই প্রকাশিত হইবেন। আর তাঁহার শান অচিরেই গৌরবময় হইবে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছন্দ বলিয়া উক্ত বিষয়টি তাহাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। আর তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই শত্রুদের উপর বিজয়ী হইবেন। অধিকন্তু জানাইয়া দিলেন, তিনি যুদ্ধের ময়দানে অটল ও স্থির রহিয়াছেন। পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদের সহিত তিনি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই। (তিনি এমন এক মহান সেনাপতি, মহান ব্যক্তিত্ব যিনি অটল অনড় রহিয়াছেন)। -(তাকমিলা ৩:১৫৯)

(৪৪৯২) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْبَرَاءِ فَقَالَ أَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَا أَبَا عُمَارَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَلَّى وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَازِنَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ فَانْكَشَفُوا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بِهِ بَغْلَتَهُ فَنَزَلَ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ وَهُوَ يَقُولُ "أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ". قَالَ الْبَرَاءُ كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন জানাব মিস্‌সিসী (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত বারা (রাযি.)-এর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ উমারা! আপনারা কি হুনায়নের জিহাদের দিনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করে নাই (বরং তিনি ছিলেন সুদৃঢ় অটল, অনড়)। তবে কিছু সংখ্যক চালাকচতুর হালকা পাতলা লোক হাতিয়ার ছাড়াই এই 'হাওয়াযিন' গোত্রের দিকে গিয়াছিল। আর তাহারা ছিল প্রশিক্ষিত তীরন্দায বাহিনী। ফলে তাহারা দলবদ্ধভাবে তাঁহাদের প্রতি একযোগে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যেন তাহারা ফড়িংজাতীয় পতঙ্গের দলবিশেষ। তখন তাহারা পিছন দিকে সরিয়া আসিলেন। আর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগাইয়া আসিল। আবূ সুফয়ান বিন হারিছ (রাযি.) তাঁহার খচ্চর টানিয়া যাইতেছিলেন। তিনি অবতরণ করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সমীপে সাহায্য কামনা করিয়া দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।" হে আল্লাহ! আপনি আপনার সাহায্য অবতরণ করুন। হযরত বারা (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! যুদ্ধের উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছিল, তখন আমরা তাঁহার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করিতাম। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে বীর পুরুষ তিনিই যাঁহাকে যুদ্ধে তাঁহার সামনে রাখা হয়। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (যেন তাহারা ফড়িংজাতীয় পতঙ্গের দলবিশেষ তথা পঙ্গপাল)। رِجْلٌ শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ جماعة (দল, পাল)। -(তাকমিলা ৩:১৫৯)

فَانْكَشَفُوا (তাই তাহারা পিছনে সরিয়া আসিল)। অর্থাৎ انتشر المسلمون وانهزموا (মুসলমান মুজাহিদগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল এবং তাঁহারা ব্যর্থ হইল)। -(তাকমিলা ৩:১৫৯)

(৪৪৯৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفِرَّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَئِذٍ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمُ انْكَشَفُوا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ "أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ".

(৪৪৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা (রাযি.)-এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, কায়স গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আপনারা কি হুনায়নের জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন? তখন বারা (রাযি.) বলিলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই। তখনকার সময়ে হাওয়াযিন গোত্র দক্ষ তীরন্দায ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম তখন তাহারা পরাস্ত হইল। এমন সময় আমরা গণীমত সংগ্রহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তখন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের উপর দলবদ্ধভাবে তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহী দেখিলাম। আর আবূ সুফয়ান বিন হারিছ (রাযি.) উহার লাগাম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন, "আমি অবশ্যই নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র।"

(৪৪৯৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَهَؤُلاَءِ أَتَمُّ حَدِيثًا.

(৪৪৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবু বকর বিন খাল্লাদ (রহ.) তাহারা ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ উমারা! অতঃপর অবশিষ্ট হাদীছ বর্ণনা করেন। আর এই হাদীছ তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছ হইতে সংক্ষিপ্ত এবং তাহাদের বর্ণিত হাদীছ পূর্ণাঙ্গ।

(৪৪৯৫) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَتَوَارَى عَنِّي فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى فَالْتَقَوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَلَّى صَحَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالأُخْرَى فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنْهَزِمًا وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَقَدْ رَأَى ابْنُ الأَكْوَعِ فَزَعًا". فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ فَقَالَ "شَاهَتِ الْوُجُوهُ". فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلأَ عَيْنَيْهِ تُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

(৪৪৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সালামা (বিন আকওয়া রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হুনায়নের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছি। আমরা যখন শত্রুদের সামনাসামনি হইলাম, তখন এক পর্যায়ে আমি অগ্রসর হইয়া একটি টিলার উপর আরোহণ করিলাম। তখন শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তি আমার মুকাবালায় অগ্রসর হইল। আমি একটি তীর (তাহাকে লক্ষ্য করিয়া) নিক্ষেপ করিলাম। তখন সে আমার হইতে

আত্মগোপন করিল। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, তাহার অবস্থা কি হইয়াছে। অতঃপর শত্রু দলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তাহারা অপর একটি টিলায় আরোহণ করিয়াছে। অতঃপর তাহারা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সামনাসামনি হইল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ পশ্চাদপসরণ করিতে থাকিলেন। আমি পরাজিত অবস্থায় (টিলা হইতে) প্রত্যাবর্তন করিলাম। তখন আমার পরনে দুইটি চাদর ছিল। তন্মধ্যে একটি চাদর ছিল বাঁধা অবস্থায় আর অপরটি ছিল খোলা। এক পর্যায়ে আমার লঙ্গিটি খুলিয়া গেল। তখন আমি উহা (তাড়াহুড়ায়) সকল পার্শ্ব একত্রিত করিলাম আর আমি পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ দিয়া গমন করিলাম। আর তিনি তখন তাঁহার সাদা বর্ণের খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইবনুল আকওয়া ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপর শত্রুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চতুর্দিকে হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন তিনি স্বীয় খচ্চর হইতে অবতরণ করিলেন। অতঃপর এক মুষ্টি মাটি যমীন হইতে তুলিয়া নিলেন। অতঃপর তাহাদের মুখমন্ডলে উহা নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, তাহাদের চেহারা কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। ফলে তাহাদের সকল মানুষের চক্ষুদ্বয়েই সেই এক মুষ্টি মাটির ধুলায় ভর্তি হইয়া গেল। তাই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করিল। আল্লাহ তা'আলা ইহার দ্বারাই তাহাদেরকে পরাজিত করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গণীমতের মাল মুসলমানগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي أَبِي (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা)। অর্থাৎ সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:১৬০)

فَأَعْلُوثَنِيَّةً (অতঃপর একটি টিলার উপর আরোহণ করিলাম)। مضارع এর শব্দ ماضى এর অর্থে ব্যবহৃত। অতীতের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এই ধরণের ব্যবহার অধিকাংশ হইয়া থাকে। যেন বর্তমানে ঘটনা বর্ণনাকারীর সম্মুখে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৬১)

وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ (অতঃপর শত্রুদলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম) অর্থাৎ হাওয়াযিন গোত্রের দিকে। ইহার মর্ম হইতেছে তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে, তাহারা কি করিতেছে? তখন হঠাৎ দেখিলাম তাহারা অপর একটি টিলায় আরোহণ করিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৬১)

فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا (উহার সকল পার্শ্ব একত্রিত করিয়া রাখিলাম)। সম্ভবতঃ তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমি লুঙ্গি এবং চাদর খুলিয়া পড়িয়া যাওয়া হইতে এক হাতে বারণ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহা দ্বারা তিনি ইশারা করিয়াছেন যে, ভীতসন্ত্রস্তের সময় লুঙ্গি বাঁধার সময় পাই নাই। -(তাকমিলা ৩:১৬১)

وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنْهَزِمًا (আর আমি পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ দিয়া গমন করিলাম)। مُنْهَزِمًا শব্দটি مررت (আমি গমন করিলাম)-এর فاعل (কর্তাবিশেষ্য) হইতে حال (অবস্থাবোধক শব্দ) হইয়াছে। আর তিনি হইলেন স্বয়ং সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) নিজে। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে حال হয় নাই। কেননা, সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করেন নাই; বরং তিনি স্থির ও অটল ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৬১)

شَاهَتِ الْوُجُوهُ (তাহাদের চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে)। আল্লামা সানুসী (রহ.) বলেন, اى قبحت (অর্থাৎ কুৎসিত হইয়া গিয়াছে)। আর شاه শব্দটি باب نصر হইতে شوها যেমন বলা হয় رجل اشوه অর্থাৎ قبيح الوجه (কুৎসিত চেহারা)। -(কামূস)-(তাকমিলা ৩:১৬১)

بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়িফ যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৪৯৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَقَالَ "إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". قَالَ أَصْحَابُهُ نَرْجِعُ وَلَمْ نَفْتَتِحْهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ". فَغَدَوْا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا". قَالَ فَأَعْجَبَهُمْ ذٰلِكَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়িফবাসীকে (বিশ দিনের অধিক) অবরোধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তাহাদের নিকট হইতে কিছু পান নাই। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, ইনশাআল্লাহু তা'আলা আমরা (আজ মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করিব। তখন তাঁহার সাহাবীগণ বলিলেন, আমরা কি প্রত্যাবর্তন করিব অথচ আমরা তায়িফ জয় করিলাম না? তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা আগামীকাল সকালে যুদ্ধ কর। সুতরাং তাহারা পরবর্তী দিন সকালে যুদ্ধ করিলেন এবং অনেকেই আহত হইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করিব। তিনি (আবদুল্লাহ বিন আমর) বলেন, ইহাতে তাঁহারা খুশি হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুচকি) হাসিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

গযূয়ায়ে তায়িফের ঘটনাটি গযূয়ায়ে হুনায়নের পরপরই সংঘটিত হইয়াছিল। বনূ ছকীফের লোকজন তায়িফের বাসিন্দা ছিল। আর তাহারা বনূ হাওয়াযিনের সহিত মিলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে হুনায়নের যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর যখন হুনায়নের যুদ্ধে পরাজিত হইল তখন তাহাদের অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্য ও বনূ হাওয়াযিনের অবশিষ্ট লোকেরাও তায়িফে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তায়িফ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত শহর। আর সেই স্থানে একটি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। দুর্গটিকে শহরবাসী এবং হুনায়নের পরাজিত পলাতক সৈন্যরা মেরামত করিয়া নিল। অতঃপর তাহারা তায়িফের প্রবেশদ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া সেই স্থান হইতে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়িফ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের দুর্গ বিশ দিনের কিছু অধিক সময় পর্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখিলেন। সাহাবা কিরাম কয়েকবার তায়িফের প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। আর এই অভিযানেই ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বারের মত মিনজানিক ব্যবহৃত হইয়াছিল। অবশেষে তায়িফের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মুজাহিদ সাহাবাগণের একটি দল দুবাবা ট্যাংকের নীচে দিয়া প্রবেশ করিলে যুদ্ধবাজ ছকীফের সেনারা দুর্গ হইতে দুবাবার উপর গরম লোহার শেল বর্ষিত করিতে থাকিল। ফলে মুসলিম সৈন্যগণ সামনে অগ্রসর হইতে না পারিয়া দুবাবার নীচ হইতে বাহির হইলেন। এই সময়ই ছকীফ গোত্রের লোকেরা তীব্রভাবে তীর নিক্ষেপের ফলে বেশ কয়েকজন সাহাবা (রাযি.) শাহাদাত বরণ করেন।

সারকথা ঃ তখন তায়িফ বিজয় করা গেল না। তবে যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবরোধ উঠাইয়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'অলার মহান দরবারে দু'আ করিলেন اللهم اهد ثقيفا وائت بهم (আয় আল্লাহ! আপনি ছকীফ গোত্রের লোকদেরকে হিদায়ত দিন এবং তাহাদেরকে আমার নিকট আসিবার তৌফীক দান করুন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়িফ অবরোধ উঠাইয়া প্রত্যাবর্তন করার পরপরই তায়িফবাসীদের নেতা উরওয়া বিন মাসউদ ছাকফী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে রওয়ানা করিলেন, এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিবার পূর্বেই মদীনায় পৌঁছিয়া গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তায়িফ প্রত্যাবর্তনের অনুমতির আবেদন করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তহাকে তায়িফ যাইতে এই আশংকায় নিষেধ করিয়াছিলেন যে, তাহার গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু উরওয়া বিন মাসউদ (রাযি.) বলিলেন, আমি তাহাদের কাছে (ইসলামের দাওয়াত নিয়া) তাহাদের প্রত্যুষেই পৌঁছিতে পছন্দ করি। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই আশায় রওয়ানা করিলেন যে, তাহাদের কাছে তাঁহার যেই মর্যাদা রহিয়াছে উক্ত মর্যাদার কারণে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। অতঃপর যখন তিনি তাহাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। আর সেই তীরের আঘাতেই তিনি শহীদ হইয়া যান। আর তাহাকে সেই স্থানে দাফন করা হয় যেই স্থানে গযূয়ায়ে তায়িফের শহীদগণকে দাফন করা হইয়াছিল।

হযরত উরওয়া বিন মাসউদ ছাকাফী (রাযি.)কে শহীদ করিবার পর ছাকীফ গোত্র মাত্র কয়েক মাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তাহাদের মধ্যে পরামর্শ হইল এবং তাহারা প্রত্যক্ষ করিল যে, তাহাদের আশেপাশের আরব (মুসলিমগণ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর ক্ষমতা নাই। ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হিজরী ৯ম সনে তাঁহার কাছে আসিলেন। অতঃপর তাহারা সকলেই তাঁহার কাছে বায়আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। -(ইহা সীরাতে ইবন হিশাম, আর রওযুল আন্‌ফ লি সুহায়লী ২:৩০১ হইতে ৩০৩ এবং ২:৩২৫ সারসংক্ষেপ)-(তাকমিলা ৩:১৬২)

إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا (আমরা আগামীকাল প্রত্যাবর্তন করিব)। অর্থাৎ راجعون الى المدينة (মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তন করিব)। তায়িফ বিজয় না করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবটি সাহাবায়ে কিরামের কাছে কষ্টকর মনে হইল। তাই তিনি তাহাদেরকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন। অবশেষে যখন তাহাদের কয়েকজন শহীদ হইয়া গেলেন অথচ দুর্গ জয় করা গেল না তখন তাহাদের কাছে মদীনা প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাবটির উপযোগিতা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পুনরায় প্রস্তাবটি উপস্থাপন করিলেন তখন তাঁহারা উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানে প্রস্তাবে রাযী হইয়া যাওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের উপর আশ্চর্য হইলেন। আর এই কারণেই তিনি মুচকি হাসিলেন। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী মারফত অবগত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার দু'আর বদৌলতে অচিরেই তায়িফবাসী স্বয়ং তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া মুসলমান হইয়া যাইবে। সুতরাং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৬৩)

بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বদরের যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৪৯৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَأَخَذُوهُ فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ.

فَيَقُولُ مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ وَلَكِنْ هٰذَا أَبُو جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هٰذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ انْصَرَفَ قَالَ "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ". قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ". قَالَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৪৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যখন আবূ সুফয়ানের (মদীনায়) অগ্রাভিযানের খবর পৌঁছিল। তখন তিনি সাহাবীগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এই সম্পর্কে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করেন নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.) কথা বলিলেন। তিনি তাঁহার কথারও কোন মন্তব্য করিলেন না। অবশেষে (আনসারগণের নেতা) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযি.) দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের কি ইঙ্গিত করিতেছেন? সেই মহান সত্তার কসম! যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়া সমূদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও নির্দেশ দেন তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সেই স্থানে ঝাঁপ দিব। আর যদি আপনি আমাদেরকে ঘোড়া হাঁকাইয়া 'বারকুল গামাদ' পর্যন্ত পৌঁছিবার নির্দেশ দেন তবে আমরা অবশ্যই তাহা করিব। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে আহ্বান করিলেন। তখন সকলেই রওয়ানা হইলেন এবং 'বদর' নামক স্থানে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেই স্থানে সাহাবীগণের সামনে কুরায়শের পানি পানকারীরাও উপনীত হইল। আর তাহাদের মধ্যে বনূ হাজ্জাজের একজন কৃষ্ণকায় গোলাম ছিল। সাহাবীগণ তাহাকে গ্রেফতার করিলেন। অতঃপর তাঁহারা তাহার কাছে আবূ সুফয়ান ও তাহার সাথীদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সে বলিল, আবূ সুফয়ান সম্পর্কে আমার জানা নাই। তবে আবূ সাহল, উৎবা, শায়বা এবং উমাইয়্যা বিন খালফ তো উপস্থিত আছে। যখন সে (আবূ সুফয়ানের সন্ধান না দিয়া) এইরূপ কথা বলিল তখন তাঁহারা তাহাকে (সত্য কথা বলার জন্য) প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে আবূ সুফয়ানের খবর দিতেছি। অতঃপর যখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে বলিতে থাকিল, আবূ সুফয়ান সম্পর্কে আমার জানা নাই। তবে আবূ জাহল, উৎবা, শায়বা এবং উমাইয়্যা বিন খালফ লোকদের মধ্যে আছে। সে যখন

এইরূপ কথা বলিল তখন তাঁহারা পুনরায় তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। আর সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দন্ডায়মান ছিলেন। যখন তিনি এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন তিনি নামায শেষ করিয়া ইরশাদ করিলেন, সেই মহান সত্তার কসম! যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। সে যখন তোমাদের কাছে সত্য কথা বলে তখন তাহাকে প্রহার করিতেছ। আর যখন তোমাদের কাছে মিথ্যা বলেন তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা অমুক কাফিরের মৃত্যুর স্থান। অতঃপর তিনি নিজ মুবারক হাত যমীনের উপর রাখিয়া ইরশাদ করিলেন। এই এই স্থান অমুক অমুক কাফিরের মৃত্যুর স্থল। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই স্থানে যেই কাফিরের নাম নিয়া মুবারক হাত রাখিয়াছিলেন সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে ইহার সামান্যতমও ব্যতিক্রম হয় নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ (যদি আপনি আমাদেরকে আমাদের ঘোড়া নিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও নির্দেশ দেন)। এই স্থানে ها সর্বনামটি للخيل (ঘোড়া)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আরবের কতক বস্তুর ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখ ব্যতীত সর্বনাম ব্যবহার জরে। যেন উহা মেধাতে বিদিত। উক্ত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘোড়া ও উষ্ট্রীগুলি রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৬৭)

إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ ('বারকুল গামাদ' পর্যন্ত)। بَرْكِ শব্দটির ب বর্ণের যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহাই হাদীছের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ। আর কতক অভিধানবিদ ইহাকে ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে উল্লেখ করিয়াছেন আর কতক বিশেষজ্ঞ ر বর্ণে যবর দ্বারা। কিন্তু ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনই অধিক শুদ্ধ। আর الْغِمَادُ শব্দটির غ বর্ণে যের কিংবা পেশ দ্বারা পঠনে দুইটি পরিভাষা রহিয়াছে। কিন্তু যের দ্বারা পঠনই অধিক শুদ্ধ। আর ইহা মুহাদ্দিছগণের রিওয়ায়তে প্রসিদ্ধ এবং অভিধানের কিতাবসমূহে পেশ দ্বারা পঠনে প্রসিদ্ধ।

'বারকুল গামাদ' এক স্থান, যাহা মক্কা মুকাররমার পিছনে উপকূলের দিকে পাঁচ রাত্রি পথ। আল্লামা ইবরাহীম আল-হারবী (রহ.) বলেন, سعفات هجر এবং برك الغماد বাক্যদ্বয় দ্বারা পরোক্ষভাবে কোন দূরবর্তী স্থান বুঝানোর জন্য বলা হইয়া থাকে। (নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:১৬৭)

رَوَايَا قُرَيْشٍ (কুরায়শগণের সাকীরাও ...) অর্থাৎ পানির মশক বহনকারী উষ্ট্রীগুলি। ইহার এক বচন رواية ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ ইহা الراوية المزادة (পানি ভর্তি মশক উটের পিঠে রক্ষিত)। আর কেহ বলেন, মশক বহনকারী উটকে راوية বলে। -(মুআলিমুস সুনান লি খাত্তাবী ৪:১৯)-(তাকমিলা ৩:১৬৭)

هٰذَا أَبُو سُفْيَانَ (এই আবূ সুফয়ান)। ইহা সে প্রহারের ভয়ে বলিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৬৮)

انْصَرَفَ (তিনি (নামায) শেষ করিলেন) অর্থাৎ নামায হইতে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে তিনি নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামায অবস্থায় কোন অপ্রত্যাশিত বস্তু সামনে আসিলে উহা সংক্ষিপ্ত করা মুস্তাহাব। -(নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:১৬৮)

لَتَضْرِبُوهُ (তোমরা তাহাকে প্রহার করিতেছ)। এই শব্দে যবর বিশিষ্ট ل বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত। মূলতঃ ইহা لتضربونه ছিল। ناصب এবং جازم না থাকিলেও ن বর্ণটি লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আরবী ভাষায় একটি পরিভাষা। -(তাকমিলা ৩:১৬৮)

فَمَا مَاطَ অর্থাৎ ما زال ولا تباعد (সামান্যতম ব্যতিক্রম হয় নাই, সরিয়া যায় নাই, দূর হয় নাই) ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইটি মু'জিযা প্রকাশিত হইয়াছে। (এক) কৃষ্ণকায় দাসটি আবূ জাহল, উৎবা, শায়বা ও উমাইয়্যা-এর অবস্থান বর্ণনায় সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে তিনি খবর দিয়াছেন। (দুই) কুরায়শ সরদারগণের ধরাশায়ী হওয়ার স্থান দেখাইয়া ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। যাহা সেই মুতাবিক হইয়াছিল। -(ঐ)

بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয়

(৪৪৯৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ الطَّعَامَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ فَقُلْتُ أَلَا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوَهُمْ إِلَى رَحْلِي فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصْنَعُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ فَقَالَ سَبَقْتَنِي. قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَوْتُهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَتِيبَةٍ قَالَ فَنَظَرَ فَرَآنِي فَقَالَ "أَبُو هُرَيْرَةَ". قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ "لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ". زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ "اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ". قَالَ فَأَطَافُوا بِهِ وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا. فَقَالُوا نُقَدِّمُ هٰؤُلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ. وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ". ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ "حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا".

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا قَالَ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ. ثُمَّ قَالَ "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ". فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ". قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ".

قَالُوا قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ "كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ". فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ". قَالَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ قَالَ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ فَأَتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ قَالَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ". فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ.

(৪৪৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি (আবদুল্লাহ বিন রিবাহ) বলেন, আমি একটি প্রতিনিধি দলের সহিত হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। আর উহা রমাযান মাসে ছিল। তখন তাহারা (সফর অবস্থায় নিজেদের স্থলে) একে অপরের জন্য খাবার রান্না করিতেন। অধিকাংশ সময় আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদেরকে

তাঁহার অবস্থানে দাওয়াত করিতেন। তাই আমি মনে মনে বলিলাম, আমিও একদিন খানা রান্না করিয়া তাঁহাদেরকে আমার অবস্থানে দাওয়াত করিব। আমি খানা রান্না করিবার জন্য নির্দেশ দিলাম। অতঃপর আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সহিত বিকালে সাক্ষাৎ করিলাম এবং বলিলাম, অদ্য রাত্রে আমার অবস্থানে আপনার দাওয়াত। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, আপনি (আজ দাওয়াতের ব্যাপারে) আমার হইতে অগ্রগামী হইয়া গেলেন। আমি বলিলাম জী, হ্যাঁ। আমি সকলকেই দাওয়াত করিয়াছি। তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে একটি হাদীছ বর্ণনা করিব না? অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের হাদীছ বর্ণনা করিলেন। তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হইলেন। এমনকি তিনি তথায় উপনীত হইলেন। অতঃপর যুবায়র (রাযি.)কে মক্কার দুই দিকের একদিকে এবং খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.)কে অপর দিকে পাঠাইলেন। আর আবূ উবায়দা (রাযি.)কে সেই সকল লোকদের উপর নেতা মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিলেন যাহাদের সাথে লৌহ বর্ম ছিল না। তাঁহারা উপত্যকার ভিতরের পথে চলিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছোট সেনাদলের মধ্যে ছিলেন। তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) বলেন, তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া আমাকে দেখিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আবূ হুরায়রা! আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উপস্থিত। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে আনসার ব্যতীত অন্য কেহ যেন না আসে। রাবী শায়বান (রহ.) ছাড়া অন্য বর্ণনাকারী কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আনসারগণকে আহ্বান কর। তিনি বলেন, তখন আনসারগণ তাঁহার চারিপাশে জমায়েত হইলেন। এইদিকে কুরায়শগণ তাহাদের বিভিন্ন গোত্রে লোক এবং অনুগতদের একত্রিত করিল। অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা তাহাদেরকে আগে প্রেরণ করিব। যদি তাহাদের ভাগে কিছু পায় তাহা হইলে তো তাহাদের সহিতই আছি। আর যদি তাঁহারা বিপদের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে তাহারা আমাদের কাছে যাহা চাহিবে তাহাই প্রদান করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন গোত্রের লোকও তাহাদের অনুগতদেরকে দেখিতে পাইতেছ? অতঃপর তিনি তাঁহার এক হাত অপর হাতের উপর রাখিয়া ইঙ্গিত করিলেন (যাহারা তোমাদের বাধা দিবে তোমরা তাহাদের হত্যা করিয়া দিবে) তারপর তিনি ইরশাদ করিলেন, পরিশেষে তোমরা সাফা পাহাড়ে আমার সহিত মিলিত হইবে।

তিনি (রাবী) বলেন, আমরা সামনের দিকে চলিলাম। আমাদের মধ্য হইতে কেহ যাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ফলে তাহাদের মধ্য হইতে কেহই আমাদের উপর আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন আবূ সুফয়ান আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ কুরায়শ গোত্রের রক্ত মুবাহ করা হইয়াছে। আজকের পর আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করিয়া দিলেন, যেই ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ। এই সময় আনসারগণ পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিলেন যে, লোকটিকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) স্বদেশের অনুপ্রেরণা এবং স্বজাতির প্রেমে সমাবৃত করিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেন, তখনই ওহী নাযিল হইল। আর যখন ওহী নাযিল হইত তখন উহা আমাদের কাছে গোপন থাকিত না। ঐ সময় কাহারও সাধ্য হইত না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ তুলিয়া তাকায় যতক্ষণ না ওহী অবতরণ সমাপ্ত হইত। অতঃপর যখন ওহী অবতরণ শেষ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার খেদমতে হাযির। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা কি (ইতোপূর্বে পরস্পর) বলিয়াছ যে, "লোকটিকে স্বদেশের অনুপ্রেরণায় সমাবৃত করিয়াছে।"

তাঁহারা (জবাবে) আরয করিলেন, এই রকম কিছু একটা হইয়াছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, কখনও নহে। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার (প্রিয়) বান্দা এবং তাঁহার (প্রেরিত) রাসূল! আমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তোমাদের কাছে গিয়াছি। আমার জীবন তোমাদের

জীবনের সহিত এবং মরণও তোমাদের মরণের সহিত। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বলিতে থাকিলেন, আল্লাহর কসম! আমরা যা পরস্পর আলোচনা করিয়াছিলাম, উহা ছিল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের সহিত আমাদের ভালোবাসায় আঁকড়াইয়া থাকার লক্ষ্যে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তোমাদের বক্তব্য সত্যায়ন করেন এবং তোমাদের ওযর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, ফলে মক্কার লোকেরা (জীবন রক্ষার জন্য) আবূ সুফয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন আর কতিপয় লোক নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজর 'আসওয়াদ'-এর নিকট যাইয়া উহাতে চুম্বন করিলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিলেন। তিনি (আবূ হুরায়রা রাযি.) বলেন, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে রক্ষিত একটি মুর্তির নিকটবর্তী হইলেন, যাহাকে তাহারা (মুশরিকরা) উপাসনা করিত। তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তখন একটি ধনুক ছিল, তিনি উহার বাঁকা প্রান্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন মুর্তিটির নিকটবর্তী হইলেন তখন তিনি উহার দ্বারা ইহার চোখে খুঁচাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন "হক আগমন করিয়াছে এবং বাতিল চলিয়া গিয়াছে।" বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন তারপর উহাতে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে তাকাইলেন এবং দুই হাত উত্তোলন করিয়া আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিলেন এবং তাঁহার যাহা দু'আ করার ছিল তাহাই করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلَا أُعَلِّمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ (আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণনা করিব না?) ইহা দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) নিজের পক্ষ হইতে হাদীছ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর আগত (৪৫০০নং) হাদীছে আছে "তাহারা খানার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন রাবাহ (রহ.) বলেন, لو حدثتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا (আপনি যদি আমাদেরকে খানা তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীছ বর্ণনা করিতেন)। এতদুভয় হাদীছে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, আবদুল্লাহ বিন রাবাহ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর কাছে হাদীছ বর্ণনার আবেদন করিয়াছিলেন। তখন আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন الا اعلمكم الخ (আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণনা করিব না?) ফলে দুই সূত্রের একজন যাহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন অপর জন তাহা উল্লেখ করেন নাই। -(তাকমিলা ৩:১৬৯)

إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ (দুই দিকের একদিকে) الْمُجَنِّبَتَيْنِ শব্দটির م বর্ণে পেশ ج বর্ণে যবর এবং ن বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ومجنبة العسكر جانبه (সেনাদলের বাহু, পার্শ্বদেশ)। আর এতদুভয় হইল ডানে এবং বামে। আর এতদুভয়ের মধ্যস্থলে قلب (মধ্য সেনাদল) থাকেন। -(তাকমিলা ৩:১৬৯)

عَلَى الْحُسَّرِ (বর্মবিহীন লোকদের উপর) الحسر শব্দটি حاسر (খালি, অনাবৃত, বর্মবিহীন)-এর বহু বচন। আর তাহারা সেই সকল লোক যাহাদের কাছে বর্ম ছিল না। এই স্থানে পদাতিক বাহিনী মর্ম। -(ঐ)

اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ (আনসারগণকে আহ্বান কর) অর্থাৎ ادعهم لي (তাহাদেরকে আমার কাছে আসিতে আহ্বান কর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিশেষভাবে আনসারগণকে আহ্বান করার কারণ হইতেছে যে, তাহারা ছিলেন বিশ্বস্ত, মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চ। আর ইহাতে তাহাদের সম্মান ও বিশিষ্টতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। -(তাকমিলা ৩:১৭০)

وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا (আর এইদিকে কুরায়শগণও তাহাদের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং অনুগতদেরকে জমায়েত করিল)। الاوباش হইল الجموع من قبائل شتى (বিভিন্ন গোত্রের লোকজন একত্রিত হওয়া)। আর التوبيش হইতেছে الجمع (জমাকরণ, একত্রকরণ) অর্থাৎ جمعت لها جموعا من اقوام متفرقين في الانساب والاماكن বংশ ও স্থানের দিক দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজনকে একত্র করা)। -(জামিউল উসূল লি ইবন আছীর ৮:৩৭২)-(তাকমিলা ৩:১৭০)

فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ (তখন আবূ সুফয়ান আসিলেন)। আসিবার পূর্বক্ষণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৭১)

أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ (আজ কুরায়শ সম্প্রদায়ের রক্ত মুবাহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। অর্থাৎ ابيحت دماء جماعتهم (কুরায়শ সম্প্রদায়ের রক্ত মুবাহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, خضراء قريش দ্বারা পরোক্ষভাবে جماعتهم (কুরায়শ জামাআত, কুরায়শ সম্প্রদায়) মর্ম। আর جماعة (দল, সম্প্রদায়)কে سواد এবং خضرة দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। -(তাকমিলা ৩:১৭১)

أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ (লোকটিকে স্বদেশের অনুপ্রেরণায় পাইয়া বসিয়াছে)। তাহারা الرجل (লোকটি) দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্ম নিয়াছে। আর قريته দ্বারা মক্কা এবং عشيرته দ্বারা কুরায়শ মর্ম। আনসারগণ এই কথাটি তখনই বলিয়াছিলেন যখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিলেন যে, মক্কাবাসীদেরকে হত্যা করা হইতে বিরত করিয়া তাহাদের প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করিতেছেন। ফলে তাহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করিয়া তিনি মক্কা মুকাররমায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করিবেন। আর ইহাই তাহাদের কাছে কষ্টকর মনে হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:১৭১)

يَعْذِرَانِكُمْ শব্দটির ذ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ يقبلون معذرتكم (তোমাদের ওযর গ্রহণ করিয়াছেন)। -(তাকমিলা ৩:১৭২)

ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ (অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা মুকাররমা প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাওয়াফ করিতে হইবে। চাই হজ্জের ইহরাম কিংবা উমরার ইহরাম কিংবা ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করা হউক। কেননা মুসলমানের সর্বসম্মত মতে মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় শিরস্ত্রান ছিল। আর হাদীছসমূহেও ইহার উপর প্রমাণ বহন করে এবং ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ বলেন, পর্যটকগণ (اهل الافاق) এর যাহারা হজ্জ কিংবা উমরার ইচ্ছা না করেন তাহাদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়িয আছে। কিন্তু হানাফী ও মালেকী মতাবলম্বীগণের মতে পর্যটকদের জন্যও ইহরাম ব্যতীত মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করা জায়িয নাই। আর তাহার মক্কা বিজয়ের ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশিষ্টতার উপর প্রয়োগ করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৭২)

آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ (তিনি ধনুকের বাঁকা প্রান্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন)। السية শব্দটির س বর্ণে যের এবং ى বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর দ্বারা পঠনে অর্থ المنعطف من طرفي القوس (ধনুকের দুই প্রান্তের বাঁকা প্রান্ত)। আর يطعن শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। তবে অভিধানে যবর দ্বারা পঠনও জায়িয। আর এই কর্মটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূর্তিসমূহ ও উহাদের পূজাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন। আর ইহাও প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, ইহারা কাহারও উপকার কিংবা ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে না। এমনকি ইহারা নিজেদেরকেও ক্ষতি হইতে বাঁচাইতে পারে না। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:১৭২)

(৪৪৯৯) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى "احْصُدُوهُمْ حَصْدًا". وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُوا قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "فَمَا اسْمِي إِذًا كَلاَّ إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ".

(৪৪৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন মুগীরা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে অতঃপর তিনি স্বীয় একহাত অপর হাতের উপর রাখিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, তোমরা তাহাদেরকে খতম কর। এই হাদীছে তিনি আরও বলেন যে, তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন কিছু একটা বলিয়াছি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমার নামের কী আর থাকিবে? এমনটি কখনও হইবে না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার (প্রিয়) বান্দা এবং তাঁহার (মনোনীত) রাসূল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

احْصُدُوهُمْ حَصْدًا (তোমরা তাহাদের খতম কর)। احْصُدُوا শব্দটির ص বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ استأصلوهم قتلا (তোমরা তাহাদেরকে হত্যা করিয়া মূলোৎপাটন কর)। -(তাকমিলা ৩:১৭৩)

(৪৫০০) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لأَصْحَابِهِ فَكَانَتْ نَوْبَتِي فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمُ نَوْبَتِي. فَجَاءُوا إِلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ الزُّبَيْرَ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْبَيَاذِقَةِ وَبَطْنِ الْوَادِي فَقَالَ "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لِي الأَنْصَارَ". فَدَعَوْتُهُمْ فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ

فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ". قَالُوا نَعَمْ قَالَ "انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا". وَأَخْفَى بِيَدِهِ وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ "مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا". قَالَ فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَنَامُوهُ قَالَ وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفَا وَجَاءَتِ الأَنْصَارُ فَأَطَافُوا بِالصَّفَا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ". فَقَالَتِ الأَنْصَارُ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ. وَنَزَلَ الْوَحْىُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "قُلْتُمْ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ. أَلاَ فَمَا اسْمِي إِذًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ". قَالُوا وَاللهِ مَا قُلْنَا إِلاَّ ضِنًّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ "فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ".

(৪৫০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন রাবাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। আমাদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)ও ছিলেন।

আমরা প্রত্যেকেই (সফরে) এক এক দিন তাঁহার সাথীদের জন্য খানা রান্না করিতাম। একদিন আমার পালা আসিল। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! আজ আমার পালা। সুতরাং তাঁহারা সকলেই আমার মনযিল (অবস্থান)-এ আসিলেন। কিন্তু তখনও খানা রান্না করা শেষ হয় নাই। ফলে আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! আপনি যদি আমাদেরকে খানা তৈরীর পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীছ বর্ণনা করিতেন। তিনি বলিলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) ডানদিকের বাহিনীর এবং যুবায়র (রাযি.)কে বাম দিকের বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। আর আবূ উবায়দা (রাযি.)কে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া উপত্যকা অতিক্রম করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আনসারগণকে আমার কাছে আসিতে আহ্বান কর। তাই আমি তাহাদেরকে আহ্বান করিলাম। তাঁহারা দ্রুত আগমন করিলেন।

তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রে লোকজনের জমায়েত লক্ষ্য করিতেছ? তাঁহারা প্রতি-উত্তরে আরয করিলেন, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা মনোযোগসহকারে লক্ষ্য কর, আগামীকাল যখন তোমরা (জিহাদে) তাহাদের মুকাবালা করিবে তখন তাহাদেরকে হত্যা করার মত হত্যা করিবে। অতঃপর তাঁহার মুবারক ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, তাহাদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া দিবে। তারপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার সহিত তোমাদের একত্রিত হইবার স্থান সাফা পাহাড়। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, সেই দিন আনসারগণের সামনে যেই কোন বিধর্মী পড়িয়াছে তাহাকেই তাঁহারা হত্যা করিয়া দিয়াছে। তিনি (আবূ হুরায়রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিলেন, তখন আনসারগণ আসিয়া সাফা পাহাড় ঘিরিয়া ফেলিলেন। তখন আবূ সুফয়ান ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরায়শগণকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজকের পর আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকিবে না। আবূ সুফয়ান (রাযি.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন, যেই ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ, যে অস্ত্র ফেলিয়া দিবে সেই ব্যক্তিও নিরাপদ এবং যেই ব্যক্তি নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে সেই ব্যক্তিও নিরাপদ। তখন আনসারগণ (পরস্পর) আলোচনা করিতেছিলেন যে, এই লোকটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে নিজ গোত্রের ভালোবাসা এবং স্বদেশ প্রেমে সমাবৃত করিয়াছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি (তাহাদেরকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরাই কি বলিয়াছিলে যে, "এই লোকটি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে নিজ গোত্রের ভালোবাসা এবং স্বদেশ প্রেমে সমাবৃত করিয়াছে?" সাবধান! তাহা হইলে আমার নামের কি আর থাকিবে। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিয়াছেন। আমি মুহাম্মদ, আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তোমাদের কাছে গিয়াছি। কাজেই আমার জীবন তোমাদের জীবনের সহিত এবং আমার মরণ তোমাদের মরণের সহিত। তখন তাঁহারা আরয করিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রত্যাশায়। তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল তোমাদের বক্তব্যের সত্যায়ন করেন এবং তোমাদের ওযর গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْبَيَاذِقَةِ (পদাতিক বাহিনী)। وهم الرجالة আর তাহারা হইলেন পতাদিক বাহিনী। -(তাকমিলা ৩:১৭৩)

فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ (তখন তাঁহারা দ্রুত আসিলেন)। يُهَرْوِلُونَ শব্দটির ى বর্ণে পেশ ه বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন এবং و বর্ণে যের দ্বারা পঠনে هرولة (দ্রুত চলা) হইতে مضارع এর সীগা। আর ইহা হইল الاسراع فى المشى (পদব্রজে দ্রুত গতিতে চলা)। -(তাকমিলা ৩:১৭৩)

فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ (সেই দিন আনসারগণের সামনে যেই কোন বিধর্মী পড়িয়াছে তাহাকেই তাঁহারা হত্যা করিয়া দিয়াছে)। اناموه অর্থাৎ قتلوه (তাহাকেই তাঁহারা হত্যা করিয়া দিয়াছে)। ইহা প্রমাণ করে যে, মক্কা মুকাররমা শক্তি প্রয়োগে বিজয় হইয়াছে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আহমদ এবং জমহুরে উলামার মাযহাব। আর শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিজয় হইয়াছে। আল্লামা মাযূরী (রহ.) দাবী করেন যে, এই অভিমতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একক।

জমহুরে উলামার দলীল আলোচ্য হাদীছে আবূ সুফয়ানের উক্তি ابيدت خضراء قريش (কুরায়শ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ من دخل دار ابى سفيان فهو امن الخ (যেই ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ ...)। ইহা প্রমাণ করে যে, মক্কা মুকাররমা শক্তি প্রয়োগে বিজয় হইয়াছে। কেননা, যদি আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিজয় হইত তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকেই নিরাপদ হইত। তাহাদের কতককে নিরাপত্তার জন্য স্থান বা শর্ত নির্ধারণ করার প্রয়োজন হইত না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৭৪)

(৪৫০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ "{ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} {جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَوْمَ الْفَتْحِ.

(৪৫০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আর পবিত্র কা'বার চতুর্পার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে একটি ছড়ি ছিল তিনি উহা দিয়া মূর্তিগুলিকে (লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে) খোঁচা দিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, "সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হইবারই ছিল। -(সূরা বনী ইসরাঈল- ৮১)।" সত্য (ধর্ম) আসিয়া গিয়াছে আর অসত্যের (বিলুপ্তি ঘটিল এবং ইহার) সূচনা হইবে না আর না পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হইবে। -(সূরা সাবা- ৪৯)। রাবী ইবন আবূ উমর (রহ.) يَوْمَ الْفَتْحِ (বিজয়ের দিন) কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا (তিনশত ষাটটি মূর্তি)। نُصُبًا শব্দটির ن এবং ص বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর কখনো ص বর্ণে সাকিনসহ পঠিত হয়। ইহা الانصاب এর একবচন। আর ইহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া মূর্তিসমূহের মধ্য হইতে যেইগুলিকে পূজা করার জন্য স্থাপন করা হয়। আর কখনও النصب শব্দটি সেই সকল পাথরের উপর প্রয়োগ হয় যাহার উপর তাহারা মূর্তিসমূহের নামে যবাহ করিত। এই স্থানে ইহা মর্ম নহে। আর কখনও রাস্তার চিহ্নের উপর الانصاب শব্দটি প্রয়োগ হয়। এই হাদীছে ইহাও মর্ম নহে। -(ফতহুল বারী ৮:১৭) -(তাকমিলা ৩:১৭৫)

(৪৫০২) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ زَهُوقًا وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ الأُخْرَى وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا صَنَمًا.

(৪৫০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন আবূ নাজীহ (রহ.) হইতে এই সনদে زَهُوقًا (বিলুপ্ত হইবারই) পর্যন্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অপর (সূরা সাবা-এর ৪৯ নং) আয়াত খানা রিওয়ায়ত করেন নাই। আর তিনি نُصُبًا (পূজার দেবী, মূর্তি) শব্দের পরিবর্তে صَنَمًا (মূর্তি, প্রতিমা) শব্দ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৫০৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ "لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৪৫০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মুতী' (রহ.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (মুতী' রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শগণকে বাঁধিয়া হত্যা করা হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাঁহার পিতা হইতে)। তিনি হইলেন, মুতী' বিন আসওয়াদ বিন হারিছা বিন নযলা। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহার হইতে সহীহ মুসলিম শরীফে এই একটি হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছ বর্ণিত হয় নাই। তিনি হযরত উছমান (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আল্লামা ইবনুল বারকী (রহ.) কতক ঐতিহাসিক হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি 'জংগে জমল'-এ নিহত হইয়াছিলেন। -(আল-ইসাবা ৩:৪০৫)

لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শগণকে বাঁধিয়া হত্যা করা হইবে না)। আলিমগণ বলেন, ইহার মর্ম হইতেছে যে, কুরায়শ সম্প্রদায়ের সকলই মুসলমান হইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে আর কেহই মুরতাদ হইবেন না। আর কুফরীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাহাদেরকে বাঁধিয়া হত্যা করা হইবে না। তবে ইহার মর্ম এইরূপ নহে যে, যুলুমে শিকার হইবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর কুরায়শগণের উপর যুলুম হইয়াছে যাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। 'তুহফাতুল আখইয়ার' গ্রন্থে আছে ইবন খাত্তাল একজন কাফির ছিল সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল। ফতহে মক্কার দিন কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলেন যে, ইবন খাত্তাল পবিত্র কা'বা ঘরের পর্দার নীচে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ তাহাকে বাঁধিয়া (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করেন। তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য হাদীছ ইরশাদ করিয়াছেন। -(শরহে নওয়াভী ২:১০৪, তুখফাতুল আখইয়ার)

(৪৫০৪) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُطِيعًا.

(৪৫০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... যাকারিয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে, কুরায়শগণের মধ্য হইতে কোন عَاصِي (অবাধ্য) ইসলাম গ্রহণ করে নাই مُطِيع (অনুগত) ব্যতীত, তাহার (পূর্ব) নাম ছিল عَاصِي (অবাধ্য)। (ইসলাম গ্রহণের) পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম مُطِيع রাখিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ (কুরায়শগণের আসীদের কেহ ...)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, عُصَاة শব্দটি এই স্থানে العاص এর বহুবচন। صفت (গুণ)-এর বহুবচন নহে। অর্থাৎ কুরায়শগণের মধ্যে যাহাদের নাম العاص (আল-আস) ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। যেমন, আল-আস বিন ওয়াযিল আস-সাহমী, আল-আস বিন হিশাম এবং আল-আস বিন সাঈদ বিন আল-আস (মুতী') প্রমুখ। তবে আল-আস ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) ব্যতীত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, আবূ জানদাল বিন সুহায়ল বিন আমর (রাযি.)-এর নাম ব্যতিক্রম হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। যদিও তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর তাহার নামও العاص ছিল। ইহা যদি সহীহ্ হয় তাহা হইলে নামের উপর কুনিয়াত প্রাধান্য পাইয়াছিল। নাম অজানা হইয়া গিয়াছিল এবং কেহ তাহার নাম সম্পর্কে অবহিত করে নাই। ফলে তাহাকে ব্যতিক্রমের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই যেমন মুতী' ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.)কে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। -(শরহে নওয়াভী ২:১০৪, তাকমিলা ৩:১৭৭)

بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি-এর বিবরণ

(৪৫০৫) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ "هٰذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ". فَقَالُوا لَا تَكْتُبْ رَسُولُ اللهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ "امْحُهُ". فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ قَالَ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُهَا بِسِلَاحٍ إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاحِ. قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ.

(৪৫০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, হুদায়বিয়ার দিন হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি চুক্তি পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। তখন তিনি লিখেন, এই হইতেছে সেই সন্ধিপত্র যাহা লিখাইয়াছেন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। (ইহা দ্বারা বুঝা যায় কোন চুক্তি কিংবা প্রত্যয়নপত্রে অনুরূপ লিখা চাই) তখন মুশরিকরা বলিল, আপনি 'রাসূলুল্লাহ' লিখিবেন না। আমরা যদি আপনাকে 'রাসূলুল্লাহ' বলিয়া জানিতাম তাহা হইলে আমরা আপনার সহিত যুদ্ধ করিতাম না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে বলিলেন, ইহা মুছিয়া দাও। তখন হযরত আলী (রাযি.) বলিলেন, আমি ইহা মুছিবার লোক নই। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাতে উহা মুছিয়া দিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, সন্ধিপত্রে তাহাদের শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, মুসলমানগণ মক্কা প্রবেশ করিয়া তিন দিন অবস্থান করিতে পারিবে এবং তাঁহারা অস্ত্রসহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। তবে খাপে বদ্ধ অস্ত্র (তলোয়ার) নিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে। (শু'বা (রহ.) বলেন) আমি আবূ ইসহাক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম جُلُبَّانُ السِّلَاحِ বাক্যের মর্ম কি? তিনি বলিলেন, ইহার মর্ম খাপ এবং ইহার অভ্যন্তরে যাহা থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْحُدَيْبِيَةِ (হুদায়বিয়া) শব্দটির ح বর্ণে পেশ, د বর্ণে যবর, প্রথম ى বর্ণে সাকিন এবং ب বর্ণে যেরসহ পঠিত। আর দ্বিতীয় ى এর ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের কতকের মতে তাশদীদসহ। আর কতকের মতে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্বিতীয় ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে সহীহ বলিয়াছেন। আর কেহ বলেন, উভয়ভাবে পঠনই সহীহ। আহলে মদীনা ইহাকে তাশদীদসহ এবং আহলে ইরাক তাশদীদ-বিহীন উচ্চারণ করেন। ইহা বড় জনপদ নহে; বরং মাধ্যম ধরণের একটি গ্রাম (বা শহর)। যেই গাছের নীচে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার পার্শ্বস্থ একটি কূপের নাম হুদায়বিয়া। (এই কূপের নাম অনুসারেই গ্রামটিও হুদায়বিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে)। হুদায়বিয়া এবং মক্কার মধ্যকার দূরত্ব এক 'মারহালা'। হুদায়বিয়ার কিছু অংশ 'হিল্ল'-এর মধ্যে অবস্থিত আর কিছু অংশ 'হারম'-এর মধ্যে অবস্থিত। আর ইহা পবিত্র কা'বা হইতে সর্বাধিক দূরবর্তী 'হিল্ল'।

(كذا فى معجم البلدان للحموى ৬ : ২২৯)

বর্তমানে এই স্থানটি 'শুমায়মিয়্যি' নামে পরিচিত। জিদ্দা এবং মক্কা মুকাররমার প্রাচীন রাস্তায় ইহা অবস্থিত। প্রসিদ্ধ গযূয়ায়ে হুদায়বিয়ার ঘটনা এই স্থানেই সংঘঠিত হইয়াছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ষষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দা মাসে) সাহাবাগণকে নিয়া উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় পৌঁছিবার পর মুশরিকরা মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতে বাধা দেয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অবশেষে এই স্থানেই হুদায়বিয়ার সন্ধি-পত্র সম্পাদিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:১৭৭)

(৪৫০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيثِ "هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ".

(৪৫০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদায়বিয়াবাসীদের সহিত সন্ধি করিলেন, তখন হযরত আলী (রাযি.) তাহাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি লিখিলেন 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!' অতঃপর রাবী মুআয (আম্বরী রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এই হাদীছে هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ (এই সন্ধি-পত্রে যাহা লিখাইয়াছেন) বাক্যটি রিওয়ায়ত করেন নাই।

(৪৫০৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْتِ صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثًا وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ السَّيْفِ وَقِرَابِهِ. وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ. قَالَ لِعَلِىٍّ "اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا فَقَالَ عَلِىٌّ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَمْحَاهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَرِنِى مَكَانَهَا". فَأَرَاهُ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا وَكَتَبَ "ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ"

فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ قَالُوا لِعَلِيٍّ هٰذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ فَأَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ "نَعَمْ". فَخَرَجَ. وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ بَايَعْنَاكَ.

(৪৫০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও আহমদ বিন জানাব মিসমিসী (রহ.) তাঁহারা ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহ শরীফ গমনে বাধাগ্রস্ত হইলেন তখন মক্কাবাসীগণ তাঁহার সহিত এই শর্তে সন্ধি করিল যে, তিনি (আগামী বছর) মক্কায় প্রবেশ করিবেন এবং তথায় তিনদিন অবস্থান করিবেন এবং কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিবেন না। আর তিনি মক্কার কোন অধিবাসী সাথে নিয়া বাহির হইতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে তাঁহার সাহাবীগণের কেহ যদি মক্কা থাকিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে নিষেধ করিতে পারিবেন না। তখন তিনি আলী (রাযি.)কে বলিলেন, আমাদের মধ্যকার শর্তগুলি এইভাবে লিখিয়া নাও : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম .... এই হইতেছে সেই সন্ধিপত্র যাহা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চূড়ান্ত করিয়াছেন। তখন মুশরিকরা তাঁহাকে বলিলেন, আমরা যদি আপনাকে 'রাসূলুল্লাহ' জানিতাম তাহা হইলে আপনার আনুগত্য স্বীকার করিতাম। তবে আপনি লিখুন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তখন তিনি হযরত আলী (রাযি.)কে উহা মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাযি.) আরয করিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইহা মুছিতে পারিব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে আমাকেই ইহার ('রাসূলুল্লাহ' লিখিত) স্থানটি দেখাইয়া দাও। তিনি উক্ত স্থান দেখাইয়া দিলেন এবং তিনি উহা নিজ মুবারক হাতে মুছিয়া ফেলিলেন এবং লিখিলেন, ইবন আবদুল্লাহ। (উম্মী হওয়া সত্ত্বেও স্বহস্তে লিখিয়া দেওয়া তাঁহার মুজিযা ছিল) অতঃপর তিনি (পরের বৎসর সাহাবাগণকে নিয়া) উমরাতুল কাযা আদায়ের লক্ষ্যে মক্কায় তিনদিন অবস্থান করিলেন। যখন তৃতীয় দিন সমাগত হইল তখন তাহারা (মুশরিকরা) হযরত আলী (রাযি.)কে বলিল, ইহাই হইতেছে তোমার সাহেবের কৃত শর্তের শেষ দিন। তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়া দাও। তখন তিনি তাঁহাকে এই বিষয়ে অবহিত করিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর (মক্কা হইতে) বাহির হইয়া গেলেন। আর রাবী ইবন জানাব (রহ.) তাহার বর্ণিত রিওয়ায়তে تَابَعْنَاكَ (আপনার আনুগত্য স্বীকার করিতাম)-এর স্থলে بَايَعْنَاكَ (আপনার বায়আত গ্রহণ করিতাম) বলিয়াছেন।

(৪৫০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ "اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ". قَالَ سُهَيْلٌ أَمَّا بِاسْمِ اللّٰهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ فَقَالَ "اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ". قَالُوا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ لَاتَّبَعْنَاكَ وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ وَاسْمَ أَبِيكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اكْتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ". فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَكْتُبُ هٰذَا قَالَ "نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّٰهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا".

(৪৫০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, কুরায়শগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সন্ধি করিল। তাহাদের মধ্যে সুহায়ল বিন আমরও ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আলী (রাযি.)কে বলিলেন, তুমি লিখ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু)। সুহায়ল বলিল, 'বিস্মিল্লাহ' কী? আমরা তো জানিনা যে, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম কী? তবে আমরা যাহা জানি بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ! আপনার নামে আরম্ভ)। তাহাই লিখ। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : লিখ, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পক্ষ হইতে। তখন তাহারা (আপত্তি করিয়া) বলিল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূলই জানিতাম, তাহা হইলে তো আমরা আপনার অনুসরণই করিতাম; বরং আপনি আপনার নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি লিখ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হইতে। তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এই মর্মে শর্ত করিল যে, যাহারা আপনার নিকট হইতে চলিয়া আসিবে, আমরা তাহাকে ফেরৎ পাঠাইব না। কিন্তু আমাদের কেহ যদি আপনার নিকট চলিয়া যায় তাহা হইলে আপনারা অবশ্যই তাহাকে ফেরৎ পাঠাইবেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি ইহা লিখিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহাদের কাছে যায় তাহা হইলে আল্লাহই তাহাকে (স্বীয় রহমত হইতে) বিতারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে আমাদের কাছে আসিবে (তাহাকে ফেরৎ প্রদান করিলেও) আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাহার কোন ব্যবস্থা ও রাস্তা বাহির করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا (আর আমাদের কেহ যদি আপনার নিকট চলিয়া যায় তাহা হইলে আপনারা অবশ্যই তাহাকে ফেরৎ পাঠাইবেন)। উলামায়ে ইযাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কথা মতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা বাদ দিয়া بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (হে আল্লাহ! আপনার নামে শুরু) লিখিলেন। অনুরূপ 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' লিখিলেন এবং رسول الله (আল্লাহর রাসূল) লিখা বাদ দিলেন। অনুরূপ তাহাদের কথা মতে এই শর্তটিও লিখিলেন, তাহাদের হইতে কেহ (ইসলাম গ্রহণ করিয়া) আমাদের কাছে আসিলে তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। কিন্তু আমাদের কেহ তাহাদের কাছে (নাউযুবিল্লাহ) গেলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। বলাবাহুল্য হুদায়বিয়ার সন্ধি-পত্র তাহাদের শর্ত মতে করিলেও ইহাতে বিরাট উপযোগিতা নিহিত রহিয়াছে। অথচ এইগুলিতে তেমন কোন ক্ষতি ছিল না। কেননা, 'বিস্মিল্লাহ' এবং 'বিইস্মিকা আল্লাহুম্মা' এতদুভয় বাক্যের অর্থ একই। অনুরূপ 'মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ' তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রথম বাক্যে আল্লাহ তা'আলার আর-রাহমান ও আর-রাহীম এই দুইটি গুণ লিখা হইতে বাদ দেওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর رسالة গুণটি স্থান বিশেষে লিখা হইতে বাদ দেওয়া নিষেধ নাই। আর তাহাদের শর্তের মধ্যে কোন ফ্যাসাদও নাই। হ্যাঁ, তাহারা যদি কোন বাতিল শর্ত তথা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সম্মানে কিছু লিখিতে বলিত যাহা লিখা বৈধ নহে তবে কথা ছিল। আর অপর শর্ত যে, তাহাদের কেহ আমাদের কাছে আসিলে তাহাকে ফেরৎ পাঠাইবে। পক্ষান্তরে আমাদের কেহ তাহাদের কাছে গেলে তাহাদের ফেরৎ পাঠানো হইবে না। এই শর্তটির হিকমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন যে, "আমাদের মধ্যে হইতে কেহ যদি (নাউযুবিল্লাহ, মুরতাদ হইয়া) তাহাদের কাছে যায় তবে আল্লাহ তা'আলাই তাহাকে (স্বীয় রহমত হইতে) বিতারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে (ইসলাম গ্রহণপূর্বক) আমাদের কাছে আসিবে (তাঁহাকে ফেরৎ দিলেও) আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাহার কোন ব্যবস্থা ও রাস্তা বাহির করিয়া দিবেন।" অতঃপর প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছিলেন তদ্রুপই হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হইতে যাহারা (ইসলাম গ্রহণ করিয়া) আমাদের কাছে আসিয়াছিলেন তাহাদেরকে ফেরৎ প্রদান করায় আল্লাহ তা'আলা

একটি রাস্তা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন (ইহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযাসমূহের একটি মু'জিযা ছিল। -(তাকমিলা ৩:১৮০-১৮১)

মুসলমানগণের সকলই এই সন্ধিকে পরাজয় বলিয়া ভাবিতেছিলেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে প্রকাশ্য বিজয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। মদীনার পথেই এই আয়াত নাযিল করিলেন إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করিলাম– সূরা ফাতহ- ১) পরবর্তীতে ঘটনা পুঞ্জের ফলাফল দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্তর্নিহিত নিগুঢ় রহস্যাবলী উদঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ছিল না। সন্ধির পর তাহাদের মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ হয়। বংশগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরুন কাফিররা মদীনায় আসিয়া মাসের পর মাস অবস্থান করিতে লাগিল। মুসলমানদের সহিত উঠাবসা, ইসলাম বিষয়ক আলোচনা চলিতে লাগিল। মুসলমান মাত্রই ছিলেন আন্তরিকতা, সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতার প্রতীক। তাহাদের হইতে যাহারা মক্কা যাইতেন তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারাই উপর্যুক্ত গুণাবলী প্রকাশ হইত। ফলে কাফির মুশরিকদের অন্তঃকরণ ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকিল। ঐতিহাসিকগণের মতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হইতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যত অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তেমন আর কখনও হয় নাই। এই স্থানে উল্লেখ্য যে, সন্ধিপত্রের এই শর্ত যে (ইসলাম গ্রহণপূর্বক) মক্কা হইতে (মদীনায়) চলিয়া যাইবে তাহাকে পুনঃরায় মক্কায় ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে শুধু পুরুষগণই অন্ত র্ভুক্ত ছিলেন– মহিলাগণ নহে।

যেই সকল লোক (ইসলাম গ্রহণ করিয়া) মক্কায় থাকিতে হইয়াছিল তাহাদের উপর কাফিরদের কঠোর নির্যাতন চলিত এক পর্য্যায়ে মুসলমানগণ পলায়ন করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় আসিতে থাকেন। আর তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আগমন করেন উত্‌বা বিন উসাইদ (আবূ বছীর রাযি.)। তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করার জন্য কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করেন। সন্ধির শর্ত মুতাবিক তাহাকে এই বলিয়া ফেরৎ দেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার কোন একটি সুরাহা করিয়া দিবেন। নিরুপায় হইয়া হযরত উৎবা (রাযি.) উক্ত কাফিরদ্বয়ের প্রহরাধীনে মক্কা মুকাররমায় রওয়ানা হইলেন। যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া উত্‌বা (আবূ বছীর রাযি.) কাফিরদের একজনকে বধ করিয়া ফেলিলেন। অপরজন আত্মরক্ষা করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঘটনার বিবরণ দেন। ইত্যবসরে হযরত আবূ বছীর (রাযি.)ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন : সন্ধি শর্ত অনুযায়ী আপনি আমাকে প্রত্যার্পণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মদীনার বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং যু-মারওয়ার নিকটবর্তী সমুদ্র তীরে 'ঈছ' নামক স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মক্কার যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করেন তাহারাই এই স্থানে সমবেত হইতে থাকিলেন। এমনিভাবে একটি ছোট খাট মুসলিম সমাজ গড়িয়া উঠিল। অতঃপর তাহারা এমন শক্তিশালী হইলেন যে, কুরায়শগণের সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়া তাহাদের হইতে গণীমত হিসাবে মাল হস্তগত করিয়া জীবনধারনের ব্যবস্থা করিলেন।

উদ্ভুত পরিস্থিতির চাপে নিরুপায় হইয়া কুরায়শগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, সন্ধিপত্রের ৫নং শর্ত আমরা বাতিল করিতেছি। এখন হইতে যে কোন মুসলমান মদীনায় যাইয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিতে পারিবে। আমরা তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিব না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তুহারা মুসলমানদের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে মদীনায় চলিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। ফলে তাহারা মদীনায় চলিয়া আসিলেন। -(সীরাতুন-নবী-শিবলী নো'মানী সংক্ষিপ্ত)

(৪৫০৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا وَذٰلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ "بَلَى". قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ "بَلَى". قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا". قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى. قَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى. قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ "نَعَمْ". فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

(৪৫০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবূ ওয়ায়িল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, সাহল বিন হুনায়ফ (রাযি.) সিফ্ফীনের দিন দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা নিজেদেরকে অভিযুক্ত মনে করিবে। হুদায়বিয়ার দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। আমরা ইহাকে যুদ্ধ মনে করিলে সেই দিন অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করিতাম। ইহা হইতেছে সেই সন্ধিচুক্তির কথা যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যে হইয়াছিল। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি হকের উপর নই, আর তাহারা বাতিলের উপর? তিনি (জবাবে) বলিলেন, কেন না, নিশ্চয়ই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের নিহতরা কি জান্নাতী এবং তাহাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নহে? তিনি বলিলেন, কেন না, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে এই অপমান নিয়া ফিরিয়া যাইব। অথচ এখনও আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ে আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে কোন হুকুম অবতরণ করেন নাই? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে ইবনুল খাত্তাব! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর তিনি অবশ্যই কখনও আমাকে ধ্বংস করিবেন না। তিনি (আবূ ওয়ায়িল রাযি.) বলেন, তখন হযরত উমর (রাযি.) চলিলেন এবং তিনি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে আবূ বকর! আমরা কি হকের উপর এবং তাহারা কি বাতিলের উপর নহে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমাদের নিহতরা কি জান্নাতী এবং তাহাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নহে? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের বিষয়ে অপমান নিয়া ফিরিয়া যাইব। অথচ এখনও এই ব্যাপারে আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কোন হুকুম নাযিল হয় নাই? তখন তিনি বলিলেন, হে ইবনুল খাত্তাব! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁহাকে ধ্বংস করিবেন না। তিনি (রাবী আবূ ওয়ায়িল রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ফাতহের সুসংবাদে পবিত্র কুরআন নাযিল হইল, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর (রাযি.)কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার সামনে উহা পাঠ করিলেন। তখন তিনি (উমর রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহাই কি বিজয়? তিনি ইরশাদ করিলেন হ্যাঁ। তখন তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

"أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ "نَعَمْ (ইহাই কি বিজয়? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ)। হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় নামকরণের কারণ হইতেছে যে, উহাতে বিজয়ের অনেক উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যাহা উপর্যুক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই যুদ্ধবিরতিকালে মুসলমানগণের জন্য খায়বর বিজয়সহ কাফিরদের কাছে বাধাহীন ভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং জযীরাতুল আরবের বাহিরের দেশসমূহের রাষ্ট্র প্রধানগণের কাছে দাওয়াত পত্রসমূহ প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। আর এই সন্ধিচুক্তির ফলেই মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:১৮৪)

(৪৫১০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ إِلَّا أَمْرَكُمْ هٰذَا. لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ إِلَى أَمْرٍ قَطُّ.

(৪৫১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা ও মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... শকীক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, সিফ্‌ফীন দিবসে সাহল বিন হুনায়ন (রাযি.)কে আমি বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের অভিমতকে অভিযুক্ত মনে করিবে। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি আবূ জান্দান (রাযি.)-এর সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার আমার সাধ্য থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহা (আবূ জান্দান রাযি.কে কাফিরদের কাছে হস্তান্তর করা) প্রত্যাখ্যান করিতাম। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও কোন ব্যাপারে আমাদের তলোওয়ারসমূহ গ্রীবার উপর রাখিব না। তবে যদি উহা আমাদের জন্য সহজ বোধগম্য হয়। কিন্তু তোমাদের এই ব্যাপারটি (তথা সেই যুদ্ধ যাহা তাহাদের এবং সিরিয়াবাসীদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।) ব্যতিক্রম। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) তাহার বর্ণিত রিওয়ায়তে إِلَى أَمْرٍ قَطُّ (কখনও কোন ব্যাপারে) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ (আমি আবূ জান্দান (রাযি.)-এর সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করিতেছি)। ইহাতে আবূ জান্দান (রাযি.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তিনি পূর্ববর্তী ইসলাম গ্রহণকারীগণের একজন। মুশরিকরা তাঁহাকে বাঁধিয়া নির্যাতন করিত এবং দ্বীনে ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য কঠোর শাস্তি দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় গমন করিয়া সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার পূর্বক্ষণে তিনি হাতকড়া অবস্থায় মন্থর গতিতে হাটিয়া মুশরিকদের হইতে পলায়ন করিয়া চলিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে মুসলমানগণের জামাআত! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে ফিরাইয়া দিবেন। অথচ আমি মুসলমান হইয়া আসিয়াছি। আপনারা কি প্রত্যক্ষ করিতেছেন না যে, আমাকে তাহারা কি নির্যাতন ও নিপীড়ন করিয়াছে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মুশরিকদের পক্ষের নেতা সুহায়ল বিন আমরের কাছে তাহাকে সন্ধি চুক্তি হইতে ব্যতিক্রম রাখিতে বলিলেন। কিন্তু সুহায়ল অস্বীকার করিল। অবশেষে সে বলিল فوالله لا اصالحك على شيء ابدا (আল্লাহর কসম! কখনো কোন ব্যাপারে আপনার সহিত সন্ধি করিব না)। অতঃপর সুহায়ল বিন আমর হযরত আবূ জান্দান (রাযি.)কে ধরিয়া নিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। পরবর্তীতে হযরত আবূ জান্দান (রাযি.) আবূ বছীর (রাযি.)-এর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের জন্য একটি পথ বাহির করিয়া দিলেন। -(আল ইসাবা ৪:৩৪, তাকমিলা ৩:১৮৭)

يَوْمَ أَبُو جَنْدَلٍ (আবূ জান্দান (রাযি.)-এর সেই দিনটি) অর্থাৎ উহা হুদায়বিয়ার দিন। আবূ জান্দান (রাযি.)-এর নাম, আস বিন সাহল বিন আমর (রাযি.)। -(নওয়াভী ২:১৮৬)

إِلَّا أَمْرَكُمْ هٰذَا (কিন্তু তোমাদের এই ব্যাপারটি)। অর্থাৎ القتال الواقع بينهم وبين اهل الشام (সেই যুদ্ধ যাহা তাহাদের এবং সিরিয়াবাসীদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল)। -(নওয়াভী ২:১৮৬)

(৪৫১১) حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا.

(৪৫১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা এবং ইসহাক (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا (এমন বস্তুর দিকে যাহা আমাদেরকে ভয়াবহ অবস্থায় নিপতিত করে) বাক্যটি অতিরিক্ত আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا (এমন বস্তুর দিকে যাহা আমাদেরকে ভয়াবহ অবস্থায় নিপতিত করে)। অর্থাৎ الامر الفظيع الشديد (ভয়ঙ্কর বস্তু, কঠিন) আর يفظعنا অর্থাৎ يوقعنا في امر فظيع شديد علينا (আমাদেরকে এমন ভয়াবহ বস্তুতে নিপতিত করিল, যাহা আমাদের উপর খুবই কঠিন ছিল। -(জমিউল উসূল লি ইবন আছীর ৮:৩৩১)-(তাকমিলা ৩:১৮৫)

(৪৫১২) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ يَقُولُ اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ.

(৪৫১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন সাঈদ জাওহারী (রহ.) তিনি ... আবূ ওয়াইল (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, আমি সাহল বিন হুনায়ফ (রাযি.)কে সিফ্‌ফীনে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি "তোমরা তোমাদের নিজেদের অভিমতকে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করিবে। কেননা, আমি আবূ জান্দাল (রাযি.)-এর সেই দিনটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি আমার সেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ লংঘনের সামর্থ্য আমার থাকিত (তাহা হইলে আমি লংঘনই করিতাম। কেননা, বিষয় খুবই কঠিন ছিল যে, (আমরা উহার একটি জটিলতার সমাধান করিলে অপর একটি ফুটিয়া উঠে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ (আমরা উহার একদিকের জটিলতার সমাধান করিলে ...)। সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় এই হাদীছের শব্দ অনুরূপই রহিয়াছে। আর এই হাদীছে "لو"-এর জবাব উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ: وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ (যদি আমার সেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ লঙ্ঘনের সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আমি লঙ্ঘনই করিতাম।

الخصم (কোণ, কোনা, প্রান্ত) শব্দটি خ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الطرف (পার্শ্ব, কিনারা, প্রান্ত) আর প্রত্যেক বস্তুর প্রান্তকে خصم বলে। আর এই বাক্যটি পূর্ববর্তী (৪৫১০নং) হাদীছের উক্তি الا امركم هذا (কিন্তু তোমাদের এই ব্যাপারটি ব্যতিক্রম)-এর সহিত সম্পর্কশীল। যেমন সহীহ বুখারী শরীফের মাগাযী অধ্যায়ে

সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে : وما فضعنا اسيافنا على عواتقنا لامر يفظعها الا اسهلن بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر مانسد منها خصما الا تفجر علينا خصم، ما ندرى كيف نأتى له (আমরা আর কখনো এমন কোন ব্যাপারে আমাদের তলোয়ারসমূহ গ্রীবার উপর রাখিব না যাহা আমাদের ঘাবড়াইয়া দেয়। তবে যদি উহা আমাদের জন্য সহজ বোধগম্য হয়, এই ব্যাপারটির পূর্বে। আমরা একদিকে ছিদ্র বন্ধ করিলে অন্য দিকের ছিদ্র ফুটিয়া উঠে। এই ব্যাপারে আমরা কি করিব তা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না)। ইহার দ্বারা মর্ম এই যে, আমরা অতীতে যুদ্ধ করিয়াছি সেই যুদ্ধ ছিল সহজ-সরল ও মুসলমানের কল্যাণে। আর আমাদের এই যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ। ইহার বিষয়াবলী তো অত্যন্ত জটিল-গিটযুক্ত। كلما نحل مشكلة تظهر لنا مشكلة اخرى (আমরা যখনই একটি জটিলতার সমাধান করিতাম তখন আমাদের সামনে অপর একটি জটিলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িত)। ইহা এই কারণে যে, যুদ্ধটি ছিল মুসলমানগণের পরস্পরের মধ্যে। (এই ব্যাখ্যায় হাদীছের বাক্যের উপর কোন প্রকার প্রশ্ন থাকে না। অবশ্য সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনা মর্মের দিক দিয়া অধিক সুস্পষ্ট।

বলাবাহুল্য, সম্ভবত সহীহ মুসলিম শরীফের কোন রাবী কর্তৃক এই বাক্যের কিছু অংশ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ফলে হাদীছের মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাছাড়া مَافَتَحْنَا مِنْهُ فِى خُصْمٍ (আমরা উহার একদিকের জটিলতার সমাধান করিলে ...)। এমন একটি বাক্য যাহা এই রাবী ব্যতীত অন্য কোন রাবী উল্লেখ করেন নাই। সঠিক হইতেছে যাহা সহীহ বুখারী নকল করিয়াছেন : مانسد منها خصما (একদিকের ছিদ্র বন্ধ করিলে)। কেননা, الانفجار (উদ্ভাসিত হওয়া, ফুটিয়া উঠা, বেগে বাহির হওয়া) শব্দের বিপরীতে السد (বন্ধ) শব্দটি যথার্থ প্রয়োগ এবং ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৮৬)

(৪৫১৩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ} إِلٰى قَوْلِهِ {فَوْزًا عَظِيمًا} مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْىَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ "لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَةٌ هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا".

(৪৫১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস বিন মালিক (রাযি.) তাহাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হুদায়বিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন এই আয়াত নাযিল হইল : "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে একটি সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি। যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের ও পরের উত্তমের খেলাফ কৃতকর্ম ক্ষমা করিয়া দেন ... হইতে ... মহাসাফল্য।" পর্যন্ত। -(সূরা ফাতহ ১০৪)। তখন তাঁহাদেরকে দুঃখ-বেদনা ও ক্ষোভে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আর কুরবানীর পশুগুলি হুদায়বিয়াতেই কুরবানী করা হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার প্রতি এমন আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহা আমার কাছে সমগ্র দুন্ইয়া হইতে অধিক প্রিয়।

(৪৫১৪) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ.

(৪৫১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নাযার তায়মী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) সূত্রে হযরত আনাস (রাযি.) হইতে ইবন আবূ আরুবা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করা

(৪৫১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قَالَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَ أَبِي حُسَيْلٌ قَالَ فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ " انْصَرِفَا نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ ".

(৪৫১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের জিহাদে আমাকে যোগদান করা হইতে ইহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু বিরত রাখে নাই যে, আমি এবং আমার পিতা হুসায়ল (রাযি.) বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। এমতাবস্থায় কুরায়শ কাফিররা আমাদের পাকড়াও করিয়া বলিল, তোমরা অবশ্যই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ। তখন আমরা (জবাবে) বলিলাম, আমাদের তাঁহার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা নাই; বরং আমরা মদীনায় (ফিরিয়া) যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। তখন তাহারা আমাদের নিকট হইতে আল্লাহ তা'আলার নামে অঙ্গীকার নিল যে, আমরা অবশ্যই মদীনায় ফিরিয়া যাইব এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিব না। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া সেই (অঙ্গীকার) সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা উভয়ে ফিরিয়া যাও। আমরা তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিব এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَبِي حُسَيْلٌ (আমার পিতা হুসায়ল (রাযি.))। حُسَيْل (হুসায়ল) শব্দটি ابى (আমার পিতা) হইতে بدل হওয়ার তারণে مرفوع (শেষাক্ষর পেশযুক্ত) হইবে। হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর পিতার নাম হুসায়ল (রাযি.) এবং তাঁহার উপাধি ইয়ামান। হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর পিতা হুসায়ল (রাযি.) মুসলমান ছিলেন। উহুদের জিহাদের দিন ভুলক্রমে মুসলমানের হাতে তিনি শহীদ হইয়া যান। (বিস্তারিত ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে)-(তাকমিলা ৩:১৮৮)

مَا نُرِيدُهُ مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ (আমাদের তাঁহার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা নাই; বরং আমরা তো মদীনায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা রাখি)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আতঙ্কগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনে মিথ্যা ও দ্ব্যর্থবোধক উক্তি অবলম্বন করা জায়িয আছে। এই মাসয়ালায় বিস্তারিত ৪৪১৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(ঐ)

نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ (আমরা তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিব)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ওয়াজিব হিসাবে নহে। কেননা, ইমাম তাঁহার প্রতিনিধির সহিত কৃত জিহাদ বর্জনের অঙ্গীকার পূর্ণ করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য অঙ্গীকার পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সাহাবীগণের ব্যাপারে অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা প্রচার না হইতে পারে। কেননা, প্রচারকারীরা ইহার ব্যাখ্যা উল্লেখ করিবে না।

কাফির কর্তৃক মুসলিম কয়েদীর এই মর্মে অঙ্গীকার যে, সে পলায়ন করিবে না। ইহা পূর্ণ করা কিংবা না করার ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও কুফার ইমামগণের মতে এই অঙ্গীকার পূর্ণ

করা অত্যাবশ্যক নহে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে তাহার জন্য এই অঙ্গীকার পূর্ণ করা জরুরী। আর আল্লামা ইবনুল কাসিম ও ইবনুল মাওয়ায (রহ.) বলেন। কাফিররা যদি পলায়ন না করার ব্যাপারে বলপূর্বক কসম গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক নহে। কেননা, বলপূর্বক কসম গ্রহণ করার কোন বিধান নাই। আর কতিপয় ফকীহ বলেন, কসম এবং অঙ্গীকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; বরং তাহাকে কাফিরের শহর (আয়ত্ব) হইতে (মুসলমানগণের কাছে) চলিয়া আসা ওয়াজিব। -('শরহুল উবাই' গ্রন্থে অনুরূপ আছে)-(তাকমিলা ৩:১৮৯)

بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহযারের যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৫১৬) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ فَقَالَ "قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ". فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي أَنْ أَقُومَ قَالَ "اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ".

فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ حَتّٰى أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ". وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتّٰى أَصْبَحْتُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ "قُمْ يَا نَوْمَانُ".

(৪৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... ইবরাহীম তায়মী (রহ.)-এর পিতা (ইয়াযীদ বিন শরীক বিন তারিক তায়মী কূফী রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত হুযায়ফা (রাযি.)-এর কাছে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইতাম তাহা হইলে আমি তাঁহার পক্ষ হইয়া জিহাদ করিতাম এবং পরিপূর্ণ সাহায্য করিতাম। তখন হযরত হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, হয়তো তুমি তদ্রূপই করিতে কিন্তু আমি তো আহযাব (তথা খন্দক যুদ্ধের)-এর রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। প্রবল বায়ু ও প্রচন্ড শীত আমাদের কাবূ করিয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, "ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছ কি, যে আমাকে শত্রুর খবর আনিয়া দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিন আমার সহিত রাখিবেন?" আমরা তখন চুপ ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে কেহই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছ কি যে আমাকে শত্রুদের খবর আনিয়া দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিন আমার সহিত রাখিবেন?" এই বারেও আমরা চুপ রহিলাম এবং আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। তিনি আবার ঘোষণা করিলেন, ওহে! এমন কোন ব্যক্তি আছ কি যে আমাকে শত্রু পক্ষের খবর আনিয়া দিবে, আল্লাহ

তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাকে আমার সহিত রাখিবেন?" এই বারেও আমরা নীরব রহিলাম এবং আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে হুযায়ফা! উঠ এবং শত্রুপক্ষের খবরাখবর আমাদের কাছে আনিয়া দাও। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আমাকে নাম ধরিয়া ডাক দিলেন, তাই আমার দন্ডায়মান হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যাও শত্রুদলের খবরাখবর আমাকে আনিয়া দাও। তবে তাহাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিও না।

অতঃপর যখন আমি তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলাম, তখন মনে হইতেছিল আমি যেন (প্রচন্ডশীতে রাত্রে) উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চলিতেছি। এমনিভাবে আমি তাহাদের কাছে পৌঁছিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আবূ সুফয়ান আগুনের দ্বারা নিজের পিঠে তাপ নিতেছে। তখন আমি একটি তীর তুলে ধনুকের সংযোজন করিলাম এবং উহা নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলাম। এমন সময় আমার স্মরণ হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন। "তাহাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিও না।" আমি যদি তখন তীর নিক্ষেপ করিতাম তবে তীর অবশ্যই নিখুঁতভাবে লক্ষ্যস্থল ভেদ করিত। অগত্যা আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং প্রত্যাবর্তনের সময়ও উক্ত রূপ উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে দিয়া চলিয়া আসিলাম। অতঃপর যখন প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন শত্রুদলের খবরাখবর তাঁহাকে অবহিত করিলাম। আমার দায়িত্ব পালন সমাপ্ত করিবার পরই আবার আমি শীতের প্রচণ্ডতা অনুভব করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অতিরিক্ত একটি কম্বল দিয়া আমাকে আবৃত করিয়া দিলেন, যাহা তিনি নামায আদায়ের সময় পরিধান করিতেন। অতঃপর ভোর হওয়া পর্যন্ত আমি গভীর নিদ্রায় রহিলাম। যখন ভোর হইল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে গভীর নিদ্রামগ্ন! তুমি উঠ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَبْلَيْتُ (এবং আমি পরিপূর্ণ সাহায্য করিতাম)। أَبْلَيْتُ শব্দটির همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ابلاء হইতে معروف এর সীগা। অর্থাৎ بالغت فى نصرته (আমি তাঁহার পরিপূর্ণ সাহায্য করিতাম)। -(তাকমিলা ৩:১৮৯)

قُرٌّ শব্দটির ق বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে البرد الشديد (প্রচন্ডশীত)। -(তাকমিলা ৩:১৯০)

لَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ (তাহাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিও না)। تَذْعَرْ শব্দটির ت বর্ণে যবর ذ বর্ণে সাকিন এবং ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার অর্থ হইতেছে لا تفزعهم على، ولا تحركهم على (তাহাদেরকে আমার পক্ষে আতঙ্কিত করিও না এবং তাহাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিও না। -(তাকমিলা ৩:১৯০)

كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ (আমি যেন উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়া চলিয়াছি)। অর্থাৎ লোকেরা সেই সময় যেইরূপ তীব্র শীত অনুভব করিতেছিলেন সেইরূপ প্রচন্ড শীত তাহার অনুভূব হয় নাই; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উক্ত শীত হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। আর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহের মধ্য হইতে একটি মু'জিযা ছিল। -(তাকমিলা ৩:১৯১)

يَصْلِي ظَهْرَهُ (আবূ সুফয়ান আগুন দ্বারা তাঁহার পিঠে তাপ দিতেছে)। يَصْلِي শব্দটির ى বর্ণে যবর এবং ص বর্ণে সাকিনসহ পঠনে يدفئه ويدنيه من النار (আবূ সুফয়ান নিজ পিঠকে আগুনের কাছে নিয়া তাপ দিতেছে)। -(ঐ)

قُرِرْتُ শব্দটির ق বর্ণে পেশ প্রথম ر বর্ণে যের দ্বারা مجهول এর সীগায় পঠিত। অর্থাৎ اصابنى القر (আমাকে তীব্র শীতে আক্রমণ করিল)। -(তাকমিলা ৩:১৯১)

قُمْ يَا نَوْمَانُ (হে গভীর নিদ্রামগ্ন! এখন উঠিয়া যাও)। نَوْمَانُ শব্দটির ن বর্ণে যবর এবং و বর্ণে সাকিনসহ পঠনে ইহা দ্বারা كثير النوم (গভীর নিদ্রামগ্ন) মর্ম। অধিকাংশ ইহা النداء (সম্বোধন)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন এই স্থানে হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৯২)

بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উহুদের যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৫১৭) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ "مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ". فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ "مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ". فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبَيْهِ "مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا".

(৪৫১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ আযদী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওহুদের জিহাদের দিন কেবল সাতজন আনসার ও দুইজন কুরায়শ সাথীসহ অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলে তিনি বলিলেন, কে আমার পক্ষ হইতে শত্রুদের প্রতিহত করিবে, তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। কিংবা তিনি বলিলেন, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। তখন আনসারগণের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন এবং পরিশেষে শহীদ হইলেন। অতঃপর পুনরায় তাহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন তিনি বলিলেন, কে আমার পক্ষ হইতে শত্রুদের প্রতিহত করিবে, তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। কিংবা তিনি বলিয়াছেন, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। তখন আনসারগণের একজন অগ্রসর হইলেন এবং যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অবশেষে তিনিও শহীদ হইয়া গেলেন। অনুরূপভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে (আনসারগণের) সাতজনই শহীদ হইয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার (কুরায়শ) সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আমাদের (আনসারী) সঙ্গীদের প্রতি ন্যায় বিচার করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। সহীহ মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্য কোন গ্রন্থে এই হাদীছ আমি পাই নাই। -(তাকমিলা ৩:১৯৩)

فَلَمَّا رَهِقُوهُ (অতঃপর যখন তাঁহারা (শত্রুবাহিনী) তাহাকে (চতুর্দিক হইতে) বেষ্টন করিয়া ফেলিল ...)। رَهِقُوهُ শব্দটির ه বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। رهقه-يرهقه-رهقا যেমন سمع অর্থাৎ غشيه (তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল)। الارهاق হইল الاعجال (দ্রুত করিতে বলা, তাড়া দেওয়া)। আর কেহ বলেন, رهقوه অর্থাৎ قربوا منه (তাহারা তাঁহার নিকটবর্তী হইল)। ইহা হইতেই المراهق অর্থাৎ সেই বালক যে সাবালকত্বের নিকটবর্তী হইয়াছে। (كذا في جامع الاصول لابن أثير ٨ : ٤٣٣)-(তাকমিলা ৩:১৯৩)

لِصَاحِبَيْهِ (তাঁহার দুই সঙ্গীকে) অর্থাৎ القرشيين (কুরায়শ সঙ্গীদ্বয়)। -(তাকমিলা ৩:১৯৩)

مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا মশহুর রিওয়ায়তে ف বর্ণে সাকিন এবং اصحاب শব্দে نصب (শেষবর্ণে যবর) দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। ইহার অর্থ ما انصفت قريش الانصار لكون القرشيين لم يخرجا بل خرجت الانصار واحدا بعد واحد (কুরায়শ আনসারগণের প্রতি সুবিচার করে নাই। কেননা, কুরায়শ সঙ্গীদ্বয় যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয় নাই; বরং আনসার (সঙ্গী)গণ একের পর এক অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিয়া (শহীদ হইয়া) গিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতক রাবী ما انصفنا اصحابنا বাক্যে ف বর্ণে যবর এবং اصحاب শব্দে فاعل হিসাবে رفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠনে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। এই হিসাবে মর্ম হইবে ان اصحاب الذين فروا عنا لم ينصفونا

(নিশ্চয় যেই সকল সঙ্গী আমাদের রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহারা আমাদের প্রতি সুবিচার করে নাই)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:১৯৩)

(৪৫১৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغْسِلُ الدَّمَ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

(৪৫১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামীমী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহুদ জিহাদের দিন আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক চেহারা জখম করা হয়। তাঁহার 'রাবাইয়া (ছানাইয়া দাঁতের পার্শ্ববর্তী ডান ও বামের) দাঁত (-এর একটি) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহার মুবারক মাথায় শিরস্ত্রাণ ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.) রক্ত ধৌত করিতেছিলেন এবং হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) ঢাল দিয়া পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রাযি.) যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, ইহাতে রক্ত পড়া আরো বৃদ্ধি পাইতেছে তখন তিনি একটি মাদুর খন্ড পোড়াইলেন এবং উহা ছাই হইয়া যাওয়ার পর উহা জখমের উপর চাপিয়া ধরিলেন ফলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ (আর তাঁহার রাবাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়)। رَبَاعِيَة শব্দটির ر বর্ণে যবর এবং ب বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। الرباعية হইতেছে الثنايا (ছানায়া) দাঁতের পার্শ্ববর্তী দাঁত। অভিশপ্ত উৎবা বিন আবূ ওক্কাস তাঁহার মুবারক রাবাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয় এবং মুবারক ঠোঁট ক্ষত করিয়া দেয়। উৎবার ভাই সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযি.) বলিতেন ما حرصت على قتل رجل قط حرصى على قتل عتبة بن ابى وقاص (আমি উৎবা বিন আবূ ওক্কাসকে হত্যা করার কামনা ব্যতীত আর কাহাকেও কখনও হত্যা করার কামনা করি নাই। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:১৯৪)

هُشِمَتِ অর্থাৎ كسرت (ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়)। আর البيضة হইল الخوذ (শিরস্ত্রাণ, হেলমেট)। -(ঐ)

(৪৫১৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَمَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ. وَبِمَاذَا دُووِيَ جُرْحُهُ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُشِمَتْ كُسِرَتْ.

(৪৫১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাইদ (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, যখন তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তখন তিনি বলিলেন জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম! আমি সম্যক অবহিত কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জখম ধৌত করিতেছিলেন, কে পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন এবং কিসের দ্বারা তাঁহার জখমের চিকিৎসা করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি রাবী আবদুল আযীয (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে

তাহার বর্ণিত হাদীছ এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, "আর তাঁহার মুবারক চেহারায় জখম করা হয়। আর তিনি هُشِمَتْ এর স্থলে كُسِرَتْ (ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়) বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَ وَاللهِ (জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম!) বাক্যটি মূলতঃ أَمَا وَاللهِ ছিল। الف কে সহজ করার লক্ষ্যে বিলোপ করা হইয়াছে। আর اما শব্দটি حرف تنبيه (সতর্কীকরণ অব্যয়)। -(তাকমিলা ৩:১৯৫)

(৪৫২০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ مُطَرِّفٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أُصِيبَ وَجْهُهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُطَرِّفٍ جُرِحَ وَجْهُهُ.

(৪৫২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব, ইসহাক বিন ইবরাহীম এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন সাওয়াদ আমেরী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তাহারা ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি সাহল বিন সা'দ (রাযি.)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী ইবন আবূ হিলাল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে أُصِيبَ وَجْهُهُ (তাঁহার মুবারক চেহারায় আঘাত লাগে) রহিয়াছে। আর রাবী ইবন মুতাররাফ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে جُرِحَ وَجْهُهُ (তাঁহার মুবারক চেহারায় যখম হয়)।

(৪৫২১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ وَيَقُولُ "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ". فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ}

(৪৫২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহুদ জিহাদের দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাবাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার মুবারক মাথায় আঘাত লাগে তখন তিনি নিজ (মুখমন্ডল) হইতে রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন, সেই জাতি কিরূপে সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে, যাহারা তাহাদের নবীকে আহত করে এবং তাঁহার রাবাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। অথচ তিনি তাহাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করেন? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (এই ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। -(সূরা আলে ইমরান- ১২৮)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (এই ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই)। আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) বলেন, অর্থাৎ ليس لك من الحكم شئ فى عبادى الا ما امرتك به فيهم (আমার বান্দাদের ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। তবে আমি আপনাকে তাহাদের ব্যাপারে যেই নির্দেশ প্রদান করি)। অতঃপর বাকী প্রকারসমূহ উল্লেখ

করিয়া ইরশাদ করেন او يتوب عليهم (কিংবা আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন)। অর্থাৎ বর্তমান কুফরী অবস্থা হইতে তাহাদেরকে (হিদায়ত দান করিবেন) او يعذبهم (কিংবা তাহাদেরকে আযাব দিবেন) অর্থাৎ তাহাদের কুফরী ও গুনাহের কারণে দুনইয়া ও আখিরাতে শাস্তি দিবেন। এই কারণে তিনি (শেষে) ইরশাদ করেন فانهم ظالمون (কারণ তাহারা যালিম।) অর্থাৎ তাহারা আযাবের উপযোগী।

বলাবহুল্য এই আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে রিওয়ায়ত বিভিন্নভাবে রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াত উহুদের জিহাদের সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে কয়েকখানা রিওয়ায়ত এবং আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) প্রমুখের রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ নামাযে কতিপয় কাফিরের নাম ধরিয়া বদ-দু'আ করিয়া বলিতেন اَللّٰهُمَّ العن الحارث ابن هشام، اَللّٰهُمَّ العن سهيل بن عمرو، اَللّٰهُمَّ العن صفوان بن امية (হে আল্লাহ! আপনি হারিছ বিন হিশামের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি সুহায়ল বিন আমরের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন)। -(তাফসীরে ইবন কাছীর ১:৪০২)। জবাব এই যে, এই আয়াতখানা উপর্যুক্ত দুইটি কারণে দুইবার অবতীর্ণ হইতে পারে। ইহাতে কোন সমস্যা নাই।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাদের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন তাহাদের উপর বদ-দু'আ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল করিয়া তাঁহাকে বদ-দু'আ করিতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় যে, তিনি তাঁহাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। আল্লামা তিবরানী (রহ.) এই হাদীছখানা আবূ হাযিম (রহ.)-এর সূত্রে শেষের দিকে এতখানি অতিরিক্তসহ বর্ণনা করিয়াছে ثم قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون (অতঃপর সেইদিন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সেই সম্প্রদায়ের উপর তীব্রতর হয় যাহারা তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুবারক চেহারা রক্তাক্ত করিয়াছে। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন তারপর বলিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কেননা তাহারা যে বুঝে না।" (হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ৮:৩৭৩ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিয়াছেন)। -(তাকমিলা ৩:১৯৫-১৯৬)

(৪৫২২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ "رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ".

(৪৫২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তিনি নবীগণের মধ্য হইতে কোন একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা আঘাত করিয়াছে। আর তিনি স্বীয় চেহারা হইতে রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "হে আমার রব্ব! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, কেননা তাহারা যে বুঝে না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ (নবীগণের মধ্য হইতে কোন একজন নবী)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৫২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই নবীর নাম স্পষ্টভাবে জানা নাই। সম্ভবতঃ তিনি নূহ (আ.) হইবেন। আল্লামা ইবন ইসহাক (রহ.) স্বীয় 'আল মুবতাদা' গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা ইবন আবূ হাতিম (রহ.) স্বীয় 'তাফসীরুশ শু'আরা' গ্রন্থে ইবন ইসহাক (রহ.)-এর সূত্রে নকল করেন। তিনি বলেন, حدثني من لا اتهم عن عبيد الله ابن عمير الليثي انه بلغه ان قوم نوح كانوا يبطشون به فيخفتونه حتى يغشى عليه فاذا افاق افاق قال اللهم اغفر لقومي مانهم لا يعلمون (ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, আমার নিকট অভিযুক্তবিহীন কোন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন উমায়র লায়ছী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার কাছে খবর পৌঁছিয়াছে যে, নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁহার উপর এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তিনি দুর্বল হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি সংজ্ঞা ফিরাইয়া পাইলেন তখন তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, কেননা তাহারা যে বুঝে না।ঃ) 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, এই রিওয়ায়ত যদি সহীহ হয় তাহা হইলে ইহা নূহ (আ.)-এর প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। অতঃপর তিনি যখন তাহাদের (ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে) নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا (হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। -সূরা নূহ- ২৬)

ইতোপূর্বে আমরা 'তিবরানী' গ্রন্থের রিওয়ায়ত উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদের যুদ্ধের দিন আহত হইয়াছিলেন তখন তিনি অনুরূপ বাক্যে নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:১৯৬-১৯৭)

(৪৫২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ يَنْضِحُ الدَّمَ عَنْ جَبِينِهِ.

(৪৫২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, তিনি তাঁহার মুবারক কপাল হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন।

بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহাকে হত্যা করেন তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার গযব-এর বিবরণ

(৪৫২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا هٰذَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم". وَهُوَ حِينَئِذٍ يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৪৫২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই সকল হাদীছ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন উহার মধ্য হইতে একটি হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : "সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ তীব্রতর হয়, যাহারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এইরূপ আচরণ করে।" আর তখন তিনি নিজ রাবাইয়া দাঁতের দিকে ইশারা করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সেই ব্যক্তির উপরও তীব্রতর হয়, যাহাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) হত্যা করেন।

بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ-এর বিবরণ

(৪৫২৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالأَمْسِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلاَ جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَاسْتَضْحَكُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَى بَعْضٍ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ. لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ طَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءَتْ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَطَرَحَتْهُ عَنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتِمُهُمْ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَخَافُوا دَعْوَتَهُ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ". وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(৪৫২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন উমর বিন মুহাম্মদ বিন আবান জু'ফি (রহ.) তিনি ... ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে নামায আদায় করিতেছিলেন। আবূ জাহল এবং তাহার সাথীবর্গ অদূরে বসা ছিল। গতকাল সেই স্থানে একটি উট নহর করা হইয়াছিল। আবূ জাহল বলিল, কে অমুক গোত্রের উটের নাড়িভূঁড়িসহ জরায়ূকে নিয়া আসিবে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাজদায় যাইবে তখন তাঁহার কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে উহা রাখিয়া দিবে? তখন গোত্রের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তিটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উহা নিয়া আসিল। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় গেলেন তখন তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে উহা রাখিয়া দিল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন তাহারা হাসা হাসি করিতে লাগিল এবং একে অপরের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িতে থাকিল আর আমি তখন দাঁড়াইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি উহা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পিঠ হইতে ফেলিয়া দিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় রহিলেন এবং তিনি মাথা উঠাইতে পারিতেছিলেন না। পরিশেষে এক ব্যক্তি যাইয়া হযরত ফাতিমা (রাযি.)কে খবর দিলেন। ফাতিমা (রাযি. দ্রুত) আসিলেন আর তিনি তখন অল্পবয়স্কা বালিকা। তিনি উহা তাঁহার গ্রীবা হইতে অপসারণ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর তাহাদের দিকে মুখ করিয়া তাহাদেরকে গালমন্দ করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন উচ্চঃস্বরে তাহাদেরকে বদ-দু'আ দিলেন। আর তিনি যখন দু'আ করিতেন তখন তিনবার করিতেন আর যখন কিছু প্রার্থনা করিতেন তখনও তিনবার করিতেন। অতঃপর তিনি তিনবার বলিলেন "ইয়া আল্লাহ! আপনার উপরই কুরায়শদের বিচারের ভার ন্যাস্ত করিলাম। যখন তাহারা তাঁহার (বদ-দুআর) শব্দ শ্রবণ করিল তখন তাহাদের হাসি চলিয়া গেল এবং তাঁহার বদ-দু'আয় তাহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইল। তিনি (বদ-দুআয়) বলিলেন, "হে আল্লাহ! আবূ জাহল বিন হিশাম, উৎবা বিন রাবী'আ, শায়বা বিন রাবী'আ, ওলীদ

বিন উকবা, উমাইয়া বিন খালফ এবং উকবা বিন আবূ মুআইতকে ধ্বংস করুন। (রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন) তিনি (আমর বিন মায়মূন রহ.) সপ্তম এক ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি উহা স্মরণ রাখিতে পারি নাই। (ইবন মাসউদ (রাযি.) বলেন) সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সত্যসহ (রাসূল রূপে) প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সেই দিন যাহাদের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন বদরের দিন তাহাদের পতিত শবদেহ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের লাশ হেঁচড়াইয়া বদরের একটি কাঁচা কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, এই হাদীছে 'ওলীদ বিন উকবা' নামটি ভুল (বরং ওলীদ বিন উৎবা হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْأَوْدِيّ (আওদী) শব্দটির همزة বর্ণে যবর و বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আওদ বিন সা'ব বিন সা'দ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ তাহার কোন এক দাদার সহিত সম্বন্ধ। (كما في الانساب للسمعني ١: ٣٨٥)। আর এই আমর বিন মায়মূন (রহ.) হইতেছেন একজন বড় তাবেয়ী। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগপ্রাপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখেন নাই। অতঃপর তিনি কূফায় বসতি স্থাপন করেন। -(তাকমিলা ৩:১৯৭-১৯৮)

سَلَا جَزُورٍ (নাড়িভূঁড়িসহ জরায়ু)। جَزُورٍ শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে من الابل ما يجزر اى يقطع (জবাইকৃত উষ্ট্রীর যেই অংশ কর্তন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, নাড়িভূঁড়ি)। আর سلا শব্দটির س বর্ণে যবর হ্রাসকৃত পঠিত। উহা হইতেছে সেই চামড়া যাহার অভ্যন্তরে বাচ্চা থাকে, জরায়ু। سلا (জরায়ু) কেবল চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে বলা হয়। আর মানুষের জরায়ুর ক্ষেত্রে مشيمة (গর্ভফুল) বলা হয়। সাহিবুল মুহকাম (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, সকল ক্ষেত্রেই سلى (জরায়ু) বলা হয়। -(ফতহুল বারী ১:৩৫০)-(তাকমিলা ৩:১৯৮)

أَشْقَى الْقَوْمِ (সম্প্রদায়ের সর্বাধিক হতভাগ্য, দুরাচার)। ইহা দ্বারা 'উক্‌বা বিন আবূ মু'আইত' মর্ম। যেমন আগত শু'বা (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:১৯৮)

وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ (তাঁহার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে উহা রাখিয়া দিল)। ফকীহগণের প্রশ্ন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কাঁধদ্বয়ে (নাড়িভূঁড়ি) নাজাসাত থাকা অবস্থায় কিভাবে তিনি নামায চালু রাখিলেন? ফলে কতিপয় ফকীহ ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, কোন ব্যক্তির পিঠে অনিচ্ছাকৃতভাবে নাজাসাত রাখিয়া দিলে তাহার নামায জায়িয হইবে। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর অভিমত ইহাই। এই কারণেই তিনি اذا القى على ظهر المصلى قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته (মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা কিংবা মৃত জন্তু ফেলিলে তাহার নামায নষ্ট হইবে না) অনুচ্ছেদে এই হাদীছ সংকলন করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতেন না যে, তাহার পিঠে কি রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাও জানা নাই যে, তাঁহার নামায কি ফরয ছিল না নফল? ফরয হইলে সম্ভবতঃ তিনি জানিবার পর উহা পুনরায় আদায় করিয়াছেন। আর যদি নফল হয় তবে পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নাই। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা তো শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত। আর আমাদের হানাফী মাযহাবের মতে নফল হইলেও পুনরায় আদায় করা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ তিনি উহা পুনরায় আদায় করিয়াছেন যেমন ফরয হওয়ার সম্ভাবনায় পুনরায় আদায় করিয়া থাকিবেন। -(তাকমিলা ৩:১৯৮)

لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ (যদি আমার (প্রতিরোধের) ক্ষমতা থাকিত)। منعة শব্দটির ن বর্ণে যবর আর কেহ বলেন সাকিনসহ পঠিত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) প্রথম পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আর আল্লামা কুরতুবী (রহ.) দ্বিতীয় পদ্ধতিকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামা আল-কাযাব এবং আল-হারুভী (রহ.) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(ফতহুল বারী) المنعة হইল القوة (ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য, বাহিনী)। -(তাকমিলা ৩:১৯৯)

ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِمْ (অতঃপর তাহাদের উপর বদ-দু'আ দিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উল্লিখিত বদ-দু'আটি নামাযের বাহিরে ছিল। তবে কিবলা দিকে মুখ করিয়া বদ-দু'আ করিয়াছিলেন। যেমন শায়খায়ন কর্তৃক আবূ ইসহাক (রহ.)-এর সূত্রে যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৩:১৯৯)

وَخَافُوا دَعْوَتَهُ (এবং তাঁহার বদ-দু'আ তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিল) সহীহ বুখারী শরীফে 'উযূ অধ্যায়ে' এতখানি অতিরিক্ত আছে। وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة (আর তাহারা জানিত যে, এই শহরে দু'আ কবূল হয়)। -(তাকমিলা ৩:১৯৯)

وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ (ওলীদ বিন উকবা)। এই রিওয়ায়তে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রাবীর ধারণা। সহীহ হইতেছে الوليد بن عتبه (ওলীদ বিন উৎবা) ب বর্ণে পঠিত। যেমন অন্য রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। অধিকন্তু আবূ ইসহাক (রহ.) এই হাদীছের শেষে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীছে الوليد بن عقبه (ওলীদ বিন উকবা) ভুল। -(তাকমিলা ৩:২০০)

وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظْهُ (আর তিনি সপ্তম এক ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি উহা স্মরণ রাখিতে পারি নাই)। অর্থাৎ রাবী আমর বিন মায়মূন (রহ.) সপ্তম এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) উহা স্মরণ রাখিতে পারেন নাই। আর সে হইল, উমারা বিন ওলীদ পরবর্তীতে আবূ ইসহাক (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সহীহ বুখারী শরীফে 'সালাত অধ্যায়' সংকলন করিয়াছেন। কতক বিশেষজ্ঞ ইহার উপর আপত্তি করিয়া বলেন, উমারা বিন ওলীদকে সাত জনের অন্তর্ভুক্ত কিভাবে করা যাইবে। অথচ সে তো বদরের যুদ্ধে নিহত হয় নাই; বরং সে হাবশায় মৃত্যুবরণ করে। ইহার উত্তর এই যে, হযরত ইবন মাসউদ (রাযি.)-এর উক্তি যে, "বদরের দিন তাহাদের পতিত শবদেহ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের লাশ হেঁচড়াইয়া বদরের একটি কাঁচা কূপে নিক্ষেপ করা হয়।"কে অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হইবে। ইহার প্রমাণ এই যে, উকবা বিন আবূ মুআইতকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয় নাই; বরং তাহারা বদর হইতে চলিয়া যাওয়ার পর 'সবর' (صبر) নামক স্থানে তাহাকে হত্যা করা হয়। -(ফতহুল বারী ১:৩৫১) -(ঐ)

(৪৫২৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَقَالَ "اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ". شُعْبَةُ الشَّاكُّ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيًّا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ.

(৪৫২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) সাজদারত ছিলেন আর তাঁহার আশেপাশে কুরাইশগণের কিছু লোকজন জড়ো ছিল। এমতাবস্থায় উকবা বিন আবূ মু'আইত (জবাইকৃত উষ্ট্রী কর্তিত) নাড়িভূঁড়িসহ জরায়ূ নিয়া আসিল। আর উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পিঠের উপর রাখিয়া দিল। তিনি তখন মুবারক মাথা উত্তোলন করিতে পারিতেছিলেন না। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রাযি.) আসিলেন এবং তাঁহার পিঠ হইতে

উহা সরাইয়া দিলেন এবং যে এই কর্ম করিয়াছে তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শ সম্প্রদায়ের আবূ জাহল বিন হিশাম, উৎবা বিন রাবিআ, শায়বা বিন রাবিআ, উকবা বিন আবূ মু'আইত এবং উমাইয়্যা বিন খালফ কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) উবাই বিন খালফকে ধ্বংস করুন। রাবী শু'বা (রহ. শেষের দুইজনের কাহার নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন সেই বিষয়ে) সন্দেহ করেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি বদরের যুদ্ধের দিন তাহাদের (অধিকাংশ)কে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহারা নিহত হইয়াছে এবং একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তবে উমাইয়্যা কিংবা উবাই-এর লাশ ব্যতীত। কেননা, তাহার লাশ জোড়ায় জোড়ায় কর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছিল। ফলে কূপে নিক্ষেপ করা হয় নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ (উমাইয়্যা বিন খালফ কিংবা উবাই বিন খালফ)। রাবী শু'বা এতদুভয় নামে সন্দেহ করিয়াছেন। তবে সহীহ হইতেছে উমাইয়্যা বিন খালফ। যেমন আগত (৪৫২৮নং) সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে সন্দেহবিহীন দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর সুফয়ান (রহ.)-এর রিওয়ায়ত সহীহ হওয়ার উপর প্রমাণ হইতেছে যে, ইহা মাগাযী লিখকগণের বর্ণনা মুতাবিক হয়। মাগাযী লিখকগণ লিখেন যে, বদরের যুদ্ধে উমাইয়্যা নিহত হইয়াছে। আর তাহার ভাই উবাই বিন খালফ নিহত হইয়াছে উহুদের যুদ্ধে। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ৩:২০১)

(৪৫২৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا يَقُولُ "اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ". ثَلَاثًا وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَلَمْ يَشُكَّ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

(৪৫২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আর তিনি (কোন কথা) তিনবার বলা পছন্দ করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শ সম্প্রদায় (-এর এই সকল লোক)কে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শ সম্প্রদায় (-এর এই সকল লোক)কে ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শ সম্প্রদায় (-এর এই সকল লোক)কে ধ্বংস করুন। এইভাবে তিনবার তিনি বলিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের মধ্যে ওলীদ বিন উকবা এবং উমাইয়্যা বিন খালফ-এর নাম উল্লেখ করিলেন। আর তিনি (রাবী এই রিওয়ায়তে 'উমাইয়্যা বিন খালফের নামটি) সন্দেহ ব্যতীত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, সপ্তম নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

(৪৫২৮) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَدْرٍ. قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

(৪৫২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ-এর দিকে মুখ করিয়া কুরায়শ সম্প্রদায়ের ছয় ব্যক্তির একটি দলের উপর বদ-দু'আ করিলেন। তাহাদের মধ্যে আবূ জাহল, উমাইয়্যা বিন খালফ, উৎবা বিন রাবী'আ, শায়বা বিন রাবী'আ এবং উকবা বিন আবূ

মু'আইত রহিয়াছে। (রাবী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলেন) আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাহাদের শবদেহগুলি বদরে পতিত অবস্থায় দেখিয়াছি। সূর্যতাপ তাহাদের (লাশগুলি) বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। আর তখন গরমের দিন ছিল।

(৪৫২৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ "لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ . ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ" . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا" .

(৪৫২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ, হারমালা বিন ইয়াহইয়া ও আমর বিন সাওয়াদ আমেরী (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জীবনে কি উহুদ যুদ্ধের দিন হইতেও কঠোরতর কোন দিন আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, তোমার সম্প্রদায় কর্তৃক তায়িফের গিরিপথে যাওয়ার দিন যেই কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলাম, উহা ইহা হইতেও কঠোরতর ছিল। যখন আমি (আল্লাহ তা'আলার রাস্তা দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়া তায়িফের সর্দার) ইবন আবদে ইয়ালীল বিন কুলালের কাছে নিজেকে পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার দাওয়াতে আশানুরূপ সাড়া দেয় নাই। তখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলাম এবং 'কারনুছ ছা'আলিব' নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সম্বিত ফিরিয়া পাই নাই। অতঃপর যখন আমি মাথা উত্তোলন করিলাম তখন প্রত্যক্ষ করিলাম যে, এক খন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে এবং ইহার মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)কে দেখিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়া বলিলেন, নিশ্চয় মহা সম্মানিত আল্লাহ আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনার বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তরও শ্রবণ করিয়াছেন। তাই তিনি আপনার নিকট পাহাড়সমূহের (তত্ত্বাবধায়ক) ফিরিশতাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পর্কে যেইরূপ ইচ্ছা তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তখন পাহাড়সমূহের (তত্ত্বাবধায়ক) ফিরিশতাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন আর আমি হইলাম পাহাড়সমূহের (তত্ত্বাবধানকারী) ফিরিশতা। আপনার রব্ব আমাকে আপনার কাছে এই জন্য পাঠাইয়াছেন যেন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে হুকুম দেন। কাজেই আপনি কি ইচ্ছা করেন? আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে আমি এই পাহাড়দ্বয়কে তাহাদের উপর চাপাইয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন; বরং আমি আশা করিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঔরস হইতে এমন বংশধরদের জন্ম দিবেন যাহারা তাঁহার সহিত কোন বস্তু শরীক না করিয়া একক আল্লাহর ইবাদত করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ (তোমার সম্প্রদায় কর্তৃক তায়িফের গিরিপথে যাওয়ার দিন যেই কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলাম)। এই বাক্যে مفعول (কর্মপদ) উহ্য রহিয়াছে। আর উহা হইল الأذى (কষ্ট, ক্ষতি, অনিষ্ট, আঘাত)। -(তাকমিলা ৩:২০২)

يَوْمَ الْعَقَبَةِ অর্থাৎ اليوم الذى ذهبت فيه الى عقبة بالطائف (সেই দিন যেই দিনে আমি তায়িফ গিরিপথে (দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে) গিয়াছিলাম)। -(তাকমিলা ৩:২০২)

عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ (ইবন আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলাল-এর কাছে)। كلال শব্দটির ك বর্ণে পেশ এবং ل তাশদীদবিহীন পঠিত। ইবন আবদে ইয়ালীলের নাম 'কিনানা'। আর কেহ বলেন 'মাসউদ'। সে ছিল তায়িফের ছাকীফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক। মাগাযী লিখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন সে স্বয়ং আবদে ইয়ালীল। اهل النسب (বংশ বিশেষজ্ঞগণ)-এর মতে মারদ কুলাল তাহার ভাই, পিতা নহে। আর সে হইল আবদ ইয়ালীল বিন আমর বিন উমায়র বিন আউফ।

আল্লামা আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে ইবন আবী নুজায়হ (রহ.)-এর সূত্রে মুজাহিদ (রহ.) হইতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ (তাহারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর নাযিল হইল না? –সূরা যুখরুফ- ৩১) সম্পর্কে রিওয়ায়ত নকল করেন। এই আয়াত উৎবা বিন রাবীআ ও ইবন আবদে ইয়ালীল ছাকাফী-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লামা মূসা বিন উক্বা ও ইবন ইসহাক (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কিনানা বিন আবদে ইয়ালীল রিসালতের দশম সনে তায়িফের প্রতিনিধি দলের সহিত আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এই কারণেই ইবন আবদুল বার (রহ.) এই কিনানাকে সাহাবীগণের মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা আল-মাদীনী (রহ.) লিখিয়াছেন যে, কিনানা ব্যতীত প্রতিনিধি দলের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কিনানা রোমে চলিয়া যায় এবং সেই স্থানেই সে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২০২)

عَلَى وَجْهِى (সম্মুখের দিকে)। এই বাক্যটি انطلقت (আমি চলিলাম)-এর সহিত متعلق (সম্পর্কযুক্ত)। অর্থাৎ انطلقت على الجهة المواجهة لى وانا مهموم (আমি অতীব বিষণ্ন অবস্থায় আমার সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলাম)। -(তাকমিলা ৩:২০২)

إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ('কারনুছ ছাআলিব' নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত)। ইহা হইল 'কারনুল মানাযিল'। যাহা নজদবাসীদের মীকাত। ইহা মক্কা মুকাররমা হইতে একদিন ও এক রাত্রির পথ। বড় পাহাড় হইতে কর্তিত প্রত্যেক ছোট পাহাড়কে قرن বলা হয়। -(তাকমিলা ৩:২০২)

أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ (আমি এই পাহাড়দ্বয়কে তাহাদের উপর চাপা দিয়া দিব)। الاخشبان হইতেছে মক্কা মুকাররমার দুইটি পাহাড়। আবূ কুবায়স এবং ইহার বিপরীত দিকে অবস্থিত পাহাড়। -(তাকমিলা ৩:২০২)

(৪৫৩০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ دَمِيَتْ إِصْبَعُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ تِلْكَ الْمَشَاهِدِ فَقَالَ "هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ".

(৪৫৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... জুনদুব বিন সুফয়ান (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়। তখন তিনি (উক্ত আঙ্গুলকে লক্ষ্য করিয়া) বলিলেন, তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র যাহাতে রক্ত বাহির হইয়াছে। আর আল্লাহর রাস্তায় তুমি কষ্ট

পাইয়াছ। (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় এমন সামান্য কষ্ট কষ্টই নহে। আর ইহা কবিতা নহে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)।

(৪৫৩১) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ فَنُكِبَتْ إِصْبَعُهُ.

(৪৫৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আসওয়াদ বিন কায়িস (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সেনাদলে ছিলেন তখন তাহার অঙ্গুলে আঘাত লাগিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي غَارٍ (কোন এক সেনাদলে ছিলেন)। উসূলের মধ্যে অনুরূপই فى غار (গুহায়) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আল্লামা আবুল ওলীদ আল-কিনানী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা غازى (বিজয়ী, গাজী, যুদ্ধা, আক্রমণকারী) হইবে। লেখায় বিকৃতি ঘটিয়াছে। যেমন অন্য রিওয়ায়তে فى بعض المشاهد (কোন এক অভিযানে) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে غار দ্বারা كهف (গুহা) মর্ম নহে; বরং الجيش (সৈন্যবাহিনী, সেনাদল) মর্ম। যাহাতে بعض المشاهد (কোন এক অভিযানে) রিওয়ায়তের সহিত সামঞ্জস্য হয়। -(নওয়াভী ২:১০৯)

(৪৫৩২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا يَقُولُ أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدِّعَ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

(৪৫৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ বিন কায়েস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুনদুবকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (ওহী নিয়া) আসিতে বিলম্ব করেন। তাই মুশরিকরা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন "শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রজনীর, যখন উহা নিঝুম হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নাই। -(সূরা যুহা ১-৩)

(৪৫৩৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.

(৪৫৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... আসওয়াদ বিন কায়স (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জুনদুব বিন সুফয়ান (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার অসুস্থ হইয়া পড়ার কারণে দুই কিংবা তিন রাত্রি (তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য) জাগ্রত হইতে পারেন নাই। তখন জনৈক (মুশরিক) মহিলা আসিয়া বলিল, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার মনে হয়, এখন তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেননা, দুই কিংবা তিন রাত্রি যাবত তোমার কাছে তাহার আগমন প্রত্যক্ষ

করিতেছি না।" তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন "শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রজনীর, যখন উহা নিঝুম হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নাই। -(সূরা যুহা ১-৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ (তখন জনৈক (মুশরিক) মহিলা আসিয়া বলিল)। সে-ই হইল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল বিনত হারব। -(ফতহুল বারী ৮:৮১০, তাকমিলা ৩:২০৬)

(৪৫৩৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.

(৪৫৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শু'বা (রহ.) হইতে, তাঁহারা ... আসওয়াদ বিন কায়স (রহ.) হইতে এই সনদে তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৫৩৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَيُّهَا الْمَرْءُ لَا أَحْسَنَ مِنْ هٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ.

قَالَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتَوَاثَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ "أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا". قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৫৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... উসামা বিন যায়দ (রাযি.) জানান যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় আরোহণ করিলেন যাহার উপর জীন ছিল এবং উহার নীচে একটি 'ফাদাকিয়া' মখমল বিছানা ছিল। তিনি স্বীয় পশ্চাতে উসামা (রাযি.)কে বসাইলেন। বনূ হারিছ বিন খাযরাজের এলাকায় তিনি (অসুস্থ) সাঈদ বিন উবাদা (রাযি.)কে দেখিতে যাইতেছিলেন। আর ইহা ছিল বদর যুদ্ধের ঘটনার পূর্বেকার। তিনি এমন একটি মজলিস অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, যেইখানে মুসলিম, মুশরিক, পৌত্তলিক এবং ইয়াহুদীরা একত্রে বসা ছিল। তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাইও ছিল এবং মজলিসে

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযি.)ও ছিলেন। মজলিসটি যখন সওয়ারীর ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই তাহার নাক চাদর দিয়া ঢাকিয়া নিল। অতঃপর বলিল, আপনারা আমাদের উপর ধূলি উঠাইবেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি তথায় থামিলেন এবং (সওয়ারী হইতে) অবতরণ করিলেন। অতঃপর তাহাদের আল্লাহর পথে (দ্বীনের) দাওয়াত দিলেন এবং তাহাদের সামনে কুরআন মজীদ(-এর কিছু আয়াত) তিলাওয়াত করিলেন। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বলিল, হে লোক! আপনি যাহা বলিয়াছেন উহা যদি হকও হয় তাহা হইলে ইহা হইতে অধিক উত্তম আর কিছুই নাই। তবে আপনি আমাদের মজলিসে আসিয়া তাহাদেরকে কষ্ট দিবেন না। আপনি আপনার বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সেই স্থানে আমাদের হইতে যেই ব্যক্তি যায় তাহার নিকট আপনি এই সকল কাহিনী বর্ণনা করিবেন। তখন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযি.) বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ)! আপনি আমাদের মজলিসে (যথেচ্ছা) ধূলায় আচ্ছন্ন করিবেন। কেননা, আমরা তাহা পছন্দ করি।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহুদীরা পরস্পর গালমন্দ করায় লিপ্ত হইয়া গেল। এমনকি একটি দাঙ্গা বাঁধিবার উপক্রম হইল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিবৃত করিতে থাকিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর বাড়ীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে সা'দ! তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাই কি উক্তি করিয়াছে? সে এমন এমন উক্তি করিয়াছে। হযরত সা'দ (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহর কসম! আপনাকে আল্লাহ যেই মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন তাহা তো করিয়াছেনই (আর তাহার বিষয়টি?) এই জনপদের লোকজন স্থির করিয়াছিল যে, তাহাকে রাজ মুকুট পরাইবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেই হক দান করিয়াছেন উহা দিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহার আকাঙ্খা রুদ্ধ করিয়া দিলেন, এই কারণেই সে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে এইরূপ আচরণ করিয়াছে যাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِكَافٌ (জীন) শব্দটি همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ 'ঘোড়া বা গাধার পিঠে পাতিয়া বসিবার গদি।' -(তাকমিলা ৩:২০৭)

فَدَكِيَّةٌ (ফাদাকিয়া) فدك (ফাদাক)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যাহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দুই মারহালা দূরে অবস্থিত। -(তাকমিলা ৩:২০৭)

وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (আর তিনি অসুস্থ সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)কে দেখিতে যাইতেছিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাহার কোন অসুস্থ অনুসারীর ঘরে যাইয়া দেখা চাই। -(ঐ)

فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ (বনূ হারিছ বিন খাযরাজের এলাকায়)। অর্থাৎ বনূ হারিছের বসতবাড়ীসমূহে। আর তাহারা হইলেন সা'দ বিন উবাদা (রাযি.)-এর সম্প্রদায়। -(তাকমিলা ৩:২০৭)

فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ (তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাইও ছিল)। ইমাম মুসলিম (রহ.) উকায়ল (রহ.) হইতে এবং ইমাম বুখারী শু'আয়ব (রহ.) হইতে। আর এতদুভয় ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন যে, وذلك قبل ان يسلم عبد الله بن ابى (আর ইহা আবদুল্লাহ বিন উবাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কথা) অর্থাৎ قبل ان يظهر الاسلام (সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বের কথা)। অন্যথায় সে কাফির মুনাফিক ছিল। -(নওয়াভী ২:১১০)-(তাকমিলা ৩:২০৮)

عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (সওয়ারীর ধূলায়)। অর্থাৎ الغبار الثائر بوقع حوافر الحمار (গাধার (পায়ের) খুরসমূহে পিষ্ট হইয়া উৎক্ষিপ্ত ধূলিবালি)। -(তাকমিলা ৩:২০৮)

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে সালাম দিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানগণের সহিত যখন কাফিররা থাকে তখন মুসলমানগণের নিয়্যতে সালাম দেওয়া জায়িয। -(তাকমিলা ৩:২০৮)

إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ (আবূ হুবাব কি বলিয়াছে?) ইহা আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর উপনাম। জ্ঞাত বিষয় যে, আরবীগণ কোন ব্যক্তির সম্মানার্থে (তাহার নাম উল্লেখ না করিয়া) উপনাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাম উল্লেখ করা অপমানজনক বিধায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাহার নাম আবদুল্লাহ বিন উবাই ধরিয়া উল্লেখ করেন নাই; বরং তিনি তাহার উপনাম (আবূ হুবাব) উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার হইতে অপমানজনক অশ্লীল ও নোংরা উক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হক প্রচারকারীর জন্য সমীচীন নহে যে, তিনি বিরোধীদের প্রতি অপমানজনক নোংরা কথা বলিবেন, যদিও তিনি তাহাদের হইতে কষ্টদায়ক উক্তি শ্রবণ করিয়া থাকেন। -(তাকমিলা ৩:২০৯)

أَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ (এই জনপদের লোকজন) الْبُحَيْرَة শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা تصغير (ক্ষুদ্রকরণ) হিসাবে পঠিত। আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে هذه البحرة (এই জনপদের) البحرة শব্দের ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ القرية (জনপদ, গ্রাম, পল্লী, লোকালয়)। আর এই স্থানে 'মদীনা মুনাওয়ারা' মর্ম। আল্লামা ইয়াকূত (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারার নামসমূহের একটি নাম بحرة (বাহরা)। -(ঐ)

فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ (তাহাকে রাজমুকুট পরাইবে)। অর্থাৎ يجعلوه رئيسا للبلد (লোকেরা তাহাকে শহরের নেতা নিযুক্ত করিবে)। الرئيس (নেতা, প্রেসিডেন্ট, প্রধান)কে مُعَصَّب (পেঁচাইয়া বাঁধা হইয়াছে এমন (ব্যান্ডেজ, পাগড়ি, সর্দার, মুকুট পরিহিত) নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, তিনি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নিজ মাথায় পেঁচাইয়া বাঁধিয়া নিয়াছেন। কিংবা তাহারা তাহাদের মাথায় এমন মুকুট পরিধান করে যাহা অন্যদের জন্য সম্ভব নহে। আর ইহার মাধ্যমে তিনি অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হন। (ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:২০৯)

شَرِقَ بِذٰلِكَ (এই কারণেই সে ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছে)। شرق শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ غص به (এই কারণেই সে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে الحسد (হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা) মর্ম। -(তাকমিলা ৩:২০৯)

(৪৫৩৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ.

(৪৫৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, ইহা আবদুল্লাহ (বিন উবাই-এর বাহ্যিকভাবে) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার ঘটনা। (সে ছিল মুনাফিকদের নেতা এবং সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়)।

(৪৫৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارًا وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي فَوَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ قَالَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ قَالَ فَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَبِالأَيْدِي وَبِالنِّعَالِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

(৪৫৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা কায়সী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা কেহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, আপনি যদি আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর কাছে (দ্বীনের দাওয়াত নিয়া) যাইতেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি গাধায় আরোহণ করিয়া তাহার কাছে রওয়ানা করিলেন এবং একদল মুসলমানও তাঁহার সহিত চলিলেন। তাহাদের পথটি ছিল মরুময় লোনা ভূমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহার কাছে তাশরীফ নিলেন, তখন সে বলিল, আমার নিকট হইতে দূরে থাকুন। আল্লাহর শপথ! আপনার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিতেছে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন আনসারগণের এক ব্যক্তি (প্রতিউত্তরে) বলিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাধার গন্ধ তোমার (দুর্গন্ধ) হইতে অনেক উত্তম। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন আবদুল্লাহর গোত্রের এক ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর উভয় পক্ষের লোকজন ক্ষিপ্ত হইয়া (বাদানুবাদে) লিপ্ত হইল। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তাহাদের মধ্যে লাঠি, হাত ও জুতার দ্বারা মারামারি লাগিয়া গেল। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাহাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের আয়াত "আর যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়া যায় তবে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। -(সূরা হুজুরাত- ৯) নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ (পথটি ছিল মরুময় লোনা ভূমি)। سَبِخَة শব্দটির س বর্ণে যবর এবং ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ذات سباخ (লোনা বিশিষ্ট, লবন ক্ষেত্র)। আর ইহা এমন ভূমি যাহাতে উদ্ভিদ উদ্‌গত হয় না। মরুময় ভূমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতায়াতের সময় ভূমিটি অনুরূপ গুণবিশিষ্ট ছিল। এই বাক্যটি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের উক্তির ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধূলি তাহাকে কষ্ট দিতেছে। -(তাকমিলা ৩:২১০)

إِلَيْكَ عَنِّي অর্থাৎ ابتعد عنى (আমার নিকট হইতে দূরে থাকুন)। -(তাকমিলা ৩:২১০)

نَتْنُ حِمَارِكَ (আপনার গাধার দুর্গন্ধ)। نتن শব্দটির ن বর্ণে যবর এবং ت বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। الرائحة الكريهة (দুর্গন্ধ)। -(তাকমিলা ৩:২১০)

قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ (তিনি বলেন, অতঃপর আমাদের কাছে খবর পৌঁছিয়াছে যে, তাহাদের ব্যাপারে (পবিত্র কুরআনের আয়াত) নাযিল হইয়াছে)। এই বাক্যের প্রবক্তা হইলেন রাবী আনাস বিন মালিক (রাযি.)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৫:২৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, উল্লিখিত (সূরা হুজরাতের ৯নং) আয়াত এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) আপত্তি করিয়াছেন। কেননা, এই ঝগড়াটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ এবং আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথীদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। আর তাহারা তখন কাফির ছিল। সুতরাং তাহাদের উদ্দেশ্যে কিভাবে طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (মুমিনদের দুই দল) নাযিল হইল? বিশেষ করে যদি হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত এই ঘটনাটি এবং পূর্বোক্ত (৪৫৩৫ নং) হযরত উসামা (রাযি.)-এর বর্ণিত ঘটনাটি এক ও অভিন্ন হয়। অধিকন্তু হযরত উসামা (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে فاستب المسلمون والمشركون (তখন মুসলিম ও মুশরিকরা পরস্পর বাদানুবাদ ও গালমন্দ করায় লিপ্ত হইয়া গেল) রহিয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ ইহা التغليب (প্রাধান্য দেওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২১০)

بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আবূ জাহলকে হত্যা-এর বিবরণ

(৪৫৩৮) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ". فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ آنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي.

(৪৫৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বদর জিহাদের দিবসে) বলিলেন, আবূ জাহল কি করে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া আমাদেরকে কে জানাইবে? তখন ইবন মাসউদ (রাযি.) (তাহাকে গতিবিধি দেখিবার উদ্দেশ্যে) চলিলেন এবং (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) যাইয়া দেখিলেন, আফরা-এর দুই পুত্র (মা'আয ও মুওয়্যায রাযি.) তাহাকে এমনভাবে আঘাত করিয়াছে যে, সে নিশ্চিত মৃত্যুতে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, তখন ইবন মাসউদ (রাযি.) তাহার দাড়িতে ধরিয়া বলিলেন, তুমিই কি আবূ জাহল? সে বলিল, তাহার হইতেও শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিকে কি তোমরা হত্যা করিয়াছ? (অর্থাৎ আমার হইতে শ্রেষ্ঠ কুরায়শ গোত্রে কোন লোক নাই) কিংবা সে বলিল, তাহাকে তাহার গোত্রের লোক হত্যা করিয়াছে (ইহার মর্ম এই যদি তোমরা আমাকে হত্যা করিতে তবে অপমানের কিছু ছিল না)। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আবূ মিজলায (রাযি.) বলিয়াছেন, আবূ জাহল আরও বলিয়াছিল, হায়! চাষা ব্যতীত অন্য কেহ যদি আমাকে হত্যা করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى بَرَدَ (এমনকি সে ঠান্ডা হইয়া গেল অর্থাৎ সে নিশ্চিত মৃত্যুতে ঢলিয়া পড়িয়াছে)। بَرَدَ শব্দটির তিনটি বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ صار باردا (নিস্প্রাণে উপনীত হইল)। আর বলা হয় برد فلان (অমুক ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে) অর্থাৎ مات (মৃত্যু হইয়াছে, নিস্প্রাণ হইয়াছে) কেননা, সে মৃত্যুর মাধ্যমে নির্জীব হইয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, নিস্প্রাণ হইয়া গিয়াছে। তখন মর্ম হইবে যে, সে মৃত্যুর অবস্থায় পতিত হইয়াছে, এখন জবাইকৃত প্রাণীর হরকত ব্যতীত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নাই। সুতরাং শব্দটি مجاز ما يؤول (অচীরেই হইবে)-এর উপর প্রয়োগ হইবে।

তবে সহীহ মুসলিম-এর সমরকন্দী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে برد (ঠান্ডা)-এর স্থলে برك (বসিয়া পড়া) রহিয়াছে। ইহা سقط (জমিনে পতিত হওয়া, পড়িয়া যাওয়া, স্থলিত হওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। অনুরূপ আবূ আহমদ (রহ.) আনসারী (রহ.) হইতে, তিনি তামীমী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই রিওয়ায়ত খানা উত্তম। কেননা ইবন মাসউদ (রাযি.) হইতে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। যদি সে মরিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইত তাহা হইলে তিনি তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিয়া থাকিবেন? 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, برد শব্দে বর্ণিত রিওয়ায়তও সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নাই। কেননা, আমরা ইহার বিভিন্ন বাক্য উল্লেখ করিয়াছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২১১)

فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي (হায়! চাষী ছাড়া অন্য কেহ যদি আমাকে হত্যা করিত)। الاكار হইল الفلاح (চাষী, কৃষক, কৃষিকর্মী) আনসারীগণ চাষাবাদ করিতেন। তাহাকে হত্যাকারী মুওয়্যায ও মা'আয (রাযি.) ছিলেন আনসার সম্প্রদায়ের আফরা-এর দুই পুত্র। তাই সে (মৃত্যুকূলে ঢালিয়া পড়ে) আকাংক্ষা ব্যক্ত করিয়াছে যে, তাহাকে যদি কোন কুরায়শী হত্যা করিত। -(তাকমিলা ৩:২১২)

অভিশপ্ত আবূ জাহল মৃত্যুর সময়ও অহংকারে লিপ্ত ছিল। তহার কাছে চাষাবাদ অপমানজনক পেশা এবং চাষীরা নীচ লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই সে আফসোস করিয়া বলিয়াছে যে, তাহার মৃত্যু যদি কোন সম্মানিত লোকের হাতে হইত তাহা হইলে তাহার শান দুর্নামগ্রস্ত হইত না।

অপর এক রিওয়ায়তে আছে আবূ জাহল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কাহার বিজয় হইয়াছে? ইবন মাসঊদ (রাযি.) জবাবে বলিয়াছিলেন আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিজয় হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাহার মাথা কর্তন করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখিয়া দিলেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই লোক এই উম্মতের ফিরআউন ছিল।

(৪৫৩৯) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يَعْلَمُ لِي مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ". بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَوْلِ أَبِي مِجْلَزٍ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ.

(৪৫৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন বাকরাভী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবূ জাহল কি করিতেছে তাহা আমাকে কে অবহিত করিবে? অতঃপর ইবন উলায়্যা (রহ.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর রাবী আবূ মিজলায (রহ.) কথাটি যেমন ইসমাঈল (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদী তাগূত কা'ব ইবনুল আশরাফের নিধন-এর বিবরণ

(৪৫৪০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ". فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ ائْذَنْ لِي فَلأَقُلْ قَالَ "قُلْ". فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً وَقَدْ عَنَّانَا فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الآنَ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَىْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا قَالَ فَمَا تَرْهَنُنِي قَالَ مَا تُرِيدُ. قَالَ تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ قَالَ أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا قَالَ لَهُ تَرْهَنُونِي أَوْلاَدَكُمْ. قَالَ يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللأْمَةَ يَعْنِي السِّلاَحَ قَالَ فَنَعَمْ. وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلاً فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ إِنِّي لأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ قَالَ إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعُهُ وَأَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَابَ. قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِّي إِذَا جَاءَ فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ فَقَالُوا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ قَالَ نَعَمْ تَحْتِي فُلاَنَةُ هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَشُمَّ. فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ قَالَ فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ دُونَكُمْ قَالَ فَقَتَلُوهُ.

(৪৫৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মিসওয়ার যুহরী (রহ.) তিনি ... জবির (রাযি.)

হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কা'ব ইবনুল আশরাফকে হত্যার জন্য কে প্রস্তুত আছে? কেননা, সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কষ্ট দিয়াছে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাহাকে হত্যা করি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তিনি আরয করিলেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে (তাহার সহিত কিছু কথা) বলিবার অনুমতি দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন বল। অতঃপর তিনি তাহার কাছে আসিলেন এবং তিনি পূর্বের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করিতে গিয়া এক পর্য্যায়ে বলিলেন, "এই ব্যক্তি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সাদাকা উসূল করিতে চায় এবং সে আমাদের অতিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে? সে (কা'ব) যখন তাহা শ্রবণ করিল, তখন বলিল, আরও অপেক্ষা কর। আল্লাহর কসম, সে তোমাদের কষ্ট প্রদান করিবেই। তখন তিনি বলিলেন, আমরা তো সবেমাত্র তাঁহার অনুসারী হইয়াছি। কাজেই বিষয় শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া গড়ায় তাহা প্রত্যক্ষ না করিয়া এই মুহূর্তে তাহাকে পরিত্যাগ করাও সমীচীন মনে করিতেছি না। এখন আমি চাই তুমি আমাকে কিছু কর্জ দাও। সে বলিল, তুমি আমার কাছে কি বন্ধক রাখিবে? তিনি বলিলেন, তুমি কি চাও। সে বলিল, তোমাদের মহিলাদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি বলিলেন, তুমি হইতেছো আরবের অত্যধিক সুন্দর পুরুষ। তোমার কাছে কি আমাদের মহিলাদের বন্ধক রাখিব? তখন সে বলিল, তাহা হইলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমাদের কাহারও সন্তানকে এই বলিয়া গালি দেওয়া হইবে যে, তাহাকে মাত্র দুই ওসাক (একশত বিশ সা') খেজুরের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হইয়াছিল। তবে আমরা তোমার কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখিব। সে বলিল, আচ্ছা। তখন তাহার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন যে, হারিছ (বিন আওস), আবূ আবস বিন জাবর ও আব্বাদ বিন বিশর (রাযি.)সহ তাহার কাছে আসিবেন (সীরাতে ইবন হিশামে আছে তাহাদের সহিত কা'ব-এর দুধভাই আবূ নায়িলাও আসিয়া ছিলেন)। অতঃপর তাঁহারা রাত্রিতে তাহার কাছে আসিলেন এবং তাহাকে ডাকিলেন। সে (বালাখানা হইতে) নামিয়া তাহাদের কাছে আসিল। রাবী সুফয়ান (রহ.) বলেন, রাবী আমর ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ বলেন, তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল, আমি এমন একটি শব্দ শুনিতে পাইতেছি উহা যেন খুনের স্বর। সে বলিল, ইনি তো মুহাম্মদ বিন মাসলামা আর তাহার দুধ ভাই আবূ নায়িলা। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি রাত্রিতে বর্শার মুখে ডাকা হয় তবুও সেই ডাকে সে সাড়া দেয়। মুহাম্মদ (বিন মাসলামা রাযি. তাহার সাথীদের) বলিলেন, সে যখন আসিবে তখন আমি তাহার শির লক্ষ্য করিয়া আমার হাত বাড়াইব। যখন আমি উহা শক্তভাবে ধরিয়া নিব, তখন তোমরা তোমাদের (নিধন) কাজ সারিয়া নিবে। তিনি বলেন, অতঃপর সে গায়ে চাদর জড়াইয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমার কাছ হইতে সুঘ্রাণ পাইতেছি। সে বলিল, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী অমুক হইতেছেন আরবের সর্বাধিক সুঘ্রাণ পছন্দকারিণী মহিলা। তখন তিনি বলিলেন, "আমাকে উহা হইতে একটু সুঘ্রাণ গ্রহণের অনুমতি দিন। তখন সে বলিল, হ্যাঁ। তখন তিনি শুকিলেন, তারপর আবার শুকিলেন। অতঃপর তিনি (মুহাম্মদ বিন মাসলামা) বলিলেন, আমাকে কি পুনরায় একটু সুবাস গ্রহণ করিতে দিবেন? তিনি (রাবী) বলেন, এই কথা বলিয়া তিনি তাহার শির শক্তভাবে পাকড়াও করিয়া সাথীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা (নিধন) কাজ সমাপ্ত করিয়া ফেল। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ (তবে আমরা তোমার কাছে যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখিব)। اللَّأْمَةَ শব্দটির ل বর্ণে তাশদীদ এবং همزه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অভিধানে ইহার অর্থ الدرع (বর্ম, তনুত্রাণ, ঢাল)। অতঃপর ইহা السلاح (যুদ্ধাস্ত্র)-এর উপর প্রয়োগ হইতে থাকে। -(তাকমিলা ৩:২১৫)

وَأَبُونَائِلَةَ (আর আবূ নায়িলা রাযি.)। তাঁহার নাম সালকান বিন সাল্লামা (রাযি.)। তিনি কা'ব ইবনুল আশরাফের দুধভাই ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাহিলী যুগে তিনি তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:২১৬)

فَقَتَلُوهُ (তখন তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন)। ইবন সা'দ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাযি.) যখন তাঁহার মাথার চুলগুলি মিলাইয়া শক্ত করিয়া ধরিলেন তখন নিজ সাথীগণকে বলিলেন। তোমরা আল্লাহর দুশমনকে হত্যা করিয়া দাও। তখন তাহারা নিজেদের তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলেন। -(তাকমিলা ৩:২১৬)

بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ খায়বর যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৫৪১) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ "اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسَ قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.

(৪৫৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে বাহির হইলেন। সেই স্থানে আমরা খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করিলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হইলেন। আবূ তালহা (রাযি.)ও সওয়ার হইলেন। আর আমি আবূ তালহা (রাযি.)-এর পিছনে বসা ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সওয়ারীকে খায়বর পথে চালিত করিলেন। আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুতে স্পর্শ করিতেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে ইযার সরিয়া যাইতেছিল। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহু আকবার! খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গনে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দভাবে। এই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। রাবী আনাস (রাযি.) বলেন, খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বাহির হইতেছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমাদের কোন কোন আসহাব "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণবাহিনীসহ (আসিয়াছেন)" বলিয়াছেন। অতঃপর যুদ্ধের মাধ্যমে বল প্রয়োগে আমরা খায়বর জয় করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৩৮৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৫৪২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

(৪৫৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, খায়বরের দিন আমি আবূ তালহা (রাযি.)-এর পিছনে সওয়ার হইয়াছিলাম। তখন আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পা-এ স্পর্শ করিতেছিল। রাবী (আনাস রাযি.) বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বরবাসীদের কাছে পৌঁছিলাম। তাহারা তখন তাহাদের চতুষ্পদ জন্তু, কোদাল, বড় ঝুড়ি ও রশি নিয়া (কৃষিকর্মে) বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ সন্যবাহিনীসহ আসিয়াছেন। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খায়বর পতন হউক। আমরা যখন কোন কওম প্রাঙ্গনে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দ। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তাহাদের (খায়বারবাসীদের) পরাজিত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৩৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৫৪৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ قَالَ "إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ".

(৪৫৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বরে আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমরা যখন কোন কওম প্রাঙ্গনে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দ।

(৪৫৪৪) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الأَكْوَعِ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ هٰذَا السَّائِقُ". قَالُوا عَامِرٌ. قَالَ "يَرْحَمُهُ اللهُ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ. قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَصَرْنَاهُمْ حَتّٰى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ "إِنَّ اللهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ". قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِى فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ تُوقِدُونَ".

فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ. قَالَ "أَىُّ لَحْمٍ". قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا". فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهَرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ "أَوْ ذَاكَ". قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى قَالَ فَلَمَّا رَآنِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاكِتًا قَالَ "مَا لَكَ". قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ "مَنْ قَالَهُ". قُلْتُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ "كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ". وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ "إِنَّهُ لَجَاهِدٌ

মুসলিম শরীফ -১৭-১১/২

مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ" . وَخَالَفَ قُتَيْبَةُ مُحَمَّدًا فِي الْحَدِيثِ فِي حَرْفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّادٍ وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا.

(৪৫৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তাহারা ... সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খায়বর যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। আমরা রাত্রিতে এই অভিযানে বাহির হইয়াছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি আমির বিন আকওয়া (রাযি.)কে বলিলেন, ওহে! আপনি কি আমাদেরকে আপনার কিছু কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন না? আমির (রাযি.) একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তখন তিনি সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শুনাইয়া তাঁহার হুদী (উট চালনার রণ) সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে করিতে কওমকে হাঁকাইয়া নিয়া চলিলেন :

হে আল্লাহ! আপনি হিদায়ত না করিলে আমরা হিদায়ত পাইতাম না। আমরা সাদাকাত দিতাম না এবং সালাতও আদায় করিতাম না। আপনার জন্য কুরবান, আমাদের অতীতে গুনাহ মাফ করিয়া দিন। শত্রুর মুকাবালায় আমাদের পদসমূহ অটল রাখুন। আমাদের উপর প্রশান্তি ও স্থিরতা দান করুন। আমাদের যখন ডাকা হয় তখন আমরা হাযির হই আমাদের উপর নির্ভরশীলদের আমরা সাহায্য করি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই চালকটি কে? সাহাবাগণ আরয করিলেন, আমির (রাযি.)। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর রহম করুন। তখন লোকজনের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আরয করিলেন, তাঁহার জন্য তো শাহাদাত ওয়াজিব হইয়াগিয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি তাহার দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হইতে দিতেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমরা খায়বরে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাদেরকে অবরোধ করিলাম। এমনকি (অবরোধ দীর্ঘতর হওয়ার কারণে) আমাদের অতীব খাদ্যভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তোমাদেরকে বিজয় করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের উপর বিজয়ের দিন যখন সাহাবায়ে কিরাম সন্ধ্যার সময় বহু স্থানে আগুন জ্বালাইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই আগুন কিসের, কোন বস্তুর উপর রান্না করিতে তাহারা আগুন জ্বালাইয়াছে?

তখন তাহারা আরয করিলেন, গোশতের উপর। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের গোশত? তাঁহারা আরয করিলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইগুলি ফেলিয়া দাও এবং রান্নার ডেগগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল। জনৈক ব্যক্তি আরয করিলেন, তাঁহারা এইগুলি ফেলিয়া দিবে এবং রান্নার ডেগগুলি ধৌত করিয়া ফেলিবে? (যাহাতে পরে ব্যবহার করা যায়)। তিনি (ওহীর মাধ্যমে কিংবা ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া) বলিলেন, ইহা করা যাইতে পারে। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর যখন লোকজন (যুদ্ধের জন্য) সারিবদ্ধ হইলেন, আমিরের তলোয়ারটি ছিল খাট। তিনি জনৈক ইয়াহুদীর পায়ের নলায় যখন আঘাত করিলেন তখন (আকস্মাৎ) তলোয়ারের ধারালো দিক আমিরের হাঁটুতে আসিয়া লাগিল। ইহাতেই তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর লোকজন যখন (খায়বর হইতে) প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন সালামা (বিন আকওয়া রাযি.) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে নির্বাক অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি আমাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তোমার কী হইয়াছে? আমি (সালামা) আরয করিলাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হউক। লোকজনের ধারণা যে, আমির (রাযি.) আত্মহত্যা করিয়া নিজ আমল ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহা কে বলিতেছে? আমি আরয করিলাম, অমুক, অমুক এবং উসায়দ বিন হুযায়র আনসারী (রাযি.) তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যে তাহার সম্পর্কে অনুরূপ বলিয়াছে সে ভুল বলিয়াছে; বরং তাঁহার জন্য

দুইটি পুরস্কার (একটি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের, আর অপরটি শাহাদাতের) রহিয়াছে। তখন তিনি স্বীয় দুইটি আঙ্গুল একত্রিত করিলেন (এবং বলিলেন) নিশ্চয়ই সে (আল্লার ইবাদতে) আন্তরিক এবং (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। খুব কম আরবই তাহার মত (বীরত্বের সহিত জিহাদ) করিয়াছে। রাবী কুতায়বা (রহ.) এই হাদীছের রিওয়ায়তে রাবী মুহাম্মদ (বিন আব্বাদ রহ.)-এর সহিত দুইটি শব্দে দ্বিমত করিয়াছেন। আর (মুহাম্মদ) ইবন আব্বাদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে (وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا -এর স্থলে) وَأَلْقِ سَكِينَةً عَلَيْنَا (আপনি আমাদের উপর প্রশান্তি দান করুন) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ (আমির বিন আকওয়া রাযি.) তিনি হইলেন সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)-এর চাচা। কেননা, এই সালামা (রাযি.) হইতেছে সালামা বিন আমর বিন আকওয়া (রাযি.)। আর আকওয়া-এর নাম সিনান। এই কারণেই তাহাকে আমির বিন সিনান (রাযি.)ও বলা হইত। -(ইসাবা ২:২৪১)-(তাকমিলা ৩:২২১)

أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ (আপনি কি আমাদেরকে আপনার কিছু কবিতা শুনাইবেন না?) هُنَيْهَاتِ শব্দটি هنيهة এর বহুবচন। ইহা هنة (ক্ষুদ্র জিনিস, সামান্য বস্তু)-এর تصغير (ক্ষুদ্র বাচক বিশেষ্য)। আর الهنة প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়। এই স্থানে মর্ম হইতেছে الاراجيز ('রজায' ছন্দে কবিতাসমূহ আবৃত্তি করা)। -(তাকমিলা ৩:২২১)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রজায ও অন্যান্য কবিতা লিখা, আবৃত্তি করা এবং শ্রবণ করা জায়িয যদি উহাতে নিন্দনীয় কোন কথা না থাকে। ভালো কথার কবিতা ভালো, মন্দ কথার কবিতা মন্দ। -(নওয়াভী ২:১১)

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ (আপনার জন্য আমাদের জান কুরবান, কাজেই আমাদের মাফ করিয়া দিন)। এই বাক্যে একটি প্রশ্ন হয় যে, ইহা তো আল্লাহ তা'আলার হকে বলা যায় না। কুরবান সেই ব্যক্তির জন্য কল্পনা করা জায়িয যাহার ধ্বংস ও মুসীবত আছে। ইহা তো আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। জবাব এই যে, ইহা দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ মর্ম নহে; বরং মহব্বত, সম্মান প্রদর্শন মর্ম। আর কেহ বলেন, এই কবিতায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধিত। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৭:৪৬৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে। -(তাকমিলা ৩:২২১)

مَا اقْتَفَيْنَا (আমাদের অতীতে কৃত সকল গুনাহ)। অর্থাৎ ما ارتكبنا من الخطايا (আমরা অতীতে সেই সকল গুনাহে সমাবৃত হইয়াছি। ইহা اغفر (আপনি মাফ করিয়া দিন)-এর مفعول (কর্মপদ) এবং ما শব্দটি مصولة (সংযোজক সর্বনাম, **relative pronoun**)। আর الاقتفاء হইল الاتباع (অনুসরণ করা, অনুকরণ করা)। -(তাকমিলা ৩:২২১)

إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا (আমাদের যখন ডাকা হয় তখন আমরা উপস্থিত হই)। অর্থাৎ আমাদের যখন জিহাদ কিংবা হকের দিকে ডাকা হয় তখন আমরা হাযির হই। যখন কেহ সাহায্যের আবেদন করে তখন صيح به বলা হয়। -(তাকমিলা ৩:২২১)

بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا (আমাদের উপর নির্ভরশীলদের আমরা সাহায্য করি)। عولوا শব্দটি التعويل হইতে। ইহা হইতেছে الاعتماد (নির্ভরতা, নির্ভরশীল, ভরসা, আস্থা, সমর্থন) অর্থাৎ الذين صاحوا بنا اعتمدوا علينا باننا نغيثهم (আমাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া যাহারা আমাদেরকে আহ্বান করে তাহাদেরকে আমরা অবশ্যই সাহায্য করি)। -(তাকমিলা ৩:২২২)

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ (তখন লোকজনের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন)। তিনি হইলেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)। যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) ইয়াস (রহ.) সূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। -(ঐ)

وَجَبَتْ অর্থাৎ ثبتت له شهادة (তাহার জন্য শাহাদাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে)। সাহাবায়ে কিরামের কাছে এই বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রে কাহারও জন্য অনুরূপ দু'আ করিতেন তখন সে অচীরেই শহীদ হইয়া যাইতেন। এই কারণেই পরবর্তীতে لولا امتعتنا به (তাঁহার দ্বারা যদি উপকৃত করিতেন?) অর্থাৎ আপনি যদি তাঁহার জন্য এই দু'আটি ঐ ওয়াক্ত হইতে বিলম্ব করিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাহচর্যে আরও কিছু দিন উপকৃত হইতে পারিতাম। -(তাকমিলা ৩:২২২)

مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ অর্থাৎ مجاعة شديدة (তীব্র খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ)।

لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ (গৃহপালিত গাধার গোশত)। الحمر الانسية কে الحمر الوحشية হইতে পার্থক্য করণের জন্য الحمر (গাধাসমূহ)-এর صفت (গুণ) الإنسية (মানুষ পালিত, গৃহপালিত) লওয়া হইয়াছে الحمر الاوحشية (বন্য গাধা) মানুষের সংস্পর্শে থাকে না; বরং মুক্ত থাকে। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। ইহা জমহুরে উলামার মাযহাব। হানাফীগণ তাঁহাদের সহিত রহিয়াছেন। 'গৃহপালিত গাধার গোশত'-এর বিস্তারিত মাসয়ালা ইনশাআল্লাহু তা'আলা كتاب الصيد والذبائح এর মধ্যে আসিবে। -(ঐ)

وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ (তখন (আকস্মাৎ) তলোয়ারের ধারালো দিক ফিরিয়া আসিয়া ...)। يَرْجِعُ শব্দটি مضارع (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়া)-এর সীগা কিন্তু ماضى (অতীত কাল বাচক ক্রিয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর ইহা আরবী ভাষায় অনেক ব্যবহৃর হয়। অতীতের ঘটনা বর্ণনা করার সময় তাহারা مضارع (বর্তমান)-এর সীগা ব্যবহার করিয়া ইশারা করেন যে, ঘটনাটি তাহাদের মেধায় এমনভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যেন এখন সংঘটিত হইতেছে। আর ذباب السيف হইতেছে طرفه الاعلى (তলোয়ারের উপরের দিক)। আর কেহ বলেন, حده (উহার ধারালো দিক, তীক্ষ্ম দিক)। -(তাকমিলা ৩:২২৩)

كَذَبَ مَنْ قَالَهُ অর্থাৎ اخطأ (সে ভুল বলিয়াছে)। -(তাকমিলা ৩:২২৩)

إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ (অবশ্যই তাঁহার জন্য দুইটি পুরস্কার রহিয়াছে)। একটি জিহাদের পুরস্কার আর আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের পুরস্কার। আর কেহ বলেন, একটি হইল, তাহার অতীত জীবনের নেক কর্মের ছাওয়াব আর দ্বিতীয়টি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ছাওয়াব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২২৩)

لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ (নিশ্চয়ই সে (আল্লার ইবাদতে) আন্তরিক এবং (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ)। الجاهد দ্বারা মর্ম হইতেছে, সে ইলম ও আমলের মধ্যে আন্তরিক-একাগ্র। অর্থাৎ নিশ্চয় সে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে একাগ্র এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারী হিসাবে আন্তরিক। আর কেহ বলেন, এতদুভয় শব্দ তাকীদের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২২৩)

(৪৫৪৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَسَبَهُ غَيْرُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلاَحِهِ. وَشَكُّوا فِي بَعْضِ أَمْرِهِ. قَالَ سَلَمَةُ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَرْجُزَ لَكَ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَعْلَمُ مَا تَقُولُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "صَدَقْتَ". وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَالَ هَذَا". قُلْتُ قَالَهُ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَرْحَمُهُ اللهُ". قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ قُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كَذَبُوا مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ". وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ.

(৪৫৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বরের জিহাদের দিন আমার ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে হইয়া বীরত্বের সহিত দারুন যুদ্ধ করেন। হঠাৎ তাহার তলোয়ার ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং তাঁহাকেই নিহত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁহার সম্পর্কে নানাভিদ মন্তব্য করতঃ বলাবলি করিতে থাকেন যে, সে এমন লোক, যে তাহার নিজের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আর তাহারা তাঁহার কোন কোন ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন। রাবী সালামা (রাযি.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাঁহার কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। তখন উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বলিলেন, আমি জানি তুমি বলিবে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি আবৃত্তি করিলাম, হে আল্লাহ! আপনি না হইলে আমরা হিদায়ত লাভ করিতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না এবং নামাযও আদায় করিতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমাদেরকে প্রশান্তি দান করুন এবং শত্রু মুকাবালায় আমাদের পদসমূহ দৃঢ় রাখুন। মুশরিকরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হইল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, যখন আমি আমার কবিতাটি আবৃত্তি সমাপ্ত করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কবিতাটি কে বলিয়াছে? আমি আরয করিলাম, আমার ভাই ইহা আবৃত্তি করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি রহম করুন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তাহার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষণে সন্দেহ পোষণ করিয়া বলিতেছে যে, এমন লোক যে তাহার নিজ অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে (আল্লাহর ইবাদতে) আন্তরিক এবং (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ।

ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)-এর এক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে তাঁহার পিতার সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এতখানি ব্যতিক্রম যে, তিনি বলেন, আমি যখন আরয করিলাম, লোকেরা তাহার প্রতি রহমত বর্ষণে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে (আল্লাহর ইবাদতে) আন্তরিক এবং (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। (জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়াছে) সুতরাং তাহার জন্য দুইটি পুরস্কার রহিয়াছে (এই কথা বলিয়া) তিনি স্বীয় দুইটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلٌ مَاتَ فِي سِلاَحِهِ (সে এমন লোক, যে নিজের অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে)। ইহা দ্বারা মানুষের মেধায় সন্দেহ সৃষ্টির বিষয়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় সে এমন লোক, যে নিজ অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ সে আত্মহত্যাকারী হিসাবে গণ্য হইবে। তাই সে এই জিহাদের কোন ছাওয়াব পাইবে না। -(তাকমিলা ৩:২২৪)

قَالَهُ أَخِى (আমার ভাই ইহা আবৃত্তি করেন)। অর্থাৎ আমির বিন আকওয়া (রাযি.)। কতক রিওয়ায়তে আছে যে, তিনি ছিলেন তাহার বৈপিত্রেয় ভাই। আর ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার চাচা ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, ইহা আহলে জাহিলার নিকাহে স্বভাবগত বাকরীতি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২২৪-২২৫)

بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ আহযাব তথা খন্দক যুদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৫৪৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ "وَاللهِ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأُلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا". قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ "إِنَّ الْمَلَا قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا". وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

(৪৫৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আহযাব জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহিত মাটি বহন করেন। মাটি তাঁহার মুবারক পেটের শুভ্রতাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তখন তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন, "আল্লাহর শপথ! আপনি হিদায়ত না করিলে আমরা হিদায়ত পাইতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সালাতও আদায় করিতাম না। কাজেই আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি দান করুন। নিশ্চিত তাহারাই আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হইল। রাবী বলেন, কখনও তিনি আবৃত্তি করিতেন, তাহারা (মক্কীবাসীরা) আমাদের (ঈমানের) দাওয়াত অস্বীকার করিল তখন তাহারা যখন ফিতনা (শিরক)-এর ইচ্ছা করিল তখন আমরা অস্বীকার করিলাম। ইহা আবৃত্তি করার সময় তিনি স্বীয় স্বর উচ্চ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الْأُلَى قَدْ أَبَوْا عَلَيْنَا (নিশ্চিত তাহারা আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হইল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুলবারী গ্রন্থের ৭:৪০১ পৃষ্ঠায় লিখেন ان الألى قد بغوا علينا পুঙক্তিটি ছন্দোবদ্ধ নহে। তাহার রচনায় ছিল ان الذين قد بغوا علينا (নিশ্চয় তাহারা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ হইল)। অতঃপর বর্ণনাকারী الذين এর অর্থে ব্যবহৃত الألى কে উল্লেখ করিয়াছেন। আর সহীহ মুসলিম শরীফের কতক রাবী بغوا (তাহারা বিদ্রোহ হইল)-এর স্থলে ابوا (তাহারা অস্বীকার করিল) শব্দে রিওয়ায়ত করেন। ইহার অর্থও সহীহ। অর্থাৎ ابوا ان يدخلوا فى ديننا (তাহারা আমাদের দ্বীনে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিল)। -(তাকমিলা ৩:২২৫-২২৬)

(৪৫৪৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا".

(৪৫৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা (রাযি.)কে অনুরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তবে তিনি বলেন, তাহারা আমাদের প্রতি বিদ্রোহী হইল।

(৪৫৪৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ".

(৪৫৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন, তখন আমরা খন্দক খনন করিতেছিলাম এবং কাঁধে করিয়া মাটি স্থানান্তরিত করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। কাজেই আপনি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করিয়া দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ (আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন)। ইহা আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযি.)-এর রচিত কবিতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা দ্বারা উদাহরণ দিয়াছেন। ফলে ইহা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ (আমি কবিতা শিক্ষা দেইনি– সূরা ইয়াসীন- ৬৯) (-এর বিপরীত নহে। কেননা, আয়াতে কবিতা শিক্ষা করা এবং কবিতা পাঠের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করা মর্ম। (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কঠোর পরিশ্রমের কর্মে কবিতা পাঠ করা জায়িয। ইহা দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় কর্মে প্রয়োজনে ইমামকে অংশগ্রহণ সমীচীন। ইহাতে অনুসারীগণ উৎসাহিত হন)। -(তাকমিলা ৩:২২৬)

(৪৫৪৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ".

(৪৫৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। কাজেই আপনি আনসার এবং মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করিয়া দিন।"

(৪৫৫০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ". قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ "اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهْ فَأَكْرِمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ".

(৪৫৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের সুখই সুখ। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, অথবা তিনি বলিতেছিলেন, "ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং আপনি আনসার এবং মুহাজিরদের প্রতি দয়া করুন।"

(৪৫৫১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُوا يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ فَانْصُرْ فَاغْفِرْ.

(৪৫৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাঁহার (সাহাবীগণ খন্দকের দিন) সমবেত সূরে রজায কবিতা আবৃত্তি করিতে ছিলেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সহিত ছিলেন। তাঁহারা আবৃত্তি করিতেছিলেন : "ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নাই। কাজেই আপনি আনসার এবং মুহাজিরদের সাহায্য করুন।" আর রাবী শায়বান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে فَانْصُرْ (কাজেই আপনি সাহায্য করুন)-এর স্থলে فَاغْفِرْ (কাজেই আপনি ক্ষমা করিয়া দিন) রহিয়াছে।

(৪৫৫২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الإِسْلاَمِ مَا بَقِينَا أَبَدًا أَوْ قَالَ عَلَى الْجِهَادِ. شَكَّ حَمَّادٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللّٰهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةْ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ ".

(৪৫৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ খন্দকের দিন আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ "আমরা সেই লোক যাহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছি। ইসলামের উপরই আমরা সর্বদা রহিয়াছি। কিংবা রাবী হাম্মাদ (রহ.) সন্দেহ করিয়া (عَلَى الْإِسْلَامِ) (ইসলামের উপর)-এর স্থলে) عَلَى الْجِهَادِ ('জিহাদের উপরই' আমরা সর্বদা রহিয়াছি) বলিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবৃত্তি করিলেন, ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ, সুতরাং আনসার এবং মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।

بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যু-কারদ ও অন্যান্য জিহাদ-এর বিবরণ

(৪৫৫৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالأُولَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهْ. قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ بِذِي قَرَدٍ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُولُ :

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ " يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ ". قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

(৪৫৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি ফজরের আযানের পূর্বেই রওয়ানা হইলাম। আর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লিকাহ (দুধের উষ্ট্রীগুলি) যু-কারদের চারণ ভূমিতে চরিতেছিল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.)-এর গোলাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধের উষ্ট্রীগুলিকে নিয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এইগুলি কে নিয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি উচ্চস্বরে তিনবার হাঁক দিলাম, ইয়া সাবাহাহ! (আরবের স্বভাব মুতাবিক এই বাক্যটি শত্রু হইতে অসতর্ক লোকজনকে হুশিয়ার করার জন্য বলা হয়)। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী সকলকে আমার সেই হাঁক শুনাইলাম। অতঃপর সোজা বাহির হইয়া গেলাম এবং যু-কারদ-এ যাইয়া তাহাদেরকে পাইলাম। তাহারা তখন পানি পান করাইতেছিল। তখন আমি তাহাদের লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম আর আমি ছিলাম একজন (দক্ষ) তীরন্দাজ। আর আমি বীরত্বসূচক কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম :

আমি আকওয়ার পুত্র, আজ দুষ্টদের ধ্বংসের দিন। আমি রণ সঙ্গীতের কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় আমি দুধের উষ্ট্রীগুলি মুক্ত করিলাম। অধিকন্তু আমি তাহাদের হইতে ত্রিশটি চাদরও ছিনাইয়া নিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, এই সময়ের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ আসিয়া পড়িলেন। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া নবী আল্লাহ! আমি লোকদের পানির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ফলে তাহারা পিপাসার্ত। সুতরাং এখন আপনি একটি সেনাদল প্রেরণ করুন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি (শত্রুর উপর) কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছ, এখন মাফ করিয়া দাও। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমরা প্রত্যাবর্তন করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার উষ্ট্রীর পিছনে বসাইয়া নিলেন। অবশেষে আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى (প্রথম (ফজর নামাযের) আযানের পূর্বেই)। অর্থাৎ صلاة الصبح (ফজর নামাযের)। -(তাকমিলা ৩:২২৮)

وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লিকাহ (দুধের উষ্ট্রীগুলি) ছিল ...)। لِقَاحُ শব্দটির ل বর্ণে যের দ্বারা পঠনে لقحة এর বহুবচন। لقحة হইল দুধের উষ্ট্রী। আল্লামা ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, দুধের উষ্ট্রীর সংখ্যা ছিল ২০টি। আর তাহাদের মধ্যে আবূ যার (রাযি.)-এর ছেলে এবং স্ত্রী ছিলেন। একদা মুশরিকরা তাহাদের উপর হামলা করিয়া পুরুষ লোকটিকে হত্যা করিল এবং মহিলাটিকে বন্দী করিয়া নিয়া গেল। এই সম্পর্কিত আবূ যার (রাযি.)-এর স্ত্রীর বন্দী হওয়ার ঘটনাটি ইতোপূর্বে কিতাবুল নযর-এর (৪১২৪নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(রওযুল আনফ লি সুহায়লী (রহ.) ২:২১৪, বায়হাকী ফী দালায়িলিন নবুওয়াত ৪:১৩৯)-(তাকমিলা ৩:২২৮-২২৯)

فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ (তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযি.)-এর গোলাম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৪৬১ পৃষ্ঠায় লিখেন, তাঁহার নাম জানা নাই। সম্ভবতঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম রিবাহ (রাযি.) হইবেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে আছে। হয়তো তাহাদের দুই জনের কেহ মালিক হইবেন এবং অপরের খেদমত

করিতেন। ফলে তাহাকে কখনও আবদুর রহমান (রাযি.)-এর সহিত সম্বন্ধ করিয়া আর কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হইত। -(তাকমিলা ৩:২২৯)

قَالَ غَطَفَانُ (তিনি (জবাবে) বলিলেন, গাতফান গোত্রের লোকেরা)। غَطَفَانُ শব্দটির ع বর্ণে এবং ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। সহীহ বুখারী শরীফের জিহাদ অধ্যায়ের রিওয়ায়তে আছে غطفان وفزارة (গাতাফান এবং ফাযারাহ)। ইহাতে عام এর পর خاص এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা, فزارة (ফাযারাহ) হইতেছে গাতাফান গোত্রের শাখা গোত্রের নাম। -(তাকমিলা ৩:২২৯)

يَا صَبَاحَاهْ (ইয়া সাবাহাহ)। ইহা এমন একটি বাক্য যাহা আরবীগণ শত্রু হইতে অসতর্ক লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান করা হয়।) এই বাক্যটি الصباح (প্রভাত, সকাল) সম্বলিত করিয়া ডাক দেওয়ার কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ দিনের প্রথমাংশেই হামলা করা হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ৩:২২৯)

فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ (মদীনা মুনাওয়ারার উভয় প্রান্তের মধ্যবর্তী সকলকেই আমি আমার সেই আহ্বান শুনাইলাম)। ইহা দ্বারা আওয়াজটি সুপরিসর হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার কারামত ছিল। -(তাকমিলা ৩:২২৯)

الْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ (আজ দুষ্টদের ধ্বংসের দিন)। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) ‘রওযুল আনফ’ গ্রন্থের ২:২১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, اليوم يوم الرضع বাক্যে উভয়টিতে পেশ দ্বারা পঠিত কিংবা প্রথমটিতে যবর এবং দ্বিতীয়টিতে পেশ দ্বারা পঠিত। নহভী সিবওয়াই (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, اليوم يومك বাক্যে اليوم কে ظرف (অধিকরণ) হিসাবে দ্বিতীয় يوم কে خبر এর স্থলে গণ্য করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদে রহিয়াছে فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ (সেদিন হবে কঠিন দিন– সূরা মুদ্দাছছির- ৯) এই আয়াতে يومئذ শব্দটি يوم عسير এর ظرف (অধিকরণ) হইয়াছে।

الرُّضَّعِ শব্দটির ر বর্ণে পেশ এবং ض বর্ণে তাশদীদসহ যবর দ্বারা পঠিত الراضع (দুগ্ধপায়ী)-এর বহুবচন। আর উহা হইল اللئيم (হীন, নীচ, ইতর, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, কৃপণ)। এই বাক্যের মর্ম হইতেছে আজকের দিন দুষ্ট কৃপণদের ধ্বংসের দিন। অভিধানবিদগণ اللئيم (দুষ্ট, কৃপণ)কে الراضع (দুগ্ধপায়ী) নাম করণের বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন, কেননা দুষ্টরা (শৈশব হইতে যুদ্ধের জন্য) তাহারা মাতার স্তন্য পান করে। (এই হিসাবে অর্থ হইবে আজকের মায়ের দুধ (তাহারা কতখানি পান করিয়াছে তাহা) স্মরণের দিন)। আর কেহ বলেন, মূলতঃ অত্যধিক কৃপণ লোকেরা স্বীয় উষ্ট্রী দোহনের পরিবর্তে উহার স্তন্য চুষণ করিয়া দুধ পান করিয়া ফেলে যাহাতে প্রতিবেশীরা দোহণের শব্দ শুনিতে না পায়। দোহনের শব্দ শুনিতে পাইলে হয়তো তাহারা তাহার কাছে দুধ চাহিবে। -(বিস্তারিত ফতহুল বারী ৭:৪৬২)-(তাকমিলা ৩:২৩০)

قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ (আমি লোকদের পানির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি)। অর্থাৎ منعتهم اياه (আমি তাহাদেরকে পানি হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছি। -(তাকমিলা ৩:২৩০)

مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ (তুমি (শত্রুর উপর) কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছ। এখন মাফ করিয়া দাও)। أَسْجِحْ শব্দটির همزه বর্ণে যবর, ج বর্ণে যের এবং ح বর্ণে স্বরধ্বনিবিহীনভাবে পঠিত। অন্ত্যমিলনযুক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। আর তাহা হইল সহজ ও কোমল আচরণে ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা। -(লিসানুল আরব ৩:৩০৪) বাক্যের অর্থ হইল قدرت على اعدائك فاعف عنهم الان وارفق بهم (তুমি তোমার শত্রুদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। কাজেই এখন তুমি তাহাদের ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাহাদের সহিত কোমল আচরণ কর)। -(তাকমিলা ৩:২৩০)

(৪৫৫৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَهٰذَا حَدِيثُهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرْوِيهَا قَالَ فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهَا قَالَ فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا . قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ . قَالَ فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ "بَايِعْ يَا سَلَمَةُ" . قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ "وَأَيْضًا" . قَالَ وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَزِلاً يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلاَحٌ قَالَ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً ثُمَّ بَايَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ "أَلاَ تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ" . قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ قَالَ "وَأَيْضًا" . قَالَ فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِي "يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَ" . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ "إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوَّلُ اللّٰهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي" . ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدُمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلاَحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ . قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلاَحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ . قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

(৪৫৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারিমী (রহ.) তাহারা ... ইয়াস বিন সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা (সালামা বিন আকওয়া রাযি.)। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হুদায়বিয়ায় পৌঁছিলাম। তখন আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। অধিকন্তু সেই স্থানে পঞ্চাশটি বকরীও ছিল। যাহাদের পানি পানের জন্য পর্যাপ্ত পানি ছিল না। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের তীরে বসিলেন, অতঃপর দু'আ করিলেন কিংবা উহাতে থুথু ফেলিলেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, ফলে (কূপের) পানি উথলিয়া উঠিল। তখন আমরা পানি পান করিলাম এবং আমাদের জন্তুগুলিকেও পানি পান করাইলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বায়আত গ্রহণের জন্য বৃক্ষমূলে ডাকিলেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, লোকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম বায়আত গ্রহণ করিলাম। অতঃপর একে একে অন্যরাও বায়আত হইলেন।

অবশেষে তিনি বায়আত গ্রহণ করিতে করিতে যখন লোকদের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইয়া সালামা! তুমি বায়আত হও। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমেই বায়আত হইয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আবারও হও। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্ত্রশস্ত্রবিহীন অবস্থায় দেখিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি চামড়ার তৈরী ছোট ঢাল কিংবা চামড়ার তৈরী ঢাল প্রদান করিলেন। অতঃপর বায়আত করিতে করিতে লোকদের শেষ প্রান্তে পৌঁছিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, ইয়া সালামা! তুমি কি আমার নিকট বায়আত গ্রহণ করিবে না। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো লোকদের মধ্যে প্রথমভাগে এবং মধ্যভাগে (দুইবার) আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আবারও হও। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমি তৃতীয়বার বায়আত হইলাম। অতঃপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, ইয়া সালামা! তোমার সেই বড় ঢালটি কোথায় কিংবা তোমার সেই ছোট ঢালটি কোথায়, যাহা আমি তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম? তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চাচা আমির (রাযি.) আমার সহিত অস্ত্রবিহীন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ফলে আমি উহা তাহাকে দিয়া দিয়াছি। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তোমাকে তো দেখিতেছি পূর্ববর্তী যুগের সেই লোকের মত যে বলিয়াছিল, "আয় আল্লাহ! আমি এমন একজন বন্ধুর প্রত্যাশা করি, যে আমার প্রাণের চাইতেও আমার নিকট অধিকতর প্রিয় হইবে।" অতঃপর মুশরিকরা আমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠাইল। এমনকি আমাদের এক পক্ষের লোকজন অন্যপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং আমরা পরস্পর সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হইলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযি.)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁহার ঘোড়াকে পানি পান করাইতাম এবং উহার পিঠ চুলকাইয়া দিতাম। তাঁহার অন্যান্য খেদমতও করিতাম। আর আমি তাঁহার খাদ্যদ্রব্য হইতে পানাহার করিতাম। নিজের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথে মুহাজির হইয়াছি। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর যখন আমরা ও মক্কাবাসীরা সন্ধিতে আবদ্ধ হইলাম এবং আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের সহিত মেলামেশা করিতে লাগিলাম তখন আমি একটি গাছ তলায় গিয়া উহার নীচের কাঁটা প্রভৃতি ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার করিয়া উহার গোড়ায় শুইয়া পড়ি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, মক্কাবাসী চারজন মুশরিক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অশুভনীয় কথা বলিতে লাগিল। তখন তাহাদের কথা আমার কাছে অপছন্দ হইল। তাই আমি স্থান পরিবর্তন করিয়া অন্য একটি গাছের নীচে চলিয়া গেলাম। আর তাহারা তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র গাছের সহিত ঝুলাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময় উপত্যকার নিম্নাঞ্চল হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া বলিল, হে মুহাজিরগণ! ইবন যুনায়ম (রাযি.)কে হত্যা করা হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার তরবারী উঠাইয়া ধরিলাম এবং ঐ চার জনের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিলাম তখন তাহারা নিদ্রায় ছিল। আমি তাহাদের অস্ত্রগুলি হস্তগত করিলাম এবং উহা আঁটি বাধিয়া আমার হাতে নিলাম। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম, যেই মহান সত্তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করিয়াছেন তাহার শপথ! তোমাদের কেহ যেন মাথা উত্তোলন না করে, যদি কেহ করে তবে তাহার সেই অঙ্গে আঘাত করিব যাহাতে তাহার দুইটি চক্ষু রহিয়াছে। তিনি (রাবী সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি তাহাদেরকে হাঁকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিলাম।

টীকা ঃ

(১) হাদীছখানা সুদীর্ঘ হওয়ায় খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে শিক্ষার্থীবৃন্দ সহজে অনুবাদ আয়ত্ব করিতে পারেন। -(অনুবাদক)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ (কূপের তীরে বসিলেন)। الرَّكِيَّة শব্দটির ر বর্ণে যবর, ك বর্ণে যের এবং ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থ البئر (কূপ)। ইহা ة ব্যতীত الركى ও বলা হয়। আর جبا الركية হইতেছে এমন কূপ যাহার মাটি উত্তোলন করিয়া চতুর্পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। -(জামিউল উসূল লি ইবন আছীর ৮:৩১৮)-(তাকমিলা ৩:২৩১)

فَجَاشَتْ (ফলে উথলিয়া উঠিল) অর্থাৎ البئر (কূপ)। ইহার অর্থ কূপের পানি উপচাইয়া প্রবাহিত হইল। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিযা ছিল। -(তাকমিলা ৩:২৩১)

حَجَفَةً শব্দটির ج -এর পূর্বে ح বর্ণ এবং উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইতেছে الترس الصغير (ছোট ঢাল)-(তাকমিলা ৩:২৩২)

دَرَقَةً শব্দটির প্রথম বর্ণদ্বয়ে যবর দ্বারা পঠিত। ইহাও চামড়ার তৈরী ঢালসমূহের এক প্রকার ঢাল। -(ঐ)

رَاسَلُونَا الصُّلْحَ (মুশরিকরা আমাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। আর راسلونا শব্দটি المراسلة (পত্র যোগাযোগ, সংবাদ প্রেরণ) হইতে। আর কতক নুসখায় راسونا (س বর্ণে তাশদীদসহ পেশ দ্বারা পঠিত) রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহাকে যবর দ্বারা পঠনে নকল করিয়াছেন। উভয়ের অর্থ راسلونا (তাহারা আমাদের কাছে পাঠাইল)। আর কোন কোন নুসখায় আছে واسونا (و দ্বারা পঠিত) অর্থাৎ اتفقنا نحن وهم على الصلح (আমরা এবং তাহারা সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য হইলাম)। এই বাক্যে و বর্ণটি همزه এর পরিবর্তে হইবে। আর ইহা الأسوة (আদর্শ, অনুকরণীয়, উদাহরণ, সান্ত্বনা, পদ্ধতি) হইতে। -(তাকমিলা ৩:২৩৩)

أَحُسُّهُ (এবং উহার পিঠ চুলকাইয়া দিতাম)। أَحُسُّه শব্দটির ح বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ احك ظهر الفرس بالمحسة لازيل عنه الغبار ونحوه (আমি মিহাস্‌সাহ (পশুর শরীরের ধূলি ময়লা ঝাড়িয়া দেওয়ার যন্ত্র) দ্বারা ঘোড়ার পিঠ চুলকাইয়া দিতাম যাহাতে উহার হইতে ধূলি-ময়লা প্রভৃতি দূর হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৩:২৩৩)

فَكَسَحْتُ অর্থাৎ كنست (আমি ঝাড়ু দিলাম)। যখন ঘরের কষ্টদায়ক ময়লা-আবর্জনা ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় তখন বলা হয় كسحت البيت (আমি ঘর ঝাড়ু দিয়াছি)। -(জামিউল উসূল)-(ঐ)

قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ (ইবন যুনায়ম (রাযি.)কে হত্যা করা হইয়াছে)। زُنَيْم শব্দটির ز বর্ণে পেশ ن বর্ণে যবর দ্বারা مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী ছিলেন। হুদায়বিয়ার যুগে মুশরিকরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শহীদ করিয়া দেয়। -(তাকমিলা ৩:২৩৪)

فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي (উহা আঁটি বাঁধিয়া আমার হাতে নিলাম)। الضغث শব্দটির ض বর্ণে যের غ বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ তাজা কিংবা শুকনা তৃণ ফিতা দিয়া বাঁধা আঁটি। -(জামিউল উসূল ৮:৩১৯)-(ঐ)

قَالَ وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ" فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ اللهُ {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} الآيَةَ كُلَّهَا. قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ قَالَ سَلَمَةُ فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

(অনুবাদ) রাবী সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) বলেন, এমন সময় আমার চাচা আমির (রাযি.) 'আবালাত' সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়া আসিলেন, তাহাকে বলা হইত 'মিকরায'। সে ছিল সত্তর জন মুশরিকের মধ্যে অশ্ববস্ত্র পরিহিত একটি ঘোড়ায় আসীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলন, তাহাদেরকে ছাড়িয়া দাও, যাহাতে তাহাদের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয় এবং দ্বিতীয়বার তাহারাই অপরাধী সাব্যস্ত হয়। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা শহরে তাহাদের হাত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাত তাহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন তাহাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর– সূরা ফাতহ- ২৪) শেষ পর্যন্ত। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে এমন একটি মনযিলে আমরা অবতরণ করিলাম যেইখানে আমাদের এবং লেহিয়ান গোত্রের মধ্যে একটি পাহাড়ের ব্যবধান ছিল। আর তাহারা ছিল মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করিলেন যেই ব্যক্তি রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণের পক্ষ হইতে খবরদারীর জন্য পাহাড়ের উপর আরোহণ করিবে। সালামা (রাযি.) বলেন, তখন আমি সেই রাত্রিতে দুই কিংবা তিনবার উক্ত পাহাড়ে আরোহণ করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ ('আবালাত' সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে)। الْعَبَلَاتِ শব্দটি প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তাহারা হইল কুরায়শগণের একটি শাখা গোত্র। আর তাহারা 'উমাইয়্যাতুস সুগরা'-ও। তাহাদেরকে 'আবালাত' বলিবার কারণ হইতেছে যে, তাহাদের মাতার নাম 'আবালাহ' ছিল। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, 'উমাইয়্যাতুস সুগরা'-এর দুই ভাই হইতেছে নাওফিল ও আবদুল্লাহ বিন আবদ শামস বিন আবদ মান্নাফ। তাহাদেরকে তাহাদের মাতার সহিত সম্বন্ধ করা হয়। সে বনূ তাহাম গোত্রের ছিল। তাহার নাম আবালাহ বিনত উবায়দ। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:২৩৪)

يُقَالُ لَهُ مِكْرَزٌ (তাহাকে বলা হয় 'মিকরায')। مِكْرَزٌ শব্দটির م বর্ণে যের ك বর্ণে সাকিন এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। -(তাকমিলা ৩:২৩৪)

فَرَسٍ مُجَفَّفٍ হইল যেই ঘোড়ার উপর التجافيف রহিয়াছে। التجفيف শব্দটি التجافاف (ت বর্ণে যের দ্বারা) পঠনে অর্থ হইল وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح (উহা হইল ঘোড়ার জিন সদৃশ বস্ত্র যাহা বর্ম হিসাবে ঘোড়াকে পরানো হয়, অর্থাৎ অশ্ববস্ত্র)। সুতরাং বর্ম সজ্জিত ঘোড়াকে فرس مجفف বলা হয় যেমন বর্ম সজ্জিত লোকদেরকে المدجّج বলা হয়। -(তাকমিলা ৩:২৩৪)

يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ (যাহাতে তাহাদের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয় এবং দ্বিতীয়বার তাহারাই অপরাধী সাব্যস্ত হয়)। ثِنَاهُ শব্দটির ث বর্ণে মদ্দবিহীন যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ثانيه (মদ্দসহ) আর ইহাকে ثناؤه -ও বলা হয়। -(জামিউল উসূল)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইবন মাহান (রহ.) হইতে ثنياه (ث বর্ণে পেশ এবং ى সহ) নকল করিয়াছেন। কিন্তু সহীহ প্রথম রিওয়ায়তই। আর উভয় রিওয়ায়তের অর্থ একই। আর এই স্থানে الفجور দ্বারা نقض الصلح (সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ) মর্ম। অর্থাৎ পুনরায় সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের প্রারম্ভ তাহাদের হইতেই হয়। -(তাকমিলা ৩:২৩৫)

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ (তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন)। অন্য রিওয়ায়তে এই আয়াতের শানে নুযূল অন্য ঘটনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যেমন তাফসীরে ইবন জারীর ১৩:৯৩ পৃষ্ঠায় নতুন সংস্করণ এবং আদ-দুররুল মানছূর ৮:৭৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা একখানা আয়াত বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইতে পারে। -(তাকমিলা ৩:২৩৪)

ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْرِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ وَقَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ خُذْ هٰذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهْ. ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ حَتّٰى خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَى كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ .

(অনুবাদ) (রাবী সালামা রাযি. বলেন) অতঃপর আমরা মদীনায় আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার গোলাম রাবাহ (রাযি.)কে দিয়া তাঁহার লিকাহ (দুধের উষ্ট্রীগুলি চারণভূমিতে) পাঠাইলেন। আর আমি ও তালহা (রাযি.) ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাহার সহিত উষ্ট্রীগুলিকে হাঁকাইয়া চারণভূমির দিকে নিয়া গেলাম। যখন আমাদের ভোর হইল তখন আব্দুর রহমান ফাজারী চড়াও হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল উষ্ট্রীকে ছিনাইয়া নিয়া গেল এবং তাঁহার উষ্ট্রী পালের রাখালকে হত্যা করিল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমি রাবাহ (রাযি.)কে বলিলাম, হে রাবাহ! এই ঘোড়াটি নিয়া তালহা বিন উবায়দুল্লাহ-এর নিকট পৌছাইয়া দাও আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দাও যে, তাঁহার উষ্ট্রীগুলি মুশরিকরা লুট করিয়া নিয়া গিয়াছে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি একটি টিলার উপর দন্ডায়মান হইয়া মদীনা মুনাওয়ারার দিকে মুখ করিয়া আহ্বান করিলাম। ইয়া সাবাহা! অতঃপর আমি ছিনতাইকারীদের পিছু ধাওয়া করিলাম এবং তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। আর আমি নিম্নোক্ত রাজায় কবিতাটি আবৃত্তি করিতেছিলাম।

'আমি আকওয়ার পুত্র, আজ দুষ্টদের ধ্বংসের দিন।'

তখন আমি তাহাদের যাহাকেই পাইয়াছি তাহার উপর এমন তীব্রভাবে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি যে, তীরের অগ্রভাগ তাহার কাঁধ ছেদ করিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, এই আঘাত নাও, 'আমি আকওয়ার পুত্র, আজ দুষ্টদের ধ্বংসের দিন।'

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِظَهْرِهِ (তঁহার লিকাহ (দুধের উষ্ট্রীগুলিসহ)। الظهر দ্বারা পরোক্ষভাবে যাহার উপর আরোহণ করা হয় তাহাকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন উষ্ট্রী। এই স্থানে لقاح (দুধের উষ্ট্রীসমূহ) মর্ম। -(তাকমিলা ৩:২৩৬)

عَلَى سَرْحِهِ (তাঁহার উষ্ট্রী পালের রাখালকে ..)। السرح শব্দটির س বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থ الابل والمواشي الراعية (উট এবং পশুপালের রাখাল)। -(তাকমিলা ৩:২৩৬)

فَأَصُكُّ শব্দটির ص বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অভিধানে الصك শব্দটির অর্থ الضرب باليد (হাত দ্বারা আঘাত করা)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, الرمي بالسهم (তীর নিক্ষেপ করা)। -(জামিউল উসূল)-(তাকমিলা ৩:২৩৭)

قَالَ فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِيُّ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى قَالُوا لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا . قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ.

(অনুবাদ) তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম এবং তাহাদের ঘোড়া জখম করিতে লাগিলাম। অতঃপর যখনই কোন ঘোড় সওয়ার আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিত তখনই আমি গাছের আড়ালে আসিয়া উহার ঘোড়ায় বসিয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতাম এবং তাহাকে জখম করিয়া ফেলিতাম। অবশেষে যখন তাহারা পাহাড়ের সংকীর্ণ পথে আসে এবং সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করে আমি তখন একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠিয়া সেই স্থান হইতে অনবরত তাহাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম। তিনি (রাবী) বলেন, এইভাবে আমি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকিলাম যেই পর্যন্ত না আল্লাহর সৃষ্ট উষ্ট্রীগুলি যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সওয়ারী হিসাবে ছিল উহা আমার পিছনে রাখিয়া না যায়। আর তাহারা এইগুলি আমার এবং তাহার মধ্যস্থলে (তথা আমার আওতায়) ফেলিয়া চলিয়া গেল। তারপরও আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে থাকিলাম। পরিশেষে তাহারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বল্লম নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া গেল। তাহারা যেই সকল বস্তু ফেলিয়া যাইতেছিল আমি উহার প্রত্যেকটিকে পাথর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া যাইতেছিলাম। যাহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ উহা দেখিয়া চিনিতে পারেন। অবশেষে তাহারা পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ স্থানে গিয়া পৌঁছিল। এমন সময় বদর ফাযারীর অমুক পুত্র আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। তারপর তাহারা সকলে সকালের খাবার খাওয়ার জন্য বসিল। আর আমি পাহাড়ের একটি সৃঙ্গে বসিয়া পড়িলাম। ফাযারী বলিয়া উঠিল, ঐ যে লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি সে কে? তাহারা বলিল, এই লোকটির হাতেই আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহাইয়াছি। আল্লাহর কসম! সেই রাত্রির আঁধার হইতে নিয়া অদ্যাবধি লোকটা আমাদের পিছন ত্যাগ করিতেছে না, সে আমাদের প্রতি অনবরত তীর নিক্ষেপ করিতেছে। এমনকি সে আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়াছে। তখন সে (ফাযারী) বলিল, তোমাদের হইতে চারিজনের একটি দল যাইয়া তাহার উপর আক্রমণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَعْقِرُ بِهِمْ অর্থাৎ اعقر بخيلهم (তাহাদের ঘোড়াকে জখম করিতে লাগিলাম। العقر এর অর্থ الجرح (যখম, ক্ষত)। ঘোড়ার পদসমূহে ক্ষতের মত চিহ্ন করিয়া দেওয়া। -(কামূস)-(তাকমিলা ৩:২৩৭)

وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ অর্থাৎ تركوه لاقبض عليه (তাহারা এইগুলি আমার আওতায় ফেলিয়া চলিয়া গেল)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় হযরত সালামা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবগুলি দুধ ওয়ালা উষ্ট্রী ছিনতাইকারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু সীরাত লেখকগণ যেমন ইবন হিশাম (রহ.) নিজ সীরাত গ্রন্থে ২:২১৪, ওয়াকিদী (রহ.) নিজ মাগাযী গ্রন্থে ২:৫৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, যু-কারদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিনতাইকৃত কিছু সংখ্যক লিকাহ (দুধ ওয়ালা উষ্ট্রী) মুসলমানগণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। আর বাদবাকী কিছু উষ্ট্রী ছিনতাইকারীদের আয়ত্বে ছিল। তবে

ওয়াকিদী (রহ.) প্রমুখের রিওয়ায়ত হইতে সনদের দিক দিয়ে সহীহ্ মুসলিম শরীফের প্রাধান্য। অবশ্য স্বয়ং সহীহ্ মুসলিম শরীফের كتاب النذر এর لا وفاء لنذر في معصية الله অনুচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আযবা' নামক উষ্ট্রীটি তাহাদের কব্জায় অবশিষ্ট ছিল। অবশেষে হযরত আবূ যার (রাযি.)-এর স্ত্রী উহাকে উদ্ধার করিয়া নিয়া আসেন। -(বিস্তারিত ৪১২৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আলোচ্য হাদীছে হযরত সালামা (রাযি.)-এর কথাকে অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হইবে।

آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ (পাথর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া ...)। آرَام শব্দটি إرم এর বহুবচন عنب এর ওযনে পঠিত। অর্থাৎ পাথর দ্বারা চিহ্নিত করা। -(জামিউল উসূল এবং শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:২৩৮)

مُتَضَايِقًا শব্দটি ى বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে اسم ظرف (অধিকরণ বিশেষ্য) المضيق (সঙ্কীর্ণ পথ, গিরি সঙ্কট, প্রণালী, **strait**) অর্থে ব্যবহৃত।

عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ (ছোট পাহাড়ের উপর উঠিয়া ...)। قرن শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে جبل صغير منفرة (স্বতন্ত্র ছোট পাহাড়)। -(তাকমিলা ৩:২৩৮)

مَا هٰذَا الَّذِي أَرَى (ঐ যে লোকটিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি সে কে?) ইহা দ্বারা সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)-এর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে হইতেছে من هذا؟ (সে কে?) বলা। কিন্তু ما (কি জিনিস?) শব্দটি হযরত সালামা (রাযি.)কে হেয় করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৩৮)

لَقِينَا مِنْ هٰذَا الْبَرْحَ (এই লোকটির হাতেই আমরা অনেক দুর্ভোগ পোহাইয়াছি)। البَرْح শব্দটির ر এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الشدة (বিপদ, দুর্ভোগ, ভোগান্তি) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এই সালামা (রাযি.)-এর দ্বারাই আমরা দুর্ভোগ ও ভোগান্তির শিকার হইয়াছি। -(তাকমিলা ৩:২৩৮)

قَالَ فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنُّ. قَالَ فَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتّٰى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ قَالَ فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ قَالَ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ قُلْتُ يَا أَخْرَمُ احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ. قَالَ يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. قَالَ فَخَلَّيْتُهُ فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ حَتّٰى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا حَتّٰى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ قَالَ فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً قَالَ وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ. قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم–

(অনুবাদ) তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন তাহাদের চার ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিল। অতঃপর তাহারা যখন আমার কথা শ্রবণের মত নিকটবর্তী স্থলে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তখন আমি বলিলাম, তোমরা কি আমাকে চিন? তাহারা বলিল, না। তবে আপনি কে? তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আমি সালামা বিন আকওয়া। কসম সেই পবিত্র সত্তার, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমি তোমাদের যাহাকেই পাইব তাহাকেই পাকড়াও করিব। কিন্তু তোমাদের কেহ চাহিলেই আমাকে পাকড়াও করিতে পারিবে না। তখন তাহাদের একজন বলিল, আমি অনুরূপই ধারণা করি। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া চলিয়া গেল। আর আমি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অশ্বারোহীগণকে গাছ-গাছালির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে প্রত্যক্ষ করিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে আখরাম আসদী (রাযি.) ছিলেন। তাঁহার পিছনে আবূ কাতাদা আনসারী (রাযি.)। আর তাহার পিছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাযি.)। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি তখন আখরাম (রাযি.)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, এমতাবস্থায় তাহারা (শত্রুরা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক পালাইয়া গেল। আমি বলিলাম, হে আখরাম! উহাদের হইতে সতর্ক থাকিবেন। তাহারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ আসিয়া মিলিত হইবার পূর্বেই তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না ফেলে। তিনি (আখরাম রাযি.) বলিলেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে হক মনে কর, তবে আমার এবং শাহাদাতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিও না। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, ফলে আমি তাহার পথ ছাড়িয়া দিলাম। তখন তিনি আবদুর রহমানের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, আখরাম (রাযি.) আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করিলেন। আর আবদুর রহমান বর্শার আঘাতে তাঁহাকে শহীদ করিয়া দিল এবং আখরাম (রাযি.)-এর ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোড় সাওয়ার আবূ কাতাদা (রাযি.) আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বর্শার আঘাতে হত্যা করিলেন। সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করিয়াছেন, আমি তখন এতই দ্রুত গতিতে শত্রুদের পিছু ধাওয়া করিয়া যাইতেছিলাম যে, পরিশেষে আমার পিছনে (অনেক দূর পর্যন্ত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সহাবাকেই দেখিতে পাইতেছিলাম না। এমনকি তাহাদের ঘোড়ার খুরের ধুলিও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমনিভাবে চলিতে চলিতে সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তাহারা এমন একটি গিরিপথে উপনীত হইল যেই স্থানে যু-কারদ নামক প্রস্রবণটি রহিয়াছে। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাহারা পানি পান করিতে অবতরণ করিল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন তাহারা আমাকে তাহাদের পশ্চাতে ধাওয়া করিয়া দৌঁড়াইয়া আসিতে প্রত্যক্ষ করিল। অতঃপর উক্ত স্থানে সামান্য পানি পান করার পূর্বেই আমি তাহাদেরকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন তাহারা পাহাড়ের একটি ঢালু উপত্যকার দিকে দৌঁড়াইতে লাগিল আর আমিও তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া চলিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি তাহাদের কোন একজনের নিকটবর্তী হইতাম তাহার কাঁধে অস্থিতে তীর নিক্ষেপ করিতাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আর আমি বলিতাম, আঘাত লও,

"আমি আকওয়ার পুত্র, আজ দুষ্টদের ধ্বংসের দিন।"

সে তখন বলিল, তাহার মা তাহার জন্য ক্রন্দন করুক। তুমি কি সেই আকওয়া যে আমাদের আজ ভোর হইতে অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তোমার জানের দুশমন। আমিই তোমার সেই ভোরবেলার আকওয়া। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহারা দুইটি ক্লান্ত ঘোড়া

উপত্যকায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি ঐ দুইটি ঘোড়াকে হাঁকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَكْوَعُهُ بُكْرَةً (তুমি কি সেই আকওয়া যে আমাদেরকে আজ ভোর হইতে অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ?) أَكْوَعُهُ শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত এবং بكرة (ভোর) শব্দটি فتح (যবর)-এর مبنى (অপরিবর্তনীয় শব্দ) হিসাবে পঠিত। এই বাক্যটি নহভী কানূনের আওতাধীন নহে। তবে লোকটি হযরত সালামা (রাযি.)কে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় ও আতঙ্কিত অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহার মুখ দিয়া বাক্যটি বাহির হইয়া গিয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে أهو الأكوع الذى كان يتبعنا و يرتجز لنا بكرة اليوم؟ فعاد يرتجز لنا فى آخر النهار؟ (তুমি কি সেই আকওয়া যে ভোর হইতে আমাদের পশ্চাধাবন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ এবং ছন্দে কবিতা পাঠ করিয়াছ? এখন আবার দিনের শেষভাগে কবিতা পাঠ করিতেছ?)

শায়খ মুহাম্মদ যাহনী (রহ.) বলেন, বাহজা-এর রিওয়ায়তে أكوعنا بكرة বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে উহ্য বাক্যটি হইবে أهذا هو الاكوع الذى لا يزال يتبعنا منذ بكرة اليوم؟ (এইকি সেই আকওয়া যে অদ্য সকাল হইতে আমাদের ধাওয়া করিয়া চলিয়াছ?) এই ব্যাখ্যাটি সালামা (রাযি.)-এর জবাবের অনুকূলে হয়। কেননা, তিনি জবাবে বলিয়াছেন انا أكوعك بكرة অর্থাৎ انا أكوعك الذى يتبعك منذ اول النهار (আমি তোমার সেই আকওয়া যে, দিনের প্রথমাংশ হইতে তোমাকে ধাওয়া করিয়া আসিতেছি। -(তাকমিলা ৩:২৪০)

قَالَ : وَلَحِقَنِى عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِى حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ وَكُلَّ شَىْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رُمْحٍ وَبُرْدَةٍ وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الَّذِى اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ وَإِذَا هُوَ يَشْوِى لِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ خَلِّنِى فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِى ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ "يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا". قُلْتُ نَعَمْ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ. فَقَالَ "إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِى أَرْضِ غَطَفَانَ". قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَالَ نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا فَقَالُوا أَتَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ". قَالَ ثُمَّ أَعْطَانِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَيْنِ سَهْمُ الْفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِى جَمِيعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ-

(অনুবাদ) তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, সেই স্থানে পানি মিশ্রিত অল্প দুধের একটি সাতীহা (চামড়ার পাত্র) এবং একটি পানি ভর্তি সাতীহা নিয়া আসিয়া আমির (রাযি.) আমার সহিত মিলিত হইলেন। আমি তখন (পানি দিয়া) ওযূ করিলাম এবং (দুধ) পান করিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন অবস্থায় আসিলাম যখন তিনি ঐ পানির কাছে ছিলেন যাহা হইতে আমি উহাদেরকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। এইদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সকল উট ও মুশরিকদের নিকট হইতে আমার ছিনাইয়া নেওয়া বর্শা ও চাদর প্রভৃতি হস্তগত করিয়াছেন। আর তখন হযরত বিলাল (রাযি.) সেই শত্রুদল হইতে আমার উদ্ধারকৃত একটি উষ্ট্রী জবাই করিয়া উহার কলিজা এবং কুঁজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ভুনা করিতেছিলেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমাকে অবকাশ দিন, আমি আমাদের লোকদের হইতে একশত বীরকে বাছাই করিয়া নিয়া সেই (মুশরিক) লোকদের পিছু ধাওয়া করি যাহাতে তাহাদের সকলকে এমনভাবে হত্যা করিব যে, তাহাদের (হত্যার) খবর (তাহাদের গোত্রের কাছে) নিয়া যাওয়ার মত একটি লোকও অবশিষ্ট থাকিবে না। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে মুচকি হাসিলেন যে, চুলার আগুনের আভায় তাঁহার চোয়ালের মুবারক দাঁতগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, হে সালামা! তুমি কি ইহা করিতে পারিবে? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। সেই মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, এখন তো তাহারা (মুশরিকরা) গাতফান পল্লীতে আতিথ্য ভোগ করিতেছে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, এমন সময় গাতফান গোত্রের এক ব্যক্তি আগমন করিল এবং বলিল, অমুক তাহাদের (মুশরিকদের) জন্য একটি উট যবেহ করিয়াছে। অতঃপর তাহারা যখন উহার চামড়া খসাইতেছিল তখন তাহারা ধূলারাশি উড়িতে প্রত্যক্ষ করিল। তখন তাহারা বলিয়া উঠিল উহারা (সালামা ও তাঁহার বাহিনী) তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে তাহারা পলায়ন করিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর যখন আমরা প্রভাত করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আজকে আমাদের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী হইতেছে আবূ কাতাদা (রাযি.), আর আমাদের শ্রেষ্ঠ পদাতিক হইতেছে সালামা (রাযি.)। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গনীমতের দুইটি অংশ দিলেন, একটি অশ্বারোহী হিসাবে আর অপরটি পদাতিক হিসাবে। কাজেই তিনি আমাকে একত্রে দুই অংশ দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে তাঁহার সহিত তাহার 'আযবা' নামক উষ্ট্রীর পিছনে বসাইয়া নিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ (পানি মিশ্রিত অল্প দুধের একটি সাতীহা)। السطيحة হইল চামড়ার তৈরী পাত্র, (পানির) মশক। আর المذقه শব্দটির م বর্ণে যবর ذ বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ القليل من اللبن الممزوج بالماء (পানি মিশ্রিত দুধের সামান্য পরিমাণ)। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৫)

قَالَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ بِأَبِي وَأُمِّي ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ قَالَ "إِنْ شِئْتَ". قَالَ قُلْتُ اذْهَبْ إِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ قَالَ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتّٰى أَلْحَقَهُ قَالَ فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سُبِقْتَ وَاللّٰهِ قَالَ أَنَا أَظُنُّ قَالَ فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(অনুবাদ) তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর আমরা যখন পথ অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন আনসারগণের এমন এক ব্যক্তি যাহাকে পদব্রজে চলার ব্যাপারে কেহ পরাজিত করিতে পারিত না। সে বলিতেছিল আছে কি কেহ যে, মদীনা মুনাওয়ারায় সর্বাগ্রে পৌঁছিবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিবে? এই কথাটি সে বারবার বলিতেছিল। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি যখন তাহার কথা শ্রবণ করিলাম, তখন বলিলাম, তুমি কি সম্মানিত লোককে সম্মান করিবে না? আর কোন ভদ্রলোককে পরোয়া করিবে না? সে বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কাহাকেও না। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক। আপনি আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি উক্ত ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি চাহিলে। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন,

আমি বলিলাম, ওহে! আমি তোমার দিকে আসিতেছি। অতঃপর আমি লাফ দিয়া নীচে অবতরণ করিয়া দৌড় দিলাম। অতঃপর এক বা দুইটি টিলা অতিক্রম করার দূরত্বে রহিলাম তখন পর্যন্ত আমার দম বন্ধ রাখিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকিলাম। অতঃপর তাহার পদচিহ্নে আরও এক কিংবা দুইটি টিলা শ্বাস আটকাইয়া দৌড়াইয়া তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ঘুষি দিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমি বলিলাম, ওহে আল্লাহর কসম! তুমি পরাজিত হইয়াছ। তখন সে (জবাবে) বলিল, আমি অনুরূপই ধারণা করিতেছি। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, ফলে আমি তাহার পূর্বেই মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিয়া গেলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَطَفَرْتُ অর্থাৎ فقفزت (অতঃপর আমি লাফ দিলাম)। قفز শব্দের অর্থ লাফ, লম্ফ, **jump**। -(তাকমিলা ৩:২৪২)

فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (অতঃপর দম বন্ধ করিয়া একটি বা দুইটি টিলা অতিক্রম করিলাম)। الربط শব্দটি এই স্থানে حبس النفس (শ্বাস আটকাইয়া রাখা, দম বন্ধ করা) অর্থে ব্যবহৃত। الشرف অর্থাৎ ما ارتفع من الارض (যাহা সমতল যমীন হইতে উঁচু, টিলা)। -(তাকমিলা ৩:২৪২)

أَنَا أَظُنُّ (আমি অনুরূপই ধারণা করি)। অর্থাৎ انا اظن كذلك، انك قد سبقتنى (আমি অনুরূপই মনে করি যে, তুমি আমার হইতে অগ্রগামী হইবে)-(তাকমিলা ৩:২৪২)

قَالَ فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ تَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ هٰذَا". قَالَ أَنَا عَامِرٌ. قَالَ "غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ". قَالَ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِنْسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ. قَالَ فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ قَالَ فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ.

(অনুবাদ) তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তারপর আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় তিন রাত্রির অধিক অবস্থান করিতে পারি নাই। এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খায়বার অভিযানে রওয়ানা করিলাম। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমার চাচা আমির (রাযি.) লোকদের সামনে রণ সঙ্গীত আবৃত্তি করিতে থাকিলেন :

আল্লাহর কসম! আপনি হিদায়ত না করিলে আমরা হিদায়ত পাইতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সালাতও আদায় করিতাম না। আপনার অনুগ্রহ হইতে কখনও আমরা বেপরওয়া হইতে পারি না। তাই শত্রুর মুকাবালায় আমাদের পদসমূহ অটল রাখুন। আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই (কবিতা আবৃত্তিকারী) ব্যক্তি কে? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, আমি আমির! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয়) বলিলেন, "তোমার পালনকর্তা তোমাকে ক্ষমা করুন।" তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) কোন ব্যক্তির জন্য বিশেষভাবে ক্ষমার দু'আ করিলে সেই ব্যক্তি শহীদ হইয়া যাইতেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) স্বীয় উটের উপর আরোহী অবস্থায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, ইয়া

নবী আল্লাহ্! আমির (রাযি.)কে দিয়া আমাদের আরও উপকৃত করিলেন না কেন? তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমরা যখন খায়বরে উপস্থিত হইলাম তখন খায়বার অধিপতি মুরাহ্হাব তলোয়ার দোলাইতে দোলাইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল :

"খায়বর জানে যে, আমি মুরাহ্হার অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীর, যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হই তখন অগ্নিশিখা উড়াইতে থাকে।"

তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমার চাচা আমির (রাযি.) কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন :

"খায়বর জানে যে, আমি আমির, সম্পূর্ণ সশস্ত্রে দুঃসাহসী বীর।"

তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর তাহাদের মধ্যে আঘাত বিনিময় হইল। মুরাহ্হাবের আঘাত আমির (রাযি.)-এর ঢালের উপর পড়িল। আর আমির (রাযি.) নীচ হইতে যখন তাহাকে আঘাত করিলেন, তখন উহা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিজের (হাতের শিরা কিংবা জীবন শির) উপর পতিত হইল। আর ইহাতে তাহার হাতের শিরা (কিংবা জীবন শিরা) কর্তন হইয়া শহীদ হইয়া গেলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ (আর ইহাতে তাহার হাতের শিরা কর্তন হইয়া গেল)। الاكحل হইতেছে عرق فى اليد (হাতের শিরা) কিংবা عرق الحياة (জীবন শিরা)। -(কামূস)-(তাকমিলা ৩:২৪৪)

قَالَ سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَالَ ذٰلِكَ". قَالَ قُلْتُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. قَالَ "كَذَبَ مَنْ قَالَ ذٰلِكَ بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ". ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

(অনুবাদ) রাবী সালামা (রাযি.) বলেন, তখন আমি বাহির হইলাম আশ্চর্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী (রাযি.)কে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিলাম যে, আমির (রাযি.)-এর আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমার চাচা) আমির (রাযি.)-এর আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কথা কে বলিয়াছে? তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি বলিলাম, আপনারই কয়েকজন সাহাবী (রাযি.)। তিনি ইরশাদ করিলেন, যাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছে তাহারা অযথার্থ বলিয়াছে; বরং তাঁহার জন্য দুইটি পুরস্কার রহিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাকে হযরত আলী (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন। তখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তির কাছে পতাকা সমর্পণ করিব, যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার (প্রেরিত) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ভলোবাসেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে ভালোবাসেন। তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, আমি আলী (রাযি.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁহাকে এমন অবস্থায় হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া আসিলাম যে, তখন তাঁহার চোখ ব্যাথাগ্রস্ত ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার চোখে থুথু দিলেন। ফলে তিনি সুস্থ হইয়া গেলেন। তখন তিনি তাঁহার হাতে পতাকা দিলেন। আর ঐ দিকে মুরাহ্হাব কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল :

"খায়বর জানে যে, আমি মুরাহ্হাব অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বীর

যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন অগ্নিশিখা উড়াইতে থাকে।

তখন হযরত আলী (রাযি.) (তাহার জবাবে) বলিলেন :

"আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে আমার মা 'হায়দার' নামে ডাকেন। যাহার দর্শন বন্য সিংহের মত ভীতিগ্রস্ত।

আমি শত্রুর প্রতিদান সেই প্রশস্ত পরিমাপ-যন্ত্র সা'দিয়া (তাহাদের হত্যা) করি।

তিনি (সালামা রাযি.) বলেন, অতঃপর তিনি (আলী রাযি.) মুরাহ্হারের মাথায় (তরবারীর) আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর তাঁহার হাতেই খায়বার বিজয় অর্জিত হইল।

(ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্র আবূ ইসহাক) ইবরাহীম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.)। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুস সামাদ বিন ওয়ারিছ (রহ.), তিনি ইকরামা বিন আম্মার (রহ.) হইতে এই সুদীর্ঘ হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ (আমি সেই ব্যক্তি যাহাকে আমার মা 'হায়দার' নামে ডাকেন)। حَيْدَرَه হইতেছে সিংহের নাম। আর হযরত আলী (রাযি.)-এর মা (ফাতিমা বিন্ত আসাদ) তাঁহাকে 'হায়দার' নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। আর তিনি তাঁহার পিতা আসাদ বিন হিশাম বিন আবদ-এর নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। তখন হযরত আলী (রাযি.)-এর পিতা আবূ তালিব অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন (সফর হইতে) আগমন করেন তখন তাহার নাম আলী (রাযি.) রাখেন। আর الأسد কে حيدره নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, সে রূঢ় গুণবিশিষ্ট। আর حيدر শব্দটি الحادر হইতে, ইহার অর্থ الغليظ (কঠোর, নির্দয়, রূঢ়)। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৫, তাকমিলা ৩:২৪৪)

كَيْلَ السَّنْدَرَهْ (প্রশস্ত পরিমাপ পাত্র)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, السَّنْدَرَه হইতেছে مكيل واسع (প্রশস্ত পরিমাপ-যন্ত্র)। এই বাক্যের অর্থ হইল اقتلهم قتلا واسعا (তাহাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করিব)। -(তাকমিলা ৩:২৪৪-২৪৫)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ (ইবরাহীম (রহ.) বলেন)। তিনি হইলেন আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান নিসাপুরী (রহ.)। তিনিই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাত্র, যিনি তাঁহার হইতে সহীহ মুসলিম রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি ছিলেন দু'আ কবূলকৃত নেক বান্দাগণের একজন। যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) নিজ মুকাদ্দামায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইবরাহীম (রহ.) এই হাদীছকে ইমাম মুসলিম হইতে সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)-এর সূত্রে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহাতে তিনজন রাবীর মাধ্যম রহিয়াছে। কিন্তু তিনি অপর এক সনদে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে দুইজন রাবীর মাধ্যমে এই হাদীছখানা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আলোচ্য বাক্যে এই কথাটিই তিনি বলিয়া দিলেন যে, ইমাম মুসলিম ছাড়া এই হাদীছকে অপর একটি উচ্চ সনদেও শ্রবণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:২৪৬)

(৪৫৫৫) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ بِهٰذَا.

(৪৫৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসূফ আযদী সুলামী (রহ.) তিনি ... ইকরামা বিন আম্মার (রাযি.) হইতে এই হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الآيَةَ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি মক্কা শহরকে তাহাদের হাত তোমাদের হইতে .... সূরা ফাতহ- ২৪, শেষ পর্যন্ত-এর বিবরণ

(৪৫৫৬) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلَمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .

(৪৫৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ বিন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিকালে) মক্কাবাসীগণের মধ্য হইতে সশস্ত্র আশি ব্যক্তি তানঈম পাহাড় হইতে অতর্কিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে অবতরণ করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণের অসতর্কতার অবস্থায় হামলা করিবে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদেরকে বিনাযুদ্ধে পাকড়াও করিলেন। অতঃপর তাহাদেরকে জীবিত মুক্ত করিয়া দিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন, "আর তিনি এমন সত্তা; যিনি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের হাতকে তোমাদের (হত্যা) হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের (হত্যা) হইতে মক্কা ভূ-খণ্ডে ইহার পর যে, তোমাদেরকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন। -(সূরা ফাতহ ২৪)

ফায়দা

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ এতদস্থলে ইহাই বলিতেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে যদি কোন হিকমতের কারণে এই বিজয় বিলম্বিত হয় তখন উহা বিজয় ও প্রবলতার পরিপন্থী নহে। উপরন্তু উদাহরণে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই অনুগ্রহটি প্রজ্ঞার বিষয় হইয়াছে এইরূপে যে, ইহা না হইলে দীর্ঘকাল যুদ্ধ পরিক্রমা চলিত। যদ্বারা মুসলমানদের অধিক কষ্ট হইত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সহিত মহিলাদের যুদ্ধযাত্রী-এর বিবরণ

(৪৫৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا هٰذَا الْخَنْجَرُ". قَالَتِ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ انْهَزَمُوا بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ".

(৪৫৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (তাঁহার মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.) হুনায়নের জিহাদের দিন একটি খঞ্জর (বড় ছুরি) সঙ্গে লইলেন। আর ইহা তাঁহার কাছেই ছিল। (তাহার স্বামী) আবূ তালহা

(রাযি.) তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি উম্মু সুলায়ম! আর তাহার সহিত একটি খঞ্জর রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে (উম্মু সুলায়মকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, এই খঞ্জর কেন? তিনি (উম্মু সুলায়ম) বলিলেন, ইহা এই জন্য নিয়াছি যদি মুশরিকদের কেহ আমার কাছাকাছি আসে তাহা হইলে ইহা দিয়া আমি তাহার পেট বিদীর্ণ করিয়া দিব। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিতে লাগিলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (মক্কা বিজয়ের দিন) আমাদের ব্যতীত যাহারা ছাড়া পাইয়া গিয়াছে এবং আপনার সহিত পরাজয়ের মুখে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের হত্যা করিয়া ফেলুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উম্মু সুলায়ম! মহামহিমান্বিত আল্লাহই (মুশরিকদের শায়েস্তার জন্য) যথেষ্ট। আর তিনি (আমাদের প্রতি) সদয় রহিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمَ حُنَيْنٍ (হুনায়নের জিহাদের দিন)। নির্ভরযোগ্য নুসখাসমূহে অনুরূপ রহিয়াছে। আর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গের দৃষ্টিতে ইহা সহীহ। তবে কতক নুসখায় يوم خيبر (খায়বরের দিন) রহিয়াছে। কিন্তু এই হাদীছে الطلقاء (মুক্ত করিয়া দেওয়া)-এর কথা উল্লেখ থাকায় ইহা খণ্ডন হইয়া যায়। কেননা খায়বরের যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহাদের পরাজয়ের ঘটনা হুনায়নের যুদ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল, খায়বরের যুদ্ধে নহে। -(তাকমিলা ৩:২৪৭)

خِنْجَرًا (খঞ্জর) শব্দটির خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনই প্রাধান্য। আর কখনও خ বর্ণে যের দ্বারা পড়া হয়। ইহা হইল উভয় পার্শ্ব ধারালো বিশিষ্ট বড় ছুরি। -(তাকমিলা ৩:২৪৭)

هٰذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ (ইনি উম্মু সুলায়ম)। سُلَيْم (সুলায়ম) مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। তিনি হইলেন হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর মা জাহিলী যুগে মালিক বিন নযর-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। তিনি আনসারগণের সহিত প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারিণী ছিলেন। তাহার স্বামী মালিক তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া সিরিয়ায় চলিয়া যায় এবং সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনি আবূ তালহা (রাযি.)কে বিবাহ করেন। আর তিনি আবূ তালহার ইসলাম গ্রহণকেই দেনমোহর হিসাবে গণ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর রাত্রিতে আবূ তালহা (রাযি.)-এর সহিত তাহার আচরণবিধি সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আর তিনিই হযরত আনাস (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পেশ করিয়াছিলেন। -(ইসাবা ৪:৪৪১-৪৪২)-(ঐ)

بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ (ইহা দিয়া আমি তাহার পেট বিদীর্ণ করিয়া দিব)। অর্থাৎ شققته (আমি তাহার পেট ফাড়িয়া দিব)। -(তাকমিলা ৩:২৪৮)

اُقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ (আমাদের ছাড়া (মক্কা বিজয়ের দিন) যাহারা ছাড়া পাইয়াছে তাহাদের হত্যা করিয়া দিন)। الطُّلَقَاء শব্দটির ط বর্ণে পেশ ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। যাহারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদেরকে الطُّلَقَاء নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতহে মক্কার দিন তাহাদের প্রতি ইহসান করিয়া তাহাদেরকে (ক্ষমার মাধ্যমে) মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আর তাহারা দুর্বলতায় বশীভূত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে উম্মু সুলায়ম (রাযি.) ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাহারা দুর্বলতায় বশীভূত হইয়া ইসলাম গ্রহণের কারণেই হুনায়নের দিন পর্যুদস্ত হইয়াছে। এই কারণেই তিনি তাহাদেরকে হত্যা করিয়া দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রস্তাব দিয়াছিলেন। আর তাহার উক্তি من بعدنا এর অর্থ হইতেছে من ورائنا ومن سوانا (আমাদের পিছনে, আমাদের ছাড়া)। -(ঐ)

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَفٰى وَأَحْسَنَ (মহামহিমান্বিত আল্লাহই (মুশরিকদের শায়েস্তার জন্য) যথেষ্ট। আর তিনি (আমাদের প্রতি সদয় রহিয়াছে)। অর্থাৎ এই পর্যুদস্তের কারণে মুসলমানদের কোন ক্ষতি করিবে না। পরিণাম ফল আমাদের পক্ষেই হইবে। -(তাকমিলা ৩:২৪৮)

(৪৫৫৮) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ.

(৪৫৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত উম্মু সালামা (রাযি.)-এর ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী ছাবিত (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৫৫৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى

(৪৫৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলায়ম ও আনসারগণের কতিপয় মহিলাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়া যাইতেন। তাহারা (তৃষ্ণার্তদের) পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রুষা করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (তাহারা তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাইতেন এবং আহতদের শুশ্রুষা করিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া এবং তাহাদের দ্বারা পানি পান করানো এবং আহতদের শুশ্রুষা প্রভৃতি করানো জায়িয আছে। আর এই শুশ্রুষা নিজেদের মুহারিম (বিবাহ হারাম এমন) লোকদের কিংবা স্বামীদের করিবে। তবে গায়রে মুহরিমদের এই শর্তে শুশ্রুষা করিবে যে, যেন শরীর স্পর্শ করিতে না হয়। তবে অতীব জরুরী হইলে শরীর স্পর্শ করিয়া সেবা করাও জায়িয আছে। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৬)

(৪৫৬০) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ وَيُشْرِفُ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفْ لَا يُصِبْكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهِمْ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا مِنَ النُّعَاسِ.

(৪৫৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন সাহাবীগণ পর্যুদস্ত হইয়া যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্ব হইতে এই দিক সেই দিক বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন আবূ তালহা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখভাগে অবস্থান করিয়া নিজ ঢাল দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আবূ তালহা (রাযি.) ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। সেই (ওহুদের যুদ্ধের) দিন তিনি দুই কিংবা তিনটি ধনুক

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, যখনই কোন মুসলিম ব্যক্তি তীর ভর্তি তুনীর নিয়া তাঁহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেন তখনই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিতেন, এই গুলি আবূ তালহা (রাযি.)-এর জন্য রাখিয়া দাও। তিনি (রাবি) বলেন, যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মুবারক) মাথা উঠাইয়া (মুশরিক) লোকদের প্রতি তাকাইতেন, তখনই আবূ তালহা (রাযি.) বলিয়া উঠিতেন। ইয়া নবী আল্লাহ! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক। আপনি মাথা উঠাইবেন না; এমন না হয় যে, শত্রুদের তীর আসিয়া আপনার মুবারক দেহে লাগিয়া যায়। আপনার সীনা রক্ষার্থে আমার সীনা নিবেদিত। (তীর প্রভৃতি যাহাই আসুক উহা আমার সীনায় লাগুক) রাবী বলেন, আমি সেইদিন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কন্যা আয়িশা এবং (আবূ তালহা (রাযি.)-এর স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)কে এমন কর্মব্যস্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহারা উভয়ে নিজেদের পায়ের নলা পর্যন্ত কাপড় গুটাইয়া পীঠের উপর পানির মশক বহন করিয়া আনিতেছিলেন। আর আমি তখন তাহাদের উভয়ের পাঁয়জোর দেখিতে পাইয়াছিলাম। অতঃপর তাঁহারা তাহাদের (তৃষ্ণার্তদের) মুখে পানি ঢালিয়া দিতেছিলেন। অতঃপর পুনরায় গিয়া মশক ভর্তি করিয়া পানি আনিতে এবং (তড়িঘড়ি করিয়া) লোকদের মুখে পানি দিতেছিলেন। আর সেই দিন হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর হাত হইতে তন্দ্রার আচ্ছন্নতায় দুইবার কিংবা তিনবার তরবারী পড়িয়া গিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْمِنْقَرِيُّ (মিনকারী রহ.)। اَلْمِنْقَرِيّ শব্দটির م বর্ণে যের ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে মিনকার বিন উবায়দ (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধ। তাহার নাম আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আবুল হাজ্জাজ তায়মী আল মাকআদ (রহ.)। তিনি ছিকাহ রাবী। এক জামাআত তাহার হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি হিজরী ২২৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীম- ৫৩৬)

مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ (তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন)। مُجَوِّب শব্দটির و বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ তাঁহার জন্য পর্দাকারী, তাঁহার মধ্যে এবং (শত্রু) লোকদের দৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্নকারী। আর ইহা جوب (ঢাল) হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ القطع (কর্তন, ছিন্নকরণ, মাঝখানে কর্তন করা)। -(জামিউল উসূল ৮:২৪১)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুলবারী গ্রন্থের ৮:৩৬২ পৃষ্ঠায় লিখেন অর্থাৎ مترس (দরজার খিল, প্রতিরক্ষা-ব্যূহ, ব্যারিকেড, গড়-প্রাচীর) আর ترس (ঢাল)কে جوبة বলাও হয়। -(তাকমিলা ৩:২৫০)

بِحَجَفَةٍ (ঢাল দ্বারা) حجفة শব্দটির ج বর্ণের পূর্বে ح বর্ণ এবং উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الترس (ঢাল)। -(তাকমিলা ৩:২৫০)

اَلْجَعْبَةُ (তূণীর)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই শব্দটিকে ج বর্ণে যবর দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছে ج বর্ণে পেশ দ্বারা। আর উহা হইতেছে الآلة التي يوضع فيها السهام (সেই যন্ত্র তথা পাইপ যাহার মধ্যে তীরসমূহ রাখা হয়, তূণীর)। -(তাকমিলা ৩:২৫০)

فَيَقُولُ انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ (তখনই তিনি বলিতেন এইগুলি আবূ তালহা (রাযি.)-এর জন্য রাখিয়া যাও)। সম্ভবতঃ ইহার প্রবক্তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তবে স্পষ্টভাবে ইহা জানা যায়নি। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তূণীর মালিককে উহার মধ্যে সংরক্ষিত তীরসমূহসহ আবূ তালহা (রাযি.)কে প্রদানের নির্দেশ দিতেন। কেননা, আবূ তালহা (রাযি.)-এর কাছে অল্প সংখ্যক তীর অবশিষ্ট ছিল। অধিকন্তু শত্রুদের লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নিক্ষিপ্ত তীর অন্যদের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকর হইত। -(তাকমিলা ৩:২৫০-২৫১)

نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ (আপনার সীনা রক্ষার্থে আমার সীনা নিবেদিত)। অর্থাৎ افديك بنفسي (আমার নফস আপনার জন্য উৎসর্গিত)। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ৩:২৫১)

أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (আমি তখন তাহাদের উভয়ের পাঁয়জোর দেখিতে পাইয়াছিলাম) الخدم শব্দটি خدمة (পায়ের মল, নলা)-এর বহুবচন। আর ইহা হইল الخلخل (পায়ের মল (গহনা), পাঁয়জোর, নূপুর)। আর কেহ বলেন الخدمة মূলত: الساق (নলা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ওহুদ যুদ্ধের দিনের ঘটনা, যাহা পর্দার আয়াত এবং মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি করা হারাম অবতরণের পূর্বেকার। তবে ইহাতে এই কথার উল্লেখ নাই যে, তিনি ইচ্ছাকৃত পায়ের নলার উপর দৃষ্টি দিয়াছেন। কাজেই ইহাকে অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টি পতিত হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হইবে। আর তিনি অব্যাহতভাবে দেখিয়া থাকেন নাই। -(তাকমিলা ৩:২৫১)

عَلَى مُتُونِهِمَا অর্থাৎ على ظهورهما (তাঁহাদের উভয়ের পিঠের উপর)। -(তাকমিলা ৩:২৫১)

مِنَ النُّعَاسِ (তন্দ্রায় আচ্ছন্নতায়)। অর্থাৎ সেই তন্দ্রা যাহার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে করিয়াছেন إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ (যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য–সূরা আনফাল- ১১)। -(তাকমিলা ৩:২৫১)

بَابُ النِّسَاءُ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের জন্য গনীমতের কোন অংশ নাই। তবে তাহাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু দেওয়া যাইবে। দারুল হারবের শিশুদের হত্যা করা নিষিদ্ধ

(৪৫৬১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ. كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا. فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.

(৪৫৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন হুরমুয (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাজদা (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযি.)কে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলেন। তখন ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, আমি যদি ইলম গোপনকারী হওয়ার আশংকা না করিতাম তাহা হইলে আমি তাহার কাছে জবাব লিখিতাম না। নাজদা (রহ.) সেই পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আম্মা বা'আদ (হামদ ও সালাতের পর) আমাকে অবহিত করুন, (১) রাসূলুল্লাহ কি মহিলাদেরকে নিয়া যুদ্ধে যাইতেন? (২) তিনি তাহাদেরকে কি গণীমতের অংশ দিতেন? (৩) তিনি কি (আহলে হারবদের) বালকদের হত্যা করিতেন? (৪) ইয়াতীমদের কখন ইয়াতীমত্বের অবসান হইবে? (৫) আর গনীমতের এক পঞ্চমাংশের হকদার কাহারা? হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) জবাবে লিখিলেন, তুমি আমাকে লিখিতভাবে প্রশ্ন করিয়াছ যে, রাসূলুল্লাহ কি মহিলাদেরকে নিয়া যুদ্ধে যাইতেন? হ্যাঁ, তিনি তাহাদেরকে নিয়া যুদ্ধে যাইতেন এবং তাঁহারা আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করিতেন এবং গনীমতের মাল হইতে তাহাদের কিছু (অনুদান

হিসাবে) দিতেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য গণীমতের ভাগ বরাদ্দ করা হইত না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও (আহলে হারবদের) বালকদের হত্যা করিতেন না। কাজেই তুমিও বালকদের হত্যা করিও না। আর তোমার পত্রে আমাকে এই প্রশ্নও করিয়াছ যে, ইয়াতীমের ইয়াতীমত্ব কখন অবসান হইবে? আমার জীবনের শপথ! অনেক সময় কোন ব্যক্তি দাঁড়ি গজাইয়া যায়; অথচ সে তাহার নিজের হক-অধিকার গ্রহণে দুর্বল থাকে এবং অন্য কাহারও হক প্রদানের ক্ষেত্রেও দুর্বল থাকে। কাজেই যখন সে লোকদের ন্যায় নিজের হক বুঝিয়া নেওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবে তখনই তাহার ইয়াতীমত্বের অবসান হইবে। আর তুমি আমার কাছে পত্রে ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, 'খুমুস' কাহারা পাইবে? আমরা বলিতেছিলাম যে, উহা আমাদের (আহাল বায়তগণের) জন্যই, কিন্তু আমাদের লোকজন তাহা প্রদানে অস্বীকার করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (ইয়াযীদ বিন হুরমুয) তিনি মাদানী। বনূ লায়ছ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্লাহ (রহ.)। ইমাম বুখারী (রহ.) ব্যতীত এক জামাআত মুহাদ্দিছ তাঁহার হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিছের কাছে তিনি ছিকাহ ছিলেন, তিনি এক শতকের মাথায় ইনতিকাল করেন। -(আত তাকবীর ওয়াত তাহযীব) -(তাকমিলা ৩:২৫১)

أَنَّ نَجْدَةَ (নাজদা) সে হইল নাজদা বিন আমির আল-হারূরী। খারিজীদের একটি শাখা দলের নেতা। -(তাকমিলা ৩:২৫২ সংক্ষিপ্ত)

مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ (আমি তাহার কাছে জবাব লিখিতাম না)। কেননা, সে ছিল (ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী) খারিজী মতাবলম্বী। -(তাকমিলা ৩:২৫২)

يُحْذَيْنَ শব্দটির ى বর্ণে পেশ ح বর্ণে সাকিন ذ বর্ণে পঠনে অর্থাৎ يعطين তাঁহাদেরকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হইত। আর এই عطية (অনুদান, উপহার)কে رضخ বলা হয়। رضخ -এর অর্থ হইতেছে انهن لم يضرب لهن بسهم، غير انهن اعطين شيئا قليلا من الغنيمة كالجائزة (তাহাদের জন্য গনীমতের অংশ বরাদ্ধ ছিল না। তবে তাহাদেরকে গনীমতের মাল হইতে অনুদান হিসাবে কিছু দেওয়া হইত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবা-শুশ্রূষাকারিণী মহিলারা গনীমতের মাল হইতে অনুদান হিসাবে কিছু পাওয়ার হকদার ছিল। কিন্তু তাহারা গনীমতের মালের ভাগ পাওয়ার হকদার ছিল না। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী, লায়ছ, শাফেয়ী ও জমহুরে উলামা (রহ.)-এর অভিমত। আর ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলারা যদি যুদ্ধ করে কিংবা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করে তাহা হইলে তাহারা গনীমতের মালের অংশ পাওয়ার হকদার। আর মালিক (রহ.) বলেন, তাহার জন্য কোন অনুদানও নাই। আর এই শেষোক্ত মাযহাবদ্বয় আলোচ্য সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৬-১১৭, তাকমিলা ৩:২৫২)

فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ (কাজেই তুমিও বালকদের হত্যা করিবে না)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা আহলে হারব-এর বালকদের হত্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বালকরা যদি যুদ্ধ না করে তবে তাহাদের হত্যা করা হারাম। অনুরূপ হুকুম মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে যদি তাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে তাহাদের হত্যা করা জায়িয আছে। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৭)

مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ (কখন ইয়াতীমের ইয়াতীমত্বের অবসান হয়?) ইয়াতীমের অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের মাল ইয়াতীমের হাতে অর্পণ করা কখন ওয়াজিব? যাহাতে সে নিজ সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিতে পারে। -(তাকমিলা ৩:২৫৩)

فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ (কাজেই যখন সে লোকদের ন্যায় নিজের হক-অধিকার বুঝিয়া নেওয়ার যোগ্যতা লাভ করিবে ...)। অর্থাৎ সে মানুষের সহিত সঠিকভাবে মুআমালা (লেন-দেন) করার যোগ্যতা

লাভ করিবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া আয়িম্মায়ে ছালাছা, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইয়াতীম ব্যক্তির মানুষের সহিত সঠিকভাবে লেন-দেন করার যোগ্যতা লাভ না করা পর্যন্ত তাহার মাল তাহার হাতে অর্পণ করা যাইবে না। যদিও সে বৃদ্ধ হইয়া যায়। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ইয়াতীম সাবালক হওয়ার পর পচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সঠিকভাবে মুআমালা করার যোগ্যতা লাভের অপেক্ষা করা হইবে। যখন তাহার বয়স পচিশ বৎসরে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন তাহার মাল তাহার হাতে অর্পণ করিয়া দিবে, যদিও সে যথার্থভাবে লেন-দেন করার যোগ্যতা লাভ না করে। -(দুররুল মুখতার এবং ইহার শরাহ রদ্দুল মুখতার কিতাবে অনুরূপ আছে। -(كتاب الحجر ٥:١٣٩)।

আল্লামা আলূসী (রহ.) 'রুহুল মাআনী' গ্রন্থের ৪:২০৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাযি.)-এর অভিমতের উপর যেই ব্যক্তি গভীর দৃষ্টি নিবন্ধ করিবে সেই ব্যক্তি জ্ঞাত হইবে যে, এই মাসয়ালায় তাঁহার দৃষ্টি কত সূক্ষ্ম ছিল। কেননা ইয়াতীম সাবালক হইয়া গেলে সে অন্যান্য লোকদের সীমায় পৌঁছিয়া যায়। ফলে সে শরীআতের দায়িত্ব প্রাপ্ত (مكلف بالشرع) ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনের সম্বোধিত ব্যক্তির আওতায় আসিয়া যায়। তাহার ঈমান এবং কুফরী বিবেচনা যোগ্য হয়, ঈমান গ্রহণে প্রশংসা ও ছাওয়াবের অধিকারী হইবে এবং কুফরীর কারণে দোষারোপ ও শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হইবে। কাজেই এই অবস্থায় তাহাকে তাহার সম্পদের উপর কর্তৃত্ব না দেওয়া যুলুমই হইবে। হ্যাঁ, কোন ইয়াতীম যদি বালিগ হওয়ার পর নিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহারে যোগ্য না হয়। তাহার জন্য এই বিষয়ে আরো কিছু দিন সময় দেওয়া সমীচীন বিধায় হানাফীগণ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত সময় দিয়াছেন। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে শিশু বালিগ হওয়ার সময়কাল হইতেছে আঠার বছর। ফলে তাহাকে তাহার মালের সঠিক ব্যবহার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সাত বছর সময় দেওয়া হইল। কেননা, কাহারও অবস্থা পরিবর্তনের জন্য বিবেচ্য সময়কাল হইতেছে সাত বছর। পবিত্র কুরআনের আয়াতও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবকে তায়ীদ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا (এতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করিও না বা তাহারা বড় হইয়া যাইবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না– সূরা নিসা- ৬)। এই আয়াতে ইশারা করা হইয়াছে যে, ইয়াতীম সাবালক হইলে পর তাহার সম্পদ তাহার কাছে অর্পণ করিতে বাধাগ্রস্ত করিবে না। হ্যাঁ, যোগ্যতা অর্জনে কিছু সময় নেওয়া যাইতে পারে। যেমন আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৫৩-২৫৪)

كُنَّا نَقُولُ: هُوَ لَنَا (আমরা বলি, উহা আমাদের জন্যই)। অর্থাৎ আমরা মনে করি যে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশের হকদার আহলে বায়তগণ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়-স্বজন। চাই তাঁহারা ধনী হউক বা ফকীর। ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর মাযহাব। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)ও গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন, গনীমতের এক পঞ্চমাংশকে পাঁচভাগে ভাগ করিয়া উহার এক ভাগের হকদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়-স্বজন। তাহাদের ধনী-ফকীর সকলেই সমপরিমাণ প্রাপ্ত হইবে। তবে তাঁহাদের প্রাপ্য অংশে দুইজন মহিলার সমান একজন পুরুষ পাইবে। আর ইহা কেবল বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের জন্য নির্ধারিত। অন্যরা পাইবে না। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও অভিমত। আর অনুরূপ অভিমত আতা, মুজাহিদ, শা'বী, নাখিয়ী, কাতাদা ও ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতেও বর্ণিত আছে। -(আল-মুগনী লি ইবন কুদামা ৭:৩০০)

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, গনীমতের একপঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে সংরক্ষিত অংশ)কে তিন ভাগ করা হইবে। একভাগ ইয়াতীমদের জন্য, একভাগ মিসকীনদের জন্য আর একভাগ মুসাফিরদের জন্য। আর এই ভাগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আহলে বায়তগণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। তাহাদের ধনীদের প্রদান করা হইবে না। ইহা

খুলাফা রাশিদূন চারিজনের মাযহাব। তবে পবিত্র কুরআনে আহলে বায়তগণের জন্য যেই অংশের উল্লেখ রহিয়াছে উহা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর উহা বাদ হইয়া গিয়াছে, যেমন বাদ হইয়া গিয়াছে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অংশ। ফলে এখন উহা মুসলমানের কল্যাণে ব্যয় হইবে। আর কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ আত্মীয়-স্বজনকে সহায়তার জন্য প্রদান করিতেন। কাজেই উহা সহায়তার শর্তের সহিত শর্তায়িত ছিল। আর কেহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে গনীমতের সম্পদের ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতো কেবল ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনার উদ্দেশ্য। স্থায়ী হকদার এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। গনীমতের মালের উপর ইমামের ইখতিয়ার রহিয়াছে। তিনি উহার খাতসমূহের মধ্যে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে ব্যয় করিবেন। আর কেহ বলেন ذَوِى الْقُرْبٰى (আত্মীয়-স্বজন) দ্বারা মুসলমানের আত্মীয়-স্বজন মর্ম। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى (আর সম্পদ ব্যয় করিবে তাঁহারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজনের জন্য –সূরা বাকারা-১৭৭) আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

হানাফীগণ খুলাফা রাশিদূন (রাযি.)-এর কর্ম দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, তাঁহারা গনীমতের এক পঞ্চমাংশকে তিন ভাগে ভাগ করিতেন। আহলে বায়তগণের জন্য স্বতন্ত্র কোন ভাগ নির্ধারণ করিয়া প্রদান করিতেন না; বরং তাহাদের মধ্যে যাহারা ফকীর তাহাদেরকে উক্ত তিনভাগ হইতেই প্রদান করিতেন। যেমন নিম্নোক্ত রিওয়ায়তসমূহ ইহার উপর প্রমাণ বহন করে।

(১) আলোচ্য হাদীছে ইবন আব্বাস (রাযি.) এইভাবে বলিয়াছেন যে, انا كنا نقول هو لنا فابى علينا قومنا ذلك (আমরা বলিয়া থাকিতাম, উহা আমাদের জন্যই কিন্তু আমাদের লোকজন তাহা অস্বীকার করিয়াছেন) এই বাক্যে قومنا (আমাদের লোকজন) দ্বারা খুলাফা রাশিদূন মর্ম। বাক্যের অর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের লোকজন (খুলাফা রাশিদূন) তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

(২) সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে আছে عن جبير بن مطعم قال وكان ابوبكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انه لم يكن يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال فكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده (হযরত জুবায়র বিন মুতয়িম (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) (গণীমতের) পঞ্চমাংশকে সেইভাবে ভাগ করিতেন যেইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগ-বন্টন করিতেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়-স্বজনকে দিতেন না যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দিয়া থাকিতেন। রাবী বলেন, অতঃপর উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) উহা হইতে তাঁহাদেরকে দিতেন। তাঁহার পরে উছমান (রাযি.)ও দিতেন)। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে باب مواضع قسم الخمس الخراج والفئ অধ্যায়ে (২৯৭৮ নং)-এ নকল করিয়াছেন। এই হাদীছ স্পষ্ট যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) আহলে বায়তকে কোন অংশ দিতেন না। আর হযরত উমর ও উছমান (রাযি.) কর্তৃক প্রদানের বিষয়টি তাহাদের প্রয়োজনের উপর প্রয়োগ হইবে।

(৩) আল্লামা ইবন জরীর তবারী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে (১৪:৩৮) নকল করেন : عن قتادة فى قوله تعالى (مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ) الاية قال كانت الغنيمة تخمس بخمسة اخماس - فاربعة اخماس لمن قاتل عليها ، ويخمس الخمس الباقى على خمسة اخمساس- فخمس لله وللرسول ، وخمس بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته ، وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ابوبكر وعمر رضى الله عنهما هذين السهمين سهم الله وسهم قرابته - فحملا عليه فى سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (কাতাদা (রহ.) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ (অর্থ)। (আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ

হইতে তাঁহার রাসূলকে যা দিয়েছেন, তাহা আল্লাহর, রাসূলের– সূরা হাশর- ৭) আয়াতখানার ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, গনীমতের সম্পদকে পাঁচভাগে বন্টন করা হইত। চারভাগ সেই সকল মুজাহিদগণের যাহারা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করিয়াছেন। বাকী এক পঞ্চমাংশকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইত। একভাগ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য, একভাগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এক ভাগ ইয়াতীমদের জন্য, এক ভাগ মিসকীনদের জন্য, আর এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হইয়া গেলেন তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযি.) এই দুইভাগ তথা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাগ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়-স্বজন-এর ভাগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় সদকা করিয়া দেওয়ার উপর প্রয়োগ করেন)। আল্লামা উছমানী (রহ.) নিজ ইয়লাউস সুনান গ্রন্থের ১২:২২৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই রিওয়ায়তের সকল রাবী ছিকাহ এবং ইহার সনদ সহীহ। -(তাকমিলা ৩:২৫৪-২৫৬ সংক্ষিপ্ত)

فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (কিন্তু আমাদের লোকজন তাহা প্রদানে অস্বীকার করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তাহারা উহার ব্যয়ের খাত আমাদের জন্য নির্ধারণ করেন নাই; বরং তাহারা মুসলমানগণের কল্যাণে ব্যয় করিতেন। আর ইবন আব্বাস (রাযি.) قَوْمُنَا (আমাদের কওম তথা লোকজন) দ্বারা বনূ উমাইয়্যার প্রশাসকগণ মর্ম। আর সুনানু আবী দাউদ-এর রিওয়ায়তে স্পষ্টরূপে আছে যে, নাজদা এই মাসয়ালাটি হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ফিতনায়ে ইবন যুবায়র (রাযি.)-এর সময়ে। আর ফিতনায়ে ইবন যুবায়র (রাযি.) সংঘটিত হইয়াছিল হিজরী ষাট সনের পর দুই-এক বৎসরের মধ্যে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, এইরূপ বলাও বৈধ যে, ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর উক্তি فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ (কিন্তু আমাদের কওম তথা লোকজন তাহা প্রদানে অস্বীকার করিয়াছেন) বাক্যে قوم (লোকজন, দল, সম্প্রদায়) দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর পরবর্তী লোকজন মর্ম। আর তাহারা হইল ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া-এর লোকজন।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, শারেহ নওয়াভী (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর উক্তি قَوْمُنَا (আমাদের কওম তথা লোকজন) দ্বারা খুলাফা রাশিদূন মর্ম নেওয়া পরিহার করার মধ্যে কৃত্রিমতা (تكلف)-এর আশ্রয় নিয়াছেন। যাহাতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমতটি খুলাফা রাশিদূন-এর বিপরীত না হয়। আর উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা গিয়াছে যে, এই মাসয়ালায় ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর মাযহাব খুলাফা রাশিদূন-এর খিলাফ তথা বিপরীত ছিল। সুতরাং فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ এর অর্থ (কিন্তু আমাদের কওম তথা খুলাফা রাশিদূন তাহা প্রদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন)-হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২৫৮ সংক্ষিপ্ত)

(৪৫৬২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ. وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ.

(৪৫৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াযীদ বিন হরমুয (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাজদা

একবার আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.)-এর কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখেন। পরবর্তী অংশ (পূর্ববর্তী রাবী) সুলায়মান বিন বিলাল (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে হাতিম বিন ইসমাঈল (রহ.)-এর বর্ণিত এই হাদীছে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকদের হত্যা করিতেন না। কাজেই তুমিও বালকদেরকে হত্যা করিবে না। তবে যদি তুমি উহা জানিতে পার যাহা 'খিযির' (আ.) সেই বালক সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন, তবে ভিন্ন। আর রাবী ইসহাক (রহ.) হাতিম (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তুমি যদি পার্থক্য করিতে সক্ষম হও যে, সাবালক হওয়ার পর কে মুমিন থাকিবে। তাহা হইলে তুমি কাফিরকে হত্যা করিবে আর মুমিনকে (নিরাপদে) ছাড়িয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ الخ (তবে যদি তুমি উহা জানিতে পার, যাহা খিযির (আ.) সেই বালক সম্পর্কে (নিশ্চিতভাবে) জানিতে পারিয়াছিলেন ...)। এই বাক্যের অর্থ হইতেছে যে, বালকদেরকে হত্যা করা হালাল নহে। আর না তোমার জন্য হালাল হইবে যে, তুমি খিযির (আ.)-এর বালক হত্যার ঘটনার সহিত সম্পৃক্ততা করিবে। কেননা, খিযির (আ.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে (তাহার অবাধ্যতার বিষয়টি) সুনির্দিষ্ট ভাবে জানিয়াই তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। যেমন ঘটনার শেষ দিকে খিযির (আ.) বলিয়াছেন وما فعلته عن امرى (আর আমি এই সকল কার্যকলাপ নিজ মতে করি নাই– সূরা কাহফ- ৮২) সুতরাং তুমি যদি কোন বালক সম্পর্কে অনুরূপ জ্ঞাত হইতে পার তবে তাহাকে হত্যা কর। ইহা জানা কথা যে, তাহার এই বিষয়ে ইলম নাই। সুতরাং তাহার জন্য বালককে হত্যা করাও জায়িয নাই। (শরহে নওয়াভী ২:১১৭)

وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (আর তুমি যদি পার্থক্য করিতে সক্ষম হও (সাবালক হওয়ার পর)কে মুমিন (থাকিবে) তাহা হইলে তুমি কাফিরকে হত্য করিবে এবং মুমিনকে ছাড়িয়া দিবে)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, বালকটি সাবালক হওয়ার পর মুমিন হিসাবে জিন্দিগী করিবে না কি কাফির হিসাবে জিন্দিগী করিবে ইহা যে বাছাই করিয়া বাহির করিতে পারিবে। সুতরাং যেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হইতে পারিবে যে, সাবালক হইয়া কুফরী করিবে তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে। যেমন 'খিযির' (আ.) বালকটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সে সাবালক হইলে কাফির থাকিবে। আর তাহাকে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছিলেন। আর ইহা জ্ঞাত বিষয় যে, নিশ্চয় তুমি ইহা জান না। তাই তুমি বালককে হত্যা করিবে না।

(৪৫৬৩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ فَقَالَ لِيَزِيدَ اكْتُبْ إِلَيْهِ فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ اكْتُبْ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتٰى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتّٰى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ فَأَبَى ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.

(৪৫৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন হুরমুয (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজদা বিন আমর হারুরী হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) পত্র মারফত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যুদ্ধে উপস্থিত গোলাম ও মহিলাগণ গনীমতের অংশ পাইবে কি? আর (আহলে হারবের) বালকদের হত্যার হুকুম কি? ইয়াতীমদের কখন ইয়াতীমত্ব অবসান হইবে? আর 'যুল কুরবা' (নিকটাত্মীয়) কাহারা? তখন তিনি ইয়াযীদ (রহ.)কে বলিলেন, তুমি তাহাকে লিখ, যদি সে নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়ার আশংকা না থাকিত তাহা হইলে আমি তাহার প্রশ্নের (জবাব) পত্র লিখাইতাম না। তুমি লিখ, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করিয়া লিখিয়াছ যে, জিহাদে যোগদানকারিণী মহিলা এবং গোলামের জন্য গনীমতের সম্পদের অংশ আছে কি? তাহাদের উভয় (শ্রেণী)-এর জন্য (নির্ধারিত) কোন কিছু নাই। তবে তাহাদেরকে (ইমাম কর্তৃক অনুদান হিসাবে) দেওয়া হইবে। তুমি আমাকে (আহলে হারবের) বালকদের হত্যা করা সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হত্যা করেন নাই। কাজেই তুমি তাহাদের হত্যা করিবে না। তবে যদি তাহাদের সম্পর্কে জানিতে পার যেমন মূসা (আ.)-এর সাহিব (খিযির আ.) সেই বালক সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। আর তুমি আমাদেরকে প্রশ্ন করিয়া লিখিয়াছ যে, ইয়াতীমের ইয়াতীমত্ব কখন অবসান হইবে? ইয়াতীম সাবালক হইয়া তাহার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তাহার ইয়াতীমত্বের অবসান হইবে না। তুমি আমাকে আরও লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, যুল কুরবা (নিকটাত্মীয়) কাহারা? আমরা মনে করি যে, আমরাই তাঁহারা। কিন্তু আমাদের কওম তথা লোকজন তাহা অস্বীকার করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৪৫৬১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৫৬৪) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

(৪৫৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশ্‌র আবদী (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন হুরমুয (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, নাজদা (হারুরী) হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে পত্র লিখেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করে। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান বিন বিশ্‌র (রহ.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাবী সুফয়ান (রহ.) এই হাদীছ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

(৪৫৬৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبَى الَّذِى ذَكَرَ اللهُ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُمْ نَحْنُ فَأَبَى ذٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِى يُتْمُهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا الْبَأْسَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ.

(৪৫৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি .... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াযীদ বিন হুরমুয (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নাজদা বিন আমির হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে পত্র লিখেন। তিনি (ইয়াযীদ বিন হুরমুয) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযি.) যখন তাঁহার পত্রটি পাঠ করেন এবং যখন তিনি তাহার জবাব লিখেন, তখন আমি তাঁহার (ইবন আব্বাস রাযি.) সম্মুখেই উপস্থিত ছিলাম। ইবন আব্বাস (রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! যদি সে নাজাসাতে (অপকর্মে) পতিত হইবে (তথা নির্বুদ্ধিতার উক্তি করিবে) বলিয়া আশংকা না করিতাম তাহা হইলে আমি তাহার পত্রের জবাব লিখিতাম না এবং তাহার চোখ শান্তি করিতাম না। তিনি (ইয়াযীদ বিন হুরমুয রাযি.) বলেন, অতঃপর তিনি তাহাকে লিখিলেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, আল্লাহ তা'আলা গনীমতের অংশ প্রাপ্যগণের মধ্যে ذِى الْقُرْبَى (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা কাহারা? আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করিতাম, আমরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের কওম তথা লোকজন তাহা অস্বীকার করেন। আর তুমি ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, কখন ইয়াতীমদের ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটিবে? যখন সে বিবাহ যোগ্য (সাবালক) হয়, তাহার মধ্যে (লেন-দেন) বিবেক বুদ্ধি পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার সম্পদ তাহার হস্তে অর্পণ করা হয়। তখন তাহার ইয়াতীমত্বের অবসান ঘটিবে। আর তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মুশরিকদের (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) বালকদের কাহাকেও হত্যা করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাদের বালকদের কাহাকেও হত্যা করেন নাই। সুতরাং তুমি তাহাদের (বালকদের) কাহাকেও হত্যা করিবে না। তবে তুমি যদি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হও, যেমন নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন খিযির (আ.) সেই বালকটি সম্পর্কে যখন তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আর তুমি (পত্র মারফত) জিজ্ঞাসা করিয়াছ সেই মহিলা ও গোলাম সম্পর্কে যখন তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে, এতদুভয়ের জন্য কি গনীমতের অংশ নির্ধারিত আছে? (জবাব) তাহাদের জন্য (গনীমতের মালে) নির্দ্ধারিত অংশ নাই। তবে (ইমাম কর্তৃক) মুজাহিদগণের গনীমতের মাল হইতে তাহারা উভয়ে (অনুদান হিসাবে) কিছু পাইবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنٍ يَقَعُ فِيهِ (যদি সে নাজাসাতে (অপকর্মে) পতিত হইবে বলিয়া আশংকা না করিতাম ...)। النتن শব্দটির ن বর্ণে যবর ت বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ দুর্গন্ধ জাতীয় বস্তু। অতঃপর শব্দটি রূপকভাবে প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তু ও অপকর্মের উপর প্রয়োগ হইতে থাকে। ইহার মর্ম পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, তিনি তাহার ব্যাপারে আশংকা করিয়াছিলেন যে, যদি জবাব না দেওয়া হয় তবে সে (কুখ্যাত খারেজী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে খারাপ উক্তি করিয়া) অপকর্মে সমাবৃত হইবে। এই কারণেই তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাব দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:২৬০)

وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ (এবং তাহার চোখ শান্তি করিতাম না)। النعمة শব্দটির ن বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে المسرة (আনন্দ, প্রফুল্লতা, খুশি) অর্থে ব্যবহৃত। আর ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে التنعم (প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, উপভোগ) অর্থে ব্যবহৃত। আর ن যের দ্বারা পঠনে الانعام (অনুগ্রহ, উপহার, পুরস্কার) অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা যমখশরী (রহ.) নিজ 'কাশ্‌শাফ' গ্রন্থের ৪:২৭৯ পৃষ্ঠায় অনুরূপ তাহকীক করিয়াছেন। এই বাক্যের মর্ম প্রথম ও দ্বিতীয় পঠনে যথাক্রমে) আমি তাহাকে খুশি করা উদ্দেশ্যে কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের লক্ষ্যে জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করি নাই। (كذا فسره الشيخ ذهنى فى حاشيته)- -(তাকমিলা ৩:২৬০)

(৪৫৬৬) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُتِمَّ الْقِصَّةَ كَإِتْمَامِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ.

(৪৫৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন হুরমুয (রহ.) হইতে তিনি বলেন, নাজদা হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে (কতিপয় প্রশ্ন করিয়া) পত্র লিখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের ন্যায় তিনি পূর্ণ কাহিনী আমাদের কাছে বর্ণনা করেন নাই।

(৪৫৬৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى.

(৪৫৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মু আতিয়্যা আনসারিয়া (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাতটি জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের শিবিরের পিছনে অবস্থান করিতাম। তাহাদের খাবার তৈরী করিতাম, আহতদের চিকিৎসা করিতাম এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ (উম্মু আতিয়্যা আনসারিয়া (রাযি.) হইতে)। তাহার নাম নুসাইবা। আর কেহ বলেন, নাসিবা। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার শবদেহ গোসল দিতে হাযির হইয়াছিলেন। এক জামাআত সাহাবী এবং বাসরার তাবেঈ উলামায়ে ইযাম তাহার হইতে মৃতের শবদেহ গোসল সম্পর্কিত হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনেক হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তিনি হযরত উমর (রাযি.) হইতেও রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাহযীব ১২:৪৫৫)-(তাকমিলা ৩:২৬১)

(৪৫৬৮) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৫৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন হাস্‌সান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অংশগ্রহণকৃত যুদ্ধসমূহের সংখ্যা-এর বিবরণ

(৪৫৬৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ.

(৪৫৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রহ.) লোকজনকে নিয়া ইসতিসকার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর বৃষ্টির জন্য দু'আ করিলেন। রাবী বলেন, সেই দিন আমি যায়দ বিন আরকাম (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আর তিনি (রাবী) বলেন, আমার এবং তাঁহার মাঝখানে একজন ব্যতীত আর কোন লোক ছিল না। কিংবা (তিনি বলেন,) আমার এবং তাঁহার মাঝখানে কেবল একজন লোক ছিলেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলি গযওয়া করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, উনিশটি। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি তাঁহার সহিত কতগুলি গযওয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, সতেরটি যুদ্ধে। রাবী বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সর্বপ্রথম তিনি কোন গযওয়াটি করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, যাতুল-উসায়র কিংবা যাতুল-উশায়র।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ (তিনি জবাবে বলেন, উনিশটি)। ইহা দ্বারা সেই সকল গযওয়া মর্ম যাহাতে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হইয়াছিলেন। চাই তিনি যুদ্ধ করিয়াছেন কিংবা করেন নাই। তবে ইহা আবূ ইয়ালা (রহ.) আবূয যুবায়র (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে বিপরীত হয়। কেননা, তিনি হযরত জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার গযওয়ার সংখ্যা ছিল একুশটি। ইহার সনদ সহীহ। যেমন ফতহুল বারী গ্রন্থের ৭:২৮০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। ইহার মূল সহীহ মুসলিম শরীফের আগত হাদীছ। সম্ভবত যায়দ বিন আরকাম (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে দুইটি গযওয়া উল্লেখ করা হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আর উক্ত দুইটি গযওয়া হইতেছে গযওয়ায়ে আবওয়া এবং গযওয়ায়ে বাওয়াত। কেননা, তিনি الْعُشَيْر (উশায়র)কে প্রথম গযওয়া বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অথচ ইহা তৃতীয় গযওয়া। সম্ভবত তিনি অল্প বয়স্ক থাকায় প্রথম গযওয়াদ্বয়ের বিষয়টি তাহার কাছে অস্পষ্ট ছিল। নওয়াভী (রহ.) ইবন সা'দ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাযওয়ার সংখ্যা ছিল সাতাশটি। ইহার নয়টিতে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:২৬২)

ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرِ (যাতুল-উসায়র কিংবা যাতুল-উশায়র)। আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে الْعُشَيْرِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ (আল-উশায়র কিংবা আল-উসায়রা)। আর তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়তে আছে الْعُشَيْرِ أَوِ الْعُسَيْرِ (উভয় শব্দে ه ব্যতীত)। ইমাম বুখারী (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, আমি কাতাদা (রহ.)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করিলাম তখন তিনি বলিলেন الْعُشَيْرَةُ (উশায়রা) আর কাতাদা (রহ.)-এর কথার সহিত আহলে সিয়ার-এর ঐকমত্য রহিয়াছে। আর ইহাই সহীহ। আর গযওয়াতুল উসায়রা তো গযওয়ায়ে তাবূক। -(كذا فى الفتح)- -(তাকমিলা ৩:২৬২)

(৪৫৭০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ.

(৪৫৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন আরকাম (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি গযওয়া করিয়াছেন। আর হিজরতের পর একটি মাত্র হজ্জ করিয়াছেন এবং তিনি (হিজরতের পর) বিদায় হজ্জ ব্যতীত আর কোন হজ্জ পালন করেন নাই।

(৪৫৭১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلاَ أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ قَطُّ.

(৪৫৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উনিশটি গযওয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছি। জাবির (রাযি.) বলেন, আমি বদর ও ওহুদ জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে পারি নাই। কেননা আমার পিতা আমাকে (আমার বোনদের কারণে) উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলেন। অতঃপর যখন (আমার পিতা) আবদুল্লাহ (রাযি.) ওহুদের জিহাদে শহীদ হইয়া গেলেন। তারপর হইতে আমি আর কখনও কোন গযওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পশ্চাৎপদ থাকি নাই।

(৪৫৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ.

(৪৫৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাঈদ বিন মুহাম্মদ জারমী (রহ.) তাহারা ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশটি গযওয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আটটি গযওয়ায় তিনি সক্রিয়ভাবে জিহাদ করেন। তবে রাবী আবূ বকর (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে مِنْهُنَّ (তন্মধ্যে) শব্দটি বলেন নাই। আর তিনি তাঁহার বর্ণিত হাদীছে 'আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবদুল্লাহ বিন বুরায়দা (রাযি.)' বলিয়াছেন।

(৪৫৭৩) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

(৪৫৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ষোলটি গযওয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ফায়দা

غَزْوَةٌ (গযওয়া) হইতেছে ইসলামের যেই যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করিতেন। আর যেই অভিযানে তিনি সঙ্গে থাকিতেন না উহাকে سريه (সারিয়া) বলে।

(৪৫৭৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.

(৪৫৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... সালামা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাতটি গযওয়ায় অংশগ্রহণ করি। তিনি যতগুলি অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন উহার মধ্যে নয়টিতে আমি অংশগ্রহণ করি। একবার আমাদের সেনাপতি ছিলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.), আর একবার আমাদের সেনাপতি ছিলেন উসামা বিন যায়িদ (রাযি.)।

(৪৫৭৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِلْتَيْهِمَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

(৪৫৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি হাতিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি উভয় ক্ষেত্রে সাতটি গযওয়া-এর কথা বলিয়াছেন।

بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর-রিকা গযওয়া-এর বিবরণ

(৪৫৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ قَالَ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا فَنَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِى فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نُعَصِّبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقِ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهٰذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذٰلِكَ. قَالَ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدٍ وَاللهُ يَجْزِي بِهِ.

(৪৫৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ আমির আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশআরী ও মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একটি গযওয়ায় রওয়ানা হইলাম। আমাদের প্রতি ছয় জনের মধ্যে ছিল একটি করিয়া উট, যাহার উপর আমরা পালাক্রমে সওয়ার হইতাম। তিনি (আবূ মূসা রাযি.) বলেন, ফলে আমাদের পদসমূহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। আমার পদযুগল এতই ক্ষত হইয়া গিয়াছিল যে, আমার পায়ের নখগুলি উপড়ে পড়িয়া যায়। তাই আমরা আমাদের পদসমূহে পট্টী বাঁধিয়াছিলাম। এই কারণেই এই অভিযানকে যাতুর-রিকা (কাপড়ের টুকরাসমূহ ওয়ালা) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেহেতু আমরা আমাদের পদসমূহে কাপড়ের টুকরা দিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়াছিলাম। রাবী আবূ বুরদা (রাযি.) বলেন, হযরত আবূ মূসা (রাযি.) এই হাদীছখানা একবার বর্ণনা করিবার পর পুনরায় বর্ণনা করা পছন্দ করেন নাই। তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার আমলের কিছু প্রকাশ পায় বলিয়া তিনি তাহা উল্লেখ করা পছন্দ করেন নাই। রাবী আবূ উসামা (রহ.) বলেন, রাবী বুরায়দ (রাযি.) ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ আমার কাছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রতিদান দিবেন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

গযওয়াহ যাতুর-রিকা সংঘটিত হওয়ায় তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) বলেন, এই গযওয়া হিজরী ৪র্থ সনে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, এই গযওয়া হিজরী ৫ম সনে মুহররম মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয়

সহীহ গ্রন্থে গযওয়ায়ে যাতুর-রিকা গযওয়ায়ে খায়বরের পর সংঘটিত হওয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) গযওয়ায়ে খায়বরের পর হাবশা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গযওয়ায়ে যাতুর-রিকায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গযওয়া যাতুর-রিকা সংঘটনের কারণ ঃ এক গুপ্তচর আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সংবাদ পৌঁছাইল যে, গাতফান সম্প্রদায়ের বনূ মুহারিব ও বনূ ছা'লাবা গোত্রদ্বয় মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সমবেত করিতেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারিশত সাহাবী সঙ্গে নিয়া নাজদের দিকে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে গাতফান সম্প্রদায়ের বিরাট বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। তবে তাঁহারা পরস্পর আতংকিত ছিলেন। এমন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়া 'সালাতুল খাওফ' আদায় করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাহাবাগণকে নিয়া (মদীনায়) প্রত্যাবর্তন করেন। -(সীরতে ইবন হিশাম ও যুরকানী)

এই গযওয়াকে 'যাতুর-রিকা' নামে অভিহিত করার কারণ ঃ সর্বাধিক সহীহ হইতেছে, যাহা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) আলোচ্য হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও অভিমত রহিয়াছে। উক্ত স্থানে 'যাতুর-রিকা' নামে একটি গাছ থাকায় সেই স্থানে সংঘটিত গযওয়াকে 'যাতুর-রিকা' নামে নামকরণ করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, উক্ত যমীনে কালো ও শুভ্র ভূখণ্ডসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেন ইহা বিভিন্ন রঙের কাপড়ের টুকরা দিয়া ব্যান্ডেজ করা হইয়াছে। তাঁহারা উক্ত স্থানে অবতরণ করার কারণে 'যাতুর-রিকা' নামে নামকরণ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৬৫-২৬৬)-(كذا فى الروض الانف للسهيلى ٢:١٨٠)-

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ (বুরায়দ বিন আবূ বুরদা (রহ.) হইতে)। بُرَيْد শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা مصغر রূপে পঠিত। তিনি হইলেন, বুরায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ বুরদা বিন আবূ মূসা আশআরী। তিনি তাঁহার দাদা হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা ইবন মুঈন, তিরমিযী, আবূ দাউদ-এর মতে তিনি ছিকাহ রাবী। ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁহাকে যঈফ বলিয়াছেন। আল্লামা আবূ হাতিম (রহ.) বলেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীছ লিখা যাইবে। -(তাহযীব ১:৪৩১-৪৩২)

ذَاتِ الرِّقَاعِ (যাতুর-রিকা)। الرِّقَاع শব্দটি رقعة (খণ্ড, কাগজ বা কাপড়ের টুকরা ভূখণ্ড, টিকেট)-এর বহুবচন। ذَاتِ الرِّقَاعِ অর্থ কাপড়ের টুকরাসমূহবিশিষ্ট। -(আল-মু'জামুল ওয়াফী)

بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ অর্থাৎ نتناوب فى ركوبه (আমরা উটটির উপর পালাক্রমে সওয়ার হইতাম)। আমাদের কেহ কিছু রাস্তা উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করিয়া অপর একজনকে সওয়ার হওয়ার জন্য দিতেন। এইভাবেই আমরা পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। -(তাকমিলা ৩:২৬৬)

بَابُ كَرَاهَةِ الاِسْتِعَانَةِ فِى الْغَزْوِ بِكَافِرٍ الا لحاجة اوكونه حسن الراى فى المسلمين

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ অভিযানে কাফিরদের সাহায্য গ্রহণ করা মাকরূহ। তবে যদি প্রয়োজন হয় কিংবা তাহারা মুসলমানের কল্যাণ চায়-এর বিবরণ

(৪৫৭৭) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ

رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ". قَالَ لاَ قَالَ "فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ "فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ". قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ "تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ". قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "فَانْطَلِقْ"

(৪৫৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। তিনি যখন 'হাররাতুল ওবারা' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন এমন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, যে পূর্ব হইতে তাহার শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত খুশি হইলেন। অতঃপর সে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমি আপনার সহিত যাইতে এবং আপনার সহিত (গনীমতের মাল) পাইতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলিল, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া যাও। আমি কখনও কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করিব না। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, তখন লোকটি চলিয়া গেল। অবশেষে আমরা যখন 'শাজারায়' উপনীত হইলাম, তখন সেই ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার পূর্বের কথা পুনরায় বলিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহার পূর্বে জবাব পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও। আমি কোন মুশরিক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিব না। এইবারও সে চলিয়া গেল। অতঃপর সে পুনরায় 'বায়দা' নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রথম বারের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান রাখ? সে (জবাবে) বলিল, জী হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, এখন তুমি (আমার সহিত) চল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْوَبَرَةِ (ওবারা)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আমাদের শায়খ وَبَرَة শব্দটির ب বর্ণে যবর দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। তবে কতক বিশেষজ্ঞ ب বর্ণে সাকিনসহ 'ওব্‌রা' সংরক্ষণ করেন। আর ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে চার মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। -(তাকমিলা ৩:২৬৭)

وَنَجْدَةٌ অর্থাৎ قوة وشجاعة (শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব)।

وَأُصِيبَ مَعَكَ (আপনার সহিত পাইতে) অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ পাইতে। -(তাকমিলা ৩:২৬৭)

فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ (আমি অবশ্যই কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করিব না)। একদল বিশেষজ্ঞ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, জিহাদ ক্ষেত্রে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করা ব্যাপকভাবে নিষেধ। ইহা ইবন মুনযির, জাওজানী এবং এক জামাআত আহলে ইলমের অভিমত। (যেমন ইবন কুদামা (রহ.) নিজ 'আল-মুগনী' গ্রন্থের

১০:৪৫৬ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে সাহায্য নেওয়া জায়িয আছে। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এরও অভিমত। তবে শর্ত হইতেছে সে মুসলমানগণের জন্য কল্যাণকামী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। আর যদি তাহাদের হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ না হয় তবে তাহার সাহায্য নেওয়া জায়িয নাই।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইমাম মালিক ও তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের দ্বারা নাবিক ও খেদমতের কাজ নেওয়া জায়িয আছে। আল্লামা উবাই (রহ.) নিজ শরহের ৫:১৫৯ পৃষ্ঠায় ইবন হাবীব (রহ.) হইতে নকল করেন যে, মুশরিকদেরকে পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করা যাইবে। আর তাহারা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর এক পার্শ্বে থাকিবে, মধ্যে নহে।

'বাহর' গ্রন্থকার (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার শিষ্যগণ হইতে নকল করেন যে, তাঁহাদের মতে যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির ও ফাসিকদের সাহায্য নেওয়া জায়িয আছে। যদি তাহারা মুসলিম সেনাপতির আদেশ ও নিষেধসমূহে সততার সহিত মানিয়া চলে। 'ই'লাউল সুনান' গ্রন্থের ১২:৫১ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে।

তাহাদের দলীল আবূ দাউদ (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত রিওয়ায়ত : ان النبى صلى الله عليه وسلم استعان من اليهود فى خيبر فى حربة فاسهم لهم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার জিহাদে ইয়াহুদীদের কিছু লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদেরকে গনীমতের কিছু প্রদান করা হইয়াছিল)।

ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে অপর রিওয়ায়তে আছে : انه استعان بصفوان بن امية (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফওয়ান বিন উমাইয়্যার সাহায্য নিয়াছিলেন।

আল্লামা সারখসী (রহ.) নিজ 'শরহুস সিয়ারিল কাবীর' গ্রন্থের ৩:১৮৬ পৃষ্ঠায় বলেন, মুসলমানগণ আহলে শিরকের উপর আহলে শিরকদের হইতে সাহায্য নেওয়া কোন ক্ষতি নাই, যদি তাহারা ইসলামের হুকুম প্রকাশ্যভাবে মানিয়া চলে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ কুরাযার বিরুদ্ধে কায়নুকা ইয়াহুদীদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুশরিক অবস্থায় সাফওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রওয়ানা করিয়াছিল। এমনকি সে হুনায়ন ও তায়িফ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে উপস্থিত ছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নাই। আর ইহা কেবল মুশরিকদের বিরুদ্ধে কুকুরের সাহায্য নেওয়ার মত। আর এই দিকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করিয়া বলেন : ان الله تعالى يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم فى الاخرة (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে এমন কতক লোক দ্বারা সাহায্য করেন, যাহাদের জন্য আখিরাতে কোন হিস্সা নাই।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়তসমূহের সার সংক্ষেপ ইহাই যে, মুশরিকদের সাহায্য গ্রহণের বিষয়টি ইসলাম ও মুসলমানগণের উপকারের ভিত্তিতে অর্পিত। কাজেই মুসলমানগণ যদি তাহাদের ফ্যাসাদ হইতে নিরাপদ হয় এবং তাহাদের সাহায্য নেওয়ার দ্বারা উপকার হয় তাহা হইলে ইনশাআল্লাহু তা'আলা ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। যদি তাহারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের হুকুমের অধীনে হয় এবং কাফিররা মুসলমানগণের অনুসারী হয়। আর যদি মুসলমানগণ তাহাদের হইতে অমুখাপেক্ষী হয় কিংবা তাহারা যদি নেতৃত্ব দেয় এবং মুসলমানগণ তাহাদের অনুগামী হয় কিংবা তাহাদের হইতে ফ্যাসাদের আশংকা থাকে তাহা হইলে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা জায়িয নাই। আল্লাহ সুবহানাহু সর্বজ্ঞ।

كِتَابُ الْإِمَارَةِ

অধ্যায় ঃ প্রশাসন

الإمارة শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। প্রথম পঠনই অধিক সহীহ। আর অভিধানবিদগণ همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলেন, ইহা পরিচিত নহে। -(তাজুল উরুস ৩:১৮)

الإمارة শব্দের আভিধানিক অর্থ আমীরেরর পদ, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, আমীর শাসিত রাষ্ট্র)। ইহার বহুবচন إمارات ব্যবহৃত হয়। -(আল-মু'জামুল ওয়াফী ১৫২)

পারিভাষিক অর্থ هو الاستيلاء على الملك او الحكومة عنوة ثم نسبا (বলপূর্বক দেশ দখল করিয়া কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। অতঃপর বংশানুক্রমে উহা জারী রাখাকে إمارة বলে)।

خلافة শব্দের আভিধানিক অর্থ, প্রতিনিধিত্ব, খিলাফত, উত্তরাধিকার।

পারিভাষিক অর্থ : هى نيابة عن الله لاجراء الاحكام الاسلام واحزيته على منهاج النبوة (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেখানো পদ্ধতিতে ইসলামী শরীআতের বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠাকরণে প্রতিনিধিত্ব করাকে خلافة বলে।

জিহাদ অধ্যায়ের পর প্রশাসন অধ্যায় স্থাপনের হিকমত হইতেছে যে, জিহাদের মাধ্যমে বিজয়ের পর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যোগ্যতম প্রশাসক প্রয়োজন। ইহারই বিধি-বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্য জিহাদের পর প্রশাসন অধ্যায় স্থাপন করা হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

بَابُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِى قُرَيْشٍ

অনুচ্ছেদ ঃ জনগণ কুরায়শগণের অনুগামী এবং খলীফা কুরায়শগণের মধ্য হইতে হইবে-এর বিবরণ

(৪৫৭৮) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِيَانِ الْحِزَامِيَّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِى حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَمْرٌو رِوَايَةً "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِى هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ".

(৪৫৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও আমর বিন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। আর রাবী যুহায়র (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে ইহার সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

আর রাবী আমর (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছেঃ জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরায়শগণের অনুসারী। মুসলিমগণ তাহাদের মুসলিমগণের এবং কাফিররা তাহাদের কাফিরদের অনুসারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِى هٰذَا الشَّأْنِ (জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরায়শগণের অনুসারী)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া উলামায়ে ইযাম বলেন, ইমাম কুরায়শগণ হইতে নিযুক্ত হওয়া শর্ত। এমনকি কতক বিশেষজ্ঞ ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই সকল হাদীছ ও অনুরূপ মর্মের অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত কুরায়শগণের জন্য নির্ধারিত। কুরায়শ ব্যতীত অন্য কাহাকেও খিলাফতের দায়িত্বে নিযুক্ত করা জায়িয নাই। আর ইহার উপর সাহাবাগণের যুগে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের পরে অনুরূপই ছিল। তবে কতক আহলে বিদআত ও অন্যান্য কতক লোক ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। তাহাদের অভিমত আলোচ্য অধ্যায়ে সহীহ হাদীছসমূহ, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের ইজমা দ্বারা রদ হইয়া যায়।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই মাসয়ালায় ইজমা নকল করার মধ্যে আপত্তি আছে। কেননা, মুসলিম উলামায়ে ইযামের বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ১৩:১১৯) পৃষ্ঠায় লিখেন, ইজমা নকল করিতে হইলে এই ব্যাপারে হযরত উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তের তাভীল করিতে হইবে। ইমাম আহমদ (রহ.) ছিকাহ সনদের মাধ্যমে হযরত উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ان ادركنى اجلى وابو عبيدة حتى استخلفته فذكر الحديث (আবূ উবায়দা (রাযি.) জীবিত থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু আসিয়া পড়িলে তাহা হইলে তাঁহাকেই খলীফা নিযুক্ত করিবে)। অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর ইহাতে রহিয়াছে فان ادركنى اجلى وقد مات ابو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل (আর যদি আবূ উবায়দা ইনতিকালের পর আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে মুআয বিন জাবাল (রাযি.)কে খলীফা নিযুক্ত করিবে। আল-হাদীছ)

উল্লেখ্য যে, মুআয বিন জাবাল (রাযি.) আনসারী ছিলেন। কুরায়শগণের সহিত তাঁহার বংশ সম্পর্ক ছিল না। ইহা শক্তিশালী প্রমাণ যে, হযরত উমর (রাযি.)-এর মতে খিলাফতের জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত নহে।

শায়খ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে খিলাফতের জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত নহে। তবে তাহার হইতে এই সম্পর্কে রিওয়ায়ত আছে কি না কিংবা থকিলে উহা কি? তাহা আমার জানা নাই।

যাহারা খিলাফতের জন্য কুরায়শী হওয়া শর্ত করেন না তাহাদের দলীল : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (হে মানব! আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। –সূরা হুজরাত- ১৩) এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বংশের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছেঃ لا فضل لعربى على عجمى (অনারবের উপর আরবীদের শ্রেষ্ঠত্ব নাই)। অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের আগত (৪৬৩৮ নং) হাদীছ দ্বারাও তাহারা প্রমাণ পেশ করেন। উক্ত হাদীছে রহিয়াছে عن ام الحصين رضى الله عنها مرفوعا ان امر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت اسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا (উম্মুল হুসায়ন (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি তোমাদের উপর কোন হাত পা কাটা গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় (রাবী

ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন) আমার মনে হয় তিনি (আমার দাদী ইহাও) বলিয়াছেন, কালো (কৃষ্ণকায় হাবশী) গোলামও যদি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক পরিচালিত করে তাহা হইলে তোমরা তাহার কথা শ্রবণ করিবে এবং মান্য করিবে)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কৃষ্ণকায় হাবশী গোলামও আমীর হওয়া জায়িয আছে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) প্রমুখ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা দ্বারা দলীল দেওয়া দুর্বল। কেননা, সম্ভবত ইহাতে সারিয়ার আমীর মর্ম, খিলাফত নহে। দ্বিতীয়ত এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, উল্লিখিত গোলাম কুরায়শগণের হইবে। কেননা, কোন সম্প্রদায়ের গোলাম তাহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। যেমন অন্যরা এইরূপ তাভীল করিয়াছে। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যে খিলাফত আয়ত্ত্বে নিয়া নেয়। আহলুল হিল ও আকদের ইচ্ছায় নহে। আমাদের আলোচনা ইচ্ছাধীনের ক্ষেত্রে, বিজয়ী শর্তসমূহে নহে।

বলাবাহুল্য উপর্যুক্ত বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যদি কুরায়শগণের মধ্যে খিলাফতের যোগ্য লোক বিদ্যমান থাকে। আর যদি তাহাদের মধ্যে খিলাফতের সকল গুণাবলী বিশিষ্ট যোগ্য লোক না থাকে, তাহা হইলে গায়রে কুরায়শকে খিলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। -(তাকমিলা ৩:২৭৮-২৮২ সংক্ষিপ্ত)

(৪৫৭৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ".

(৪৫৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' .... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে। তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) যেই সকল হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আমাদের কাছে বর্ণনা করেন তন্মধ্যে একটি হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে কুরায়শগণের অনুসারী। মুসলিমগণ তাহাদের মুসলিমগণের অনুসারী এবং কাফিররা তাহাদের কাফিরদের অনুসারী।

(৪৫৮০) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ".

(৪৫৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারেছী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জনগণ ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই কুরায়শগণের অনুসারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (জনগণ ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই কুরায়শগণের অনুসারী)। এই হাদীছে خير (ভাল) দ্বারা ইসলাম এবং شر (মন্দ) দ্বারা জাহিলিয়্যাত মর্ম। কেননা, জাহিলিয়্যাত যুগে কুরায়শগণ আরবের সর্দার ছিলেন, হারম শরীফের সংরক্ষক ছিলেন, বায়তুল্লাহর হজ্জ করাইতেন। আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরায়শ সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর যখন কুরায়শ সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং মক্কা বিজয় হইল তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অনুরূপ ইসলামী যুগেও কুরায়শগণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন এবং জনগণ প্রশাসনিক ব্যাপারে তাহাদের অনুসারী হইয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপই থাকিবে। অবশেষে দুই ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকিবে একজন খলীফা হইবে অপরজন অনুসারী হইবে। আর এই ইরশাদ সত্যে

পরিণত হইয়াছে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ হইতে অদ্যাবধি কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত খিলাফত কুরায়শগণের মধ্যেই রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ২:১১৯)

(৪৫৮১) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ".

(৪৫৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সর্বদা কুরায়শগণের মধ্যেই বিদ্যমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত দুন্ইয়ায় দুইটি লোকও অবশিষ্ট থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৫৮০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৫৮২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً". قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَفِيَ عَلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ قَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(৪৫৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং রিফাআ বিন হায়সাম ওয়াসেতী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন মাসুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম, তখন আমরা তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিলাম, নিশ্চয় খিলাফত পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা অতিবাহিত হইবেন। অতঃপর তিনি অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলিলেন, যাহা আমি শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় নাই। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি ইরশাদ করিয়াছেন? তিনি (আমার পিতা) বলিলেন, (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তাহাদের সকলেই কুরায়শ বংশোদ্ভূত হইবে।

(৪৫৮৩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً". ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(৪৫৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রাযি.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। উম্মতের লোকজনের শাসন থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের মধ্যে বারজন শাসক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবে। (রাবী জাবির রাযি.) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নস্বরে কিছু কথা বলিলেন, যাহা আমি শ্রবণ করি নাই। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইরশাদ করিলেন? তখন তিনি বলিলেন, (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তাহাদের সকলেই হইবে কুরায়শ বংশোদ্ভূত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (তাহাদের সকলেই কুরায়শ বংশোদ্ভূত)। কতক উলামায়ে ইযাম এই হাদীছকে মুশকীল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করিল। কেননা, হাদীছে বারজনকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে এই ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমতের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিক সহীহ অভিমতটি এই যে, হাদীছ শরীফের মর্ম হইতেছে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সর্বনিম্ন বারজন ন্যায় নিষ্ঠ কুরায়শী খলীফা অতিবাহিত হইবে। তাঁহাদের মধ্যে উম্মতের সর্বসম্মত মতে প্রথম চারিজন 'খুলাফা রাশিদূন'– যথাক্রমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, উমর বিন খাত্তাব, উছমান বিন আফ্ফান ও আলী বিন আবী তালিব (রাযি.)। আর বাদ বাকীদের মধ্যে হযরত মুআবিয়া (রাযি.), অতঃপর আবদুল মালিক বিন মারওয়ান (রহ.)। অতঃপর তাঁহার চারি পুত্র ওয়ালীদ, সুলায়মান, ইয়াযীদ ও হিশাম (রহ.)। আর সুলায়মান ও ইয়াদীদ (রহ.)-এর মধ্যবর্তীতে উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)। খুলাফা রাশিদূন-এর পর এই সাতজন। আর দ্বাদশতম ওয়ালীদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক (রহ.)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:২৮৪-২৮৫ সংক্ষিপ্ত)।

(৪৫৮৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ "لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا".

(৪৫৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে "উম্মতের জনগণের মধ্যে শাসন ক্ষমতা সর্বদা চলিতে থাকিবে।" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪৫৮৫) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً". ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(৪৫৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ আযদী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলাম প্রবল থাকিবে। অতঃপর তিনি কিছু ইরশাদ করিয়াছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। তখন আমি আমার পিতা (সামুরা রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি ইরশাদ করিয়াছেন, তখন তিনি (আমার পিতা) বলিলেন, (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,) তাঁহারা সকলেই কুরায়শ বংশের হইবে।

(৪৫৮৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَا يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً". قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(৪৫৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত ইসলামী প্রশাসন শক্তিশালী রূপে চলিতে থাকিবে। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু কথা বলিয়াছেন। যাহা আমি অনুধাবন করিতে পারি নাই। তাই আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি

ইরশাদ করিয়াছেন? তিনি (আমার পিতা) বলিলেন, (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তাঁহাদের সকলেই কুরায়শ (বংশ) হইতে হইবে।

(৪৫৮৭) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَىْ عَشَرَ خَلِيفَةً". فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لأَبِي مَا قَالَ قَالَ "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ".

(৪৫৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। আর আমার সহিত আমার পিতাও ছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিলাম, বারজন খলীফা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এই দ্বীন (-এ ইসলাম) পরাক্রান্ত ও সংরক্ষিত থাকিবে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু ইরশাদ করিলেন। কিন্তু লোকজনের কথাবার্তার দরুন আমি তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হয় নাই। তখন আমি আমার পিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম; তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি ইরশাদ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, (তিনি ইরশাদ করিয়াছেন) তাঁহাদের সকলেই কুরায়শ (বংশের) হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَمَّنِيهَا النَّاسُ (লোকজনের কথাবার্তার দরুন আমি বুঝিতে পারি নাই)। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের ৫:১০১ পৃষ্ঠায় ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (রহ.) ইবন 'আওন (রহ.)-এর সূত্রে রিওয়ায়ত আছে : اصمنيها الناس অর্থাৎ جعلونى اصم بالنسبة لها فلم اسمعها (লোকজনের কথাবার্তার দরুন আমাকে শ্রবণ শক্তিহীন করিয়া দিয়াছিল। তাই আমি তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হই নাই। -(তাকমিলা ৩:২৮৬)

(৪৫৮৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَتَبَ إِلَىَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ يَقُولُ "لاَ يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ".

(৪৫৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা উভয়ে ... আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার গোলাম নাফি'-এর মারফত হযরত জাবির বিন সামুরা (রাযি.)-এর কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করিলাম যে, আপনি আমাকে এমন কিছু বস্তু সম্পর্কে অবহিত করুন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি আমাকে লিখিলেন, জুমুআর দিন সন্ধ্যায় যখন (মায়িয) আসলামী (রাযি.)কে রজম করা হইয়াছিল তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, এই দ্বীন (-এ ইসলাম) কিয়ামত কায়িম হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত

থাকিবে কিংবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, যাহাদের সকলেই কুরায়শ (বংশের লোক) হইতে হইবে। (রাবী বলেন) আমি তাঁহাকে আরও ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মুসলমানদের একটি ছোট বাহিনী জয় করিবে শুভ্রভবন, যাহা কিসরা (প্রাচীন পারস্য সম্রাটের উপাধি, খসরু) কিংবা কিসরা বংশে ভবন। (রাবী বলেন) আমি আরও শ্রবণ করিয়াছি, "কিয়ামতের প্রাক্কালে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে, তোমরা তাহাদের হইতে সতর্ক থাকিবে।" (রাবী বলেন) আমি তাঁহাকে আরও ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি "আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের কাহাকেও কল্যাণ (সম্পদ বা ইলম) দান করেন তখন সে যেন নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গকে দিয়া শুরু করিবে।" (রাবী বলেন) আমি তাঁহাকে আরও ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমিই (লোকদের মধ্যে) হাওযে কাউছারে অগ্রগামী হইব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ (মুহাজির বিন মিসমার)। مِسْمَار শব্দের প্রথম م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন সা'দ মাদানীর মাওলা 'যুহরী'। আল্লামা ইবন হিব্বান (রহ.) তাহাকে ছিকাহ রাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলেন, তিনি হিজরী ১০৫ সনে ইনতিকাল করেন। আল্লামা আবূ বকর বিন আল-বায্যার (রহ.) বলেন, তিনি ছিলেন হাদীছ বর্ণনার যোগ্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। -(তাহযীব ১০:৩২৪)-(তাকমিলা ৩:২৮৭)

عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস রহ.)। তিনি ছিকাহ রাবী, তাঁহার হইতে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক (রহ.)-এর খিলাফত যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরী ১০৪ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব ৫:৬৩-৬৪)-(তাকমিলা ৩:২৮৭)

يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ (জুমুআর দিন সন্ধায় যখন আসলামী (রাযি.)কে রজম করা হইয়াছিল)। অর্থাৎ মায়িয আসলামী (রাযি.)। ইহা 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের শা'বী (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তের বিপরীত হয়। উক্ত রিওয়ায়তে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি বিদায় হজ্জে ইরশাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্য যে, এই কথাটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুইবার ইরশাদ করিয়াছিলেন। একবার বিদায় হজ্জের সময় আর অপরবার মায়িয আসলামী (রাযি.)কে রজম করার দিন। কেননা, রিওয়ায়ত দ্বয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গ বিভিন্ন। সুতরাং এতদুভয় রিওয়ায়তকে দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ করা অবাস্তব নহে। আর এই রিওয়ায়ত দ্বারা জানা গেল যে, মায়িয আসলামী (রাযি.)কে রজম (বিবাহিত ব্যভিচারীর শরয়ী শাস্তি প্রস্তারাঘাতে হত্যা) প্রদানের ঘটনাটি জুমুআর দিনে সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২৮৭)

عُصَيْبَةٌ (ছোট বাহিনী)। عُصَيْبَةٌ শব্দটি عصابة (দল, সংঘ, বাহিনী, গোষ্ঠি)-এর تصغير (ক্ষুদ্রকরণ)। ইহা হইল الجماعة الصغيرة (ছোট দল, ক্ষুদ্রবাহিনী)। -(তাকমিলা ৩:২৮৭)

يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ (জয় করিবে শ্বেতভবন)। الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ (শ্বেতভবন) হইতেছে প্রাচীন পারস্য সম্রাটের অট্টালিকার ডাকনাম। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাসমূহের একটি, সত্যে পরিণত ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা সায়্যিদুনা উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর নেতৃত্বে বিজয় হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:২৮৭)

إِذَا أَعْطَى اللّٰهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا (আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের কাহাকেও কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন)। প্রকাশ্য যে, এই স্থানে خير (কল্যাণ) দ্বারা المال (সম্পদ) মর্ম। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য হাদীছে আছে ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (প্রথমে তোমার নিজ অতঃপর যাহারা তোমার অধীনে রহিয়াছে তাহাদের হইতে ভরণপোষণের ব্যয় শুরু কর)। আর ইহা দ্বারা ইলম ও অন্যান্য সকল প্রকার কল্যাণ মর্ম

হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। তখন নির্দেশের উদ্দেশ্য হইবে (আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের কাহাকেও ইলম ও আমল ইত্যাদি দান করেন তখন) সে নিজের ও নিজ পরিবারস্থ (লোকজনকে দিয়া দাওয়াত ও তাবলীগ শুরু করিবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:২৮৮)

أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ (আমিই (লোকদের মধ্যে) হাওযে কাউছারে অগ্রগামী হইব)। الْفَرَطُ শব্দটি প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কাফেলার মধ্য হইতে যিনি পানির নিকট অগ্রগামী হন, যাহাতে তিনি পিপাসার্তদের পানি পান করাইতে পারেন। তাঁহাকে الفارط (অগ্রে অবতরণকারী)ও বলা হয়। الفرط শব্দটি মূলতঃ الفرط (ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে) ছিল। ইহার অর্থ السبق (অগ্রবর্তী হওয়া) এবং التقدم (পূর্ববর্তী হওয়া)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে হাওযে কাউছারে অগ্রগামী হইবেন এবং তথায় তিনি মুমিনগণের অপেক্ষায় থাকিবেন। -(তাকমিলা ৩:২৮৮)

(৪৫৮৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ.

(৪৫৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আমির বিন সা'দ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (জাবির) ইবন সামুরা আদভী (রাযি.)-এর নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর রাবী হাতিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيِّ (ইবন সামুরা আদভী (রাযি.)-এর নিকট)। ইহা লিখায় বিকৃতি। কেননা, জাবির বিন সামুরা (রাযি.) الْعَدَوِيِّ (আদভী) নহে; বরং তিনি عامرى (আমিরী) ছিলেন। সম্ভবতঃ কোন এক অনুলিপি লেখক العامرى এর স্থলে العدوى লিখিয়া ফেলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:২৮৮)

بَابُ الْاِسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা নিয়োগ করা এবং না করা-এর বিবরণ

(৪৫৯০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا. فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

(৪৫৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা (উমর বিন খাত্তাব রাযি.) যখন আহত হইলেন, তখন আমি তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লোকজন তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি তখন বলিলেন, আমি আশাবাদী ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তখন

লোকজন বলিলেন, আপনি কাহাকেও খলীফা নিযুক্ত করিয়া যান। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তোমাদের বোঝা কিভাবে বহন করিব? আমার প্রত্যাশা যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমার ভাগ্য কেবল নিষ্কৃতিলাভ করুক। আমার উপর কোন অভিযোগ অর্পিত না হউক, আর আমি উপকৃত না হই। যদি আমি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করি (তাহা হইলে করা যাইতে পারে) কেননা, আমার হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.) খলীফা মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। আর যদি আমি তোমাদের জন্য খলীফা মনোনীত না করিয়া যাই তাহা হইলে তো (এই কর্মটি) আমার হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি ছিলেন, তিনি তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য (কর্মটি) ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাবী আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) বলেন, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা উল্লেখ করিলেন তখনই আমি বুঝিয়া নিলাম যে, তিনি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حِينَ أُصِيبَ (যখন আহত হইয়াছিলেন)। অর্থাৎ হযরত উমর (রাযি.) যখন মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.)-এর গোলাম অভিশপ্ত আবূ লুলুয়া ফিরোয নাসরানী কর্তৃক আহত হইলেন।

فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ (তিনি তখন বলিলেন, আমি আশাবাদী ও ভীত-সন্ত্রস্ত)। এই বাক্যে مبتداء (উদ্দেশ্য) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে انا راغب فى ما عند الله من النعم فى الاخرة و راهب من عذابه فلا اعول على ما اتيتم على (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে আখিরাতে যেই সকল নি'আমত রহিয়াছে উহার ব্যাপারে আশাবাদী। আর আল্লাহ তা'আলা আযাবের ব্যাপারেও ভীত-সন্ত্রস্ত। কাজেই তোমাদের প্রশংসার উপর নির্ভর করা যায় না)। -(তাকমিলা ৩:২৮৯)

أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا (আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তোমাদের বোঝা কিভাবে বহন করিব?) হযরত উমর (রাযি.) খিলাফত জীবনে মুসলমানের কাজসমূহের বোঝা বহন করার বিষয়টি তো স্পষ্ট। আর তাহার মৃত্যুর পর বোঝা বহন করার মর্ম হইতেছে যে, আমি যদি কাহাকেও খিলাফতের দায়িত্বে মনোনীত করিয়া যাই তাহা হইলে সে যাহা করিবে উহার দায় আমার গ্রীবায় বর্তাইবে। অথচ আমি মৃত। আর এই বাক্যে استفهام (প্রশ্ন) انكار (অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান)-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ كيف اتحمل امركم حيا و ميتا (আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় তোমাদের বোঝা কিভাবে বহন করিব?) -(তাকমিলা ৩:২৮৯)

لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ (আমার প্রত্যাশা যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমার ভাগ্যে কেবল নিষ্কৃতি লাভ করুক)। الْكَفَافُ অর্থ مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص (কম-বেশী ছাড়া প্রয়োজন পরিমাণ হওয়া)। উহার তাফসীর لا علىّ ولا لى (আমার উপর অভিযোগ অর্পিত না হউক এবং আমি উপকৃত না হই) দ্বারা করা হইয়াছে। ইহাতে দুইটি অর্থের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) الكفاف (কম-বেশী ব্যতীত প্রয়োজন পরিমাণ) দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, হযরত উমর (রাযি.) বায়তুল মাল হইতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। আর এই কথার উদ্দেশ্য হইল, আমি আমার জীবদ্দশায় খিলাফতের বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনে কর্ম করিয়াছি। কাজেই আমি আমার মৃত্যুর পর আমার মনোনীত কোন ব্যক্তির উপর অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টি নির্ভর করিতে পারি।)

الكفاف দ্বারা সম্ভাব্য দ্বিতীয় মর্ম "আখিরাতের প্রয়োজন পরিমাণ প্রতিদান" হইতে পারে। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে যে, হুকুমাত ও খিলাফতের দায়িত্ব এমন বিপদ-সঙ্কুল যে, উহার বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া মানুষের সৌভাগ্যের বিষয়। প্রতিদান লাভ করা তো খুবই মুশকিল ব্যাপার! হযরত উমর (রাযি.) অতীব ন্যায় নিষ্ঠভাবে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও অনুরূপ উক্তি করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতিই তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৮৯-২৯০)

فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (আমি যদি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করি (তাহা হইলে করা যাইতে পারে)। কেননা, আমার হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)কে) খলীফা মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন)। হযরত উমর (রাযি.) এই বাক্য দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কর্তৃক খলীফা মনোনীত করা জায়িয হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। কেননা, তিনি হযরত উমর (রাযি.)কে খলীফা মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। আর ইহা জায়িয হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:২৯০-২৯১ সংক্ষিপ্ত)

وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (আর আমি যদি তোমাদের জন্য খলীফা মনোনীত না করিয়া যাই তাহা হইলে তো (এই কর্মটি) আমার হইতে যিনি উত্তম ছিলেন তিনি তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য (কর্মটি) ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীফা মনোনীত না করিয়া শুরার উপর ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। ইহা সুস্পষ্ট দলীল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও জন্য স্পষ্টভাবে খিলাফতের ওসীয়ত করেন নাই। সুতরাং শিয়াদের উক্তি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)কে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। এই উক্তি প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহীহ হাদীছ ও আছারসমূহে ইহার কোন ভিত্তি নাই। -(তাকমিলা ৩:২৯১-২৯২)

(৪৫৯১) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ. قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذٰلِكَ فَسَكَتُّ حَتّٰى غَدَوْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتّٰى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ. قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

(৪৫৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, ইবন আবূ উমর, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসা (রাযি.)-এর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি জান যে, তোমার পিতা (উমর রাযি.) কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিতেছেন না? আমি বলিলাম, তিনি এমনটি করিবেন না। তিনি (হাফসা রাযি.) বলিলেন, তিনি তাহাই করিবেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলিলেন, তখন আমি এই মর্মে শপথ করিলাম যে, আমি অশ্যই এই বিষয়ে তাঁহার সহিত কথা বলিব। অতঃপর আমি নীরব থাকিলাম। পরের দিন প্রভাত পর্যন্ত আমি তাঁহার সহিত উহা সম্পর্কে কথা বলি নাই। তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, আমার মনে হইতেছিল যেন আমি আমার কসমের পাহাড় বহন করিতেছি। পরিশেষে আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং তাঁহার (হযরত উমর রাযি.)-এর কাছে প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাকে লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহাকে উহা অবহিত করিলাম। তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি লোকজনকে একটি কথা বলাবলি করিতে শ্রবণ করিয়াছি, উহা আপনাকে বলিব

বলিয়া আমি শপথ করিয়াছি। লোকেরা বলিতেছে যে, আপনি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিবেন না। অথচ আপনার যদি কোন উট-রাখাল কিংবা ছাগল রাখাল থাকে আর সে তাহার পাল পরিত্যাগ করিয়া আপনার কাছে চলিয়া আসে, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, সে পশুপালের ধ্বংস কামনা করিয়াছে। মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ তো উহা হইতে অধিক গুরুতর। তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) বলেন, আমার কথা তাঁহার অন্তরে চিন্তার উদয় করিল এবং তিনি কিছুক্ষণ মাথা নত করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁহার দ্বীনের সংরক্ষণ করিবেন। আমি যদি কাহাকেও খলীফা মনোনীত না করি তাহা হইলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তো তাহাকেও খলীফা মনোনীত করিয়া যান নাই। আর যদি আমি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করি তাহা হইলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) খলীফা মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। তিনি (রাবী ইবন উমর রাযি.) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কথা উল্লেখ করিলেন, তখনই আমি অনুধাবন করিলাম যে, তিনি কাহাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাবর করিবেন না এবং তিনি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ (আর তিনি কাহাকেও খলীফা মনোনীত করিবেন না)। অতঃপর হযরত উমর (রাযি.) দুইটি পন্থার একটি অবলম্বন করিলেন। ফলে তিনি কাহাকেও নির্দিষ্টভাবে খলীফা মনোনীত করেন নাই। তবে তিনি খলীফা মনোনীত করার দায়িত্ব আশারা মুবাশশিরা-এর মধ্য হইতে ছয় জনের উপর অর্পণ করেন। তাঁহারা সর্বসম্মতভাবে হযরত উছমান (রাযি.)কে খলীফা মনোনীত করেন। -(তাকমিলা ৩:২৯২)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নেতৃত্বের আবেদন ও ক্ষমতার লোভ নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৫৯২) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا".

(৪৫৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আবদুর রহমান! তুমি শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য আবেদন করিবে না। কেননা, যদি তুমি তোমার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহা প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে উহার দায়-দায়িত্ব তোমার উপর ন্যাস্ত হইবে। আর যদি তুমি তোমার আবেদন ছাড়া উহা প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তুমি এই ব্যাপারে (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে) সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ (তুমি শাসন ক্ষমতা লাভের আবেদন করিবে না)। الْإِمَارَة শব্দটির همزه বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাই বিশুদ্ধ। যেমন অধ্যায়ের প্রথমাংশে আলোচনা করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, প্রশাসনিক এবং বিচারকের পদ লাভের আবেদন করা ব্যাপাকভাবে নিষেধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ইহার বিপরীত প্রতীয়মান হয় যে, সায়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। –সূরা ইউসূফ ৫৫) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

করেন, من طلب قضاء المسلمين حتى يناله- ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار (যেই ব্যক্তি মুসলিমদের বিচারকের পদের আবেদন করে। এমনকি সে উহা লাভ করে। অতঃপর তাহার অন্যায়ের উপর ন্যায় বিচার প্রাধান্য পায় তাহা হইলে তাহার জন্য জান্নাত রহিয়াছে। আর যদি ন্যায়ের উপর অন্যায়ের প্রাধান্য পায় তাহা হইলে তাহার জন্য জাহান্নাম রহিয়াছে)। ইহা ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে নকল করেন। ইহার সনদে কোন দোষারোপ নাই। -(নায়লুল আওতার ৮:৪৯৮)

অন্যত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق- واخر اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها (দুইটি বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ঈর্ষা নাই। কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করিয়াছেন, অতঃপর সে উহা হক পন্থায় ব্যয় করিয়াছে। আর অপর ব্যক্তি হইল যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন, সে উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে এবং উহা শিক্ষা দেয়)। এই হাদীছে حسد (ঈর্ষা) দ্বারা غبطة (অন্যের ন্যায় সুখ উন্নতি কামনা করা)। ইহা ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত।

উপর্যুক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে ফকীহগণ এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সারসংক্ষেপ এই যে, আবেদনকারী যদি শাসক ও বিচারকের পদের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জন্য উহার আবেদন করা ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে সে যদি সম্পদ, নেতৃত্ব ও সম্মান লাভের প্রত্যাশায় উহার আবেদন করে তাহা হইলেও ইহা তাহার জন্য ব্যাপকভাবে নিষেধ। তবে যোগ্যতম কোন ব্যক্তি যদি মানুষের মধ্যে সন্ধি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবেদন করে তাহা নিষিদ্ধ নহে। -(তাকমিলা ৩:২৯৩-২৯৫ সংক্ষিপ্ত)

(৪৫৯৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

(৪৫৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... আবদুর রহমান বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৫৯৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ "إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ".

(৪৫৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার চাচার সন্তানের দুই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাযির হইলাম। উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহিমান্বিত ও গৌরব মণ্ডিত আল্লাহ আপনাকে যেই সকল রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন উহার কিছু অংশে আমাদেরকে প্রশাসক নিযুক্ত করুন। আর অপর ব্যক্তিও অনুরূপ আরয করিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমরা এমন কোন

ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগ করি না, যে উহার জন্য আবেদন করে আর না এমন কোন ব্যক্তিকে যে উহার জন্য লোভী হয়।

(৪৫৯৫) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَقَالَ "مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ". قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ فَقَالَ "لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ". فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذٌ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

(৪৫৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন আমার সহিত আশ'আরী বংশের দুইজন লোক ছিল। তাহাদের একজন আমার ডানে অপর একজন আমার বামে ছিল। তাহাদের দুই জনই কোন পদে নিয়োগের আবেদন করিল আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করিতেছিলেন। তখন তিনি (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, হে আবূ মূসা কিংবা হে আবদুল্লাহ বিন কায়িস! তুমি কি বল? তিনি (আবূ মূসা) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, যেই মহান সত্তা আপনাকে হকসহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার কসম! তাহাদের অন্তরে যে কি রহিয়াছে সেই সম্পর্কে তাহারা আমাকে একেবারেই অবহিত করে নাই। আর আমি মোটেও অনুভব করি নাই যে, তাহারা আপনার কাছে কোন পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করিবে। তিনি (আবূ মূসা) বলেন, আমি যেন তাঁহার ওষ্ঠ মুবারকের নীচে মেসওয়াক সঙ্কুচিত করিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতঃপর তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমরা আমাদের কোন (কর্ম) পদে এমন কোন লোককে কখনও নিয়োগ দান করি না, যে উহার প্রত্যাশী; বরং তুমি যাও হে আবূ মূসা কিংবা হে আবদুল্লাহ বিন কায়িস! আর তিনি তাঁহাকে ইয়ামানের প্রশাসক করিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি মুআয বিন জাবাল (রাযি.)কে তাঁহার (আবূ মূসা (রাযি.)-এর) সহযোগিতা করার জন্য পাঠাইলেন। তিনি যখন তাঁহার নিকট যাইয়া পৌঁছিলেন, তখন তিনি (আবূ মূসা রাযি.) বলিলেন, অবতরণ করুন এবং সাথে সাথে একটি আসন পাতিয়া দিলেন। তখন তাঁহার (আবূ মূসা (রাযি.)-এর) নিকট হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি লোক ছিল, তিনি (মু'আয রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে? তিনি (আবূ মূসা রাযি. জবাবে) বলিলেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে পুনরায় তাহার বাতিল ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইয়াহুদী হইয়া যায়। তিনি (মু'আয রাযি.) বলিলেন, যতক্ষণ না তাহাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিধান মতে কতল করা হইবে ততক্ষণ আমি বসিব না। তখন তিনি (আবূ মূসা রাযি.) বলিলেন, হ্যাঁ, আপনি বসূন। তিনি (মুআয রাযি.) বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিধান অনুসারে হত্যা করা হইবে ততক্ষণ আমি বসিব না। এই কথাটি তাঁহারা তিনবার বলাবলি করিলেন। তারপর তিনি (আবূ মূসা রাযি.) তাহাকে হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহাকে হত্যা করা হইল।

অতঃপর তাহারা উভয়ে কিয়ামুল লায়ল (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের একজন তথা মু'আয (রাযি.) বলিলেন, আমি তো (রাত্রির কিছু অংশ) নিদ্রা যাই আর (কিছু অংশ) ইবাদতে জাগরণ করি। আর আমি আমার রাত্রি জাগরণ (তাহাজ্জুদ নামায)-এ যেই ছাওয়াবের আশা করি তদ্রুপ আমার নিদ্রায়ও সেই ছাওয়াবের প্রত্যাশা করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اجْلِسْ نَعَمْ (আপনি বসূন, হ্যাঁ) অর্থাৎ তাহাকে হত্যা করা ওয়াজিব। অবশ্যই আমরা তাহাকে হত্যা করিব। তবে আপনি আসন গ্রহণ করুন। -(তাকমিলা ৩:২৯৮)

بَابُ كَرَاهَةِ الإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ জরুরত ব্যতীত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করা মাকরূহ

(৪৫৯৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " .

(৪৫৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআইব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... আবূ যার (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে (প্রশাসক পদে) নিযুক্ত করিবেন না? তিনি (আবূ যার রাযি.) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাঁহার মুবারক হাত দ্বারা আমার কাঁধে আঘাত করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আবূ যার! নিশ্চয়ই তুমি দুর্বল, অথচ এই (দায়িত্বটি) হইতেছে একটি আমানত। আর ইহা হইবে কিয়ামতের দিবসে লাঞ্ছনা ও পরিতাপের বস্তু। তবে যেই ব্যক্তি ইহার পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করিবে তাহার কথা ভিন্ন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ (আর ইহা হইবে কিয়ামতের দিবসে লাঞ্ছনা ও পরিতাপের বিষয়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ প্রশাসক পদ হইতে দূরে থাকার ব্যাপারে বড় নীতি। বিশেষত সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব যথাযথ প্রতিষ্ঠায় দুর্বল। আর লাঞ্ছনা ও পরিতাপ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি এই পদের অযোগ্য। কিংবা পদের যোগ্য বটে, কিন্তু সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে নাই। ফলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার রহস্য খুলিয়া দিয়া লাঞ্ছিত করিবেন। আর সে তাহার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইবে। আর যেই ব্যক্তির প্রশাসকের দায়িত্ব যথাযথ পালনে যোগ্যতা রহিয়াছে এবং তিনি স্বীয় দায়িত্বে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন তাহা হইলে তাঁহার জন্য শ্রেষ্ঠ ফযীলত রহিয়াছে। ইহাই সহীহ হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। যেমন হাদীছ শরীফে আছে سبعة يظلهم الله الخ (কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ছায়া রহিয়াছে) শেষ পর্যন্ত। (ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী প্রশাসক তাহাদের একজন)। -(তাকমিলা ৩:২৯৯)

(৪৫৯৭) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ " .

(৪৫৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ যার (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আবূ যার! আমি দেখিতেছি তোমাকে দুর্বল, আর আমি তোমার জন্য উহাই পছন্দ করি, যাহা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। (জানিয়া রাখ) কোন দুই ব্যক্তির উপরও কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না এবং (অতীব জরুরী না হইলে) ইয়াতীমের সম্পদের মুতাওয়াল্লীও হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ (তাঁহারা উভয়ে মুকরী (রহ.) হইতে)। الْمُقْرِئِ শব্দটির م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ 'আদভী। আর কেহ তাহার নাম 'যুহায়র' বলিয়াছেন। যেমন ইমাম মুসলিম (রহ.) মুকরী (রহ.)-এর পরে 'যুহায়র' উল্লেখ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর শিষ্যগণের একজন ছিলেন। তিনি তাঁহার হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং সকলের কাছে ছিকাহ রাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁহার হইতে ১২ খানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) আরও বলেন, তিনি মক্কা মুকাররমায় হিজরী ২১২ কিংবা ২১৩ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব- ৬:৮৪)

بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ন্যায়পরায়ন শাসকের মর্যাদা ও যালিম শাসকের শাস্তি। শাসিতদের প্রতি নম্রতা অবলম্বন এবং তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা নিষেধ-এর বিবরণ

(৪৫৯৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا".

(৪৫৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। রাবী ইবন নুমায়র ও আবূ বকর (রহ.) বলেন, ইহার সনদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। আর রাবী যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ন্যায় বিচারকগণ (কিয়ামতের দিবসে) আল্লাহর দরবারে নূরের মিম্বরসমূহে মহিমান্বিত ও গৌরব মণ্ডিত (পালনকর্তার) ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন। আর তাঁহার (কুদরতী) উভয় হাতই ডান হাত (যাহা সমান মহিমান্বিত)। সেই সকল শাসক ন্যায় পরায়ন, যাহারা শাসন কার্যে তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে এবং তাহাদের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে সমভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

(৪৫৯৯) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَمْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ فَيُعْطِيهِ النَّفَقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخِي

أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي بَيْتِي هٰذَا "اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ".

(৪৫৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কাছে কোন এক ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গেলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন এলাকার লোক? আমি জবাবে বলিলাম, আমি মিশরবাসীর একজন লোক। অতঃপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেই গৃহযুদ্ধকালীন সময়ের আমীর তোমাদের জন্য কেমন ছিলেন? তিনি (রাবী) বলেন, আমরা তো তাঁহার কাছ হইতে কোন মন্দ ব্যবহার পাই নাই; বরং আমাদের কোন ব্যক্তির উটের যদি মৃত্যু হইত তাহা হইলে তিনি তাহাকে উট দিতেন, গোলাম মারা গেলে গোলাম প্রদান করিতেন আর কাহারও জীবিকার প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাকে জীবিকা দান করিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আমার সহোদর ভাই মুহাম্মদ বিন আবূ বকর (যাহাকে হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে তিনি কায়স বিন সা'দ (রাযি.)কে বরখাস্ত করিয়া তাহার স্থানে আমীরের দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন তাহার)-এর সহিত যেই দুর্ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ঘরে যাহা ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি তাহা আমি তোমাকে অবহিত করা হইতে আমাকে বিরত রাখিতে পারিতেছি না। (তিনি দু'আয় ইরশাদ করিয়াছিলেন) হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাহাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে আপনি তাহার প্রতি রূঢ় হউন, আর যে আমার উম্মতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাহাদের প্রতি নম্র আচরণ করে আপনি তাহার প্রতি সদয় হউন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ (তোমাদের আমীর কেমন ছিলেন?) অর্থাৎ اميركم فى هذه الغزاة (সেই গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে আমীর কেমন ছিলেন?) সেই যুদ্ধ তথা গৃহযুদ্ধ এবং সেই আমীরের নাম নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। -(তাকমিলা ৩:৩০১)। তবে হাদীছের পরবর্তী অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই আমীর হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সহোদর ভাই মুহাম্মদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক ছিলেন। তিনি ন্যায় পরায়ন শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৪৬০০) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৬০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

(৪৬০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমাদের সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমীর তাহার অধীনস্থ লোকদের উপর একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁহাকে তাঁহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। পুরুষ তাহার পরিবারবর্গের অভিভাবক, তাহাকে তাহার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। নারী তাহার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী। তাহাকে তাহার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। গোলাম তাহার মনীবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাহাকেও তাহার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। জানিয়া রাখ, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সকলকেই তাহাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে।

(৪৬০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ .

(৪৬০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারুন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তাঁহারা সকলেই নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযি.) হইতে নাফি' (রহ.) সূত্রে লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন, আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন বিশর (রহ.), তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.), তিনি উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযি.) হইতে নাফি' (রহ.) সূত্রে লায়ছ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (আবূ ইসহাক (রহ.) বলেন)। তাঁহার দ্বারা মর্ম হইতেছে ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর ছাত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুফয়ান নিসাপুরী (রহ.)। -(তাকমিলা ৩:৩০৩)

(৪৬০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ . بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ "الرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

(৪৬০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা সকলেই ... ইবন উমর

(রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতা (আবদুল্লাহ রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর নাফী' (রহ.) সূত্রে ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইবন শিহাব যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, পুরুষ তাহার পৈত্রিক ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল এবং তাহাকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(৪৬০৪) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَّاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْمَعْنَى.

(৪৬০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওহ্হাব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উক্ত মর্মের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬০৫) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

(৪৬০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... হাসান বাসরী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার মুযানী-এর মৃত্যু শয্যায় (বাসরার আমীর) উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাহার পরিদর্শনে যান। তখন হযরত মা'কিল (রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট একখানা হাদীছ বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনিয়াছি। যদি আমি এই বিষয়ে জ্ঞাত হইতাম যে, আমার আরও জীবনকাল অবশিষ্ট রহিয়াছে (অর্থাৎ আমি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিব) তাহা হইলে আমি তোমার নিকট উক্ত হাদীছ (কিছুতেই) বর্ণনা করিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, বান্দার মধ্যে এমন কেহ হইতে পারে না যাহাকে আল্লাহ তা'আলা জনগণের উপর শাসন ক্ষমতা দান করিয়াছেন। আর সে তাহার প্রজাদের (হক অধিকারসমূহ) খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু যদি কেহ খিয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৬৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৬০৬) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ.

(৪৬০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হাসান (বাসরী রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন যিয়াদ (একদা) হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযি.)-এর কাছে গমন করিলেন। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। অতঃপর আবুল আশহাব (রহ.)-এর

বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে রাবী এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন, তিনি (উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ) বলিলেন, আপনি আজকের দিনের পূর্বে কেন এই হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করেন নাই? তিনি (মা'কিল রাযি.) বলিলেন, আমি পূর্বে তোমার কাছে বর্ণনা করি নাই কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) আমি উহা তোমার কাছে বর্ণনা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না।

(৪৬০৭) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ".

(৪৬০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমাঈ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মালীহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (বাসরার অত্যাচারী শাসক) উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ (একবার) হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযি.)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁহার কাছে প্রবেশ করে। তখন হযরত মা'কিল (রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি এমন একটি হাদীছ তোমার কাছে বর্ণনা করিব যে, যদি আমি মৃত্যু-শয্যায় পতিত না হইতাম তাহা হইলে তোমার কাছে উহা বর্ণনা করিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি এমন আমীর যাহার উপর মুসলমানগণের শাসনভার অর্পিত হয়। অতঃপর সে তাহাদের উন্নতি সাধনে চেষ্টা না করে কিংবা তাহাদের কল্যাণ কামনা না করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহাদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

(৪৬০৮) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ. نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ.

(৪৬০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকাররাম আম্মী (রহ.) তিনি ... সাওয়াদা বিন আবুল আসওয়াদ (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (আবুল আসওয়াদ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার (রাযি.) অসুস্থ হইলেন। তখন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাঁহাকে মৃত্যু শয্যায় দেখিতে যান। অতঃপর মা'কিল (রাযি.) হইতে হাসান (বাসরী রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৪৬০৯) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ". فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

(৪৬০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... হাসান (বাসরী রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মুবারক হাতে বাবলা গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারী) সাহাবী আয়িয বিন আমর (রাযি.) একদা উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি (আয়িয রাযি.) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি "নিকৃষ্টতর রাখাল হইতেছে অত্যাচারী শাসক।" কাজেই তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া হইতে সাবধান থাকিবে। তখন উবায়দুল্লাহ বিন

যিয়াদ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আপনি বসিয়া যান, আপনি হইতেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে ভূষিস্বরূপ। জবাবে তিনি (আয়িয রাযি.) বলিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কি ভূষি রহিয়াছে? ভূষি তো তাঁহাদের পরবর্তী লোকদের এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو (আয়িয বিন আমর রাযি.)। তাঁহার উপনাম আবূ হুবাইরা। তিনি সেই সকল সম্মানিত সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহারা গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাসরায় বসবাস করিতেন এবং ইবন যিয়াদের শাসনামলে ইনতিকাল করেন। (ইসাবা)-(তাকমিলা ৩:৩০৫)

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (নিকৃষ্টতর রাখাল হইতেছে অত্যাচারী শাসক)। الْحُطَمَةُ শব্দটির ح বর্ণে পেশ এবং ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। الحطم (ভাঙ্গা, চুর্ণ, নিকৃষ্ট) হইতে مبالغة (অতিশয়োক্তি)-এর শব্দ। যে অন্যকে কষ্ট প্রদান করে। ইহা দ্বারা সেই কঠোরতর শাসক মর্ম যে প্রজাবর্গের উপর সদয় হয় না; বরং তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে। -(তাকমিলা ৩:৩০৬)

فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ الخ (আপনি হইতেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে ভূষি স্বরূপ)। অর্থাৎ আপনি সম্মানিত, প্রজ্ঞাবান ও শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং আপনি সাহাবীগণের মধ্যে নিম্নস্তরের একজন। আর النخالة দ্বারা এই স্থানে রূপকভাবে আটার ভূষি মর্ম। আর উহা হইল (গমের) ছাল, খোসা। ইহাও অত্যাচারী ইবন যিয়াদ কর্তৃক ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং সাহাবীগণের শানে বেআদবী ছিল। বস্তুতঃ সাহাবীগণ ছিলেন সকলেই মানবগোষ্ঠির শ্রেষ্ঠাংশ এবং উম্মতের নেতাবর্গ। তাঁহাদের পরবর্তী সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠতম। সাহাবায়ে কিরাম সকলেই অনুসরণযোগ্য আদর্শ। তাঁহাদের কেহই ভূষি ছিলেন না; বরং তাঁহাদের পরবর্তীদের মধ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। -(নওয়াভী ২:১২২)

بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা কঠোরতর হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৬১০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ "لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي. فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ".

(৪৬১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে (খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়াইলেন। অতঃপর গনীমতের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে আলোচনা করিলেন।

তিনি ইহার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসিতে প্রত্যক্ষ না করি যে, তাহার গ্রীবায় গরগর শব্দরত উট সওয়ার আর সে বলিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই। কেননা, আমি তোমাকে পূর্বেই এই অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাযির হইতে প্রত্যক্ষ না করি যে, জাবনা স্বর রত ঘোড়া তাহার গ্রীবার উপর সওয়ার আর সে ফরিয়াদ করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব : তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই, আমি তোমার কাছে পূর্বেই এই শাস্তি সম্পর্কে প্রচার করিয়াছিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, চিৎকাররত বকরী তাহার গ্রীবার উপর সওয়ার আর সে আবেদন করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই। আমি তো পূর্বেই তোমাকে এই সম্পর্কে জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামতের দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত না পাই যে, কোন আর্তনাদরত ব্যক্তিকে সে বহন করিয়া নিয়া আসিতেছে আর ফরিয়াদ করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই, আমি তো পূর্বেই এই সম্পর্কে জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে না পাই যে, তাহার গ্রীবার উপর কাপড় বাতাসে কম্পিত হইয়া পত পত করিয়া উড়িতেছে আর সে আবেদন করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই, আমি তো পূর্বেই তোমাকে অবহিত করিয়াছিলাম। আর আমি তোমাদের কাহাকেও যেন কিয়ামত দিবসে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে প্রত্যক্ষ না করি যে, সে তাহার গ্রীবায় স্বর্ণ-রৌপ্য বহন করিয়া নিয়া উপস্থিত হইবে আর আবেদন করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বলিব, তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই, আমি তো পূর্বেই তোমাকে এই সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا أُلْفِيَنَّ (আমি যেন না পাই)। أُلْفِيَنَّ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ এবং ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ لا أجدن (আমি যেন না পাই)। অন্য রিওয়ায়তে لا ألقين (همزه এবং ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) বর্ণিত হইয়াছে। অর্থ কাছাকাছি। -(তাকমিলা ৩:৩০৭)

بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ (গরগর শব্দরত উট)। رُغَاءٌ শব্দটি ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ صوت البعير (উটের স্বর)। আর ثغاء শব্দটির ث বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ صوت الشاة (বকরীর স্বর)। -(তাকমিলা ৩:৩০৭)

فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ (জাবনার স্বর রত ঘোড়া)। ইহা হইতেছে জাবনার সময় ঘোড়ার মুখ হইতে নির্গত আওয়াজ। ঘোড়ার ডাক নহে। -(তাকমিলা ৩:৩০৭)

رِقَاعٌ تَخْفِقُ (কাপড় বাতাসে কম্পিত হইয়া পত পত করিয়া উড়িতেছে)। الرقاع দ্বারা الثياب (কাপড়সমূহ) মর্ম। অর্থাৎ انها تضطرب اذا حركتها الرياح (যখন গ্রীবার উপরের কাপড়ে বাতাস নাড়া দেয় তখন বিশৃঙ্খলভাবে উড়িতে থাকে)। -(তাকমিলা ৩:৩০৭)। আর خفق শব্দের অর্থ কাঁপা, স্পন্দিত হওয়া, (পতাকা) পতপত করা, (পাখি) ডানা ঝাপটানো। -(আল মু'জামুল ওয়াফী)

صَامِتٌ অর্থাৎ الذهب والفضة (স্বর্ণ ও রৌপ্য)। -(নওয়াভী ২:১২৩)

لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا (তোমার ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত মাগফিরাত ও শাফাআত করা আমার সাধ্য নাই)। তিনি আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বিপরীত করার কারণে তিনি তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া প্রথমে এইরূপ বলিবেন। অতঃপর তিনি সকল একত্ববাদীদের জন্য সুপারিশ করিবেন যেমন কিতাবুল ঈমানে আলোচিত

হইয়াছে। সকল মুসলমানের ঐকমত্যে গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা কঠোরতর হারাম এবং ইহা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। -(নওয়াভী ২:১২৩)

(৪৬১১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَعُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ.

(৪৬১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে ইসমাঈল (রহ.)-এর সূত্রে আবূ হাইয়ান (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৬১২) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ. وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ.

(৪৬১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন শাখর দারেমী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা এবং ইহার ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এইভাবে তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। রাবী হাম্মাদ (রহ.) বলেন, অতঃপর ইয়াহইয়া (রহ.) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। আর তিনি আমাদের নিকট অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী আইয়্যুব (রহ.) তাহার হইতে রিওয়ায়ত করিয়া আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৬১৩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৪৬১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাসান বিন খিরাশ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহাদের (উপর্যুক্ত রাবীগণের) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

অনুচ্ছেদ ঃ কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ করা হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৬১৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى

عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". مَرَّتَيْنِ.

(৪৬১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্‌দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করিলেন– যাহাকে ইবনুল লুৎবিয়া বলা হইত। রাবী আমর ও ইবন আবূ উমর (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন, সাদাকাত উসূলের জন্য। যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সে বলিল, উহা আপনাদের (তথা বায়তুল মালের এবং ইহা আমাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি (আবূ হুমায়দ সাঈদী) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, সেই কর্মচারীর কি হইল, যাহাকে আমি (সাদাকাত উসূলকারীরূপে) প্রেরণ করি। আর সে বলে, উহা আপনাদের আর ইহা আমাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হইয়াছে? সে তাহার পিতা কিংবা মাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া প্রত্যক্ষ করে না কেন যে, তাহাকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হয় কি না? সেই মহান সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ! যে কেহ এইরূপ সম্পদের সামান্যমাত্রও কুক্ষিগত করিবে, কিয়ামতের দিবসে উহাই সে তাহার গ্রীবায় বহন করিয়া নিয়া আসিবে, তাহার গ্রীবার উপর গরগর শব্দরত উট হইবে কিংবা হাম্বা-হাম্বা আওয়াজরত গাভী হইবে কিংবা ভ্যা ভ্যা প্রচণ্ড শব্দরত বকরী হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার হাতদ্বয় উপরের দিকে উঠাইলেন, এমনকি আমরা তাঁহার মুবারক বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি কি (আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে) পৌঁছাইয়া দিয়াছি? এই কথাটি তিনি দুইবার ইরশাদ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.) হইতে)। কেহ বলেন, তাহার নাম আবদুর রহমান। আর কেহ বলেন, মুনযির বিন সা'দ বিন মুনদির। আর কেহ বলেন, তাহার দাদার নাম মালিক। আর কেহ বলেন, তিনি হইলেন আমর বিন সা'দ বিন মুনযির। তাঁহাকে সুহায়ল বিন সা'দ-এর চাচা বলা হয়। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, তিনি উহুদ এবং পরবর্তী জিহাদে উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) বলেন, তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে কিংবা ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার খেলাফতের প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন। -(আল-ইসাবা ৪:৪৭ ও তাহযীব ১২:৭৯)-(তাকমিলা ৩:৩০৮)

رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ (আস্‌দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে)। الْأَسْدِ শব্দটির همزه বর্ণে যবর এবং س বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা আয্‌দ অভিধান মতে, যেমন আগত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে الازد (আয্‌দ) শব্দ রহিয়াছে। সহীহ বুখারী শরীফে 'আহকাম' অধ্যায়ে رجلا من اسد (আস্‌দ গোত্রের এক ব্যক্তি)। ইহা দ্বারা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, اسد শব্দটি س বর্ণে যবর দ্বারা (আসাদ) পঠিত। ইহা প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় আসাদ বিন বনী খাযীমা কিংবা কুরায়শগণের শাখা গোত্র বনূ আসাদ বিন আবদুল উয্‌যা-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। বস্তুতভাবে তদ্রুপ নহে। কেননা, আরবীগণ الازد এবং الاسد শব্দদ্বয় الف ও لام ব্যতীত ব্যবহার করেন না। পক্ষান্তরে بنو اسد (س বর্ণে যবর দ্বারা বনূ আসাদ) الف ও لام ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। ফলে যখন সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে الف ও لام ব্যতীত বর্ণিত হইল তখন ধারণা করা হইয়াছে যে, সে বনূ আসাদ বিন খাযীমা কিংবা বনূ আসাদ বিন আবদিল উয্‌যা-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ১৩:১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আস্‌দ গোত্রের একটি শাখা গোত্র রহিয়াছে যাহাকে بنو اسد (س বর্ণে হরকতসহ বনূ আসাদ) বলা হয়। ইহা আসাদ বিন শুরায়ক-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ফলে তাহাকে الازدى (আযদী) বলাও সহীহ। সুতরাং الاسدى শব্দটি

মুসলিম ফর্মা -১৭-১৫/২

س বর্ণে সাকিন এবং যবর দ্বারা পঠনে বনূ আসাদ বিন শুরায়ক-এর লোক হইবে। এই হিসাবে س বর্ণে যবর দ্বারা 'আসাদ' পঠনও জায়িয হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩০৯)

ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ (ইবনুল লুৎবিয়া রাযি.)। اللُّتْبِيَّةِ শব্দটির ل বর্ণে পেশ ت বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। যেমন আল্লামা উসায়লী, ইবনুস সাকন, সুম্‌আনী ও নওয়াভী (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছেন। অন্যরা ইহাকে ل এবং ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। ইহা ভুল যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) তাহ্‌কীকসহ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আর সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৪৬১৬ নং) রিওয়ায়তে ابن الاتبية (ইবনুল আত্‌বিয়া) পেশযুক্ত ل -এর পরিবর্তে যবর যুক্ত همزه দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

এই 'ইবনুল লুৎবিয়া'-এর নাম আবদুল্লাহ। যেমন, ঐতিহাসিক ইবন সা'দ, বাগভী এবং তিবরানী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। -(আল-ইসাবা ২:৩৫৫ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য)। এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছে তাঁহার উল্লেখ নাই। -(তাকমিলা ৩:৩০৯)

عَلَى الصَّدَقَةِ (সাদাকাত উসূলের জন্য)। আগত (৪৬১৬ নং) হিশাম বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে على صدقات بنى سليم (সলীম গোত্রের সাদাকাত উসূলের জন্য)। এই হাদীছ তাহাকে কোন্ গোত্রের সাদাকাত উসূলের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহা নির্ধারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লামা আল-আসকরী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন তাহাকে যাবইয়ান গোত্রের সাদাকাত উসূলের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থের ৩:৩৬৬ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিয়া বলেন, সম্ভবতঃ উপর্যুক্ত দুই গোত্রের সাদাকাত উসূলের জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আর ইবন আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে بعث مصدقا الى اليمن (তাহাকে সাদাকাত উসূলের জন্য ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন) এই হাদীছে তাহাকে সাদাকাত উসূলের জন্য প্রেরণের স্থান (তথা দেশ) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩০৯)

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়াইলেন)। আর আবূ নঈম (রহ.) আবুয্ যিনাদ সূত্রে রিওয়ায়ত করিয়াছেন فصعد المنبر وهو مغضب (তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় মিম্বরে আরোহণ করিলেন)। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:৩১০)

أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ (সে তাহার পিতা কিংবা মাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া প্রত্যক্ষ করে না কেন যে, তাহাকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হয় কি না?) আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ هلا جالس فى بيت ابيه وامه (সে তাহার পিতা-মাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া দেখে না কেন?) দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কর্মচারীর জন্য কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে (সংশ্লিষ্ট কর্ম ব্যতীত অন্য) কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য তাহার কর্মকালে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয নাই। তবে সংশ্লিষ্ট কর্ম ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া কবুল করা জায়িয হইবে। কেননা, প্রকাশ্য যে, কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব পালন অবস্থায় কেহ তাহাকে কেবল তাহার নৈকট্যলাভ এবং তাহার হইতে সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই হাদিয়া পেশ করিয়া থাকে। আর মানুষের স্বভাব হইতেছে যে, হাদিয়া দাতার প্রতি নমনীয় হইয়া যায়। আর অনেক ক্ষেত্রে ইহা কর্মসমূহে তোষামোদ করার জন্য প্রদান করা হয়। তখন এই হাদিয়া উৎকোচ হিসাবে গণ্য হইবে। হ্যাঁ, তবে কেহ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শুধু মহব্বত প্রদর্শনে (সংশ্লিষ্ট কোন কর্ম সাধনের উদ্দেশ্য ব্যতীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে) হাদিয়া প্রদান করে তাহা হইলে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আলোচ্য হাদীছের শাস্তি দেওয়ার প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। যদিও এই ধরনের মুখলিস (অকপট) গণের

সংখ্যা অল্প ও বিরল। প্রায়শ ইখলাস (অকপটতা)-এর আকৃতিতে নিফাক (কপটতা) আসিয়া যায়। কাজেই সকল অবস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য হাদিয়া গ্রহণ হইতে বাঁচিয়া থাকা শ্রেয় ও নিরাপদ। -(তাকমিলা ৩:৩১০)

أَوْشَاةٌ تَيْعِرُ (কিংবা ভ্যা ভ্যা তীব্র শব্দরত বকরী)। تَيْعِرُ শব্দটির ع বর্ণে যবর এং যের দ্বারা পঠনে يعار (ছাগল ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকা) হইতে فعل (ক্রিয়া)। (উহা) وهو الصوت الشديد للشاة والعنز (উহা হইল ছাগল ও ছাগীর কঠোর ভ্যা ভ্যা শব্দ তথা চিৎকার। আর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে اوشاة لها يعار (কিংবা চিৎকাররত বকরী)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইবন তীন (রহ.)-এর সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩১১)

(৪৬১৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا". ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(৪৬১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনুল লুৎবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। সে যখন (উসূলকৃত সাদাকার) মালসমূহ নিয়া আসিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে রাখিল তখন সে বলিল, এইগুলি হইতেছে আপনাদের (তথা বায়তুল মালের) আর ঐটি আমাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসিয়া থাকিয়া দেখিলে না কেন? তোমার জন্য উপঢৌকন প্রেরিত হয় কি না? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া খুৎবা দিলেন। অতঃপর তিনি রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬১৬) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الأُتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتّٰى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا". ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللّٰهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللّٰهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي.

(৪৬১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে বনূ সুলায়ম গোত্রের লোকদের সাদাকাত উসূল করার জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। লোকটিকে 'ইবনুল আতবিয়া' নামে ডাকা হইত। সে যখন (উসূলকৃত মালামাল নিয়া) আসিল,

তখন তিনি তাহার কাছে হিসাব চাহিলেন। সে বলিল এইগুলি হইতেছে আপনাদের (তথা বায়তুলমাল) আর উহা (আমাকে প্রদত্ত) হাদিয়া। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসিয়া থাকিলে না কেন? এমনকি তোমার হাদিয়া তোমার কাছে আসিয়া যাইত। যদি তুমি (তোমাকে প্রদত্ত মাল হাদিয়া হিসাবে গণ্য করায়) সত্যবাদী হও। অতঃপর তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া খুৎবা দিলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করিলেন। তারপর বলিলেন, আম্মা বা'দ! আমি তোমাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তিকে কোন কাজের জন্য নিয়োগ করি যাহার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমার উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। অতঃপর সে (কর্ম সম্পাদন শেষে) আসিয়া বলে, ইহা আপনার মাল আর উহা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। সে তাহার পিতা-মাতার ঘরে বসিয়া থাকিল না কেন, যাহাতে তাহার কাছে উহা আসিয়া যাইত, যদি সে সত্যবাদী হইয়া থাকে? আল্লাহ তা'আলার শপথ! তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার প্রাপ্ত হক ব্যতীত সেই সকল সম্পদের অংশবিশেষ (হাদিয়ার নামে) কুক্ষিগত করিবে, কিয়ামতের দিবস সে উহা বহন করিয়া আল্লাহ তা'আলার সমীপে হাযির হইবে। তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ গরগররত উট কিংবা হাম্বা-হাম্বারত গাভী কিংবা ভ্যা ভ্যা প্রচন্ড শব্দরত বকরী (গ্রীবায়) বহন করিয়া আল্লাহ তা'আলার সমীপে হাযির হইবে। আমি তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারিব। অতঃপর তিনি স্বীয় মুবারক হাতদ্বয় এমনভাবে উপরের দিকে উত্তোলন করিলেন যে, তাঁহার মুবারক বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা গিয়াছিল। অতঃপর তিনি (দু'আয়) ইরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ! আমি কি (আমার কাছে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে) পৌঁছাইয়া দিয়াছি। (রাবী বলেন, এই হাদীছের ঘটনাটি আমি) আমার চোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং (ইরশাদখানা আমি) আমার কানে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى (ঘটনাটি আমি) আমার চোখে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং (ইরশাদখানা আমি) আমার কানে শ্রবণ করিয়াছি)। এই বাক্যটি রাবী আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.)-এর উক্তি। তিনি ইহা তাঁহার বর্ণিত রিওয়ায়তের তাকীদে বলিয়াছেন এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, হাদীছখানা পূর্ণাঙ্গরূপে হিফয রাখিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩১২)

(৪৬১৭) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ عَبْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ. كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ. وَفِى حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ "تَعْلَمُنَّ وَاللَّهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا". وَزَادَ فِى حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنَاىَ. وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِى.

(৪৬১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... সকলেই হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী আবদা এবং ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রাবী আবূ উসামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রহিয়াছে যে, সে যখন আসিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হইতে হিসাব নিলেন। আর ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, তোমরা জানিয়া রাখ, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে ইহার কিছু অংশবিশেষ কুক্ষিগত করে না। আর রাবী সুফয়ান (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার দুই চোখ প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং আমার দুই কান শ্রবণ করিয়াছে। আর তোমরা যায়দ বিন ছাবিত (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা, তিনি তখন আমার সহিত হাযির ছিলেন।

(৪৬১৮) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي .

(৪৬১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে সাদাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। সে প্রচুর সম্পদ নিয়া আসিল আর বলিতে লাগিল এইগুলি আপনাদের আর উহা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাবী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী উরওয়া (রহ.) বলেন, আমি আবূ হুমায়দ সাঈদী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি নিজে কি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাঁহার মুবারক মুখ হইতে সরাসরি আমার কানে শ্রবণ করিয়াছি।

(৪৬১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" . قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ "وَمَا لَكَ" . قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ "وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى" .

(৪৬১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আদী বিন আল-কিন্দী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আমি কোন কাজের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে একটি সুঁচ পরিমাণ কিংবা উহা হইতে অল্প মাল আমাদের নিকট হইতে গোপন করে, উহাই আত্মসাৎ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা নিয়াই সে কিয়ামতের দিন হাযির হইবে। তিনি (রাবী) বলেন, তখন একজন কৃষ্ণকায় আনসারী (সাহাবী রাযি.) তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন আমি যেন (এখনও) তাহাকে দেখিতে পাইতেছি তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দায়িত্বভার আমার হইতে আপনি বুঝিয়া নিন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তিনি আরয করিলেন, আমি আপনাকে এমন এমন কথা ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি এখনও বলিতেছি, আমি তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকেই কর্মচারী নিযুক্ত করি আর সে অল্প বেশী যাহাই উসূল করে তাহাই আনিয়া হাযির করে। অতঃপর তাহাকে যাহাই প্রদান করা হয় তাহাই সে গ্রহণ করে এবং যাহা হইতে নিষেধ করা হয় তাহা হইতে বিরত থাকে (তবে তাহার জন্য কোন ভয় নাই)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ (আদী বিন আমীরা আল-কিন্দী রাযি.)। عَمِيرَةَ শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁহার উপনাম আবূ যুরারা (রাযি.)। তিনি কূফায় বসবাস অবস্থায় ইনতিকাল করেন কিংবা হিজরী ৪০ সনে জযীরায় ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা ২:৪৬৪)-(তাকমিলা ৩:৩১৩)

فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ (আর সে একটি সুঁচ পরিমাণ কিংবা উহার হইতে অল্প মাল আমাদের নিকট হইতে গোপন করে)। مِخْيَطًا শব্দটির م বর্ণে যের, خ বর্ণে সাকিন ও ي বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে الابرة (সুঁই, কাটা, সুঁচ)। -(নওয়াভী ২:১২৪)

اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ (আপনার দায়িত্বভার আমার হইতে আপনি বুঝিয়া নিন)। অর্থাৎ শাস্তির প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা তিনি নিজ কর্মচারীর পদ হইতে অব্যাহতি চাহিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩১৩)

وَمَا لَكَ (তোমার কি হইয়াছে)? আর আবূ দাউদ শরীফে রিওয়ায়তে আছে وما ذاك (উহা কি?) অর্থাৎ তোমার পদত্যাগ চাওয়ার কারণ কি? -(তাকমিলা ৩:৩১৩)

وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ (আর আমি উহা এখনও বলিতেছি)। অর্থাৎ আমি আমার পূর্ব উক্তিতে অটল রহিয়াছি। -(ঐ)

فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ (অতঃপর উহা হইতে তাহাকে যাহা দেওয়া হয় তাহাই গ্রহণ করে ...)। অর্থাৎ প্রশাসক কর্তৃক উক্ত মাল হইতে কম-বেশী যাহাই কর্মের পারিশ্রমিক হিসাবে কিংবা পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয় তাহাই সে গ্রহণ করে। আর সে উহা হইতে কিছু গোপনে কুক্ষিগত করে না কিংবা যাহা হইতে বারণ করা হয় তাহা হইতে বিরত থাকে। -(তাকমিলা ৩:৩১৩)

(৪৬২০) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৪৬২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইসমাঈল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬২১) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৪৬২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আদী বিন আমীর আল-কিন্দী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব আর গুনাহের কাজে আনুগত্য করা হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৬২২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ { فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(৪৬২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরায়জ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বিচারক তাহাদের। –সূরা নিসা ৫৯) নাযিল করিলেন আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়েস বিন আদী আস-সাহমী (রাযি.)-এর শানে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (রাবী বলেন) ইয়ালা বিন মুসলিম, সাঈদ বিন যুবায়র (রহ.)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতেও এই হাদীছে আমাকে জানাইয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতখানা আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়েস বিন আদী (রাযি.)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু আল্লামা তাবারী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থের ৫ঃ১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন এই আয়াত হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) ও আম্মার বিন ইয়াসার (রাযি.)-এর মধ্যে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। (পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, একটি আয়াত বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইতে পারে)।

আয়াত শরীফে উল্লিখিত أُولِي الأَمْرِ দ্বারা আমীর-প্রশাসক মর্ম, যাহাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। আয়াতের তাফসীরে ইহাই প্রধান্য অভিমত। আর কতক মুফাসসিরীন বলেন, ইহা দ্বারা উলামা ও ফুকাহা মর্ম। তাঁহারাই হইতেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নায়িব বা প্রতিনিধি। তাঁহাদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। আর কতক বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মর্ম। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা দ্বারা বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.) মর্ম। এই সকল অভিমতের বিস্তারিত জানার জন্য 'তাফসীরে ইবন জারীর' দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৩:৩১৫)

(৪৬২৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " .

(৪৬২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করিল আর যে আমার অবাধ্যতা করিল সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করিল। যেই ব্যক্তি (পাপ কাজ ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে) আমীরের আনুগত্য করিল সে আমারই আনুগত্য করিল আর যেই ব্যক্তি (হক) আমীরের অবাধ্যতা করিল সে আমারই অবাধ্যতা করিল।

(৪৬২৪) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي " .

(৪৬২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবুয যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে তিনি "যেই ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করিল সে আমারই অবাধ্যতা করিল" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৪৬২৫) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي ".

(৪৬২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল, সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করিল। আর যেই ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করিল সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করিল। আর যেই ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করিল সে আমারই আনুগত্য করিল, আর যেই ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের অবাধ্যতা করিল সে আমারই অবাধ্যতা করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করিল)। এই বাক্যটি আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ الله (যে রাসূলের আনুগত্য করিল সে আল্লাহরই আনুগত্য করিল?) হইতে সংগৃহীত। অর্থাৎ আল্লাহ যাহা আদেশ করিয়াছেন উহা ব্যতীত আমি অন্য কোন আদেশ করি না। কাজেই যেই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত মতে কাজ করিবে সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত মতেই কাজ করিল। আর এই বাক্যে এইরূপ মর্মেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়াছেন যেহেতু সেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করিবে সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের আনুগত্য করিল। অনুরূপ পাপ কার্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হইবে।

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي (আর যেই ব্যক্তি আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করিল সে আমারই আনুগত্য করিল)। আর পূর্ববর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ (আর যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করিল) এতদুভয় বাক্যের একই অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। কেননা যেই আমীরই হকের নির্দেশ দেন তিনিই ইনসাফকারী। আর তিনি امير الشارع (শরয়ী বিধান প্রণেতার নিযুক্ত আমীর)। কেননা তিনি শরীয়ত ভিত্তিক হুকুম জারী করার জন্য দায়িত্ব নিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিযুক্ত আমীরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা সম্বোধনের ওয়াক্ত মর্ম। হাদীছের শানে নুযূল ইহাই। অন্যথায় হুকুম ব্যাপক শব্দের উপরই, খাস করণের উপর নহে। অর্থাৎ ন্যায়নিষ্ঠা সকল আমীরই ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(ফতহুল বারী ১৩:১১২)-(তাকমিলা ৩:৩১৬)

(৪৬২৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

(৪৬২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

(৪৬২৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৪৬২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬২৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(৪৬২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬২৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ "مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ". وَلَمْ يَقُلْ أَمِيرِي وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(৪৬২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এইরূপ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তবে তিনি "যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করিল" বলিয়াছেন। আর তিনি أَمِيرِي (আমার নিযুক্ত আমীর) শব্দ বলেন নাই। অনুরূপ হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

(৪৬৩০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ".

(৪৬৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মনসূর ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শ্রবণ করিবে এবং মান্য করিবে তোমার সংকটকালে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, অনুরাগে ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় তখনও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ (অনুরাগ ও বিরাগে) এতদুভয় শব্দ ظرف (অধিকরণ) কিংবা উভয় মীম مصدرية (ক্রিয়ামূল) النشاط (প্রাণবন্ততা, প্রফুল্লতা, আনন্দ) এবং الكراهة (অপছন্দ, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা) হইতে উদ্ভূত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে আমীর যে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিবেন উহা শ্রবণ এবং মান্য করা ওয়াজিব। আদিষ্ট ব্যক্তি ইহার উপর সন্তুষ্টিতে হউক কিংবা অসন্তোষে। যদি উক্ত নির্দেশ পাপ কাজে না হয়। -(তাকমিলা ৩:৩১৭)

وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (আর যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় তখনও)। أَثَرَةٍ শব্দটির همزه এবং ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, همزه বর্ণে যের এবং (পেশ এবং যের) উভয় পঠনে ث বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অনুদান ও বখশিশ প্রভৃতি প্রদানে তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইলেও তাহার নির্দেশ শুনিবে এবং মানিবে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, পাপ কাজের নির্দেশ না হইলে শুধু আদিষ্ট ব্যক্তির উপর ইনসাফ করেন নাই কিংবা কাহারও উপর কাহাকেও প্রাধান্য দেন এই অজুহাতে আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা সাকিত তথা অকেজো হইবে না। -(ঐ)

(৪৬৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

(৪৬৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ বিন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবূ যার (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পরম বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ওসীয়ত করিয়াছেন, আমি যেন (আমীরের নির্দেশ) শুনি এবং মান্য করি যদিও আমীর হাত, পা কর্তিত (নীচ বংশের তুচ্ছ) গোলাম হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ (হাত, পা কাটা গোলাম হয়)। مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ অর্থাৎ مقطوعها (হাত, পা কাটা, তথা বিকলাঙ্গ)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নীচ বংশের তুচ্ছ দাস হইলেও। -(তাকমিলা ৩:৩১৮)

(৪৬৩২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

(৪৬৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইমরান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতদুভয় রাবী তাহাদের বর্ণিত এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমীর যদি হাত, পা কাটা হাবশী ক্রীতদাসও হয়।

(৪৬৩৩) حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.

(৪৬৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আবূ ইমরান (রহ.) হইতে এই সনদে যেমন রাবী ইবন ইদরীস (রহ.) বলিয়াছেন "হাত-পা কর্তিত গোলাম।"

(৪৬৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

(৪৬৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (আল-আহমাদী আল রাজলী রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার দাদী (উম্মুল হুসায়ন আল-আহমাসিয়া রাযি.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জে খুতবা দান কালে তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছেন "যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও প্রশাসক নিয়োগ করা হয় আর তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তাহা হইলে তোমরা তাহার আদেশ শুনিবে এবং মানিবে।"

(৪৬৩৫) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.

(৪৬৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, "হাবশী গোলাম।"

(৪৬৩৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا.

(৪৬৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... শু'বা (রাযি.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। আর তিনি বলেন, "হাত-পা কাটা হাবশী গোলাম।"

(৪৬৩৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ.

(৪৬৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তিনি ... শু'বা (রাযি.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি "হাত-পা কাটা হাবশী" কথাটি উল্লেখ করেন নাই। আর ততখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (ইয়াহইয়ার দাদী উম্মুল হুসায়ন রাযি.) মিনায় কিংবা আরাফাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন।

(৪৬৩৮) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا".

(৪৬৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (রহ.) হইতে, তিনি তাহার দাদী উম্মুল হুসায়ন (রাযি.) হইতে বর্ণিত, রাবী ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (রহ.) বলেন, আমি তাঁহাকে (দাদীকে) বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জব্রত পালন করি। তিনি (বর্ণনাকারিণী) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক কথা ইরশাদ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছিলাম, যদি তোমাদের উপর বিকলাঙ্গ কোন গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয় (রাবী ইয়াহইয়া বিন হুসায়ন (রহ.) বলেন)। আমার মনে হয় তিনি (দাদী ইহাও) বলিয়াছেন কাল (তথা কৃষ্ণকায় হাবশী গোলাম) আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব মুতাবিক পরিচালিত করে তাহা হইলে তোমরা তাহার কথা শুনিবে এবং মান্য করিবে।

(৪৬৩৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ".

(৪৬৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন মুসলমান ব্যক্তির জন্য অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হইতেছে (আমীরের নির্দেশ) শ্রবণ করা এবং মান্য করা তাহার প্রতিটি পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বস্তু-যাবৎ না তাহাকে (আল্লাহ তা'আলার) নাফরমানী করার নির্দেশ

দেওয়া হয়। যদি তাহাকে (আল্লাহ তা'আলার) নাফরমানী করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা শুনিবে না এবং মানিবেও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ (তবে যদি তাহাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেওয়া হয়)। ইহা ইতোপূর্বে বর্ণিত ব্যাপক হাদীছসমূহ (তথা আমীরের আদেশ শ্রবণ করিবে এবং মান্য করিবে যদিও সে হাবশী গোলাম হয়)-এর বন্দীত্ব।

فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (যদি তাহাকে নাফরমানী করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা শুনিবে না এবং মান্যও করিবে না) অর্থাৎ গুনাহের কাজে আমীরের নির্দেশ শোনা এবং মানা ওয়াজিব নহে; বরং প্রতিরোধে সক্ষম ব্যক্তির জন্য উহা মান্য করা হারাম। তবে যদি তাহার উপর জবরদস্তি চাপাইয়া দেওয়া হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত মাসয়ালা ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৩:৩১৯-৩২০)

(৪৬৮০) حَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৮১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا. فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الآخَرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا "لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". وَقَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ "لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"

(৪৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল এবং তাহাদেরকে বলিল উহাতে ঝাঁপ দিয়া পতিত হও। তখন লোকদের একদল (নির্দেশ পালনে) উহাতে ঝাঁপ দিয়া পতিত হইতে উদ্যত হইল এবং অপর একদল বলিল আমরা তো আগুন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই (ইসলাম গ্রহণ) করিয়াছি। (কাজেই আমরা অগ্নিতে ঝাঁপ দিব কেন?) অতঃপর কোন এক সময়ে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে উল্লিখিত হইল। তখন তিনি যাহারা অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, যদি তোমরা বস্তুতভাবেই তখন অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উহাতেই অবস্থান করিতে। আর অপর দলকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি উত্তম কথা বলিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে আনুগত্য নাই। আনুগত্য তো কেবল কল্যাণজনক কর্মে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا (এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দেন)। তিনি হইলেন, আবদুল্লাহ বিন হিযাফা আস-সাহমী (রাযি.)। বিস্তারিত ঘটনাটি ইবন মাজাহ গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায় باب لا طاعة في معصية (গুনাহের কাজে আনুগত্য নাই অনুচ্ছেদ)-এর (২৮৭৩ নং)-এর সংকলন করা হইয়াছে- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علقمة بن محرز على بعث وانا فيهم - فلما انتهى الى رأس

عزاته او كان ببعض الطريق ـ استأذنته طائفه من الجيش ـ فاذلهم، وامر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى ـ فكنت فيمن عزا معه ـ فكما كان ببعض الطريق اوقد القوم نارا ليصطلوا اوليصطنعوا عليها صنيعا ـ فقال عبد الله وكانت فيه دعابة ـ اليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى، قال: فما انا امركم بشيئ الا صنعتموة؟ قالوا! نعم ـ قال فانى اعزم عليكم الا تواثيتم فى هذه النار ـ فقام الناس فتحجزوا ـ فلما ظن انهم واثبون، قال امسكوا على انفسكم ـ فانما كنت امزح معكم ـ فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم من امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه (হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকামা বিন মুহায্যিয (রাযি.)কে একটি সেনা অভিযানে প্রেরণ করেন আর আমি তাহাদের সহিত ছিলাম। অতঃপর যখন গযুয়ার স্থলে কিংবা রাস্তার কোন স্থলে পৌঁছিলেন তখন সেনাদলের একটি ছোট দল (আক্রমনের) অনুমতি চাহিলেন। তখন তিনি তাহাদের অনুমতি দিলেন এবং আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বিন কায়স আস-সাহমী (রাযি.)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। (রাবী বলেন) যেই সকল লোক আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর সংগী হইয়া জিহাদ করিয়াছিলেন, আমিও তাহাদের সহিত ছিলাম। লোকেরা পথিমধ্যে ছিল। এই অবস্থায় একদল লোক তাপ নেয়ার জন্য কিংবা কোন কিছু তৈরী করার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। তখন আবদুল্লাহ (রাযি.) কৌতক করার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন, তোমাদের জন্য কি আমার নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত করা জরুরী নহে? তাহারা জবাবে বলিলেন, কেননা, নিশ্চয় জরুরী। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের যাহা করার নির্দেশ দিব, তোমরা কি তাহাই করিবে? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে চুড়ান্ত নির্দেশ দিতেছি যে, তোমরা এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়। কতিপয় লোক দাঁড়াইয়া গেল এবং আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য কোমর বাঁধিল। তিনি তখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, লোকেরা বাস্তবিকই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন, থাম। আমি তোমাদের সহিত ঠাট্টা করিয়াছি। (রাবী বলেন) আমরা প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিলে লোকেরা উক্ত ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যে কেহ তোমাদের আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করার নির্দেশ দিবে, তোমরা তাহার আনুগত্য করিবে না।

إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا (অপর দল বলিল, আমরা তো আগুন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই (ইসলাম গ্রহণ) করিয়াছি) অর্থাৎ আমরা জাহান্নামের আগুন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমরা কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুনে ঝাঁপ দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে পারি? -(তাকমিলা ৩:৩২১)

لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (তখন তোমরা যদি সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উহাতেই অবস্থান করিতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টি ওহীর মাধ্যমে অবগত হইয়াছিলেন। আর এই কিয়ামতের দিনের বন্দীত্বটি পূর্বের ব্যাপক রিওয়ায়তের বিবরণ যে, তাহারা যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঝাঁপ দিত তাহা হইলে তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিত না। আর ইহা এই কারণে যে, ইচ্ছাকৃত কোন ব্যক্তি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পতিত হওয়া হারাম। কেননা সে নিজের নফসকে বেগায়রে হক হত্যা করিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩২২)

(৪৬৮২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ

رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى . قَالَ فَادْخُلُوهَا . قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّارِ . فَكَانُوا كَذٰلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" .

(৪৬৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, যুহায়র বিন হারব এবং আবূ সাঈদ আশাজু (রহ.) তাহারা ... হযরত আলী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক অভিযানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং জনৈক আনসারী এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদেরকে আমীরের কথা শুনিতে এবং মান্য করিতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাহারা কোন এক ব্যাপারে তাহাকে (আমীরকে) ক্রোধান্বিত করিল। তখন তিনি (আমীর) নির্দেশ দিলেন, তোমরা আমার জন্য কাঠ সংগ্রহ করিয়া জমায়েত কর। তাহারা উহাই করিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা (উহা দ্বারা) আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। তখন তাহারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল। তারপর তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার কথা শুনিতে এবং মান্য করিতে নির্দেশ প্রদান করেন নাই? তাহারা (জবাবে) বলিলেন, কেননা, নিশ্চয়ই (তিনি নির্দেশ দিয়াছেন)। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দিয়া পতিত হও। তখন তাহাদের পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর তাহারা জবাব দিলেন, আমরা তো জাহান্নামের আগুন হইতে আত্মরক্ষার জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরণ নিয়াছি। কাজেই তাহারা আগুনে ঝাঁপ দিলেন না। আর তাহার ক্রোধ প্রশমিত হইল এবং আগুন নিভাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তাহারা যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহারা এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহারা যদি আগুনে ঝাঁপ দিত তাহা হইলে তাহারা আর বাহির হইতে পারিত না। আনুগত্য কেবলই সৎ কাজে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ (জনৈক আনসারী এক লোককে)। এই রিওয়ায়ত খানা ইতোপূর্বে ৪৬৪১নং হাদীছের ব্যাখ্যায় 'ইবন মাজাহ' গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের বিভিন্ন দিক দিয়া বিপরীত হয়। (এক) এই রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমীর আনসারী লোক ছিলেন। আর আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রাবী দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)। যিনি কাবশী ছিলেন। (দুই) এই রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন বিষয়ে তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমীর রসিকতা ও কৌতুক ছলে অনুরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন। (তিন) এই রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাহাদেরকে কাঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে বলিলেন। অতঃপর তাহাদেরকে উহাতে ঝাঁপ দিতে নির্দেশ দিলেন। পক্ষান্তরে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে লোকেরা তাপ গ্রহণ কিংবা কোন কিছু তৈরী করার জন্য আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল।

বিরোধপূর্ণ এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কাজেই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত ঘটনা আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.) দ্বারা সংঘটিত হয় নাই; বরং অন্য কোন আনসারী লোক দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে من الانصار (জনৈক আনসারী) কথাটি কোন এক রাবীর ধারণা। আর ইহা ইবন জুরায়জ (রহ.) কর্তৃক

অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীছ দ্বারা তায়ীদ হয়। কেননা উক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বিচারক তাহাদের। –সূরা নিসা ৫৯) খানা আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রাযি.)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর বিভিন্ন ছিকাহ রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাবীগণের মূল লক্ষ্য আসল ঘটনাই হইয়া থাকে। ঘটনা কোন ক্ষুদ্র অংশের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন না। ফলে তাহাদের কাহারও কোন রিওয়ায়তের ক্ষুদ্র অংশ বর্ণনাতে নিজ ধারণায় পতিত হইতে পারেন। আর ইহাতে হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব পড়িবে না। কাজেই এই হাদীছকে রাবী কর্তৃক হাদীছের ক্ষুদ্র অংশে ধারণায় পতিত হওয়ার উপর প্রয়োগ না করিয়া বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ করা সুদূরবর্তী। কেননা, উভয় হাদীছের মূল ঘটনা এক ও অভিন্ন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩২২-৩২৩)

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (নিশ্চয়ই আনুগত্য তো কেবল নেক কাজে)। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে ইসলামী রাজনীতির মূলনীতিসমূহের দুইটি শ্রেষ্ঠ মূলনীতি প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা হইতে ফকীহগণ অনেক মাসয়ালা উদ্ভাবন করিয়াছেন।

প্রথমত ঃ আমীরের আনুগত্যের নীতি মুসলমানের উপর ওয়াজিব যে, সে প্রত্যেক মুবাহ কর্মসমূহে নিজ আমীরের আনুগত্য করিবে। কাজেই আমীর যদি মুবাহ (বৈধ) কোন কাজের নির্দেশ দেয় তাহা হইলে সরাসরি উহা সম্পাদন করা ওয়াজিব। আর যদি কোন মুবাহ কর্ম হইতে নিষেধ করেন তাহা হইলে উহা সম্পাদন করা তাহার জন্য হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সচেতন নেতৃবর্গ তাহাদের –সূরা নিসা ৫৯)-এর اولى الامر (সচেতন নেতৃবর্গ) দ্বারা যদি শরীআতের ওয়াজিব বিষয়সমূহে তাহাদের আনুগত্য করা মর্ম হইত তাহা হইলে পৃথকভাবে اولى الامر (সচেতন নেতৃবর্গ)কে উল্লেখ করা হইত না। কেননা শরীআতে ওয়াজিবসমূহে তাহাদের আনুগত্য করা اولى الامر (সচেতন নেতৃবর্গ)-এর আনুগত্য নহে; বরং উহা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যখন পৃথকভাবে اولى الامر (সচেতন নেতৃবর্গ)-এর উল্লেখ করিয়াছেন তখন উহা দ্বারা মুবাহ কর্মসমূহে তাহাদের আনুগত্য করা মর্ম হইবে।

এই কারণেই ফকীহগণ স্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার কাজ নহে এমন কাজে প্রশাসকের নির্দেশ মান্য করা ওয়াজিব। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থের ১:৭৯২ পৃষ্ঠায় باب الاستسقاء এর মধ্যে লিখেন اذا امر الامام بالصيام فى غير الايام المنهية وجب (ইমাম তথা প্রশাসক যদি নিষিদ্ধ দিনসমূহ ব্যতীত কোন দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দেন তাহা হইলে উহা পালন করা ওয়াজিব)। তাহার সুযোগ্য পুত্র আল্লামা আলাউদ্দীন (রহ.) আল-বীরী (রহ.) হইতে নকল করেন ঃ ان الحاكم لو امر اهل بلدة بصيام ايام بسبب الغلاء او الوباء وجب امتثال امره (হাকিম যদি মূল্যবৃদ্ধি কিংবা মহামারীর কারণে শহরবাসীকে কয়েক দিন রোযা পালন করার নির্দেশ দেন তাহা হইলে উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা ওয়াজিব। -(কুররাতু উয়ূনুল আখইয়ার ২:৫৪)

কিন্তু এই আনুগত্য যেমন প্রশাসক কর্তৃক অবাধ্যতার কর্ম ছাড়া অন্য কর্মসমূহের নির্দেশের সহিত শর্তায়িত তদ্রূপ হাকিমের নির্দেশটি মানুষের কল্যাণে হইতে হইবে। নিজ প্রবৃত্তি কিংবা অবিচারের ভিত্তিতে নহে। কেননা, হাকিম সত্তাগতভাবে আনুগত্যযোগ্য নয়। জনগণের কল্যাণে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালনের কারণে তাহার আনুগত্য করা হইবে।

দ্বিতীয়ত ঃ স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নাই। কাজেই আমীর কিংবা ইমাম তথা প্রশাসক যদি কোন গুনাহের কাজের নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাঁহার আনুগত্য করা যাইবে না। আর এই বিধান যদি বর্তমান যুগে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বাস্তবায়িত হইত তাহা হইলে হরতাল এবং বিশৃঙ্খলা বহু অংশে হ্রাস পাইত। -(তাকমিলা ৩:৩২৩-৩২৪ সংক্ষিপ্ত)

(৪৬৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৬৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) হইতে, তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৪৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

(৪৬৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করিলাম যে, আমরা শুনিব ও মানিব, সংকটে ও স্বাচ্ছন্দে, অনুরাগে ও বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিলেও। আর এই মর্মে যে, আমরা যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব বরণ করিয়া নিতে কোনরূপ বাদানুবাদে লিপ্ত হইব না। আর এই মর্মে যে, আমরা যেইখানেই থাকিব সেইখানেই হক কথা বলিব। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে আমরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করিব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَدِّهِ (তাঁহার দাদা হইতে)। অর্থাৎ উবাদা বিন সামিত (রাযি.) হইতে। -(তাকমিলা ৩:৩২৫)

وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا (আর আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিলেও)। أَثَرَةٍ শব্দটির همزه এবং ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। যখন অনুচ্ছেদের ৪৬৩০নং হাদীছের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আমরা এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করিলাম যে, আমরা আমীরের কথা শুনিব ও মানিব। যদিও তিনি অনুদান, হেবা, পদমর্যাদা ও চাকুরি প্রভৃতিতে আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য প্রদান করেন। -(ঐ)

(৪৬৪৫) حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৬৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... উবায়দা বিন ওলীদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬৪৬) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ.

(৪৬৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ওলীদ বিন উবাদা বিন সামিত (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমার পিতা (উবাদা বিন সামিত রাযি.)। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়'আত গ্রহণ করি। অতঃপর ইবন ইদ্রীস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬৪৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَمِّى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِى بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللّٰهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ "إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيهِ بُرْهَانٌ".

(৪৬৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওহাব বিন মুসলিম (রহ.) তিনি ... জুনাদা বিন আবূ উমাইয়্যা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযি.)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি পীড়াগ্রস্ত। আমরা আরয করিলাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরোগ্য দান করুন আপনি আমাদের কাছে এমন একখানা হাদীছ বর্ণনা করুন যাহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উপকৃত করিবেন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকিলেন এবং আমরা তাহার কাছে বায়আত গ্রহণ করিলাম। তিনি তখন আমাদেরকে যে শপথ গ্রহণ করান উহার মধ্যে ছিল– আমরা শুনিব ও মানিব, আমাদের অনুরাগে ও বিরাগে, আমাকে সংকটে ও স্বাচ্ছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে (অনুদান, হিবা ও চাকুরীতে নিয়োগে) প্রাধান্য দিলেও। আর যোগ্য প্রশাসকের সহিত নেতৃত্ব নিয়া আমরা বাদানুবাদ করিব না। তিনি বলেন, তবে যদি তোমরা তাহার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর প্রত্যক্ষ কর এবং তোমাদের কাছে এই সম্পর্কে তাঁহার বিপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ঠ প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا (তবে যদি তোমরা তাহার মধ্যে প্রকাশ্য কুফর প্রত্যক্ষ কর)। بَوَاحًا শব্দটির ب এবং و বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ ظاهرا باديا (প্রকাশিত, সুস্পষ্ট)। যখন কোন বস্তু ব্যাপক সম্প্রচার ও প্রকাশ্যতর হইয়া যায় তখন আরবীগণ বলেন, باح بالشى يبوح به بوحا وبواحا (বস্তুটি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে)। আর কতিপয় রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে براحا (و-এর পরিবর্তে ر দ্বারা) উভয়ের অর্থ প্রায় একই। আর البراح মূলতঃ নিঃস্বদের ভূমি যাহাতে কোন সামাজিকতা নাই এবং কোন ভবন নাই। আর কেহ বলেন البراح হইতেছে البيان (বিবরণ, বিশ্লেষণ, প্রকাশ, ঘোষণা, ইশতিহার)। যখন কোন বস্তু প্রকাশ্য হইয়া যায় তখন বলা হয় برح الخفاء (গোপনতা সরিয়া গিয়াছে)। আর এই হাদীছ তিবরানীর রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে كفرا صراحا (ص বর্ণে পেশ দ্বারা অতঃপর ر বর্ণ দ্বারা পঠিত)। অর্থাৎ সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন কুফর। –ফতহুল বারী ১৩:৮ সংক্ষিপ্ত। -(তাকমিলা ৩:৩২৬)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে কুফর দ্বারা গুনাহ মর্ম। ইহার মর্ম হইতেছে যে, প্রশাসক যদি স্পষ্টভাবে শরীআতের খেলাফ হুকুম করে তখন সামর্থ্য থাকিলে চুপ থাকিবে না; বরং হক কথা বলিতে থাকিবে। মুসলমান বাদশার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কিংবা বিদ্রোহ করা হারাম যদিও তিনি ফাসিক এবং যালিম হন। ইহার উপর জমহুরে উলামার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক হাদীছ ইহার পক্ষে দলীল রহিয়াছে। আহলে সুন্নতের মতে ফাসিক প্রশাসক পদচ্যুত হইবে না। তবে শাফেয়ী মাযহাবের কতক কিতাবে আছে তিনি অপসারিত হইবেন। আর মুতাযিলারাও অনুরূপ মতপোষণ করেন। তবে এই অভিমত ভুল এবং ইজমার বিপরীত। অপসারিত না হওয়ার কারণ হইতেছে যে, ইহার দ্বারা ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত সংঘটিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযামের এই ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান কাফির ব্যক্তি নিয়োগ হওয়া সহীহ নহে। যদি কোন বাদশা কাফির হইয়া যায় তবে সে বরখাস্ত হইয়া যাইবে।

অনুরূপ নামায বর্জন করিলে এবং বিদআত জারী করিলে অপসারিত হইবে। জমহুরে উলামার অভিমত ইহাই। আর যদি কোন বাদশা কাফির হইয়া যায় কিংবা শরীআতে আহকাম পরিবর্তন করিয়া দেয় কিংবা বিদআত প্রবর্তন করে তাহা হইলে তাহার কর্তৃত্ব বাতিল এবং তাহার আনুগত্য সাকিত হইয়া যাইবে। আর মুসলমানের উপর ওয়াজিব হইবে যে, তাহাকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থলে ইনসাফগার বাদশা মনোনীত করিবে। -(নওয়াভী ২:১২৫ সংক্ষিপ্ত)-(বিস্তারিত তাকমিলা ৩:৩২৭-৩৩১ দ্রষ্টব্য)

بَابُ فِي الإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ শাসক যদি আল্লাহভীতি ও ন্যায়ের নির্দেশ দেন তাহা হইলে তাহার জন্য ছাওয়াব রহিয়াছে-এর বিবরণ

(৪৬৪৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ".

(৪৬৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় ইমাম তথা শাসক ঢাল স্বরূপ। তাহার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সে যদি আল্লাহভীতি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা হইলে উহার জন্য সে প্রতিদান পাইবে। আর যদি শাসনকার্যে অবিচার করে তাহা হইলে উহার জন্য তাহার উপর শাস্তি বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ (আর যদি শাসনকার্যে অবিচার করে তাহা হইলে উহার জন্য তাহার উপর শাস্তি বর্তাইবে)। অর্থাৎ সে যদি অন্যায়-অবিচারের নির্দেশ দেয় তাহা হইলে উহার জন্য সে পাপের বোঝা বহন করিবে। সম্ভবতঃ ইহাতে শহর পরিত্যাগ না করার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। তিনি যেন ইরশাদ করিলেন, তোমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যাইও না। কেননা সে ইনসাফ বর্জন করার কারণে অচিরেই আখিরাতে গুনাহের শাস্তি ভোগ করিবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৩২)

بَابُ وُجوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلِيفةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বায়আত গ্রহণকৃত প্রথম খলীফার আনুগত্যের শপথ প্রথমে পূর্ণ করা ওয়াজিব-এর বিবরণ

(৪৬৪৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ". قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ "فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ".

(৪৬৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সহিত পাঁচ বছর অবস্থান করিয়াছি। আমি তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, বনূ ইসরাঈলদের উপর নেতৃত্ব দিতেন নবীগণ। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন নবী ইনতিকাল করিলে অপর একজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। আমার

পরে আর কোন নবী নাই; বরং খলীফাগণ হইবে এবং তাহাদের সংখ্যা অনেক হইবে। তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন ঃ তাহা হইলে আপনি (এই সম্পর্কে) আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যাঁহার হাতে প্রথম বায়আত গ্রহণ করিবে প্রথমে তাঁহারই আনুগত্য যথাযথভাবে পূর্ণ করিবে এবং তাঁহাদেরকে তাঁহাদের হক আদায় করিয়া দিবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদেরকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন যাহা তাঁহাদের দায়িত্বে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ (তাহাদের উপর নেতৃত্ব দিতেন নবীগণ)। অর্থাৎ তাহাদের কর্মসমূহের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিতেন। যেমন আমীরগণ তাহাদের অধীনস্তদের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। -(নওয়াভী ২:১২৬)

وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (আমার পরে আর কোন নবী নাই)। অর্থাৎ বনূ ইসরাঈলের নবীগণ যাহা করিতেন তোমরা তাহাই করিবে। ইহা সুস্পষ্ট দলীল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবুওয়াতের দরজা বন্ধ। আর তাঁহার পর আর কোন ধরণের নবীর আবির্ভাব হইবে না। চাই নতুন শরীআত নিয়া আসুক কিংবা না। আর এই বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর যে কেহ নবুওয়াতের দাবী করিবে সে নিশ্চিত কাফির, মিথ্যুক। -(তাকমিলা ৩:৩৩৩)

فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ (যাঁহার হাতে প্রথম বায়আত গ্রহণ করিবে প্রথমে তাঁহারই আনুগত্য যথাযথভাবে পূর্ণ করিবে)। فُوا (তোমরা পূর্ণ কর) শব্দটি الوفاء (পূরণ, পালন, সম্পাদন, কার্যকর করণ) হইতে فعل امر (আদেশসূচক ক্রিয়া)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, যখন কেহ এক খলীফার পর অপর খলীফার বায়আত করে তখন প্রথম বায়আত সহীহ এবং ইহা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর দ্বিতীয় বায়আত বাতিল এবং উহা পূর্ণ করা হারাম এবং ইহার আনুগত্য চাওয়াও হারাম। চাই দ্বিতীয় বায়আত গ্রহণ করাটি প্রথম বায়আতের বিষয়টি জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারে। চাই এতদুভয় বায়আত দুই শহরে হউক কিংবা এক শহরে কিংবা তাহাদের একজন ইমাম এক শহরে আর অপর জন দূরবর্তী কোন এক শহরে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাই সহীহ যাহা আমাদের আহবাব এবং জমহুরে উলামার অভিমত। আর আলিমগণ এই ব্যাপারে ঐকমত্য যে, একই যুগে দুই খলীফার বায়আত গ্রহণ করা জায়িয নাই। চাই দারুল ইসলামটি বিশালাকার হউক কিংবা না। -(তাকমিলা ৩:৩৩৩)

(৪৬৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৬৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা এবং আবদুল্লাহ বিন বারবাদ আল-আশআরী (রহ.) তাঁহারা ... হাসান বিন ফুরাত (রহ.) নিজ পিতা ফুরাত (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৬৫১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذٰلِكَ قَالَ "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ".

(৪৬৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন হাশরাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পরে অচিরেই স্বার্থপরতা, স্বজনপ্রীতি ও তোমাদের অপছন্দনীয় অনেক ঘটনাই ঘটিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যকার যাঁহারা তাহা পাইবে তাঁহাদের ব্যাপারে আপনার হুকুম কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমাদের উপর আরোপিত (আনুগত্যের) দায়িত্ব তোমরা পালন করিয়া যাইবে। আর তোমাদের প্রাপ্য হকের জন্য তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে প্রার্থনা করিবে। (যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হিদায়ত করেন কিংবা তাহার পরিবর্তে ন্যায়নিষ্ঠ আমীর নিযুক্ত করিয়া দেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ (আমার পরে অচীরেই স্বার্থপরতা-স্বজনপ্রীতির ঘটনা ঘটিবে)। أَثَرَةٌ শব্দটির همزه এবং ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৪৬৩০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। এই স্থানে বাক্যটির মর্ম হইবে استئثار الامراء باموال بيت المال (আমীরগণ বায়তুল মালের সম্পদের অপব্যবহার করিবে)। -(তাকমিলা ৩:৩৩৪)

(৪৬৫২) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِى جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هٰذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِى أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِىءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ مُهْلِكَتِى. ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِىءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ هٰذِهِ. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِى يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ". فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ اللهَ آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهْوَى إِلَى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى. فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللهُ يَقُولُ} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِى طَاعَةِ اللهِ وَاعْصِهِ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ.

(৪৬৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুর রহমান বিন আবদে রাব্বিল কা'বা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করিলাম। তখন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) পবিত্র কা'বার ছায়ায় উপবিষ্ট

ছিলেন এবং লোকজন তাঁহাকে চারিপাশে হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। আমি তাহাদের নিকট গেলাম এবং তাঁহার পাশেই বসিয়া পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ তাহার তাঁবূ ঠিক করিতেছিলেন। আর কেহ তীর ছুড়িতেছিলেন আর কেহ তাহার পশুপাল চারণভূমিতে ছাড়িয়া দেখাশুনা করিতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন যে, "আস-সালাতা জামিআতান" (নামায সমাগত) তখন আমরা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে সমবেত হইলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হয় নাই যাঁহার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই যে, তিনি তাহাদের জন্য যেই কল্যাণজনক বিষয় জ্ঞাত হইতেন উহা উম্মতদেরকে জানাইয়া দেন নাই আর তিনি তাহাদের জন্য যে অনিষ্টকর বিষয় জ্ঞাত হইতেন সেই বিষয়ে তাহাদেরকে সতর্ক করেন নাই। আর তোমাদের এই উম্মত (-এ মুহাম্মদী)-এর প্রথম অংশে কল্যাণ নিহিত এবং ইহার শেষ অংশে অচীরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমন সকল বিষয়ের সম্মুখীন হইবে, যাহা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হইবে। এমন সকল ফিতনা পরম্পরা আসিতে থাকিবে যে, একটি অপরটিকে লঘুতর প্রতিপন্ন করিবে। একটি ফিতনা আসিবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলিবে ইহা আমার জন্য মৃত্যুতুল্য, অতঃপর ইহা যখন দূর হইয়া অপর একটি ফিতনা সমাবৃত হইবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলিবে মৃত্যুতুল্য তো হইতেছে এইটা, এইটা।

সুতরাং যেই ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পছন্দ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করিতে চায়– তাহার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সহিত এমন আচরণ করে যেই আচরণ সে তাহার নিজের জন্য পছন্দ করে। আর যেই ব্যক্তি কোন ইমাম (প্রশাসক)-এর হাতে বায়আত হয় আনুগত্যের শপথসহ তাঁহার হাতে হাত দিয়া এবং অন্তরের ইচ্ছা নিয়া করে তবে যেন সে সাধ্যানুসারে তাঁহার আনুগত্য করিয়া যায়। অতঃপর যদি অপর কেহ তাহার সহিত (নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছায়) বাদানুবাদে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ পরবর্তী লোকেরা গর্দান উড়াইয়া দিবে। (রাবী বলেন) তখন আমি তাহার আরও নিকটবর্তী হইলাম এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার কসম দিয়া বলিতেছি সত্যিই কি আপনি সরাসরি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তখন তিনি তাঁহার দুই কান ও অন্তঃকরণের দিকে দুই হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন, আমার দুই কান শ্রবণ করিয়াছে এবং আমার অন্তকরণ তাহা সংরক্ষণ করিয়াছে। তখন আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, এই যে আপনার ভাই হযরত মু'আবিয়া (রাযি.) তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহার করি আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ করি অথচ মহিমান্বিত আল্লাহ ইরশাদ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পর একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আহার করিও না; হ্যাঁ, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য পন্থায় হইলে, যাহার পরস্পর সম্পতিক্রমে হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অতীব করুণাময়। -সূরা নিসা ২৯)। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ব্যাপারসমূহে তুমি তাহার আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার ব্যাপারসমূহে তাহার অবাধ্যতা করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُصْلِحُ خِبَاءَهُ (তাহার তাঁবূ ঠিকঠাক করিতেছিল)। অর্থাৎ يصلح خيمته (তাহার তাঁবু ঠিক করিতেছিল) -(তাকমিলা ৩:৩৩৫) (বিস্তারিত ২৬৭৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ (আর আমাদের কেহ তীর নিক্ষেপ করিতেছিল)। অর্থাৎ يرامى بالسهام (তীর নিক্ষেপ করিতেছিল)। আর المناضلة হইল المراماة بالسهام (তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে মুকাবালা করা)। -(ঐ)

وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ (আর আমাদের কেহ তাহার পশুপাল চারণভূমি ছাড়িয়া দেখাশোনা করিতেছে)। جَشَرِه শব্দটির ج এবং ش বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা সেই পশুপাল যাহা চারণভূমিতে চড়ানো হয় এবং রাত্রে উহাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া আনা হয় না। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, الجشر হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের পশুপাল নিয়া চারণভূমিতে রওয়ানা হইয়া যায় এবং সেই স্থানেই রাত্রি যাপন করে, ঘরে ফিরিয়া আসে না। কোন ব্যক্তি তাহার পশুপাল নিয়া বাহির হইয়া বাড়ীর সামনে চরানোকে বলা হয় جشر الدواب يجشرها جشرا -(তাজুল উরূস লি যুবায়দী)-(তাকমিলা ৩:৩৩৫)

الصَّلَاةَ جَامِعَةً (নামায সমাগত)। الصَّلَاةَ শব্দটি الاغراء (প্ররোচিতকরণ)-এর ভিত্তিতে نصب (শব্দের শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠিত। এবং جامعة শব্দটি حال (অবস্থা বোধক শব্দ)-এর ভিত্তিতে نصب (শব্দের শেষ বর্ণে যবর) দ্বারা পঠিত। কতিপয় আলিম ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আযানের পর এই বাক্যের মাধ্যমে মুসল্লীগণকে আহ্বান করা জায়িয। আর যাঁহারা আযানের পর এই বাক্যের মাধ্যমে মুসল্লীগণকে আহ্বান করা না জায়িয বলেন। তাহারা ইহার জবাবে বলেন, এই স্থানে الصلاة -এর আভিধানিক অর্থ الدعوة (দাওয়াত, আহ্বান, ডাক, প্রচার) মর্ম। সাধারণত আরবী লোকজন এই বাক্যটিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে আহ্বানের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে শরয়ী আযানের বিধান প্রবর্তনের পূর্বে এই বাক্য দ্বারা মুসল্লীগণকে নামাযের জামাআত অনুষ্ঠানের পূর্বে আহ্বান করা হইত। আর এই বিষয়টি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, আযানের বিধান নাযিলের পূর্বে মুসলমানগণ الصلاة جامعة (নামায সমাগত) বাক্য দ্বারা নামাযের দিকে আহ্বান করিতেন। -(তাকমিলা ৩:৩৩৬)

جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا (তোমাদের এই উম্মত (-এ মুহাম্মদী)-এর প্রথম অংশে কল্যাণ নিহিত রাখা হইয়াছে)। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা। কেননা, ইহা অনুরূপই সংঘটিত হইয়াছিল। আর তিনি ইসলামের সূচনার অবস্থাই বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা এই উম্মতের মধ্যে সকল প্রকার কল্যাণ ও শান্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর খিলাফত হইতে হযরত উছমান (রাযি.)-এর যুগ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। -(তাকমিলা ৩:৩৩৬)

وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا (আর এমন সকল ফিতনা একাধিক্রমে আসিতে থাকিবে যে, একটি অপরটিকে লঘুতর প্রতিপন্ন করিবে)। يرقق শব্দটি الترقيق (দুই ق সহ) হইতে উদ্ভূত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, উক্ত ফিতনার দ্বিতীয়টি প্রথমটি হইতে কঠোরতর হইবে। ফলে দ্বিতীয়টির পর্যবেক্ষণে প্রথমটি লঘুতর বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ হইবে। -(শারেহ নওয়াভী অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন)-(তাকমিলা ৩:৩৩৬)

فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هٰذِهِ هٰذِهِ (তখন মুমিন ব্যক্তি বলিবে– প্রাণান্তকর তো হইতেছে এইটা, এইটা)। অর্থাৎ هذه مهلكتى (ইহা আমার জন্য প্রাণান্তকর, ইহা আমার জন্য প্রাণান্তকর)। আর নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়তে আরও স্পষ্টরূপে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে فيقول المؤمن هذه مهلكتى - ثم تنكشف، ثم تجيئ فيقول هذه مهلكتى - ثم تنكشف ("তখন মুমিন ব্যক্তি বলিবে, ইহা আমার জন্য প্রাণান্তকর। অতঃপর যখন তাহা দূর হইয়া অপর ফিতনাটি আসিবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলিবে, ইহা আমার জন্য প্রাণান্তকর। অতঃপর তাহা দূর হইবে")। -(তাকমিলা ৩:৩৩৬)

أَنْ يُزَحْزَحَ (দূরে থাকিতে ...) অর্থাৎ يبعد (দূরে থাকিতে, সরিয়া যাইতে, দূরবর্তী হইতে)। -(ঐ)

فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ (তাহার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে–) আর নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়তে موتته রহিয়াছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। -(তাকমিলা ৩:৩৩৬)

فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ (আনুগত্যের শপথসহ তাহার হাতে হাত দিয়া এবং অন্তরের ইচ্ছা নিয়া করে)। অর্থাৎ بايعه بيده واحبه بقلبه (সে তাহার হাতে হাতদিয়া বায়আত গ্রহণ করে এবং সে হৃদয় দিয়া উহা পছন্দ করে)। -(তাকমিলা ৩:৩৩৭)

فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ (অতঃপর যদি অপর কেহ তাঁহার সহিত (নেতৃত্ব লাভে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়াইয়া দিবে)। এই বাক্যে অর্থ হইতেছে ادفعوا الثاني (তোমরা দ্বিতীয় (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষী) ব্যক্তিকে প্রতিহত করিবে)। কেননা, সে বৈধ প্রশাসকের অবাধ্য। কাজেই তাহাকে যদি যুদ্ধ ব্যতীত প্রতিহত করা সম্ভব না হয় তবে তাহার সহিত তোমরা যুদ্ধ কর। যদি যুদ্ধে মুকাবালা করে তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করা জায়িয। ইহাতে কোন ক্ষতিপূরণ নাই। কেননা সে যালিম, যুদ্ধের জন্য ব্যপৃত হইয়াছে। -(নওয়াভী ২:১২৬)

هٰذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ الخ (এই যে আপনার চাচাত ভাই হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন যেন আমরা আমাদের পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করি আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরের হানাহানি করি ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই কথা দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রবক্তা (আবদুর রহমান বিন আবদে রাব্বিল কা'বা রাযি.)-এর উদ্দেশ্য হইতেছে যে, যখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযি.) বর্ণিত হাদীছ– প্রথম খলীফার সহিত ঝগড়া ও বাদানুবাদ প্রবৃত্ত হওয়া হারাম আর দ্বিতীয় নেতৃত্বের অভিলাষীকে প্রতিহত করিবে। তখন এই প্রবক্তা বুঝিয়া নিয়াছিলেন ইহা তো হযরত আলী (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর হানাহানিই হইবে। আর হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফত ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে বাদানুবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) নিজ অনুসারী ও সৈন্যদেরকে বায়তুলমাল হইতে যেই বেতন পরিশোধ করিয়াছেন তাহা তাহাদের জন্য আহার করা অন্যায়ভাবে মাল গ্রাস করা হিসাবে গণ্য। কেননা, এই যুদ্ধ ছিল না হক, নিজেদের মধ্যে হানাহানি। ফলে কাহারও জন্য এই যুদ্ধের বিনিময়ে বায়তুল মাল হইতে সম্পদ ভোগ করার হক-অধিকার নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর তাফসীর দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গেল প্রবক্তার মর্ম এই নহে যে, হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বায়তুল মালের খেয়ানতকারী ছিলেন। আল্লাহ রক্ষা করুন। কিংবা ইজতিহাদ ব্যতীত লোকদের সহিত না হক যুদ্ধ করিয়াছেন। যেমন কতিপয় ভ্রান্তদল ধারণা করিয়া থাকে। কেননা, নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার হইতে ইহার প্রমাণ নাই। তিনি ছিলেন জলীলুল কদর সাহাবাগণের একজন। (সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর মধ্যকার বাদানুবাদের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ। কেননা, তাহারা সকলেই ইজতিহাদের ভিত্তিতে কাজ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে ছিলেন)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)-(তাকমিলা ৩:৩৩৭, শরহে নওয়াভী ২:১২৬-১২৭)

(৪৬৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৬৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জু (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৫৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

(৪৬৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন আবদে রাব্বিল কা'বা সায়িদী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, পবিত্র কা'বার নিকট এক জামাআত লোক প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর রাবী আ'মাশ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلاَةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের যুলুম ও স্বার্থপরতার উপর ধৈর্যধারণ-এর বিবরণ

(৪৬৫৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَلاَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا فَقَالَ "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ".

(৪৬৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... উসায়দ বিন হুযায়র (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসারী লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি অমুককে যেইভাবে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন সেইভাবে আমাকে কি কর্মচারী পদে নিয়োগ করিবেন না? তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে অনেক স্বার্থপরতা প্রত্যক্ষ করিবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করিবে, যেই পর্যন্ত না তোমরা হাউযে (কাউছারে) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي (আমাকে কি আপনি কর্মচারী পদে নিয়োগ করিবেন না?) অর্থাৎ আপনি আমাকে সাদাকাত উসূলকারী কিংবা কোন শহরের কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। আর তাহার কথা "যেইভাবে আপনি অমুককে কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।" রিওয়ায়তসমূহে অমুকের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ নাই। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের মুকাদ্দামায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রশ্নকারী ছিলেন উসায়দ বিন হুযায়র (রাযি.)। আর কর্মচারী পদে নিয়োগ প্রাপ্ত লোকটি হইলেন হযরত আমর বিন আল-আস (রাযি.)। কিন্তু তিনি 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:১১৮ পৃষ্ঠায় মানাকির অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন, ولا ادرى الان من اين نقلته (আর এখন আমার জানা নাই যে, আমি ইহা কোথায় হইতে নকল করিয়াছি)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১৩:৮ পৃষ্ঠায় ফিতন অনুচ্ছেদে লিখেন, আমীর পদের আবেদনের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ستروں بعدى اثرة (আমার পরে অচীরেই তোমরা পক্ষ-পাতিত্ব দেখিবে) দ্বারা দেওয়ার রহস্য হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীর নিযুক্তিতে পক্ষপতিত্ব করিয়া তাহার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন বলিয়া তাহার ধারণাকে খণ্ড করার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তাহার সামনে বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, এই যুগে স্বার্থপরতা ও পক্ষপাতিত্ব সম্পাদিত হইবে না। আর তিনি নিজের স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া তাহাকে নিযুক্ত করেন নাই; বরং সকল মুসলমানের

কল্যাণে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরতা তো পার্থিব সুখ অর্জনের লক্ষে হইয়া থাকে, ইহা পরে সংঘঠিত হইবে। তাই তিনি তাঁহাদেরকে পক্ষপাতিত্বের সময় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৪০)

(৪৬৫৬) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৬৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারেছী (রহ.) তিনি ... উসায়দ বিন হুযায়র (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসারী লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৫৭) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ خَلَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৬৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একান্তে সাক্ষাৎ' কথাটি বলেন নাই।

بَابُ فِي طَاعَةِ الأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপ্য হক-অধিকার না দিলেও শাসকগণের অনুগত থাকা-এর বিবরণ

(৪৬৫৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ".

(৪৬৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আলকামা বিন ওয়ায়িল হাযরামী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (ওয়ায়িল বিন হাজার রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, সালামা বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে প্রশ্ন করিলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! আমাদের উপর যদি এমন সকল শাসক নিযুক্ত হন, যাহারা তাহাদের হক তো আমাদের নিকট দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তাহারা প্রদান করিতে বিরত থাকেন। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করিতে নির্দেশ দেন। তিনি তখন উহার জবাব দিতে বিরত থাকিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, আর তিনি এইবারও বিরত থাকিলেন। তারপর তিনি তাঁহাকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতয়িবারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন (কাছে উপবিষ্ট) হযরত আশআছ বিন কায়স (রাযি.) তাহাকে (সালামা (রাযি.)কে প্রশ্ন করা হইতে বারণ করার জন্য) নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমরা শুনিবে এবং মানিবে। কেননা তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের বোঝা তাহাদের উপর বর্তাইবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাঁহার পিতা হইতে। অর্থাৎ ওয়ায়িল বিন হাজার (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৩৪০)

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ الخ (সালামা বিন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন)। আল্লামা মারযুবানী (রহ.) বলেন, তিনি এবং তাহার বৈপিত্রেয় ভাই কায়স বিন সালামা বিন শুরাহীল উভয়ে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়স (রাযি.)কে বনূ মারওয়ানের সাদাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে একটি কিতাব লিখিয়া দিয়াছিলেন। -(ইসাবা ২:৬৭)-(তাকমিলা ৩:৩৪০)

فَأَعْرَضَ عَنْهُ (তিনি তাহার উত্তর দিতে বিরত থাকিলেন)। সম্ভবতঃ তিনি ওহীর অপেক্ষায় উত্তর দিতে বিরত থাকিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৩৪১)

فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ (তখন আশআছ বিন কায়স (রাযি.) তাহাকে (সালামা (রাযি.)কে) নিজের দিকে টানিয়া নিলেন)। অর্থাৎ হযরত আসআছ (রাযি.) যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইতে এড়াইয়া যাইতেছেন তখন তিনি প্রশ্নকারী (সালামা রাযি)কে তাহার প্রশ্নের জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইতে বারণ করিবার জন্য নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। কেননা, ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাদীছের মতনে উল্লিখিত জবাব প্রদান করিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৪১)

(৪৬৫৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ".

(৪৬৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সিমাক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, তখন আশআছ বিন কায়স (রাযি.) তাহাকে (প্রশ্নকারী সালামা (রাযি.)কে) নিজের দিকে টানিয়া নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে ইরশাদ করিলেন, তোমরা শুনিবে এবং মানিবে। কেননা তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের বোঝা তাহাদের উপর বর্তাইবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাইবে।

بَابُ وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة

অনুচ্ছেদ ঃ ফিত্না প্রকাশকালে ও সর্বাবস্থায় মুসলমানগণের জামাআতে আঁকড়াইয়া থাকা ওয়াজিব। আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৪৬৬০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ "نَعَمْ" فَقُلْتُ هَلْ

بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ "نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ". قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ "قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ". فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ "نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا". فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ "نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذٰلِكَ قَالَ "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ". فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ "فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ".

(৪৬৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ ইদরীস খাওলানী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন আর আমি তাঁহার নিকট অকল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতাম এই ভয়ে না জানি উহা আমাকে সমাবৃত করে। তাই একদা আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলিয়্যাত যুগে অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য এই কল্যাণ দান করিলেন। এই কল্যাণের পরও কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি আরয করিলাম, ঐ অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আছে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তবে উহাতে কলুষ আছে। আমি আরয করিলাম, কি সেই কলুষ? তিনি ইরশাদ করিলেন, তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হইবে যাহারা আমার সুন্নত ছাড়া অন্য তরীকা অবলম্বন করিবে। আমার প্রদর্শিত হিদায়তের পথ ছাড়িয়া অন্যত্র হিদায়ত তালাশ করিবে। তাহাদের মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয়টি থাকিবে। (রাবী বলেন) তখন আমি আরয করিলাম, এই কল্যাণের পর কি অকল্যাণ আছে? তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীর উদ্ভব হইবে। যাহারা তাহাদের আহ্বনে সাড়া দিবে তাহাদেরকে তাহারা উহাতে নিক্ষেপ করিবে। আমি তখন আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের পরিচয় আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তিনি ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তাহাদের আকার-আকৃতি হইবে আমাদের সাদৃশ্য এবং আমাদের ভাষাই তাহারা কথা বলিবে। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহা হইলে আপনি আমাদেরকে কি করিতে বলেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা মুসলমানদের জামাআত ও তাহাদের ইমামের সহিত আঁকড়াইয়া থাকিবে। তখন আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, যদি তাহাদের কোন জামাআত কিংবা ইমাম না থাকে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে সকল দল হইতে তুমি পৃথক থাকিবে– যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁতে কামড় দিয়া থাক। অবশেষে এই অবস্থায় তোমাকে মৃত্যু পাইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجَاءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ (অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য এই কল্যাণ দান করিলেন)। অর্থাৎ ইসলাম, নিরাপত্তা ও সততাদান করিলেন এবং অশ্লীলতা পরিহার করিয়া চলার তৌফিক দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৪২)

نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ (হ্যাঁ, তবে উহাতে কলুষ আছে)। دَخَنٌ শব্দটির د এবং خ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ الحقد (বিদ্বেষ, ঈর্ষা, শত্রুতা, হিংসা, ঘৃণা)। আর কেহ বলেন, ইহার অর্থ الدغل (জঙ্গল, দোষ, ত্রুটি, নষ্ট)। আর কেহ বলেন, فساد فى القلب (অন্তরের বিকৃতি)। তবে এই তিনটি শব্দের অর্থই কাছাকাছি। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, এই অকল্যাণের পর যেই কল্যাণ আসিবে উহা খাটি কল্যাণ হইবে না; বরং উহাতে কলুষ রহিয়াছে। আর কেহ বলেন, الدخن দ্বারা الدخان (ধোঁয়া) মর্ম। ইহা দ্বারা كدر الحال (অবস্থার অবনতি) হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর কেহ বলেন, প্রত্যেক মাকরূহ বিষয়কে الدخن বলে।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, অকল্যাণের পর কল্যাণ দ্বারা মর্ম হইতেছে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগ। শারেহ নওয়াভী প্রমুখ ইহা নকল করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই কল্যাণ (الخير) দ্বারা হযরত আলী ও মুআবিয়া (রাযি.)-এর সম্মিলিত যুগে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা মর্ম। আর الدخن (কলুষ) দ্বারা তাহাদের উভয়ের যুগে কতিপয় আমীর যেমন ইরাকে যিয়াদ এবং খারেজীদের দ্বারা যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা মর্ম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৪২)

قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا (তাহাদের আকার-আকৃতি হইবে আমাদের সাদৃশ্য)। جلدة শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আর جلدة الشى হইতেছে ظاهره (বস্তুর বহির্ভাগ)। আর ইহা মূলতঃ غشاء البدن (দেহের আবরণ)। অর্থাৎ من قومنا ومن اهل لساننا وملتنا (আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের আরবী ভাষী এবং আমাদের ধর্মের লোক হইবে) ইহা দ্বারা তাহারা আরবী হওয়ার দিকে ইশারা রহিয়াছে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, তাহারা সেই সকল আমীর হইবে, যাহারা বিদআত কিংবা অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের দিকে দাওয়াত দিবে। যেমন খারেজী, কারামতা এবং আসহাবুল হিমনা সম্প্রদায়। -(তাকমিলা ৩:৩৪৩)

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ الخ (মুসলমানদের জামাআতও ইমামের সহিত আঁকড়াইয়া থাকিবে)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম جماعة المسلمين (মুসলমানদের জামাআত)-এর তাফসীর السواد الاعظم (বৃহত্তম জনগোষ্ঠী) দ্বারা করিয়াছেন। একদল বলেন, তাঁহারা হইলেন শুধুমাত্র সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)। তাহাদের পরবর্তীগণ নহে। অপর একদল বলেন, তাহারা হইলেন আহলে ইলম (উলামায়ে ইযাম)। -(তাকমিলা ৩:৩৪৩)

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا (তাহা হইলে সেই সকল দল হইতে তুমি পৃথক থাকিবে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লোকদের জন্য যদি কোন একজন ইমাম না থাকে এবং তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কোন দল হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা নির্ণয়ে সন্দেহযুক্ত হয় তাহা হইলে নির্জনে একাকী থাকা ওয়াজিব। আর এই সম্পর্কিত সকল হাদীছের মর্ম ইহাই এবং ইহাতে হাদীছসমূহের বাহ্যিক বৈপরীত্যের সমন্বয় হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৩:৩৪৩)

وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ (যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়া কামড় দিয়া থাক এবং এই অবস্থায় মৃত্যু তোমাকে পাইয়া যায়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জামাআত এবং তাহাদের রাজা-বাদশাগণের আনুগত্যে আঁকড়াইয়া থাকার কথা বুঝানো হইয়াছে, যদিও তাহারা অন্যায়কারী হয়। আল্লামা বায়যাভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যমীনে যখন কোন খলীফা থাকিবে না তখন তোমার জন্য একান্তে থাকা এবং কালের ভোগান্তির উপর ধৈর্যধারণ করা সমীচীন। আর عض اصل الشجرة (বৃক্ষমূল দাঁত দিয়া কামড় দিয়া ধরা)-এর দ্বারা পরোক্ষভাবে مكابدة المشقة (কষ্ট-ক্লেশ সহ্যকরণ) মর্ম।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, হাদীছের যাহা আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে যে, একাকীত্ব অবলম্বনকারী যদি একাকী থাকার কারণে কোন বস্তু আহারের জন্য না পায়। এমনকি সে নিরূপায় হইয়া বৃক্ষমূল চর্বণ করিয়া খাইতে বাধ্য হয় তবে তাহাই করিবে। আর ইহাতে তাহাকে নির্জনে একাকীত্ব অবলম্বনকে বাধাগ্রস্ত করিবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৪৩-৩৪৪)

(৪৬৬১) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ "نَعَمْ". قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ "نَعَمْ". قُلْتُ كَيْفَ قَالَ "يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ". قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".

(৪৬৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল বিন আসকার তামীমী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (জাহিলিয়্যাত যুগে) অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের (ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়া) কল্যাণ দান করিলেন। আমরা (এখন) ইহাতে অবস্থান করিতেছি। এই কল্যাণের পরে কি আবার কোন অকল্যাণ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। আমি আরয করিলাম, এই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আছে? তিনি ইরশাদ করিলেন,হ্যাঁ। আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, তাহা হইলে কি এই কল্যাণের পিছনে আবার কোন অকল্যাণ রহিয়াছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। আমি আরয করিলাম, উহা কিভাবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার পরে এমন সকল প্রশাসকের জন্ম হইবে, যাহারা আমার হিদায়তে হিদায়তপ্রাপ্ত হইবে না এবং আমার সুন্নতের উপরও তাহারা আমল করিবে না। অচিরেই তাহাদের মধ্যে এমন সকল লোকের উদ্ভব হইবে, যাহাদের অন্তঃকরণ হইবে মানব দেহে শয়তানের অন্তঃকরণ। তিনি (রাবী) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, তাহা হইলে আমরা কি করিব? তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি আমীরের কথা শুনিবে এবং মানিবে যদিও তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় কিংবা তোমার মাল ছিনাইয়া নেওয়া হয়। তাহা হইলেও তুমি শুনিবে এবং আনুগত্য করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ (মানব দেহে)। الجثمان শব্দটির ج বর্ণে পেশ এবং ث বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ الجثة (দেহ, শরীর, মৃতদেহ)। -(তাকমিলা ৩:৩৪৪)

وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ (যদিও তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হয় কিংবা তোমার মাল ছিনাইয়া নেওয়া হয়)। অর্থাৎ যদিও তাহারা তোমার জান-মালের উপর যুলুম করে তাহা হইলেও তুমি তাহাদের আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া তাহাদের সহিত বিদ্রোহ করার কোন যুক্তিসম্মত উপযোগিতা নাই। হ্যাঁ, শরীআত সম্মত উপায়ে নিজ জান-মাল রক্ষা করা জায়িয আছে। আর ইহার একটি পদ্ধতি হইতেছে, সামর্থ্যবান হইলে লড়াইয়ের মাধ্যমে। কিন্তু এই লড়াই আনুগত্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে নহে; বরং জান-মাল রক্ষার জন্য প্রতিহত করা মাত্র। যেমন ইতোপূর্বে وجوب طاعة الامراء (আমীরগণের আনুগত্য ওয়াজিব)-এর অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। -(ঐ)

(৪৬৬২) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً

فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ".

(৪৬৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া গেল এবং জামাআত হইতে পৃথক হইয়া গেল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করিল। আর যেই ব্যক্তি লক্ষ্যহীন একগুঁয়ে আমীরের পতাকাতলে যুদ্ধ করে (শরীআতে যাহার বৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই)। গোত্রের টানে ক্রুদ্ধ হয় কিংবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে কিংবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নহে) আর উহাতে নিহত হয়। ফলে সে জাহিলিয়্যাতের (ন্যায়) হত্যা হয়। আর যেই ব্যক্তি আমার উম্মতের উপর চড়াও হয়, ভাল-মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে মুমিন (কে হত্যা করা) হইতেও বিরত থাকে না এবং যাহার সহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তাহার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না সে আমার (অনুসারী) নহে; আমিও তাহার কেহ নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ (যেই ব্যক্তি লক্ষ্যহীন একগুঁয়ে আমীরের পতাকাতলে যুদ্ধ করে)। عُمِّيَّة শব্দটির ع বর্ণে পেশ ও যের দ্বারা পঠনে দুইটি মশহুর পরিভাষা রহিয়াছে। আর م বর্ণে তাশদীদসহ যের এবং ى বর্ণেও তাশদীদসহ পঠিত। জমহুরে উলামা বলেন, তাহারা হইলেন একগুঁয়ে আমীর যাহার লক্ষ্য সুস্পষ্ট নহে। ইহা আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এরও ব্যাখ্যা। ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.) বলেন, ইহা গোত্রপ্রীতির হানাহানির অনুরূপ। -(শরহে নওয়াভী) 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহাতে সেই সকল যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহাতে হকের বিষয়টি সুস্পষ্ট নহে। কিংবা যাহার উদ্দেশ্য (হক কিংবা না হক) স্পষ্ট নহে। -(তাকমিলা ৩:৩৪৫)

فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (ফলে সে জাহিলিয়্যাতের (ন্যায়) হত্যা হয়)। قِتْلَةٌ শব্দটির ق বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা قتل (হত্যা, খুন, ধ্বংস)-এর এক পদ্ধতির নাম, উহ্য বাক্যটি হইতেছে فقتلته قتلة الجاهلية (ফলে তাহার হত্যা হওয়া জাহিলিয়্যাতের হত্যার ন্যায় হয়)। আর القتلة দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই আকৃতি যাহা কতলের সময় মানুষের উপর পতিত হয়। বাক্যটির অর্থ হইল, যেই ব্যক্তি গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করিয়া নিহত হয় সে তদ্রূপই হয়। জাহিলিয়্যাতের যুগের মৃত্যুবরণকারী আকৃতিতে তাহার মৃত্যু হয়। কেননা, তাহারা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করিত, হক প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। -(তাকমিলা ৩:৩৪৫)

وَلَا يَتَحَاشَ (বিরত থাকে না) لَا يَتَحَاشَ শব্দটি মুলতঃ لا يتحاشى ছিল। যেমন আগত রিওয়ায়তে রহিয়াছে। এই স্থানে সহজ করার লক্ষ্যে الالف المقصورة কে বিলোপ করা হইয়াছে। التنحى ও التحاشى শব্দদ্বয় حاشية الشى (বস্তুর পার্শ্ব) হইতে উদ্ভূত। আর উহা হইল ناحيته (বস্তুর প্রান্ত)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে انه لا يكترث فى قتل المؤمنين (মুমিনদের হত্যার মধ্যেও খেয়াল রাখে না, সতর্কতা অবলম্বন করে না)। -(তাকমিলা ৩:৩৪৫)

فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (সে আমার কেহ নহে; আমিও তাহার কেহ নহে)। অর্থাৎ তাহার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি চাহিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন আর চাহিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহার মর্ম এই নহে যে, সে প্রকৃত অর্থে উম্মতের মধ্যে নহে। -(শরহে উবাই) -(তাকমিলা ৩:৩৪৫)

(৪৬৬৩) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ "لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا".

(৪৬৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন, মুমিনকেও রেহাই দেয় না।

(৪৬৬৪) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي".

(৪৬৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া গেল এবং (মুসলমানদের) জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতঃপর মৃত্যুবরণ করিল, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যুবরণ করিল। আর যেই ব্যক্তি লক্ষ্যহীন একগুঁয়ে আমীরের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রের টানে ক্রুদ্ধ হয় এবং গোত্রপ্রীতির জন্যই যুদ্ধ করে সে আমার (পূর্ণাঙ্গ) উম্মত নহে। আর যেই ব্যক্তি আমার উম্মত হইতে বাহির হইয়া আমার উম্মতেরই নেক্কার ও বদকার নির্বিচারে সকলের উপর আঘাত করে। মুমিনকেও নিষ্কৃতি দেয় না এবং যাহার সহিত অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাহার অঙ্গীকারও রক্ষা করে না সে আমার (পূর্ণাঙ্গ) উম্মত নহে।

(৪৬৬৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৪৬৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... গায়লান বিন জারীর (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইবন মুছান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী ইবন বাশ্‌শার (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাদের (উপর্যুক্ত রাবীগণের) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৬৬) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".

(৪৬৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন রাবী' (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি স্বীয় আমীরের মধ্যে এমন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করে, যাহা সে অপছন্দ করে তাহা হইলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা, যেই ব্যক্তি (মুসলমানদের) জামাআত হইতে বিঘত (অল্প) পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায় হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ অর্থাৎ فميتته ميتة جاهلية (তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায় হইল)। যেমন ইতোপূর্বে (৪৬৬২ নং হাদীছের) ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৪৭)

(৪৬৬৭) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

(৪৬৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাহার আমীরের কোন বস্তু অপছন্দ করে, তাহা হইলে এই ব্যাপারে তাহার ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা, লোকদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে বাদশা (-এর আনুগত্য) হইতে বাহির হইয়া বিঘত পরিমাণ সরিয়া যাইবে, অতঃপর এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, তবে তাহার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায় হইবে।

(৪৬৬৮) حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ".

(৪৬৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুরায়ম বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... জুনদাব বিন আবদুল্লাহ বাজালী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি লক্ষ্যহীন একগুঁয়ে আমীরের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্র প্রীতির দিকে দাওয়াত দেয় কিংবা গোত্রের সাহায্যার্থে (যুদ্ধ করে তাহার মৃত্যু হয়) তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায় হইবে।

(৪৬৬৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ أَتَيْتُكَ لأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

(৪৬৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) আবদুল্লাহ বিন মুতী' (রহ.)-এর নিকট আসিলেন যখন হাররা (-এর হৃদয় বিদারক যুদ্ধ)-এ যাহা সংঘটিত হওয়ার তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। তখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর ছেলে ইয়াযীদের যুগ ছিল। তখন তিনি (ইবন মুতী' রাযি.) বলিলেন, আবূ আবদুর রহমান (ইবন উমর রাযি.-এর উপনাম) বসার জন্য গদি বিছাইয়া দাও। তখন তিনি (ইবন উমর রাযি.) বলিলেন, আমি তোমার কাছে বসিতে আসি নাই; বরং আসিয়াছি তোমার কাছে এমন একখানা হাদীছ বর্ণনা করিতে যেই হাদীছ আমি (সরাসরি) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হইতে হাত গুটাইয়া নিয়া মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিবসে দলীলবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আর যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায়

মৃত্যুবরণ করিল যাহার গ্রীবায় (আমীরের) আনুগত্যের কোন বোঝা নাই তাহার মৃত্যু হইবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর ন্যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ (আবদুল্লাহ বিন মুতী' (রহ.)-এর নিকট ...)। مُطِيعٍ শব্দটির م বর্ণে পেশ এবং ط বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন আবদুল্লাহ ইবন মুতী' ইবনুল আসওয়াদ আল-কা'বী আল-কারশী আল-আদাভী (রাযি.) তিনি কুরায়শী লোক ছিলেন। তাহার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মদীনার অধিবাসীগণ হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর পুত্র ইয়াযীদের খেলাফতের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করিলে তিনি শহরের কুরায়শী লোকদের নেতৃত্ব দান করেন এবং (যুলহিজ্জা ৬৩ হিজরী মুতাবিক আগষ্ট ৬৮৩ ইং তারিখে সংঘটিত) হাররার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মদীনাবাসীগণ পরাজয় বরণ করিলে তিনি মদীনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কা মুকাররমায় উমাইয়্যা বিরোধী আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.) তাঁহাকে (রমাযান ৬৫ হি. মুতাবিক এপ্রিল ৬৮৫ ইং সালে) কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরেই শিয়া ভাগ্যান্বেষী আল-মুখতার ইবন আবী উবায়দ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তিনি আল-মুখতারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া (সম্ভবতঃ তাঁহার সেনাপতি ইবরাহীম ইবনুল আশতারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে) পদত্যাগ করিয়া বাসরায় চলিয়া যান। পরে মক্কা মুকাররমায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর সেনা দলে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর (হিজরী ৭৩, মুতাবিক ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে আরাফাত যুদ্ধে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাহিনীর হাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর সহিত তিনিও শাহাদতবরণ করেন। -(আল-আ'লাম লিয-যিরিক্লী ৪:২৮২) ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁহার হইতে একখানা হাদীছ ইতোপূর্বে 'মক্কা বিজয়' অনুচ্ছেদে (৪৫০১ নং) সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৪৮)

حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ (যখন হাররা (-এর হৃদয় বিদারক যুদ্ধ)-এ যাহা সংঘটিত হওয়ার তাহা সংঘটিত হইয়াছিল)। হাররা (حرة) একটি গাঢ় বর্ণের আগ্নেয় শিলাময় মরুভূমি, অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত বলিয়া প্রতীয়মান 'কৃষ্ণ বর্ণের ভগ্ন শিলারাশি' দ্বারা আচ্ছাদিত একটি অঞ্চল। ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরি হইতে হাররাসমূহের উৎপত্তি। আগ্নেয়গিরিসমূহ হইতে উদ্ভূত লাভা মরুভূমির তরঙ্গায়িত স্তরকে বারংবার আচ্ছাদিত করিয়াছে। হাওরাণের পূর্বে এবং মদীনা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত একটি এলাকায় এইরূপ হাররাসমূহ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। এই সকল হাররার মধ্যে মদীনার উদ্যানসমূহের মধ্য দিয়া শহরের উত্তর পূর্বদিকে বিস্তৃত এবং হাররাত ওয়াকিম হিসাবে পরিচিত আল-হাররাটিতেই ৬৩ হিজরী মুতাবিক ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "হাররা" যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। -(ইসলামী বিশ্বকোষ ২৫:৪১০)

ঐতিহাসিক, তাফসীরকার ও মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিয ইবন কাছীর (রহ.) 'হাররার ঘটনা' যাহা লিখিয়াছেন উহার সার সংক্ষেপ এই– হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর পুত্র ইয়াযীদ যথোচিত বিধি উপেক্ষা করিয়া খিলাফতের আসীনে সমাসীন হওয়ার কিছুকাল পর মদীনাবাসী তাহার প্রতি ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হন। তাহার কলংকময় আচরণ এবং চারিত্রিক ত্রুটির কারণে তাহার মত ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তাই মদীনাবাসী ঐকমত্যে তাহাকে খিলাফতের পদ হইতে অপসারণের জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। এই বিষয়টি ইয়াযীদ অবগত হইলে তিনি রাজনৈতিকভাবে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার বিরোধ ঔদার্যের দ্বারা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার গভর্নর (উছমান বিন মুহাম্মদ বিন আবী সুফয়ান)-এর মাধ্যমে মদীনাবাসীগণের একটি প্রতিনিধিদল বনূ উমাইয়্যার সহিত সমঝোতার উদ্দেশ্যে দামিশকে ইয়াযীদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন হানযালা আল-গাসীল আল-আনসারী, আবদুল্লাহ

মুসলিম ফর্মা -১৭-১৭/২

বিন আবী আমর বিন হাফস ইবনুল মুগীরা আল হাযরামী, আল-মুনযির ইবনুয যুবায়র (রহ.) এবং মদীনাবাসী প্রধান সম্মানিত কতিপয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

ইয়াযীদ এই প্রতিনিধি দলের প্রতি বিশেষ সম্মানজনক ও প্রীতিপূর্ণ আচার-ব্যবহার করেন এবং তাহাদেরকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। অতঃপর আল-মুনযির ইবনুয যুবায়র (রহ.) ব্যতীত তাহারা সকলেই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আল-মুনযির (রহ.) তাহার পূর্ব বন্ধু বাসরায় অবস্থানরত উবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ-এর সাক্ষাতে যান। যাহা হউক প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের পর বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে ইয়াযীদের কলংকময় জীবনাচরণের দোষক্রটি মদীনাবাসীগণের কাছে প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাহারা জানাইলেন যে, আমরা এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আগমন করিয়াছি যাহার মধ্যে কোন দ্বীন নাই, সে মদ পান করে এবং গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়া তাহার কাছে উপবিষ্ট রহিয়াছে। কাজেই আমরা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা অবশ্যই তাহাকে অপসারণ করিব। অতঃপর লোকেরা তাহাকে অপসারণের ব্যাপারে ঐকমত্য হইলেন এবং আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা আল-গাসীল (রহ.)-এর হাতে মৃত্যুর শপথ নিয়া বায়আত গ্রহণ করিলেন। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) তাহাদের সহিত একমত হইতে বিরত থাকেন।

এমতাবস্থায় আল-মুনযির ইবনুয্ যুবায়র (রহ.)ও বাসরা হইতে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনিও তাহাদের সহিত ইয়াযীদকে অপসারণের সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করেন এবং তাহাদেরকে অবহিত করিলেন যে, সে মদ পান করিয়া নেসাগ্রস্ত হয়, এমনকি নামায পর্যন্ত তরক করে। ইহাতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল। অতঃপর যখন এই খবর ইয়াযীদের নিকট পৌঁছিল তখন সে বলিলেন ইয়া আল্লাহ্! এতকিছু উপঢৌকন প্রদানসহ তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদানের মূল্য কি হইল?

মদীনায় এইরূপ বিদ্রোহমূলক অবস্থায় ভীত হইয়া ইয়াযীদ পুনর্বার আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আন-নু'মান বিন বাশীর (রাযি.)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রথমে মদীনায় এবং পরে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করে। তাঁহারা তাহাদেরকে এই সিদ্ধান্ত হইতে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেন এবং ইহার পরিণাম ফলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। অতঃপর তাহাদেরকে আমীরের নির্দেশ শোনা, মানা এবং জামাআতবদ্ধ-ভাবে থাকার নির্দেশ দেন এবং ইয়াযীদের নির্দেশ মুতাবিক তাহাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেন এবং তাহাদেরকে ফিত্‌নার ভয় প্রদর্শন করেন এবং বলেন, ফিত্‌নার পরিণাম অশুভ, খুবই ঘোরতর, আন-নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) আরও বলিলেন, সিরিয়ার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমাদের নাই। তখন মদীনাবাসীগণের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন মুতী' (রহ.) নু'মান (রাযি.)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাদের জামাআতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতেছেন?

আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) বলেন, লোকেরা নু'মান (রাযি.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাহার কথা শ্রবণ করিল না। তাই তিনি শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর আল্লাহর শপথ ঘটনাটি তাহাই ঘটিল যাহা তিনি বলিয়াছিলেন। এইদিকে মদীনার লোকেরা আবদুল্লাহ্ বিন মুতী' (রহ.)কে কুরায়শগণের নেতা এবং আবদুল্লাহ্ বিন হানযালা (রহ.)কে আনসারগণের নেতা মনোনীত করিলেন। অতঃপর তাহারা ইয়াযীদ কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার গভর্নরকে তাহাদের হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আর বনূ উমাইয়্যাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তখন বনূ উমাইয়্যার লোকজন শহরের বাহিরে মারওয়ান বিন হাকম (রহ.)-এর সুরক্ষিত গৃহে সমবেত হন। ফলে মদীনাবাসীগণ তাহাদের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া রাখেন। আর মদীনার লোকেরা আলী বিন হুসায়ন যয়নাল আবেদীন (রহ.)কে বিচ্ছিন্ন রাখিলেন। অনুরূপ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযি.)কেও। কেননা তিনি মদীনাবাসীগণের সহিত ইবন মুতী' ও ইবন হানযালা (রহ.)-এর হাতে মৃত্যুর শপথে বায়আত গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

বনূ উমাইয়্যা তাহাদের দূরবস্থার কথা জানাইয়া দ্রুত ইয়াযীদের কাছে সাহায্য চাহিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন ইয়াযীদ বিরাট একটি অশ্বারোহী সেনা দল মদীনার দিকে প্রেরণ করে যাহাদের সংখ্যা দশ হাজার ছিল।

আর কেহ বলেন, বার হাজার আর কেহ বলিয়াছেন পনের হাজার। যদিও হযরত আন-নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) ইয়াযীদকে সৈন্য প্রেরণে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, মদীনা বাসীদের কোন একজনকে তাহাদের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হউক তাহা হইলে বিষয়টি সুরাহা হইয়া যাইবে কোন বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু ইয়াযীদ তাহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল না; বরং ইয়াযীদ তখন মুসলিম বিন উকবাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি তাহাদেরকে আপোষ-মীমাংসার জন্য তিন দিন সময় দিবে। যদি তাহারা আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে তবে তাহাদের আনুগত্য গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকিবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। আর যখন তাহাদের উপর বিজয় লাভ করিবে তখন মদীনায় তিনদিন তোমার জন্য বৈধ করিয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর মুসলিম বিন উকবা একটি অত্যন্ত সুসজ্জিত সিরীয় সেনাবাহিনী নিয়া মদীনার পূর্ব পার্শ্বে হাররা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাঁবু স্থাপন করে। আর মদীনাবাসীগণ নগরীর আক্রমণ উপযোগী অংশে পরিখা খনন করিয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া লয়। আপোষ মীমাংসার জন্য মুসলিম কর্তৃক প্রদত্ত তিনদিন বিরামের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয় এবং ঐক্যের জন্য একটি চূড়ান্ত আহ্বান ব্যর্থ হয়। তখন উক্ত এলাকায় এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে যুদ্ধের গতি মদীনাবাসীদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু মারওয়ান বনূ হারিছা গোত্রের আবাসস্থলের মধ্যে দিয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালনার জন্য অনুমতি পাওয়ায় মদীনাবাসীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পশ্চাদভাগে আক্রমণ করে। অধিকন্তু মদীনায় অবস্থানরত উমায়্যাগণ সিরীয় সেনাবাহিনীকে যাহাতে সহায়তা না করিতে পারে সেই জন্য তাহাদেরকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত করা হয়। এই বিতারিত উমায়্যাগণ ওয়াদিউল কুরাতে মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করে এবং তাহাদের একাংশ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখে। আর তাহাদের একটি বৃহদাংশ মারওয়ানের নেতৃত্বে অভিযানকারী সেনাদলের সহিত যোগ দেয়। মারওয়ানের এই কৌশলপূর্ণ আক্রমণের ফলে মদীনাবাসীগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

ইবন হানযালা অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত এই আক্রমণে প্রতিরোধ করিতে থাকেন। তিনি তাহার আট পুত্র কিংবা তাহাদের অধিকাংশসহ নিহত হন। অবশেষে আবদুল্লাহ বিন মুতী' (রহ.) এবং তাহার কুরায়শী সাথীবর্গ পরাজয় বরণ করিয়া মক্কা মুকাররমায় আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযি.)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই হৃদয় বিদারক যুদ্ধে উভয় দলের বহু নেতৃবৃন্দ ও ক্লান্ত-পীড়িত লোকজন নিহত হন। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মুসলিমের সিরীয় সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত মদীনা শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এক ভয়াবহ লুণ্ঠন কার্যে নিয়োজিত হয় এবং তাহা তিন দিন ব্যাপী অব্যাহত থাকে। আর ইয়াযীদ স্বয়ং মুসলিমকে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল যে, তাহার বাহিনী কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হইলে তাহা ধ্বংস করিয়া দিবে। ফলে সেনাবহিনীর নিগ্রো সৈন্যেরা দাঙ্গার জন্য এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। মদীনার অনেক সম্মানিত সাহাবী (রাযি.) ও কারীগণকে শহীদ করিয়া দেয়। ফলে মদীনা এক ধ্বংসযজ্ঞ ও হৃদয় বিদারক ঘটনার অবতারণ হয়। অতঃপর মুসলিম বাহিনী মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে কাদীদ নামক স্থানে মুসলিমের মৃত্যু হইলে হুসায়ন বিন নুমায়র সিরীয় বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর মক্কা নগরী অবরোধ করে এবং ৬৪ দিন অবরোধের পর যখন জানিতে পারিল ইয়াযীদের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহারা অবরোধ তুলিয়া দামেশকে প্রত্যাবর্তন করে। -(ইহা 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' লি ইবন কাছীর ৮:২১৬-২২০ পৃষ্ঠা-এর সার-সংক্ষেপ ও অন্যান্য) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৪৮-৩৫০)

(৪৬৭০) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

(৪৬৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমার (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন মুতী' (রহ.)-এর

নিকট আসিলেন। অতঃপর তিনি ইবন উমর (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী নাফি' (রহ.) বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৬৭১) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(৪৬৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমার (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইবন উমার (রাযি.) সূত্রে রাবী নাফি' (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টকারীর হুকুম-এর বিবরণ

(৪৬৭২) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ".

(৪৬৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... যিয়াদ বিন ইলাকা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরফাজা (রাযি.)কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, অচিরেই বিভিন্ন প্রকার ফিত্না-ফ্যাসাদের উদ্ভব হইবে। যেই ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করিবে, তবে তোমরা তাহার গ্রীবায় তরবারী দিয়া আঘাত করিবে। চাই সে যে কেহ হউক না কেন?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَرْفَجَةَ (আরফাজা রাযি.)। عَرْفَجَةَ শব্দটির ع বর্ণে যবর এবং ر বর্ণে সাকিন এবং ف বর্ণে যবরসহ পঠিত। তিনি হইলেন, ইবন শুরায়হ। আর কেহ বলেন, ইবন সুরায়হ। তিনি সাহাবীগণের একজন। কূফায় বসবাস করিতেন। -(ইসাবা ২:৪৬৭)-(তাকমিলা ৩:৩৫১)

هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ (বিভিন্ন প্রকার ফিতনা-ফ্যাসাদ)। الهنات শব্দটি هنة (ক্ষুদ্র জিনিস, তুচ্ছ বস্তু)-এর বহুবচন। ইহা প্রত্যেক এমন বস্তুর উপর প্রয়োগ হয় যাহার উল্লেখ করা খারাপ মনে করা হয়। এই স্থানে الفتن (গোলযোগ -সমূহ, দাঙ্গাসমূহ, বিপদসমূহ) এবং الامور الحادثة (দুর্ঘটনার বিষয়সমূহ, বিপদের বস্তুসমূহ) মর্ম। আর নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়তে আছে যে, এই কথাটি তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া খুতবার মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন।-(ঐ)

فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ (তবে তোমরা তাহার গ্রীবায় তরবারী দিয়া আঘাত করিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহাতে সেই ব্যক্তিকে হত্যার হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে ইমামের আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া যায়। কিংবা ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে মুসলমানগণের কালিমা প্রভৃতিতে বিভেদ সৃষ্টিকারীকে এই কর্ম হইতে নিষেধ করা হইবে। যদি নিষেধ মানিয়া চলে ভাল। আর যদি যুদ্ধ ব্যতীত তাহার মন্দ-প্রতিরোধ করা সম্ভবন না হয় তবে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার রক্ত বৃথা যাইবে। কোন ক্ষতিপূরণ নাই। -(তাকমিলা ৩:৩৫১)

كَائِنًا مَنْ كَانَ (চাই সে যে কেহ হউক না কেন)? অর্থাৎ তাহাকে হত্যা করা ওয়াজিব, যদিও সে প্রভাবশালী হয় কিংবা পদমর্যাদা সম্পন্ন হয় কিংবা সুখ্যাতি বিশিষ্ট লোক হয়। যখন তাহার হইতে প্রমাণিত হইবে যে, সে শরঈ সমর্থনযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত ইমামের আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া যায়। আর নাসায়ী শরীফে যিয়াদ সূত্রে ইয়াযীদ বিন মবদানিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে ইহার পর এতখানি অতিরিক্ত আছে فان يد الله على الجماعة-فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض (কেননা জামাআতের উপর আল্লাহ তা'আলার সমর্থন রহিয়াছে। আর শয়তান জামাআত বিচ্ছিন্নকারীর সহিত ধাবিত হয়)। -(তাকমিলা ৩:৩৫১)

(৪৬৭৩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ح وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا "فَاقْتُلُوهُ".

(৪৬৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন খিরাশ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাজ্জাজ (রহ.) তাঁহারা ... আরফাজা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের সকলের বর্ণিত এই হাদীছে (فاضربوه তবে তোমরা তাহার গর্দানে আঘাত করিবে-এর স্থলে) فَاقْتُلُوهُ (তবে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে) রহিয়াছে।

(৪৬৭৪) وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ".

(৪৬৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... আরফাজা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তোমরা এক আমীরের অধীনে সংঘবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় যেই ব্যক্তি আসিয়া তোমাদের শক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হয় কিংবা তোমাদের জামাআত বিচ্ছিন্ন করিতে চায় তাহাকে তোমরা হত্যা করিবে।

بَابُ إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই খলীফার বায়আত গ্রহণ-এর বিবরণ

(৪৬৭৫) وَحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا".

(৪৬৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওহাব বিন বাকিয়া ওয়াসিতী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুই খলীফার জন্য যদি বায়আত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا (তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের শেষোক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে)। অর্থাৎ প্রথম খলীফার হাতে বায়আত নির্ধারিত হইয়া যাওয়ার পর যেই ব্যক্তি তাহার কাছে বায়আতের জন্য আহ্বান করিবে সে বিদ্রোহী হইবে। ফলে সে হত্যার উপযোগী হইবে। তবে এই বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ইহা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যখন তাহাকে হত্যা করা ব্যতীত দাবী হইতে প্রতিহত করা না যায়। -(তাকমিলা ৩:৩৫২)

بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ শরীআত বিরোধী কাজে আমীরের আনুগত্য বর্জন করা ওয়াজিব তবে যতক্ষণ তাহারা নামায আদায়কারী থাকিবে ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না-এর বিবরণ

(৪৬৭৬) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ". قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ "لَا مَا صَلَّوْا".

(৪৬৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাদ বিন খালিদ আযদী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই এমন কিছু আমীরের উদ্ভব হইবে তোমরা তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিবে (কিছু ব্যাপারে ভাল বিবেচনা করিবে) এবং (তাহাদের কিছু ব্যাপার) খারাপ মনে করিবে। কাজেই যে ব্যক্তি তাহাদের স্বরূপ চিনিল (এর যথোপযোগী প্রতিবাদ করিল) সে মুক্তি পাইল আর যেই ব্যক্তি তাহাদের ঘৃণা করিল– সে নিরাপদ হইল। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাহাদের (অপকর্মের) প্রতি সম্মত থাকিল এবং অনুগামী হইল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হইল)। সাহাবাগণ আরয করিলেন ঃ আমরা কি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না? তিনি (জবাব) ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ তাহারা নামায আদায় করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (তোমরা তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিবে এবং খারাপ মনে করিবে)। অর্থাৎ تعرفون منهم اشياء اى تستحسنونها (তোমরা তাহাদের কিছু ব্যাপার চিনিতে পারিবে অর্থাৎ ভাল বিবেচনা করিবে) وتنكرون شيئا (আর কিছু ব্যাপারে খারাপ মনে করিবে)। -(তাকমিলা ৩:৩৫৩)

فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ (কাজেই যেই ব্যক্তি তাহাদের স্বরূপ চিনিল সে মুক্তি পাইল)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তাহাদের স্বরূপ চিনিল এবং উহার মন্দের পরিমাণ বুঝিতে সক্ষম হইল সেই পরিমাণ প্রত্যাখ্যান করিল সে তোষামোদ ও কপটতা হইতে মুক্তি পাইল। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অন্যভাবে ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যেই ব্যক্তি তাহার খারাপ কাজটি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং কোন প্রকার অস্পষ্ট না থাকে তাহা হইলে তাহার অন্যায় ও শাস্তি হইতে দায়মুক্তির পন্থা হইতেছে সামর্থ্য থাকিলে তাহাকে হাত দ্বারা বিরত করিবে কিংবা মুখ দ্বারা উপদেশের মাধ্যমে ফিরাইয়া রাখিবে। তবে যদি উহাতে অপারগ হয় তাহা হইলে অন্তর দ্বারা তাহার কর্মকে মন্দ জানিবে। আর আগত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে فمن كره فقد برئ (যে অন্তর দ্বারা তাহাদের কর্ম খারাপ জানিল সে দায়মুক্ত হইল)। ইহার পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে فمن انكر فقد برى (যে প্রত্যাখ্যান করিল সে দায়মুক্ত হইল) এতদুভয় বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। ইমাম আবূ দাউদ কেবল দ্বিতীয় বাক্য রিওয়ায়ত করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রহ.) তৃতীয় বাক্যটি। -(তাকমিলা ৩:৩৫৩)

"قَالَ "لَا مَا صَلَّوْا (তিনি ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ তাহারা নামায আদায় করিতে থাকিবে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, مَا صَلَّوْا এর অর্থ ما داموا على الاسلام فالصلاة اشارة الى ذلك (যতক্ষণ তাহারা ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকে। কাজেই নামায দ্বারা ইসলামের দিকে ইশারা হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৩:৩৫৩)

(৪৬৭৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ "لَا مَا صَلَّوْا". أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

(৪৬৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমায়ী ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের উপর এমন সকল আমীর কর্তৃত্ব করিবে যাহাদের কিছু কর্ম তোমাদের কাছে ভালো বিবেচিত হইবে এবং কিছু অপছন্দনীয় হইবে। যেই ব্যক্তি তাহাদের অপছন্দ করিল সে দায়মুক্ত হইল। আর যে প্রত্যাখ্যান করিল সে নিরাপদ হইল। তবে যেই ব্যক্তি তাহাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি সম্মত থাকিল এবং অনুগামী হইল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হইল)। সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব না? তিনি ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ তাহারা নামায আদায় করিতে থাকিবে। (আর যদি নামায ছাড়িয়া দেয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং আমীর পদ হইতে তাহাদের অপসারণ কর। যদি সামর্থ্যবান হও, অন্যথায়)। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি (অপারগ হয় সে) অন্তর হইতে তাহাদের ঘৃণা করিল এবং অন্তর হইতে প্রত্যাখ্যান করিল (সে দায়মুক্ত হইল)।

(৪৬৭৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ".

(৪৬৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে ইরশাদ করিয়াছেন। কাজেই যেই ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করিল সে দায়মুক্ত হইল আর যেই ব্যক্তি ঘৃণা করিল সে নিরাপদ হইল। (অর্থাৎ كره স্থলে انكر এবং انكر স্থলে كره রহিয়াছে)

(৪৬৭৯) وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ "وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ". لَمْ يَذْكُرْهُ.

(৪৬৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন রাবী' বাজালী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই হাদীছে ولكن من رضى وتابع (তবে যেই ব্যক্তি তাহাদের প্রতি সম্মত থাকিল এবং অনুগামী হইল) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ভাল শাসক ও মন্দ শাসক-এর বিবরণ

(৪৬৮০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ". قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ "لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ".

(৪৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আওফ বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হইতেছে তাহারাই যাহাদেরকে তোমরা ভালোবাস আর তাহারাও তোমাদর ভালোবাসে। তাহারা তোমাদের জন্য দু'আ করে আর তোমরাও তাহাদের জন্য দু'আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হইতেছে তাহারাই যাহাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তাহারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাহাদের প্রতি অভিশাপ দাও আর তাহারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ দেয়। সাহাবীগণের কেহ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাহাদেরকে তলোয়ারের দ্বারা প্রতিহত করিব না? তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়িম রাখিবে। আর যখন তোমাদের নেতাদের মধ্যে কোন খারাপ কর্ম দেখিবে তখন তোমরা তাহাদের সেই কর্মকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আনুগত্য হইতে তোমাদের হাত গুটাইয়া নিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ (আর তাহারা তোমাদের জন্য দু'আ করে আর তোমরাও তাহাদের জন্য দু'আ কর)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, কেহ বলেন ঃ صلاة (নামায) দ্বারা دعاء (দু'আ) মর্ম। কেননা ইহার বিপরীত ইরশাদ -দ্বয় وتلعنونهم ويلعنونكم (আর তোমরা তাহাদের প্রতি অভিশাপ দাও এবং তাহারাও তাহাদের প্রতি অভিশাপ দেয়)। উক্ত মর্মের যথার্থতাই বুঝা যায়। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে يصلون عليكم اذا متم وتصلون عليهم اذا ماتوا (তোমাদের মৃত্যু হইলে তাহারা তোমাদের জানাযার নামায পড়, আর তাহারা মৃত্যুবরণ করিলে তোমরা তাহাদের জানাযার নামায পড়)। আল্লামা তীবী (রহ.) ইহাই প্রাধান্য দিয়াছেন। সুতরাং হাদীছের অর্থ হইতেছে তোমরা যতক্ষণ জীবিত থাকিবে ততক্ষণ তোমরা তাহাদের মহব্বত কর আর তাহারাও তোমাদের মহব্বত করিবে। আর যখন মৃত্যু আসিয়া যায় তখন তোমরা পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর এবং তোমাদের পরস্পরে উত্তম কর্মগুলি আলোচনা কর। -(তাকমিলা ৩:৩৫৫)

وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (কিন্তু আনুগত্য হইতে তোমাদের হাত গুটাইয়া নিবে না)। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফাসিক প্রশাসকগণের আনুগত্য হইতে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। এই ব্যাপারে বিস্তারিত মাসয়ালা وجوب طاعة الامراء অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৫৫)

(৪৬৮১) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الأَشْجَعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ " . قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ " لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ أَلاَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ " .

قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ يَعْنِي لِرُزَيْقٍ حِينَ حَدَّثَنِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ آللهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ لَحَدَّثَكَ بِهٰذَا أَوْ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

(৪৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহ.) তিনি ... আওফ বিন মালিক আশজারী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হইতেছে যাহারা তোমাদেরকে মহব্বত করে আর তোমরাও তাহাদের মহব্বত কর। তাহাদের জন্য তোমরা দু'আ কর আর তাহারাও তোমাদের জন্য দু'আ করেন। পক্ষন্তরে তোমাদের নিকৃষ্টতর প্রশাসক হইতেছে যাহাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তাহারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তোমরা তাহাদের প্রতি অভিশাপ দাও এবং তাহারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তখন তাহাদেরকে প্রতিহত করিব না? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়িম রাখিবে, (দ্বিতীয়বার ইরশাদ করিলেন) না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়িম রাখিবে। তবে যাহার উপর কোন প্রশাসক নিযুক্ত করা হইবে আর সে তাহাকে আল্লাহ তা'আলার কোন নাফরমানীর কর্ম করিতে প্রত্যক্ষ করিবে তখন ঐ শাসক যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে ঘৃণা করিতে থাকিবে। কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটাইয়া নিবে না।

রাবী ইবন জাবির (রহ.) বলেন, আমার নিকট এই হাদীছ শায়খ রুযায়ক (রহ.) যখন বর্ণনা করেন তখন আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আল্লাহর কসম, হে আবুল মিকদাদ! সত্যই কি আপনি মুসলিম বিন কারযা (রহ.)কে এই হাদীছ বর্ণনা করিতে কিংবা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি আওফ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (ইবন জাবির রহ.) বলেন, তখন তিনি তাঁহার দুই হাঁটুর উপর ভর করিয়া কিবলামুখী হইলেন অতঃপর বলিলেন, সেই মহান আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয়ই আমি মুসলিম বিন কারযা (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ (যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়িম রাখিবে)। নামায কায়িম রাখার দ্বারা পরোক্ষভাবে তাহারা ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা মর্ম। -(তাকমিলা ৩:৩৫৬)

آللّٰهِ يَا أَبَا الْمِقْدَامِ (আল্লাহর কসম, হে আবুল মিকদাম)। آلله শব্দটি মূলত أو الله ছিল। তাহার বর্ণিত হাদীছখানা প্রামাণ্য করণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কসমসহ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৫৬)

(৪৬৮২) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقٌ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ. قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মূসা আনসারী (রহ.) তিনি ... ইবন জাবির (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর বলেন, রুযায়ক হইতেছে বনূ ফুযারা-এর মাওলা। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, ইহা মুআবিয়া বিন সালিহ (রহ.) রিওয়ায়ত করেন। তিনি রাবীআ বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি মুসলিম বিন কারযা (রহ.) হইতে, তিনি আওফ বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক যুদ্ধের অভিপ্রায়কালে সৈন্যবাহিনীর বায়আত গ্রহণ মুস্তাহাব এবং বৃক্ষতলে বায়আতে রিযওয়ান-এর বিবরণ

(৪৬৮৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلاَّ نَفِرَّ. وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

(৪৬৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা এক হাজার চারিশত লোক ছিলাম। আমরা তাঁহার মুবারক হাতে বায়আত হইলাম। আর হযরত উমর (রাযি.) সামুরা নামক গাছের নীচে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুবারক হাত ধরিয়া (বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন) এবং তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা এই মর্মে তাঁহার হাতে বায়আত হইলাম যে, আমরা (জিহাদ হইতে) পলায়ন করিব না। কিন্তু আমরা তাঁহার কাছে মৃত্যুবরণ করিব। এই মর্মে শপথ গ্রহণ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ (এক হাজার চারিশত)। আর এক রিওয়ায়তে আছে أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ (এক হাজার পাঁচশত)। আর এক রিওয়ায়তে আছে أَلْفًا وَثَلاثَ مِائَةٍ (এক হাজার তিনশত)। ইমাম মুসলিম ও বুখারী (রহ.) নিজেদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এই তিনটি রিওয়ায়ত নকল করিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, প্রথম দুইটি রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে হইতে পারে যে, তাঁহারা এক হাজার চারিশত এবং কিছু লোক ছিলেন যাহাদের সংখ্যা শত পূর্ণ হয় না। সুতরাং যাহারা শতের সংখ্যক লোক বাদ দিয়া বলিয়াছেন তাহারা এক হাজার চারিশত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর যাহারা শতে কম সংখ্যক লোকদের পূর্ণ শত হিসাবে গণ্য করিয়াছেন তাহারা এক হাজার পাঁচশত বলিয়াছেন। আর যিনি এক হাজার তিনশত রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহার গণনা হইতে কিছু লোক বাদ পড়িয়াছে। হয়ত গণনার সময় উপস্থিত ছিলেন না কিংবা অন্য কোন কারণে গণনা হইতে বাদ পড়িয়াছেন।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, সর্বোত্তম সমন্বয় আল্লামা উবাই (রহ.) যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই। তিনি বলেন, বিভিন্ন সংখ্যার উত্তম সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, ইহা অনুমানিক হিসাব। কখনো ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত আবার কখনও হ্রাস পাইত। ইবন সাদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারাও ইহার তায়ীদ হয়। তিনি মা'কাল বিন ইয়াসার হইতে হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন زهاء الف واربعمائة (এক হাজার চারিশতের কিছু বেশী)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:৪৪০ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) যুহায়র (রহ.) সূত্রে আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে (৪১৫১ নং) রিওয়ায়তে বর্ণনা করেন كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية الفا واربعمائة او اكثر (হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক হাজার চারিশত কিংবা ইহার কিছু বেশী সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৫৬)

وَهِيَ سَمُرَةٌ (আর তাহা হইল সামুরা গাছ)। سَمُرَة শব্দটির س বর্ণে যবর এবং م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। ইহা সেই প্রসিদ্ধ (বাবলা) গাছ যাহার পাতাগুলি ছোট এবং কন্টগুলি খাট। উহাতে হলুদ বর্ণের ফল হয় যাহা মানুষ খায়। ইহা তথাকার উত্তম কাঠ বলিয়া বিবেচিত। ফলে লোকেরা গৃহসমূহের ছাদে ব্যবহারের জন্য উহা গ্রামে বহন করিয়া নিয়া আসে। -(তাজুল উরুস)-(তাকমিলা ৩:৩৫৭)

وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (কিন্তু আমরা তাঁহার কাছে মৃত্যুবরণ করিব। এই মর্মে শপথ গ্রহণ করি নাই)। কিন্তু অনুচ্ছেদের শেষ দিকে (৪৬৯৮নং) ইয়াযীদ বিন আবী উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, হুদায়বিয়ার দিন কোন বিষয়ের উপর আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন মৃত্যুর (উপর বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলাম)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:১১৮ ও ৭:৪৫০ পৃষ্ঠায় উভয় রিওয়ায়তে সমন্বয়ে বলেন, যিনি ব্যাপকভাবে মৃত্যুর উপর বায়আতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি ইহা দ্বারা অত্যাবশ্যক বায়আত মর্ম নিয়াছেন। কেননা, যে কেহ (জিহাদ হইতে) পলায়ন না করার উপর বায়আত গ্রহণ করেন তিনি নিজের উপর (জিহাদে) দৃঢ়পদ থাকা অত্যাবশ্যক করিয়া নেন। আর যিনি দৃঢ়পদ থাকা অত্যাবশ্যক করেন তিনি হয়তো বিজয়ী হইবেন কিংবা বন্দী। আর যিনি বন্দী হইবেন তিনি হয়তো মুক্তি পাইবেন কিংবা মৃত্যুবরণ করিবেন। আর যখন অত্যাবশ্যক বায়আতের মধ্যে মৃত্যু হইতে নিরাপদ নহে তাই রাবী ব্যাপকভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সার সংক্ষেপ হইতেছে যে, এতদুভয় রাবীর একজন বায়আতের পদ্ধতি (صورة البيعة) বর্ণনা করিয়াছেন। আর অপর রাবী পরিণাম ফল বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহ.) ইহার সমন্বয়ে বলিয়াছেন, কতিপয় সাহাবা মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করেন আর কতপিয় সাহাবী পলায়ন না করার উপর বায়আত গ্রহণ করেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) যাহা বলিয়াছেন উহাই সুস্পষ্ট। কেননা, বেশ সংখ্যক সাহাবা (রাযি.) ও তাবেয়ীন (রহ.) মৃত্যুবরণের উপর বায়আত গ্রহণ অস্বীকার করিয়াছেন। আর ইহা প্রমাণিত যে, হাররার ঘটনায় আবদুল্লাহ বিন মুতী' ও ইবন হানযালা (রহ.) কর্তৃক মৃত্যুবরণের উপর বায়আত গ্রহণের সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার (রাযি.) বায়আত গ্রহণে বিরত ছিলেন। যেমন পূর্বে وجوب ملازمة جماعة المسلمين অনুচ্ছেদে (৪৬৬৯নং হাদীছে) আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৫৮)

(৪৬৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ.

(৪৬৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে মৃত্যুবরণের উপর শপথ গ্রহণ করি নাই; বরং আমরা তাঁহার মুবারক হাতে এই মর্মে বায়আত হইয়াছিলাম যে, আমরা পলায়ন করিব না।

(৪৬৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

(৪৬৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, হুদায়বিয়ার দিন সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা কত ছিল? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমরা সংখ্যায় (প্রায়) এক হাজার চারিশত ছিলাম। আমরা তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) মুবারক হাতে বায়আত হইয়াছিলাম। আর হযরত উমর (রাযি.) সামুরা (বাবলা) গাছের নীচে তাঁহার মুবারক হাত ধরিয়া (বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন)। জাদ্দ বিন কায়িস আনসারী ব্যতীত আমরা সকলেই সেইদিন তাঁহার মুবারক হাতে বায়আত হইয়াছিলাম। আর সে (জাদ্দ) তাহার উটের পেটের নীচে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيْرَ جَدِّ ابْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ (জাদ্দ বিন কায়িস আনসারী ব্যতীত)। আল্লামা উবাই (রহ.) লিখেন, সে ছিল মুনাফিকদের একজন। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাদ্দ বিন কায়িস আনসারী বনূ সালামার সরদার ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নেতৃত্ব হইতে বহিস্কার করিয়া তাহাদের উপর বিশর ইবন হারা ইবনুল মা'রুর (রাযি.)কে নেতা নির্ধারণ করিয়া দেন। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাহাকে বহিস্কার করা হইয়াছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৫৮)

اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ (সে তাহার উটের পেটের নীচে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল)। اخْتَبَأَ শব্দের অর্থ اختفى (আত্মগোপন করা, লুকাইয়া থাকা, আড়ালে থাকা)। -(তাকমিলা ৩:৩৫৯)

(৪৬৮৬) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ.

(৪৬৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাকে এই মর্মে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে কি বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি বলেন, না, তবে সেই স্থানে তিনি নামায আদায় করিয়াছিলেন। আর হুদায়বিয়ার (সামুরা নামক) গাছের নিকট ব্যতীত অন্য কোন গাছের নিকট তিনি বায়আত গ্রহণ করেন নাই। রাবী ইবন জুরায়জ

(রহ.) বলেন, আবূয যুবায়র (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার কূপের কাছে দু'আ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার কূপের কাছে দু'আ করিয়াছিলেন)। ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতের বরকতে পানি বিহীন হুদায়বিয়ার শুকনা কূপে পানির উচ্ছাস জারী হওয়ার মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার দিকে ইশারা করিয়াছেন। অচিরেই ইহার বিস্তারিত বিবরণ আসিতেছে। -(তাকমিলা ৩:৩৬০)

(৪৬৮৭) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ". وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.

(৪৬৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী, সুওয়াদ বিন সাঈদ, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় এক হাজার চারিশত লোক ছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আজকের দিন তোমরাই বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত জাবির (রাযি.) বলেন, আমার যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই গাছটির স্থান দেখাইয়া দিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ (আমার যদি দৃষ্টিশক্তি থাকিত)। হযরত জাবির (রাযি.)-এর শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। -(ইসাবা ১:২১৪)-(তাকমিলা ৩:৩৬০)

(৪৬৮৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ.

(৪৬৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... সালিম বিন আবী জা'আদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে আসহাবুশ শাজারা (হুদায়বিয়ায় সামুরা নামক গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমরা যদি (সেইদিন সংখ্যায়) এক লক্ষও হইতাম তাহা হইলেও উহা (হুদায়বিয়ার কূপের পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত। আমরা তো (তখন সংখ্যায় মাত্র) এক হাজার পাঁচশত লোক ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا (আমরা যদি এক লক্ষও হইতাম তাহা হইলেও উহা (হুদায়বিয়ার কূপের পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত)। ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীছের সংক্ষেপ যাহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতের বরকতে (হুদায়বিয়ার কূপের) পানি উচ্ছাস হওয়ার মু'জিযা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) হুসায়ন (রহ.) সূত্রে (৪১৫২নং রিওয়ায়তে) বিস্তারিত নকল করিয়াছেন, তিনি সালিম (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযি.) হইতে– قال عطش الناس يوم الحديبية و رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة- فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم؟ قالوا يا رسول الله! ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب الا ما في ركوتك قال : فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون قال: فشربنا و توضأنا فقلت لجابر- كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا مائة الف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة (তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসার্ত হইল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতদ্বয়ে একটি ছোট বালতি (হাতাওয়ালা পানির ছোট পাত্র) ছিল। উহা দ্বারা তিনি ওযূ করিলেন। অতঃপর লোকেরা অনুরূপ পাত্র নিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ছোট বালতিতে যাহা আছে তাহা ছাড়া আমাদের কাছে কোন পানি নাই, যাহা দ্বারা আমরা ওযূ করিতে পারি। অধিকন্তু আমাদের পান করার মতও কোন পানি নাই। রাবী (জাবির রাযি.) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাত ছোট বালতির মধ্যে রাখিলেন। তখন তাহার মুবারক আঙ্গুল-সমূহের অগ্রভাগ হইতে ঝরনার ন্যায় পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, তখন আমরা উহা পান করিলাম এবং উযূ করিলাম। (সালিম (রহ.) বলেন) আমি (জাবির রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম সেই দিন আপনারা সংখ্যায় কত লোক ছিলেন? তিনি (জাবির রাযি. জবাবে) বলিলেন, আমরা যদি (সেইদিন) এক লক্ষও হইতাম তাহা হইলেও উহা আমাদের জন্য যথেষ্ট হইত, আমরা সংখ্যায় মাত্র পনের শত ছিলাম)।

এই হাদীছ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, মু'জিযা হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল-সমূহের অগ্রভাগ দিয়া পানি উচ্ছাস প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফের (৪১৫১নং) বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ওযূর পানি কূপে ঢালিয়া দিলেন। ফলে কূপের পানি প্রচুর বৃদ্ধি পাইল। আল্লামা ইবন হিব্বান (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, এই ঘটনাটি দুইবার সংঘটিত হইয়াছিল। আর এইরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, পানি যখন তাহার হাতের বালতিতে আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ দিয়া উচ্ছাসিত হইল তখন তাহারা সকলেই ওযূ করিলেন এবং পান করিলেন। অতঃপর বালতির বাদবাকী পানি কূপে ঢালিয়া দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন, তখন কূপের পানি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৩৬১)

(৪৬৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ كِلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

(৪৬৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং রুফাআ ইবনুল হায়ছাম (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা যদি এক লক্ষ হইতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের জন্য উক্ত (বর্ধিত) পানি যথেষ্ট হইত, আমরা তো মাত্র পনের শতজন ছিলাম।

(৪৬৯০) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ.

(৪৬৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান ইবন আবী শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... সালিম ইবন আবী জা'আদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, সেই (হুদায়বিয়ার) দিন আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, এক হাজার চারিশত।

(৪৬৯১) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاَثَمِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ.

(৪৬৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আসহাবুশ শাজারা (হুদায়বিয়ার কূপ সংলগ্ন সামুরা নামক গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারী সাহাবাগণ)-এর সংখ্যা এক হাজার তিনশত ছিলেন। (রাবী বলেন) আসলাম গোত্রের লোকজনের সংখ্যা ছিল মুহাজিরগণের এক অষ্টমাংশ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى (আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রাযি.) হইতে)। তাঁহার নাম আলকামা (রাযি.)। তিনি এবং তাঁহার পিতা উভয়ই সাহাবী ছিলেন। সহীহ গ্রন্থে তাঁহার হইতে বর্ণিত আছে قال غزوت مع النبى الله عليه وسلم ست غزوات ناكل الجراد (তিনি (আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা (রাযি.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছয়টি জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া পঙ্গপাল খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছি)। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত উপস্থিত ছিলেন এবং হুনায়নের জিহাদে উপস্থিত থাকিয়া অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি কুফায় বসবাস স্থাপন করেন এবং হিজরী ৮৬/৮৭ সালে কূফায় ইনতিকাল করেন। কূফায় অবস্থানকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইনতিকাল করেন। -(ইসাবা ২:২৭১)

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁহার হইতে এই সনদে এই হাদীছখানা 'মাগাযী' অধ্যায় 'হুদায়বিয়া' অনুচ্ছেদে (৪১৫৫নং) সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৬১)

أَلْفًا وَثَلاَثَمِائَةٍ (একহাজার তিনশত)। বাহ্যিক বৈপরীত্বের সমন্বয় ৪৬৮৩নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَكَانَتْ أَسْلَمُ (আর আসলাম গোত্রের লোকজনের সংখ্যা ছিল)। অর্থাৎ بنو اسلم (আসলাম গোত্র)। বিশেষভাবে তাঁহাদের উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, তাহারা আবদুল্লাহ ইরন আবী আওফা (রাযি.)-এর সম্প্রদায় ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গর্ববোধ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, বায়আতে রিদওয়ান (বায়আতুশ শাজারা)-এ তাঁহার গোত্রের লোকজনের উপস্থিতির সংখ্যা অনেক। -(তাকমিলা ৩:৩৬২)

ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ (মুহাজিরগণের এক অষ্টমাংশ)। ثُمُن শব্দটির م বর্ণে পেশ কিংবা সাকিনসহ পঠিত। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৭:৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, বায়আতে রিদওয়ানে উপস্থিত আসলাম গোত্রীয় লোকজনের সংখ্যা জানার জন্য বিশেষভাবে মুহাজিরগণের উপস্থিতির সংখ্যা জানা জরুরী। কিন্তু খাস করিয়া মুহাজিরগণের সংখ্যা জানা নাই। তবে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত গযওয়ায়ে হুদায়বিয়ায় আসলাম গোত্রীয় একশত লোক ছিলেন। ইহার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুহাজিরগণের সংখ্যা ছিল আটশত। -(তাকমিলা ৩:৩৬২)

(৪৬৯২) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَ حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৬৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৬৯৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ.

(৪৬৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... মা'কিল ইবন ইয়াসার (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নিজেকে (বায়আতে) শাজারার দিনে দেখিয়াছি (তথায় উপস্থিত ছিলাম) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে বায়আত গ্রহণ করাইতেছিলেন আর আমি তাঁহার মুবারক মাথার উপর হইতে (সামুরা) গাছের ডালসমূহের একটি ডাল সরাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা তখন সংখ্যায় চৌদ্দশত লোক ছিলাম। তিনি (মা'কিল রাযি.) বলেন, আমরা তাঁহার মুবারক হাতে মৃত্যুবরণের উপর বায়আত হই নাই; বরং আমরা (জিহাদ হইতে) পলায়ন করিব না এই মর্মে বায়আত হইয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (মা'কিল ইবন ইয়াসার (রাযি.) হইতে)। তাহার উপনাম 'আবূ-আলী'। হুদায়বিয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি 'বায়আতে রিদওয়ান'-এ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা বাগভী (রহ.) বলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর নির্দেশে বাসরায় 'নহরে মা'কিল' খনন করিয়াছিলেন। উক্ত কূপটি তাঁহার সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। তিনি বাসরায় বসবাস করিতেন এবং তথায় তিনি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আর সেই স্থানেই তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খিলাফতযুগে ইনতিকাল করেন। শায়খ ইউনুস বিন উবায়দ (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে বাসরায় বসবাসকারী আর কেহ মা'কিল ইবন ইয়াসার (রাযি.) হইতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করেন নাই। -(ইসাবা ৩:৪২৭)-(তাকমিলা ৩:৩৬২)

(৪৬৯৪) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৬৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইউনুস (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৬৯৫) حَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الشَّجَرَةِ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

(৪৬৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ ইবন উমর (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা (মুসায়্যাব ইবন হাযম রাযি.) সেই সকল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা (হুদায়বিয়ায় সামুরা নামক) গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি (মুসায়্যাব রাযি.) বলেন, আগামী বছর আমরা হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আসিয়া সেই স্থানে গেলাম তখন সেই স্থানটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হইয়া গেল। কাজেই (এখন) যদি তোমাদের (কাহারও) কাছে সেই স্থানটি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরাই অধিক জ্ঞাত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ أَبِي مِمَّنْ بَايَعَ الخ (আমার পিতা সেই সকল ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা (হুদায়বিয়ায় সামুরা নামক) গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন)। তিনি হইলেন, মুসায়্যাব ইবন হাযন (রাযি.)। হযরত মুসায়্যাব এবং তাহার পিতা হায্ন (রাযি.) সাহাবী ছিলেন। হযরত মুসায়্যাব (রাযি.) হইতে সহীহায়ন এবং অন্যান্য গ্রন্থে জনাব আবূ তালিবের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে। আল-মুসায়্যাব (রাযি.) সিরিয়া বিজয়ের সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি কখন ইনতিকাল করিয়াছেন তাহা আমার কাছে লিখিত নাই। -(ইসাবা ৩:৪০১)

তাহার বর্ণিত এই হাদীছ ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল মাগাযী-এর 'আল-হুদায়বিয়া' অনুচ্ছেদে ৪১৬২ এবং ৪১৬৫ নম্বরে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৬৩)

قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ (তিনি বলেন, পরবর্তী বছর আমরা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আসিয়া সেই স্থানে গেলাম)। অর্থাৎ في العام الاتي (আগামী বছর, পরবর্তী বছর)। এই বাক্যের প্রবক্তা হইলেন, আল-মুসায়্যাব (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৩৬৩)

فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا (তখন সেই স্থানটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হইয়া গেল)। আর আগত রিওয়ায়তে আছে فنسوها من العام المقبل (পরবর্তী বছর তাহারা সেই স্থানটির অবস্থান ভুলিয়া যান)। আর সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে فعميت علينا (তখন আমাদের কাছে উহা অস্পষ্ট হইয়া যায়)। আর সহীহ বুখারী শরীফে জিহাদ অনুচ্ছেদে (২৯৫৮নং) অনুরূপ হাদীছ হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতেও বর্ণিত আছে قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتها-كانت رحمة من الله (ইবন উমর (রাযি.) বলেন, পরবর্তী বছর আমরা তথায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আমাদের মধ্য হইতে দুইজন সেই গাছের কাছে একত্রিত হয় নাই যেই (সামুরা নামক) গাছের নীচে আমরা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে) বায়আত গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে একটি রহমত ছিল)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৬:১১৮ পৃষ্ঠায় ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অধীনে লিখেন, উক্ত স্থানে দুইজন একত্রিত না হওয়ার কারণ হইতেছে যে, ইহার নীচে যেই কল্যাণ সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় কোন লাভ নাই। তাই উহা নির্ধারণ করিয়া তথায় জমায়েত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। তাহা ছাড়া উহার স্থান নির্দিষ্টভাবে সুস্পষ্ট থাকিলে উক্ত স্থানটি মুর্খলোকদের সম্মান করা হইতে নিরাপদ থাকিত না; বরং তাহারা ইহাকে উপকার কিংবা ক্ষতি করার সামর্থ্যবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিত। যেমন আজকাল পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুর্খ লোকেরা ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। এই দিকে ইশারা করিয়াই ইবন উমর (রাযি.) বলিয়াছেন كانت رحمة من الله অর্থাৎ كان خفاءها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى (পরবর্তী বছর তাহাদের কাছে স্থানটি অস্পষ্ট হইয়া যাওয়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে রহমত ছিল)। আর তাহার কথার এইরূপ মর্ম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, গাছটি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সন্তুষ্টির স্থানে ছিল। কেননা, এই গাছের নিকটেই মুমিনগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মুসলিম ফর্মা -১৭-১৮/২

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় গ্রন্থের ৭:৪৪৮ পৃষ্ঠায় মাগাযী অধ্যায়ে আরও বলেন, অতঃপর আমি ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.)-এর কিতাবে সহীহ সনদে নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছে পাইয়াছি যে, ان عمر بلغه ان قوما یاتون الشجرة فیصلون عندها فتوعدهم- ثم امر بقطعها فقطعت (হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছিল যে, লোকেরা উক্ত (হুদায়বিয়ার সামুরা নামক) গাছের কাছে গমন করিয়া তথায় নামায আদায় করে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তখন তিনি উক্ত সামুরা গাছ কর্তন করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। ফলে উহা কর্তন করিয়া ফেলা হয়। -(তাকমিলা ৩:৩৬৩)

(৪৬৯৬) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَنَسُوهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

(৪৬৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (মুসায়্যাব রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা (বায়আতে) শাজারার বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। তিনি (মুসায়্যাব রাযি.) বলেন, পরবর্তী বছর তাঁহারা সেই স্থানটির অবস্থান ভুলিয়া যান।

(৪৬৯৭) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا.

(৪৬৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... মুসায়্যাব (ইবন হাযম রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি (হুদায়বিয়ার বায়আত যেই গাছের নীচে হইয়াছিলাম সেই) গাছটি দেখিয়াছি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি সেই স্থানে গেলাম তখন আর উহা চিনিতে সক্ষম হয় নাই।

(৪৬৯৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

(৪৬৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আবী উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সালামা (ইবন আকওয়া রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, হুদায়বিয়ার দিবসে আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতে কি মর্মে বায়আত হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন মৃত্যুবরণের উপর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৬৮৩নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪৬৯৯) حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ.

(৪৬৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... সালামা (ইবন আকওয়া রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৭০০) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ هٰذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى هٰذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৭০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈক আগন্তুক তাঁহার কাছে আগমন করিল এবং বলিল, এই হইতেছেন হানযালা (রাযি.)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ রহ.)। তিনি লোকদের কাছ হইতে বায়আত নিতেছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের বায়আত নিতেছেন। তিনি বলিলেন, মৃত্যুবরণের উপর বায়আত। তিনি বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আর কাহারও হাতে এই মর্মে বায়আত হইব না।

بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি নিজের দেশ হইতে হিজরত করে তাহার জন্য পুনরায় স্বদেশে যাইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করা হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৭০১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

(৪৭০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালামা ইবন আকওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি হাজ্জাজের সাক্ষাতে গেলেন। তখন সে বলিল, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি কি ধর্মত্যাগী হইয়া মরুবাস মনোনীত করিয়াছ? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মরুবাসের অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ (তিনি হাজ্জাজের সাক্ষাতে গেলেন)। যে হইল হাজ্জাজ বিন ইউসূফ ছাকাফী, প্রসিদ্ধ (অত্যাচারী) আমীর। ইহা সেই সময়ের ঘটনা যখন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাযি.)কে হত্যার পর (খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান কর্তৃক) হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হিজাযের শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল। তখন সে মক্কা হইতে মদীনা ভ্রমণ করিয়াছিল। আর ইহা হিজরী ৭৪ সনের ঘটনা। -(ফতহুল বারী ১৩;৪১)-(তাকমিলা ৩:৩৬৯)

ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ (তুমি কি ধর্মত্যাগী হইয়া মরুবাস (বেদুইনের জীবন যাপন) শুরু করিয়াছ?)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) স্বীয় 'নিহায়া' গ্রন্থে লিখেন, হিজরতের পর হিজরতের স্থান হইতে যেই ব্যক্তি কোন প্রকার ওযর ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করে তাহাকে তাহারা ধর্মত্যাগীর ন্যায় মনে করিত। আর ইহা এই কারণে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহা কবীরা গুনাহে গণ্য করিলেন তখন উহাকে ধর্মত্যাগীদের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। والمرتد بعد هجرته اعرابيا (আর হিজরতের পর বেদুঈনী জীবন-যাপন ধর্মত্যাগীর সাদৃশ্য)।

হযরত সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) ফিত্না হইতে সরিয়া নির্জনতা অবলম্বনে কিছুদিন মরুবাস (বেদুঈনের জীবন যাপন) করিয়াছিলেন। সহীহ বুখারী গ্রন্থে এই হাদীছে আরও কিছু অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে وعن يزيد بن ابى عبيد قال لما قُتل عثمان بن عفان رضى الله عنه خرج سلمة بن الاكوع الى الرَّبذة و تزوّج هناك وولدت له

نزل المدينة بليال قبل ان يموت حتى فلم يزل بها ، اولادا (ইয়াযীদ বিন আবী উবায়দা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযি.) যখন শহীদ হইলেন তখন সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযি.) (মদীনা হইতে) বাহির হইয়া 'রাব্‌যা' নামক স্থানে বসবাস স্থাপন করেন এবং তথায় তিনি এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং উক্ত মহিলার গর্ভে তাহার কয়েকজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সেই স্থানেই বসবাস করিতে থাকেন। অবশেষে ইনতিকালের কয়েক দিন পূর্ব হইতে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন)। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইহারই আপত্তি করে এবং হিজরতের স্থান হইতে অন্যত্র প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে। তাঁহার ওযর প্রকাশের পূর্বে তাঁহার ন্যায় জলীলুল কদর সাহাবীকে অনুরূপ কুৎসিত সম্বোধনের মধ্যে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের যুলুমেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৬৯)

تَعَرَّبْتَ অর্থাৎ استوطنت البدو (মরুবাস শুরু করিয়াছ?) وصرت عرابيا (বেদুঈনের জীবন-যাপন অবলম্বন করিয়াছ?) -(তাকমিলা ৩:৩৬৯)

لَا (না) অর্থাৎ لم اسكن بادية رجوعا عن هجرتي (আমি হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মরুবাসী হই নাই)। -(তাকমিলা ৩:৩৬৯)

أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ অর্থাৎ اذن لي في سكون البادية (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে মরুবাসের (বেদুঈনের জীবন যাপনের) অনুমতি দিয়াছেন)। ইসমাঈলী রিওয়ায়তে হাম্মাদ বিন মাসআদা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি ইয়াযীদ বিন আবী উবায়দ (রহ.) হইতে। তিনি সালামা (ইবনুল আকওয়া রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, "তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মরুবাসের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি তাহাকে অনুমতি দেন।"

হাজ্জাজ ছাড়াও অন্যের সহিত হযরত সালামা (রাযি.)-এর অনুরূপ অপর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। উহা ইমাম আহমদ (রহ.) সংকলন করিয়াছেন ইয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত সালামা (ইবনুল আকওয়া রাযি.) মদীনা মুনাওয়ারায় আসিলেন। তখন বুরায়দা ইবনুল হাসীব (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহাকে (সালামা রাযি.কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি আপনার হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন (ধর্মত্যাগী হইয়াছেন)? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতির মধ্যে রহিয়াছি। আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি "হে আসলাম সম্প্রদায়! (সালামা এবং বুরায়দা (রাযি.) উভয়ই এই প্রসিদ্ধ গোত্রের লোক ছিলেন) তোমরা মরুবাস (বেদুঈনের জীবন-যাপন) অবলম্বন কর। তাহারা আরয করিলেন, ইহাতে আমাদের হিজরত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার আশংকা করিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা যেই স্থানেই বসবাস কর না কেন, মুহাজির থাকিবে।" আর আমর ইবন আবদির রহমান ইবন জারহাদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তও ইহার সাক্ষ্য বহন করে। উক্ত রিওয়ায়তে আছে قال سمعت رجلا يقول لجابر من بقي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انس بن مالك وسلمت بن الا كوع- فقال رجل، اما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال لا تقل ذلك- فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سلم ابدو، قالوا انا نخاف ان ترتد بعد هجرتنا قال انتم مهاجرون حيث كنتم (আমর বিন আবদির রহমান বিন জারহাদ (রহ.) বলেন, আমি জনৈক ব্যক্তি হযরত জাবির (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে কে এখনও বর্তমান আছেন? তিনি (জাবির (রাযি.) জবাবে) বলিলেন, আনাস বিন মালিক ও সালামা বিন আকওয়া (রাযি.)। তখন প্রশ্নকারী লোকটি বলিল, সালামা (রাযি.) তো তাঁহার হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তখন তিনি (জাবির রাযি.) বলিলেন, এইরূপ কথা বলিবে না। কেননা, নিশ্চয় আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম

সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন। তোমরা বেদুঈনের জীবন-যাপন কর। তাঁহারা আরয করিলেন, আমরা আমাদের হিজরত হইতে প্রত্যাবর্তনকারী হিসাবে গণ্য হওয়ার ভয় করিতেছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা যেই স্থানেই বসবাস কর, মুহাজির থাকিবে)। উভয় রিওয়ায়তের সনদ সহীহ। -(ফতহুল বারী)

অধিকন্তু হযরত সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) বিভিন্ন ওযরের কারণে মরুবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। (এক) যাহা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এবং তাহার (আসলাম) সম্প্রদায়কে অনুমতি দিয়াছিলেন। (দুই) তিনি ফিত্না হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মরুবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেমন তিবরানী গ্রন্থে হযরত জাবির বিন সামরা (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি হিজরতের পর মরুবাস অবলম্বন করে তাহার প্রতি অভিসম্পাত, তবে যদি ফিত্না হইতে আত্মরক্ষার জন্য করে। কেননা অবশ্যই ফিতনার স্থান হইতে মরু অঞ্চল উত্তম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আর-ফাতহ' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। (তিন) যাহা শরেহ নওয়াভী, কাযী ইয়ায প্রমুখ হইতে নকল করিয়াছেন যে, হিজরতের স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা। বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাঁহার সাহচার্যে থাকা ওয়াজিব ছিল। আর তাঁহার পরে হিজরতের স্থান ব্যতীত অন্যস্থানে বসবাস স্থাপন করাতে কোন দোষ নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৬৯-৩৭০)

بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى "لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"

অনুচ্ছেদ ঃ ফাতহে মক্কার পর ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণের বায়আত এবং ফাতহে মক্কার পর হিজরত নাই- ইহার মর্মের বিবরণ

(৪৭০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ "إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ".

(৪৭০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ আবূ জা'ফর (রহ.) তিনি ... মুজাশি' ইবন মাসউদ সুলামী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁহার কাছে হিজরতের বায়আত হইবার জন্য আসিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই হিজরতের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, উহার উপযুক্ত লোকেরা ইতোমধ্যে তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছে। (উহাদের ফযীলত আর কাহারও লাভ করার সুযোগ নাই) তবে ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণের উপর অটল থাকিবার উপর বায়আত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لأَهْلِهَا (হিজরতের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, উহার অধিকারীগণ ইতোমধ্যে তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, হিজরতের আহল তথা অধিকারীগণ সেই সকল লোক যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য, সহায়তা এবং তাঁহার আনীত দ্বীনে শরীয়ত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদ এবং দেশ ত্যাগ করিয়া হিজরত করিয়াছেন। আর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কাবাসীগণের জন্য (মদীনায়) হিজরত করা ওয়াজিব ছিল, এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে অন্যান্য শহরের অধিকারীদের ব্যাপারে কেহ বলিয়াছেন তাহাদের জন্যও মদীনায় হিজরত করা ওয়াজিব ছিল। আর আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন, মক্কা মুকাররমা ব্যতীত অন্যান্য শহরের লোকদের জন্য মদীনায় হিজরত করা ওয়াজিব ছিল না; তবে মুস্তাহাব ছিল। যেমন আগত (৪৭০৮নং)

হাদীছে জনৈক বেদুঈনের হিজরত সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ان شان الهجرة لشديد (নিশ্চয় হিজরতের অবস্থা খুবই কঠিন) এবং তিনি তাহাকে বিশেষভাবে তাহার উট নিয়া থাকিয়া আমল করিয়া যাইতে বলিয়াছেন।

অধিকন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিভিন্ন শহর হইতে আগত প্রতিনিধিদলকে তিনি হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন নাই। আর কেহ বলেন, কোন শহরে শহরবাসী ছাড়া এককভাবে ইসলাম গ্রহণকারীর উপর হিজরত করা ফরয ছিল। যাহাতে তাহার মধ্যে শিরকের আহকাম অনুগত করার কোন বিষয় অবশিষ্ট এবং তাহার দ্বীন গ্রহণের মধ্যে কোন প্রকার ফিত্‌নায় সমাবৃত হওয়ার আশংকা না থাকে। -(শরহুল উবাই)

সারসংক্ষেপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশাজি বিন মাসউদ সুলামী (রাযি.)-এর হিজরতের উপর বায়আত গ্রহণের আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ হইতেছে যে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত করা আর ওয়াজিব নাই। কিন্তু সে তাঁহার কাছে ইসলাম, জিহাদ এবং পূণ্যের উপর অটল থাকিবার উপর বায়আত হইতে পারে। -(তাকমিলা ৩:৩৭১)

وَالْخَيْرِ (এবং কল্যাণের উপর, পুণ্যের উপর ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ, নেক আমল এবং গুনাহ্ বর্জনের উপর বায়আত গ্রহণ করা শরীআত সম্মত। আর ইহা প্রমাণ যে, সুলূকের পথে খাঁটি পীর মাশায়িখের কাছে বায়আত শরীআতে স্বীকৃত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ও জিহাদের উপর বায়আত হইতে স্বতন্ত্রভাবে الخير (কল্যাণ, পুণ্য)-এর উপর বায়আতকে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৭১)

(৪৭০৩) وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّلَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِأَخِي أَبِي مَعْبَدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ عَلَى الْهِجْرَةِ. قَالَ "قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ بِأَهْلِهَا". قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ "عَلَى الإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ". قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ.

(৪৭০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... মুজাশি' বিন মাসউদ সুলামী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর একদা আমি আমার ভাই আবূ মা'বাদ (মুজাহিদ রাযি.)কে নিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে হিজরতের উপর বায়আত গ্রহণ করুন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হিজরতের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। উহার অধিকারীগণ তাহা সম্পাদন করিয়া ফেলিয়াছে (এখন আর সেই সুযোগ নাই)। আমি আরয করিলাম, তাহা হইলে এখন কিসের উপর বায়আত গ্রহণ করিবেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, ইসলাম, জিহাদ এবং কল্যাণের উপর সুদৃঢ় থাকার বায়আত গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাবী আবূ উছমান (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি আবূ মা'বাদ (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মুজাশি' (রাযি.)-এর কথা অবহিত করিলাম, তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন।

(৪৭০৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا مَعْبَدٍ.

(৪৭০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন, আমি তাহার ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি বলেন, মুশাজি' (রাযি.) যথার্থই বলিয়াছেন। আর তিনি আবূ মা'বাদ (রাযি.)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

(৪৭০৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ "لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

(৪৭০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যেই দিন মক্কা বিজয় হইয়াছিল সেই বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন, আর হিজরত নাই। তবে এখন জিহাদ এবং নেক নিয়্যত আছে। আর যখন (ইমাম কর্তৃক) তোমাদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য আহ্বান করা হইবে তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া যাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا هِجْرَةَ (আর হিজরত নাই)। আর সহীহ বুখারী শরীফে সুফয়ান (রহ.) সূত্রে এতখানি অতিরিক্ত আছে بعد الفتح (বিজয়ের পরে) যেমন হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আগত (৪৭০৭নং) হাদীছে আছে। আর الفتح (বিজয়) দ্বারা فتح مكة (মক্কা বিজয়) মর্ম।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ইসলামের সূচনালগ্নে ইসলাম গ্রহণকারীর জন্য হিজরত করা ফরয ছিল। কেননা, মদীনায় মুসলমানের সংখ্যা স্বল্প থাকায় তাহাদেরকে এক স্থানে জমায়েত হওয়া প্রয়োজন ছিল। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর যখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনে প্রবেশ করিতে থাকিল তখন মদীনার দিকে হিজরত করা ফরয-এর হুকুম বাতিল করিয়া দিলেন। তবে এখন দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকিতে কিংবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে জিহাদ এবং নেক নিয়্যত ফরয হওয়ার বিষয়টি বহাল রহিয়াছে।

সারসংক্ষেপ আলোচ্য হাদীছে মক্কা বিজয়ের পর (মদীনার দিকে) হিজরত নিষেধের দ্বারা হিজরত শরীআত সম্মত হওয়ার কিংবা ওয়াজিব হওয়ার নিষেধ করা হয় নাই; বরং বর্তমানেও যদি কোন কাফিরের দেশে কোন ব্যক্তি নিজের দ্বীন প্রকাশ করিতে অপারগ হন তাহা হইলে তাহার জন্য (মুসলিম দেশে) হিজরত করা ওয়াজিব। অবশ্য মক্কাবাসীগণের উপর হিজরত করা আর ফরয নাই। কেননা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করা তাহাদর জন্য ঈমান গ্রহণের আলামত ছিল। যেমন ইহা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদে ইশারা রহিয়াছে ঃ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (যাহারা নিজের প্রতি যুলুম করে, ফিরিশতাগণ তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া বলেন, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তাহারা বলে, এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফিরিশতাগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করিয়া (নিরাপদ যেইখানে) সেইখানে চলিয়া যাইতে? -সূরা নিসা ৯৭)

আর مطلق الهجرة (শর্তহীন হিজরত) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বাকী থাকিবে। আর এই কারণেই আবূ দাউদ শরীফে জিহাদ অনুচ্ছেদে (২৪৭৯নং) হাদীছ এবং 'আহমদ' গ্রন্থের (৪:৯৯ পৃষ্ঠায়) হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হইতে মারফু হাদীছে আছে– لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (হিজরত বন্ধ হইবে না যতক্ষণ না তাওবা বন্ধ হইবে আর তাওবা বন্ধ হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইবে)। -(তাকমিলা ৩:৩৭৪)

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (তবে এখন জিহাদ এবং নেক নিয়্যত বিদ্যমান রহিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, জিহাদের মাধ্যমে পূণ্য অর্জন করার সুযোগ মক্কা বিজয়ের পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে তোমরা জিহাদ এবং নেক নিয়্যতের মাধ্যমে পূণ্য অর্জন কর। -(তাকমিলা ৩:৩৭৪)

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (আর যখন তোমাদেরকে জিহাদে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হও)। اسْتُنْفِرْتُمْ শব্দটির ت বর্ণে পেশ ف বর্ণে সাকিন দ্বারা مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া) অনুসারে পঠিত। এই বাক্যের অর্থ হইতেছে اذا طلب منكم الامام النفير وهو الخروج في الجهاد فاخرجوا (যখন ইমাম কর্তৃক তোমাদেরকে জিহাদে বাহির হওয়ার জন্য তলব করা হয় তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হও।

জিহাদ ফরয হওয়ার মাসয়ালা ঃ

আল্লামা বাগভী (রহ.) স্বীয় 'শরহুস সুন্নাহ' গ্রন্থের ১০:৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ সাধারণভাবে ফরয। তবে ইহাকে দুইভাগে ভাগ করা হয় (এক) ফরযে আইন এবং (দুই) ফরযে কিফায়া। কাজেই জিহাদ ফরযে আইন সেই সময় যখন শত্রু মুমিনগণের দেশে প্রবেশ করিবে কিংবা শহরের দরজায় অবতরণ করিবে তখন শহরবাসীর প্রাপ্ত বয়স্ক সকল সামর্থ্যবান পুরুষের উপর জিহাদে বাহির হওয়া ওয়াজিব। চাই সে আযাদ হউক কিংবা দাস, ফকীর হউক কিংবা ধনী, নিজেদের এবং প্রতিবেশীর জান রক্ষার জন্য। আর সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে দূরবর্তীতে অবস্থানরত মুসলমানগণের উপর ফরযে কিফায়া। আর যদি আক্রান্ত দেশে মুসলমানগণ প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহাদের হইতে দূরবর্তী দেশে অবস্থান রত মুসলমানদের উপর তাহাদের সহায়তা করা ওয়াজিব। আর যদি আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার সামর্থ্য হয় তাহা হইলে দূরবর্তীদের অবস্থানরত মুসলমানদের উপর জিহাদে সহায়তা করা ফরয নহে; তবে মুস্তাহাব। ইচ্ছা করিলে সহায়তা করিবে। -(তাকমিলা ৩:৩৭৪)

(৪৭০৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

(৪৭০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন মানসূর ও ইবন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... সকলেই মানসূর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭০৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".

(৪৭০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ) তিনি আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নাই। তবে এখন আছে জিহাদ এবং নেক নিয়্যত। আর যখন (ইমাম কর্তৃক) তোমাদেরকে জিহাদে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা বাহির হইয়া যাও।

(৪৭০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ "وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ

فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا" . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا" .

(৪৭০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন খাল্লাদ বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ওহে তোমার তো বড় সাহস! হিজরতের বিষয়টি খুবই কঠিন। তোমার কাছে কি উট আছে? সে আরয করিল, জী হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি তুমি উহার যাকাত আদায় কর? সে (জবাবে) বলিল, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, জলাশয়ের ওপারে হইলেও (যেইখানে থাকিয়াই) তুমি আমল করিবে। তোমার সামান্যতম আমলও আল্লাহ তা'আলা নষ্ট করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْهِجْرَةِ (হিজরত সম্পর্কে)। এই বেদুঈন যেই হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছে সেই হিজরত দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তাহার পরিবার-পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় যাইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত স্থায়ীভাবে বসবাস করা। সম্ভবতঃ সে ইহার ইচ্ছা করিয়াছিল এবং ইহাকে পছন্দ করিয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৩৭৬)

إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ لَشَدِيدٌ (হিজরতের ব্যাপারটি খুবই কঠিন)। অর্থাৎ امرها صعب (হিজরতের ব্যাপারটি কষ্টকর)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বেদুঈনের প্রতি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, সে হিজরতের শক্তি রাখে না, ইহার হকসমূহও আদায় করিতে পারিবে না। আর সে নিজ বংশধরের কাছে ফিরিয়া আসিতে পারে। তাই তাহাকে পথ নির্দেশনা দিলেন, সে যেন স্বদেশ ত্যাগ না করে; বরং নিজ দেশে অবস্থান করিয়া নেক আ'মাল করিতে থাকে।

ইহার কারণ সম্পর্কে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৭:২৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেন। সম্ভবতঃ ইহা মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। কেননা, মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত ফরযে আইন ছিল। অতঃপর ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لا هجرة بعد الفتح (মক্কা বিজয়ের পরে হিজরত নাই) দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

আর কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, হুকুমটি এই বেদুঈনের জন্য খাস ছিল। তাহার দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হইয়াছেন। আর কেহ বলেন, হিজরত তো কেবল মক্কাবাসীগণের জন্য ফরয ছিল। তাহাদের ব্যতীত অন্য কোন বেদুঈনদের জন্য নহে। অপর কতিপয় বিশেষজ্ঞ বলেন, হিজরত তো সেই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব যিনি কাফিরদের শহরে এককভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আর যখন তাহার সম্প্রদায়ের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন তাহার জন্য হিজরত করার কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই বেদুঈন তাহার সম্প্রদায়ের লোকজনসহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিংবা তাহার সম্প্রদায় তাহাকে দ্বীনের বিধি-বিধান প্রকাশ্যভাবে আদায় করিতে নিষেধ করিত না। -(তাকমিলা ৩:৩৭৬)

فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ (তোমার কাছে কি উট আছে?) ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহৃদয়তার সুন্দর চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়াছে যে, তিনি যখন জ্ঞাত হইলেন যে, হিজরতের ক্ষমতা রাখে না তখন তিনি তাহাকে ইহা ছাড়া অন্যান্য নেক কর্ম করার পরামর্শ দিলেন। ইহা হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন করা হইয়াছে যে, গোত্রের শায়খ কিংবা নেতা যখন কোন ব্যক্তিকে কোন আমল করিতে অপারগ দেখিবেন তখন তাঁহার জন্য সমীচীন যে, তিনি তাহার জন্য এমন আমলের পরামর্শ দিবেন যাহা উহা হইতে সহজতর হয়। -(তাকমিলা ৩:৩৭৬)

فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ (জলাশয়ের পিছনে থাকিয়া হইলেও তুমি আমল করিবে)। البحار শব্দটি এই স্থানে بحرة (পুকুর, জলাশয়, নদী-তীরের জনপদ, চরাঞ্চল, নিম্নভূমি, বড়বাগা) কিংবা بحيرة (হ্রদ, লেক)-এর বহুবচন। আর উহা হইতেছে القرية (গ্রাম, জনপদ, পল্লী, লোকালয়)। বাক্যে অর্থ হইতেছে اعمل فى وطنك وراء القرى (তুমি তোমার স্বদেশে গ্রামে অবস্থান করিয়া নেক আমল কর)। -(তাকমিলা ৩:৩৭৬)

لَنْ يَتِرَكَ (কিছুতেই নষ্ট করিবেন না)। يَتِرَكَ শব্দটির ى বর্ণে যবর এবং ت বর্ণে যের দ্বারা পঠনে الوتر (হ্রাস করা, কম দেওয়া, অত্যাচার করা, বেজোড় করা, সঙ্গীহীন করা) হইতে مضارع (বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল বাচক ক্রিয়া)। আর ইহার অর্থ النقض (নষ্ট করা, ভঙ্গ করা, ধ্বংস করা, প্রত্যাখ্যান করা, ছিন্ন করা)। অর্থাৎ ان الله تعالى لاينقض من عملك شيئا بسبب ترك الهجرة (হিজরত তরক করার কারণে তোমার (অন্যান্য যে কোন) সামান্যতম নেক আমলও আল্লাহ্ তা'আলা নষ্ট করিবেন না)। -(তাকমিলা ৩:৩৭৬)

(৪৭০৯) حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا". وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ "فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا". قَالَ نَعَمْ.

(৪৭০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান (রহ.) তিনি ... আওযায়ী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সামান্যতম আমলও নষ্ট করিবেন না। আর তিনি এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পানি পান করানোর দিনে উটগুলিকে দোহন করিয়া থাক? তিনি (বেদুঈন লোকটি জবাবে) বলিলেন, জী, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (তুমি কি পানি পান করানোর দিন উটগুলিকে দোহন করিয়া থাক?) আরবীগণের অভ্যাস ছিল তাহারা যখন জলাশয়ের কাছে একত্রিত হইতেন তখন তাহাদের পশুগুলি দোহন করিতেন। অতঃপর জলাশয়ের পার্শ্বে সমবেত দুঃস্থ লোকদেরকে দুধ পান করাইতেন। 'শরহুল উবাই' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। ইমাম বুখারী (রহ.) আলী বিন আবদুল্লাহ্ (রহ.)-এর সূত্রে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها؟ قال نعم (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি তুমি উহা হইতে দান কর? তিনি (বেদুঈন লোকটি জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পানি পান করানোর দিন কি তুমি উটগুলি দোহন কর? তিনি (বেদুঈন জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ)।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাহার কাছে গৃহপালিত পশু কিংবা ভারবাহী পশু রহিয়াছে তাহার জন্য মুস্তাহাব হইতেছে যে, উহা পিঠে আরোহণের জন্য ধার দিবে। আর উহার দুধ সেই ব্যক্তিকে দান করিবে যে ইহার মুখাপেক্ষী। শুধু উহার ওয়াজিব যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট না। -(তাকমিলা ৩:৩৭৭)

بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বায়আত গ্রহণ করার পদ্ধতি-এর বিবরণ

(৪৭১০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ

الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ {إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ " . وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ . غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ " قَدْ بَايَعْتُكُنَّ " . كَلاَمًا .

(৪৭১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মুমিন মহিলাগণ যখন হিজরত করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (মদীনায়) আসিতেন তখন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ মুতাবিক পরীক্ষা করা হইত। (উক্ত ইরশাদ হইতেছে) হে নবী! যখন মুমিন মহিলাগণ আপনার কাছে এই মর্মে বায়আত হইতে আসে যে তাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত অপর কাহাকেও অংশীদার করিবে না, চুরি করিবে না ও ব্যভিচার করিবে না (সূরা মুমতাহিনাহ ১২নং) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, মুমিন মহিলাগণের যে কেহ এই সকল অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইত ইহাতে তাহারা বায়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন মহিলারা মৌখিকভাবে এইসকল অঙ্গীকার করিত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বলিতেন : তোমরা চলিয়া যাও, তোমাদেরকে বায়আত করিয়া নিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাত কখনও কোন (বেগানা) মহিলার হাতকে স্পর্শ করে নাই, তবে তিনি মৌখিকভাবে (মহিলাদের) বায়আত গ্রহণ করিতেন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আল্লাহর নির্দেশিত পথ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন মহিলাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাতের তালু কখনও কোন (বেগানা) মহিলার হাতের তালু স্পর্শ করে নাই। তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণের পরই তিনি তাহাদেরকে মৌখিকভাবে বলিয়া দিতেন, তোমাদের বায়আত গ্রহণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ عَائِشَةَ (আয়িশা রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে 'তাফসীর' অধ্যায়ে اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات অনুচ্ছেদে (৪৮৯১নং) এবং 'তালাক' অধ্যায়ের اذا سلمت المشركة او النصرانيه تحت الذمى او الحربى অনুচ্ছেদে (৫২৮৮নং) এবং 'আহকাম' অধ্যায়ের بيعة النساء অনুচ্ছেদে (৭২১৪নং)-এ আছে। জামি' তিরমিযী গ্রন্থে সুরাতুল মুমতাহিনা-এর তাফসীরে (৩৩৬১নং) এবং 'ইবন মাজা' গ্রন্থে 'জিহাদ' অধ্যায়ের بيعة النساء অনুচ্ছেদে (২৯০৫নং)-এ সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৭৭)

يُمْتَحَنَّ (পরীক্ষা করা হইত)। এই পরীক্ষা নেওয়ার কারণ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার দিন (মক্কার) মুশরিকদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের (মক্কার মুশরিকদের) যে কেহ (ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায়) আসিবে তাহাকে অবশ্যই তাহাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চুক্তি পুরুষদের ক্ষেত্রে পূর্ণ করিতেন। অতঃপর মক্কা হইতে

কতিপয় মহিলা (ইসলাম গ্রহণ করিয়া) তাঁহার নিকট আসিলেন। মক্কার মুশরিকরা তাহাদেরকেও ফেরত দেওয়ার আবেদন করিল তখন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল করিলেন– يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ - اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ الاية (হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করিয়া আগমন করে, তখন তাহাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাহাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তাহারা ঈমানদার, তাহা হইলে আর তাহাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাইও না। –সূরা মুমতাহিনাহ- ১০) এই হুকুম সেই সকল আগত নারীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যাহারা কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান গ্রহণ করিয়া হিজরত করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে তাহাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

বলাবাহুল্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা হইতে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা হইতে কেহ মক্কায় চলিয়া গেলে কুরায়শ মুশরিকগণ তাহাকে ফেরত পাঠাইবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক যাহাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে মতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য হইতে আগমন করে এবং তাহাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। অতঃপর কয়েকজন নারী মুসলমান হইয়া আগমন করে। তাহাদের কাফির আত্মীয়রা তাহাদেরকে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানায়। এই প্রেক্ষিতে মুমতাহিনাহর উপর্যুক্ত আয়াত নাযিল হয়। ইহাতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি নারীদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত প্রদান করেন নাই।

অতঃপর ঈমান গ্রহণকারিণী নারীগণ হিজরত করিয়া মদীনা গেলে তাহাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত না দিয়া মদীনা থাকিতে দেওয়ার কারণসমূহের বর্ণনায় উলামা ইযামের মতানৈক্য হইয়াছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, সন্ধিচুক্তিটি বিশেষভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল। নারীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আল্লামা ইবন কাছীর বর্ণিত সন্ধিচুক্তির শব্দ এইরূপ ছিল– على ان لا ياتيك منا رجل و ان كان على دينك الا رددته الينا (এই শর্ত যে, আমাদের মধ্য হইতে কোন পুরুষ লোক আপনার কাছে যায়, যদিও সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করিয়া হউক, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের কাছে ফেরৎ দিতে হইবে)। আর আল্লামা আল-আলূসী (রহ.) নিজ 'রুহুল মাআনী' গ্রন্থের ২৭:৭৭, হযরত আদ-দাহ্হাক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهد ان لا تاتيك منا امراة ليست عل دينك الا رددتها الينا فان دخلت فى دينك ولها زوج ان ترد على زوجها الذى انفق عليها (তিনি (আদ-দাহ্হাক রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুশরিকদের মধ্যকার (হুদায়বিয়া নামক স্থানের) সন্ধিচুক্তির একটি অন্যতম শর্ত এই ছিল যে, আমাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা এমন অবস্থায় আপনার কাছে গেল যে, সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করে নাই তাহা হইলে তাহাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হইবে। আর যদি সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করে এবং তাহার স্বামী রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার স্বামী তাহাকে মোহর হিসাবে যাহা পরিশোধ করিয়াছিল তাহা ফেরত দিতে হইবে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্ধিচুক্তির মধ্যে বিশেষভাবে কাফির নারীদের ফেরত দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুমিন মহিলাগণ নহে।

অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, সন্ধিচুক্তি শব্দ যদিও (বাহ্যতঃ) ব্যাপক ছিল। কিন্তু ইহা আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে বিশেষ মর্ম ছিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় ইজতিহাদ মুতাবিক উহাকে বাহ্যিক ব্যাপকতার উপর প্রয়োগ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কার্যকর করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সূরাতুল মুমতাহিনাহ-এর আয়াত নাযিল করিয়া المجمل (সংক্ষেপিত)কে البيان (বিশ্লেষণ) করিয়া দিলেন। (আল্লামা আল-আলূসী (রহ.) স্বীয় 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন)।

আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, সন্ধিচুক্তির শব্দ ব্যাপকই ছিল এবং সম্পাদনের সূচনাতে ব্যাপকই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে যখন মুমিন মহিলাগণ আসিলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশেষভাবে তাহাদের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তির এই শর্তকে বর্জনের নির্দেশ দেন। আর ইহার তায়ীদ আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থের ৪:৩৫০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রিওয়ায়ত দ্বারা যাহা আবদুল্লাহ বিন আবূ আহমদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন قال هاجرت ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط فى الهجرة فخرج اخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها ان يردها اليها- فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة- فمنعهم ان يردوهن الى المشركين وانزل الله اية الامتحان (তিনি (আবদুল্লাহ বিন আবী আহমদ) বলেন, উম্মু কুলসূম বিন্‌ত উকবা ইবন আবী মুআইত হিজরত করিয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট) আগমন করিলেন। তখন তাঁহার ভাই উমারা ও ওলীদ উভয়ে রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেল। অতঃপর উভয়ে তাঁহাকে (উম্মু কুলছূম রাযি.কে) ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সহিত আলোচনা করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুশরিকদের মধ্যকার সন্ধিচুক্তিটি বিশেষভাবে মহিলাদের হকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দিলেন। ফলে তাহাদেরকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আর এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরাতুল মুমতাহিনাহ (পরীক্ষা)-এর আয়াত নাযিল করিলেন)। আর উহা এই কারণে যে, মুমিনা মহিলা কাফিরদের জন্য হালাল নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ((কারণ) তাঁহারা ঐ কাফিরদের জন্য হালাল নহে এবং কাফিররা তাহাদের জন্য হালাল নয় –সূরা মুমতাহিনা-১০)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৩৭৮)

فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ (ইহাতে তাহারা বায়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত)। অর্থাৎ نجحت فى الامتحان (সে পরীক্ষায় সফলকাম হইল)। ইহার সার সংক্ষেপ হইতেছে তাহার ঈমানের ব্যাপারে জানা গেলে তাহার পরীক্ষা সমাপ্ত। -(তাকমিলা ৩:৩৭৯)

وَلَاوَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ. (আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক হাত কখনও কোন (বেগানা) মহিলার হাতকে স্পর্শ করে নাই)। হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণিত এই হাদীছ বাহ্যিকভাবে ইবন খাযীমা, ইবন হিব্বান, বায্‌যার (রহ.) প্রমুখের বর্ণিত হাদীছের বিপরীত হয়। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থে উম্ম আতিয়্যা (রাযি.)-এর বায়আতের ঘটনা তাহাদের হইতে নকল করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়তে আছে : فمد يده من خارج البيت ومددنا ايدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد (তখন তিনি স্বীয় মুবারক হাত ঘরের বাহির হইতে বাড়াইলেন আর আমরা আমাদের হাত ঘরের ভিতর হইতে বাড়াইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকূন)। ইহার পর অপর হাদীছে আছে উহাতে তিনি বলিলেন, قبضت منا امرأة يدها (আমাদের মধ্যে এক মহিলা তাহার হাত গুটাইয়া নিলেন)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা তাঁহার মুবারক হাতে হাত দিয়া বায়আত হইয়াছিলেন। দুইভাবে ইহার জবাব দেওয়া যায়।

(এক) পর্দার অন্তরাল হইতে হাতসমূহ বাড়াইয়া দেওয়ার দ্বারা বায়আত সম্পাদনের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। যদিও মুসাফাহা (পরস্পর হাত মিলানো) হয় নাই। আর দ্বিতীয় হাদীছে হাত গুটাইয়া নেওয়ার দ্বারা মর্ম হইল সম্মতিতে বিলম্ব করা।

(দুই) প্রতিবন্ধক বস্তুর মাধ্যমে মহিলাদের বায়আত সম্মাদিত হইত (পুরুষদের মত প্রতিবন্ধকহীন হাতে হাত দিয়া নহে)। যেমন সুনান আবী দাউদ শরীফে শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত মুরসাল হাদীছ ইহার তায়ীদ হয় ان النبی صلی الله علیه وسلم حین بایع النساء اتی یبرد قطری فوضعه علی یده وقال لا اصافح النساء (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের বায়আত গ্রহণ করিতেন তখন কাতার দেশীয় ডোরা-কাটা চাদর আনাইয়া (এক পার্শ্ব) তাহার মুবারক হাতে রাখিতেন (এবং অপর পার্শ্ব পর্দার অন্তরালে মহিলার হাতে রাখিয়া) তিনি ইরশাদ করিতেন, (বেগানা) মহিলার (বায়আতে) মুসাফাহা (পরস্পর হাত মিলাইতে) নাই। আবদুর রাজ্জাক অনুরূপ ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হইতে মুরসাল হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৮০)

ফায়দা ঃ

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ হইতে নিম্নলিখিত মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় ঃ (ক) মহিলাদের হইতে কেবল মৌখিক বায়আত গ্রহণ করিবে। হাত দ্বারা স্পর্শ করা বৈধ নহে। (খ) পুরুষদের ক্ষেত্রে মৌখিক এবং হাত ধরিয়া বায়আত গ্রহণ করিবে। (গ) প্রয়োজনে মহিলাদের সহিত কথা বলা জায়িয, তাহাদের স্বর সতর নহে। (ঘ) প্রয়োজন ব্যতীত মহিলার শরীর যেমন চিকিৎসা কিংবা শিংগা লাগানো কিংবা দাঁত ফেলা কিংবা সুরমা লাগানোর জন্য স্পর্শ করা বৈধ নহে। আর প্রয়োজনও তখনই হইবে যখন মহিলা চিকিৎসক না পাওয়া যাইবে। -(শরহে নওয়াভী ২:১৩১)

(৪৭১১) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ "اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ".

(৪৭১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রাযি.) তাহাকে মহিলাদের বায়আত সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বায়আত গ্রহণের সময়) কখনও তাঁহার মুবারক হাত দিয়া (বেগানা) মহিলাকে স্পর্শ করিতেন না, তবে তিনি তাহাদেরকে মৌখিকভাবে অঙ্গীকার নিয়া বায়আত গ্রহণ করিতেন। অতঃপর যখন তিনি তাহাদের মৌখিক অঙ্গীকার নিয়া ফেলিতেন তখন বলিয়া দিতেন, তুমি যাও, আমি তোমাকে বায়আত করিয়া নিয়াছি।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

অনুচ্ছেদ ঃ সাধ্যানুসারে শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়আত প্রসঙ্গে

(৪৭১২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا "فِيمَا اسْتَطَعْتَ".

(৪৭১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মুবারক হাত ধরিয়া) শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর বায়আত হইতাম। তিনি আমাদের বলিয়া দিতেন, তোমার সাধ্যানুসারে আমল করিবে।

بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

অনুচ্ছেদ ঃ বালিগ হওয়ার বয়স প্রসঙ্গে

(৪৭১৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

(৪৭১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে ওহুদের (যুদ্ধের) দিবসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পর্যবেক্ষণ করিলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন নাই। খন্দকের দিন তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করিলেন, তখন আমার বয়স পনের বছর। তিনি আমাকে (জিহাদে অংশগ্রহণের) অনুমতি দিলেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আমি উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর কাছে হাযির হইয়া এই হাদীছ তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলাম। তিনি তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইহাই হইতেছে নাবালিগ ও বালিগের সীমারেখা। তখন তিনি তাঁহার প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে এই মর্মে হুকুম জারী করিলেন যে, তাঁহারা যেন পনের বছর বয়সের লোকদেরকে (সেনা তহবিল হইতে) ভাতা প্রদান করেন এবং ইহার নীচের বয়সের যাহারা, তাহাদেরকে নাবালিগ বলিয়া গণ্য করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ইবন উমর (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে মাগাযী অধ্যায়ের غزوة الخندق অনুচ্ছেদে ৪০৯৭নং-এ এবং الشهادات অধ্যায়ের بلوغ الصبيان وشهادتهم অনুচ্ছেদের ১:৩৬৬ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৮১)

فَلَمْ يُجِزْنِي (তিনি আমাকে তখন (জিহাদে অংশগ্রহণের) অনুমতি দিলেন না)। অর্থাৎ لم يأذن لي في القتال (তিনি আমাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করেন নাই)। -(তাকমিলা ৩:৩৮২)

وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (খন্দকের দিন তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করিলেন, তখন আমার বয়স পনের বছর)। ইহার উপর ইয়াযীদ বিন হারূন (রহ.) প্রশ্ন করিয়া বলেন, উহুদ এবং খন্দক যুদ্ধের মধ্যকার পার্থক্য দুই বছর। কাজেই খন্দকের যুদ্ধের সময় তাহার বয়স ষোল বছর হওয়া সমীচীন। ইহার বিভিন্ন জবাব রহিয়াছে। তবে সর্বাধিক সহীহ জবাব ইমাম বায়হাকী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতেছে যে, ইবন উমর (রাযি.)-এর উক্তি عرضت يوم احد وانا بن اربع عشرة (আমি নিজেকে উহুদের যুদ্ধের দিবসে যুদ্ধের জন্য পেশ করিলাম তখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর)। অর্থাৎ دخلت فيها (আমি চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করি) আর তাঁহার উক্তি عرضت يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (আমি নিজেকে খন্দকের (যুদ্ধের) দিন (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) পেশ করিলাম, তখন আমার বয়স পনের বছর)। অর্থাৎ تجاوزتها (পনের বছর অতিক্রম

করিয়াছি)। কাজেই প্রথম উক্তিতে ভাঙ্গা দিনসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বিতীয় উক্তিতে উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। আর ইহা আরবীগণের ভাষায় প্রসিদ্ধ ব্যবহাররীতি রহিয়াছে। -(ফতহুল বারী ৫:২৭৮)-(তাকমিলা ৩:৩৮২)

إِنَّ هٰذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (ইহাই হইতেছে নাবালিগ এবং বালিগের সীমারেখা)। বালক-বালিকার বালিগ হওয়ার সময়সীমা ইহা দ্বারা ইমাম আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমদ বিন হাম্বল, আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ (রহ.) প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, বালক-বালিকা উভয়ের বালিগ-বালিগা হওয়ার সময়সীমা পনের বছর। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ৪:৫১৪)। আর ইহা ইমাম ইবন ওহ্হাব, আবদুল মালিক বিন মাজশুন, উমর বিন আবদুল আযীয, মদীনাবাসীগণের এক জামাআত আলিম-এর অভিমত। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) ইহাকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। -(তাফসীরুল কুরতুবী ৫:৩৫)। আর ইহার উপরই হানাফী মাশায়িখগণের ফতোয়া।

ইমাম মালিক (রহ.) আসহাবগণ বলেন, সতের বছর কিংবা আঠারো বছর সময়সীমা।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, বালকের ক্ষেত্রে আঠারো বছর। আর বালিকার ক্ষেত্রে সতের বছর।

(كما فى كتاب الحجر من الهداية مع الفتح ٨: ٢٠١)

উপর্যুক্ত সকল অভিমতই বালিগ হওয়ার আলামত প্রকাশিত না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বালিগ হওয়ার আলামত প্রকাশিত হইলে বয়সের কোন গ্রহণযোগ্যতা নাই। ইহাতে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে বালকের ক্ষেত্রে বালিগ হওয়ার আলামাত হইতেছে বীর্যপাত, স্বপ্নদোষ কিংবা গর্ভবর্তী করা আর বালিকার ক্ষেত্রে হায়িয। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, সর্বসম্মত মতে স্বপ্নদোষ হইয়াছে এমন বোধশক্তিসম্পন্ন বালিগ এবং হায়িয প্রকাশিত হইয়াছে এমন বোধশক্তিসম্পন্ন বালিগার উপর শরীআতের ফরয-ওয়াজিব সকল প্রকার আহকাম পালন করা ওয়াজিব। 'আল মুগনী' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। ইহার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا (তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও যেন অনুমতি চায় –সূরা নূর- ৫৯)

الحلم হইল الاحتلام (স্বপ্নদোষ)। আভিধানিক অর্থে নিদ্রিত ব্যক্তিকে যাহা দেখানো হয়। এই স্থানে ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে নিদ্রায় শুক্রঃক্ষরণ, জাগ্রত অবস্থায় সঙ্গমে বীর্যপাত কিংবা অন্য কোনভাবে বীর্যপাত হওয়া। ইহা দ্বারা বালক বয়োপ্রাপ্ত তথা সাবালক হইয়া যায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে –সূরা নিসা ৬)। এই আয়াতে بلغوا النكاح দ্বারা পরোক্ষভাবে اهلية الجماع (সঙ্গমের যোগ্যতা) মর্ম। -(তাকমিলা ৩:৩৮৩)

(৪৭১৪) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي.

(৪৭১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, আমি তখন চৌদ্দ বছরের বালক। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বলিয়া গণ্য করিলেন।

মুসলিম হাদীছ নং- ১৮৬৮/৯৩

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلٰى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ কাফির জনপদে কুরআন মাজীদ নিয়া সফর করা নিষিদ্ধ, যখন উহা তাহাদের হস্তগত হওয়ার আশংকা থাকে

(৪৭১৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

(৪৭১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু এলাকায় কুরআন মাজীদ নিয়া সফর করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ (কুরআন মজীদ নিয়া সফর করিতে...)। অর্থাৎ بالمصحف (কিতাব, কুরআন মজীদ নিয়া)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কাফির জনপদে পবিত্র গ্রন্থ কুরআন মজীদ নিয়া সফর করিতে আগত হাদীছসমূহে উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ। আর উহা হইতেছে শত্রুদের হস্তগত হওয়ার আশংকা, হয়তো তাহারা ইহার পবিত্রতা নষ্ট করিবে। তবে এই কারণ হইতে যদি নিরাপদ হয় এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিজয়ী রূপে তাহাদের জনপদে প্রবেশ করেন তাহা হইলে পবিত্র কুরআন মজীদ নিয়া যাওয়া মাকরূহ নহে। আর এই ক্ষেত্রে কারণ অবর্তমান থাকার দরুন নিষিদ্ধও নহে। ইহাই সহীহ। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা, বুখারী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ আলিমের অভিমত। আর ইমাম মালিক ও তাঁহার শিষ্যগণের এক জামাআতের মতে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, পবিত্র কুরআনের মাসহাফ কাফিরদের হস্তগত হওয়ার দ্বারা যদি উহার মর্যাদা নষ্ট হইবার আশংকা থাকে তবে উহা নিয়া কাফিরদের জনপদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। আর যদি অনুরূপ কোন আশংকা না থাকে তাহা হইলে কোন ক্ষতি নাই। -(তাকমিলা ৩:৩৮৫-৩৮৬ সংক্ষিপ্ত)

(৪৭১৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

(৪৭১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি শত্রুর জনপদে কুরআন মজীদ নিয়া সফর করিতে নিষেধ করিতেন এই আশংকায় যে, হয়তো ইহা শত্রুদের হস্তগত হইয়া যাইতে পারে।

(৪৭১৭) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ". قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

(৪৭১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' আতাকী ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কুরআন মজীদ নিয়া (কাফির জনপদে) সফর করিও না। কেননা, আমি উহা শত্রুর হস্ত

গত হওয়া হইতে নিরাপদ মনে করি না। রাবী আইয়্যূব (রহ.) বলেন, শত্রুরা হস্তগত করিয়া তোমাদের সহিত ইহা নিয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৪৭১৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৪৭১৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَالثَّقَفِيِّ "فَإِنِّي أَخَافُ". وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ "مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ".

(৪৭১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.)-এর সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তের মধ্যবর্তী রাবী ইবন উলাইয়্যা ও সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণনায় فَإِنِّي أَخَافُ (কেননা আমি আশংকা করি) রহিয়াছে। আর সনদের অন্য সূত্রের মধ্যবর্তী রাবী সুফয়ান ও যাহ্হাক বিন উছমান (রহ.)-এর বর্ণনায় مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (ইহা শত্রুদের হস্তগত হইয়া যাওয়ার আশংকায়) রহিয়াছে।

بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা এবং ঘোড়াকে তৈরী করা-এর বিবরণ

(৪৭১৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

(৪৭১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তৈরী ঘোড়াকে 'হাফ্ইয়া' (নামক স্থান) হইতে 'ছানিয়াতুল ওয়াদা' (নামক স্থান) পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করাইয়াছিলেন। আর যেই ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরী নহে, সেই ঘোড়াকে 'ছানিয়া' (নামক স্থান) হইতে 'মসজিদে বনী যুরায়ক' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করাইয়াছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় ইবন উমর (রাযি.) অগ্রগামী ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ (যুদ্ধের জন্য তৈরীকৃত ঘোড়া, বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া)। أُضْمِرَتْ শব্দটি همزه বর্ণে পেশ ض বর্ণে সাকিন এবং م বর্ণে যের দ্বারা الاضمار হইতে مجهول (কর্মবাক্যমূলক ক্রিয়া) হিসাবে পঠিত। আর اضمار الفرس و تضميرها সেই সময় বলা হয় যখন ঘোড়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে একটি গরম পোষাক পরাইয়া ছোট একটি কক্ষে বাঁধিয়া রাখা হয় যাহাতে তাহার ঘাম বাহির হয় এবং গোশত কম হইয়া যায়। ফলে সে দ্রুত দৌঁড়াইতে সক্ষম হয়। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহা জায়িয বলিয়া প্রমাণিত হয়। বিনা প্রয়োজনে শাস্তি হিসাবে বিবেচিত কর্মকাণ্ড প্রয়োজনে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জায়িয। যেমন ক্ষুধার্ত রাখা, চালুকরণ। -(তাকমিলা ৩:৩৮৮)

مِنَ الْحَفْيَاءِ ('হাফ্ইয়া' হইতে)। الْحَفْيَاء শব্দটির ح বর্ণে যবর দ্বারা المد (দীর্ঘ স্বরধ্বনি)সহ এবং القصر (হ্রাস্বতা)সহ পঠিত। মদীনা মুনাওয়ারার নীচুভূমির দিকে বহিরাগত একটি স্থানের নাম 'হাফইয়া' যাহা যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর ডোবার নিকটবর্তীতে অবস্থিত। মদীনা এবং 'হাফইয়া'-এর মধ্যকার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল। যেমন সুফয়ান হইতে বর্ণিত আছে। আর মূসা বিন উকবা হইতে বর্ণিত আছে যে, এতদুভয়ের মধ্যকার দূরত্ব ছয় কিংবা সাত মাইল। আর ছানিয়াতুল ওয়াদা তো মদীনা মুনাওয়ারার একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহা মদীনার বাহিরের একটি স্থান, বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন-কারীগণ মেহমানের সহিত তথায় পর্যন্ত যাইয়া থাকেন। -(শরহে নওয়াভী ২:১৩২, তাকমিলা ৩:৩৮৮)

إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (মসজিদে বনী যুরায়ক) زُرَيْقٍ শব্দটি যবরবিশিষ্ট ر এর পূর্বে পেশ বিশিষ্ট ز বর্ণ দ্বারা مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। এই মসজিদ এবং 'ছানিয়া'-এর মধ্যকার দূরত্ব প্রায় এক মাইল। আল্লামা উবাই (রহ.) কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরিচিতির জন্য اضافة (সম্বন্ধযুক্ত) করিয়া مسجد فلان (অমুকের মসজিদ) কিংবা مسجد بنى فلان (অমুক গোত্রের মসজিদ) বলা সহীহ। ইহাতে কোন অসুবিধা নাই। -(তাকমিলা ৩:৩৮৮)

(৪৭২০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَجِئْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَسْجِدَ.

(৪৭২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ বিন রুমহ ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং খালফ বিন হিশাম, আবুর রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর, আহমদ বিন আবদা ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আইলী (রহ.) তাঁহারা সকলেই নাফি' (রহ.)-এর সূত্রে ইবন উমর (রাযি.) হইতে রাবী নাফি' (রহ.) হইতে মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী হাম্মাদ ও ইবন উলাইয়্যা (রহ.)-এর সনদে আইয়্যূব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) বলেন, আমি সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করি আর আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়া লাফাইয়া মসজিদে উঠিয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَجِئْتُ سَابِقًا (আমি প্রথম স্থান লাভ করি)। অর্থাৎ সকল প্রতিযোগীগণের মধ্যে আমি অগ্রগামী হই। ফলে আমি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করি। প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হন তাহাকে السابق বলা হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে المصلى বলে। আর তৃতীয় স্থান অধিকারীকে المجلى কিংবা المسلى কিংবা المقفى বলে। চতুর্থ স্থান অধিকারীকে العاطف এবং পঞ্চম স্থান অধিকারীকে المرتاح আর ষষ্ঠস্থান অধিকারীকে المزمر এবং সপ্তম স্থান অধিকারীকে الحطى এবং অষ্টম স্থান অধিকারীকে المؤمّل এবং নবম স্থান অধিকারীকে اللطيم এবং দশম স্থান অধিকারীকে السكيت বলে। আরবীগণের কাছে ইহার পর আর কোন درجة (মর্যাদাগত স্থান) নাই। -(ফিকহুল লুগাত লি ছাআলবী)

فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ (আর আমার ঘোড়াটি আমাকে নিয়া লাফাইয়া মসজিদে উঠিয়া যায়)। অর্থাৎ وثب وعلا على مسجد بني زريق الذى جعل غاية "আমার ঘোড়াটি লাফাইয়া মসজিদে বনী যুরায়কের উপর উঠিয়া গেল যাহা প্রতিযোগিতায় শেষসীমা নির্ধারণ করা হইয়াছিল।" الطف এবং التطفيف হইল العلو (উপরের অংশ, উপরিভাগ, উপর)। আর اناء طفان বলা হয় যখন পাত্রের বস্তু উপরে উঠে কিন্তু পূর্ণ হয় না। ইহা হইতেই التطفيف فى الكيل যখন কোন বস্তুর মাপে কম প্রদান করা হয়। -(তাকমিলা ৩:৩৮৯)

بَابُ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত-এর বিবরণ

(৪৭২১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৪৭২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ (ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত থাকিবে)। আর জারীর (রাযি.) বর্ণিত আগত হাদীছে আছে الْخَيْلُ معقود بنواصيها الْخَيْر (ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত)। আর এই শব্দেই সহীহ বুখারী শরীফের علامات النبوة অনুচ্ছেদে উবায়দুল্লাহ বিন উমর (রহ.) সূত্রে ইবন উমর (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত রহিয়াছে। আর আগত রাবী জারীর (রাযি.)-এর বর্ণিত (৪৭২৩নং) এবং রাবী উরওয়া আল বারিকী (রাযি.)-এর বর্ণিত (৪৭২৫নং) হাদীছে الخير (কল্যাণ)-এর তাফসীর الاجر والغنيمة (ছাওয়াব এবং গনীমত দ্বারা করা হইয়াছে। আর এই তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, الخيل (ঘোড়া) দ্বারা যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) ঘোড়া মর্ম। -(ফতহুল বারী ৬:৫৫ সংক্ষিপ্ত, তাকমিলা ৩:৩৯২)

(৪৭২২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

(৪৭২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক (রহ.) সূত্রে রাবী নাফি' বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৭২৩) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ".

(৪৭২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহামী ও সালিহ বিন হাতিম বিন ওরদান (রহ.) তিনি ... জারীর বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার মুবারক হাতে আঙ্গুল দিয়া একটি ঘোড়ার ললাটের কেশ বিন্যাস করিতে প্রত্যক্ষ করিলাম আর তিনি তখন বলিতেছিলেন, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে অর্থাৎ ছাওয়াব এবং গনীমত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ (একটি ঘোড়ার ললাটের কেশ)। আর নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়তে يفتل রহিয়াছে, উভয় শব্দের অর্থ একই। আর فتل দ্বারা 'ঘোড়ার ললাটের চুল' মর্ম। -(তাকমিলা ৩:৩৯৪)

(৪৭২৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৭২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ইউনুস (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭২৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ".

(৪৭২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... উরওয়া আল বারিকী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ছাওয়াব এবং গনীমত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ (উরওয়া আল বারিকী রাযি.)। তিনি হইলেন উরওয়া ইবনুল জা'দ (রাযি.)। তাঁহাকে ইবন আবিল জা'দ (রাযি.) বলা হয়। আর কেহ বলেন, উরওয়া বিন ইয়ায বিন আবিল জা'দ (রাযি.) সেই ব্যক্তি

ছিলেন যাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দীনার দিয়া বকরী ক্রয় করিয়া আনার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলন। আর তিনি উক্ত দীনার দিয়া দুইটি বকরী ক্রয় করিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন। শাবীব বিন গারকাদা বলেন, আমি উরওয়া ইবনুল জা'দ (রাযি.)-এর ঘরে ষাটটি ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখিয়াছি। -(ইসাবা ২:৪৬৮-৪৬৯)-(তাকমিলা ৩:৩৯৪)

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিন পর্যন্ত)। ইহাতে ইশারা রহিয়াছে যে, জিহাদ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে। আর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত জিহাদে ঘোড়া ব্যবহার করা হইতে অমুখাপেক্ষী হইবে না। যেমন আমাদের বর্তমান যুগেও ইহা পরিলক্ষিত সমকালীন অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বহনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিমান, ট্যাংক ও মোটরজান রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পাহাড়ে আরোহণে এবং মরুভূমির নির্জন প্রান্তরে চলাচলের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৯৪-৩৯৫)

(৪৭২৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْخَيْرُ مَعْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ". قَالَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ ذَاكَ قَالَ "الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৪৭২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উরওয়া আল-বারিকী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। রাবী বলেন, কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কিভাবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, ছাওয়াব এবং গনীমত কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَعْقُوصٌ (নিহিত, রক্ষিত, ন্যস্ত)। مَعْقُوصٌ শব্দটি এই রিওয়ায়তে ص দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা عقص الشعر (চুল বেনী করা, খোঁপা বাঁধা) হইতে উদ্ভূত। معقوص এবং معقود (গিটযুক্ত)-এর অর্থ একই। -(ঐ)

(৪৭২৭) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ.

(৪৭২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি হুসায়ন (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে উরওয়া ইবনুল জা'দ (রাযি.) বলিয়াছেন।

(৪৭২৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَمْ يَذْكُرِ الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৭২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, খালফ বিন হিশাম ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবী উমর (রাযি.) তাঁহারা ... উরওয়া আল-বারিকী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। এই সনদের রাবী الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ (ছাওয়াব এবং গনীমত)-এর কথা উল্লেখ করেন

নাই। আর রাবী সুফয়ান (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে, শাবীব বিন গারকাদা (রহ.) উরওয়া আল-বারিকী (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ (শাবীব বিন গারকাদা রহ.)। তিনি হইলেন السلمى (আস-সুলামী)। তাঁহাকে আল-বারিকী, আল-কূফীও বলা হয়। ইমাম আহমদ, ইবন মুঈন ও নাসাঈ (রহ.) তাঁহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। আর আল্লামা আল-'আজলী (রহ.) বলেন, তিনি কূফী তাবেঈ এবং ছিকাহ রাবী। -(আত-তাহযীব ৪:৩০৯)-(ঐ)

(৪৭২৯) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا. وَلَمْ يَذْكُرِ "الأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ".

(৪৭২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... উরওয়া ইবনুল জা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে তিনি "ছাওয়াব এবং গনীমত"-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৪৭৩০) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ".

(৪৭৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ঘোড়ার ললাটের মধ্যে বরকত রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (আবুত তাইয়্যাহ (রহ.) হইতে)। তাঁহার নাম ইয়াযীদ বিন হুমায়দ আয-যুরাঈ (রহ.)। তিনি তাবেঈগণের মধ্যে ছিকাহ রাবী। ইমাম আহমদ, ইবন মুঈল, আবূ যুরায়া, নাসাঈ প্রমুখ তাঁহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। তাঁহার হইতে এক জামাআত রাবী রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি সারখাসে হিজরী ১২৮ সনে ইনতিকাল করেন। আর কেহ বলেন, হিজরী ১৩০ সনে। -(তাকমিলা ৩:৩৯৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে জিহাদ অধ্যায়ে الخيل معقود بنواصيها الخير অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৩৯৬)

(৪৭৩১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৭৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ (রহ.) তাঁহারা ... আবুত তাইয়্যাহ (রহ.) আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন।

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ধরণের ঘোড়া অপছন্দনীয়-এর বিবরণ

(৪৭৩২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

(৪৭৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শিকাল' ঘোড়া অপছন্দ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (সালম বিন আবদুর রহমান)। سَلْم শব্দটির س বর্ণে যবর ل সাকিনসহ পঠিত। তিনি হইলেন হুসায়ন-এর ভাই আন্নাখয়ী আল-কূফী (রহ.)। তাঁহার উপনাম আবূ আবদির রহমান। তাঁহার হইতে এই একখানা হাদীছই তাহারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ, ইবন মুঈন (রহ.) প্রমুখের কাছে তিনি ছিকাহ ছিলেন। আর ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, اياكم وابا عبد الرحيم والمغيرة بن سعيد فانهما كذابان (তোমরা আবূ আবদির রহীম এবং মুগীরা বিন সাঈদ হইতে সতর্ক থাকিও। কেননা, তাহারা উভয়ই মিথ্যুক ছিল)। ফলে কতক লোক ধারণা করিয়াছেন যে, আবূ আবদির রহীম দ্বারা এই সালম বিন আবদুর রহমান মর্ম। কিন্তু আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'তাহযীব' গ্রন্থের ৪:১৩১ পৃষ্ঠায় অবহিত করিয়া দিয়াছেন যে, ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর উক্তি মর্ম তিনি নহে; বরং তাহার মর্ম হইতেছে 'আবূ আবদির রহীম শাকীক আয্যব্বী'। সে খারিজীদের নেতা ছিল। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, আদ-দোলাবী (রহ.) الكنى والاسماء গ্রন্থের ২:৭০ পৃষ্ঠায় তাহার কথা আলোচনা করিবার পর ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন, يعنى المغيرة بن سعيد وشقيقا الضبى (অর্থাৎ আল-মুগীরা বিন সাঈদ ও শাকীফ আয-যব্বী)। -(তাকমিলা ৩:৩৯৬-৩৯৭)

يَكْرَهُ الشِّكَالَ ('শিকাল' ঘোড়া অপছন্দ করিতেন)। شكال শব্দটির ش বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আগত রিওয়ায়তে ইহার তাফসীর করা হইয়াছে যে, শিকাল হইতেছে ঘোড়ার ডান পা এবং বাম হাত (সামনের পা) শ্বেত বর্ণ হওয়া কিংবা ইহার বিপরীত হওয়া। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা 'শিকাল'-এর বিভিন্ন তাফসীরের একটি। আল্লামা আবূ উবায়দ ও জমহুরে অভিধানবিদ বলেন, 'শিকাল' সেই ঘোড়াকে বলে যাহার তিন পা শ্বেতবর্ণের এবং এক পা শরীরের বর্ণের অনুরূপ। কিংবা তিন পা শরীরের বর্ণের অনুরূপ এবং এক পা শ্বেত (সাদা) বর্ণের। তিনি আরও কয়েকটি তাফসীর উল্লেখ করার পর বলেন, উলামায়ে ইযাম (রহ.) বলেন, তিনি 'শিকাল' ঘোড়াকে অপছন্দ করিবার কারণ হইতেছে যে, বেড়ি-পরানো (পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এমন) আকৃতি হওয়ার কারণে। আর কেহ বলেন, সম্ভবতঃ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই জাতীয় ঘোড়া আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠ নহে। -(তাকমিলা ৩:৩৯৭, নওয়াভী ১:১৩৩)

(৪৭৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

(৪৭৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তাহারা ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর রাবী আবদুর রাজ্জাক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আর শিকাল হইতেছে ঘোড়ার ডান পা ও বাম হাত কিংবা ডান হাত ও বাম পা সাদা বর্ণ হওয়া।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৪৭৩২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৪৭৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيَّ.

(৪৭৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ওহাব (রহ.)-এর রিওয়ায়তের মধ্যে কেবল আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রহ.) রহিয়াছে। তিনি (আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ (রহ.)-এর সহিত) আন-নাখয়ী উপাধিটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফযীলত

(৪৭৩৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ".

(৪৭৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বাহির হয় সেই ব্যক্তির দায়িত্ব তিনি নিজ (কুদরতী) হস্তে তুলিয়া নেন। যদি সে শুধু আল্লাহর রাহে জিহাদ, তাঁহার প্রতি ঈমান এবং তাঁহার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বাহির হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি ঘোষণা দেন, সে আমারই যিম্মায়। আমি তাঁহাকে জান্নাতে দাখিল করাইয়া দিব কিংবা সে তাহার যেই বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রাপ্য ছাওয়াব ও গনীমতসহ তাহাকে সেই স্থানে ফিরাইয়া আনিব। কসম সেই মহান সত্তার যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ। আল্লাহর রাস্তায় যে যখমই হয় না কেন, কিয়ামত দিবসে সে ঠিক সেই যখম অবস্থায়ই আসিবে। তাহার বর্ণ হইবে রক্ত বর্ণ এবং ঘ্রাণ হইবে

কস্তুরীর। কসম সেই মহান সত্তার যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ। মুসলমানদের উপর কষ্টদায়ক হইবে বলিয়া যদি আমি মনে না করিতাম তাহা হইলে আমি কখনও আল্লাহর রাস্তায় কোন সেনাদলের সহিত না গিয়া বসিয়া থাকিতাম না। কিন্তু আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, যাহারা জিহাদে গমন করিবে তাহাদের সকলকে বাহন দান করিব। আর তাহাদের নিজেদেরও সেই সঙ্গতি নাই যে, নিজেরাই নিজেদের বাহন নিয়া বাহির হইবে। আর ইহা তাহাদের জন্য অতীব কষ্টদায়ক হইবে যে, আমি জিহাদে রওয়ানা করিবার পর তাহারা আমার সহিত না গিয়া পিছনে পড়িয়া থাকিবে। কসম সেই মহান সত্তার যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ। আমার একান্ত বাসনা যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হই। অতঃপর আবার জিহাদ করি, আবার শহীদ হই। তারপর আবার জিহাদ করি, আবার শহীদ হই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে ঈমান অধ্যায়ে الجهاد من الايمان অনুচ্ছেদে ৩৬ নং হাদীছ)। আর 'জিহাদ' অধ্যায়ে افضل الناس مؤمن الخ অনুচ্ছেদে ২৭৮৭নং হাদীছ এবং تمنى الشهادة অনুচ্ছেদে সংকলণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও অন্যান্য অনুচ্ছেদে ২৯৭২, ৩১২৩, ৭২২৬, ৭২২৭, ৭৪৫৭ এবং ৭৪৬৩ নং হাদীছ। -(তাকমিলা ৩:৩৯৮)

لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا الخ (সে কেবল আমারই রাস্তায় জিহাদের জন্য বাহির হয়)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সকল নুসখায় جهادا শব্দ نصب (শব্দের শেষে যবব)সহ পঠিত। অনুরূপ পরবর্তী বাক্য وايمانابى وتصديقا (আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রাসূলগণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে) বাক্যেও مفعول له (হেতুবাচক কর্ম, **Causative object**) হওয়ার কারণে منصوب (শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত) হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবেঃ لايخرجه المخرج ويحركه المحرك الا للجهاد والايمان والتصديق (যেই ব্যক্তি প্রযোজিত ও প্রণোদিত শুধুমাত্র জিহাদ, ঈমান এবং বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাহির এবং গতিময় হয়)। আর আগত আ'রাজ (রহ.)-এর বর্ণিত (৪৭৩৫নং) হাদীছে আছে لايخرجه من بيته الا جهاد فى سبيله وتصديق كلمته (তাহাকে ঘর হইতে বাহির করে কেবল তাঁহারই রাস্তায় জিহাদ আর তাঁহারই কালিমায় বিশ্বাস)। এই বাক্যে الجهاد এবং التصديق উভয় শব্দেই فاعلية (কর্মক্ষমতা)-এর ভিত্তিতে مرفوع (কর্তৃবাচ্যবিশিষ্ট, শেষ বর্ণে পেশযুক্ত) হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৩৯৯)

فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ (তখন সে আমারই যিম্মায়)। কেহ বলেন ضامن (জামিনদার) শব্দটি مضمون (নিরাপত্তা প্রাপ্ত) অর্থে ব্যবহৃত।

أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ (তাহাকে জান্নাতে দাখিল করাইয়া দিব)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। যেমন তিনি শহীদগণের ব্যাপারে ইরশাদ করিয়াছেন بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (বরং তাহারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত –সূরা আলে-ইমরান ১৬৯) আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে তাহাকে السابقون (অগ্রগামীগণ)-এর সহিত তথা যাহাদেরকে হিসাব-নিকাশ এবং গুনাহের জন্য পাকড়াও ব্যতীত জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করাইবেন তাহাদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। আর শাহাদাত গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৩:৩৯৯)

مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (ছাওয়াব-গনীমতসহ)। পুনরাবৃত্তি منع الخلو (রিক্ততা নিষেধ)-এর পদ্ধতিতে ব্যবহৃত منع الجمع (সমবেত নিষেধ) নহে। সুতরাং উভয়টি সম্মিলিতভাবে অর্জন করা নিষেধ নহে। আর কেহ বলেন, أو (অথবা) শব্দটি এই স্থানে و (এবং)-এর ব্যবহৃত। আল্লামা ইবন আবদিল বার ও কুরতুবী (রহ.) ইহাকেই নিশ্চয়তা দিয়াছেন এবং আল্লামা তুরপুশতী (রহ.) প্রাধান্য দিয়াছেন। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৬:৮ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের হইতে নকল করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা অত্যাবশ্যক হয় যে, প্রত্যেক মুজাহিদ গনীমত নিয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ইহার বিপরীত হয়। যেমন গযূয়ায়ে

ওহুদ। সুতরাং সহীহ হইতেছে যাহা আমরা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই স্থানে পুনরাবৃত্তি منع الخلو এর পদ্ধতিতে। কাজেই গাযী যদি গনীমত লাভ করে তাহা হইলে তাহার জন্য ছাওয়াব লাভ হওয়া নিষেধ নহে।

হ্যাঁ, যেই গাযী গনীমত লাভ করেন নাই তিনি সেই গাযী হইতে অধিক ছাওয়াবের অধিকারী হইবেন যিনি কোন কিছু গনীমত হিসাবে লাভ করিয়াছেন। যেমন আগত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে বর্ণিত মারফু হাদীছে আছে ঃ

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُوْ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيُصِيْبُوْنَ الْغَنِيْمَةَ اِلَّا تَعَجَّلُوْا ثُلُثَى اَجْرِهِمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَيَبْقٰى لَهُمُ الثُّلُثُ وَاِنْ لَمْ يُصِيْبُوْا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجْرُهُمْ -

(যেই বাহিনী আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করিল এবং উহাতে গনীমত লাভ করিল তাহারা এই দুনইয়াতেই আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় নগদ পাইয়া গেল। আর তাহাদের জন্য শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ বিনিময় বাকী থাকিল। আর যেই বাহিনী কোন গনীমত লাভ করিল না, তাহাদের পূর্ণ ছাওয়াবই প্রাপ্য থাকিল)। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা তথায় আসিবে। -(তাকমিলা ৩:৪০০)

مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার রাহে যেই যখমই হয় না কেন)। الكلم শব্দটির ل বর্ণে সাকিনসহ পঠনে الجرح (ক্ষত, যখম, আঘাত) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৪০০)

لَوَدِدْتُ أَنِّى أَغْزُو فِى سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ (আমার একান্ত ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাহে জিহাদ করি আর তাহাতে শহীদ হই)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (ক) গায্ওয়াহ (জিহাদ) এবং শাহাদতের ফযীলত রহিয়াছে। (খ) শাহাদত এবং কল্যাণের কামনা এবং এমন সকল কল্যাণের প্রত্যাশা করা যাহা লাভ করা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব তাহা জায়িয। (গ) জিহাদ ফরযে কিফায়া, ফরযে আইন নহে। -(নওয়াভী ১:১৩৩)

(৪৭৩৬) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৭৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... উমারা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭৩৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِىُّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِى سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ".

(৪৭৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির যিম্মাদারী নিয়াছেন যে তাঁহারই রাহে জিহাদ করে, তাহাকে ঘর হইতে বাহির করে কেবল তাঁহারই রাস্তায় জিহাদ আর তাঁহারই কালিমায় বিশ্বাস। সেই যিম্মাদারী হইতেছে যে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করাইবেন কিংবা তাহার প্রাপ্য ছাওয়াব গনীমতসহ সেই স্থানে ফিরাইয়া আনিবেন যেই স্থান হইতে আসিয়া সে (জিহাদে) অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

(৪৭৩৮) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ".

(৪৭৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এমন কেহ নাই যে আল্লাহ তা'আলার রাহে যখম হয় আর আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত, কে তাঁহার রাস্তায় যখম হইবে, তবে সে কিয়ামতের দিবসে এমন অবস্থায় আগত হইবে যে, তাহার যখম হইতে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হইবে। উহার রং হইবে রক্তের কিন্তু ঘ্রাণ হইবে মিশকের সুঘ্রাণ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ বুখারী শরীফে ওযূ অধ্যায়ে ما يقع من النجاسات فى السمن والماء অনুচ্ছেদে (২৩৭নং) এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে ২৮০৩, ৫৫৩৩ নং-এ সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪০১)

وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (তাহার যখম হইতে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হইবে)। يَثْعَبُ শব্দটির ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يجرى متفجرا (প্রবল বেগে ছুটিয়া প্রবাহিত হইবে) অর্থাৎ كثيرا (অনেক, অত্যন্ত, প্রচুর)। -(ঐ)

(৪৭৩৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ". وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِى يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِى وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِى".

(৪৭৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেই সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই হাদীছ হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহু তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) মুসলমান যে যখমই পায়, কিয়ামত দিবসে উহা ঠিক যখন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল তদনুরূপ হইবে। রক্ত প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে– যাহার রং হইবে রক্তেরই, কিন্তু সুবাস হইবে মিশকের সুবাস। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : সেই মহান সত্তার কসম, যাহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ। যদি মুমিনগণের জন্য কষ্টকর না হইত তাহা হইলে আমি কোন বাহিনীর যাহারা আল্লাহু তা'আলার রাহে জিহাদে বাহির হয় তাহাদের পিছনে বসিয়া থাকিতাম না। কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য নাই যাহা দিয়া আমি তাহাদের সকলকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। আর তাহাদেরও সেই সামর্থ্য নাই যে, (নিজের পক্ষ হইতে বাহনে ব্যবস্থা করিয়া) জিহাদে আমার অনুসরণ করিবে। আর আমি অভিযানে রওয়ানা করিলে তাহারা ঘরে বসিয়া থাকিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিবে না।

(৪৭৪০) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَبِهٰذَا الإِسْنَادِ "وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَى". بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.

(৪৭৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ

করিতে শ্রবণ করিয়াছি। মুমিনগণের জন্য যদি কষ্টের কারণ না হইত তাহা হইলে আমি কোন অভিযানে (অংশগ্রহণ না করিয়া) পিছনে বসিয়া থাকিতাম না– হাদীছের পরবর্তী অংশ উপর্যুক্ত রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই সনদে বর্ণিত আছে যে, কসম সেই মহান সত্তার। যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান। আমি একান্তভাবে কামনা করি যে, আমি আল্লাহু তা'আলার রাহে শহীদ হই। অতঃপর জীবন প্রাপ্ত হই। অতঃপর আবূ যুরআ (রহ.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৭৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خَلْفَ سَرِيَّةٍ". نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৪৭৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তাহারা সকলেই ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করিতাম তাহা হইলে আমি কোন অভিযানেই সেনাদলের পাশ্চাতে না থাকাকে অধিক পছন্দ করিতাম। অতঃপর উপর্যুক্ত রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৭৪২) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّفْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى".

(৪৭৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়াছেন যে তাঁহার রাস্তায় (জিহাদে) বাহির হয়। এই বাণী হইতে "কোন বাহিনীর যাহারা আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদে রওয়ানা হইয়াছে তাহাদের পশ্চাতে থাকিতাম না।" পর্যন্ত।

بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শাহাদতের ফযীলত-এর বিবরণ

(৪৭৪৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ".

(৪৭৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এমন কেহ নাই যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে তাহার জন্য কল্যাণ রহিয়াছে তখন সে দুন্‌ইয়ায় (পুনরায়) ফিরিয়া আসিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিবে– যদিও তাহাকে

দুন্‌ইয়া এবং দুন্‌ইয়ায় যাহা আছে উহার সকল কিছু তাহারই হয় তাহা হইলেও শহীদ ব্যতীত, কেননা সে আকাংখা করিবে যেন পুনরায় দুনইয়ায় শহীদ হইতে পারে। আর ইহা এই কারণে যে, সে শাহাদতের ফযীলত দেখিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে 'জিহাদ' অধ্যায়ে تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا অনুচ্ছেদে ২৮১৭ নম্বরে সংকলন করা হইয়াছে। তিরমিযী ও নাসাঈ গ্রন্থে 'জিহাদ' অধ্যায়ে যথাক্রমে ১৬৭৪ এবং ৩১৬০ নম্বরে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪০৩)

إِلَّا الشَّهِيدُ (শহীদ ছাড়া)। ইহা দ্বারা শাহাদতের শ্রেষ্ঠ ফযীলত প্রমাণিত হয়। শহীদকে 'শহীদ' নামকরণের কারণ সম্পর্কে আল্লামা আন-নযর বিন শুমায়ল (রহ.) বলেন, সে জীবিত। তাহাদের রূহসমূহ দারুস সালাম (জান্নাতে) হাযির রহিয়াছে। আর তাহাদের ব্যতীত অন্যান্যদের রূহসমূহ তথায় কিয়ামতের দিবসে হাযির হইবে।

আল্লামা ইবনুল আম্বারী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার ফিরিশতাগণ তাহার জন্য সাক্ষ্য রহিয়াছেন জান্নাতে। আর কেহ বলেন, কেননা তাহার রূহ বাহির হইবার সময়ই সে পর্যবেক্ষণ করিয়া নিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার কি ছাওয়াব এবং মর্যাদা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আর কেহ বলেন, কেননা রহমতের ফিরিশতাগণ তাঁহার রূহ নেওয়ার জন্য হাযির হয়। আর কেহ বলেন, কেননা তাহার বাহ্যিক অবস্থা ঈমান এবং খাতিমা বিল খায়র-এর উপর সাক্ষ্য (شهد) বহন করে। আর কেহ বলেন, তাঁহার যখমই (রক্তই) তাহার শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য। আর কেহ বলেন, কেননা তাঁহারা কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের পক্ষে সাক্ষ্য হইবেন যে, তাহাদের রাসূলগণ তাহাদের কাছে রিসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছাইয়াছিলেন। -(নওয়াভী ২:১৩৪)

فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ (কেননা সে ফিরিয়া আসিতে কামনা করিবে)। নাসায়ী ও হাকিম গ্রন্থে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শব্দ يؤتى بالرجل من اهل الجنة فيقول الله تعالى يا ابن ادم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول اى رب! خير منزل فيقول سل و تمن- فيقول ما اسألك و اتمنى؟ اسألك ان تردني الى الدنيا فاقتل فى سبيلك عشر مرات (জান্নাতবাসীগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আনা হইবে, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, হে ইবন আদম! তুমি কেমন বাসগৃহ পাইয়াছ? সে জবাবে বলিবে! হে আমার পালনকর্তা! শ্রেষ্ঠ বাসগৃহ (পাইয়াছি)। তখন তাহাকে বলিবেন, তুমি চাও এবং প্রত্যাশা কর! সে বলিবে আপনার সমীপে কি চাহিব আর কি-ই-বা প্রত্যাশা করিব? আপনার কাছে কামনা করি যেন আমাকে দুন্‌ইয়াতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ফলে আমি আপনার রাহে দশবার শহীদ হই)। -(তাকমিলা ৩:৪০৩)

(৪৭৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ".

(৪৭৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এমন কেহ নাই যে জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তাহার পর সে দুন্‌ইয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আসাকে পছন্দ করিবে– যদিও দুন্‌ইয়ার যাবতীয় বস্তু তাহারই হয়, শুধুমাত্র শহীদ ব্যতীত, কেননা সে কামনা করিবে যেন (দুন্‌ইয়ায়) প্রত্যাবর্তন করিয়া (আল্লাহর রাস্তায়) দশবার নিহত (শহীদ) হয়। আর উহা এই কারণে যে, সে (শহীদের) মর্যাদা (স্বচক্ষে) অবলোকন করিয়াছে।

(৪৭৪৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ "لَا تَسْتَطِيعُونَهُ". قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ "لَا تَسْتَطِيعُونَهُ". وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ "مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالٰى".

(৪৭৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিমান্বিত আল্লাহর রাহে জিহাদের সমতুল্য আর কি আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমরা উহা করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি (রাবী) বলেন, প্রশ্নকারীগণ দুইবার কিংবা তিনবার পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকবার তিনি (জবাবে) ইহাই ইরশাদ করিলেন যে, তোমরা উহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে না। পরিশেষে তৃতীয়বার তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারীর উদাহরণ এমন যে, যেই ব্যক্তি সর্বদা (নফল) রোযা পালন অবস্থায় (রাত্রির নফল) নামাযের মধ্যে দন্ডায়মান থাকিয়া আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের পূর্ণ অনুগত হইয়া রোযা হইতে ইফতার করে না আর না নামাযে ক্লান্তিবোধ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ের افضل الناس مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله অনুচ্ছেদে এবং السير و الجهاد فضل অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে। সুনানু তিরমিযী فضائل الجهاد অধ্যায়ে ১৬৬৭নং এবং নাসায়ী الجهاد অধ্যায়ে সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪০৪)

لَا تَسْتَطِيعُونَهُ (তোমরা উহা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে না)। আর কতক নুসখায় لاتستطيعوه রহিয়াছে। ইহাও পরিভাষায় বিশুদ্ধ। ইহাতে ناصب এবং جازم প্রদানকারী عامل না থাকা সত্ত্বেও ن বর্ণকে লোপ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, ان الاعمال التى تعادل الجهاد لاتستطيعون القيام بها لانها كثيرة وشاقة (জিহাদের সমমান কোন নেক কর্মসমূহ (الاعمال) তোমরা সম্পাদন করিতে সক্ষম নহে। কেননা ইহা অনেক এবং কষ্টকর বটে। -(তাকমিলা ৩:৪০৪)

كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ (মুজাহিদের উদাহরণ হইতেছে এমন যে, যেই ব্যক্তি সর্বদা (নফল) রোযা পালনকারী অবস্থায় (রাত্রির নফল) নামাযের মধ্যে দন্ডায়মান থাকে ...)। নাসায়ী শরীফে ইহার সহিত এতখানি অতিরিক্ত আছে الخاشع الراكع الساجد (একাগ্রতা অবলম্বনে রুকূ এবং সাজদাকারীর ...)। আর 'মুয়াত্তা' ও 'ইবন হিব্বান' গ্রন্থে كمثل الصائم القائم الدائم الذى لا يفتر من صيام ولاصلوة حتى يرجع (মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর দৃষ্টান্ত হইতেছে অহরহ সিয়াম পালনকারী (নফল নামাযে) দণ্ডায়মানরত ব্যক্তির ন্যায় যে (দিনে নফল) রোযা ভঙ্গ করে না এবং (রাত্রির নফল) নামাযে ক্লান্তিবোধ করে না, যেই পর্যন্ত না মুজাহিদ প্রত্যাবর্তন করে)। আর আহমদ ও বায্যার গ্রন্থে নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে মারফূ হাদীছে বর্ণিত আছে مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله (আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হইতেছে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যেই ব্যক্তি প্রতিনিয়ত দিবসে (নফল) সিয়াম পালনকারী রাত্রিতে (নফল) নামায আদায়কারীর ন্যায়)। আর 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ'-এর অবস্থাকে الصائم القائم (রোযা পালনকারী, নামায আদায়কারী)-এর অবস্থার সহিত সাদৃশ্যতা এই হিসাবে যে, তাহার প্রতিটি গতিময়তা এবং স্থিরতার মধ্যে ছাওয়াব লাভ হইবে। কেননা الصائم

القائم দ্বারা মর্ম হইতেছে যে ইবাদত হইতে এক মুহূর্তও বিরত থাকে না। ফলে তাহার ছাওয়াব চলমান থাকে। অনুরূপ মুজাহিদ (আল্লাহর রাহে জিহাদকারী)-এর মুহূর্তসমূহের কোন এক মুহূর্তও ছাওয়াববিহীন বেকার যায় না। -(ফতহুল বারী ৬:৭, তাকমিলা ৩:৪০৪-৪০৫)

(৪৭৪৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৭৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... সুহায়ল (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭৪৭) حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

(৪৭৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের পার্শ্বে (বসা) ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উক্তি করিল যে, ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কোন সৎকাজ না করিলেও তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই– তবে আমি হাজীদের পানি পান করাইয়া যাইব। অপর এক ব্যক্তি উক্তি করিল, ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর সৎকাজ না করিলেও তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই– তবে আমি মসজিদুল হারামের মেরামত প্রভৃতি করিয়া যাইব। আর অপর (তৃতীয়) এক ব্যক্তি উক্তি করিল, তোমরা যাহা যাহা বলিয়াছ উহা হইতে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা (-এর আমলটি) উত্তম। তখন হযরত উমর (রাযি.) তাহাদেরকে ধমক দিয়া বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের পার্শ্বে উচ্চস্বরে কথা বলিও না। আর তাহা ছিল জুমুআর দিন। তবে আমি জুমুআর নামাযের শেষে তাঁহার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) নিকট যাইয়া তোমরা যেই ব্যাপারে মতানৈক্য করিয়াছ সেই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিব। তখন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রাযি.)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে বলিলেন) আল্লাহ তা'আলা (সেই প্রেক্ষিতেই) অবতরণ করিয়াছেন। أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ... (তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মজজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ... আয়াতখানা শেষ পর্যন্ত– সূরা তাওবা- ১৯)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাওবা রহ.)। অর্থাৎ আর 'রবী' বিন নাফি' আল হালবী। তিনি তারসূসে বসবাস করিতেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) ব্যতীত এক জামাআত রাবী তাঁহার হইতে

হাদীছ নকল করিয়াছেন। তিনি ইবাদতকারী (عابد) ছিলেন এবং তাঁহাকে সূফীসাধকবৃন্দ (ابدال)-এর মধ্যে গণ্য করা হইত। ইমাম আহমদ, আবূ হাতিম (রহ.) প্রমুখ তাঁহাকে ছিকাহ্ বলিয়াছেন। -(তাহযীব ৩:২৫১)-(ঐ)

مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ (মুআবিয়া বিন সাল্লাম রহ.)। سَلَّامٍ শব্দটির ل বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। আর যায়দ বিন সাল্লাম (রহ.) তাহার ভাই এবং আবূ সাল্লাম (রহ.) হইতেছে তাহার দাদা। এই হাদীছকে তিনি তাঁহার ভাই হইতে, তিনি উভয়ের দাদা হইতে। তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন। এক জামাআত রাবী তাহার হইতে হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি হিজরী ১৭০ সনে ইন্তিকাল করেন। -(তাহযীব ১০:২০৯)-(তাকমিলা ৩:৪০৫)

حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আন-নু'মান বিন বাশীর রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ্ মুসলিম ব্যতীত আয়িম্মায়ে সিত্তাহ্-এর কোন কিতাবে পাই নাই। -(তাকমিলা ৩:৪০৫)

مَا أُبَالِى أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الإِسْلَامِ (ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কোন সৎ কাজই না করি তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই ...)। ইহা দ্বারা তিনি পরোক্ষভাবে হাজীদের পানি সরবরাহকে আফযালুল আ'মাল গণ্য করিয়াছেন। তাই যেন এই কর্মের পর তাহার আর কোন নেক আমল করার প্রয়োজন নাই। -(তাকমিলা ৩:৪০৫)

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ (তোমরা তোমাদের স্বর উচ্চ করিও না)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সালাতের অপেক্ষায় সমবেত লোকজনের নিকট মসজিদে কথাবার্তা এবং স্বর উঁচু করা মাকরূহ। যদিও উহা ভালো কথা হউক। কেননা তাহাদের মধ্যে নফল পাঠকারী রহিয়াছেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, সম্বোধিত ব্যক্তিকে শ্রবণ করানোর পরিমাণের বেশী স্বরকে رفع الصوت (উচ্চস্বর) বলে। -(তাকমিলা ৩:৪০৫-৪০৬)

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (মহিমান্বিত আল্লাহ্ সেই প্রেক্ষিতেই নাযিল করিলেন)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই আয়াত বিশেষভাবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু ইহা সেই রিওয়ায়তের বিপরীত হয়, যাহা ইবন জারীর (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বিভিন্ন সনদে নকল করিয়াছেন যে, এই আয়াত সেই সকল মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা হাজীদের পানি সরবরাহ, মসজিদুল হারামের নির্মাণ এবং পবিত্র কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করিতেছিল। আর আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (আর আল্লাহ্ তা'আলা যালিম লোকদের হিদায়ত করেন না –সূরা তাওবা ১৯) দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতের শানে নযূল ইহাই (তথা মুশরিকদের গর্ব-অহংকারের প্রেক্ষিতেই)।

আল্লামা উবাই (রহ.) এই বৈপরীত্যের তাবীল করিতে গিয়া বলেন, আলোচ্য হাদীছে فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (মহিমান্বিত আল্লাহ্ (সেই প্রেক্ষিতেই) নাযিল করিয়াছেন)। কথা কতিপয় রাবী কর্তৃক তাসামুহ (বড় ব্যক্তিত্বের ভুল) হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রাযি.) যখন এই ফতোয়াটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তিনি তাহারা যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছে উহার মধ্যে জিহাদ সর্বোত্তম হওয়া প্রমাণে উমর (রাযি.)-এর সামনে আয়াতখানা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ফলে রাবী ধারণা করিয়াছেন যে, আয়াতখানি তখনই নাযিল হইয়াছে।

অধিকন্তু উসূলুত তাফসীরে স্থির হইয়াছে যে, রাবীগণ কখনও نزلت فى كذا (এই প্রেক্ষিতে আয়াতখানা নাযিল হইয়াছে) বাক্যটি انه داخل فى عموم الاية (ইহা আয়াতে ব্যাপকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে)-এর অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই নহে যে, ইহাই আয়াতের শানে নুযূল। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪০৬)

(৪৭৪৮) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى تَوْبَةَ.

মুসলিম ফর্মা -১৭-২০/২

(৪৭৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... নু'মান বিন বাশীর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের নিকট ছিলাম। অতঃপর আবূ তাওবা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সকাল-সন্ধ্যায় বাহির হওয়ার ফযীলত

(৪৭৪৯) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

(৪৭৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল অতিবাহিত করা দুন্ইয়া এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এই সকল হইতে উত্তম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الجهاد অধ্যায়ে الغدوة والروحة في سبيل الله অনুচ্ছেদে, الرقاق অধ্যায়ে صفة الجنة والنار অনুচ্ছেদে এবং الحور العين وصفتهن অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে। তিরমিযী শরীফে فضائل الجهاد অধ্যায়ে ১৬৯৯ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الجهاد অধ্যায়ে فضل الغدو والرواح في سبيل الله عز وجل অনুচ্ছেদে ২৭৮৩ নং-এ সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪০৭)

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ (আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় এক সকাল)। الغدوة শব্দটির غ বর্ণ দ্বারা পঠনে অর্থ الخروج للجهاد في وقت الغداء (সকাল বেলায় জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া)। আর الروحة শব্দটির ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الخروج له في العشى (সন্ধ্যাবেলায় জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া)। -(তাকমিলা ৩:৪০৭)

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (দুন্ইয়া এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে এই সকল হইতে উত্তম)। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, এই বাণীর দুইটি অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) মানুষের সামনে অদৃশ্য বস্তুর উদাহরণ অনুভূত বস্তুর উপর স্থাপন করা হইয়াছে। কেননা, দুন্ইয়া মানুষের কাছে অনুভূত বস্তু, স্বভাবের কাছে গৌরবময়। এই কারণেই দুন্ইয়া হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অন্যথায় ইহা জ্ঞাত বিষয় যে, দুন্ইয়া এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে সকল কিছু জান্নাতে যাহা আছে উহার অনু বরাবরও নহে। (দুই) ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, কেহ যদি দুন্ইয়ার সকল কিছুর মালিক হয় এবং উহার সবই আল্লাহ তা'আলার নামে খরচ করিয়া দেয় ইহাতে যেই ছাওয়াব লাভ করিবে তাহা হইতেও জিহাদের ছাওয়াবের পরিমাণ অধিক। -(ফতহুল বারী ৬:১৪)-(তাকমিলা ৩:৪০৭)

(৪৭৫০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَالْغَدْوَةُ يَغْدُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

(৪৭৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে

বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করিবে, তাহা দুন্ইয়া ও উহাতে যাহা কিছু রহিয়াছে সকল কিছু অপেক্ষা শ্রেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে এবং بدء الخلق অধ্যায়ে, الرقاق অধ্যায়ে সংকলন করা হইয়াছে। তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবন মাজা গ্রন্থে যথাক্রমে ১৭০০, ৩১১৮ এবং ২৭৮২-এ সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪০৮)

(৪৭৫১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

(৪৭৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করা দুন্ইয়া ও উহাতে যাহা আছে সকল কিছু হইতে উত্তম।

(৪৭৫২) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أُمَّتِي". وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ "وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

(৪৭৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি না আমার উম্মতের কিছু লোক হইত– অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর এই সনদে রহিয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল অতিবাহিত করা দুন্ইয়া ও ইহাতে যাহা আছে সকল কিছু হইতে উত্তম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الغدوة والروحة অনুচ্ছেদে, الجهاد অধ্যায়ে এবং بدء الخلق অধ্যায়ে ما جاء صفة الجنة অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে। আর ইবন মাজা গ্রন্থে ২৭৮১-এ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪০৮)

(৪৭৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ".

(৪৭৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ আবদির রহমান আল-হুবুলী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ আইয়্যুব (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল কিংবা এক বিকাল ব্যয় করা ঐ সকল বস্তু হইতে শ্রেয় যেইগুলির উপর সূর্য উদয় হয় এবং অস্ত যায়।

ফায়দা

شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيُّ (শুরাহবীল বিন শারীক আর-মুআফিরী রহ.)। شُرَحْبِيلُ শব্দটির ش বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর এবং ح বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর الْمَعَافِرِيُّ শব্দটির م বর্ণে যবর ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। 'মুআফির' নামে তাঁহার কোন এক দাদার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তিনি ছিকাহ রাবী। ইবন মাজা ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামগণ হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে الادب অধ্যায়ে তাঁহার হইতে বর্ণিত হাদীছ রহিয়াছে। -(আত-তাহযীব ৪:৩২৩)-(তাকমিলা ৩:৪০৮)

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ (আবূ আবদির রহমান আল হুবুলী রহ.)। الْحُبُلِيِّ শব্দটির ح বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। 'হুবুল' নামে তাহার কোন এক দাদার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আবূ আবদির রহমান (রহ.)-এর নাম আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল মুআফিরী আল-মিসরী। তিনি ছিকাহ রাবী। সহীহ মুসলিম শরীফে ৪ খানা হাদীছ এবং সহীহ বুখারী শরীফে একটি হাদীছ রহিয়াছে। -(তাহযীব ৬:৮১, আনসাব ৪:৫২)-(তাকমিলা ৩:৪০৯)

(৪৭৫৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

(৪৭৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহযায (রহ.) তিনি ... আবূ আবদির রহমান আল হুবুলী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ।

টীকা

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ (মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহযায রহ.)। قُهْزَاذَ শব্দটির ق বর্ণে পেশ ه বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। যেমন 'আল খুলাসা' গ্রন্থে আছে, তিনি হইলেন আল-মারুযী আবূ জাবির (রহ.)। আল্লামা ইবন আবী হাতিম (রহ.) বলেন, তিনি সত্যবাদী ছিকাহ। আল্লামা ইবন হিব্বান (রহ.) তাহাকে ছিকাহ রাবীগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং বলেন, তিনি হিজরী ২৬২ সনে ইনতিকাল করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁহার হইতে ১১ খানা হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থে তাহার বর্ণিত হাদীছ নাই। -(তাকমিলা ৩:৪০৯)

بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللّٰهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের জন্য জান্নাতে যেই মর্যাদা রাখিয়াছেন-এর বিবরণ

(৪৭৫৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ "وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ".

(৪৭৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করিলেন, হে আবূ সাঈদ! যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে পালনকর্তা রূপে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী রূপে প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া গেল। আবূ সাঈদ (রাযি.) ইহাতে বিস্মিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার (হিফযের) জন্য কথাটি পুনরাবৃত্তি করুন। তিনি তাহাই করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, অপর একটি আমল এমন রহিয়াছে, যাহা দ্বারা বান্দা জান্নাতে এমন একশতটি মর্যাদার স্তর লাভ করিবে যাহার দুই স্তরের মধ্যকার ব্যবধান হইবে আকাশ ও যমীনের ব্যবধান সদৃশ। তিনি (আবূ সাঈদ রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ আমলটি কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ! আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ!

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (যাহার দুই স্তরের মধ্যকার ব্যবধান হইবে আকাশ ও যমীনের ব্যবধান সদৃশ)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, এই বাণীর প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রয়োগ করারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, উহার একটি মর্যাদা অপরটি হইতে উচ্চস্তরে হইবে। আর ইহা আহলে জান্নাতির বাসস্থানসমূহের গুণাবলী বটে। দ্বিতীয়ত: ইহা দ্বারা তাৎপর্যগত উচ্চ মর্যাদার স্তরও মর্ম হইতে পারে। উহাতে আগণিত নি'আমত এবং শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ রহিয়াছে যাহা মানুষের অন্তরও কল্পনা করিতে পারে না। আর নি'আমতসমূহের মধ্যকার মর্যাদাগত পার্থক্যের ব্যবধান আকাশ-যমীনের মধ্যকার ব্যবধান তুল্য। -(তাকমিলা ৩:৪১০)

بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঋণ ব্যতীত শহীদদের সকল গুনাহ মাফ-এর বিবরণ

(৪৭৫৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ "أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كَيْفَ قُلْتَ". قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ".

(৪৭৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি আবূ কাতাদা (রাযি.)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, একদা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের কাছে বর্ণনা করিলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান হইতেছে সর্বোত্তম আমল। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিহত (শহীদ) হই তাহা হইলে আমার যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। যদি তুমি ধৈর্যশীল, ছাওয়াবের আশায় আশান্বিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদশন না করিয়া শত্রুর মুকাবালায় আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে? সে (প্রশ্নকারী লোকটি) বলিল, আপনি কি মনে করেন যে, আমি যদি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদ করিয়া) নিহত (শহীদ) হই তাহা হইলে আমার যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া

যাইবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তুমি যদি ধৈর্যশীল, ছাওয়াবের প্রত্যাশায় প্রত্যাশিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া শত্রুর মুকাবালায় নিহত (শহীদ) হও। তবে ঋণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, জিবরাঈল (আ.) আমাকে ইহাই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান হইতেছে সর্বোত্তম আমল)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই স্থানে الإيمان দ্বারা হাদীছে জিবরাঈল-এ উল্লিখিত 'ঈমান'ই মর্ম। ইহা সর্বোত্তম আমল হইবার কারণ হইতেছে যে, ইহার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহা নিয়া প্রেরিত হইয়াছেন উহার পরিচিতি লাভ হয়। আর ইহার মাধ্যমে নেক আমলসমূহের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং পদমর্যাদায় নেক আ'মালের অগ্রভাগ। আর জিহাদ ইসলামের পাঁচটি স্তম্বের কোন একটি না হওয়া সত্ত্বেও ইহাকে সর্বোত্তম আমলের মধ্যে যুক্ত করা হইয়াছে। কেননা, জিহাদ ব্যতীত উক্ত পাঁচটি স্তম্ভ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। আর ইহা ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের উপর দ্বীনে ইসলাম বিজয়ী হইবে না। সুতরাং ইহা যেন اقامة الدين (দ্বীন প্রতিষ্ঠা)-এর মূল উৎস। আর ঈমান হইল تصحيح الدين (দ্বীনের শুদ্ধি)। সুতরাং দুইটি উৎসকে উত্তমতার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৪১১)

إِلَّا الدَّيْنَ (তবে ঋণের বিষয়টি ভিন্ন)। ইহা দ্বারা মানুষের সকল প্রকার হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। আর জিহাদ এবং শাহাদত প্রভৃতি হইতেছে নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে মানুষের হকসমূহ নষ্ট হয় না। তবে আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ বরবাদ করা হয়। -(তাকমিলা ৩:৪১১)

(৪৭৫৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(৪৭৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিহত (শহীদ) হই ... অতঃপর রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৭৫৮) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بِسَيْفِي. بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ.

(৪৭৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আজলান (রহ.) তাঁহারা ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তাহাদের একজন অপরজন হইতে কিছু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন, তখন তিনি মিম্বরের উপর ছিলেন। অতঃপর সে (আগত ব্যক্তি) আরয করিল, আমি যদি আমার তরবারী দ্বারা নিহত হই ... অতঃপর রাবী মাকবুরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের অনুরূপ।

(৪৭৫৯) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ".

(৪৭৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া বিন সালিহ মিসরী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল পাপই মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪৭৬০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ".

(৪৭৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ব্যক্তির ঋণ ব্যতীত সকল কিছু (গুনাহ)-এর কাফ্‌ফারা হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ (ঋণ ব্যতীত সকল কিছুর কাফ্‌ফারা হইয়া যায়)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার হকূক জনিত কবীরা গুনাহসমূহেরও কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। অথচ মশহুর আছে যে, ইহা তাওবা ব্যতীত কাফ্‌ফারা হইবে না। এতদুভয়ের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, মুখলিস মুজাহিদ তো কবীরা গুনাহ হইতে তাওবা করার পরই নিজের জীবনকে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেন। ফলে শাহাদত তাহার জন্য কবীরা-সগীরা সকল গুনাহ হইতে পবিত্রকারী হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪১২-৪১৩)

দুই হাদীছের সমন্বয় ঃ

অনুচ্ছেদের হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় জিহাদ এবং শাহাদত দ্বারা ঋণ মাফ হইবে না। পক্ষান্তরে ইবন মাজা গ্রন্থে (২৮০৪নং) আবূ উমামা হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ان شهيد البحر يغفر له الذنوب والديون جميعا (সাগরে নিমজ্জিত শহীদ ব্যক্তির যাবতীয় গুনাহ ও ঋণ মাফ হইয়া যাইবে)। এই হাদীছের সনদ যঈফ। হ্যাঁ, উলামায়ে ইযাম উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছদ্বয় সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করিয়া ঋণ পরিশোধ না করে। আর যখন কোন ব্যক্তি অভাবগ্রস্ততার কারণে পরিশোধে অপরাগ হয় এবং তাহার নিয়্যত থাকে যে, কোনভাবে ব্যবস্থা হইলে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহা আল্লামা উবাই (রহ.) কুরতুবী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪১৩)

بَابُ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদগণের রূহ জান্নাতে এবং তাঁহারা জীবিত, তাঁহারা তাহাদের পালনকর্তার নিকট হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হওয়ার বিবরণ

(৪৭৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ عَنْ هٰذِهِ الآيَةِ} وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ{قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ "أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا".

(৪৭৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... মাসরুক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রাযি.)কে এই আয়াতখানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (যাহারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাহাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না; বরং তাঁহারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত। -(সূরা আলে ইমরান ১৬৯)। তিনি (আবদুল্লাহ রাযি.) বলেন, আমি এই আয়াত সম্পর্কে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাদের (শহীদগণের) রূহসমূহ সবুজ পাখীর পেটে সংরক্ষিত থাকে যাহা আরশের সহিত ঝুলন্ত প্রদীপ ধারকে বাস করে। জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে। অবশেষে সেই প্রদীপ ধারকগুলিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। একবার তাহাদের রব তাহাদের সামনে প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি কোন কিছুর চাহিদা আছে? তাঁহারা জবাবে আরয করিলেন, আমাদের আর কি চাহিদা থাকিতে পারে, আমরা তো জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত এইরূপ তিন তিনবার (জিজ্ঞাসা) করিলেন, তাঁহারা যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা হইতে রেহাই পাওয়া যাইতেছে না তখন তাঁহারা আরয করিলেন, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের আকাংখা হয় যদি আমাদের রূহগুলিকে আমাদের দেহসমূহে ফিরাইয়া দিতেন আর আমরা পুনরায় আপনারই রাস্তায় নিহত (শহীদ) হইতে পারিতাম। অতঃপর পরওয়ারদেগার যখন দেখিলেন, তাহাদের আর কোন চাহিদা নাই তখন তাহাদেরকে (জিজ্ঞাসা হইতে) অব্যাহতি প্রদান করা হইল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ (তাহাদের রূহসমূহ সবুজ পাখীর পেটে থাকিবে)। শহীদগণের রূহসমূহের বাসস্থান নির্ধারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যাহা প্রমাণিত উহার একটি আলোচ্য হাদীছের এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানে কয়েকটি আলোচনা আছে। (এক) মৃত্যুর পর রূহসমূহের অবস্থান কোথায়?

পূর্বাপর সকল আলিমের মধ্যে এই ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এই ব্যাপারে প্রায় সতেরটি অভিমত নকল করিয়াছেন। (ক) শহীদ হউক কিংবা না, সকল মুমিনগণের রূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাতে রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও রহমতের মধ্যে তাঁহার দীদারের স্বাদ উপভোগ করেন এবং জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা আনন্দ উপভোগ করেন। ইহা আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)-এর মাযহাব। (খ) শহীদগণের রূহসমূহ জান্নাতের দরজার আঙ্গিনায় অবস্থান করিবে। উহার কাছে জান্নাতের হাওয়া, নি'আমত এবং রিযিক পরিবেশন করা হইবে। (গ) রূহসমূহের বিশ্রামস্থল কবর প্রাঙ্গণেই। (ঘ) রূহগুলি জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বিচরণ করিবে। (ঙ) শহীদগণের রূহগুলি জান্নাতে এবং সাধারণ মুমিনগণের রূহগুলি তাহাদের কবরসমূহে বিশ্রাম করিবে।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, আমার মতে আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, রূহগুলি জান্নাতের নি'আমতের মধ্যে অবস্থান করিবে আর ইহা অধিকাংশ সালিহ মুমিনগণের রূহ-ই লাভ করিবে। তবে শহীদগণের রুহসমূহ অন্যান্য মুমিনগণের রূহসমূহের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ নি'আমত উপভোগ করিবে। আর ইহার নিখুঁত পার্থক্য নির্ণয়ের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার সমীপে অর্পণ করাই উত্তম। কেননা, রক্ত মাংশে সৃষ্ট প্রাণীর আকল উহার সূক্ষ্মতা আয়ত্ত্ব করা অসম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪১৫-৪১৬ সংক্ষিপ্ত)

لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ (যাহা আরশের সহিত ঝুলন্ত প্রদীপ ধারকে বাস করে)। ইহার প্রকৃত অবস্থার রহস্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে আলোচ্য হাদীছে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, শহীদগণের রূহসমূহের জন্য এই সকল প্রদীপ ধারকগুলি পাখির বাসার স্থলাভিষিক্ত। রূহগুলি উহাতেই আশ্রয় নেয়। -(তাকমিলা ৩:৪১৭)

تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ (জান্নাতের যেই স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বিচরণ করিয়া থাকে)। অর্থাৎ ترتع وتاكل (বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং খাদ্য গ্রহণ করে)। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী فاطلع اليهم ربهم اطلاعة (একবার তাহাদের রব তাহাদের সম্মানে প্রকাশিত হইলেন)। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার শানের উপযোগী। -(তাকমিলা ৩:৪১৭)

فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ (যখন পরওয়ারদিগার দেখিলেন, তাহাদের আর কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই)। অর্থাৎ فى دار الجزاء (প্রতিদান ভোগের নিবাসে আখিরাতে)। আর তাহারা যে দুন্ইয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় শহীদ হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কেননা ইহা তো دار العمل (কর্ম জগত)-এর সহিত সম্পৃক্ত। যাহা মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে এই জিজ্ঞাসার মধ্যে শুধুমাত্র তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পুরস্কার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ছিল যাহাতে প্রতিদান ভোগের জগতে তাহাদের কামনা মুতাবিক প্রদান করা হয়। অতীত (পার্থিব) জগতে নহে। আর তাহাদের জবাবের মধ্যেও কেবল সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের স্বীকারোক্তি পূর্বক শুকরিয়া আদায়ের বিষয়টি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। আর এই কথা প্রকাশ করা যে, তাহাদের এমন কোন সম্ভাব্য প্রয়োজন অবশিষ্ট নাই যাহা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করে নাই; বরং সকলকিছুই তিনি পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪১৭)

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও রিবাত (সীমান্ত প্রহরা)-এর বিবরণ

(৪৭৬২) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ "رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ" قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ".

(৪৭৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুজাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিয়া আরয করিল, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সেই ব্যক্তি যে তাহার জান ও মাল দিয়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে। লোকটি (পুনরায়) আরয করিল, অতঃপর কে? যেই মুমিন (ফিত্না হইতে সরিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী) কোন গিরিপথসমূহের মধ্য হইতে কোন গিরিপথে নির্জনে তাঁহার রবের ইবাদত করে এবং স্বীয় অনিষ্ট হইতে লোকজনকে বাঁচাইয়া রাখে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে ২৭৮৬ এবং الرقاق অধ্যায়ে ৬৪৯৪, আবূ দাউদ শরীফে الجهاد অধ্যায়ে ২৪৮৫, তিরমিযী শরীফের فضائل الجهاد অধ্যায়ে ১৭১১, নাসাঈ শরীফে الجهاد অধ্যায়ে ৩১০৫ এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الفتن অনুচ্ছেদে ৪০২৬ ক্রমিক সংখ্যায় সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪১৮)

فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ (গিরিপথসমূহের কোন একটি গিরিপথে)। উভয় শব্দের ش বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা হইল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ, উপত্যকা, ফাঁকা স্থান)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে موضع العزلة (নিঃসঙ্গতার স্থান, একাকীত্বের স্থান, নির্জন স্থান)। যেমন আগত রিওয়ায়তে ইহা সুস্পষ্ঠভাবে রহিয়াছে। আল্লামা ইবন আবদিল বার (রহ.) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহে গিরিপথ-উপত্যকা এবং পাহাড়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা এই সকল স্থান অধিকাংশ সময় লোকজন হইতে খালি থাকে। সুতরাং প্রত্যেক জনশূন্য স্থান এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(ফতহুল বারী)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সেই বিশেষজ্ঞের পক্ষে প্রমাণ যিনি লোকজনের সহিত মেলামেশা হইতে নিংসঙ্গতাকে উত্তম বলেন। আর এই ব্যাপারে মশহুর মতবিরোধ রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলিমের মতে লোক সমাজের সহিত সম্পৃক্ততা রাখিয়া বসবাস করাই উত্তম। তবে শর্ত হইতেছে যে, ফিত্না হইতে নিরাপদ থাকার উপর ভরসা থাকিতে হইবে। আর কতিপয় লোকের মাযহাব হইতেছে যে, নির্জন থাকাই উত্তম।

জমহুরে উলামা আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, এই হাদীছখানা ফিতনার সময়ে নির্জনতা অবলম্বনের উপর প্রয়োগ হইবে। কিংবা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যে স্বীয় অনিষ্ট হইতে জনগণকে বাঁচাইতে সক্ষম না হয় এবং লোকজনের আচরণের উপর ধৈর্যধারণ করিতেও অপারগ কিংবা অনুরূপ কোন বিশেষ কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম। অন্যথায় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস্সালাম, জমহুরে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, উলামা এবং সূফীগণ লোকদের সহিত মেলামেশা করিয়াছেন। ফলে তাঁহারা এই মেলামেশার মধ্যে অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন। যেমন তাঁহারা জুমুআ, জামাআত, জানাযা, রোগী পরিদর্শন ও সেবা-শুশ্রূষা এবং যিকরের মজলিস প্রভৃতিতে হাযির হইতেন।

আল্লামা নওয়াভী (রহ.) যে আলোচ্য হাদীছকে ফিত্‌নার যামানার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন ইহার তায়ীদ সেই হাদীছ দ্বারাও হয় যাহা সহীহায়ন গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن (অচিরেই মুসলমানের শ্রেষ্ঠ মাল হইবে বকরী, উহা নিয়া সে পাহাড়ের চূড়ায় বৃষ্টির স্থলে থাকিবে, সে তাহার দ্বীনকে নিয়া ফিত্‌না হইতে সরিয়া থাকিবে)।

বলাবাহুল্য, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত প্রশংসিত নিঃসঙ্গতা কুরআন মজীদে বর্ণিত নিন্দিত বৈরাগ্য নহে। কেননা, বৈরাগ্য তথা সন্ন্যাসবাদে স্বীয় নফস, পরিবার-পরিজন ও বান্দাদের ওয়াজিব হক আদায়ে উপেক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে এই নির্জনতা, ইহাতে উদ্দেশ্য হইতেছে শুধুমাত্র মানুষের সহিত মেলামেশা বর্জন করা। তবে এই নির্জনতায় নিজের এবং পরিবার পরিজনের হক আদায়ে সচেতন থাকে। -(তাকমিলা ৩:৪১৮-৪১৯)

(৪৭৬৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ "ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ".

(৪৭৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম লোক কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : সেই ব্যক্তি যে তাহার জান ও মাল দিয়া আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে। সে (লোকটি পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন : অতঃপর হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করিয়া (পাহাড়ী) গিরিপথসমূহের কোন গিরিপথ তথা উপত্যকায় নির্জনে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদতে নিমগ্ন থাকে এবং স্বীয় অনিষ্ট হইতে লোকজনকে বাঁচাইয়া রাখে।

(৪৭৬৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ فَقَالَ "وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ". وَلَمْ يَقُلْ "ثُمَّ رَجُلٌ".

(৪৭৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেন (পাহাড়ী) উপত্যকায় (নির্জনে) অবস্থানকারী ব্যক্তি। এই সনদে তিনি ثُمَّ رَجُلٌ (অতঃপর হইতেছে ঐ ব্যক্তি) বাক্যটি বলেন নাই।

(৪৭৬৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ".

(৪৭৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, সকল লোকের জীবিকা হইতে সেই ব্যক্তির জীবিকা উত্তম যে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থাকে। যখনই শত্রুর উপস্থিতি কিংবা আতঙ্কগ্রস্ত কোন আওয়ায শুনিবে তখনই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়ে, যথাস্থানে সে শত্রু কর্তৃক নিধন ও

শাহাদতের সন্ধান করে। কিংবা ঐ ব্যক্তির জীবনই উত্তম যে বকরীপাল নিয়া এই পাহাড়ের চড়াসমূহের কোন এক চুড়ায় কিংবা এই উপত্যকাসমূহের কোন এক (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর নামায কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আমৃত্যু তাহার পালনকর্তার ইবাদতে নিবিষ্ট থাকে। লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিই কেবল কল্যাণের মধ্যেই রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ بَعْجَةَ (বা'জা (রহ.) হইতে)। بَعْجَةَ শব্দটির ب বর্ণে যবর ع বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। তিনি হইলেন বা'জা বিন আবদুল্লাহ বিন বদর আল-জুহানী (রহ.)। যেমন আগত রিওয়ায়তদ্বয়ে স্পষ্টভাবে আছে। তিনি সাহাবায়ে কিরাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি হিজরী ১০০ কিংবা ১০১ সনে ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব ১:৪৭৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ ইবন মাজা গ্রন্থে الفتن অধ্যায়ে باب العزلة এর ৪০২৫ ক্রমিক সংখ্যায় আছে। -(তাকমিলা ৩:৪১৯)

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ (সকল লোকের জীবিকা হইতে সেই লোকের জীবিকা উত্তম)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, المعاش শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল) العيشة (জীবন পদ্ধতি, জীবনযাত্রা, জীবন, জীবিকা) কিংবা العيش (জীবিকা, খাদ্য, রুটি, জীবন, জীবনযাত্রা) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ خير طرق الكسب الجهاد (উপার্জনের উত্তম পন্থা হইতেছে জিহাদ)। তবে জিহাদের আসল নিয়্যত যখন আল্লাহ তা'আলার কালিমা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরণ হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উপার্জনে নিয়্যত এবং গণীমতের মাল গ্রহণের দ্বারা ছাওয়াবের মধ্যে কোন প্রভাব ফেলিবে না। যখন তাহার প্রেরণা জিহাদের উদ্দেশ্যে হয়। যেমন আলোচ্য হাদীছে ইরশাদ يبتغي القتل (নিজে কতল হওয়ার বাসনায়)-এ বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪২০)

هَيْعَةً শব্দটির ه বর্ণে যবর ى বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে الصوت الذى يفزع منه (এমন আওয়ায যাহা শ্রবণে মানুষ ঘাবড়াইয়া যায়)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে الهيعة শব্দটি শত্রুর উপস্থিতির সময়কার আওয়াযের উপর ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৩:৪২০)

يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ (যথাস্থানে সে শত্রু কর্তৃক নিধন ও শাহাদতের সন্ধান করে)। উহ্য বাক্যটি হইল ইহা في مظانة (যথাস্থানে) ইহা منصوب بنزع الخافض কিংবা القتل এবং الموت হইতে بدل হইয়াছে। সুতরাং ইহা مفعول به এর بدل হওয়ার কারণে منصوب (শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত) হইয়াছে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, সে সেই সকল স্থানে শাহাদতের অন্বেষণ করিতেছে যেই স্থানে মৃত্যুর আশা করা যায় এবং তাহার এই আকাঙ্খা যে, সে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবে। -(তাকমিলা ৩:৪২০)

فِي غُنَيْمَةٍ (ছাগপাল নিয়া)। غُنَيْمَةٍ শব্দটির غ বর্ণে পেশ ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। الغنم (ছাগল, ছাগ, ভেড়া)-এর تصغير (ক্ষুদ্রত্ববাচক)। অর্থাৎ قد اقنع نفسه بعد يسير من الغنم يعيش بها (সে নিজের জীবিকা নির্বাহে ক্ষুদ্র একটি ছাগপালের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করিবে)। -(তাকমিলা ৩:৪২০)

شَعَفَةٍ শব্দটির ش ও ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ راس الجبل (পাহাড়ের চুড়া)। -(তাকমিলা ৩:৪২০)

(৪৭৬৬) حَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ وَقَالَ "فِي شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ". خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى.

(৪৭৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি এই সনদে বলিয়াছেন, বা'জা বিন আবদুল্লাহ বিন বদর (রহ.) হইতে। আর তিনি রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত (رأس شعفة من هذه الشعف এর স্থলে ভিন্ন বাক্যে) فِى شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ (এই উপত্যকাসমূহের মধ্য হইতে কোন একটি উপত্যকায়) বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৭৬৭) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ بَعْجَةَ وَقَالَ "فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ".

(৪৭৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী বা'জা (রহ.) হইতে আবূ হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছে বর্ণনা করেন। আর তিনি (فِى شِعْبَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ এর স্থলে) فِى شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ (পাহাড়ী গিরিপথ তথা উপত্যকাসমূহ হইতে কোন এক উপত্যকায়) বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ

অনুচ্ছেদ ঃ একে অপরকে হত্যা করিয়া জান্নাতে প্রবেশকারী দুই ব্যক্তি-এর বিবরণ

(৪৭৬৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ". فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "يُقَاتِلُ هٰذَا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ".

(৪৭৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মক্কী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: আল্লাহ তা'আলা ঐ দুই ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া হাসেন যাহাদের একজন অপরজনকে হত্যা করিবে অথচ উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কিভাবে হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি সদয় দৃষ্টি দিবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করিবে, অতঃপর সেও আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে, নাসায়ী গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায়ে ৩১৬৫ এবং ইবন মাজা গ্রন্থের মুকাদ্দামায় ১৭৯-এ সংকলন করা হইয়াছে।

يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلَيْنِ (আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া হাসেন)। আমাদের পরিচিত হাসি তো হইতেছে সৃষ্টের গুণ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার জন্য নিষিদ্ধ। হয়তো ইহার হাকীকী অর্থ গ্রহণে ব্যাখ্যাবিহীন অবস্থান (توقف) করিতে হইবে। আর ইহাই নিরাপদ। আর না হয় ইহার ব্যাখ্যা (تاويل) করিতে হইবে যে,

ইহার দ্বারা পুরস্কার এবং বিপুল ছাওয়াব প্রদান করার অর্থ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২২)

(৪৭৬৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৭৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবুয যিনাদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৭৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَضْحَكُ اللّٰهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ" قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "يُقْتَلُ هٰذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ".

(৪৭৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাদ বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনেকগুলি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি হাদীছ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে হাসিবেন যাহাদের একজন অপরজনকে হত্যা করিবে। অথচ তাহাদের উভয়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কিভাবে হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, একজন (আল্লাহর রাস্তায়) নিহত হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অপর জন (হত্যাকারী)-এর প্রতিও সদয় হইবেন এবং তাহাকেও ইসলাম গ্রহণে হিদায়ত দান করিবেন। অতঃপর সেও আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করিবে এবং শহীদ হইয়া যাইবে।

بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করিয়াছে, অতঃপর নেক কর্মের উপর সুদৃঢ় রহিয়াছে-এর বিবরণ

(৪৭৭১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ أَبَدًا".

(৪৭৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আবূ আইয়্যুব, কুতায়বা ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : কাফির এবং তাহার হত্যাকারী (মুমিন) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ أَبَدًا (কাফির এবং তাহার হত্যাকরী (মুমিন) কখনও জাহান্নামে একত্রিত হইবে না)। ইহার উপর সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায়, যে কাফিরকে হত্যা করিয়াছে এবং কবীরা গুনাহেও

সমাবৃত রহিয়াছে তাহার ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, কবীরাহে সমাবৃতের জন্য আযাব দেওয়া হইবে। কতক আলিম ইহার জবাবে বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাফিরকে হত্যা করিবে, ইহা তাহার জন্য সগীরা-কবীরা সকল গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। ফলে সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। অন্য একদল আলিম বলেন, এই হুকুম কাফির হত্যাকারী সকলের জন্য ব্যাপক নহে; বরং যে বিশেষ নিয়্যতে এবং বিশেষ অবস্থায় কাফিরকে হত্যা করে তাহার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। আর কেহ বলেন, তাহার কবীরা গুনাহের জন্য আযাব হইবে বটে, কিন্তু জাহান্নামে নহে; বরং আরাফ নামক স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। আর কেহ বলেন, কবীরা গুনাহের আযাবের জন্য সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, কিন্তু জাহান্নামের সেই স্থানে নহে যেই স্থানে কাফির প্রবেশ করিবে। সুতরাং এতদুভয় জাহান্নামে একত্রিত হইবে না এবং কাফিরও তাহাকে তিরস্কার করার সুযোগ পাইবে না। আর এই সর্বশেষ অভিমতের সমর্থন আগত (৪৭৭২ নং) রিওয়ায়তের শব্দ দ্বারা হয়, যেমন لايجتمعان في النار اجتماعا يضر احدهم الاخر (এমন দুই ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হইবে না যে একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৩)

(৪৭৭২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ". قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ".

(৪৭৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আওন হিলালী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ এমন দুই ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হইবে না যে একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে। তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সেই মুমিন ব্যক্তি যে কোন কাফিরকে হত্যা করিয়াছে অতঃপর নিজে সরল পথে সুদৃঢ় রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (এমন দুই ব্যক্তি জাহান্নামে একত্রিত হইবে না যে একের উপস্থিতি অন্যকে বিব্রত করে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (উপর্যুক্ত হাদীছে বর্ণিত) দুই ব্যক্তি একত্রিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই একত্রিত হওয়ার দ্বারা একে অন্যকে বিব্রত করিতে পারিবে না। আর বিব্রত দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, কাফির ব্যক্তি (কবীরা গুনাহে সমাবৃত) মুমিন ব্যক্তিকে বলিবে আমাকে হত্যা করার দ্বারা তোমার কোন উপকার হয় নাই। আর ইহা এই জন্য যে, এতদুভয়ের প্রবেশ কাল এবং স্থান ভিন্ন ভিন্ন হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৩)

قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (কোন কাফিরকে হত্য করিয়াছে অতঃপর সরল পথে সুদৃঢ় রহিয়াছে)। অর্থাৎ সে আমলকে সঠিক রাখিয়াছে। ফলে সে সরল পথের উপর জীবন-যাপন করিয়া দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রহিয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যার উপর প্রশ্ন হয় যে, সেই ব্যক্তি যথাযথ সঠিক আমল করিয়াছে সে তো কাবীরা গুনাহে সমাবৃত হইবে না। আর অনুরূপ মুমিন ব্যক্তি কাফিরকে হত্যা করুক কিংবা না করুক সর্বাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। অবশ্য এই প্রশ্নের সর্বাধিক উত্তম জবাব উহাই যাহা আল্লামা কুরতুবী (রহ.) দিয়াছেন যে, এই স্থানে السداد দ্বারা মর্ম হইতেছে সে সর্বদা ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে কিংবা সে আল্লাহ তা'আলার হকসমূহকে নষ্ট করিবে না। তবে সে বান্দার হকসমূহের কোন হক নষ্ট করার দায়ে জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারে। (আর সেই অবস্থায়ই উভয়ে একত্রিত হইবে না)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৪)

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَضْعِيفِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দানের ফযীলত এবং উহা বহুগুণে বর্ধিত হওয়ার বিবরণ

(৪৭৭৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ".

(৪৭৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবূ মাসউদ আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি একটি উষ্ট্রী লাগামসহ নিয়া (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে) আগমন করিয়া আসিয়া বলিল, এই (উষ্ট্রী) টি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (দান করিলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহার বিনিময়ে কিয়ামতের দিবসে তুমি (প্রতিদান হিসাবে) সাতশত উষ্ট্রী লাভ করিবে যাহার প্রতিটি লাগামসহ থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ (যাহার প্রত্যেকটি লাগামসহ থাকিবে)। উষ্ট্রীর المخطومـه হইল উট-উষ্ট্রীর নাসিকা-বন্ধনী। ইহা প্রায় লাগাম (زمام) এর অনুরূপই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবত ইহা দ্বারা তাহার সাতশত উষ্ট্রীর ছাওয়াব লাভ হওয়া মর্ম। আর ইহা দ্বারা সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, তাহার জন্য জান্নাতে সাতশত উষ্ট্রী লাভ হইবে যাহাদের প্রত্যেকটি লাগামসহ থাকিবে সে যখনই চাহিবে তখনই উহাদের উপর আরোহণ করিয়া প্রমোদভ্রমণ করিবে। যেমন জান্নাতের অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই সম্ভাবনাই অধিক স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৪-৪২৫)

(৪৭৭৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৭৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং খালিদ (রহ.) তাঁহারা উভয়ে ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদকারী) মুজাহিদগণকে বাহন দিয়া সহযোগিতা করা এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে দেখা-শুনা করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৪৭৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ "مَا عِنْدِي". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ".

(৪৭৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি

বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হইয়া আরয করিলেন, আমার ভারবাহী পশুটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কাজেই আপনি আমাকে একটি বাহন দান করুন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে তো উহা নাই। সেই সময় এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাহাকে দিতেছি যে তাহাকে বাহন দিতে পারিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি উত্তম (কোন আমল)-এর পথ প্রদর্শন করে, তাহার জন্য আমলকারীর সমান ছাওয়াব রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ (আবূ আমর শায়বানী রহ.)। الشَّيْبَانِيِّ শব্দটির ش বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তাহার নাম সা'দ বিন ইয়াস কূফী (রহ.)। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখেন নাই। তিনি বলেন بعث النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وانا أرعى ابلا لاهلى لكاظمة (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর তখন আমি কাযিমা নামক স্থানে আমার পরিবারবর্গের উট চরাইতাম)। তিনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। তিনি একশত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি অনেক সাহাবায়ে কিরাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ছিকাহ রাবী, তাঁহার হইতে এক জামাআত রাবী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। -(তাহযীব ৩:৪৬৮) -(তাকমিলা ৩:৪২৫)

أُبْدِعَ بِى (আমার বাহন ধ্বংস হইয়াগিয়াছে)। أُبْدِعَ শব্দটির همزه বর্ণে পেশ ر বর্ণে যের দ্বারা مجهول হিসাবে পঠিত। ইহার অর্থ হইল هلكت دابتى (আমার ভারবাহী পশুটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে)। যেই ব্যক্তি তাহার ঘোড়া এবং সকল ধরণের বাহন হারাইয়া ছিন্ন অবস্থায় থাকে তাহাকে أبدع به বলা হয়। আর কতক নুসখায় بدع بى রহিয়াছে। بُدِّعَ শব্দটির همزه বর্ণ লোপ করিয়া ب বর্ণে পেশ এবং د বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। কিন্তু প্রথমটি প্রসিদ্ধ এবং অধিক সহীহ। কাযী ইয়ায ও ইমাম নাওয়াবী অনুরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪২৫-৪২৬)

فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ (তাহার জন্য আমলকারীর সমান ছাওয়াব রহিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, (ক) ইহাতে উত্তম আমলের পথ প্রদর্শন এবং ভাল পরামর্শ দেওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর بمثل اجر فاعله (আমলকারীর সমান ছাওয়াব রহিয়াছে)-এর মর্ম হইতেছে যে, তাহার জন্য এই কাজের বিনিময়ে ছাওয়াব রহিয়াছে। যেমন ইহার উপর আমলকারীর ছাওয়াব রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এতদুভয়ের সমান পরিমাণ ছাওয়াব লাভ করা অত্যাবশ্যক হয় না।

কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য শব্দ দ্বারা সমান ছাওয়াব লাভ করার কথাই বুঝা যায়। আর সমান লাভ করাও সম্ভব, ইহা অসম্ভব নহে। কেননা আমলসমূহের ছাওয়াব তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রদত্ত হয়। ফলে তিনি যাহাতে যেমন ইচ্ছা দিতে পারেন। এই বিষয়ে শরীআতে অনেক উদারহণ রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل اجره (যেই ব্যক্তি মুয়ায্যিন যাহা বলে তদ্রুপ (জবাবে) বলে তাহার জন্য মুয়ায্যিনের সমান ছাওয়াব রহিয়াছে)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৬)

(৪৭৭৬) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

মুসলিম ফর্মা -১৭-২১/২

(৪৭৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন।

(৪৭৭৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ قَالَ "ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ". فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللهِ لَا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ.

(৪৭৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম সম্প্রদায়ের জনৈক যুবক আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু আমার নিকট যুদ্ধোপকরণ (বাহন ও অস্ত্রাদি) নাই। তখন তিনি (তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তুমি অমুকের কাছে যাও, সে জিহাদে যাওয়ার জন্য (বাহন ও অস্ত্রাদি নিয়া) প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু পরে রোগাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন সেই যুবক তাহার কাছে গেল এবং বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আপনি যেন সেই সকল যুদ্ধ সামগ্রী আমাকে দিয়া দেন যাহা দ্বারা আপনি নিজে সজ্জিত হইয়াছিলেন। তখন সেই লোকটি (তাহার স্ত্রী কিংবা বাঁদীকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিল, হে অমুক! আমি যেই সকল আসবাবপত্র নিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম উহার সবকিছু তুমি তাহাকে দিয়া দাও এবং উহার মধ্য হইতে কোন কিছুই রাখিয়া দিও না। আল্লাহর কসম! তুমি যদি উহা হইতে সামান্যতম কিছু রাখিয়া দাও তাহা হইলে উহাতে কোন বরকত লাভ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ (সে জিহাদে যাওয়ার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে রোগাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে)। অর্থাৎ সে বাহন ও হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া (জিহাদের) সফরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সে এখন এমন রোগাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নহে। এখন তাহার কাছে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং তুমি যদি তাহার কাছে উক্ত যুদ্ধ সামগ্রী পাওয়ার আবেদন কর তাহা হইলে তোমার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হইবে। -(তাকমিলা ৩:৪২৬)

يَا فُلَانَةُ أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ (হে অমুক! আমি যেই সকল আসবাব পত্র নিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম উহার সবকিছু তুমি তাহাকে দিয়া দাও)। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার স্ত্রী কিংবা বাঁদীকে সম্বোধন করিয়াছেন। আর তিনি তাহাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যাহাতে সে সব যুদ্ধ সামগ্রী তাহাকে দিয়া দেয়। -(ঐ)

(৪৭৭৮) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا".

(৪৭৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও আবূ তাহির (রহ.) তাঁহারা ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে কোন গাজীকে যুদ্ধ সামগ্রী দিয়া সজ্জিত করিয়া দিল। সেও জিহাদ করিল। আর যেই ব্যক্তি কোন গাজীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিল, সেও জিহাদ (-এর ছাওয়াব লাভ) করিল।

(৪৭৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا".

(৪৭৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... যায়িদ বিন খালিদ জুহানী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি কোন গাজীকে যুদ্ধ সামগ্রী দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিল, সেও জিহাদ করিল। আর যেই ব্যক্তি কোন গাজীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিল, সেও জিহাদই করিল।

(৪৭৮০) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ "لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا".

(৪৭৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযায়ল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রতি দুই ব্যক্তির একজন যেন সেনাদলে যোগদান করে তবে ছাওয়াব তাঁহারা দুইজনই লাভ করিবে। (একজন জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আর অপরজন মুজাহিদের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের জন্য ছাওয়াব পাইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا (প্রতি দুই ব্যক্তির একজন যেন সেনা দলে যোগদান করে)। এই বাক্যে লিহইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য প্রেরিত বাহিনীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, প্রত্যেক গোত্র হইতে তাহাদের অর্ধেক সংখ্যক যেন বাহিনীতে যোগদান করিয়া জিহাদে রওয়ানা করে। যেই অর্ধেক সংখ্যক বাড়ীতে থাকিবে তাহারা মুজাহিদগণের পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধান করিবে। -(তাকমিলা ৩:৪২৮)

(৪৭৮১) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعْثًا. بِمَعْنَاهُ.

(৪৭৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মনসূর (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী প্রেরণ করেন– হাদীছের পরবর্তী অংশ উক্তরূপ।

(৪৭৮২) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৭৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭৮৩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ "لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ" . ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ" .

(৪৭৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করিলেন। তখন তিনি বলিয়া দিলেন, প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি অবশ্যই জিহাদে রওয়ানা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বাড়ীতে অবস্থানকারীদেরকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ জিহাদে গমনকারীর পরিবারবর্গ ও সম্পদের কল্যাণে তত্ত্বাবধান করিবে। তাঁহার জন্যও জিহাদে গমনকারীর অর্ধেক ছাওয়াব লাভ হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ (তাহার জন্যও জিহাদে গমনকারীর অর্ধেক ছাওয়াব লাভ হইবে)। কতিপয় বিশেষজ্ঞ হাদীছের এই অংশ "তাহাদের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণকারীর অর্ধেক ছাওয়াব লাভ হইবে"-এর উপর প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ইহা তো ইতোপূর্বে বর্ণিত (৪৭৭৯নং) হাদীছ من جهز غازيا فقد غزا (যেই ব্যক্তি কোন গাজীকে যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত করিয়া দিল সেও জিহাদই করিল) কিংবা كان له مثل اجره (তাহার জন্যও তাহার সমান ছাওয়াব রহিয়াছে)-এর বিপরীত হয়। এমনকি আল্লামা কুরতুবী (রহ.) দাবী করেন যে, আলোচ্য হাদীছের النصف (অর্ধেক) শব্দটি কোন এক রাবী কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ৬:৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন, মহান সত্তা ইহার সমন্বয় ব্যাখ্যা যাহা আমার মেধায় প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, এই স্থানে গাজী এবং গাজীর পরিবার বর্গ ও সম্পদের কল্যাণে তত্ত্বাবধানকারী এতদুভয়ের উপার্জিত ছাওয়াবের সমষ্টির উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা ছাওয়াব যদি তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে অর্ধেক ভাগে ভাগ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের একজন অপর জনের সমান ছাওয়াব পাইবে। সুতরাং এতদুভয় হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪২৯)

بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদগণের স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাহাতে খেয়ানতকারীদের গুনাহ-এর বিবরণ

(৪৭৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ" .

(৪৭৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মুজাহিদগণের স্ত্রীদের পবিত্রতা রক্ষা করা বাড়ীতে

অবস্থানকারীদের জন্য তাহাদের মাতাগণের পবিত্রতা রক্ষা করার তূল্য। বাড়ীতে অবস্থানকারী যে ব্যক্তিই কোন মুজাহিদের পক্ষে তাহার পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকে এবং উহাতে সে কোনরূপ খেয়ানত করে, কিয়ামতের দিবসে সেই মুজাহিদকে তাহার সামনে দন্ডায়মান করা হইবে এবং সে তাহার খেয়ানতকারীর নেক আমল হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা নিয়া যাইবে। অতএব, তোমাদের কি ধারণা?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাহার পিতা হইতে) অর্থাৎ বুরায়দা ইবনুল হাসীব আল-আসলামী (রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৪২৯)

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ (মুজাহিদগণের স্ত্রীদের পবিত্রতা রক্ষা করা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে দুইটি বস্তু রহিয়াছে। (এক) তাহাদের প্রতি মুখোমুখি দৃষ্টি, একান্ত বৈঠক এবং নিষিদ্ধ আলোচনা প্রভৃতি হারাম। (দুই) তাহাদের প্রতি সৎ ও বদান্যতার আচরণ করা, তাহাদের পারিবারিক প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করিয়া দেওয়া যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্টকর বলিয়া সাব্যস্ত না হয়। আর তাহাদের প্রয়োজন সম্পাদনের মধ্যে যেন কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি এবং অনুরূপ কিছু সংস্পৃক্ত না হয়। -(তাকমিলা ৩:৪৩০)

فَمَا ظَنُّكُمْ (অতএব, তোমাদের কি ধারণা?) ইহার অর্থ হইল, মজাহিদ তাহার নেক আমল কবজা করণে কতখানি আগ্রহী হইবে বলিয়া তোমাদের ধারণা? সে কি পরিমাণ ছাওয়াব কাড়িয়া নিবে? যতখানি নিতে সম্ভব ততখানি নিয়া যাইবে তথা সমুদয় ছাওয়াবই সে কবজা করিয়া নিবে। -(নওয়াভী)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল প্রকার খেয়ানত হইতে জঘন্য খেয়ানত হইতেছে গাজীর স্ত্রীগণের ব্যাপারে খেয়ানত করা। কেননা, গাজীর স্ত্রীগণের পবিত্রতা খেয়ানত ব্যতীত অন্য কোন খেয়ানতের ক্ষেত্রে খেয়ানতকারীর সমুদয় ছাওয়াব খেয়ানতকৃতের কাড়িয়া নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য খেয়ানতের ক্ষেত্রে খেয়ানত পরিমাণই খেয়ানতকারীর নেক আমল হইতে খেয়ানতকৃত কাড়িয়া নিতে পারে। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৪৩০)

(৪৭৮৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ.

(৪৭৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ রাবী ছাওরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৭৮৬) حَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ "فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ". فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "فَمَا ظَنُّكُمْ".

(৪৭৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আলকামা বিন মারছাদ (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদে রহিয়াছে যে, মুজাহিদকে বলা হইবে তুমি তাহার নেক আমল হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা নিয়া যাও। এই কথাটি ইরশাদ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, কাজেই তোমাদের কি ধারণা?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৪৭৮৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

অনুচ্ছেদ ঃ মা'যূর লোকদের জন্য জিহাদের ফরয রহিত-এর বিবরণ

(৪৭৮৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هٰذِهِ الآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْتُبُهَا فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هٰذِهِ الآيَةِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

(৪৭৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বারা (রাযি.)কে কুরআন মাজীদের এই আয়াত لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ (সমপর্যায়ের নহে সেই সকল মুসলমান যাহারা গৃহে বসিয়া থাকে, আর সেই সকল ব্যক্তিবিশেষ, যাহারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে) সম্পর্কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ (রাযি.)কে একটি হাড় নিয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাহাতে ইহা লিখিলেন। তখন ইবন উম্মে মাকতূম (রাযি.) নিজ চোখের সমস্যার ওযর সম্পর্কে তাঁহার সমীপে অভিযোগ করিলেন। তখন অবতীর্ণ হয় : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (সমপর্যায়ের নহে সেই সকল মুসলমান যাহারা বিনা ওযরে গৃহে বসিয়া থাকে -(সূরা নিসা- ৯৫)। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার কাছে সা'দ বিন ইবরাহীম বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি জনৈক ব্যক্তির সূত্রে যায়দ বিন ছাবিত (রাযি.) হইতে এই আয়াত সম্পর্কে لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (সমপর্যায়ের নহে সেই সকল মুসলমান যাহারা গৃহে বসিয়া থাকে -(সূরা নিসা- ৯৫) জিজ্ঞাসা করিলেন। বাকী হাদীছ রাবী বারা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। আর রাবী ইবন বাশ্শার (রহ.) স্বীয় বর্ণনায় বলিয়াছেন, সা'দ বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহার পিতা হইতে, তিনি জনৈক ব্যক্তি হইতে, তিনি যায়িদ বিন ছাবিত (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب قول الله تعالى لا يستوى القاعدون الخ এর মধ্যে এবং সূরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরে আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩১)

فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ (তখন ইবন উম্মে মাকতূম (রাযি.) নিজ চোখের সমস্যার ওযর সম্পর্কে তাঁহার সমীপে অভিযোগ করিলেন)। অর্থাৎ তাঁহার অন্ধত্বের। -(তাকমিলা ৩:৪৩১)

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (বিনা ওযরে)। ইবন কাছীর, আবূ আমর ও আসিম (রহ.) আয়াতাংশ খানা القاعدون-এর بدل হিসাবে غير শব্দের শেষ বর্ণে পেশ দ্বারা পাঠ করেন। আ'মাশ (রহ.) المؤمنين -এর صفت হিসাবে যের (جر) দ্বারা পাঠ করেন। আর অন্যান্য ব্যাকরণবিদগণ الاستثناء হিসাবে যবর (نصب) দ্বারা পঠিত। -(ঐ)

(৪৭৮৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} كَلَّمَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَنَزَلَتْ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

(৪৭৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ নাযিল হইল তখন ইবন উম্মে মাকতূম (রাযি.) এই সম্পর্কে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) সহিত কথা বলিলেন, তখন غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (বিনা ওযরে) নাযিল হইল।

بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত হওয়ার প্রমাণ-এর বিবরণ

(৪৭৮৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ "فِي الْجَنَّةِ". فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ.

(৪৭৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী ও সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আমর (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি (জিহাদে) নিহত হই তাহা হইলে কোথায় থাকিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, জান্নাতে। লোকটি তখন তাহার হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জিহাদে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে শহীদ হইয়া গেল। আর রাবী সুয়ায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, ওহুদের জিহাদের দিবস জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَمْرٍو (আমর (রহ.) হইতে)। তিনি হইলেন ইবন দীনার। -(তাকমিলা ৩:৪৩২)

سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ (জাবির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المغازى অধ্যায়ে باب عزوة احد -এর মধ্যেও আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩২)

(৪৭৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ قَبِيلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "عَمِلَ هَذَا يَسِيرًا وَأُجِرَ كَثِيرًا".

(৪৭৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, বনূ নাবীতের জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল। (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন জানাব মিসসীসী (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আনসারী সম্প্রদায়ভুক্ত বনূ নাবীতের জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই এবং আপনি তাঁহার বান্দা ও রাসূল। অতঃপর সে অগ্রসর হইল এবং জিহাদে প্রবৃত্ত হইল। এমনকি সে শহীদ হইয়া গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে খুবই সহজ আমল করিল কিন্তু তাহাকে প্রচুর ছাওয়াব দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْبَرَاءِ (বারা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب عمل صالح قبل القيال -এ আছে।

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (বনূ-নাবীতের জনৈক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। সহীহ বুখারী শরীফে ইসরাঈল (রহ.) সূত্রে আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে اتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد- فقال يا رسول الله! اقاتل او اسلم قال اسلم ثم قاتل فقتل- فقال النبى صلى الله عليه وسلم عمل قليلا و اجر كثيرا (জনৈক ব্যক্তি লোহার মুখোশ পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুদ্ধ করিব কিংবা ইসলাম গ্রহণ করিব। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর। অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং নিহত (শহীদ) হইয়া গেল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, অল্প আমল করিল অথচ তাহাকে প্রচুর ছাওয়াব দেওয়া হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৩:৪৩২)

(৪৭৯১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ قَالَ فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمَ فَقَالَ "إِنَّ لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا". فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ "لَا إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا". فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ".

فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ". قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ". قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا رَجَاءَةً أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ "فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا". فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

(৪৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাযর বিন আবূ নাযর, হারূন বিন আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ বিন রাফি’ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুসায়সা (রাযি.)কে আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহ ঘরে ছিলেন না। তিনি (রাবী ছাবিত রহ.) বলেন, আমার জানা নাই যে, তিনি (আনাস রাযি.) কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক সহধর্মিণীকে ব্যতিক্রম করিয়াছেন কিংবা না? অতঃপর তিনি (বুসায়সা (রাযি.) আবূ সুফয়ানের গতিবিধি যাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন উহার সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হইলেন এবং সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : নিশ্চয়ই আমার একটি প্রয়োজনীয় বাসনা রহিয়াছে। কাজেই যাহার বাহন প্রস্তুত আছে সে যেন আমাদের সহিত সওয়ার হইয়া যায়। তখন কতিপয় সাহাবী মদীনার উপরাঞ্চল হইতে তাহাদের বাহন নিয়া আসার অনুমতি চাহিলেন। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। শুধুমাত্র যাহাদের বাহন প্রস্তুত রহিয়াছে তাহারাই যাইবে। এই কথা বলিয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই 'বদর' নামক স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। ইহার পরপরই মুশরিকরা আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন কোন ব্যাপারে আমার অগ্রবর্তী না হয়, যতক্ষণ না আমি তাহার সামনে থাকি।

তারপর মুশরিকরা নিকটবর্তী হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমরা জান্নাতের দিকে ধাবিত হও– যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার সমান। তিনি (রাবী) বলেন, উমায়র বিন হুমাম আনসারী (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের প্রশস্ততা কি আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। উমায়র (রাযি.) বলিলেন, বাহ! বাহবা! চমৎকার! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উক্তি বাহ! বাহবা! চমৎকার! কিসের উপর প্রয়োগ করিয়াছ? তিনি (জবাবে) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অন্য কিছু না) বরং কসম আল্লাহ পাকের। আমি উহার অধিবাসী হওয়ার আশায়ই এইরূপ বলিয়াছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তুমি উহার অধিবাসী (হইবে)। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি স্বীয় তূণ হইতে কয়েকটি খেজুর বাহির করিলেন এবং উহা খাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি খাইয়া শেষ করা পর্যন্ত বাঁচিয়া যাই তবে ইহাও হইবে এক দীর্ঘ জীবন। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর তিনি তাঁহার কাছে রক্ষিত খেজুরগুলি নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর জিহাদে প্রবৃত্ত হইলেন এমনকি নিহত (শহীদ) হইলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بُسَيْسَةَ (বুসায়সা রাযি.)। بُسَيْسَةَ শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। তবে সীরাতের কিতাবে بسبس (দুইটি ب দ্বারা বাস্‌বাস) পঠনই প্রসিদ্ধ। তিনি হইলেন আনসারীগণের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের ইবন আমর (রাযি.)। আর উপর্যুক্ত দুই শব্দের একটি তাহার নাম এবং অপরটি তাহার উপাধী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৩)

مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِى سُفْيَانَ (আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য)। العير শব্দটির ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ الدواب التى تحمل الطعام وغيره من الامتعة (সেই সকল চতুষ্পদ প্রাণী যাহারা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী বহন করে)। العير দ্বারা মর্ম হইতেছে সেই সকল খাদ্যদ্রব্যবাহী পশু যেইগুলি নিয়া আবূ সুফয়ান সিরিয়া হইতে (মক্কা) অভিমুখে চলিতেছিল। আর এই বাণিজ্য কাফিলায় কুরায়শগণের প্রচুর মূল্যবান সম্পদ ছিল। এই কাফেলায় কুরায়শদের ত্রিশ কিংবা চল্লিশজন লোক ছিল। তাহাদের মধ্যে মাখরাফা বিন নওফাল এবং আমর বিন আল-আস-ও ছিলেন। সীরাতে ইবন হিশাম গ্রন্থে অনুরূপ আছে। প্রকাশ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা হইতে রওয়ানা হইবার পূর্বে হযরত বুসায়সা (রাযি.)কে আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

لَا أَدْرِى مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ (আমার জানা নাই যে, তিনি (আনাস রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক সহধর্মিণীকে ব্যতিক্রম করিয়াছেন কি না)। এই مَا শব্দটি مصدرية (ক্রিয়াবিশেষ্য মূলক)।

প্রকাশ্য যে, এই উক্তিটি রাবী হযরত ছাবিত (রাযি.)-এর। ইহার মর্ম হইল لا اعرف هل استثنى بعض يسائه اولا (আমার জানা নাই যে, তিনি (আনাস রাযি.) কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সহধর্মিণীকে ব্যতিক্রম করিয়াছেন কিংবা না? -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ (অতঃপর তিনি (বুসায়সা রাযি.) সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিলেন)। অর্থাৎ বুসায়সা (রাযি.) সিরিয়া হইতে আগত আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার গতিবিধি যাহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

إِنَّ لَنَا طَلِبَةً (নিশ্চয়ই আমার প্রয়োজনীয় বাসনা রহিয়াছে)। طَلِبَةً শব্দটির ط বর্ণে যবর ل বর্ণে যের পঠনে ما طلب (যাহা খোঁজ করা হয়, প্রত্যাশা করা হয়, অন্বেষণ করা হয়)। অর্থাৎ حاجة مطلوبة (প্রয়োজনীয় বাসনা)। ইহা দ্বারা মর্ম হইল আবূ সুফয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করা। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের মধ্যে পরোক্ষ উল্লেখ করা মুস্তাহাব। আর ইমাম রওয়ানার সূত্র সরাসরি বর্ণনা করিয়া দিবে না। যাহাতে ইহা প্রচারনা হইয়া যায়। প্রচার হইয়া গেলে তো দুশমন সতর্ক হইয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

فِي ظُهْرَانِهِمْ (তাহাদের সওয়ারী)। ظهران শব্দটির ظ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الظهر (ভারবাহী উট)-এর বহুবচন। অর্থাৎ তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে মদীনার উপরাঞ্চল হইতে তাহাদের কিছু সওয়ারী নিয়া আসার অনুমতি চাহিলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (যতক্ষণ না আমি তাহার সামনে থাকি)। অর্থাৎ قدامة (তাহার সামনে, তাহার আগে, তাঁহার সম্মুখে)। অথচ ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)কে কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অগ্রগামী হইতে নিষেধ করা। যাহাতে তাহাদের অজান্তে কোন কল্যাণকর বস্তু হাত ছাড়া না হইয়া যায়। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহার মর্ম হইতেছে ان لا يتقدمه فى الراى (অভিমত প্রদানে কেহ যেন তাঁহার অগ্রগামী না হয়)। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪)

بَخٍ بَخٍ (বাহ! বাহবা! চমৎকার!) بَخٍ بَخٍ শব্দটির خ বর্ণে সাকিন কিংবা যের দ্বারা হালকাভাবে পঠিত। ইহা এমন একটি শব্দ যাহা কল্যাণের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর গৌরবদান ও উহার সম্মান প্রদর্শনের উপর প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ৩:৪৩৪-৪৩৫)

مِنْ قَرَنِهِ (তাহার তূণ হইতে)। قرن শব্দটির ر ও ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। এই স্থানে ইহা দ্বারা جعبة النشاب (তীরন্দাজের তীর রাখার পাত্র, তূণ) মর্ম। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৪৩৫)

إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ (তবে ইহাও হইবে এক দীর্ঘ জীবন)। তিনি এই কথাটি শাহাদতের প্রতি আগ্রহী হইয়া বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৩৫)

(৪৭৯২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ". فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

(৪৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন কায়িস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আর তখন তিনি দুশমনের মুখোমুখি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারীর ছায়া তলে। তখন জীর্ণ আকৃতির জনৈক লোক দন্ডায়মান হইল এবং বলিল, হে আবূ মূসা (রাযি.)! আপনি কি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি (আবূ মূসা রাযি.) জবাবে বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি (রাবী) বলেন, তখন সেই ব্যক্তি নিজ সাথীবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর বলিল, আমি তোমাদেরকে (বিদায়ী) সালাম জানাইতেছি। তারপর সে তাহার তলোয়ারের কোষ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর নিজ তরবারীসহ দুশমনের কাছে গিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে নিহত (শহীদ) হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِيهِ (তাহার পিতা হইতে)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন কায়স (রাযি.) আর তিনিই হইলেন আবূ মূসা আশআরী (রাযি.)। এই হাদীছ তিরমিযী শরীফের জিহাদ অধ্যায়ে আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৫)

(৪৭৯৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْمَكَانَ. فَقَالُوا اللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ. فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا".

(৪৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার কতিপয় লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়া বলিল, আমাদের সহিত এমন কিছু লোক দিন যাঁহারা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিবেন। তখন তিনি আনসারগণের মধ্য হইতে এমন সত্তর ব্যক্তিকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিলেন যাঁহাদের কুররা (বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারীগণ) বলা হইত। (আনাস (রাযি.) বলেন) তাহাদের মধ্যে আমার মামা হযরত হারাম (বিন মিলহান রাযি.)ও ছিলেন। তাঁহারা (মদীনা মুনাওয়ারায়) কুরআন তিলাওয়াত করিতেন এবং রাত্রিতে ইহার মর্ম অনুধাবন ও শিক্ষায় অতিবাহিত করিতেন আর দিনের বেলায় জলাশয়ে যাইয়া পানি আনিয়া মসজিদে রাখিতেন এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা (বাজারে) বিক্রয় করিয়া বিক্রিলব্ধ অর্থে আসহাবে সুফ্ফা ও দুঃস্থ ফকীরদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। আর এই সকল (সম্মানিত সাহাবীগণ)কেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বীনশিক্ষা দেওয়ার জন্য) তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহারা (রাস্তায়ই বীরে মাউন নামক স্থানে) তাহাদের উপর আক্রমণ করিল এবং তাঁহারা গন্ত ব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহাদেরকে হত্যা (শহীদ) করিয়া দিল। আক্রান্তের সময় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে

আল্লাহ! আপনি আমাদের পক্ষ হইতে আমাদের নবীর কাছে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিন যে, আমরা আপনার সন্নিধানে পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছি আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, জনৈক অভিশপ্ত হযরত আনাস (রাযি.)-এর মামা হযরত হারাম (বিন মিলহান রাযি.)-এর পিছন দিক দিয়া আসিয়া বর্শা দিয়া বিদ্ধ করিয়া জান বাহির করিয়া নিল। তখন হযরত হারাম (রাযি.) বলিয়াছিলেন, কা'বার রব্বের কসম! আমি সফলকাম হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই মর্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পাইয়া) তাঁহার সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাদের ভাইগণ নিহত (শহীদ) হইয়াছেন। আর অন্তিম মুহূর্তে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পক্ষ হইতে আমাদের নবীকে সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন যে, আমরা আপনার সন্নিধানে পৌঁছিয়া গিয়াছি এই অবস্থায় যে, আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আর আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الوتر অধ্যায়ে باب القنوت قبل الركوع وبعده এবং কিতাবুল জিহাদ-এর باب العون، باب من ينكب او يطعن فى سبيل الله بالمدد আর কিতাবুল মাগাযীতে باب دعاء الامام على من نكث عهد এ- باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة রহিয়াছে। আর সহীহ মুসলিম শরীফেও ১৪৩১নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৬)

جَاءَ نَاسٌ (কতিপয় লোক)। তাহারা হইল অভিশপ্ত রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা এবং লিহয়ান গোত্র। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে 'কিতাবুল জিহাদে' কাতাদা (রহ.)-এর সূত্রে আনাস (রাযি.) হইতে রিওয়ায়তে উল্লেখ আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৬)

فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ (তাঁহাদের মধ্যে আমার মামা হারাম (রাযি.)ও ছিলেন)। তাঁহার নাম হারাম বিন মিলহান (রাযি.)। তিনি উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর ভাই। -(তাকমিলা ৩:৪৩৬)

يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ الخ (তাঁহারা পবিত্র কুরআন পাঠ করেন)। অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায়। ইহা দ্বারা তাঁহাদের 'কুররা' উপাধির কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৬)

فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ (উহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিল এবং তাঁহাদের হত্যা করিয়া দিল)। অর্থাৎ بئر معونة (বীরে মাউনা নামক স্থানে)।

إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا (তোমাদের ভাইগণ নিহত (শহীদ) হইয়াছেন)। ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকাশ্য মুজিযা রহিয়াছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত) তাহাদের নিহত হওয়ার সময়কার ঘটনাবলী এবং তাঁহারা শাহাদতের পূর্বমুহূর্তে যাহা বলিয়াছিলেন উহার সকল কিছু জানাইয়া দিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৩৭)

(৪৭৯৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرًا قَالَ فَشَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُيِّبْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِيَ اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَرَانِيَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ قَالَ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ أُخْتُهُ عَمَّتِيَ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا

عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا {قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ.

(৪৭৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ছাবিত (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আনাস (বিন মালিক রাযি.) বলিয়াছেন, আমার চাচা (আনাস বিন নযর রাযি.) যাহার নামানুসারে আমার নাম রাখা হইয়াছে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বদরের জিহাদে শরীক হইতে পারেন নাই। তিনি (রাবী) বলেন, ইহা তাঁহার জন্য খুবই বেদনাদায়ক ছিল। তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম জিহাদটিতে অনুপস্থিত ছিলাম। তারপর যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁহার পক্ষে জিহাদ করার কোন সুযোগ করিয়া দেন তাহা হইলে আমি কি করি তাহা আল্লাহ তা'আলা দেখিবেন। তিনি (রাবী) বলেন, ইহার অধিক কিছু বলিতে তিনি ভয় পাইতেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর ওহুদের দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তিনি (রাবী) বলেন, সা'দ বিন মুআয (রাযি.) যখন অগ্রসর হইলেন তখন আনাস (বিন মালিক রাযি.) তাঁহাকে (নিজ চাচাকে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ আমর (ইহা অনাস বিন নযর (রাযি.)-এর উপনাম)! কোথায় যাইতেছেন? তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, বাহ! চমৎকার! ওহুদের প্রান্ত হইতে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাইতেছি। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে প্রবৃত্ত হইয়া শহীদ হইয়া গেলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তারপর তাঁহার শবদেহে আশিটিরও বেশী তরবারী, বর্শা ও তীরের আঘাত (-এ ক্ষত-বিক্ষত) পাওয়া যায়। তিনি (রাবী আনাস রাযি.) বলেন, তাঁহার বোন এবং আমার ফুফু রুবাইয়্যি বিন্‌ত নযর (রাযি.) বলেন, আমার ভাইকে কেবল আঙ্গুলের জোড়াগুলি দেখিয়াই আমি সনাক্ত করিয়াছি (অন্য কোন চিহ্ন বাকী ছিল না)। তখন এই আয়াত নাযিল হইল, رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (কতক লোক আছে যে, তাহারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যেই কথার অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছে। অনন্তর তাহাদের কেহ কেহ মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ আগ্রাহান্বিত রহিয়াছে। আর তাহারা তাহাদের সংকল্প একটুও পরিবর্তন করে নাই। –সূরা আহযাব ২৩) তিনি (রাবী) বলেন, সাহাবীগণ মনে করিতেন যে, এই আয়াতখানা তাঁহার এবং তাঁহার সাথীগণের শানে নাযিল হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ (আমার চাচা যাহার নামানুসারে আমার নাম রাখা হইয়াছে)। অর্থাৎ আনাস বিন নযর (রাযি.)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৮)

فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا (ইহার অধিক কিছু বলিতে তিনি ভয় পাইতেন)। অর্থাৎ তিনি ভয় পাইতেন যে, এমন কোন বস্তু নিজের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া নিলে যদি তিনি উহা সম্পাদনে অপারগ হন। আর এই কারণেই অস্পষ্ট (দ্ব্যর্থক) উল্লেখ করিয়াছেন। তবে বর্ণনা প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা দ্বারা তিনি মর্ম নিয়োছেন, জিহাদে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবৃত্ত হইবেন এবং পালায়ন করিবেন না। -(তাকমিলা ৩:৪৩৮)

الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ (রুবাইয়্যি বিন্‌ত নযর রাযি.)। الرُّبَيِّعُ শব্দটির ر বর্ণে পেশ ب বর্ণে যবর এবং ى বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত। তাহার ঘটনা ৪২৫২নং হাদীছে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৯)

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করে সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ গণ্য হওয়ার বিবরণ

(৪৭৯৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ".

(৪৭৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। অন্য এক ব্যক্তি স্মরণীয় হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে; অপর এক ব্যক্তি নিজের বীরত্বের স্থান প্রকাশের জন্য যুদ্ধ করে, ইহাদের মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করে বলিয়া গণ্য হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ মূসা আশআরী রাযি.)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুল জিহাদে باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا কিতাবুল খুমুস-এ باب من قاتل للمغنم هل ينقص اجره কিতাবুল ইলম-এ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا এবং কিতাবুত তাওহীদে আছে। তাহা ছাড়া তিরমিযী ও ইবন মাজা গ্রন্থদ্বয়ে কিতাবুল জিহাদে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৩৯)

يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ (যুদ্ধ করে স্মরণীয় হওয়ার জন্য)। অর্থাৎ যাহাতে তাহার বীরত্বের বিষয়টি লোকসমাজে আলোচিত হইয়া খ্যাতি লাভ করে। আর আগত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত السمعة (সুখ্যাতি, সুনাম) দ্বারা ইহাই মর্ম। -(তাকমিলা ৩:৪৩৯)

يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ (যুদ্ধ করে নিজের বীরত্বের স্থান প্রদর্শনের জন্য)। অর্থাৎ যাহাতে লোকেরা তাহার বীরত্বের উচ্চ মর্যাদাটি প্রদর্শন করে। আর ইহাই الرياء (আত্মপ্রদর্শন)। -(তাকমিলা ৩:৪৩৯)

(৪৭৯৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ".

(৪৭৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে,

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, যেই ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদ করে, যেই ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থে যুদ্ধ করে এবং যেই ব্যক্তি আত্মপ্রদর্শনে যুদ্ধ করে। তাহাদের মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে তাহার যুদ্ধই কেবল আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً (আর যেই ব্যক্তি গোত্রের স্বার্থে যুদ্ধ করে)। অর্থাৎ যে নিজের পরিবার-পরিজন কিংবা গোত্রের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করে। -(তাকমিলা ৩:৪৪০)

(৪৭৯৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَجَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৪৭৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিলাম অতঃপর আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যকার এক লোক বীরত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৭৯৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ "مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(৪৭৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহিমান্বিত আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর প্রশ্নকারী লোক বলিল, এক ব্যক্তি ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে। আর কেহ গোত্রের স্বার্থে যুদ্ধ করে। তখন তিনি তাহার দিকে মুবারক মাথা তুলিয়া তাকাইলেন। আর তাঁহার মুবারক মাথা তোলা কেবল এই করণে ছিল যে, প্রশ্নকারী লোকটি দন্ডায়মান অবস্থায় ছিল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কালিমা সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে তাহার যুদ্ধই কেবল আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُقَاتِلُ غَضَبًا (ক্রোধের বশে যুদ্ধ করে)। অর্থাৎ لاجل حظ نفسه (নিজ সত্তার প্রাচুর্য্যের নিমিত্তে)। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তসমূহের সংক্ষেপ হইতেছে যে, যেই যুদ্ধ এই পাঁচটি বস্তু ঃ "গনীমত লাভ, বীরত্বের প্রদর্শন, রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শন, গোত্রের স্বার্থে এবং ক্রোধের বশে"-এর কারণে সম্পাদিত হয় উহার প্রতিটির মধ্যে প্রশংসা এবং তিরস্কার শামিল রহিয়াছে। এই কারণেই তাহার প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ-সূচক কিংবা না-সূচক কোনটিই লাভ হয় নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৪০)

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

অনুচ্ছেদ ঃ লোক দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে যেই ব্যক্তি যুদ্ধ করে সে জাহান্নামের যোগ্য-এর বিবরণ

(৪৭৯৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ.
ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ".

(৪৭৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারেছী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা লোকজন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট হইতে বিদায় নিতেছিলেন। এমন সময় সিরিয়াবাসী নাতিল (রাযি.) বলিলেন, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন এমন একখানা হাদীছ আমাদেরকে শুনান। তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম যাহার বিচার করা হইবে, সে হইল এমন এক লোক যে শহীদ হইয়াছিল। তাঁহাকে উপস্থিত করা হইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিয়ামতসমূহের কথা তাহাকে বলিবেন এবং সে উহার সকল কিছুই চিনিতে পারিবে (এবং স্বীকারও করিবে)। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিবেন, ইহার বিনিময়ে তুমি কি আমল করিয়াছিলে? সে (জবাবে) বলিবে, আমি আপনার রাস্তায় জিহাদ করিয়াছি। অবশেষে শহীদ হইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ; বরং তুমি এইজন্য যুদ্ধ করিয়াছিলে– যাহাতে তোমাকে লোকে বলে, তুমি বাহাদুর। আর তাহা বলা হইয়াছে।

তারপর নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেই মতে তাহাকে উপুড় করিয়া হেঁচড়াইয়া নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অতঃপর এমন এক ব্যক্তির ফায়সালা করা হইবে, যে ইলম অর্জন করিয়াছিল এবং উহা শিক্ষা দিয়াছিল আর কুরআন মাজীদ অধ্যায়ন করিয়াছিল। তখন তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ তাহাকে জানাইবেন এবং সেও উহা স্মরণ করিতে পারিবে (এবং স্বীকার করিবে)। তখন আল্লাহ তা'আলা (তাহাকে উদ্দেশ্য) করিয়া ইরশাদ করিবেন, ইহার বিনিময়ে তুমি কি আমল করিয়াছিলে? সে (জবাবে) আরয করিবে, আমি ইলম অর্জন করিয়াছি এবং উহা শিক্ষা দিয়াছি আর আপনারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদ অধ্যায়ন করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা (জবাবে) ইরশাদ করিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ; বরং তুমি ইলম শিক্ষা করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে আলিম বলে। আর কুরআন মজীদ অধ্যায়ন করিয়াছিলে

যাহাতে লোকেরা বলে, তিনি একজন কারী। তাহা বলা হইয়াছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেই মতে তাহাকেও উপুড় করিয়া হেঁচড়াইয়া নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তারপর এমন এক লোকের ফায়সালা করা হইবে– যাহাকে আল্লাহ তা'আলা (আর্থিক) স্বচ্ছলতা এবং সর্বপ্রকার সম্পদ দ্বারা প্রাচুর্য্য দান করিয়াছিলেন। তাহাকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাহাকে বলিবেন। সে তাহা চিনিতে পারিবে (এবং স্বীকারও করিবে)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে (জবাবে) আরয করিবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নাই যাহাতে সম্পদ ব্যয় করা আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সেই খাতে আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করি নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ; বরং তুমি এই জন্য ব্যয় করিয়াছিলে, যেন লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে। আর তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে, সেই মতে তাহাকেও উপুড় করিয়া হেঁচড়াইয়া নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (লোকজন আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট হইতে বিদায় নিতেছিলেন)। এই হাদীছ নাসাঈ শরীফে জিহাদ অধ্যায়ের باب من قاتل ليقال فلان جريئ এবং তিরমিযী শরীফে الزهف অধ্যায়ের باب جاء في الرياء والسمعة এ- এ আছে। আর تفرق الناس (লোকজন বিদায় হইতেছিল) দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তাহারা হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর চারিপাশে সমবেতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৪১)

نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ (সিরিয়াবাসী নাতিল রহ.)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়তে আছে فقال له ناتل الشامى (তখন নাতিল শামী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন)। তিনি হইলেন, নাতিল বিন কায়স খাযামী শামী। ফিলিস্তিনে বসবাস করিতেন। তিনি তাবেঈ ছিলেন এবং পিতা ছিলেন সাহাবী (রাযি.)। তিনি ছিলেন তাঁহার গোত্রের নেতা। আল্লামা আর-মাযরী (রহ.) বলেন, الناتل হইল المتقدم (সম্মুখবর্তী, অগ্রবর্তী, উন্নত)। আর কোন ব্যক্তি অগ্রবর্তী হইলে نتل الرجل বলা হয়। ইহা হইতেই কোন ব্যক্তিকে নাতিল নামে নামকরণ করা হয়। আর নাসাঈ শরীফে খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فقال قائل من اهل الشام (তখন সিরিয়াবাসীর কোন এক প্রশ্নকারী তাঁহাকে (আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে) প্রশ্ন করিলেন)।

বলাবাহুল্য তিরমিযী শরীফে উকবা বিন মুসলিম (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীছের সম্বোধিত ব্যক্তি হইলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) আর তাঁহার কাছে প্রশ্নকারী হইলেন শুফায়্যি আসবাহী (شُفَيٌّ الاصبحىّ)। কাজেই শুফায়্যি (شُفَيٌّ) হয়তো তাঁহার নাম এবং নাতিল (ناتل) তাঁহার উপাধি। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ আত-তাহযীব গ্রন্থে শুফায়্যি বিন মাতি' (شفى بن ماتع) জীবনী লিখিয়াছেন। কিন্তু 'নাতিল'-এর কথা উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ এতদুভয়ের কেহ তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিংবা দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৪২)

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম যাহার ফায়সালা করা হইবে ...)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ সেই হাদীছের বিপরীত নহে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে : اول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله الصلوة (কিয়ামতের দিন মুসলিম বান্দার সর্বপ্রথম যেই আমলের হিসাব নেওয়া হইবে তাহা হইতেছে নামায)। এবং সেই হাদীছেরও বিপরীত নহে যাহাতে বর্ণিত আছে اول ما يقضى فيه الدماء (কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হইবে)। কেননা, সর্বপ্রথমের সংপৃক্ততা বিভিন্ন প্রকারের সহিত রহিয়াছে। সুতরাং

আলোচ্য হাদীছের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে কৃত এই তিনটি নেক আমল সম্পাদনকারীর হিসাব নেওয়া হইবে। দ্বিতীয় হাদীছের মর্ম হইতেছে দ্বীনের রুকনসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হইবে। আর তৃতীয় হাদীছের মর্ম হইতেছে– যুলুম-অত্যাচারসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের হিসাব নেওয়া হইবে। সুতরাং এই সকল হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৪৪২)

كَذَبْتَ (তুমি মিথ্যা বলিয়াছ)। অর্থাৎ তোমার এই কথা যে, তুমি ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিয়াছ।

فَقَدْ قِيلَ (কাজেই তাহা বলা হইয়াছে)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) নাসাঈ শরীফের হাশিয়ায় লিখেন, স্বভাবত এই কথাটি অর্জিত হওয়ার ভিত্তিতে বলা হইয়াছে। অন্যথায় আমল নষ্ট হওয়ার জন্য এই কথার উপর নির্ভরশীল নহে; বরং লোক দেখানোর নিয়্যাতই তাহার আমল নষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। -(তাকমিলা ৩:৪৪২)

أُلْقِيَ فِي النَّارِ (জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে)। ইহাতে গায়রুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমল সম্পাদন-কারীর প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। -(তাকমিলা ৩:৪৪২)

(৪৮০০) حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ.

(৪৮০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরাম (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.) হইতে, তিনি (تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ) تَفَرَّجَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِ (লোকজন আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকট হইতে উঠিয়া যাইতেছিলেন, তখন সিরিয়ার 'নাতিল' (রহ.) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন) এর- اهل الشَّامِ এর স্থলে) বর্ণনা করেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী খালিদ বিন হারিছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ করিয়া যাহারা গনীমত লাভ করিয়াছেন আর যাহারা তাহা লাভ করেন নাই তাহাদের ছাওয়াবের পরিমাণ-এর বিবরণ

(৪৮০১) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ".

(৪৮০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই বাহিনী আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করিল এবং উহার গনীমত লাভ করিল তাহারা (এই দুন্‌ইয়াতেই) আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় নগদ পাইয়া গেল। তাহাদের জন্য (আখিরাতে) কেবল এক তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রহিল। আর যেই বাহিনী কোন গনীমত লাভ করিল না, তাহাদের পূর্ণ ছাওয়াব পাওনা রহিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو (আবদুল্লাহ বিন আমর (রহ.) হইতে)। এই হাদীছ আবূ দাউদ শরীফে الجهاد অধ্যায়ের باب ثواب السرية التى تخفق নাসাঈ শরীফের الجهاد অধ্যায়ে باب فى السرية تخفق ইবন মাজা গ্রন্থে الجهاد অধ্যায়ে باب النية فى القتال -এর মধ্যে এবং মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৪৩)

إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ (তবে তাহারা (দুন্ইয়াতেই) আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় নগদ পাইয়া গেল)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, মুজাহিদগণের মধ্যে যাহারা গনীমত লাভ করে তাহারা দুই-তৃতীয়াংশ ছাওয়াব কম পাইবে সেই সকল মুজাহিদগণ হইতে যাহারা গনীমত লাভ করে নাই। কতিপয় আলিম ইহার উপর প্রশ্ন করিয়াছেন যে, গনীমত হইতেছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে একটি নিয়ামত, যাহা এই উম্মতের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে ইহা লাভ করিলে জিহাদের ছাওয়াব হ্রাস পাইবে কেন? আর যদি ইহার কারণে ছাওয়াব হ্রাস পাইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনে ইযাম যাহারা গনীমত দ্বারা উপকৃত হওয়া হইতে ছাওয়াব লাভের প্রতি অত্যধিক প্রত্যাশিত ছিলেন তাহারা কখনও গনীমতের মাল গ্রহণ করিতেন না। অধিকন্তু গনীমত যদি জিহাদের ছাওয়াব হ্রাস করিত তাহা হইলে আসহাবে ওহুদের উপর আসহাবে বদরের ফযীলত হইত না।

বস্তুতঃভাবে আলোচ্য হাদীছের উপর কোন প্রশ্ন হয় না। কেননা, কষ্ট এবং মুসীবতের পরিমাণের ভিত্তিতে ছাওয়াব লাভ হয়। আর নিঃসন্দেহে ক্ষত কিংবা গনীমত হইতে বঞ্চিত ব্যক্তি অক্ষত ও গনীমত প্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে অধিক মুসীবতে সমাবৃত হইয়া থাকে। কাজেই তাহার ছাওয়াব তুলনামূলক বড় হইবে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ৬:১০ পৃষ্ঠায় বলেন, কতিপয় মুতায়াখ্খিরীন হইতে দুই তৃতীয়াংশের বিনিময়ের একটি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা নকল করিয়াছেন। আর তাহা হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের তিনটি মহত্ত্ব প্রণয়ন করিয়াছেন। দুইটি পার্থিব আর একটি পারলৌকিক। মুজাহিদের পার্থিব দুইটি মহত্ত্ব হইতেছে, নিরাপত্তা এবং গনীমত লাভ আর পারলৌকিক মহত্ত্ব হইতেছে– জান্নাতে প্রবেশ করা। কাজেই কোন মুজাহিদ যখন গনীমত নিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে। আর তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট এক-তৃতীয়াংশ (জান্নাত) অবশিষ্ট থাকে। আর যদি গনীমত ব্যতীত প্রত্যাবর্তন করে তবে ইহার মুকাবালায় তাহাকে ছাওয়াব দিয়া দিবেন। তাই আলোচ্য হাদীছে মুজাহিদকে যেন বলা হইল, যখন দুন্ইয়ার কোন বস্তু তোমার হাতছাড়া হইবে তবে পরিতাপের কোন কারণ নাই। ইহার বিনিময়ে তোমাকে ছাওয়াব দেওয়া হইবে। আর জিহাদের জন্য নির্ধারিত ছাওয়াব তো উভয় দলের জন্য লাভ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৪৩-৪৪৪)

(৪৮০২) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ".

(৪৮০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন কোন গাজী নাই যাহারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করিল, গনীমত লাভ করিল এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিল তবে তাঁহারা আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় (দুন্ইয়াতেই) নগদ পাইয়া গেল। আর যেই গাজী কিংবা বাহিনী (গনীমতবিহীন) খালি হাত এবং ক্ষত-বিক্ষত (কিংবা শহীদ) হইয়া ফিরিল তবে তাহাদের পূর্ণ ছাওয়াবই পাওনা রহিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْسَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ (কিংবা বাহিনী (গনীমতবিহীন) খালি হাতে এবং ক্ষত-বিক্ষত (কিংবা শহীদ) হইয়া ফিরিল)। الاخفاق হইতেছে ان يغزو ولا يغنوا شيئا (তাহারা জিহাদ করিয়াছে কিন্তু গনীমতের কোন বস্তু লাভ করে নাই)। অনুরূপ, কোন বস্তুর আবেদনকারীর যখন উহা তাহার লাভ না হয় তখন اخفق (হতাশ হওয়া) বলা হয়। আর ইহা হইতেই اخفق الصائد বলা হয়, যখন তাহার হাতে কোন শিকার পতিত না হয়। শরহে নওয়াভীতে অনুরূপ আছে। আর الاصابة দ্বারা এই স্থানে শাহাদত কিংবা ক্ষত-বিক্ষত হওয়া মর্ম, যাহা নিরাপদের বিপরীত। -(তাকমিলা ৩:৪৪৫)

بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"
وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَعْمَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিয়্যত অনুসারে আমলের ছাওয়াব, জিহাদ প্রভৃতিও আমলের অন্তর্ভুক্ত

(৪৮০৩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

(৪৮০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আমলসমূহের ছাওয়াব নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং কোন ব্যক্তি কেবল উহাই লাভ করে যাহা সে নিয়্যত করে। কাজেই যাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে বলিয়া গণ্য হইবে। আর যাহার হিজরত পার্থিব কোন স্বার্থ কিংবা কোন মহিলা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হইবে তাহার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের প্রারম্ভে بدء الوحى অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া ঈমান অধ্যায়ে ৫৪, কিতাবুল ইত্ক ২৫২৯, মানাকিবুল আনসার অধ্যায়ে ৩৮৯৮, নিকাহ অধ্যায়ে ৫০৭০, আয়মান ওয়ানমার অধ্যায়ে ৬৬৮৯ এবং الحيل অধ্যায়ে ৬৯৫৩ ক্রমিক সংখ্যায় সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৪৫)

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (নিশ্চয়ই আমলসমূহের ছাওয়াব নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)। এই হাদীছখানা ইসলামের শ্রেষ্ঠ নীতিমালা। কাযী ইয়ায (রহ.) ইমামগণ হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই হাদীছ ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ। আল্লামা আইনী (রহ.) নিজ 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে ইহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইসলাম হইতেছে قول (কথা) فعل (কাজ) এবং نية (নিয়্যত)-এর সমষ্টির নাম। কাজেই 'নিয়্যত' ইসলামের এক-তৃতীয়াংশ। আর এই হাদীছ নিয়্যতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লামা হাফিয ইবন মাহদী (রহ.) বলেন, "যেই ব্যক্তি গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা করে তিনি যেন এই হাদীছ দ্বারা আরম্ভ করেন। আর আমি যদি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে এই

হাদীছ দ্বারা শুরু করিতাম। আল্লামা আবূ বকর বিন দাসা (داسة) রহ. বলেন, আমি আবূ দাউদকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পাঁচ লক্ষ হাদীছ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আর ইহার মধ্যে চার হাজার হাদীছ নির্বাচন করিয়াছি। ইহার মধ্যে আটশত হাদীছ আহকাম (শরীআতের বিধি-বিধান) সম্পর্কিত। তবে যুহদ তথা তপস্যা এবং ফাযায়িলের হাদীছসমূহ আমি (বাছাই করিয়া) বাহির করি নাই। অবশ্য মানুষ দ্বীনের উপর থাকার জন্য এই চারিখানা হাদীছই যথেষ্ট। (১) الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (আমলসমূহের ছাওয়াব নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল), (২) الاحلال بين والحرام بين (হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট), (৩) من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه (মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হইল অযথা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা) এবং (৪) কোন মুমিন, কামিল মুমিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে তাহা তাহার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করিবে। -(উমদাতুল কারী ১:২৭)

النية এর আভিধানিক অর্থ ঃ

النية শব্দটি باب ضرب-এর মাসদার। আবার اسم جامد হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বহুবচন النيات আসে। ইহার আভিধানিক অর্থ القصد (সংকল্প করা) এবং ارادة القلب (আন্তরিক ইচ্ছা করা)

النية এর পারিভাষিক অর্থ ঃ আল্লামা বায়যাবী (রহ.) বলেন, هى اثبات القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرحالا اومالا (বর্তমান ভবিষ্যতে উপকার লাভ কিংবা ক্ষতি প্রতিহত করণের উদ্দেশ্যে অবস্থার অনুকূলে বিবেচিত কাজের প্রতি অন্তরের উদ্দীপনা গ্রহণ করাকে نية বলে)। শরীআত নিয়্যতকে বিশেষভাবে এমন কাজের প্রতি মনোযোগী করে যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁহার হুকুম পালন করা হয়। এই হাদীছে নিয়্যতকে আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হইবে যাহাতে হাদীছে পরবর্তী অংশের সহিত সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন হয় এবং ইহা মুহাজিরের অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে বন্টিত হয়। কেননা ইহাতে নিয়্যতের সংক্ষিপ্ততার বিশদ বিবরণ রহিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের উহ্য বাক্যটি হইবে انما الاعمال تثاب بالنية (নিশ্চয় আমলসমূহের ছাওয়াব নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)। কাজেই কোন ব্যক্তিকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যকৃত নেক আমলেরই ছাওয়াব দেওয়া হইবে। আর اعمال (আমলসমূহ) দ্বারা الاعمال المشرعية (শরীআতসম্মত আমলসমূহ) মর্ম। যেমন হিজরতের উদাহরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শরীআতসম্মত নহে এমন আমলসমূহের ছাওয়াব দেওয়া হইবে না, যদিও ইহা নেক নিয়্যতে লোকেরা করে। আর শরীআতসম্মত আমলসমূহ চাই ওয়াজিব হউক, মাসনূন হউক কিংবা মুবাহ হউক। ইহার উপর নিয়্যত হিসাবে ছাওয়াব দেওয়া হইবে। তবে মুবাহ কর্মসমূহ যদি লোকেরা নেক নিয়্যতে না করে তবে ছাওয়াব দেওয়া হইবে না আর না আযাব। যেমন খাদ্য আহার করা। ইহা মুবাহ আমল, কিন্তু ইহা যখন লোকেরা নেক কর্মসমূহ করিবার শক্তি অর্জনের নিয়্যতে আহার করে তখন ইহার উপর ছাওয়াব দেওয়া হইবে।

আলোচ্য হাদীছের মাকসূদ (তথা অভীষ্ট লক্ষ্য) হইতেছে যে, আমালে সালিহা খালিস আল্লাহর জন্য হওয়ার তাকীদ করা এবং রিয়া, সুখ্যতি এবং দুন্ইয়াবী স্বার্থে সম্পাদনের কলঙ্ক হইতে পাক-পবিত্র রাখা। -(তাকমিলা ৩:৪৪৬)

وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى (এবং কোন ব্যক্তি কেবল তাহাই লাভ করিবে যাহা সে নিয়্যত করিয়াছে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, বিশেষজ্ঞগণ বলেন إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ এর পর وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوى এর উল্লেখ করার দ্বারা ফায়দা হইতেছে যে, নিয়্যতকৃত আমলটি সুনির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। কাজেই কোন মানুষের যদি صلاة مقضية

(কাযা নামায) তাহার যিম্মায় থাকে তবে তাহার জন্য الصلاة الفائتة (ছুটিয়া যাওয়া নামায)-এর নিয়্যত করা যথেষ্ট নহে; বরং ইহা যুহর কিংবা অন্য নামায উহার সুনির্দিষ্টভাবে নিয়্যত করা শর্ত। -(তাকমিলা ৩:৪৪৭)

أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا (কিংবা কোন মহিলা বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হইবে)। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিশেষভাবে একজন মহিলার উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, এই হাদীছ মুহাজিরে উম্মু কায়স (রাযি.)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হইয়াছে। আর মুহাজিরে উম্মু কায়িস (রাযি.)-এর ঘটনাটি সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন: من هاجر يبتغى شيئا فانما له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها ام قيس فكان يقال له مهاجر ام قيس (যেই ব্যক্তি কোন বস্তুর জন্য হিজরত করে তবে উহাই তাহার জন্য, জনৈক ব্যক্তি উম্মু কায়স নামে এক মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়াছিল। ফলে তাহাকে মুহাজিরে উম্মে কায়স বলা হয়।

আল্লামা তিবরানী (রহ.) অন্য সূত্রে আ'মাশ (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করেন: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها ام قيس فابت ان تتزوجه حتى يهاجر. فهاجر فتزوجها. فكنا نسميه مهاجر ام قيس (আমাদের মধ্যকার এক লোক উম্মু কায়স নামে এক মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন তিনি তাহাকে হিজরত না করা পর্যন্ত বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। সে মতে তিনি হিজরত করিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিলেন। ফলে আমরা তাহাকে মুহাজিরে উম্মে কায়স নামে নামকরণ করিলাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ১:১০ পৃষ্ঠায় লিখেন। ইহার সনদ শায়খায়নের শর্তের উপর সহীহ। কিন্তু ইহাতে এই কথা নাই যে, حديث الاعمال (আ'মালের হাদীছ) তাহার সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। আর অন্য কোন রিওয়ায়তে আমি দেখি নাই যে, উহাতে সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলা হইয়াছে যে, حديث الاعمال (আমালের হাদীছ) উম্মুল কায়স (রাযি.) ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৪৭-৪৪৮)

(৪৮০৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৮০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবুর রবী' আতাকী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তাহারা সকলেই রাবী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ মর্মের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে সুফয়ান বর্ণিত হাদীছে আছে, আমি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)কে মিম্বরের উপর আরোহী অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় শাহাদতের প্রত্যাশা করা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(৪৮০৫) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ".

(৪৮০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি নিষ্ঠার সাহিত শাহাদতের প্রত্যাশা করে তাহাকে উহা (-এর ছাওয়াব) দান করা হয় যদিও সে প্রকাশ্যভাবে শাহাদত লাভ করিতে পারে নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ (তাহাকে উহা দান করা হয় যদিও সে শাহাদত লাভ না করে)। অর্থাৎ তাহাকে শাহাদতের ছাওয়াব দেওয়া হয় যদিও সে প্রকাশ্যভাবে শাহাদতবরণ না করে। এই বিষয়টি আগত হাদীছে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৪৯)

(৪৮০৬) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ". وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِى حَدِيثِهِ "بِصِدْقٍ".

(৪৮০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন হুনায়ফ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি নিষ্ঠার সাহিত আল্লাহ তা'আলার সমীপে শাহাদতের প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শহীদগণের মর্যাদায় অভিষিক্ত করিবেন– যদিও সে (শহীদ হইবার সুযোগ না পাইয়া) নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।

ফায়দা

عَنْ جَدِّهِ (তাহার দাদা হইতে)। অর্থাৎ সাহল বিন হুনায়ফ আনসারী (রাযি.)। তিনি সাবিকীন (পূর্ববর্তী ইসলাম গ্রহণকারীগণ)-এর একজন। বদরের জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহুদের দিন মানুষ যখন ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করিয়া দৃঢ়পদ ছিলেন। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধে হাযির ছিলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফত যুগে জংগে জামালের পর তাহাকে বাসরার প্রশাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি হিজরী ৩৮ সনে ইনতিকাল করেন। হযরত আলী (রাযি.) তাহার জানাযার নামায পড়ান এবং তাহার উপর ছয় কিংবা পাঁচ তাকবীর দেন। অতঃপর বলেন, নিশ্চয়ই তিনি বদরী (সাহাবী)। -(আল ইসাবা ২:৮৬)-(তাকমিলা ৩:৪৪৯)

بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নাই এবং জিহাদের বাসনাও করে নাই তাহার মৃত্যু অশুভ

(৪৮০৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ". قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنُرَى أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৮০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন সাহম আন্তাকী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিল, অথচ জিহাদ করিল না এবং জিহাদের বাসনাও ব্যক্ত করিল না সে যেন মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিল। রাবী ইবন সাহম (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.) বলেন, তবে আমাদের ধারণা হইল এই হুকুমটি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنُرَى أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তবে আমাদের ধারণা হইল এই হুকুমটি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য)। এই বাক্যে نُرى শব্দটির ن বর্ণে পেশ দ্বারা البناء للمجهول হিসাবে পঠিত। অর্থাৎ نظن (আমাদের ধারণা হইল) আর এই কথাটি ইবনুল মুবারক (রহ.) সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলিয়াছেন। আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহার হুকুম ব্যাপক। ইহার দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যেই ব্যক্তি এইরূপ করে সে জিহাদ হইতে পশ্চাদপদ মুনাফিকদের এই গুণের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করিল। কেননা জিহাদ তরক করা নিফাকের একটি শাখা। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেই ব্যক্তি কোন ইবাদতের নিয়্যত করিল অতঃপর তাহা সম্পাদনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিল তাহার উপর সেই অভিযোগ অর্পিত হইবে না যাহা সেই ব্যক্তির উপর অর্পিত হইবে যে, নিয়্যত করে নাই এমতাবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিত্তিতেই উলামায়ে ইযামের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মতানৈক্য হইয়াছে যে, যে প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায়ে নিয়্যতে বিলম্ব করে। অতঃপর সে উহা সম্পাদনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে কিংবা হজ্জ আদায়ে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্ব করে। আর উহা সম্পাদনের পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করে তাহারা গুনাহগার হইবে কি না? সহীহ মতে হজ্জের ক্ষেত্রে গুনাহগার হইবে, নামাযের ক্ষেত্রে নহে। কেননা, সালাতের সময় কাছাকাছি। কাজেই ইহাকে বিলম্বের কারণে শিথিলতার সহিত সম্পৃক্ত করা যায় না। পক্ষান্তরে হজ্জ। আর কেহ বলেন উভয়ই গুনাহগার হইবে। আর কেহ বলেন, উভয়ের কেহই গুনাহগার হইবে না। আর কেহ বলেন, হজ্জের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ব্যক্তি গুনাহগার হইবে, যুবকেরা গুনাহগার হইবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী, তাকমিলা ৩:৪৫১)

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ রোগ-ব্যাধি কিংবা অন্য কোন ওযরের কারণে যেই ব্যক্তি জিহাদে যাইতে পারিল না, তাহার ছাওয়াব-এর বিবরণ

(৪৮০৮) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَقَالَ "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ".

(৪৮০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক জিহাদে ছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই মদীনায় এমন কতিপয় লোক রহিয়াছে যখন তোমরা পথ চল কিংবা কোন উপত্যকা অতিক্রম কর তখন তাহারা তোমাদের সহিত রহিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা সেই ছাওয়াব লাভ করিবে যাহা তোমরা লাভ কর)। রোগ-ব্যাধি তাহাদেরকে (তোমাদের সহিত আসিতে) বারণ করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ (তবে তাহারা তোমাদের সহিত রহিয়াছে)। অর্থাৎ তাহাদের নিয়্যত থাকার কারণে ছাওয়াব প্রাপ্তিতে তোমাদের সহিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি নেক কাজের নিয়্যত করিলে অতঃপর ওযরের কারণে তাহা সম্পাদনে সক্ষম না হইলেও তাহার নিয়্যতের কারণে ছাওয়াব পাইবে। -(ঐ)

(৪৮০৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ "إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ".

(৪৮০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ওকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, তবে তাঁহারা তোমাদের সহিত ছাওয়াব প্রাপ্তির মধ্যে অংশীদার রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا شَرِكُوكُمْ (তবে তাঁহারা তোমাদের সহিত অংশীদার রহিয়াছে)। شَرِكُو শব্দটির ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে المشاركة (অংশীদারিত্ব)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৪৫২)

بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্র বক্ষে জিহাদের ফযীলত-এর বিবরণ

(৪৮১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ

فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". يَشُكُّ أَيَّهُمَا قَالَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللّٰهِ". كَمَا قَالَ فِي الأُولٰى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". فَرَكِبَتْ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

(৪৮১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রাযি.)-এর ঘরে যাইতেন। তাঁহাকে আপ্যায়ন করা হইত। আর উম্মু হারাম (রাযি.) ছিলেন উবাদা বিন সামিত (রাযি.)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তাঁহার ঘরে গেলেন এবং তিনি তাঁহাকে আপ্যায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) মাথার উকুন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় জাগ্রত হইলেন যে, তিনি হাসিতেছিলেন। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বলেন (আমি জিজ্ঞাসা করিলাম) ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কে হাসাইল? তিনি (জবাবে) বলিলেন। আমার উম্মতের এমন কিছু লোক আমার সামনে পেশ করা হইল, যাহারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদরূপে রাজা-বাদশাহর মর্যাদায় এই সমুদ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সিংহাসনে আসীন হইবে। কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছে, রাজা-বাদশাহের ন্যায় সিংহাসনে আসীন হইবেন। রাবীর সন্দেহ এতদুভয়ের কোনটি তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি মুবারক মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। আবার জাগ্রত হইয়া হাসি দিলেন। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বলেন, আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাইল? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের কতিপয় লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়, আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় গাজীরূপে, তারপর প্রথম ইরশাদের অনুরূপ বলিলেন। তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাদের প্রথম সারির একজন হইবে। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর যুগে উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রাযি.) (সাইপ্রাস (দ্বীপ)-এর যুদ্ধে) সমুদ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র হইতে বহির্গমন কালে বাহন হইতে পতিত হইয়া শাহাদতবরণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের জিহাদ অধ্যায়ের باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء এর মধ্যে দুই স্থানে এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহের ১১ স্থানে সংকলন করিয়াছেন। আর আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে জিহাদ অধ্যায়েও এই হাদীছ সংকলন করা হইয়াছে। -(ঐ)

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হারাম বিন মিলহান (রাযি.)-এর ঘরে যাইতেন)। ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থের الاستئذان অধ্যায়ে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। كان رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুবায় যাইতেন তখন উম্মু হারাম (রাযি.)-এর বাড়ীতে তাশরীফ নিতেন) ইহা জানানো

হইল যে, উম্মু হারাম (রাযি.)-এর বাড়ী কুবায় ছিল। আর উম্মু হারাম (রাযি.)-এর নাম ছিল আর-রমীসা (الرميصاء) তিনি আনাস (রাযি.)-এর খালা। আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধ সম্পর্কের খালা ছিলেন। আর কেহ বলেন, তাঁহার পিতার দিকের খালা। আর কেহ বলেন, দাদার দিকের খালা। কেননা, জনাব আবদুল মুত্তালিবের মা বনূ নাজ্জারের আনসারিয়া ছিলেন। শারেহ নওয়াভী ও উবাই (রহ.) কাযী ইয়ায (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৫৩)

وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (আর উম্মু হারাম (রাযি.) ছিলেন উবাদা বিন সামিত (রাযি.)-এর স্ত্রী)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, নিদ্রা যাওয়ার ঘটনার সময় তিনি উবাদা (রাযি.)-এর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু আগত (৪৮০৯নং) হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ঘটনার পর উবাদা (রাযি.) তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাকে নিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠে (নৌকায়) আরোহণ করিয়া (সাইপ্রাস দ্বীপের যুদ্ধে) রওয়ানা হইয়াছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থে ইহাকেই সহীহ বলিয়াছেন। সুতরাং বাক্যটি এই স্থানে جملة معترضة (মধ্যবর্তী বাক্য) হিসাবে ব্যবহৃত قصة المنام (নিদ্রার ঘটনা)-এর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। -(ঐ)

تَفْلِي رَأْسَهُ (তিনি তাঁহার মুবারক মাথার উকুন দেখিতে লাগিলেন)। تفلى শব্দটির ت বর্ণে যবর ل বর্ণে যের পঠনে অর্থাৎ تفتش ما فيه من قمل او نحوه (তিনি তাঁহার মুবারক মাথার মধ্য হইতে উকুন প্রভৃতি তালাশ করিতে লাগিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম ব্যক্তির সতর ব্যতীত মাথা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয আছে। আর মুহরিম ব্যক্তির সহিত একান্তে বসা এবং তাহার নিকটস্থ নিদ্রা যাওয়া জায়িয আছে। -(ঐ)

فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া পড়িলেন)। আর আগত (৪৮১০নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পার্শ্বস্থ কোন স্থানে ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর তখন ছিল قيلولة (মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা)-এর ওয়াক্ত। -(ঐ)

يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ (এই সমুদ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ...)। الثبج শব্দটির উভয় শব্দে যবর দ্বারা পঠনে وسط البحر (সাগরের মধ্যস্থল) কিংবা ظهره (সাগরপৃষ্ঠে) মর্ম। -(তাকমিলা ৩:৪৫৩)

مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ (রাজা-বাদশাহর ন্যায় সিংহাসনে আসীন হইবে)। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা মুজাহিদগণ আখিরাতে যেই ছাওয়াব লাভ করিবেন উহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা তথা বাদশাহের মত সিংহাসনে আসীন হইবেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। আর কেহ বলেন, ইহাতে জিহাদের পর মুজাহিদগণ দুনইয়াতে যেই মর্যাদায় আসীন হইবেন উহার ভবিষ্যতবাণী রহিয়াছে। তাঁহারা প্রচুর গনীমত লাভ করিবেন। রাজা-বাদশাহদের নৌযানসমূহে আরোহণের সামর্থ্য হইবেন এবং তাহারা সিংহাসনে আসীন হইবেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৫৪)

فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ (হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর যুগে)। অর্থাৎ খলীফা হযরত উছমান বিন আফফান (রাযি.)-পক্ষ হইতে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) যখন সিরিয়ার আমীর ছিলেন তখনকার সময়ে। আর সহীহ বুখারী শরীফে باب غزو المرأة في البحر এর রিওয়ায়তে আছে فركبت البحر مع بنت قرظة (অতঃপর তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বিন্‌ত কারাযা (রাযি.)-এর সহিত সাগরে (নৌযানে) আরোহণ করেন)। বিন্‌ত কারাযা (রাযি.) হইলেন হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর স্ত্রী, তাহার নাম ফাখতা। আর সহীহ বুখারী শরীফের অপর রিওয়ায়ত (باب من يصرع في سبيل الله) এ আছে فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية (তখন তিনি নিজ স্বামী হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযি.)-এর সহিত গাজীরূপে রওয়ানা করিরেন, সর্বপ্রথম মুসলমানগণ হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর নেতৃত্বে সাগর পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলেন)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ৬:৮৮ পৃষ্ঠায় মালিক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন ان عمر رضى الله كان يمنع الناس من ركوب البحر حتى كان عثمان فما زال معاوية يستأذنه۔ حتى اذن له (হযরত উমর (রাযি.) লোকদেরকে সাগর পৃষ্ঠে নৌযানে আরোহণ করিতে নিষেধ করিতেন। অতঃপর হযরত উছমান (রাযি.) যখন খলীফা হইলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তাঁহার কাছে অনুমতি চাহিতে রহিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন)।

আল্লামা তাবারী (রহ.) স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থের ৩:৩১৭ পৃষ্ঠায় খালিদ বিন মা'দান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, اول من غزا فى البحر معاوية بن ابى سفيان زمان عثمان بن عفان ۔ وقد كان استأذن عمر فيه فلم ياذن له ۔ فلما ولى عثمان لم يزل به معاوية حتى عزم عثمان على ذلك باخرة ۔ وقال لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم ۔ خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فاحمله واعنه ففعل (সর্বপ্রথম যিনি সাগর পৃষ্ঠে জিহাদ করেন তিনি হইলেন হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযি.)-এর খিলাফতকালে হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযি.)। তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর কাছে ইহার অনুমতির আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে অনুমতি দেন নাই। অতঃপর হযরত উছমান (রাযি.) যখন খলীফা হইলেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তাঁহার কাছে অনুমতি চাহিতে রহিলেন। অবশেষে হযরত উছমান (রাযি.) তাহাকে অনুমতি দেন এবং বলিলেন, আপনি লোকরেদকে নির্বাচন করিতে পারিবেন না এবং তাহাদের মধ্যে লটারী দিবেন না; বরং যে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যাইতে চায় তাহাকেই নৌযানে উঠাইবেন এবং কাজে লাগাইবেন। তখন হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তাহাই করিলেন)। আর এইভাবেই হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হিজরী ২৮ সনে সাইপ্রাসের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অতঃপর সাইপ্রাস বাসীদের সহিত সাত হাজার দীনার জিযিয়া টেক্স পরিশোধের শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন।

আলোচ্য হাদীছে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী "সর্বপ্রথম সাগর পৃষ্ঠে জিহাদকারী"-এর প্রতিপাদন। -(তাকমিলা ৩:৪৫৫)

(৪৮১১) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ "أُرِيتُ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ "فَإِنَّكِ مِنْهُمْ". قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَغَزَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا.

(৪৮১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খাল্ফ বিন হিশাম (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি উম্মু হারাম (রাযি.) হইতে, তিনি হইলেন আনাস (রাযি.)-এর খালা। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন, এবং আমাদের এখানেই (মধ্যাহ্ন বিশ্রামের পর) জাগিলেন তখন তিনি হাসি দিলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কিসে হাসাইল? আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হউক। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হইল যে, আমার উম্মতের মধ্যকার একদল লোক বাদশাহদের সিংহাসনে আরোহণের ন্যায় সমুদ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে। তখন আমি আরয করিলাম, আপনি আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। তখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অতঃপর তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং পুনরায় জাগ্রত হইয়া তিনি হাসিলেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি উপর্যুক্ত কথাটি পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন আমি আরয করিলাম, আপনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত রাখেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি হইবে তাহাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, অতঃপর পরবর্তীকালে উবাদা বিন সামিত (রাযি.) তাহাকে বিবাহ করেন। তারপর তিনি তাহাকে সঙ্গে নিয়া সাগর পৃষ্ঠে (নৌযানে আরোহণ করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপ)-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যখন তিনি (যুদ্ধ হইতে) প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন (নৌযান হইতে সাগর তীরে অবতরণের জন্য) একটি খচ্চর তাহার সামনে আনা হইল। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) উহাতে আরোহণ করিলেন তখন খচ্চরটি তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে তাঁহার গ্রীবা ভাঙ্গিয়া যায় (ফলে তিনি শহীদ হইয়া যান)।

(৪৮১২) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ". ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ.

(৪৮১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির ও ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু হারাম বিন মিলহান (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনিলেন এবং আমার নিকটস্থ এক স্থানে (মধ্যাহ্ন ভোজের পর) নিদ্রা গেলেন। অতঃপর মুচকি হাসি দিয়া তিনি জাগ্রত হইলেন। তিনি (উম্মু হারাম রাযি.) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসি দিলেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হইল যাহারা এই সবুজ সাগরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে ... অতঃপর রাবী হাম্মাদ বিন যায়েদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ الْأَخْضَرِ (এই সবুজ সাগরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় "ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, البحر (সাগর) শব্দটি লবনাক্ত ও সুস্বাদু-এর উপর প্রয়োগ হয়। তাই লবনাক্ত-এর মর্মটি নির্দিষ্ট করণের উদ্দেশ্যে الاخضر (সবুজ) শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুভাবে الماء (পানি)-এর কোন রঙ নাই; বরং হাওয়ার প্রভাবের কারণে পানির রঙ সবুজ কিংবা বিপরীত কোন রঙে প্রতিফলিত হয়। -(তাকমিলা ৩:৪৫৮-৪৫৯)

(৪৮১৩) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالَةَ أَنَسٍ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ.

(৪৮১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলহানের মেয়ে আনাস (রাযি.)-এর খালার বাড়ীতে তাশরীফ নিলেন, অতঃপর তাহার পার্শ্বে মুবারক মাথা রাখিয়া বিশ্রাম নিলেন ... আতঃপর হাদীখানা ইসহাক বিন আবী তালহা এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্ইয়া বিন হাব্বান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরার ফযীলত

(৪৮১৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ".

(৪৮১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন বাহরাম দারেমী (রহ.) তিনি ... সালমান (আল-ফারেসী রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। একদিন এবং এক রাত্রি সীমান্ত প্রহরা একমাস রোযা পালন এবং ইবাদতে রাত্রি জাগরণ হইতেও উত্তম। আর যদি এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার এই আমলের ছাওয়াব জারী থাকিবে, তাহার রিয্ক জারী থাকিবে এবং সেই ব্যক্তি ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের হইতে নিরাপদ থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ (শুরাহবীল বিন সিম্‌ত রাযি.)। السِّمْط শব্দটির س বর্ণে যের م বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কেহ বলেন, س বর্ণে যবর م বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আর شُرَحْبِيل শব্দটি ش বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর ح বর্ণে সাকিন এবং ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তিনি সাহাবা (রাযি.)-এর একজন। তিনি প্রতিনিধি দলের সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়াছিলেন। তিনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিমস বিজয় করেন। আর কেহ বলেন, তিনি ছিলেন তাবেয়ী ছিকাহ। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষে ছিলেন এবং তথায় মৃত্যুবরণ করেন। -(তাহযীব ৪:৩২৩)-(তাকমিলা ৩:৪৫৯)

عَنْ سَلْمَانَ (সালমান (রাযি.) হইতে)। তিনি হইলেন ফারিসী, আবূ আবদুল্লাহ। তাহাকে 'সালমান ইবনুল ইসলাম এবং সালমানুল খায়িরও বলা হয়। যেমন আগত রিওয়ায়তে আছে। আল্লামা ইবন হাব্বান (রহ.) বলেন, যাহারা সালমানুল খায়িরকে অন্য ব্যক্তি মনে করে তাঁহারা ধারণায় পতিত হইয়াছেন। -(ইসাবা ২:৬০)-(ঐ)

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (একদিন এবং এক রাত্রি সীমান্ত প্রহরা)। الرباط এর আভিধানিক অর্থ الحبس (কারাগার, বন্দীশালা)। জিহাদের হাদীছসমূহে ইহার মর্ম হইল الاقامة فى الثغر للحراسة (সীমান্ত প্রহরায় অবস্থান করা)। আর الرباط শব্দটি মূলতঃ ارتباط الخيل فى الثغر للحرس (সীমান্ত প্রহরার উদ্দেশ্যে ঘোড়া আবদ্ধ রাখা) হইতে উদ্ভূত। -(মাজমাউল বিহার)

আল্লামা আবূ উমর (রাযি.) বলেন, মুশরিকদের রক্তপাতের জন্য জিহাদ শরীআতের বিধান আর মুসলমান-গণের রক্ত হিফাযতের জন্য সীমান্ত প্রহরায় বিধান। কাজেই আমার মতে মুশরিকদের রক্তপাত অপেক্ষা মুসলমানগণের রক্তের হিফাযত করা অধিকতর পছন্দনীয়। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে الجهاد হইতে الرباط (সীমান্ত প্রহরা) উত্তম। তবে এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। কেহ বলেন, 'জিহাদ' উত্তম আর কেহ বলেন 'সীমান্ত প্রহরা' উত্তম। -(তাকমিলা ৩:৪৬০)

وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ (আর যদি এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় তবে তাহার এই আমলের ছাওয়াব জারী থাকিবে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা সীমান্ত প্রহরার বিশেষ একটি ফযীলত। সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য কিতাবে ইহার তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে كل ميت يختم على عمله الا المرابط- فانه ينمو له عمله الى يوم القيامة

(প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমল শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সীমান্ত চৌকিতে নিযুক্ত সৈনিকের আমল জারী থাকে। কেননা, তাহার আমল কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে)।

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তাহার একদিন এবং এক রাত্রির ছাওয়াব সর্বদার জন্য জারী থাকিবে। তবে এই হাদীছ অপর হাদীছ: اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث (মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়)-এর বিপরীত নহে। হয়তো ইহা দ্বারা তিন সংখ্যা বোঝানো মর্ম নহে কিংবা الرباط (সীমান্ত প্রহরা) তিনটির একটি তথা صدقة جارية (সদকায়ে জারিয়া)-এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। -(ঐ)

وَأَمِنَ الْفُتَّانَ (এবং সেই ব্যক্তি ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের হইতে নিরাপদ থাকিবে)। الْفُتَّان শব্দটির ف বর্ণে পেশ ت বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে فاتن (ফিৎনা সৃষ্টিকারী, বিভ্রান্তকারী, পরীক্ষাকারী)-এর বহুবচন। আর তাবারী-এর রিওয়ায়তে ف বর্ণে যবর দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে ফুয়ালা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আছে اومن من فتان القبر (সেই ব্যক্তি কবরে ফিৎনা সৃষ্টিকারীদের হইতে নিরাপদ থাকিবে)। এই তাফসীরে من الفتان এর মর্ম স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, من يفتن الميت فى القبر (কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে যে ফিৎনায় পতিত করিবে)।

(৪৮১৫) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.

(৪৮১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... সালমানুল খায়ির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী লায়ছ (রহ.)-এর সূত্রে আইয়্যুব বিন মূসা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ শহীদগণের বিবরণ

(৪৮১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ". وَقَالَ "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৪৮১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। জনৈক ব্যক্তি পথ চলাকালে একটি কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল রাস্তায় পাইয়া উহা সরাইয়া দিল। তাই আল্লাহ তা'আলা উহার বিনিময়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তিনি আরও ইরশাদ করেন, শহীদ পাঁচ প্রকার। ১. প্লেগে মৃত ব্যক্তি, ২. উদরাময়ে মৃত ব্যক্তি, ৩ পানিতে ডুবিয়া মৃত ব্যক্তি, ৪. দেয়াল প্রভৃতিতে চাপা পড়িয়া মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহ তা'আলার রাহে (জিহাদে) শহীদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে আযান অধ্যায়ে باب فضل التهجير الى الظهر এবং المظالم অধ্যায়ে باب من اخذ الغصن ما يؤذى الناس فى الطريق فرمى به এর মধ্যে সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৬১ সংক্ষিপ্ত)

فَغَفَرَ لَهُ (তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময়ে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন)। ইহা দ্বারা রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়। এই স্থানে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত একখানা হাদীছ সমাপ্ত। অতঃপর الشهداء خمسة (শহীদ পাঁচ প্রকার) হইতে তাহার হইতে অপর একখানা হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদুভয়ের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাদীছ, একটির সহিত অপরটির কোন সম্পৃক্ততা নাই। এই দিকটি সুস্পষ্ট করণের লক্ষ্যে ইমাম বুখারী (রহ.) আযান অধ্যায়ে এই (আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর) সূত্রে প্রথমে اماطة الغصن (কাঁটাযুক্ত ডাল সরাইয়া ফেলা) হাদীছখানা বর্ণনা করেন। আর ইহার অনুসরণে ثم قال (অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন) বলিয়া الشهداء (শহীদগণ)-এর হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ثم (অতঃপর) শব্দটি সংযোজন করিয়া বর্ণনা করেন। -(তাকমিলা ৩:৪৬১)

الشُّهَدَاءُ (শহীদগণ)। 'শহীদ'কে 'শহীদ' নামকরণের ব্যাপারে ২৬৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যার অধীনে দ্রষ্টব্য।

خَمْسَةٌ (পাঁচ প্রকার)। এই সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা সীমাবদ্ধকরণ উদ্দেশ্য নহে। কেননা অন্যান্য হাদীছসমূহে শহীদের আরও প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত জাবির বিন আতীক (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে الشهداء سبعة (শহীদ সাত প্রকার)। অধিকন্তু বেশ সংখ্যক হাদীছে সাত-এর অধিক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৬:৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মেধায় যাহা প্রকাশ দিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কম সংখ্যক অবহিত হন। অতঃপর তাঁহাকে আরও জানাইতে থাকেন সেই মুতাবিক তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। কাজেই এই সকল সংখ্যা উল্লেখ দ্বারা সীমিতকরণ উদ্দেশ্য নহে। আর আমরা উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে বিশ প্রকারের অধিক একত্রিত করিয়াছি। -(তাকমিলা ৩:৪৬২)

الْمَطْعُونُ (প্লেগে মৃত ব্যক্তি)। যেই ব্যক্তি প্লেগগ্রস্ত-মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। -(ঐ)

الْمَبْطُونُ (উদরাময়ে মৃত ব্যক্তি)। যে পেটের রোগ তথা কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, কেহ বলেন, যেই ব্যক্তি শোথ এবং পেট ফাঁপা রোগে মৃত্যুবরণ করে। আর কেহ বলেন, যেই ব্যক্তি পেটের অভিযোগ তথা রোগে মৃত্যুবরণ করে। আর কেহ বলেন, যেই ব্যক্তি পেটের যে কোন রোগে মৃত্যুবরণ করে। -(তাকমিলা ৩:৪৬২)

وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (আর আল্লাহর রাহে শহীদ)। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে নিহত হয়। আর শহীদের এই সর্বশেষ প্রকারই দুন্ইয়া এবং আখিরাতের বিধানে শহীদ বলিয়া গণ্য। কাজেই তাহাকে গোসল দেওয়া হইবে না, আর জীর্ণবস্ত্র না হওয়ার শর্তে তাহার পরিধেয় কাপড়ে দাফন করা হইবে। হানাফীগণের মতে ইহাতে সেই সকল নিহত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যে অত্যাচারিতভাবে জখমকারী হাতিয়ার দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং তাহার হত্যার বিনিময়ে কোন মাল ওয়াজিব করা না হয়। আর যেই ব্যক্তি বিদ্রোহী, হারবী এবং ডাকাতের হাতে নিহত হয়, যদিও জখমকারী হাতিয়ার দ্বারা না হউক কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযানে কাহাকেও জখমকৃত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়। যেমন 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে। কাজেই ইহারা সকলই দুন্ইয়া এবং আখিরাতের বিধি-বিধানে শহীদ। আর আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত প্রথমোক্ত চারি প্রকারের নিহতগণ কেবল আখিরাতের বিধি-বিধানে শহীদ, দুন্ইয়ার বিধি-বিধানে নহে। তাহাদের জন্য আখিরাতে শাহাদতের ছাওয়াব রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৬২ সংক্ষিপ্ত)

(৪৮১৭) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ "إِنَّ شُهَدَاءَ

أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ" . قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ" . قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ "وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ" .

(৪৮১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে কাহাদেরকে শহীদ বলিয়া গণ্য কর? তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয় সেই ব্যক্তিই তো শহীদ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তদ্রূপ হইলে তো আমার উম্মতের শহীদের সংখ্যা অতি অল্প হইবে। তখন তাহারা (পুনরায়) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে তাঁহারা আর কাহারা? তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় নিহত সে শহীদ, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাহে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ, যেই ব্যক্তি মহামারীতে মৃত্যু হয় সেও শহীদ, যেই ব্যক্তির উদরাময়ে মৃত্যু হয় সেও শহীদ। (উবায়দুল্লাহ) ইবন মিকসাম (রহ.) বলিলেন, আমি তোমার পিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আরও বলিয়াছেন যে, পানিতে নিমজ্জিত হইয়া নিহত ব্যক্তিও শহীদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ (ইবন মিকসাম (রহ.) বলিলেন)। এই হাদীছ সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (রহ.) তাঁহার পিতা আবূ সালিহ হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আবার উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম (রহ.)ও আবূ সালিহ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অতঃপর যখন সুহায়ল (রহ.) এই হাদীছ ইবন মিকসাম (রহ.)-এর উপস্থিতিতে বর্ণনা করিলেন তখন ইবন মিকসাম (রহ.) রাবী সুহায়ল (রহ.)কে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি করিলেন, وقال اشهد على ابيك (يعنى على ابى صالح) فى هذا الحديث انه قال والغريق شهيد (ইবন মিকসাম (রহ.) বলিলেন, আমি তোমার পিতা (আবূ সালিহ (রহ.)-এর উপর এই হাদীছের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি (আরও) বলিয়াছেন এবং পানিতে নিমজ্জিত হইয়া নিহত ব্যক্তিও শহীদ)। ইবন মিকসাম (রহ.) হাদীছের সহিত কিছু অতিরিক্ত বাণী সংযোজন করিয়াছেন যাহা রাবী সুহায়ল (রহ.) উল্লেখ করেন নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৬৪)

(৪৮১৮) حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ " وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ" .

(৪৮১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল হামীদ বিন বয়ান ওয়াসেতী (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহার বর্ণিত হাদীছে আছে, সুহায়ল (রহ.) বলেন, উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম (রহ.) বলেন, আমি তোমার ভাইয়ের উপর এই হাদীছের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি পানিতে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যু হয় সেও শহীদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَشْهَدُ عَلَى أَخِيكَ الخ (আমি তোমার ভাইয়ের উপর এই হাদীছের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছি)। আমাদের নিকট সংরক্ষিত বর্তমানের নুসখায় অনুরূপই আছে। কিন্তু কাযী ইয়ায (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন, ইবন মাহান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে عَلَى أَبِيكَ (তোমার পিতার উপর) রহিয়াছে। আর ইহাই সঠিক। যেমন রাবী যুহায়র বিন হারব (রহ.)-এর বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীছে রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৬৪)

(৪৮১৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ "وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ".

(৪৮১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ জানান উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম (রহ.) তিনি আবূ সালিহ (রহ.) হইতে, ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে– যেই ব্যক্তি পানিতে ডুবিয়া মারা যায় সেও শহীদ।

(৪৮২০) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَا مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونِ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ".

(৪৮২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর আল-বাকরাভী (রহ.) তিনি ... হাফসা বিন্ত সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়াহইয়া বিন আবূ আমরা (রহ.) কিভাবে মারা গিয়াছেন? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, মহামারীতে। তিনি (হাফসা রহ.) বলেন, তখন তিনি (আনাস রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মহামারীতে মৃত্যু প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য শাহাদত।

ফায়দা

الْبَكْرَاوِيُّ (আল-বাকরাভী)। ইহা আবূ বুকরা ছাকাফী আস-সাহাবী (রাযি.)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তিনি হইলেন, আবূ আবদুর রহমান হামিদ বিন উমর বিন হাফস বিন উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বুকরা ছাকাফী আল-বাকরাভী (রহ.)। তিনি বাসরায় বসবাস করিতেন। হিজরী ২৩৩ সনের প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন। -(আল-আনসাব লি সামআনী ২:৯৪)-(তাকমিলা ৩:৪৬৪)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِالطَّاعُونِ (মহামারীতে)। এই মহামারী হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) ওয়াসিত শহরে বসবাস স্থাপনের পর হিজরী ৯০-এর সীমায় বাসরায় সংঘটিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৪৬৫)

(৪৮২১) وَحَدَّثَنَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৪৮২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ওয়ালীদ বিন শুজা (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপণ এবং ইহার প্রশিক্ষণে উৎসাহিত হওয়ার ফযীলত এবং তাহা শিক্ষা করিয়া ভুলিয়া যাওয়ার নিন্দা

(৪৮২২) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ".

(৪৮২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মারূফ (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, (আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ (আর প্রস্তুত কর তাহাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাহাই কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে। -সূরা আনফাল ৬০) জানিয়া রাখ, তীর নিক্ষপণে পারদর্শিতাই শক্তি। জানিয়া রাখ, তীর নিক্ষপণে দক্ষতাই শক্তি। জানিয়া রাখ, তীর নিক্ষপণে অভিজ্ঞতাই শক্তি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (নিশ্চয়ই তীর নিক্ষপণে পারদর্শিতাই শক্তি)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, বস্তুত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) الْقُوَّةَ (শক্তি)-এর তাফসীর الرمى (তীর নিক্ষেপণে দক্ষতা) দ্বারা করিয়াছেন। যদিও ইহা ছাড়া অন্যান্য আধুনিক যুদ্ধ অস্ত্র দ্বারা শক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কেননা, তীর নিক্ষেপণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে শত্রুকে অধিক ঘায়েল করা যায় আর ইহা সংগ্রহ করাও অধিকতর সহজ। অধিকন্তু বাহিনীর প্রধানকে যদি লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করা যায় আর উহা তাহার দেহে ঠিকমত লাগিয়া যায় তবে তাহার সাথীবর্গসহ সকলকে প্রতিহত করিয়া পরাস্ত করা যায়। -(ফতহুল বারী গ্রন্থের ৬:৯১ পৃষ্ঠায় অনুরূপ আছে)।

উল্লেখ্য যে, الرمى (তীর নিক্ষেপণ)কে বিশেষভাবে উল্লেখ করায় এই কথা প্রমাণ করে না যে, শক্তি কেবল ইহার উপরই সীমাবদ্ধ। আসলে ইহার দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে الرمى (তীর নিক্ষেপণে দক্ষতা) শক্তির প্রকারসমূহের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের নিয়্যতে তীর নিক্ষেপণও যুদ্ধে দক্ষতা অর্জনে মনোযোগ দেওয়ার ফযীলত প্রমাণিত হয়। অনুরূপ সাহসী হওয়া এবং অন্যান্য সকল প্রকার অস্ত্র-সস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ লাভ করার ফযীলত প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ৩:৪৬৬)

(৪৮২৩) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ".

(৪৮২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অচিরেই তোমরা অনেক ভূ-খণ্ডের উপর বিজয়ী হইবে। আর শত্রুদের মুকাবালায় আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। তোমাদের কেহ যেন তীর নিক্ষেপের খেলার অভ্যাস ত্যাগ না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ (অচিরেই তোমরা অনেক ভূ-খণ্ডের উপর বিজয়ী হইবে)। ইহা রাবী উকবা বিন আমির (রহ.)-এর বর্ণিত সাবেক হাদীছের অংশ। যেমন তিরমিযী শরীফে আছে। -(তাকমিলা ৩:৪৬৭)

أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ (তীর নিক্ষেপের খেলার অভ্যাস ত্যাগ না করে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, যেন বলা হইয়াছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অচিরেই রোমকে তোমাদের পদানত করিবেন। আর তাহারা তীর নিক্ষেপে দক্ষ। তবে আল্লাহ তা'আলা তীর নিক্ষেপণের মাধ্যমেই তাহাদের মন্দ হইতে তোমাদের রক্ষা করিবেন। সুতরাং

তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি যেন তীর নিক্ষেপের খেলার অভ্যাস পরিত্যাগ না করে। আর হাদীছে تعلم (শিক্ষা)-এর স্থলে لهو (খেলা) শব্দ ব্যবহার করার কারণ হইতেছে যে, মানুষের নফস খেলা শিক্ষার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ার মননশীলতায় সৃষ্ট। -(তাকমিলা ৩:৪৬৭)

(৪৮২৪) حَدَّثَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৪৮২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৮২৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَمَاسَةَ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّخْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْكَ. قَالَ عُقْبَةُ لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ أُعَانِهِ. قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِابْنِ شُمَاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى".

(৪৮২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফুকায়ম লাখমী (রহ.) একদা উকবা বিন আমির (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, (তীর নিক্ষেপ) অনুশীলন স্থলের মধ্যে বারবার আসা-যাওয়ার মধ্যে এই বৃদ্ধ বয়সে অবশ্যই আপনার কষ্ট হইয়া থাকিবে। উকবা (রাযি.) বলিলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ না করিতাম তবে এই কষ্ট সহ্য করিতাম না। রাবী হারিছ (রহ.) বলেন, তখন আমি ইবন শুমাসা (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বাণীটি কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করিল অতঃপর উহার অনুশীলন বর্জন করিল সে আমাদের কেহ নহে কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, সে পাপ করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ (তীর নিক্ষেপ অনুশীলন স্থলের মধ্যে বারবার আসা-যাওয়ার মধ্যে ...)। الاختلاف অর্থাৎ الذهاب والمجيئ مرة بعد اخرى একবারের পর আরেকবার তথা বারবার যাওয়া এবং আসা করা। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সেই هدف (লক্ষ্যস্থল) যাহাতে অনুশীলনীর মাধ্যমে হাত ঠিক করা হয়। হযরত উকবা বিন আমির (রাযি.) অতি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তীর নিক্ষেপণ প্রশিক্ষণটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার চর্চা করিতেন। আর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে অনুশীলনের চর্চা করিতে দেখিয়াই ইহার কারণ সম্পর্কে ফুকায়ম লাখমী (রহ.) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৪৬৭)

لَمْ أُعَانِهِ (এই কষ্ট সহ্য করিতাম না)। اعان শব্দটি معاناة হইতে تحمل المشقة (কষ্ট সহ্য করা, কষ্ট বহন করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৪৬৭)

فَلَيْسَ مِنَّا (সে আমাদের কেহ নহে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তীর নিক্ষেপণ শিক্ষা করার পর যে ভুলিয়া যায় তাহার প্রতি খুবই কঠোরতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। আর যেই ব্যক্তি ওযর ব্যতীত উহার অনুশীলন ত্যাগ করে তাহার জন্য ইহা জঘন্য মাকরূহ বর্তাইবে। (এই বাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাংলা ৩য় খণ্ডে কিতাবুল ঈমানের ১৮৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৬৭-৪৬৮)

بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ"

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ : আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, বিরোধীরা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না

(৪৮২৬) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ". وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ "وَهُمْ كَذٰلِكَ".

(৪৮২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, আবূর রবী' আল আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... ছাওবান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কেহ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এমনকি এইভাবেই আল্লাহ তা'আলার হুকুম তথা কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আর তাহারা যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। তবে রাবী কুতায়বা বর্ণিত হাদীছে "আর তাহারা তেমনই থাকিবে" কথাটি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ (হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে)। অর্থাৎ তাহাদের বিরোধীদের উপর বিজয়ী থাকিবে। আর তাহাদের বিজয়ী থাকা হয়তো শক্তি দ্বারা হইবে কিংবা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হইবে। -(এই ইরশাদ খানার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাংলা ৪র্থ খণ্ড কিতাবুল ঈমানের ৩০১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ (এমনকি এইভাবে আল্লাহ তা'আলা হুকুম তথা কিয়ামত আসিয়া পড়িবে)। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ ইহার তফসীর بقيام الساعة (কিয়ামত সংঘটনের (নিকটবর্তী) সময় পর্যন্ত) দ্বারা করিয়াছেন। আর আগত ৪৮২৭ নং হাদীছ يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة (মুসলমানের একটি দল ইহার পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করিতে থাকিবে) দ্বারাও উপর্যুক্ত তাফসীরের তায়ীদ হয়। তবে ইহা আগত (৪৮৩৩) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ ان القيامة لاتقوم الاعلى شرار الخلق (নিশ্চয়ই কিয়ামত কেবল নিকৃষ্ট সৃষ্টির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে)-এর বিপরীত হয়। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছেই আছে وهو ان هذه الطائفة لاتزال ظاهرة حتى يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ لَا يَتْرُكُ نَفْس فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ (আর উহা হইল এই দলটি সর্বদা বিজয়ী থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মিশকের হাওয়ার ন্যায় একটি হাওয়া প্রবাহিত করিবেন। উক্ত হাওয়া যাহার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমানও বিদ্যমান থাকিবে তাহাকে কবজ করিয়া নিবে। অতঃপর কেবল নিকৃষ্টতর লোকেরাই বাকী থাকিবে। আর তাহাদের উপরই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে)। সুতরাং অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ (এমনকি এইভাবে আল্লাহ তা'আলার হুকুম তথা কিয়ামত আসিয়া পড়িবে)-এর মর্ম উল্লিখিত هبوب الريح (জোরালো বাতাস তথা প্রবল বায়ূ প্রবাহ) হইবে। আর জাবির বিন সামুরা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابه من المسلمين حتى تقوم الساعة (এই দ্বীন (ইসলাম) সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মুসলমানদের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করিতে থাকিবে)-এর দ্বারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় মর্ম। কেননা, উক্ত বায়ুপ্রবাহ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রবাহিত হইবে। এই সমন্বয়কেই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১৩:২৯৪ পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়াছেন। আর শায়খ উছমানী (রহ.) কিতাবুল ঈমানে এই সমন্বয় গ্রহণ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৬৯)

(৪৮২৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ كِلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ".

(৪৮২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... মুগীরা (বিন শু'বা রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদাই মানুষের উপর বিজয়ী থাকিবে। অবশেষে তাহাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার হুকুম তথা কিয়ামত আসিয়া পড়িবে এমতাবস্থায় তাহারা বিজয়ীই থাকিবে।

(৪৮২৮) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً.

(৪৮২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... কায়স (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ... অতঃপর রাবী মারওয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের পূর্ণাঙ্গ অনুরূপ।

(৪৮২৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

(৪৮২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন সামুরা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এই দ্বীন (ইসলাম) সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মুসলমানের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত ইহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে থাকিবে।

(৪৮৩০) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৪৮৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সর্বদাই হকের পক্ষে সংগ্রাম করিতে থাকিবে।

(৪৮৩১) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ".

(৪৮৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মুযাহিম (রহ.) তিনি ... উমায়র বিন হানী (রহ.) বলেন, আমি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)কে মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছি তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহ তা'আলার হুকুমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যাহারা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে কিংবা বিরোধিতা করিবে তাহারা তাঁহাদের কোন ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হইবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার আদেশ তথা কিয়ামত (নিকটে) আসিয়া পড়িবে আর তাঁহারা তখনও লোকদের উপর বিজয়ী থাকিবে।

(৪৮৩২) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(৪৮৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ ইবনুল আসাম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযি.)কে এমন একটি হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যাহা ব্যতীত আমি তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাতে অন্য কোন হাদীছ মিম্বরের উপর আরোহণ অবস্থায় বলিতে শ্রবণ করি নাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা যাহার কল্যাণ চায়, তাহাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দিয়া থাকেন। আর মুসলমানদের একটি দল হকের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জিহাদ করিয়া যাইবে। আর তাহাদের প্রতি বিরূপভাব পোষণকারীদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাঁহারা বিজয়ী থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ (তাহাকে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি দিয়া থাকেন)। يُفَقِّهْ শব্দটি جواب الشرط হওয়ার কারণে জযম (শেষ বর্ণে সাকিন)সহ পঠিত। অর্থাৎ يهبه الفقه فى الدين (তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন)। আর فقه الرجل (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) বাক্যের فقه শব্দের ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে فهم (বুদ্ধিমান, বোধশক্তি সম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ম বুদ্ধি) অর্থে ব্যবহৃত। আর فقه (ق বর্ণে যবর দ্বারা) পঠনে অর্থ অন্যের তুলনায় জ্ঞানে অগ্রগামী হওয়া, অধিকতর জ্ঞানী হওয়া। আর فقه (ق বর্ণে পেশ দ্বারা) পঠনে অর্থ "যখন বুদ্ধিদীপ্ত তাহার স্বভাবে পরিণত হয়।" ইহা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১:১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছে দ্বীনের ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুস্পষ্ট ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর ইহা কেবল কিছু শব্দাবলী ও কারুকাজসমূহ অধ্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের নাম নহে আর না কিছু রিওয়ায়ত ও শাখা-প্রশাখা মাসয়ালা-মাসায়িল জ্ঞাত হওয়ার নাম; বরং ইহা একটি ملكة راسخة (সুদৃঢ় প্রতিভা) ও مزاق سليم (সুস্থ রুচিবোধ), যাহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ইসলামী শরীআতের তত্ত্বজ্ঞান এবং উহার তাৎপর্য উপলব্ধি কতিতে সক্ষম হন। আর ইহা কোন প্রতিভাবানের সাহচর্য ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব। আর ইহা অর্জনের জন্য কেবল পাঠ্য কিতাবসমূহ পড়াশুনাই যথেষ্ট নহে। -(তাকমিলা ৩:৪৭১)

(৪৮৩৩) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ

وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ. فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ". فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَجَلْ. ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

(৪৮৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুর রহমান বিন ওহাব (রাযি.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা আল-মাহদী (রাযি.) বলেন, একদা আমি মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রাযি.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযি.)ও তাঁহার কাছে বসা ছিলেন। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, কিয়ামত কেবল সৃষ্টির নিকৃষ্টতর লোকদের উপর সংঘটিত হইবে। তাহারা জাহিলিয়্যাতের লোকদের হইতেও নিকৃষ্টতর হইবে। তাহারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে যেই বস্তুর জন্য দু'আ করিবে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন। তাহাদের আলোচনা কালে উকবা বিন আমির (রাযি.) সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন হযরত মাসলামা (রাযি.) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে উকবা (রাযি.)! আপনি শুনুন, আবদুল্লাহ (রাযি.) কি বলিতেছেন। তখন উকবা (রাযি.) বলিলেন, তিনি তাহা ভালো জানেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহ তা'আলার হুকুমের উপর সুদৃঢ় থাকিয়া জিহাদ করিয়া যাইবে। তাহারা তাহাদের শত্রুদের মুকাবালায় অত্যন্ত বজ্রকঠোর হইবে। যাহারা তাহাদের বিরোধীতা করিবে, তাহারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না। অবশেষে তাহাদের নিকট কিয়ামত (প্রায়) আসিয়া যাইবে আর তাঁহারা হকের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আবদুল্লাহ (রাযি.) বলিলেন, অবশ্যই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করিবেন সেই বায়ু প্রবাহটি হইবে মিশকের সুঘ্রাণের সাদৃশ্য এবং উহার পরশ হইবে রেশমের পরশের ন্যায়। সেই বায়ু এমন একজন লোককেও বাকী রাখিবে না যাহার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান থাকিবে। তাহাদের সকল (রূহ)কে উহা কবজ করিয়া নিবে। অতঃপর কেবল নিকৃষ্টতর লোকগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ (আমি মাসলামা বিন মুখাল্লাদ (রাযি.)-এর কাছে ছিলাম)। مُخَلَّدٍ শব্দটির م বর্ণে পেশ خ বর্ণে যবর এবং ل বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। আর مَسْلَمَةَ শব্দটির م বর্ণে যবর س বর্ণে সাকিন এবং ل বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি হইলেন আনসারী এবং কনিষ্ট সাহাবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সময় তাঁহার বয়স ছিল দশ বৎসর। তিনি হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর যুগে প্রায় ষোল বছর মিসরের প্রশাসক ছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় ইনতিকাল করেন। -(ঐ)

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَجَلْ (তখন আবদুল্লাহ (বিন উমর রাযি.) বলিলেন, অবশ্যই)। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) এই উক্তি দ্বারা মর্ম নিয়াছেন যে, বর্ণিত উভয় হাদীছই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ যেই হাদীছ তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই হাদীছ যাহা উকবা বিন আমির (রাযি.) উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই; বরং উভয় হাদীছই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইতোপূর্বে আমরা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। -(তাকমিলা ৩:৪৭১-৪৭২)

(৪৮৩৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ".

(৪৮৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আরবীগণ কিয়ামত কায়িম হওয়া পর্যন্ত সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ (আরবীগণ সর্বদা ...)। আল্লামা আলী বিন আল মাদানী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি أَهْلُ الْغَرْبِ কে اهل العرب দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, الغرب দ্বারা বড় বালতি মর্ম। আর আহলে আরব ইহাকে ব্যবহার করিতেন, ইহার ফলে তাহাদের উপাধি اهل الغرب হইয়া যায়। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা পশ্চিম দিক মর্ম। আর اهل الغرب দ্বারা اهل الشام (সিরিয়াবাসী)কে বুঝানো উদ্দেশ্য।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১৩:২৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীছ কতিপয় সূত্রে اهل المغرب (পাশ্চাত্য) বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহা পশ্চিম দিকে-এর ব্যাখ্যার তায়ীদ করে। আর কেহ বলেন الغرب দ্বারা জিহাদে শক্তিধর ও আত্মনিয়োগকারী মর্ম। তাহার পরিভাষায় غرب (ر বর্ণে সাকিনসহ পঠন)কে حدّة (তীব্রতা, প্রচন্ডতা, তীক্ষ্ণতা, ক্রোধ, সূক্ষ্মতা) বলা হয়।

আর আল্লামা তিবরানী (রহ.) 'আওসাত' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : يقاتلون على ابواب دمشق ما حولها وعلى ابواب البيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين الى يوم القيامة (তাহারা দামেশকের প্রবেশ পথ ও আশে পাশের এলাকায় এবং বায়তুল মুকাদ্দিসের প্রবেশ পথ ও উহার আশে পাশের এলাকায় যুদ্ধ করিবে। তাহাদের বিরোধীতাকারীরা তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা বিজয়ী থাকিবে)। এই হাদীছ সেই বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যার তায়ীদ হয় যিনি اهل الغرب এর তাফসীর اهل الشام (সিরিয়াবাসী) দ্বারা করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৭২)

بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রমনকালে বাহণের সুবিধাদির প্রতি নযর রাখা এবং পথে রাত্রি যাপন নিষেধ-এর বিবরণ

(৪৮৩৫) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ".

(৪৮৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা উর্বর (ঘাসবহুল) ভূ'খন্ড দিয়া ভ্রমণ কর তখন উটকে ভূমি হইতে তাহার পাওনা (খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পানি পানের সুযোগ দিয়া) আদায় করিয়া দাও। আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত (ঘাসবিহীন) ভূখন্ডের পথ দিয়া চলাচল কর তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিবে। আর যখন তোমরা কোথায়ও রাত্রি যাপনের জন্য অবতরণ কর তখন রাস্তায় মনযিল করা হইতে পরহেজ করিবে। কেননা, ইহা হইতেছে ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীর রাত্রিকালীন আশ্রয় স্থল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى الْخِصْبِ (উর্বর ভূমি দিয়া)। الْخِصْبِ শব্দটির خ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ হইতেছে অধিক ঘাসবিশিষ্ট। এই স্থানে মর্ম হইতেছে كثرة العشب والمرعى (ঘাসবহুল এবং চারণক্ষেত্র)। ইহা الجدب والسنة (নিষ্ফলা ও দুর্ভিক্ষ)-এর বিপরীত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, ঘাসবহুল ভূমি দিয়া চলাচলের সময় উটকে ভূমি হইতে তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে দাও যদিও ভ্রমণ কিছু কম হয়। আর উহাকে দিনের কিছু অংশ ঘাসবহুল চারণভূমিতে ছাড়িয়া দাও। আর সে যদি ভ্রমণের মধ্যস্থলে কিছু আহার করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলেও বিরত রাখা চাই না।

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতসমূহে রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদেরকে জন্তু-জানোয়ারে আরোহণের নৈতিকতা শিক্ষা দিয়াছেন। জন্তু-জানোয়ারের সুবিধাদির প্রতি খেয়াল রাখিতে সতর্ক করিয়াছেন। আর তাহার সামর্থ্যের অধিক বোঝা বহন করিয়া কষ্ট দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে এই নৈতিকতা শিক্ষা দিলেন তাহা হইলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত গাড়ী চালকদের সহিত কি আচরণ করিতে হইবে? আর তাহাদের পানাহারের সুবিধাদিসহ পরিশ্রমের পর বিশ্রামের ব্যবস্থা উত্তমভাবে বিবেচ্য হইবে। অনেক কম লোকই আছে, বিশেষতঃ সম্পদশালী লোকেরা ইহার প্রতি লক্ষ্য করেন না। -(তাকমিলা ৩:৪৭৩)

وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ (আর যখন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভূমি দিয়া চলাচল কর তখন তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিবে)। السَّنَةِ অর্থ القحط (দুর্ভিক্ষ, শুষ্কতা, অনাবৃষ্টি, খরা)। অর্থাৎ তোমাদের বাহনে শক্তি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় যাহাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া যাইতে পার। কেননা, তোমরা যদি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ভূমিতে চলাচল হ্রাস কর তাহা হইলে বাহনকে চরানোর ব্যবস্থা করিতে পারিবে না ফলে বাহন দুর্বল হইয়া যাইবে। হয়তো সে ক্লান্ত হইয়া থামিয়া যাইবে। -(তাকমিলা ৩:৪৭৩)

وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ (আর যখন তোমরা কোথায়ও রাত্রি যাপনের জন্য অবতরণ কর)। التعريس হইল সফরের মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য শেষ রাত্রিতে অবতরণ করা। -(তাকমিলা ৩:৪৭৩)

فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ (তখন রাস্তায় মনযিল করা হইতে পরহেজ করিবে)। অর্থাৎ لاتنزلوا على الطريق بل اعدلوا عنها الى ارض غير سلوكه (তোমরা রাস্তায় অবতরণ করিবে না; বরং চলাচল রাস্তা হইতে সরিয়া জমিনের অন্য কোন স্থানে মনযিল ঠিক করিয়া নিবে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীছে ইহার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া ইরশাদ করেন "কেননা ইহা ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাত্রিকালীন আশ্রয় স্থল।" তাহারা রাত্রিকালে তাহাদের বসবাসস্থল ও পাথরসমূহ হইতে বাহির হয় যাহাতে রাস্তায় পতিত খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি হইতে উহারা আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে। কেননা উহাদের জন্য রাত্রিতে বাহির হওয়াই সহজ। কাজেই তোমরা যদি রাস্তায় মনযিল কর তাহা হইলে উহাদের অনিষ্ট হইতে তোমরা নিরপদ নহে।

এই হাদীছে একটিমাত্র কারণ বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে অপর একটি কারণও রহিয়াছে যাহা আগত রিওয়ায়তে ইশারা করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন فانها طريق الدواب (কেননা ইহা ভারবাহী পশুসমূহের যাতায়াত রাস্তা)। আর নিশ্চিত যে, রাস্তা হইতেছে অতিক্রমকারীদের হক। কাজেই কেহ যদি রাস্তায় অবতরণ করে তাহা হইলে অতিক্রমকারীদের যাতায়াত রাস্তা সংকীর্ণ করিয়া দিবে। ইহা হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য যাতায়াতকারীদের কষ্ট দেওয়া হইতে নিজেকে দূরে রাখা ওয়াজিব। সুতরাং এমন স্থানে গাড়ি ও যানবাহন রাখা জায়িয নাই যাহার কারণে লোকদের যাতায়াত রাস্তা সংকীর্ণ হইয়া যায়। ইহা হইতে আরও মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, ট্রাফিক আইন মানিয়া চলা ওয়াজিব। কেননা, রাস্তাকে সংকীর্ণতা হইতে রক্ষা এবং যাতায়াতে প্রশস্ততা রাখার উদ্দেশ্যে ট্রাফিক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৭৪)

(৪৮৩৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ".

(৪৮৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যখন উর্বর (ঘাসবহুল) ভূমি দিয়া পথ অতিক্রম কর তখন উটকে ভূমি হইতে তাহার পাওনা আদায় করিতে দাও। আর যখন অনুর্বর (ঘাসবিহীন শুষ্ক) ভূমি দিয়া পথ অতিক্রম কর তখন তাহাদের মজ্জা (চলাচলের শক্তি) অবশিষ্ট থাকিতে তাড়াতাড়ি তাহা অতিক্রম করিয়া যাও। আর যখন রাত্রি যাপনের জন্য কোথায়ও অবতরণ কর তখন (চলাচল) রাস্তা হইতে দূরে সরিয়া অবস্থান করিবে। কেননা, উহা হইতেছে ভারবাহী পশুসমূহ যাতায়াত রাস্তা এবং ছোট ছোট অনিষ্টকর প্রাণীদের রাত্রিকালীন আশ্রয় স্থল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا (তখন তাহাদের মজ্জা (চলাচল শক্তি) অবশিষ্ট থাকিতে তাড়াতাড়ি তাহা অতিক্রম করিয়া যাও)। النقى শব্দটির ن বর্ণে যের ق বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থ المخ (মজ্জা, মগজ, ঘিলু, মস্তিষ্ক)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তোমরা ভ্রমণে তাড়াতাড়ি কর যাহাতে বাহনগুলি ক্ষুধার্ত হইয়া মজ্জা (শক্তি) চলিয়া যাওয়ার পূর্বে অনুর্বর (ঘাসবিহীন শুষ্ক) ভূমি অতিক্রম করিয়া (উর্বর ভূমিতে চলিয়া) যাইতে পার। -(তাকমিলা ৩:৪৭৪)

بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর ক্লেশের অংশবিশেষ, মুসাফিরের জন্য প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া তড়িঘড়ি করিয়া পরিবার-পরিজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করা মুস্তাহাব

(৪৮৩৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ". قَالَ نَعَمْ.

(৪৮৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব, ইসমাঈল বিন আবূ উয়াস, আবূ মুসআব যুহরী, মানসূর বিন আবূ মুযাহিম ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.), শব্দ তাঁহারই। তিনি বলেন, আমি মালিক (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কাছে কি সুমাই (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি আবূ সালিহ (রহ.) হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : সফর ক্লেশের অংশবিশেষ। উহা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে তাহার (পূর্ণাঙ্গ) নিদ্রা ও পানাহারে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। কাজেই তোমাদের নিজ প্রয়োজন সমাপ্ত হইলেই সে যেন তড়িঘড়ি করিয়া নিজ পরিবারবর্গের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি (রাবী মালিক (রহ.) জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজন ব্যতীত পরিবার-পরিজন হইতে দূরে অবস্থান করা, প্রবাসী হওয়া মাকরূহ। আর নিজ প্রয়োজনে দূরে গেলে যথাসম্ভব কাজ সমাপ্ত করিয়া তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করা মুস্তাহাব। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার অনুপস্থিতে তাহাদের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে। অধিকন্তু পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থানে দ্বীন-দুনইয়ার উপযোগিতায় নির্ধারিত প্রশান্তি রহিয়াছে। আর মুকীম অবস্থায় জামাআতে অংশগ্রহণ ও ইবাদতে সামর্থ্য অর্জিত হয়। -(তাকমিলা ৩:৪৭৫)

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ- ইমামুল হারামাইন (রহ.) যখন নিজ পিতার স্থলে আসীন হইলেন তখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সফর ক্লেশের অংশবিশেষ কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ জবাবে বলিলেনঃ لان فيه فراق الاحباب (কেননা ইহাতে প্রিয়জনের বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে)। -(তাকমিলা ৩:৪৭৫)

بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সফর হইতে রাত্রিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাথে সাথে ঘরে প্রবেশ করা মাকরূহ

(৪৮৩৮) حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

(৪৮৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাত্রিতে সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট আসিতেন না; বরং তিনি তাঁহাদের নিকট সকালে কিংবা সন্ধ্যায় আসিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে العمرة ঃ অধ্যায়ে باب الدخول بالعشى -এ সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৪৭৬)

كان لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا (তিনি গভীর রাত্রিতে সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট আসিতেন না)। يَطْرُقُ (ر বর্ণে পেশ) এবং الطروق (ط বর্ণে পেশসহ) পঠনে অর্থ المجيئ بالليل (রাত্রিতে আগমন)। আর রাত্রিতে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে طارق বলে। দিনের বেলায় আগত ব্যক্তি রূপকার্থে ব্যতীত طارق বলা হয় না। কতিপয় অভিধানবিদ বলেন, মূলতঃ الطروق শব্দটির অর্থ ধাক্কা দেওয়া এবং আঘাত করা। এই জন্যই ইহাকে الطريق নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, অতিক্রমকারী ইহাকে পদদলিত করে। আর রাত্রিতে আগমনকারীকে طارق নামকরণ করা হইয়াছে। কেননা, তাহাকে সাধারণতঃ দরজায় আঘাত করিবার প্রয়োজন হয়। -(ফতহুল বারী ৯:৩৪০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাত্রিতে সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরিবারবর্গের নিকট না আসিবার কারণ ইনশা আল্লাহু তা'আলা আগত (৪৮৪০ নং) হাদীছে বর্ণিত হইবে। -(তাকমিলা ৩:৪৭৬)

(৪৮৩৯) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ.

(৪৮৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই সূত্রে (كَانَ لَا يَطْرِق -এর স্থলে) كَانَ لَا يَدْخُلُ (তিনি প্রবেশ করিতেন না) বলিয়াছেন।

(৪৮৪০) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً أَىْ عِشَاءً كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ".

(৪৮৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসমাঈল বিন সালিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একটি গযূয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা যখন মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করিলাম এবং আমরা বাড়ীতে প্রবেশের প্রস্তুতি নিলাম তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এমনকি আমরা রাত্রে অর্থাৎ ইশার সময় বাড়ীতে প্রবেশ করিব। যাহাতে যাহাদের স্ত্রীদের চুল অবিন্যস্ত আছে তাহারা নিজেদের চুল (আঁচড়াইয়া) বিন্যস্ত করিয়া নিবে এবং দীর্ঘকাল অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী ক্ষৌরকর্ম (গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার) করিবার অবকাশ পায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً أَىْ عِشَاءً (এমনকি আমরা রাত্রে অর্থাৎ ইশার সময় বাড়ীতে প্রবেশ করিব)। এই হাদীছে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, নিষেধাজ্ঞাটি রাত্রে কিংবা দিনের সহিত নির্দিষ্টতা নাই; বরং নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, দীর্ঘকাল প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীদের অবকাশ দেওয়া। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্ত্রীর যদি প্রবাসী স্বামী আগমনের ব্যাপারে অজানা থাকে তাহা হইলে স্বামীর উদ্দেশ্যে সে (ক্ষৌরকর্ম করিয়া) সাজ-সজ্জা গ্রহণ করিতে পারিবে না। সে অসজ্জিত অবস্থায় থাকিবে। আর ইহা অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর অন্তরে অপছন্দ ও ঘৃণার সৃষ্টি করিতে পারে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার ঘটিষ্ঠতায় ফাটল সৃষ্টি হইবে। এই কারণেই প্রবাসী স্বামী যদি তাহার আগমনের বার্তা স্ত্রীর কাছে পূর্বে জানাইয়া দেন কিংবা তাহার অনুপস্থিতি দীর্ঘকাল নহে। এমতাবস্থায় গভীর রাত্রিতে বাড়ীতে প্রবেশ করায়ও কোন ক্ষতি নাই। কেননা, সে তাহার স্বামীকে সন্তোষজনক অবস্থায় অভ্যর্থনা জানানোর অবকাশ পাইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৭৬-৪৭৭)

وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ (আর যাহাতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী তাহার গুপ্তাঙ্গের লোমরাশি পরিষ্কার করার সুযোগ পায়)। الْمُغِيبَةُ শব্দটির م বর্ণে পেশ غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ المرأة التى غاب عنها زوجها (সেই মহিলা যাহার স্বামী তাহার হইতে অনুপস্থিত রহিয়াছে)। আর الاستحداد শব্দের অর্থ استعمال الحديد (তীক্ষ্ণ লোহা তথা ক্ষুর ব্যবহার করা)। আর ইহা হইল موسى (ক্ষুর, **razor**)। আর এই স্থানে উদ্দেশ্য হইতেছে حلق عانتها (তাহার নাভির তলদেশের চুল মুণ্ডন করা)। আল্লামা উবাহ (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, মহিলারা সচরাচর যেইভাবে গুপ্তাঙ্গের লোমরাশি পরিষ্কার করায় অভ্যস্ত সেইভাবে পরিষ্কার করিয়া নিবে। ইহাতে ক্ষুর ব্যবহার করা জরুরী নহে। কেননা ইহা মহিলাদের ব্যাপারে উত্তম বিবেচিত নহে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার জন্য তাহার স্বামী সফর হইতে আগমনের সময় রূপসজ্জা গ্রহণ করা সমীচীন। আর স্বামীর অপছন্দীয় বস্তু তাহার হইতে অপসারণ করিয়া দিবে। এলোকেশ বিন্যাস করিবে, ময়লা কাপড় বদলাইয়া উত্তম কাপড় পরিবে এবং নাভির তলদেশে বৃদ্ধি পাওয়া লোমরাশি পরিষ্কার করিয়া নিবে। আর আলোচ্য হাদীছে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, যাহাদের স্বামী প্রবাসে রহিয়াছে তাহাদের জন্য ঘরে সাজ-সজ্জাহীনভাবে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। -(তাকমিলা ৩:৪৭৭)

(৪৮৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ".

(৪৮৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন রাত্রিতে সফর হইতে প্রত্যাবর্তন কর তখন সে যেন রাত্রির আগন্তুকের ন্যায় আকস্মিক তাহার স্ত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত না হয়– যাহাতে অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী তাহার নাভির তলদেশের লোমরাশি পরিচ্ছন্ন এবং এলোকেশিনী তাহার কেশ বিন্যাস করিবার অবকাশ পায়।

(৪৮৪২) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৮৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... সাইয়ার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৮৪৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا.

(৪৮৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল প্রবাসে অবস্থানের পর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে তখন রাত্রির আগন্তুকের ন্যায় আকস্মিক নিজ স্ত্রীর কাছে আসিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৮৪৪) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৮৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৮৪৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

(৪৮৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যেন রাত্রিতে আকস্মিক নিজ পরিবারবর্গের কাছে তাহাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَتَخَوَّنُهُمْ الخ (তাহাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ ...)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে يكشف عنهن هل خن ام لا؟ (নাকীসুরে কথা বলে কি না? এই বিষয়টি তাহাদের হইতে উম্মোচন করিবার জন্য)। التخنون হইল تتبع الخيانة (খেয়ানতে লাগিয়া থাকা) আর العثرات শব্দটি عثرة (স্খলন, হোঁচট, ভুল)-এর বহুবচন। ইহা হইতেছে الزلة (দোষ-ত্রুটি, স্খলন)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, স্বামীর জন্য সমীচীন নহে যে, সে

তাহার স্ত্রীর গোপন বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণে তাহার কোন দোষ-ত্রুটি অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে লাগিয়া থাকিবে। ইহাতে সে তাহার সহিত একান্তে অবস্থান নষ্ট করিবে এবং তাহার কাছে গুপ্তচর হিসাবে প্রতিভাত করিবে। কেননা, ইহাতে দলীলবিহীন মন্দ ধারণা রহিয়াছে, যাহা জায়িয নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৭৮)

(৪৮৪৬) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هٰذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ لَا. يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ.

(৪৮৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, সুফয়ান (রহ.) বলিয়াছেন তাহাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ এবং দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান প্রসঙ্গটি হাদীছের অংশ কি না তাহা আমার জানা নাই।

(৪৮৪৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

(৪৮৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে গভীর রাত্রির আগন্তুকের ন্যায় আকস্মিক ঘরে প্রবেশ করা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "তাহাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ কিংবা দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

وبه تم بفضل الله تعالى وحسن توفيقه شرح كتاب الجهاد والامارة باللغة البنغالية
بتاريخ ١٤٣٦/٣/٣٠ هـ . فلله الحمد والشكر ونسأله تعالى ان يوفق لاكمال باقي الشرح
حسب ما يحبه ويرضاه ـ انه تعالى سميع قريب مجيب.

১৭তম খণ্ড সমাপ্ত

II

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

অধ্যায় ঃ শিকার ও যবেহকৃত পশু এবং যেই সকল পশুর গোশত আহার করা হালাল

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষকে তাঁহার সৃষ্টির সেরা ও উত্তম করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি তাহাদের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফরয দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন যাহা অন্য কোন জীবের উপর অর্পণ করেন নাই। ফলে সৃষ্টজগতের মধ্যে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে উহার সকল কিছুই তাহাদের অধীনে করিয়া দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا (তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য যাহাকিছু যমীনে রহিয়াছে সেই সমস্ত। —সূরা বাকারা ২৯)। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু সৃষ্টবস্তু রহিয়াছে উহার সকল কিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে। আর সেই উপকার ইহলৌকিক হউক কিংবা পরকাল সম্পর্কিত ও শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত হউক। অনেক বস্তু সরাসরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে সেইগুলির উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য আবার এমনও অগণিত বস্তু রহিয়াছে, যাহার উপকারিতা মানুষ অলক্ষে ভোগ করিতেছে, অথচ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না।

পশু-পাখি উপকারে তারতম্য থাকার কারণেই আল্লাহ তা'আলা হালাল হারাম বিধান দিয়াছেন। মানুষের জন্য যাহা আহার করা উপকারী তাহাকে মুবাহ করিয়াছেন আর যাহা আহারে ক্ষতিকারক উহাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরের সীমিত জ্ঞানে আঁচ করিতে পারে না। মানুষের জন্য পানাহার অতীব প্রয়োজন তাহা ব্যতীত জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে। পশু-পাখির গোশত মানুষের শ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহা সুস্বাদু খাবার। যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ও শক্তি যোগায়।

মানুষকে এইসকল সৃষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই আল্লাহ তা'আলা উৎকৃষ্ট পশু-পাখির গোশত মুবাহ করিয়া দিয়াছেন এবং ক্ষতিকারক কিছু পশু-পাখির গোশত হারাম করিয়া দিয়াছেন। যাহা মানুষের শারীরিক, আত্মিক, মানসিক কিংবা জন্মগত স্বভাবের, সুস্থতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক বলিয়া বিবেচিত।

উৎকৃষ্ট পশু-পাখির গোশতও আবার শরীআত সম্মত উপায়ে যবেহ করার দ্বারা মুবাহ হয়। কেননা, জন্তু-জানোয়ারের যদি স্বভাবগত মৃত্যু হয় কিংবা শ্বাসরুদ্ধতায় মৃত্যু হয় কিংবা নির্দয়ভাবে প্রহারের দ্বারা তাহার রক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে জমাট হইয়া মৃত্যু হয়। ফলে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কলুষযুক্ত হইয়া নাপাক হইয়া যায়। এই সকল মৃত জন্তুর গোশত আহার করিলে মানুষের শারীরিক, মানসিক কিংবা জন্মগত বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইবে।

আর এই সূক্ষ্ম বিষয়টিই শরঈ যবেহ, নহর এবং অন্যান্য পদ্ধতির জবাইয়ের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কেননা, ইহার দ্বারাই পশু-পাখির শরীরের রক্ত প্রবাহিত হইয়া বাহিরে পতিত হইয়া গোশতকে কলুষ হইতে পবিত্র করিয়া দেয়। ফলে আহারের জন্য সুস্বাদু গোশতে পরিণত হয়। আর ইহার সর্বোত্তম পদ্ধতি হইতেছে যবাহ (উট ব্যতীত অন্যান্য পশু জবাই) এবং নহর (বিশেষ নিয়মে উট জবাই) করা। কেননা, এতদুভয়ের মাধ্যমে রক্ত পরিপূর্ণভাবে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় এবং সহজে রূহ বাহির হইয়া যায়। ফলে ইখতিয়ারী অবস্থাসমূহে শুধু শরীআত সম্মত এই পদ্ধতিতে পশু-পাখি জবাই করা ইসলামী শরীআতে ওয়াজিব করিয়া দিয়াছে।

গৃহপালিত পশু-পাখি জবাই এবং নহরের ক্ষেত্রে কণ্ঠশিরাসমূহ কর্তন করা শর্ত। আর পলায়নকারী পশু-পাখি যাহা মানুষের ইখতিয়ারের অধীনে নহে এমন জন্তু-জানোয়ারের ক্ষেত্রে শরীআত কেবল ধারালো অস্ত্র দিয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেওয়া যথেষ্ট ঃ চাই কণ্ঠনালী দিয়া কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া রক্ত প্রবাহিত করানো হউক। অতঃপর রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে পশু-পাখি বাহ্যিকভাবে পাক হয় বটে। কিন্তু উহার বাতিন তথা আভ্যন্তরীণ পাক হয় না। ইহার জন্য জবাইকারী ও শিকারীকে জবাই ও শিকারের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নাম (তথা বিসমিল্লাহ) পাঠ করিতে হইবে। অধিকন্তু জবাইকারী ও শিকারী মুসলমান কিংবা আহলে কিতাব (ইয়াহুদী-খ্রীস্টন) হওয়া শর্ত। কেননা, এতদুভয় ব্যতীত যিকরুল্লাহ শরীআতে গৃহীত নহে। ফলে অন্য কাহারও পাঠের দ্বারা পশু-পাখির বাতিন পবিত্র হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার-এর বিবরণ

(৪৮৪৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ". قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ "وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا". قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ فَقَالَ "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ".

(৪৮৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানাযালী (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলিকে আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেই আর তাহারা শিকার পাকড়াও করিয়া আমার জন্য আটকাইয়া রাখে। (তাহার শিকারকৃত পশু কি আমার জন্য আহার করা হালাল হইবে?) তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন। তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া ছাড়িয়া দিলে তখন উহা (শিকারকৃত পশু) তুমি আহার করিতে পার। আমি আরয করিলাম, যদিও তাহারা উহাকে হত্যা করিয়া দেয়? তিনি ইরশাদ করিলেন : যদিও তাহারা উহাকে হত্যা করিয়া ফেলে— তবে যতক্ষণ তাহার সহিত অন্য কুকুর শরীক না হয়। (রাবী বলেন) আমি (পুনরায়) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, আমি অনেক সময় শিকারকে লক্ষ্য করিয়া মি'রাদ (পালকবিহীন তীর) নিক্ষেপ করি, যদি উহাতে শিকার ধরাশায়ী হইয়া যায়? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি মি'রাদ নিক্ষেপ কর এবং উহা শিকারকে (যখম করিয়া) রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেয় তখন তুমি উহা আহার করিতে পার। আর যদি প্রশস্তভাবে চাপা লাগিয়া (রক্তপাত ব্যতীত) মরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি উহা আহার করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (আদী বিন হাতিম রাযি.)। তিনি হইলেন প্রসিদ্ধ দানবীর হাতিম তাই-এর ছেলে। তিনি হিজরী নবম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কেহ বলিয়াছেন হিজরী দশম সনে। তিনি নাসরানী ছিলেন। ইমাম আহমদ ও আল্লামা বাগভী (রহ.) স্বীয় 'মা'জাম' গ্রন্থে তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিত লিখিয়াছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার আনীত দীনকে অপছন্দ করিতেন। অতঃপর তাহার মনে উদয় হইল যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বিষয়টি পরীক্ষা করিবেন। আর বলিলেন, যদি তিনি মিথ্যুক হন তাহা হইলে তাহার ব্যাপারে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। আর যদি তিনি সত্যবাদী হন

মুসলিম ফর্মা -১৮-২৪/২

তাহা হইলে আমিও তাহার অনুসরণ করিব। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হইল। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই সকল সাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা যাকাত প্রদানে অস্বীকারের ফিৎনার সময় ইসলামের উপর সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি তাহার সম্প্রদায়ের যাকাত জমায়েত করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর নিকট হাযির করিয়াছিলেন। তিনি ইরাক বিজয়ে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর কূফায় বসবাস স্থাপন করেন এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি হিজরী ষাট সনের পর ইনতিকাল করেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। আল্লামা খলীফা (রহ.) বলেন, তাঁহার বয়স একশত বিশ বছরে পৌঁছিয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৪৮০)

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ (যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়িলে)। ফকীহগণ ইহাকে প্রত্যেক দাঁত দ্বারা শিকারকারী হিংস্র জন্তুর ক্ষেত্রে ব্যপকভাবে প্রয়োগ করেন যখন তাহাকে শিকার করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেননা, অভিধানে الكلب বিশেষ্যটি প্রত্যেক হিংস্র জন্তুর উপর প্রয়োগ হয় এমনকি সিংহের উপরও। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রহিয়াছে ঃ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ (যে সকল শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর– সূরা মায়িদা- ৪) তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি সিংহ এবং ভালুককে এই হুকুম হইতে ব্যতিক্রম রাখেন। কেননা এতদুভয় তাহাদের নিজেদের ছাড়া অন্যের জন্য কাজ করে না। সিংহ তো নিজ উচ্চাভিলাষের কারণে এবং ভালুক নিজ ইতরামির কারণে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) আল্লামা নাখ্য়ী, হাসান, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তাহারা এই হুকুম হইতে কালো কুকুরকেও ব্যতিক্রম রাখিয়াছেন। কেননা, সে শয়তান। আর কতক বিশেষজ্ঞ এতদুভয়ের সহিত চিল এবং শূকরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। কেননা চিল নিকৃষ্ট প্রাণী এবং শূকর স্বয়ং নাজাসত। সুতরাং এতদুভয় দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়িয নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৮২)

الْمُعَلَّمَ (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)। কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত এই কারণে করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ (যে সকল শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর– সূরা মায়িদা- ৪) যেন সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিকারীর জন্য একটি যন্ত্র হইয়া যায়।

কুকুর প্রশিক্ষিত হওয়ার আলামত হইতেছে যে, তাহাকে বারণ করা দ্বারা বিরত হইয়া যাইবে, শিকারকৃত প্রাণীকে সে নিজে খাইবে না; বরং তাহার মালিকের জন্য সংরক্ষণ করিবে। আর সে পরপর তিনবার শিকার করিয়া নিজে আহার না করার দ্বারা প্রশিক্ষিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইবে। ইহা ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাব। অধিকন্তু ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতেও একটি রিওয়ায়ত রহিয়াছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অপর রিওয়ায়ত হইতেছে যে, ইহার উপর নির্ধারিত নহে; বরং প্রশিক্ষিত হইয়াছে বলিয়া প্রবল ধারণাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। কেননা, প্রশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে যাচাইকারীর প্রবল ধারণায় সে প্রশিক্ষিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যথায় না। আর এই অভিমতের প্রায় কাছাকাছি শাফেয়ী মতাবলম্বীগণেরও। তাহারা ইহাকে প্রচলনের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রচলনে যাহাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলিবে সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রথম রিওয়ায়ত মতে প্রশিক্ষণ অবস্থায় শিকারকৃত তিন বারের শিকারের গোশত আহার করা হালাল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে হালাল নহে। সাহেবায়নের মতে তিনবার শিকার পূর্ণ হওয়ার পূর্বে শিকারকৃতের গোশত হালাল নহে। কাজেই সে তিনবারের পর যাহা শিকার করিবে উহা আহার করা হালাল হইবে। -(তাকমিলা ৩:৪৮২ সংক্ষিপ্ত)

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (আর তাহাকে ছাড়ার সময় তুমি আল্লাহ তা'আলার নাম নিলে)। ইহা জমহুরে উলামার প্রমাণ যে, যবাহ কিংবা শিকারের সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা শর্ত। আর এই বিষয়ে কয়েকটি মাযহাব রহিয়াছে। হানাফিয়া এবং মালিকিয়াগণের অভিমত হইতেছে যে, স্বেচ্ছায়কৃত জবাই সহীহ হওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত। ভুলের অবস্থায় নহে। জবাইয়ের সময় স্বেচ্ছায় 'বিসমিল্লাহ' তরক করিলে গোশত হালাল হইবে না। তবে ভুলে ছুটিয়া গেলে হালাল হইবে। তাহাদের মতে জবাই এবং শিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) জবাই এবং শিকারের মধ্যে পার্থক্য করেন। তিনি জবাইয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত অভিমতধারীগণের মত বলেন। যদি জবাইকারী হইতে ভুলে তাসমিয়া ছুটিয়া যায় তাহা হইলে জবাইকৃত পশুর গোশত আহার করা হালাল হইবে। তবে শিকারের ক্ষেত্রে তিনি স্বেচ্ছায় এবং ভুল উভয় অবস্থায় তাসমিয়া পাঠের শর্ত করেন। কাজেই শিকারের ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া না ছাড়িলে শিকারকৃত পশু হালাল হইবে না। চাই শিকারী ইচ্ছাকৃত 'বিসমিল্লাহ' তরক করুক কিংবা ভুলে। অধিকন্তু তিনি তীর নিক্ষেপ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যেও পার্থক্য করেন। তাঁহার মতে তীর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহ' ভুলে ছুটিয়া গেলে জবাইয়ের অনুরূপ খাওয়া জায়িয। কুকুর ছাড়িবার সময় ভুলে 'বিসমিল্লাহ' তরক হইলে শিকারকৃত পশু হারাম হইবে। কেননা তীর উহার কোন এখতিয়ার নাই। ফলে ইহা ছুড়ির স্থলাভিষিক্ত। পক্ষান্তরে প্রশিক্ষিত প্রাণী, সে তাহার ইচ্ছায় কর্ম সম্পাদন করে। -(আল মুগনী লি ইবন কুদামা ১১:৫)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, জবাই কিংবা শিকারের উপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা সুন্নত। ওয়াজিব নহে। ইহা তরক করা মাকরূহ। কিন্তু 'বিসমিল্লাহ' তরক করা দ্বারা শিকারকৃত ও জবাইকৃত পশু হারাম হইবে না। চাই ইচ্ছাকৃত তরক করুক কিংবা ভুলে।

জমহুর উলামার দলীল হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (যেই সকল জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয় না, সেইগুলি হইতে ভক্ষণ করিও না –সূরা আনআম ১২১)

আর নিম্নলিখিত হাদীছসমূহ ঃ

(ক) আদী বিন হাতিম (রাযি.)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়ার শর্ত করিয়াছেন। আর ইহা مفهوم مخالف (বিপরীত মর্ম গ্রহণে) দলীল পেশ করা নহে। তবে ইহা হুকুমের ব্যাপারে নীরব ক্ষেত্রে আসলের উপর আমল করা। আর তাহা হইল তাহরীম। কেননা গোশতের ক্ষেত্রে আসল হইল হারাম হওয়া।

(খ) আবূ সা'লাবা খুশানী (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل-وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وكل (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমার ধনুক দিয়া যেই শিকার হত্যা করিবে তাহাতে আল্লাহর নাম নিবে, তারপরই তাহা খাইবে। আর যাহা তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়া শিকার করিবে তাহাতেও আল্লাহর নাম নিবে, অতঃপর তাহা খাইবে। -(সহীহ বুখারী)

(গ) হযরত জুনদাব বিন সুফয়ান (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى-ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله (যেই ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে জবাই করিয়াছে সে যেন ইহার স্থলে অপর একটি পশু জবাই করে (কেননা ঈদের নামাযের পূর্বে জবাইকৃত পশু গোশত খাওয়ার জন্য হইয়াছে। কুরবানী নহে)। আর যেই ব্যক্তি নামায আদায়ের পূর্বে জবাই করে নাই। সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া জবাই (কুরবানী) করে। -(সহীহ বুখারী)

উপর্যুক্ত হাদীছের 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠের বিষয়টি স্পষ্ট। এই ব্যাপারে দীর্ঘ ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীল– আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যাহা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যাহা আঘাত লাগিয়া মারা যায়, যাহা উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে মারা যায়, যাহা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাহাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু যাহাকে তোমরা যবেহ করিয়াছ। –সূরা মায়িদা ৩)। এই আয়াতে তাসমিয়া পাঠের শর্ত ব্যতীতই যবেহকৃত জন্তু মুবাহ করা হইয়াছে। আর তাসমিয়াকে ওয়াজিবও করা হয় নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাসমিয়া পাঠ ব্যতীত যবেহ-ই তো হয় না। তাহা হইলে আমরা (শাফেয়ীগণ) জবাব দিব যে, এই স্থানে تذكية (যবেহ)-এর আভিধানিক অর্থ "কাটিয়া ফেলা এবং ফাঁক করিয়া ফেলা" মর্ম।

আমাদের শায়খ 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থের ১৭:৫৭ পৃষ্ঠায় এই কথা বলিয়া জবাব দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (কিন্তু যাহাকে তোমরা যবেহ করিয়াছ –সূরা মায়িদা- ৩)-এর মধ্যে উল্লিখিত التذكية (যবেহ) দ্বারা আভিধানিক অর্থ الشق والفتح (কর্তন করা এবং ফাঁক করা) মর্ম নেওয়া হয় তাহা হইলে হিংস্র জন্তু আহারকৃত এবং মৃত পশু-পাখিকে যদি মুসলিম ব্যক্তি কর্তন করে তবে হালাল হইয়া যাইবে। অনুরূপ যাহা উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে মারা যায়, যাহা কণ্ঠরোধে মারা যায় এবং যাহা আঘাত লাগিয়া মারা যায়, এই সকল জন্তু কাটিয়া নিলেই মুবাহ হইয়া যাইবে। অথচ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের কেহই ইহার প্রবক্তা নাই। সুতরাং ইহাতে জানা গেল যে, التذكية এর আভিধানিক অর্থ মর্ম নহে; বরং ইহার শরয়ী অর্থ মর্ম। আর উহা হইতেছে তাসমিয়া পাঠে যবেহ করা। কাজেই ইহা দ্বারা শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দলীল দেওয়া যথাযথ হয় নাই।

অনুরূপ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রদত্ত হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর হাদীছ যে, ان قوما قالوا النبى صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا بلحم لاندرى أذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا عليه انتم وكلوه ـ قالت كانوا حديثى عهد بالكفر (লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিল, লোকেরা আমাদের জন্য গোশত নিয়া আসে, তবে তাহা 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া যবেহ করিয়াছে কি না আমাদের জানা নাই। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহার উপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করিয়া নাও এবং উহা খাও। তিনি (আয়িশা রাযি.) বলেন, তাহারা কুফরী ছাড়িয়া সবে মাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (اخرجه البخارى فى باب ذبيحة الاعراب)।

কিন্তু এই হাদীছ শাফিয়ীগণের পক্ষে যথাযথ দলীল হয় না। কেননা এই হাদীছের লক্ষ্য সহীহরূপে মুসলমানের কর্মের উপরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, মুসলমান যদি কোন গোশত কিংবা খাদ্য (হাদিয়া হিসাবে) পেশ করে তাহা হইলে উহা প্রকাশ্য যে, তিনি শরীআত সম্মত তরীকায় যবাইকৃত হালাল গোশত ও খাদ্যই হাদিয়া দিয়াছেন। ফলে উহা প্রকাশ্যের উপরই প্রয়োগ করা হইবে। অধিকন্তু আমরা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা শরীআতবিহীন তরীকায় যবেহ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত না হইবে ততক্ষণ এই ব্যাপারে আলোচনা জরুরী নহে। অধিকন্তু তাহারা মুসলিম সম্প্রদায়, যদিও তাহাদের ইসলাম গ্রহণ সবেমাত্র (কুফরী যুগের কাছাকাছি হউক)। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কর্মকে প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর উহা হইতেছে যে, তাহারা 'বিসমিল্লাহ' বলিয়াই যবেহ করিয়াছে। আর ইহা দ্বারা সেই ব্যক্তির যবেহকৃত পশু হালাল হওয়া অত্যাবশ্যক করে না যে স্বেচ্ছায় 'বিসমিল্লাহ' তরক করিয়াছে বলিয়া দৃঢ়ভাবে জানা থাকে। -(তাকমিলা ৩:৪৮৫)

ভুলক্রমে তাসমিয়া ছুটিয়া গেলে উক্ত যবেহকৃত পশুর গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীছসমূহ রহিয়াছে।

(ক) দারা কুতনী ও বায়হাকী গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত ان النبى صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسى ان يسمى حين يذبح فليسم - وليذكر اسم الله - ثم لياكل (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন। মুসলিম তাহার নামই যথেষ্ট। কাজেই সে যদি যবেহ-এর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলিতে ভুলিয়া যায় তবে সে যেন তাসমিয়া পড়িয়া নেয়। আর তাহার জন্য 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করা সমীচীন। অতঃপর তাহা যেন আহার করে)। এই হাদীছ হাকিম (রহ.) নিজ মুসতাদরাক গ্রন্থের ৪:২৩৩ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে মাউকূফ হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইমাম বুখারী (রহ.) তা'লীক হিসাবে রিওয়ায়ত করেন। ই'লাউস সুনান গ্রন্থকার (রহ.) ১৭:৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় উভয় হাদীছকে সহীহ বলিয়াছেন।

(খ) আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি রাসিদ বিন সা'দ (রাযি.) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال - سمى او لم يسمى - مالم يتعمد والصيد كذلك (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলিমের যবেহ হালাল। 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করুক কিংবা না, যদি সে ইচ্ছাকৃত তরক না করে। আর শিকারের ক্ষেত্রে হুকুম অনুরূপই)। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) নিজ 'দুররুল মানছূর' ৩:৪২ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (রহ.) স্বীয় 'মারাসিল'-এ সালত সদুসী (রাযি.) হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করেন : ان رسول صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال - ذكر اسم الله اولم يذكر - ان ذكر لم يذكر الا اسم الله (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলিমের যবেহ হালাল। সে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করুক কিংবা না। সে যদি পাঠ করে তবে আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত কিছুই পাঠ করিবে না)। আল্লামা ইবন হাব্বান (রহ.) আস-সালত (রহ.)কে ছিকাহ রাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভুলে বিসমিল্লাহ তরককারীর যবেহকৃত পশুর গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (যেই সকল জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেইগুলি হইতে ভক্ষণ করিও না –সূরা আনআম- ১২১)। এই আয়াতে ইচ্ছাকারীর জন্য সম্বোধন, ভুলকারী নহে। ইহার উপর আল্লাহ তা'আলার বাণীর তিলাওয়াতের পরস্পরা وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (ইহা ভক্ষণ করা গুনাহ। –সূরা আনআম ১২১)ই প্রমাণ বহন করে। কেননা ইহা ভুলকারীর সিফাত (গুণ) নহে। আর এই প্রমাণের দিকেই ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন, والناسى لايسمى فاسقا (আর ভুলকারীকে ফাসিক বলা হয় না)। অতঃপর আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের ৩:৪ পৃষ্ঠায় বলেন, কেননা ভুলকারী নিজ ভুলিয়া যাওয়া অবস্থায় তাসমিয়ার আদিষ্ট থাকে না। যেমন আওযায়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি আতা বিন আবূ রিবাহ (রহ.) হইতে, তিনি উবায়দ বিন উমায়র (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, قال رسول صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি এবং যাহা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগে করানো হয় তাহা মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আর যখন এই অবস্থায় সে মুকাল্লাফ তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত নহে তখন তাহার যবেহ নির্দেশিত তরীকায়ই সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার যবেহ নষ্ট হইবে না।

উপর্যুক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, ভুলে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ না করিলে যবেহ নষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে স্বেচ্ছায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৮৬)

مَالَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا (তবে যতক্ষণ তাহার সহিত অন্য কুকুর শরীক না হয়)। يَشْرَكْهَا শব্দটির ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ مالم يشاركها (যতক্ষণ তাহার সহিত শরীক না হয়)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্য কুকুর শরীক হইলে উক্ত শিকার আহার করা হালাল নহে। অন্য কুকুর দ্বারা মর্ম হইল যেই কুকুর নিজের জন্য শিকার করার উদ্দেশ্যে গিয়াছে কিংবা উহাকে এমন ব্যক্তি ছাড়িয়াছে যে যবেহ করার আহল নহে, যেমন কাফির ও অগ্নিপূজক। কিংবা ইহাতে আমাদের সন্দেহে ফেলে। এই সকল পদ্ধতি কৃত শিকার আহার করা হালাল নহে। তবে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট শিকারের উদ্দেশ্যে অপর কোন আহলে যাকাত (যবেহ করার উপযোগী মুসলিম কিতাবী ব্যক্তি) নিজের কুকুর ছাড়িয়াছে, উক্ত কুকুর শরীক হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত শিকারের গোশত আহার করা হালাল। -(শরহে নওয়াভী)

ইহা দ্বারা ফকীহগণ মাসয়ালা উদ্ভাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কানূন নির্ণয় করিয়াছেন। মুবাহ্ পশু-পাখির যবেহ ব্যাপারে সন্দেহ হইলে উহার গোশত আহার করা হালাল নহে। কেননা মূলতঃ ইহা হারাম। (যবেহ দ্বারা হালাল হয়)। এই মাসয়ালায় কাহারও দ্বিমত নাই। -(তাকমিলা ৩:৪৮৬-৪৮৭)

فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ (আমি অনেক সময় শিকারকে লক্ষ্য করিয়া মি'রাদ নিক্ষেপ করি)। الْمِعْرَاض শব্দটির م বর্ণে যের س বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। খলীল এবং তাঁহার অনুকরণে এক জামাআত বলেন, معراض এর অর্থ হইতেছে তীর যাহাতে পালক লাগানো নাই এবং ফলা (তীক্ষ্ম প্রান্ত)ও নাই। আল্লামা ইবন দারীদ ও ইবন সায়্যিদা (রহ.) বলেন, লম্বা বর্শা, যাহার মধ্যে চারিটি পাতলা ছোড়া রহিয়াছে। যখন ইহা নিক্ষেপ করা হয় তখন গতিরোধ করে। আর কেহ বলেন, মি'রাদ হইতেছে সেই কাঠ যাহার দুই পার্শ্ব হালকা এবং মধ্যস্থল মোটা। আর কেহ বলেন, মি'রাদ হইতেছে ভারী কাষ্ঠখণ্ড যাহার অগ্রভাগে তীক্ষ্ম লোহা লাগানো থাকে আর কখনও লোহা লাগানো থাকে না। আর শেষ সংজ্ঞাকেই ইমাম নওয়াভী ও কাযী ইয়ায (রহ.) সহীহ বলিয়াছেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইবন তীন (রহ.) বলেন, মি'রাদ হইতেছে একদিকে তীক্ষ্ম ফাল লাগানো লাঠি, শিকারী ইহাকে শিকারের প্রতি নিক্ষেপ করে। -(ফতহুল বারী ৯:৬০০ পৃষ্ঠা সারসংক্ষেপ)-(তাকমিলা ৩:৪৮৭)

فَخَزَقَ (উহা শিকারকে রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেয়)। الخزق শব্দের অর্থ الطعن (বিদ্ধ করা, আঘাত করা, খোঁচা দেওয়া)। যখন নিক্ষিপ্ত তীর শিকারের উপর আঘাত করিয়া রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেয় তখন وخزق السهم و خسق বলা হয়। ইহা হইতেই হাসান বাসরী (রহ.)-এর উক্তি: لاتاكل من صيد المعراض الا ان يخزق (নিক্ষিপ্ত মি'রাদ শিকারকে আঘাত করিয়া রক্ত প্রবাহিত না করিলে উহা আহার করিবে না)। يخزق এর অর্থ হইল ينفذ و يسيل الدم (শিকারকে বিদ্ধ করিয়া রক্ত প্ররাহিত করিয়া দিবে)। কেননা, অনেক সময় মি'রাদ প্রশস্তভাবে শিকারকে আঘাত করিয়া (রক্ত প্রবাহিত ব্যতীত) হত্যা করিয়া দেয়। উহা আহার করা জায়িয নাই। -(লিসানুল আরব ও তাজুল উরূস)-(তাকমিলা ৩:৪৮৭)

وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ (আর যদি প্রশস্তভাবে চাপা লাগিয়া মরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি উহা আহার করিবে না)। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) নিজ 'আল মুগনী' গ্রন্থের ১১:২৫ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, মি'রাদ তীর (বর্শা) সাদৃশ্য হইয়া থাকে। ইহাকে শিকারের উপর নিক্ষেপ করা হয়। কাজেই কখনও উহার ধারালো দিক শিকারের উপর পতিত হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়া দেয় তখন (রক্ত প্রবাহিত হইয়া যাওয়ার কারণে) উহা আহার জায়িয। আর কখনও প্রশস্তভাবে শিকারের উপর জোরে চাপা লাগিয়া (রক্ত প্রবাহিত না হইয়া) মরিয়া যায় তখন উহার আঘাতে মৃত প্রাণী হইয়া যায় ফলে উহা আহার করা জায়িয নাই। ইহা হযরত আলী, উছমান, আম্মার, ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর অভিমত। আর অনুরূপই ইমাম নাখয়ী, হাকিম, মালিক, ছাওরী, শাফেয়ী, আবূ হানীফা, ইসহাক ও আবূ ছাওর (রহ.)-এর মাযহাব। দলীল আলোচ্য হাদীছ। -(ঐ)

মাটির গুলি ও পাথর নিক্ষেপে শিকারকৃতের হুকুম ঃ আলোচ্য হাদীছের ভিত্তিতে অধিকাংশ ফকীহ বলেন, গুলিতে শিকারকৃত পশু-পাখি যবেহ ব্যতীত আহার করা হালাল নহে। আর البندقة (মাটির গুলি) এবং الجلاهق (তথা দুই কাঠের মধ্যস্থলে শক্ত করিয়া চামড়া বাঁধিয়া উহার সাহায্যে লক্ষ্যস্থলে পাথর নিক্ষেপ করা)। উহাকে উর্দু ভাষায় غليل (গুলেল তথা ধনুকবিশেষ) বলে।

আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) নিজ 'আল-মুগনী' গ্রন্থের ১১:৩৭ পৃষ্ঠায় বলেন, যেই শিকার গুলি কিংবা নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে মারা যায় উহা আহার করা যাইবে না। কেননা ইহা موقوذ (পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত পশু-পাখি)-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সেই পাথর যাহাতে ধারালো দিক নাই। আর যদি ধারালো দিক থাকে (আর উহা বিদ্ধ হইয়া রক্ত প্রবাহিত হয়) যেমন صوان (চকমকি পাথর, গ্যানিট (granite) পাথর)। ইহা মি'রাদ (معراض) এর অনুরূপ। যদি (পালকবিহীন) তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে এবং (রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে) মরিয়া যায় তাহা হইলে খাইতে পারিবে। আর যদি তীরের প্রশস্ততা কিংবা ভারীত্বের প্রচন্ড আঘাতে (রক্তপাতহীনভাবে) শিকার মারা যায় তাহা হইলে উহা موقوذة এর অন্ত র্ভুক্ত হইবে এবং উহা আহার করা জায়িয নাই। ইহা সকল ফকীহগণের অভিমত। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) বলিতেন, المقتولة بالبندق تلك الموقوذة (বন্দুক দ্বারা যে প্রাণীকে হত্যা করা হয়, তাহাই موقوذة) অতএব হারাম। ইহা মুজাহিদ, হাসান, ইবরাহীম, মালিক, ছাওরী, শাফেয়ী ও হানীফীগণের আবূ ছাওর প্রমুখের অভিমতে মাকরূহ তাহরিমা। আর ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) ইহাতে মারা গেলেও খাওয়া মুবাহ।

আমাদের (হানাফীগণের) দলীল, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ والموقوذة (যাহা প্রচন্ড আঘাতে মারা যায়)। অর্থাৎ সেই জন্তু হারাম যাহা লাঠি কিংবা পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়।

সাঈদ (রহ.) হইতে ইবরাহীম (রহ.) সূত্রে আদী (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تأكل من البندقة الا ما ذكيت (গুলিতে নিহত শিকারের গোশত আহার করিও না, তবে যদি তুমি উহাকে যবেহ করিয়া থাক)। আধুনিক বন্দুকের গুলিতে শিকারের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে, তবে হানাফীগণের মুফতাবিহি অভিমত আঘাতপ্রাপ্ত শিকারকে শরীআত সম্মতভাবে যবেহ ব্যতীত আহার করা হালাল নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৮৮ সংক্ষিপ্ত)

(৪৮৪৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلَابِ فَقَالَ "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ".

(৪৮৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা এমন সম্প্রদায় যাহারা উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরগুলির দ্বারা শিকার করাইয়া থাকি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহর নামে (তথা বিসমিল্লাহ বলিয়া শিকার করার জন্য) ছাড়িবে। তখন তুমি তাহাদের শিকারকৃত পশু (-এর গোশত) আহার কর, যদিও তাহারা তাহা হত্যা করিয়া ফেলে। তবে যদি কুকুর উহা হইতে কিছু অংশ আহার করে তাহা হইলে উক্ত শিকার তুমি খাইবে না। কেননা, আমার ইহাতে সন্দেহ হয় যে, সে হয়তো তাহার নিজের জন্যই এই শিকার ধরিয়া থাকিবে। আর যদি এই শিকারে প্রশিক্ষণহীন কুকুর শরীক হইয়া যায় তাহা হইলে তুমি তাহা কখনও আহার করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ (তবে যদি কুকুর উহা হইতে কিছু অংশ আহার করে তাহা হইলে উক্ত শিকার তুমি খাইবে না)। ইহা দ্বারা হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ দলীল দিয়া বলেন, শিকার হালাল হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত হইতেছে যে, কুকুর শিকারকৃত জন্তু হইতে খাইবে না। সে যদি উহা হইতে কিছু আহার করে তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। ইহা হযরত ইবন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত। আর ইহা আতা, তাউস, উবায়দ বিন উমায়র, শা'বী, নাখয়ী, সুয়ায়দ বিন গাফালা, আবূ বুরদা, সাঈদ বিন যুবায়র, ইকরাম, যাহ্হাক, কাতাদা, ইসহাক এবং আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, কুকুর শিকারকৃত জন্তু হইতে কিছু খাইলেও উহা আহার করা হালাল। আর ইহা সাঈদ বিন আবূ ওক্কাস, সালমান, আবূ হুরায়রা এবং ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহা ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর একটি অপ্রাধান্য অভিমত রহিয়াছে। যেমন, ইবন কুদামা (রহ.)-এর 'আল মুগনী' গ্রন্থের ১১:৮ পৃষ্ঠায় আছে। তাহাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে, তাহা তোমরা খাও –সূরা মায়িদা ৪)-এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণে উপস্থাপন করিয়াছেন।

আর আবূ দাউদ ও আহমদ গ্রন্থদ্বয়ে আবূ ছা'লাবা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ: اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وان اكل (তুমি যখন বিসমিল্লাহ বলিয়া তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে ছাড়িবে তখন তাহার শিকারকৃত প্রাণী খাও, যদিও সে উহা হইতে কিছু আহার করে)।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছ। আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে, তাহা তোমরা খাও –সূরা মায়িদা ৪) ইমাম মালিক (রহ.)-এর পক্ষে দলীল হওয়ার চাইতে জমহুরে উলামার অধিক শক্তিশালী দলীল। কেননা, শিকার হালাল হওয়ার জন্য কুকুর নিজে না খাওয়ার শর্ত না হইলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিজ ইরশাদ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ (এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে) পর্যন্ত বলিয়া যথেষ্ট করিতেন। ইহার সহিত عَلَيْكُمْ (তোমাদের জন্য) শব্দটি অতিরিক্ত সংযোজন করিতেন না। আর এই অতিরিক্ত শব্দটি দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, শিকারকে ধরিয়া রাখা (প্রেরণকারী) শিকারীর জন্য। তাহার (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর) নিজের জন্য নহে। আর আলোচ্য হাদীছে ইহাই তিনি বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

আর আবূ ছা'লাবা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, ইহার সনদে রাবী দাউদ বিন উমর (রাযি.)কে ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখ যঈফ বলিয়াছেন। সুতরাং আবূ ছা'লাবা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ আলোচ্য আদী বিন হাতিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমপর্যায়ের নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৪৯১-৪৯২)

(৪৮৫০) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ "إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ". وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ "فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".

(৪৮৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাদ (কাঠ বা তীক্ষ্ম ছুড়ি ইত্যাদি নিক্ষেপ করা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যখন উহার ধারালো অংশ বিদ্ধ হইয়া শিকার নিহত হইবে তখন তুমি উহা খাও। আর যখন উহার প্রশস্ততার আঘাতে (রক্ত প্রবাহিত ছাড়া) শিকার মারা যায় তখন তাহা (কুরআন মজীদে বর্ণিত) 'ওকীয' (প্রস্তরাঘাতে রক্তপাতবিহীন মৃত পশু) তুল্য হইবে। কাজেই তাহা তুমি খাইবে না। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (প্রশিক্ষিত) কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি তোমার কুকুর (শিকারের উদ্দেশ্যে) ছড়িয়া দিবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া) নিবে তখন তুমি উহা খাইতে পার। আর যদি কুকুর উহা হইতে কিছু অংশ খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তুমি উহা খাইবে না। কেননা উহা সে নিজের জন্যই শিকার করিয়াছে। আমি আরয করিলাম, আমি যদি আমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুর (শিকারে) শরীক হইতে প্রত্যক্ষ করি আর কোন্ কুকুরটি শিকার ধরিয়াছে তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে সক্ষম না হই (তখন কি করিব)? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি উহা আহার করিবে না। কেননা তুমি তো শুধুমাত্র তোমার কুকুরকে আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) পাঠ করিয়া ছাড়িয়াছ। অপর কুকুরটির ব্যাপারে তাসমিয়া পড় নাই।

(৪৮৫১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৪৮৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৮৫২) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكَرَ شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمِعْرَاضِ. بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(৪৮৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' আবদী (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ... অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৪৮৫৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ " مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ ". وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ " مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ ".

(৪৮৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মি'রাদ দ্বারা শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যদি

(মি'রাদ-এর) ধারাল অংশ বিদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা তুমি খাও। আর যদি উহা প্রশস্তভাবে (শিকারের শরীরে আঘাত) লাগিয়া (রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতীত) মরিয়া যায় তাহা হইলে উহা 'ওকীয'-এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমি তাঁহাকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সে তোমার জন্য যাহা শিকার করিয়া রাখে এবং নিজে উহা হইতে ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে তুমি উহা আহার কর। কেননা তাহার ধরাটাই ছিল যবেহ-এর মধ্যে গণ্য। তবে যদি তাহার সহিত অন্য কোন কুকুরও প্রত্যক্ষ কর এবং তোমার আশঙ্কা হয় যে, শিকার পাকড়াও করার মধ্যে সেও শরীক রহিয়াছে এবং সেই কুকরই হয়তো শিকার হত্যা করিয়াছে। তাহা হইলে তুমি উহা আহার করিবে না। কেননা তুমি কেবল তোমার কুকুরকেই (শিকারের জন্য) 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ছাড়িয়াছ। অপর কুকুরের ব্যাপারে তো তাসমিয়া পাঠ কর নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ (কেননা তাহার ধরাটাই ছিল যবেহ-এর মধ্যে গণ্য)। ইহার অর্থ হইতেছে, প্রশিক্ষিত কুকুর শিকার করিয়া হত্যা করাই শরীআতে যবেহ-এর হুকুম এবং গৃহপালিত পশুর জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত। ইহার উপর সকলেই একমত। আর যদি কুকুর শিকার ধরিয়া হত্যা না করে, তবে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার জীবন বেশীক্ষণ বাকী না থাকে কিংবা ছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যবেহ করা না হয় এবং মরিয়া যায় তাহা হইলে এই হাদীছের ভিত্তিতে এই শিকার খাওয়া হালাল হইবে। কেননা, তাহার ধরাটাই যবেহ বলিয়া শরীআতে বিবেচিত। -(নওয়াভী ১:১৪৬)

(৪৮৫৪) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِى زَائِدَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৮৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... যাকারিয়া বিন আবূ যায়িদা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৮৫৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ. قَالَ "فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".

(৪৮৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ বিন আবদুল হামিদ (রহ.) তিনি ... শা'বী (রহ.) হইতে, তিনি আদী বিন হাতিম (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, 'নাহরাইন'-এর আমাদের প্রতিবেশী, ব্যবসায়ের শরীক এবং সহকর্মী ছিলেন, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি আমার কুকুরকে ছাড়িয়া দেই এবং পরে আমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুরকে প্রত্যক্ষ করি, সেও শিকার ধরিয়াছে। বস্তুতভাবে কোন্ কুকুরটি শিকার করিয়াছে তাহা আমি ঠিক করিতে পারি না। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে উহা খাইবে না। কেননা, তুমি তো শুধুমাত্র তোমার কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ছাড়িয়াছ, অন্য কুকুরটিতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ কর নাই।

(৪৮৫৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذٰلِكَ.

(৪৮৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৮৫৭) حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ ".

(৪৮৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ওয়ালীদ বিন শুজা আস-সাকুনী (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি তোমার কুকুর (শিকার ধরার জন্য) ছাড়িবে তখন আল্লাহর নাম নিবে। অতঃপর সে যদি তোমার জন্য শিকার ধরে আর তুমি উহাকে জীবিত অবস্থায় পাও, তাহা হইলে তুমি উহাকে জবাই করিবে। আর যদি নিহত অবস্থায় পাও অথচ সে উহার কোন অংশ ভক্ষণ করে নাই, তাহা হইলে তুমি উহা খাও। আর যদি তোমার কুকুরের সহিত অন্য কুকুর দেখিতে পাও আর শিকার মরিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তুমি উহা খাইবে না। কেননা তুমি জ্ঞাত নহে যে, কোন্ কুকুরটি শিকারকে হত্যা করিয়াছে। আর যদি তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া নিক্ষে করিবে। অতঃপর শিকার যদি একদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকে, তারপর উহা প্রাপ্ত হও এবং উহাতে তোমার তীরের ক্ষতচিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন প্রত্যক্ষ না কর তবে তুমি ইচ্ছা করিলে আহার করিতে পার। আর যদি তুমি উহাকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও তাহা হইলে উহা আহার করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ (আর তুমি উহাকে জীবিত অবস্থায় পাও, তাহা হইলে তুমি উহাকে জবাই করিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, শিকারকৃত পশু-পাখি যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তাহা হইলে যবেহ ব্যতীত হালাল হইবে না। ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৪৯৪)

فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ (আর উহাতে তোমার তীরের ক্ষতচিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন দেখিতে না পাও)। ইহা সেই বিশেষজ্ঞের দলীল যিনি বলেন, যখন কোন শিকার তীরের ক্ষত চিহ্ন নিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অতঃপর উহা নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় আর উহাতে শিকারীর তীরের ক্ষত চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতচিহ্ন না থাকে তখন উহা আহার করা হালাল। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাবের মশহুর অভিমত এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এরও এক অভিমত। যেমন আল-মুগনী লি ইবন কুদামা ১১:১৯-২০ পৃষ্ঠায় আছে। নওয়াভী (রহ.) ইহাকে প্রধান্য দিয়াছেন। আর শাফেয়ী মাযহাবের অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে ইহা তাহার জন্য আহার করা হালাল নহে। আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, শিকারী যদি উহার অনুসন্ধানে লাগিয়া থাকা অবস্থায় পায় তবে তাহার জন্য উহা আহার করা হালাল হইবে। আর যদি অনুসন্ধান ছাড়িয়া দেয়, অতঃপর মৃত অবস্থায় পায় তাহা হইলে হালাল হইবে না। -(হিদায়া গ্রন্থে অনুরূপ রহিয়াছে)। আর ইমাম মালিক (রহ.) হইতে এক রিওয়ায়ত আছে যে, এক রাত্রি অতিক্রম হইয়া গেলে উহা আহার করা হালাল হইবে না। আর যদি এক রাত্রি অতিক্রম না করে তবে হালাল হইবে। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৪৯৪)

وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ (আর যদি পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা হইলে উহা খাইবে না)। আগত রিওয়ায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, فانك لا تدرى الماء قتلة او سهمك (কেননা তুমি তো (নিশ্চিতভাবে) জান না যে, পানিই উহাকে হত্যা করিয়াছে কিংবা তোমার তীর উহাকে হত্যা করিয়াছে)। ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, শিকারের মৃত্যু যদি দুই কারণের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় এতদুভয়ের একটি মুবাহ এবং অপরটি হারাম তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে হুকুম হারামের উপরই হইবে।

(৪৮৫৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قَالَ "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ".

(৪৮৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি তোমার তীর (শিকারকে লক্ষ্য করিয়া) নিক্ষেপ করিবে তখন আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) বলিবে। ফলে তুমি শিকার মৃত অবস্থায় পাইলেও তুমি উহা খাও। তবে যদি তুমি উহাকে পানিতে (ডুবন্ত অবস্থায়) পাও, তাহা হইলে খাইবে না। কেননা তুমি তো (নিশ্চিতভাবে) জান না যে, উহাকে পানিই হত্যা করিল কিংবা তোমার তীর (হত্যা করিয়াছে)।

(৪৮৫৯) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ أَوْ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".

(৪৮৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... আবূ সা'লাবা খুশানী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাব (সিরিয়া)-এর এলাকায় বসবাস করি। আমরা তাহাদের বাসনপত্রে আহার করিয়া থাকি আর আমাদের এলাকা শিকারের এলাকা। আমি আমার ধনুক দিয়া এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়া শিকার করি কিংবা অপ্রশিক্ষিত কুকুর দিয়াও শিকার করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোন্‌টি হালাল হইবে তাহা আমাকে জানাইয়া বাধিত করুন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি যে বলিয়াছ তোমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস কর এবং তাহাদের বাসনপত্রে আহার কর। যদি তোমরা তাহাদের বাসনপত্রসমূহ ব্যতীত অন্য পাত্র পাও তাহা হইলে তাহাদের পাত্রে আহার করিবে না। আর যদি অন্য পাত্র না পাও, তাহা হইলে উহা ধৌত করিবার পর উহাতে খাইবে। আর তুমি যে উল্লেখ করিয়াছ তোমরা শিকারের এলাকায় বসবাস কর। (এই ব্যাপারে শরীআতের হুকুম হইতেছে) তোমরা ধনুক দিয়া যেই শিকার করিবে উহাতে আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া নিক্ষেপ করিবে। তারপরই তুমি উহা খাও। আর যাহা তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়া শিকার কর উহাতেও আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়াই ছাড়িবে। তারপর

(উহা রক্ত প্রবাহিত হইয়া মরিয়া গেলেও) তুমি খাও। আর তোমার অপ্রশিক্ষিত কুকুর দিয়া যাহা শিকার কর এবং উহাকে (জীবিত পাইয়া) তুমি যবেহ করিতে পার। তাহা হইলে তুমি খাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (আমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস করি)। অর্থাৎ সিরিয়ায়। আরবের কয়েকটি জামাআত সিরিয়ায় বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে আলে গাস্‌সান, তানূখ, রাহব এবং কাযাআ সম্প্রদায়ের বনূ খুশায়ন ও আলু আবী ছা'লাবা উল্লেখযোগ্য। -(ফতহুল বারী ৯:৬০৬)-(তাকমিলা ৩:৪৯৫)

نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ (আমরা তাহাদের পাত্রসমূহে আহার করি)। الانية শব্দটি الاناء এর বহুবচন এবং الاوانى হইল الانية এর বহুবচন। -(তাকমিলা ৩:৪৯৬)

মুশরিকদের পাত্রসমূহে পানাহারের মাসয়ালা ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فان وجدتم غير آنيتهم فلا تاكلوا فيها (যদি তোমরা তাহাদের বাসনপত্র ব্যতীত অন্য পাত্র পাও তাহা হইলে তাহাদের পাত্রসমূহে আহার করিবে না)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, তৎকালে তাহাদের পাত্রসমূহে আহার করা জায়িয ছিল না। তবে অন্য পাত্র না পাওয়া গেলে ধৌত করিবার পর আহারের অনুমতি ছিল। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া ফকীহগণ বলেন, ধৌত করিবার পর মুশরিকদের বাসনপত্রও ব্যবহার করা ব্যাপকভাবে জায়িয।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ধৌত করিবার পূর্বে মুশরিকদের পাত্রসমূহে পানাহার করা মাকরূহ। তবে ধৌত করিবার পূর্বেও উহাতে পানাহার করা জায়িয আছে। যদি হারাম পানাহারকারী না হন এবং পাত্রগুলি নাপাক বলিয়া জানা না থাকে। আর যদি নাপাক বলিয়া জানা থাকে তবে ধৌত করার পূর্বে উহাতে পানাহার করা জায়িয নাই। এমতাবস্থায়ও কেহ পানাহার করিলে হারাম পানাহারকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না। (كذا الفتاوى الهندية- المحيط ٥:٣٤٢) -(তাকমিলা ৩:৪৯৬)

(৪৮৬০) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ.

(৪৮৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... হায়ওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইবন ওহাব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে صَيْدَ الْقَوْسِ (ধনুকের শিকার)-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হারাইয়া যাওয়া শিকার পাওয়া গেলে-এর বিবরণ

(৪৮৬১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ".

(৪৮৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান আর-রাযী (রহ.) তিনি ... আবূ সালাবা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা

করেন, তিনি ইরশাদ করেন, তুমি যখন তোমার তীর (শিকারের লক্ষ্যে) নিক্ষেপ করিলে অতঃপর উহা তোমার অদৃশ্য হইয়া গেল। অতঃপর তুমি উহাকে পাও, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা দুর্গন্ধ হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি উহাকে আহার করিতে পার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ (অতঃপর উহা তোমার অদৃশ্য হইয়া গেল, অতঃপর তুমি উহাকে পাও তাহা হইলে তুমি উহা খাও)। এই মাসয়ালায় হানাফীগণের অভিমতসহ বিস্তারিত আলোচনা ৪৮৫৭নং হাদীছের ব্যাখ্যার অধীনে দ্রষ্টব্য।

مَا لَمْ يُنْتِنْ (যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা দুর্গন্ধ হইবে)। দুর্গন্ধযুক্ত শিকার আহারের এই নিষেধাজ্ঞাটি তানযিহী নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে, হারামের উপর নহে। যেমন অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত গোশত ও খাদ্যদ্রব্য আহার করা মাকরূহ, হারাম নহে। তবে যদি ইহা আহারের দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে তাহা হইলে ভিন্ন কথা। -(তাকমিলা ৩:৪৯৭)

(৪৮৬২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ " فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ ".

(৪৮৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালাফ (রহ.) তিনি ... আবূ ছা'লাবা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যেই ব্যক্তি তাহার শিকার তিনদিন পরে পায় সে উহা দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আহার করিতে পারিবে।

(৪৮৬৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ . بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُونَتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ " كُلْهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ فَدَعْهُ "

(৪৮৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ ছা'লাবা খাশানী (রাযি.) হইতে রাবী আল-আলা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি উহাতে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলিয়াছেন, তিনদিনের পরেও উহা আহার করিতে পার। তবে যদি (পঁচিয়া) দুর্গন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহা ফেলিয়া দাও।

بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ হিংস্র জন্তু ও নখরওয়ালা পাখি খাওয়া হারাম হওয়ার বিবরণ

(৪৮৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ . زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهٰذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ .

(৪৮৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবূ ছা'লাবা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক হিংস্র জন্তু আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইসহাক ও ইবন আবূ উমর (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, ইমাম যুহরী (রহ.) বলিয়াছেন, আমরা সিরিয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাহা শ্রবণ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (সকল প্রকার হিংস্র পশু আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। জমহুরে উলামা ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া সকল প্রকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের গোশত আহার করা হারাম বলেন। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর মশহুর রিওয়ায়ত মুতাবিক হিংস্র পশুর গোশত মাকরূহ, হারাম নহে। তাহার প্রমাণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا (আপনি বলিয়া দিন, যাহা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছিয়াছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই নাই কোন আহারকারীর জন্য, যাহা সে আহার করে। কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস- ইহা অপবিত্র-অবৈধ– সূরা আনআম ১৪৫)

ইমাম মালিক (রহ.) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পশুদের মধ্যে বৈরী ও সীমালঙ্ঘণকারী যেমন সিংহ, নেকড়ে বাঘ এবং চিতাবাঘ খাওয়া হারাম। আর যাহা বৈরী-সীমালঙ্ঘণকারী নহে যেমন খেঁক শিয়াল খাওয়া মাকরূহ। (وراجع الدسوقى على شرح الكبير ٢: ١١٧)-

জমহুরে উলামা ইহার জবাবে বলেন, ইমা মালিক (রহ.)-এর উপস্থাপিত আয়াতখানা মক্কী। কাজেই ইহাতে তৎকালের হারামগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তীতে যাহা হারাম করা হইয়াছে তাহা এই আয়াতে নাই।

আর ذى ناب (দাঁতওয়ালা) দ্বারা মর্ম হইতেছে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে যাহারা আঙ্গুলের ডগা দিয়া শিকার ধরে। কাজেই উট ইহা হইতে ব্যতিক্রম হইয়া গেল। -(দুররুল মুখতার)। আল্লামা হামুভী (রহ.) বলেন, এই সকল পশু আহার করা শরীআতে নিষেধাজ্ঞার হিকমত হইতেছে যে, এইগুলির স্বভাব-চরিত্র নিন্দিত। ফলে এইগুলির গোশত আহারকারীগণের মধ্যে ইহার প্রভাব পড়ার প্রবল আশংকা রহিয়াছে বলিয়া বনূ আদম (আ.)-এর সম্মানার্থে এইগুলি হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন তাহাদের সম্মানার্থে উত্তম স্বভাবের পশু-পাখিকে হালাল করা হইয়াছে। -(রদ্দুল মুখতার ৬:৩০৪, তাকমিলা ৩:৪৯৯)

(৪৮৬৫) وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ ذٰلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتّٰى حَدَّثَنِى أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ.

(৪৮৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ ছা'লাবা খুশানী (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশু আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমরা এই কথাটি আমাদের হিজাযের আলিমগণের কাছে শ্রবণ করি নাই। অবশেষে এই কথাটি আবূ ইদরীস (রহ.) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি ছিলেন আহলে শাম (সিরিয়া)-এর ফিকহবিদগণের অন্যতম।

(৪৮৬৬) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

(৪৮৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ ছা'লাবা খুশানী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার হিংস্র পশু আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৮৬৭) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرٍو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ إِلاَّ صَالِحًا وَيُوسُفَ فَإِنَّ حَدِيثَهُمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

(৪৮৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আল-হালওয়ানী এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইউনুস এবং আমর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহারা সকলেই الأَكْلَ (আহার করা)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে রাবী সালিহ ও ইউসুফ (রহ.) এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, তিনি সকল প্রকার হিংস্র পশু হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৮৬৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ".

(৪৮৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, সকল প্রকার হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আহার করা হারাম।

(৪৮৬৯) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৮৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... মালিক বিন আনাস (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৮৭০) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

(৪৮৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং সকল প্রকার নখরধারী পাখি (-এর গোশত) আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (এবং সকল প্রকার নখরধারী পাখি ...)। مِخْلَبِ শব্দটির م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ছোঁ মারিয়া ধরার অঙ্গ তথা বড় নখ, নখর। ইহা হইল চামড়া বিদীর্ণকারী। আর المخلب হইতেছে সকল প্রকার পশু এবং পাখির নখ। (কামূস)। এই স্থানে المخلب দ্বারা মর্ম হইতেছে ছোঁ মারিয়া বা থাবা দিয়া শিকারকারী পাখি। ফলে ইহা হইতে কবুতর প্রভৃতি ব্যতিক্রম হইয়া গেল। -(তাকমিলা ৩:৫০০-৫০১)

(৪৮৭১) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৮৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শাইর (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৮৭২) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

(৪৮৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার হিংস্র পশু এবং নখরধারী পাখি (আহার করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৮৭৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بِشْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى ح وَحَدَّثَنِى أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ.

(৪৮৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন ... অতঃপর শু'বা (রহ.) সূত্রে হাকাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَاتِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাগরের মৃত (মাছ) হালাল হওয়ার বিবরণ

(৪৮৭৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى

سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ "هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا". قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

(৪৮৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সারিয়্যায় প্রেরণ করিলেন এবং আবূ উবায়দা (রাযি.)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কুরায়শ কাফেলাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। তিনি পাথেয় হিসাবে আমাদেরকে এক থলে খেজুর সাথে দেন। ইহা ছাড়া অন্যকিছু তিনি আমাদের দেওয়ার জন্য পান নাই। আবূ উবায়দা (রাযি.) আমাদেরকে (প্রতিদিন) একটি করিয়া খেজুর প্রদান করেন। তিনি (আবুয যুবায়র রহ.) বলেন, তখন আমি (জাবির রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা দিয়া আপনারা কিভাবে কি করিতেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমরা ইহা চুষিতাম যেমনভাবে শিশুরা চুষিয়া থাকে। অতঃপর ইহার উপর কিছু পানি পান করিতাম আর ইহাই আমাদের দিবা-রাত্রির (আহারের) জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়া গাছের পাতা পাড়িতাম অতঃপর পানিতে ভিজাইয়া নিয়া উহা আহার করিতাম। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, অতঃপর আমরা সাগরের তীর দিয়া চলিতে থাকিলাম। এমন সময় সমুদ্রোপকূলে ধনুকাকৃতির সুদীর্ঘ বালির স্তুপের ন্যায় কী যেন একটি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল। আমরা ইহার নিকটবর্তীতে যাইয়া আকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম যে, উহা একটি জন্তু। যাহাকে 'আম্বর' বলা হইত। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, আবূ উবায়দা (রাযি.) বলিলেন, ইহা তো মৃত জন্তু। অতঃপর বলিলেন, না; বরং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত দূত এবং আল্লাহ তা'আলার রাস্তায়ই রহিয়াছি। আর তখন তোমরা (প্রাণ রক্ষার্থে) মজবুর অবস্থায়। কাজেই তোমরা তাহা হইতে খাইতে পার। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, অতঃপর দীর্ঘ একমাস আমরা তিনশত লোক ইহা আহার করিয়া অতিবাহিত করিলাম। এমনকি আমাদের দুর্বলতা কাটিয়া গেল। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, আমি (যেন এখনও) প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, কিভাবে কলসের পর কলস ভরিয়া তেল আমরা উহার চোখের কোটার হইতে বাহির করিতেছি এবং তাহার দেহ হইতে এক একটি গোশতের খন্ড কর্তন করিয়া কাটিয়া নিতেছি যেমন ষাঁড়ের গোশতের খন্ড কর্তন করিয়া নেওয়া হয়। কিংবা একটি ষাঁড় পরিমাণ গোশত কর্তন করিয়া নিতেছি। অতঃপর আবূ উবায়দা (রাযি.) আমাদের মধ্যকার তের জন লোককে ডাকিয়া নিলেন এবং উক্ত জন্তুটির চোখের কোটরে বসাইয়া দিলেন। তিনি পাঁজরসমূহের একটি পাঁজর তুলিয়া দাঁড় করাইলেন। অতঃপর আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় উটটির উপর হাওদা চড়াইলেন, তখন সে উহার নীচ দিয়া চলিয়া গেল। অতঃপর অবশিষ্ট গোশত আমরা সিদ্ধ করিয়া আমাদের পাথেয় রূপে নিয়া আসিলাম। যখন আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম তখন তাঁহার সমীপে উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা হইতেছে রিযিক, যাহা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তোমাদের কাছে কি উহার (বরকতময়) গোশতের অবশিষ্ট কিছু আছে? তাহা হইলে তোমরা আমাকেও উহা আহার করিতে দাও। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উহার কিছু অংশ প্রেরণ করি এবং তিনি উহা আহার করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ (জাবির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের باب قول الله الصيد অধ্যায়ের تعالى "واحل لكم صيد البحر" এর মধ্যে রহিয়াছে। অধিকন্তু الشركة الجهاد এবং المغازى অধ্যায়ের মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে।

بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি সারিয়্যায় প্রেরণ করিলেন)। এই সারিয়্যার নাম সারিয়্যাতু খাবাত কিংবা সায়ফুল বাহর। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) ইহাকে হিজরী ৮ম সনের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে ৮:৭৮ পৃষ্ঠায় ইহার আপত্তি করিয়া বলেন, উক্ত বছরটি তো যুদ্ধবিরতি কাল ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, বরং ইহা ৬ষ্ট হিজরীর ঘটনা কিংবা ইহার পূর্বের এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিরও পূর্বের। -(তাকমিলা ৩:৫০১)

نَتَلَقّٰى عِيرًا لِقُرَيْشٍ (কুরায়শ কাফেলাকে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ছিল আমাদের)। আর ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) প্রমুখ লিখিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে সাগর উপকূলে বসবাসরত কবীলায়ে জুহায়নার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানটি এবং মদীনার মধ্যকার দূরত্ব পাঁচ রাত্রির চলার পথ। তাহারা তাহাদের সহিত মুকাবালা ব্যতীত শুধু কৌশল অবলম্বন শেষে ফিরিয়া আসেন। এই রিওয়ায়ত এবং আলোচ্য হাদীছের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, তাহাদেরকে উভয়ের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর ইহা সহীহ মুসলিম শরীফের আগত (৪৮৮০নং) উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারাও তায়ীদ হয় যে, بعث رسول الله صل الله عليه وسلم الى ارض جهينة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনী জুহায়না গোত্রের এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন)। -(তাকমিলা ৩:৫০২)

كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا (ইহা দিয়া আপনারা কিভাবে কি করিতেন?) আর সহীহ বুখারী শরীফের মাগাযী অধ্যায়ের রিওয়ায়তে আছে, তখন আমি বলিলাম ما تغنى عنكم مرة؟ فقال وجدنا فقدها حين فنيت (এই একটি খেজুর দিয়া কিরূপে প্রয়োজন পূর্ণ হইত? তখন তিনি (জাবির রাযি.) বলিলেন, ইহা যখন (আহার করিয়া) শেষ করিলাম তখন ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করিয়াছি)। -(তাকমিলা ৩:৫০২)

الْخَبَطَ শব্দটির خ এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ ورق السلم (সালম পাতা) আর ইহা উটের খাদ্য। -(তাকমিলা ৩:৫০২)

كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ (ধনুকাকৃতির সুদীর্ঘ বালির স্তুপের ন্যায়)। الكثيب হইল الرمل المستطيل المحدودب (ধনুকাকৃতির সুদীর্ঘ বালির স্তুপের ন্যায়)। -(শরহে নওয়াভী)। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, একাধিক অভিধানবিদ বলেন, ইহা হইল الجبل الصغير (ছোট পাহাড়)। প্রথমটিই অধিক বিশুদ্ধ। (শরহুল উবাই) বাক্যটির মর্ম হইতেছে رفع الينا شيئ فى صورة الكثيب الضخم (আমাদের সামনে ধনুকাকৃতির সুদীর্ঘ বালির স্তুপের ন্যায় একটি বস্তু উত্থিত হইল)। -(তাকমিলা ৩:৫০৩)

فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ (আকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম যে, উহা একটি জন্তু)। আর সহীহ বুখারী শরীফে ওহাব (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فاذا حوت مثل الظرب (আকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম যে, পাহাড় সদৃশ মাছ)। الظرب শব্দটির ظ বর্ণে যবর ر বর্ণে যের পঠনে অর্থ الجبل (পাহাড়)। আর সহীহ বুখারী শরীফে আমর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فالقى البحر حوتا ميتا (সাগর একটি মৃত মাছ নিক্ষেপ করিল)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উহা একটি মাছ ছিল। তবে মাছটি বিশালাকার হওয়ার কারণে আলোচ্য রিওয়ায়তে دابة (জন্তু) বলা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫০৩)

تُدْعَى الْعَنْبَرَ (আম্বর বলা হইত)। ইহা এক প্রকার মাছ যাহার নাম ابال (তিমি)। ইহাকে 'আম্বর' নামকরণের কারণ হইতেছে যে, প্রসিদ্ধ সুগন্ধি 'আম্বর' ইহার নাড়ীভূড়ি হইতেই বাহির হয়। আর ইহা মাছের মধ্যে সর্বাধিক বড় দেহবিশিষ্ট মাছ। -(তাকমিলা ৩:৫০৩)

مَيْتَةٌ (ইহা তো মৃত)। অর্থাৎ হযরত আবূ উবায়দা (রাযি.) ইহা মৃত হওয়ার কারণে আহার করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করিয়াছিলেন। হয়তো তখন সাগরের মৃত আহার করা হালাল হওয়ার মাসয়ালা তাহার জানা ছিল না। -(তাকমিলা ৩:৫০৩)

فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ (অতঃপর দীর্ঘ একমাস আমরা তিনশত লোক ইহা আহার করিয়া অতিবাহিত করিলাম)। অর্থাৎ তাহারা তিনশত লোক একমাস পর্যন্ত প্রতিদিন প্রয়োজন মুতাবিক আহার করিলেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এত দীর্ঘ সময়ে মাছের গোশত নষ্ট হইয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু ইহাতে অত্যধিক চর্বি থাকার কারণে নষ্ট হয় নাই। অধিক চর্বি গোশতকে নষ্ট হইতে হিফাযত করে। অধিকন্তু সাগরের লবনও গোশত পচন রোধ করে। এই মাছটি যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত বরকতময় রিযিক ছিল সেহেতু এত সংখ্যায় মুসলিম বাহিনী এক মাস আহার করা এবং নষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন হয় না। ইহা মুসলিম বাহিনীর কারামাত।

বিভিন্ন হাদীছের সমন্বয় ঃ

আলোচ্য হাদীছে একমাস আহার করার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর ওহ্হাব (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ঃ বাহিনীর লোকেরা উহা হইতে আঠারো রাত্রি আহার করিয়াছিলেন। আর আমর বিন দীনার (রহ.)-এর রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, আমরা উহা হইতে অর্ধমাস আহার করিয়াছি। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার সমন্বয়ে বলেন, যিনি আঠারো রাত্রি বর্ণনা করিয়াছেন তিনি অন্যদের তুলনায় অধিক সংরক্ষণ করিয়াছেন। আর যিনি অর্ধমাস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উদ্বৃত্ত দিনগুলি গণনা করেন নাই। আর যিনি একমাস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উদ্বৃত্ত দিনগুলিকে পূর্ণাঙ্গ গণ্য করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৫০৪)

حَتَّى سَمِنَّا অর্থাৎ زال عنا الهزال (এমনকি (আমাদের দুর্বলতা কাটিয়া গেল)। আল্লামা উবাই (রহ.) ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, নিরূপায় ব্যক্তির জন্য মৃতজন্তু তৃপ্তিসহকারে আহার করা জায়িয। কেননা سمن শব্দটি স্বভাবত তৃপ্তিসহকারে আহার করার উপর প্রয়োগ হয়। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থের ২:২১৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, শক্তি বলবৎ থাকার প্রয়োজন মুতাবিক মৃতজন্তু খাওয়া মুবাহ। ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা ও একমতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তাহার জন্য মৃত হইতে প্রয়োজন পূরণকারী অল্প জীবিকা আহার করা জায়িয। ইমাম আল মাযনী (রহ.)-এরও এই অভিমত। তাহারা বলেন, কেননা নিরূপায়ের প্রাথমিক অবস্থায় মৃতুজন্তু হইতে কিছু খাওয়া জায়িয নাই। কাজেই অনুরূপ আহার করার মাধ্যমে সেই পর্যায়ে পৌঁছিবার পর জায়িয হইবে না। হাসান বাসরী (রহ.) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

আল্লামা উবাই (রহ.) কর্তৃক আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করার জবাব এই যে, সমুদ্রের মৃত সকল অবস্থায় আহার করা হালাল। কাজেই ইহা নিরূপায়ের অবস্থার সহিত নির্দিষ্ট নহে। ফলে সমুদ্রের মৃত তৃপ্তিসহকারে আহার করা জায়িয। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫০৫)

مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ (উহার চোখের কোটার হইতে)। وَقْب শব্দটির و বর্ণে যবর ق বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে অর্থ গর্ত, কোটর, গহ্বর। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, وقب العين অর্থ داخلها (চোখের কোটর)। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (আর অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হইতে, যখন উহা সমাগত হয়–

সূরা ফালাক- ৩) হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর وقب العين হইতেছে حفرتها (চোখের গর্ত)। আর الوقبة হইল الحفرة فى الحجر (পাথরের মধ্যের গর্ত)।

بِالْقِلَالِ (বড় কলসীসমূহে)। قلال শব্দটি قلة (ق বর্ণে পেশ) বৃহৎ কলস, মটকা। ইহা দ্বারা মর্ম হইল আমরা উহার চোখের কোটর হইতে চর্বি বাহির করিয়া বৃহৎ কলসসমূহ ভর্তি করিতাম। -(তাকমিলা ৩:৫০৫)

وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ (আর উহা হইতে এক একটি টোকরা কাটিয়া নিতেছি)। الْفِدَرَ শব্দটির ف বর্ণে যের د বর্ণে যবর فدرة এর বহুবচন। ইহার অর্থ القطعة (খণ্ড, টুকরা, অংশ)। আর كالثور (ষাঁড়ের ন্যায়) অর্থাৎ نقطع منه قطعات اللحم او الشحم كما تقطع من لحم الثور (আমরা উহা হইতে গোশত কিংবা চর্বির খন্ডসমূহ কর্তন করিয়া নিতাম যেমন ষাঁড়ের গোশতের খন্ড কর্তন করিয়া নেওয়া হয়। -(তাকমিলা ৩:৫০৫)

أَوْ قَدْرِ الثَّوْرِ (কিংবা ষাঁড় পরিমাণ)। قدر শব্দটির ق বর্ণে যবর د বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠনে অর্থাৎ بمثل الثور (ষাঁড় সদৃশ)। আর فدر الثور ও বর্ণিত হইয়াছে। فدر শব্দটির ف বর্ণে যের দ্বারা পঠনে فدرة এর বহুবচন। ইহার অর্থ مثل قطعات الثور (ষাঁড়ের খণ্ডের সদৃশ)। -(তাকমিলা ৩:৫০৬)

فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا (তাহার নীচ দিয়া অতিক্রম করিয়া গেলেন)। ইহা সংক্ষিপ্ত, ইহার বিস্তারিত আমর বিন দীনার (রহ.)-এর বর্ণিত আগত রিওয়ায়তে রহিয়াছে– উহার শব্দ ثم نظر الى اطول رجل فى الجيش و اطول جمل فحمله عليه فمر تحته (অতঃপর বাহিনীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় লোকটি এবং উচ্চতর উটটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর ঐ লোকটিকে ঐ উটের উপর চড়াইয়া দিলেন। অতঃপর সে নীচ দিয়া চলিয়া গেল)। -(ঐ)

فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا (তোমাদের কাছে কি উহার অবশিষ্ট কিছু গোশত আছে? তাহা হইলে তোমরা আমাকেও উহা খাইতে দাও)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার গোশত হালাল হওয়ার বিষয়ে অতিশয়োক্তি প্রকাশের লক্ষ্যে অবশিষ্ট গোশত হইতে আহার করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহাতে ইহা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কাহারও সন্দেহ না থাকে। কিংবা ইহা দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্য। কেননা এই খাদ্যটি অলৌকিকভাবে আল্লাহর মুজাহিদগণের সম্মানার্থে পরিবেশন করিয়াছিলেন। -(ঐ)

সাগরের মৃতসমূহের মাসয়ালা ঃ সাগরের জীব-জন্তুর মধ্য হইতে মাছ হালাল হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে মাছ ব্যতীত সাগরের অন্যান্য শিকার হালাল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য আছে। আয়িম্মায়ে ছালাছার মুখতার অভিমত হইতেছে সাগরে জীবিকা নির্বাহকারী সকল জন্তু হালাল। তবে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ উহা হইতে শুধু ব্যাঙকে ব্যতিক্রম রাখিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) শরহুল মুহায্যাব গ্রন্থের ৯:৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখেন, নির্ভরযোগ্য সহীহ অভিমত হইতেছে যে, ব্যাঙ ব্যতীত সাগরের সকল প্রকার মৃত জন্তুও হালাল। আর কতক আসহাব কচ্ছপ, সাপ ও ক্ষুদ্রকৃতির বানর পানিতে বসবাস করিলেও অসামুদ্রিক জন্তুর উপর প্রয়োগ করেন।

মালিকী মতাবলম্বীগণ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা সামুদ্রিক মানুষ, কুকুর ও শুকর ব্যতিক্রম রাখেন। কিন্তু তাহাদের মুখতার মতে সামুদ্রিক জন্তু ব্যাপকভাবে হালাল। আল্লামা আদ-দারদীর (রহ.) শরহুস সগীর ২:১৮২ পৃষ্ঠায় লিখেন, সামুদ্রিক জন্তু ব্যাপকভাবে মুবাহ, যদিও উহা মৃত, কুকুর, শুকর, কুমীর কিংবা কচ্ছপ হউক, যবেহ করার প্রয়োজন নাই।

হাম্বলী মতাবলম্বীগণও সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ারের কোন কিছু ব্যতিক্রম করেন না। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) আলমুগনী গ্রন্থের ১১:৪০ পৃষ্ঠায় লিখেন, মাছ এবং পানি জাতীয় জন্তু যাহারা পানি ব্যতীত অন্য কোথাও বসবাস করে না। এইগুলি মৃত হইলেও হালাল। চাই কোন কারণে মৃত্যু হউক কিংবা কোন কারণ ব্যতীত।

হানাফীগণ বলেন, মাছ ব্যতীত সামুদ্রিক অন্য কোন জন্তু আহার করা জায়িয নাই। আর ইহা শাফিয়াগণের এক অভিমত রহিয়াছে। যেমন হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৬১৯ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন।

আয়িম্মায়ে ছালাছার দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হইয়াছে– সূরা মায়িদা- ৯৬) এই আয়াতের হুকুম ব্যাপক, সকল জীব-জন্তু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা তাহাদের উল্লিখিত الصيد (শিকার) শব্দটি المصيد (শিকারকৃত) অর্থে ব্যবহার হইতে হইবে। দ্বিতীয় صيد শব্দটি البحر এর দিকে সম্বন্ধটি الاستغراق (ব্যাপ্তি)-এর জন্য হইতে হইবে। অথচ দুইটি বিষয়ের প্রতিটিই নিষিদ্ধ। প্রথমটি তো নিশ্চিত যে, الصيد (শিকার) শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল)। ইহাকে اسم مفعول এর অর্থে مجاز (পরোক্ষ) হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। তবে তা حقيقة (আসল অর্থে)-এর উপর যতক্ষণ ব্যবহার করা সম্ভব ততক্ষণ مجاز অর্থে ব্যবহার করা যায় না। অধিকন্তু আয়াতের বাচনভঙ্গী দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, ইহা দ্বারা مجاز অর্থ মর্ম নহে; বরং حقيقة (আসল অর্থ)ই মর্ম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইহার উপর عطف (অনুকূল্য) করিয়া ইরশাদ করেন وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (এবং তোমাদের (ইহরামকারীদের) জন্য হারাম করা হইয়াছ স্থল শিকার যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক– সূরা মায়িদা- ৯৬) এই আয়াতে الصيد (শিকার) দ্বারা সর্বসম্মত মতে مصدرى অর্থ মর্ম। কেননা মুহরিম ব্যক্তির জন্য কেবল শিকার কর্মটি হারাম। শিকারকৃত জন্তু খাওয়া হারাম নহে। যদি তিনি শিকার না করে, শিকারে সহযোগিতা না করে কিংবা ইশারা না করে। যেমন এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। কাজেই এই স্থানে مجاز (পরোক্ষ) অর্থ মর্ম নেওয়ার কোন রাস্তা নাই। তাই সাগরে শিকারের বিষয়টি অনুরূপই। আর ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সামদ্রিক জন্তু জানোয়ার শিকার করা হালাল। আর ইহা দ্বারা এই বিষয় অত্যাবশ্যক হয় না যে, সাগরের শিকারকৃত সকল জন্তুই হালাল। আর দ্বিতীয় বিষয়ে বলা যায় যে, الصيد এর اضافت (সম্বন্ধ) البحر এর দিকে استغراق (ব্যাপ্তি) মর্ম। ইহাও নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ (তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে স্থল শিকার– সূরা মায়িদা- ৯৬) এ اضافت (সম্বন্ধ)টি الاستغراق এর জন্য নহে। কেননা, ইহার পরবর্তী ইরশাদ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাক– সূরা মায়িদা- ৯৬) প্রমাণ করে। কারণ বিশেষভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুই মুহরিমের জন্য হারাম। আর উহা হইল সেই শিকারকৃত জন্তু যাহার গোশত আহার করা মুবাহ। আর যাহার গোশত হালাল নহে ইহা সকল অবস্থায় হারাম। চাই ইহরাম অবস্থায় হউক কিংবা না। ইহাতে ইহরাম অবস্থায় কোন বিশেষতঃ নাই। সুতরাং এই আয়াত সাগরের সকল জন্তু হালাল হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে না। আর এই মাসয়ালার সহিত কোন সম্পর্কও নাই। আর যদি ব্যাপকভাবে হালাল হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করিত তাহা হইলে ব্যাঙ ব্যতিক্রম করার কোন অর্থ হয় না। কিংবা মালিকিয়া ও হাম্বলিয়াগণ অন্যান্য জন্তু ব্যতিক্রম করিয়াছেন।

আর আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) المحلى গ্রন্থের ৭:৩৯৫ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, সামদ্রিক সকল জন্তু-জানোয়ার হালাল। তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, دابة (জন্তু)টি মাছ জাতীয় ব্যতীত অন্য বস্তু ছিল। কিন্তু আমরা ইতোপূর্বে সহীহ বুখারীর মাগাযী অধ্যায়ের রাবী ওহাব (রহ.) বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছি যে فاذا حوت مثل الظرب (হঠাৎ ছোট টিলা সদৃশ একটি মাছ দেখা গেল)। আর ইবন দীনার (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে فالقى البحر حوتا ميتا (তখন সমুদ্র একটি মৃত মাছ নিক্ষেপ করিল)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা মাছ ছিল। তবে আলোচ্য হাদীছে মাছটি বিশালাকার হওয়ার কারণে دابة (জন্তু) বলা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫০৬-৫০৮ সংক্ষিপ্ত)

মরিয়া ভাসিয়া উঠা মাছের মাসয়ালা ঃ আয়িম্মা ছালাছার মতে ভাসমান মৃত মাছ আহার করা জায়িয। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, মরিয়া ভাসিয়া উঠা মাছ আহার করা জায়িয নাই। দলীল, আবূ দাউদ শরীফে الاطعمة অধ্যায়ে হযরত জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছ, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القى البحر او جزر عنه فكلوه۔وما مات فيه وطفا فلا تاكلوه (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাগর যাহা নিক্ষেপ করে কিংবা ভাটা লাগিয়া হত্যা করে তাহা তোমরা আহার কর। আর যাহা মরিয়া ভাসিয়া উঠে তাহা তোমরা আহার করিও না।

আম্বর-এর আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আয়িম্মায়ে ছালাছার দলীল যথাযথ হয় না। কেননা আলোচ্য হাদীছে এই কথার উল্লেখ নাই যে, মাছটি সাগরের মধ্যে মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে; বরং এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, সাগরে ভাটার সময় উহা মরিয়া গিয়াছে। আর ইহা আমাদের উল্লিখিত জাবির (রাযি.) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা হালাল প্রমাণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫১২ সংক্ষিপ্ত)

চিংড়ি মাছের মাসয়ালা ঃ

আয়িম্মায়ে ছালাছার মতে নিঃসন্দেহে চিংড়ি হালাল। কেননা, তাঁহাদের মতে সমুদ্রের জীব-জন্তু সকল কিছুই হালাল। আর হানাফীগণের মতে চিংড়ি মাছ কি না? এই হুকুমের উপর নির্ভরশীল। যদি মাছ হয় তাহা হইলে হালাল আর মাছ না হইলে হালাল নহে। একাধিক অভিধানবিদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চিংড়ি এক প্রকার মাছ। আল্লামা ইবন দরীদ (রহ.) নিজ جمهرة اللغة গ্রন্থের ৩:৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন واربيان ضرب من السمك (আর চিংড়ি এক প্রকার মাছ)। কামূস এবং তাজুল উরুস ১:১৪৬ পৃষ্ঠায় উহা স্বীকার করিয়াছেন। আর আল্লামা الدميرى (রহ.) নিজ 'হায়াতুল হায়ওয়ান' গ্রন্থের ১:৪৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেন الروبيان هو سمك صغير جدا أحمر (চিংড়ি হইতেছে লাল বর্ণের খুবই ছোট মাছ)। এই সকল প্রমাণের ভিত্তিতে হানাফীগণের একাধিক বিশেষজ্ঞ ফতোয়া দিয়াছেন যে, চিংড়ি আহার করা জায়িয। যেমন সাহিবুল ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া এবং ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১০৩। -(তাকমিলা ৩:৫১৩ সংক্ষিপ্ত)

(৪৮৭৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتّٰى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهَا حَتّٰى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلٰى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حَجَاجِ عَيْنِهِ نَفَرٌ قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكٍ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا قَبْضَةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فَنِيَ وَجَدْنَا فَقْدَهُ.

(৪৮৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল জাব্বার বিন আলা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করিলেন, আমরা ছিলাম তিনশত আরোহী এবং আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.) আমাদের আমীর ছিলেন। আমরা কুরায়শগণের একটি কাফেলার উদ্দেশ্যে ওঁৎ পাতিয়া অবস্থান নিয়া রাখিয়াছিলাম অর্ধমাস পর্যন্ত আমরা সমুদ্রোপকূলে অবস্থান করি। তখন আমরা অতীব

খাদ্যাভাবে পতিত হই এবং আমরা গাছের পাতা আহার করিতে বাধ্য হই। এই কারণেই এই বাহিনীর নাম 'জাইশুল খাবাত' (লতা-পাতার বাহিনী) হইয়া গিয়াছিল। তখন সাগর আমাদের জন্য একটি জন্তু নিক্ষেপ করিল– যাহাকে 'আম্বর' বলা হয়। আমরা অর্ধমাস পর্যন্ত উহা হইতে আহার করিতে থাকি এবং উহার তৈল আমাদের গায়ে মালিশ করি। ইহাতে আমাদের শরীর বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। রাবী (জাবির রাযি.) বলেন, হযরত আবূ উবায়দা (রাযি.) জন্তুটির পাঁজরসমূহের একটি পাঁজর তুলিয়া দাঁড় করাইলেন। তারপর বাহিনীর সর্বাধিক দীর্ঘকায় লোকটি এবং উচ্চতর উটটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর উক্ত লোকটিকে উটটির উপর চড়াইয়া দিলেন। যে উহার নীচ দিয়া চলিয়া গেল। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, ঐ জন্তুটির চোখের কোটরে একদল লোক বসিলেন। তিনি (জাবির রাযি.) বলেন, আর আমরা উহার চোখ হইতে এত এত কলস ভর্তি চর্বি বাহির করি। তিনি আরও বলেন, আর আমাদের কাছে এক বস্তা খেজুর ছিল। তখন আবূ উবায়দা (রাযি.) উহা হইতে আমাদের প্রত্যেককে এক এক মুষ্টি করিয়া খেজুর প্রদান করিলেন। তারপর শেষ দিকে তিনি আমাদেরকে মাত্র এক একটি করিয়া খেজুর দিতেন। অতঃপর যখন উহাও শেষ হইয়া গেল তখন আমরা উহার (এক একটি না থাকার) অভাবটুকু অনুভব করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ وَدَكِهَا (উহার চর্বি হইতে ...)। الودك হইল الشحم المذاب (তরলীকৃত চর্বি)। -(তাকমিলা ৩:৫১৪)

حَتّٰى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا (ইহাতে আমাদের শরীর বলিষ্ঠ হইয়া উঠে)। অর্থাৎ عادت الى قوتها (আমাদের দেহ পূর্বশক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে)।

فِى حَجَاجِ عَيْنِهِ (উহার চোখের কোটরে)। حجاج শব্দটির ح বর্ণে যের কিংবা যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ চোখের চতুপার্শ্বে ভুরুর হাড়। আর কেহ বলেন; বরং চোখের ভুরুর নীচের উপরিভাগ, কিনারা)। (তাজুল উরূস)

وَجَدْنَا فَقْدَهُ (তখন আমরা উহার অভাবটুকু অনুভব করিয়াছিলাম)। অর্থাৎ شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها (একটি করিয়া খেজুর প্রাপ্তি যখন শেষ হইয়া গেল তখন আমরা উক্ত একটি খেজুরের উপকার (প্রয়োজনীয়তা) অনুভব করিয়াছিলাম)। -(তাকমিলা ৩:৫১৫)

(৪৮৭৬) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ فِى جَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ .

(৪৮৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল জাব্বার বিন আ'লা (রহ.) তিনি ... আমর এবং জাবির (রাযি.)কে 'জাইশুল খাবাত' সম্পর্কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি (কায়স বিন সা'দ বিন উবাদা রাযি.) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেন। অতঃপর আরও তিনটি, তারপর আরও তিনটি। অতঃপর আবূ উবায়দা (রাযি.) তাঁহাকে এইভাবে (জবাই) করিতে নিষেধ করেন।

(৪৮৭৭) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا .

(৪৮৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন আর সেই বাহিনীতে আমরা তিনশত মুজাহিদ ছিলাম। আমরা আমাদের পাথেয় আমাদের কাঁধে করিয়া নিয়াছিলাম।

(৪৮৭৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَفَنِيَ زَادُهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِزْوَدٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ.

(৪৮৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) জানাইয়াছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনশত মুজাহিদের একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং আবূ উবায়দা বিন জাররাহ (রাযি.)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এক পর্যায়ে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইয়া যায়। তখন আবূ উবায়দা (রাযি.) তাহাদের সকলের খাদ্যদ্রব্য একটি পাত্রে জমায়েত করিয়া আমাদের নিত্যদিনকার খাদ্য সরবরাহ করিতেন। ... শেষ পর্যন্ত অবশেষে আমাদের প্রত্যেকের ভাগে একটি করিয়া খেজুর পড়িত।

(৪৮৭৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

(৪৮৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনীকে সমুদ্রোপকূলের দিকে প্রেরণ করিলেন আর আমিও ইহাতে ছিলাম। হাদীছের বাকী অংশ রাবী আমর বিন দীনার ও আবূ যুবায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে রাবী ওহাব বিন কায়সান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, আঠার রাত পর্যন্ত সেনাবাহিনী উহা হইতে আহার করিয়াছিলেন।

(৪৮৮০) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(৪৮৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রাহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাহিনীকে জুহায়না সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং এক ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দেন। হাদীছের বাকী অংশপূর্ববর্তী রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধা খাওয়া হারাম-এর বিবরণ

(৪৮৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(৪৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন মুতআ বিবাহ করা এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে মাগাযী অধ্যায় باب غزوة خيبر এ এবং নিকাহ অধ্যায়ের باب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا এর মধ্যে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫১৬)

نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (মুতআ বিবাহ হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। এ বিষয়ে 'কিতাবুন নিকাহ-এর ৩৩০০, ৩৩০৭, ৩৩০৮ ও ৩৩১২নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বাঙলা ব্যাখ্যা ১৩তম খণ্ড)

يَوْمَ خَيْبَرَ (খায়বর যুদ্ধের দিন)। কতিপয় আলিম বলেন, এই রিওয়ায়তে (تقديم وتأخير) পূর্বাপর হইয়াছে)। বস্তুতভাবে বাক্যখানা এইরূপ ছিল যে, نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الانسية يوم خيبر (তিনি মুত'আ বিবাহ করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আর يوم خيبر (খায়বরের যুদ্ধের দিন) বাক্যটি শুধু تحريم الحمر (গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম)-এর ظرف (অধিকরণ) ছিল। অতঃপর কোন এক রাবী কর্তৃক পরিবর্তন হইয়া يوم خيبر বাক্যটি نهى عن متعة النساء (তিনি মুত'আ বিবাহ করা হইতে নিষেধ করেন)-এর ظرف (অধিকরণ) করা হইয়াছে। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) হুমায়দী (রহ.) হইতে নকল করেন যে, সুফয়ান বিন উয়ায়না (রহ.) বলিতেন يوم خيبر (খায়বর যুদ্ধের দিন) বাক্যটি الحمر الاهلية (গৃহপালিত গাধার)-এর সহিত সম্পর্ক, المتعة (মুত'আ)-এর সহিত নহে। আল্লামা সুহায়লী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইবন উয়ায়না (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই শব্দে রিওয়ায়ত করিয়াছেন : نهى عن اكل الحمر الاهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك او فى غير ذلك (খায়বর যুদ্ধের বৎসর গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করেন। আর ইহার পরবর্তী কিংবা অন্য কোন সময়ে মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ করেন।

তবে অনেক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, খায়বরের দিন মুত'আ হারাম হইয়াছে। সম্ভবতঃ মুত'আ বিভিন্ন গযূয়াতে একাধিক বার রুখসত ও হারাম হইয়াছে। অতঃপর গযূয়ায়ে ফাতহ-এ চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর ঝোঁক এইদিকেই। আর বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয়ে অনেক আহলে ইলম এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫১৭)

وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ (আর গৃহপালিত গাধার গোশত (আহার করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন)। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রাযি.) গৃহপালিত গাধার গোশত এবং মুতআ বিবাহ উভয়টি একত্রিতভাবে নিষেধ

করেন। কেননা, ইবন আব্বাস (রাযি.) এতদুভয়টি একসাথে অনুমতি (رخصت) দিতেন। এই কারণেই হযরত আলী (রাযি.) উভয় বিষয়টি খন্ডন করিয়া দিলেন। (كذا فى نكاح فتح البارى)-

জমহুরে ফুকাহা (রহ.)-এর মাযহাবের পক্ষে এই হাদীছ দলীল যে, গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম। আর اهلية (গৃহপালিত)-এর বন্দীত্ব দ্বারা বন্য গাধার গোশত আহার করা হালাল প্রমাণিত হয়। আর এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫১৭ সংক্ষিপ্ত)

(৪৮৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

(৪৮৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে "আর গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা হইতে" রহিয়াছে।

(৪৮৮৩) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(৪৮৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হালওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে আবূ ইদ্রীস জানাইয়াছেন। আবূ ছা'লাবা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করিয়াছেন।

(৪৮৮৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(৪৮৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৮৮৫) وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبِى وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا.

(৪৮৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ সেই লোকদের খুবই খাদ্যাভাব ছিল।

(৪৮৮৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَنَحَرْنَاهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ.

(৪৮৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... শায়বানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযি.)কে গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, খায়বর যুদ্ধের দিন আমাদের খুবই ক্ষুধা পাইয়াছিল। আমরা সেই দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে আমরা কিছু গৃহপালিত গাধা পাইলাম। আমরা সেইগুলি যবেহ করিলাম। আমাদের ডেগগুলি যখন টগবগ করিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন যে, তোমরা ডেগগুলি উল্টাইয়া দাও এবং গৃহপালিত গাধার গোশতের কিছুও আহার করিও না। (রাবী বলেন) তখন আমি বলিলাম, কোন প্রকারের হারাম করিলেন? রাবী বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করিলাম এবং বলিলাম, চিরদিনের জন্য হারাম করিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলিলেন, গণীমতের এক পঞ্চমাংশ বাদ না দিয়া রান্না করা হইয়াছিল বলিয়াই উহা হারাম করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ (তোমরা ডেগগুলি উল্টাইয়া দাও)। اكْفَئُوا শব্দটি همزه قطعى হইলে الاكفاء হইতে আর همزه وصلى হইলে الكفاء হইতে উদ্ভূত। আর যখন ডেগ উল্টাইয়া দিয়া উহাতে যাহা আছে উহা ফেলিয়া দেওয়া হয় তখন وكفأت الاناء او اكفأته বলা হয়। -(তাকমিলা ৩:৫২০)

حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ (চিরদিনের জন্য হারাম করিয়াছেন)। ইহার অর্থ القطع (অকাট্য, নিশ্চিত)। প্রত্যেক সেই কর্ম যাহাতে পুনরাবৃত্তি না করা উদ্দেশ্য হয় সেই ক্ষেত্রে বলা হয় لا افعله البتة (ইহা আমি কখনও করিব না)। ইহা দ্বারা মর্ম হইল ان النبى صلى الله عليه وسلم حرمها على سبيل التابيد (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা চিরদিনের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন)। -(তাকমিলা ৩:৫২০)

(৪৮৮৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ.

(৪৮৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি সুলায়মান শায়বানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, খায়বর যুদ্ধের সময়কার রাত্রিগুলিতে আমরা খুবই ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অতঃপর যখন দিন হইল, আমরা গৃহপালিত গাধাগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইলাম এবং সেইগুলি যবেহ করিলাম। তারপর যখন উহা ডেগগুলিতে টগবগ করিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

ঘোষক ঘোষণা করিলেন যে, তোমরা ডেগগুলি উল্টাইয়া (উহাতে যাহা আছে তাহা ফেলিয়া) দাও এবং গৃহপালিত গাধাগুলির গোশতের কিছুই আহার করিও না। তিনি (রাবী) বলেন, তখন কতিপয় লোক বলিল, যেহেতু গণীমতের এক পঞ্চমাংশ নির্ণয় করা হয় নাই সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর অপর কতিপয় লোক বলিল, ইহা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

(৪৮৮৮) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اكْفَئُوا الْقُدُورَ.

(৪৮৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... আদী বিন সাবিত (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা এবং আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমরা কতক সংখ্যক গৃহপালিত গাধা যবেহ করিয়া তাহা রান্না করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন, ওহে! তোমরা ডেগগুলি উল্টাইয়া (উহাতে যাহা আছে তাহা ফেলিয়া) দাও।

(৪৮৮৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ

(৪৮৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, বারা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমরা খায়বর যুদ্ধের দিন কতক সংখ্যক গৃহপালিত গাধা প্রাপ্ত হই। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক ঘোষক আসিয়া ঘোষণা করিলেন, তোমরা ডেগগুলি উল্টাইয়া দাও।

(৪৮৯০) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(৪৮৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... সাবিত বিন উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি বারা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(৪৮৯১) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ.

(৪৮৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত কাঁচা হউক কিংবা রান্নাকৃত হউক উহা ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তারপর উহা আহার করিতে (আর কখনও) আদেশ করেন নাই।

(৪৮৯২) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৮৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৮৯৩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

(৪৮৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসূফ আল-আযদী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জন্যই উহা নিষেধ করিলেন কি না যে, এইগুলি মানুষের পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হইত। তাই পরিবহণ হ্রাস হওয়ার আশংকায় তিনি তাহা মাকরূহ মনে করিলেন কিংবা খায়বর যুদ্ধের দিবস গৃহপালিত গাধার গোশত (আহার করা হইতে) তিনি চিরদিনের জন্য হারাম করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (গৃহপালিত গাধার গোশত)। ইহা نهى عنه এবং حرمه এর ضمير (সর্বনাম)-এর বর্ণনা। -(তাকমিলা ৩:৫২২)

(৪৮৯৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ" قَالُوا عَلَى لَحْمٍ. قَالَ "عَلَى أَيِّ لَحْمٍ". قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا". فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ "أَوْ ذَاكَ".

(৪৮৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... সালামা বিন আকওয়া (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খায়বর অভিমুখে রওয়ানা করিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য বিজয় দান করিলেন। তারপর বিজয়ের দিবসে যখন সন্ধা হইল তখন অনেক আগুন জ্বালানো হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বস্তুতে এই আগুন জ্বালানো হইয়াছে? তাহারা (জবাবে) আরয করিরেন, গোশত রান্না করা হইতেছে। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের গোশত? তাঁহারা (জবাবে) আরয করিলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এইগুলি ফেলিয়া দাও এবং পাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল। তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি এইগুলি ফেলিয়া দিব এবং পাত্রগুলি ধৌত করিয়া নিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাও করিতে পার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ (সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের মাগাযী অধ্যায়ের غزوة خيبر অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫২২)

أَوْ ذَاكَ (তাহাও করিতে পার)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, তিনি এতদুভয়ের একটি করার এখতিয়ার প্রদান করিয়াছেন। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, ইহা এখতিয়ারের জন্য নির্ধারিত নহে; বরং অনুরূপ ক্ষেত্রে ইহাকে রায় পরিবর্তন করাও বলা যাইতে পারে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, প্রথমে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এই হুকুম ওহীর

মাধ্যমে ছিল কিংবা ইজতিহাদের মাধ্যমে। অতঃপর ইহা রহিত করিয়া ধৌত করণ নির্ধারণ করিয়া দিলেন। এখন আর এই সকল পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়িয নাই। কেননা, ইহা দ্বারা সম্পদ ধ্বংস করা হয়। আর ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নাপাক পাত্র ধৌত করিবার পর উহা ব্যবহার করায় কোন ক্ষতি নাই। -(তাকমিলা ৩:৫২৩)

(৪৮৯৫) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৮৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আন-নযর (রহ.) তাহারা সকলেই ইয়াযীদ বিন আবূ উবায়দা (রাযি.) হইতে এই সনদে (উক্ত হাদীছ) বর্ণনা করেন।

(৪৮৯৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

(৪৮৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বর জয় করিলেন তখন গ্রামের বাহিরে বেশ কতক গাধা আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আমরা উহার কয়েকটি (যবেহ করিয়া) রান্না করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন, সাবধান! আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল উহা (আহার করা) হইতে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, এইগুলি শয়তানী কর্মের অন্তর্ভুক্ত, যাহা অপরিচ্ছন্ন। কাজেই ডেগগুলিতে যাহা আছে উহাসহ উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। আর তখন ডেগগুলি গোশতসহ টগবগ করিতেছিল।

(৪৮৯৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ. قَالَ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.

(৪৮৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিনহাল যরীর (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যখন খায়বরের যুদ্ধের দিন হইল তখন জনৈক আগন্তুক আসিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধাগুলি খাওয়া হইয়া গিয়াছে। অতঃপর অপর ব্যক্তি আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধাগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ তালহা (রাযি.)কে (ঘোষণা দেওয়ার) নির্দেশ দিলেন, সেই মতে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, তাহা হইতেছে অপরিচ্ছন্ন কিংবা নাপাক। তিনি (রাবী) বলেন, তখন ডেকগুলিতে যাহা ছিল উহাসহ উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল।

بَابُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশত আহার করা-এর বিবরণ

(৪৮৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

(৪৮৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবুর রাবী আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাইতে অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের মাগাযী অধ্যায়ের غزوة خيبر অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫২৪)

وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (আর ঘোড়ার গোশত খাইতে অনুমতি দিয়াছেন)। ইহা দ্বারা শাফেয়ী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণ দলীল দিয়া বলেন, ঘোড়ার গোশত আহার করা মাকরূহবিহীন হালাল। আর ইহা অধিকাংশ আলিমের অভিমত। তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র, ফুযালা বিন উবায়দ, আনাস বিন মালিক, আসমা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.), সুওয়ায়দ বিন গাফালা, আলকামা, আসওয়াদ, আতা, শুরায়হ, সাঈদ বিন যুবায়র, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, হাম্মাদ বিন আবূ সুলায়মান, ইসহাক, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও দাউদ (রহ.) প্রমুখ।

আর একদল বিশেষজ্ঞ ঘোড়ার গোশত আহার করাকে মাকরূহ বলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইবন আব্বাস (রাযি.), হাকম, মালিক এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রহিয়াছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ঘোড়ার গোশত আহারকারী গুনাহগার হইবে। তবে তিনি ইহাকে হারাম বলেন নাই। -(كذا في شرح المهذب ٩:٤)

হানাফীগণের দলীল হইতেছে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الخيل والبغال والحمير (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া, খচ্চর এবং (গৃহপালিত) গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন)। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী, আহমদ ও দারু কুতনী (রহ.) প্রমুখ)

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সূত্রে, তিনি আল-হায়সাম (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, انه كره لحم الفرس (তিনি ঘোড়ার গোশতকে মাকরূহ মনে করিতেন)। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমতও। তবে আমরা এই মত পোষণ করি না। আর আমরা ঘোড়ার গোশত আহারে কোন আপত্তি আছে বলিয়া মনে করি না। কেননা, ঘোড়ার গোশত হালাল হওয়ার ব্যাপারে বহু আছার বর্ণিত আছে।

সম্ভবতঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সকল হাদীছের সমন্বয় সাধনে ঘোড়ার গোশত নাজাসাত গণ্য করিয়া নিষেধ করেন নাই; বরং ইহার সম্মানার্থে মাকরূহ মনে করিতেন। কেননা, ঘোড়া জিহাদের হাতিয়ারের মধ্যে

অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা الحصكفى (রহ.) 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বলেন, কেহ বলিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইনতিকালের তিনদিন পূর্বে ঘোড়ার গোশত হারাম হওয়ার অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইহার উপরই ফতোয়া। ইমাদিয়া ইবন আবেদীন (রহ.) ইহার অধীনে লিখেন, ইহা মাকরূহ বটে, তবে মাকরূহে তানযীহি। ইহা তাহার প্রকাশ্য রিওয়ায়ত। (كما فى كفاية البيهقى)- আর ইহাই সহীহ, যাহা ফখরুল ইসলাম (রহ.) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন। (قهستانى)- অতঃপর তিনি খুলাছা, হিদায়া, আল মুহীত, আল মুগনী, কাযীখান, আল-ইমাদী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছেন যে, তাঁহার হইতে ঘোড়ার গোশত আহার করা মাকরূহ তাহরিমা বলিয়া নকল করিয়াছেন এবং ইহার উপর মতন রহিয়াছে। আল্লামা আবূ সাঈদ (রহ.) বলেন, প্রথম অভিমতের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সাহেবায়ন (রহ.)-এর মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। কেননা, সাহেবায়ন (রহ.) যদিও ঘোড়ার গোশত হালাল বলিয়াছেন, কিন্তু মাকরূহে তানযীহিসহ। (كما صرح به فى الشرنبلالية عن البرهان)- - (তাকমিলা ৩:৫২৪-৫২৫)

(৪৮৯৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.

(৪৮৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, খায়বর যুদ্ধের সময়ে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত আহার করিয়াছি। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৪৯০০) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৯০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াকূব দাওরাকী ও আহমদ বিন উছমান নাওফলী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯০১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ.

(৪৯০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আসমা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঘোড়া জবাই করিয়াছি এবং উহা আহার করিয়াছি।

(৪৯০২) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৯০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গুঁই সাপ মুবাহ হওয়া সম্পর্কে

(৪৯০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ".

(৪৯০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুঁই সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি উহা আহার করি না এবং উহাকে হারাম-ও বলি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ (হযরত ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الذبائح অধ্যায়ে الضب অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫২৭)

لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ (আমি উহা আহার করি না এবং উহাকে হারামও বলি না)। ইহা দ্বারা জমহুরে ফুকাহা দলীল পেশ করিয়া বলেন, গুঁই সাপের গোশত আহার করা মুবাহ। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, ইবন আবী লায়লা, সাঈদ বিন জুবায়র এবং ইবরাহীম আন-নাখয়ী (রহ.)-এর অভিমত।

এক জামাআত ফকীহ বলেন, গুঁই সাপ হারাম। ইহা আ'মাশ ও যায়দ বিন ওহাব (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে -(كما فى عمدة القارى ١٠:٥٣)। ইহা আল্লামা ইবন মুনযির (রহ.) হযরত আলী (রাযি.) হইতে নকল করিয়াছেন। -(كذا فى البارى ٩:٦٦٠)

ইমাম আযম আবূ হানীফা ও তাঁহার সাহেবায়ন (রহ.)-এর মতে গুঁই সাপ আহার করা মাকরূহ। অতঃপর ইমাম তহাভী (রহ.) নকল করেন যে, ইহা মাকরূহে তানযিহী। -(كما فى عمدة القارى) কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.)-এর কথা দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, তিনি ইহাকে মাকরূহে তাহরিমী হওয়ার দিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুল আছার' গ্রন্থের কথা দ্বারা অনুরূপ মর্ম বুঝা যায়। হিদায়ার মতন দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হয়।

নিষেধকারীগণের দলীল হইতেছে আবূ দাউদ শরীফে আবদুর রহমান বিন শুবল (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ: ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الضب (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুঁইশাপ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন)।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নিজ 'কিতাবুল আছার' ১৭৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ হানীফা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি হাম্মাদ (রহ.) হইতে, তিনি ইবরাহীম (রহ.) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, انه اهدى لها ضب، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن اكله، فنهاها عنه۔ فجاء سائل فارادت ان تطعمه اياه۔ فقال اتطعمينة مالا تكلين (হযরত আয়িশা (রাযি.)কে কেহ গুঁই সাপ হাদিয়া দিলেন, তখন তিনি ইহা আহার করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে ইহা (আহার করা) হইতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর একজন ভিক্ষুক আসিল তখন আমি তাহাকে উহা হইতে কিছু খাওয়ানোর ইচ্ছা করিলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তাহাকে তুমি এমন বস্তু আহার করাইবে যাহা

তোমরা আহার কর না)? ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, ইহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আর ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.)-এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহকে ইসলামের সূচনা কালের উপর প্রয়োগ করেন। আর মুবাহ বর্ণিত হাদীছসমূহের উপরই হুকুম ফিরিয়া আসিয়াছে। আর তিনি ধারণা করেন যে, মুবাহ বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে আল্লামা আইনী (রহ.) নিজ 'বানায়া' ইহার বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন। (অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা মুবাহ বর্ণিত হাদীছসমূহ রহিত হইয়া গিয়াছে)।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা. বা.) বলেন, তাহাদের কাহারও কাছে রহিত হওয়ার দলীল নাই। আর বহু হাদীছ দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুঁই সাপ (-এর গোশত)কে নোংরা মনে করিতেন। কাজেই ইহা আহার করিবে না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নোংরা মনে করা অন্ততঃ মাকরূহের ফায়দা দিবে। আর নিষেধাজ্ঞার হাদীছসমূহ ইহার (মাকরূহের) উপরই প্রয়োগ করা হইবে। আর ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫২৭-৫২৮)

(৪৯০৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ "لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ".

(৪৯০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গুঁই সাপ আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি উহা আহার করি না এবং উহাকে হারামও বলি না।

(৪৯০৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ "لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ".

(৪৯০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে থাকা অবস্থায় গুঁই সাপ আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি উহা খাই না এবং উহাকে হারামও বলি না।

(৪৯০৬) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৪৯০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯০৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضَّبِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ.

(৪৯০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' ও কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে গুঁই সাপ সম্পর্কে রাবী লায়ছ (রহ.) কর্তৃক নাফি (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী আইয়্যূব (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গুঁই সাপ নিয়া আসা হইল। তিনি উহা আহার করেন নাই এবং উহাকে হারামও বলেন নাই। আর রাবী উসামা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়াইল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মিম্বরের উপর ছিলেন।

(৪৯০৮) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي".

(৪৯০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার কতিপয় সাহাবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত সা'দ (রাযি.)ও ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখে গুঁই সাপের গোশত পরিবেশন করা হইল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সহধর্মিণী (হযরত মায়মূনা রাযি.) উচ্চস্বরে আওয়ায দিলেন, ইহা কিন্তু গুঁই সাপের গোশত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহা আহার করিতে পার। কেননা, ইহা হালাল। কিন্তু ইহা আমার (আহার উপযোগী) খাদ্য নহে।

(৪৯০৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سَعْدٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ.

(৪৯০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... তাওবা আমবরী (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শা'বী (রহ.) আমাকে বলিয়াছেন। আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হাসান বাসরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছখানা শ্রবণ করিয়াছেন? আমি তো প্রায় দুই বছর কিংবা দেড় বছর ইবন উমর (রাযি.)-এর সংস্পর্শে ছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে কখনও এই হাদীছখানা ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবীর মধ্যে হযরত সা'দ (রাযি.)ও ছিলেন। অতঃপর বাকী হাদীছ রাবী মু'আয (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ". قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.

(৪৯১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হযরত মায়মূনা (রাযি.)-এর ঘরে গেলাম। তখন ভুনাকৃত গুঁই সাপ আনা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাত উহার দিকে প্রসারিত করিলেন। তখন হযরত মায়মূনা (রাযি.)-এর ঘরে উপস্থিত কোন এক মহিলা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা খাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন উহা সম্পর্কে তোমরা তাঁহাকে অবহিত কর। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাত উঠাইয়া ফেলিলেন। (রাবী বলেন,) তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি হারাম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন না। কিন্তু ইহা আমার সম্প্রদায়ের ভূ-খণ্ড (মক্কা)-এ নাই। তাই আমি ইহা অপছন্দ করি। খালিদ (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি উহা টানিয়া নিয়া আহার করিতে থাকিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার দিকে) তাকাইয়া রহিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ (ভুনাকৃত গুঁই সাপ)। المحنوذ অর্থ المشوى (ভুনা, ভুনাকৃত, ঝলসিত, ঝলসানো গোশত)। আর কেহ বলেন, المشوى على الرضف (সেক দিয়া ভুনা গোশত)। الرضف হইল الحجارة المحماة (উত্তাপক পাথর)। -(তাকমিলা ৩:৫৩২)

(৪৯১১) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ "لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ". قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَنِي.

(৪৯১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাঁহারা ... খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) যাহাকে সায়ফুল্লাহ বলা হয়। তাঁহার হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রাযি.)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত মায়মূনা (রাযি.) ছিলেন হযরত খালিদ এবং ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর খালা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে ভুনাকৃত গুঁই সাপ প্রত্যক্ষ করিলেন। যাহা তাঁহার (মায়মূনা (রাযি.)-এর) বোন হুফায়দা বিন্‌ত হারিছ নাজদ হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি গুঁই সাপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করিলেন। আর তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, কোন খাবারের বিবরণ ও উহার নাম উল্লেখ না করা পর্যন্ত তিনি সেই খাবারের দিকে কমই হাত মুবারক বাড়াইতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুঁই সাপটির দিকে হাত মুবারক প্রসারিত করিলেন উপস্থিত মহিলাদের একজন বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যাহা পরিবেশন করিতেছ সে সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত কর। তাহারা আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা (ভুনাকৃত) গুঁই সাপ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত মুবারক তুলিয়া নিলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গুঁই সাপ কি হারাম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন না। কিন্তু ইহা আমার জন্মভূমিতে নাই তাই আমি ইহা অপছন্দ করি। খালিদ (রাযি.) বলেন, তখন আমি উহা টানিয়া নিয়া আহার করিতে থাকিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ (আর তিনি (মায়মূনা রাযি.) তাহার (খালিদ রাযি.) এবং ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর খালা)। খালিদ (রাযি.)-এর মা-এর নাম লুবাবা সুগরা আর ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর মা-এর নাম লুবাবা কুবরা এবং তাঁহার উপনাম ছিল উম্মুল ফযল (রাযি.)। তাঁহারা উভয়ই মায়মূনা (রাযি.)-এর বোন। আর এই তিনজনই হারিছ বিন হাযন (রাযি.)-এর কন্যা ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৩১)

حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (হুফায়দা বিনত হারিছ)। حُفَيْدَةُ শব্দের ح বর্ণে পেশ দ্বারা مصغر (ক্ষুদ্রকৃত) হিসাবে পঠিত। আর কেহ বলেন, তাহার নাম হুযায়লা (রাযি.)। আর এই নামেই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ইসাবা' ৪:৪০৬ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উপনাম উম্মু হুফায়দ। যেমন আগত রিওয়ায়তে আছে। তিনি বেদুঈনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৩১)

لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي (আমার জন্মভূমিতে নাই)। অর্থাৎ মক্কা মুকাররমার ভূখণ্ডে। কাজেই হিজাজের অন্যান্য এলাকায় গুঁই সাপ প্রাপ্তিতে কোন নিষেধ নাই। -(তাকমিলা ৩:৫৩১)

(৪৯১২) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.

(৪৯১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাযর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) তাহাকে অবহিত করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার খালা মায়মূনা বিনত হারিছ (রাযি.)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গুঁই সাপের গোশত পরিবেশন করা হইল, যাহা উম্মু হুফায়দ বিন হারিছ নাজদ হইতে নিয়া আসিয়াছিলেন তিনি ছিলেন জা'ফর সম্প্রদায়ের জনৈক লোকের স্ত্রী। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন খাদ্যের বিবরণ না জানা পর্যন্ত তাহা আহার করিতেন না। অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে হাদীছের শেষ দিকে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস (রাযি.) হযরত মায়মূনা (রাযি.) হইতে তাঁহার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার ঘরেই ছিলেন।

(৪৯১৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدَ بْنَ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ.

(৪৯১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা (আমাদের খালা) মায়মূনা (রাযি.)-এর ঘরে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে দুইটি ভুনাকৃত গুঁই সাপ আনা হইল। অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই সনদে তিনি "রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.)-এর সূত্রে মায়মূনা (রাযি.) হইতে" উল্লেখ করেন নাই।

(৪৯১৪) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

(৪৯১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়মূনা (রাযি.)-এর ঘরে অবস্থানকালে তাঁহার খেদমতে গুঁই সাপের (ভুনাকৃত) গোশত পরিবেশন করা হইল। তখন তাঁহার কাছে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি (রাবী) ইমাম যুহরী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪৯১৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৯১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাঁহারা সাঈদ বিন জুবায়ের (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার খালা উম্মু হুফায়দ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (হাদিয়া স্বরূপ) কিছু ঘি, পনির এবং কয়েকটি (ভুনাকৃত) গুঁই সাপ প্রেরণ করেন। তিনি ঘি ও পনির হইতে কিছু আহার করিলেন এবং গুঁই সাপকে নোংরা গণ্য করিয়া খাওয়া বর্জন করিলেন। কিন্তু উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তরখানে আহার করা হয়। যদি হারাম হইত তাহা হইলে উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দস্তরখানে খাওয়া হইত না।

(৪৯১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَآكِلٌ وَتَارِكٌ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِئْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُحِلاًّ وَمُحَرِّمًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ

يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ "هٰذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ". وَقَالَ لَهُمْ "كُلُوا". فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ. وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৯১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারার এক নববিবাহিত লোক আমাদের দাওয়াত করিল এবং আমাদের সামনে তেরটি (ভুনাকৃত) গুঁই সাপ পরিবেশন করা হইল। তখন কিছু লোক আহার করিল আর কিছু লোক তরক করিল। পরদিন আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং এই বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করিলাম। তখন তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকে নানারকম উক্তি করিতে থাকিল। এমনকি তাহাদের একজন বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আমি ইহা আহার করিব না। তবে ইহা খাইতে নিষেধ করি না আবার হারামও করি না। তখন ইবন আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, তোমরা কতই না মন্দ উক্তি করিতেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো হালাল ও হারাম নির্ণয় করার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনা (রাযি.)-এর কাছে ছিলেন। আর তাঁহার সহিত ফযল বিন আব্বাস, খালিদ বিন ওয়ালীদ ও অপর এক মহিলা ছিলেন। যখন তাঁহাদের সামনে (ভুনাকৃত) গোশত ভর্তি একটি খাঞ্চা পেশ করা হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা হইতে কিছু আহার করার ইচ্ছা করিলেন। এমতাবস্থায় হযরত মায়মূনা (রাযি.) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, ইহা গুঁই সাপের (ভুনাকৃত) গোশত। তখন তিনি স্বীয় মুবারক হাত গুটাইয়া নিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, ইহা এমন গোশত যাহা আমি কখনও আহার করি নাই। অতঃপর তিনি তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা ইহা হইতে আহার কর। তখন ফযল, খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযি.) এবং উক্ত মহিলা ইহা হইতে আহার করিলেন। হযরত মায়মূনা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা আহার করেন তাহা ছাড়া অন্য কোন খাদ্য আমি আহার করিব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

دَعَانَا عَرُوسٌ (নববিবাহিত লোক আমাদের দাওয়াত করিল)। عَرُوسٌ সেই লোককে বলে যে ইতোমধ্যে বিবাহ করিয়াছে। ইহা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়। -(তাকমিলা ৩:৫৩২)

بِئْسَ مَا قُلْتُمْ (তোমরা কতই না মন্দ উক্তি করিয়াছ)। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) তাহাদের এই উক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার হুকুম বর্ণনা করেন নাই। -(তাকমিলা ৩:৫৩২)

قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ (তাহাদের সামনে একটি খাঞ্চা পেশ করা হইল)। خِوَانٌ শব্দটির خ বর্ণে যের দ্বারা পঠন পেশ দ্বারা পঠন হইতে অধিক বিশুদ্ধ। অর্থ খাঞ্চা, বারকোশ, খাবার পরিবেশনের পাত্র, দস্তরখান)। -(ঐ)

(৪৯১৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ "لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ".

(৪৯১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একটি (ভুনাকৃত) গুঁই সাপ আনা হইলে তিনি উহা আহার করিতে অস্বীকার করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমি জানি না, সম্ভবতঃ ইহা (বনূ ইসলাঈলের) সেই সকল উম্মতের খাবার হইতে পারে যাহাদেরকে বিকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৪৯১৮) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ تَطْعَمُوهُ. وَقَذِرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُحَرِّمْهُ. إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى طَعِمْتُهُ.

(৪৯১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযি.)-এর নিকট গুঁই সাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, তোমরা ইহা আহার করিও না এবং ইহা নোংরা। তিনি আরও বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযি.) বলিয়াছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে হারাম করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা ইহা দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করিয়াছেন। কেননা, ইহা হইতে জনসাধারণ খাদ্য পাইয়া থাকে। আমার নিকট যদি থাকিত তাহা হইলে আমিও উহা আহার করিতাম।

(৪৯১৯) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ فَمَا تُفْتِينَا قَالَ "ذُكِرَ لِى أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ". فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى لَطَعِمْتُهُ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৯১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এমন এলাকায় বসবাস করি, সেই স্থানে প্রচুর গুঁই সাপ রহিয়াছে। কাজেই ইহা (আহার করা) সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে কি হুকুম দেন? কিংবা আমাদেরকে কি ফাতওয়া দেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বনূ ইসরাঈলের একটি গোত্রকে বিকৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপর তিনি (আহারের) আদেশও প্রদান করেন নাই এবং নিষেধও করেন নাই। হযরত আবূ সাঈদ (রাযি.) বলেন, পরবর্তীতে হযরত উমর (রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইহা দ্বারা অনেক লোককে উপকৃত করিবেন। আর ইহা এই উম্মতের অধিকাংশের খাদ্য। ইহা আমার নিকট থাকিলে অবশ্যই আমি আহার করিতাম। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে অপছন্দ করিয়াছেন।

(৪৯২০) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى فِى غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِى قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْنَا عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاَثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ "يَا أَعْرَابِىُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِى الأَرْضِ فَلاَ أَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا".

(৪৯২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া বলিল, আমি এমন ভূ-ভাগে বসবাস করি যেই স্থানে প্রচুর গুঁই সাপ পাওয়া যায়। আর ইহা আমার পরিবারের সাধারণ খাদ্য। তিনি (রাবী) বলেন, তিনি কোন জবাব দিলেন না। আমরা তাহাকে বলিলাম, পুনরায় জিজ্ঞাসা কর। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু এইবারও তিনি কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বারে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন। হে বেদুঈন! আল্লাহ তা'আলা বনূ ইসরাঈলের একটি গোত্রের প্রতি (একটি জন্তুর কারণে) অভিসম্পাত করেন। কিংবা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদের বিকৃত করিয়া স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। আমার জানা নাই। তবে সম্ভবতঃ ইহা সেই জন্তুর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ফলে আমি ইহা আহারও করি না এবং ইহা হইতে নিষেধও করি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنِّي فِي غَائِطٍ (আমি এমন নিম্ন ভূ-ভাগে বসবাস করি)। الغائط অর্থাৎ الارض المطمئنة (নিম্ন ভূ-ভাগ, প্রশস্ত ময়দান)-(তাকমিলা ৩:৫৩৪)

مَضَبَّةٍ শব্দটির م এবং ض বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত اسم ظرف (অধিকরণ বিশেষ্য)। আর কেহ বলেন م বর্ণে পেশ এবং ض বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ ذات ضباب كثيرة (প্রচুর গুঁই সাপ প্রাপ্তির স্থান)। -(ঐ)

بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

অনুচ্ছেদ ঃ টিড্ডী (এক প্রকার ফড়িং যাহা ফসলের অনিষ্ঠ করে তাহা) খাওয়া মুবাহ-এর বিবরণ

(৪৯২১) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

(৪৯২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আওফা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমরা সাতটি জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছি, তখন আমরা টিড্ডী আহার করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَأْكُلُ الْجَرَادَ (আমরা টিড্ডী তথা পঙ্গপাল আহার করিতাম)। الْجَرَاد হইল বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণী। ইহাকে উর্দুভাষায় ٹڈی (টিড্ডী) এবং বাংলা ভাষায় 'পঙ্গপাল' বলে। ইহারা ফড়িং জাতীয় পতঙ্গের দল বিশেষ যাহারা ক্ষেত্রের শস্যাদি বিনাস করিয়া দেয়।

আলিমগণের সর্বসম্মত মতে পঙ্গপাল খাওয়া হালাল। কেবল মাত্র ইবনুল আরবী (রহ.) উন্দুলুসের পঙ্গপাল খাওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়া উহাকে হারাম বলিয়াছেন। আর জমহুরে উলামার মতে ইহা হালাল যদিও সে নিজে নিজে মরিয়া যায়। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মশহুর অভিমতে এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত মতে কোন কারণ ব্যতীত মৃত্যুবরণকারী পঙ্গপাল হালাল নহে। যেমন উহার কিছু অঙ্গ কাটিয়া ক্ষত হইয়া, জীবিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কিংবা ভুনা হইয়া গেল। আর এইভাবে যদি সে নিজেই মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে হালাল নহে।

তবে জমহুরের উলামার দলীল হইতেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক ইরশাদ احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت (আমাদের জন্য দুই মৃত ও রক্ত হালাল করা হইয়াছে। আর দুইটি মৃত হইল পঙ্গপাল এবং মাছ)। আর এই ব্যাপারে ইতোপূর্বে ميتات البحر অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। আর এই হাদীছের উপর কিয়াস করিয়া তো মরিয়া ভাসিয়া উঠা মাছও হালাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হানাফীগণ বিশেষভাবে ভাসন্ত মৃত মাছকে হযরত জারির (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছ فامات فيه وطفا فلا تاكلوه (সাগরে মরিয়া যাহা ভাসিয়া উঠে উহাকে তোমরা আহার করিও না) দ্বারা আহার করিতে নিষেধ করেন। এই ব্যাপারে উক্ত স্থানে দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ৩:৫৩৫-৫৩৬)

(৪৯২২) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ سِتَّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ.

(৪৯২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইয়াকূব (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী আবূ বকর (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলিয়াছেন সাতটি গযূয়া। আর রাবী ইসহাক (রহ.) স্বীয় বর্ণিত রিওয়ায়তে বলিয়াছেন ছয়টি। আর রাবী ইবন আবূ উমর (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে (সন্দেহসহ) ছয়টি কিংবা সাতটি বলিয়াছেন।

(৪৯২৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

(৪৯২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ ইয়াকূব (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদে রাবী সাতটি গযূয়া বলিয়াছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ الأَرْنَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ খরগোশ খাওয়া মুবাহ-এর বিবরণ

(৪৯২৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا. قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ.

(৪৯২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা চলার পথে (মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী) 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে একটি খরগোশকে দেখিয়া উহা ধরার জন্য পশ্চাধাবন করিলাম। লোকেরা তাহার পশ্চাতে ধাওয়া করিল এবং তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তখন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম এবং ইহাকে আবূ তালহা (রাযি.)-এর কাছে নিয়া আসিলাম। তিনি ইহাকে জবাই করিলেন এবং ইহার পেছনের অংশ ও উভয় রান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে পাঠাইয়া দিলেন। আমি এইগুলি নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَاسْتَنْفَجْنَا (আমরা উহার পশ্চাধাবন করিলাম)। اسْتَنْفَجْنَا এর অর্থ হইল اثرنا ونفرنا (আমরা উহার পদচিহ্নে পাকড়াওয়ের জন্য ধাওয়া করিলাম)।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ এবং অধিকাংশ আলিমের মতে খরগোশের গোশত আহার করা হালাল। তবে আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আস (রাযি.) ও ইবন আবী লায়লা (রহ.)-এর মতে উহা আহার করা মাকরূহ। জমহুরে উলামার দলীল আলোচ্য হাদীছে ও অনুরূপ মর্মের অন্যান্য হাদীছ। ইহা আহারের নিষেধাজ্ঞার কোন রিওয়ায়ত নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ২:১৫২)

(৪৯২৫) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا.

(৪৯২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, ইহার পিছনের অংশ কিংবা উহার উভয় রান।

بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الاِصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকারের জন্য এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর সহায়তা নেওয়া বৈধ। তবে নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা মাকরূহ-এর বিবরণ

(৪৯২৬) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا.

(৪৯২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল-আম্বরী (রহ.) তিনি ... ইবন বুরায়দা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাযি.) তাঁহার সাথীগণের একজনকে (শিকার কিংবা শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া) ছোট পাথর নিক্ষেপ করিতে প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, পাথর নিক্ষেপ করিবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথর নিক্ষেপ করা অপছন্দ করিতেন। কিংবা তিনি বলিলেন, পাথর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, ইহা দ্বারা শিকার করা যায় না আর না শত্রুকে পরাভূত করা যায়; বরং ইহা দ্বারা দাঁত ভাঙ্গে বা চক্ষুতে আঘাত করে। পরবর্তীতেও তিনি তাহাকে পুনরায় পাথর ছুঁড়িতে দেখিলেন। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে অবহিত করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করা অপছন্দ করিতেন। কিংবা তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি? আমি তোমার সহিত এত এতদিন কথা বলিব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ (আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাযি.) প্রত্যক্ষ করিলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الادب অধ্যায়ে এবং تفسير سورة الفتح অধ্যায়ে الصيد والذبائح অনুচ্ছেদে এবং الحذف والبندقة অধ্যায়ে النهى عن الحذف অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৩৮)

يَخْذِفُ (প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে)। حذف শব্দটির ذ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ মানুষ নিজ দুই আঙ্গুলের, বৃদ্ধাঙ্গুলীর ও শাহাদাত অঙ্গুলীর কিংবা মধ্যমা প্রকাশ্য অংশ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ভিতরের অংশের মধ্যস্থলে প্রস্তরখণ্ড, বীচি কিংবা এতদুভয়ের অনুরূপ কিছু রাখিয়া নিক্ষেপ করা। প্রকাশ্য যে, ইহা একটি খেলা ছিল যাহার মাধ্যমে আরবীগণ খেলা করিত। -(তাকমিলা ৩:৫৩৮)

فَإِنَّهُ لَا يُصْطَادُ بِهِ الصَّيْدُ (কেননা ইহা দ্বারা শিকার করা যায় না)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের ৯:৬০৭ পৃষ্ঠায় বলেন, শরঈ বিধান-প্রণেতা ব্যাপকভাবে বলিয়াছেন যে, প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে শিকার করা যায় না। কারণ ইহা শিকার করার জন্য প্রস্তুতকৃত নহে। আর বিরল কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত সকল আলিম একমত যে, বন্দুক ও পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যাকৃত শিকার আহার করা হারাম। বস্তুত শিকারী নিক্ষেপণ শক্তির মাধ্যমে শিকার হত্যা করিয়াছে। ধারালো পার্শ্ব দিয়া নহে। (তবে আহত অবস্থায় জবাই করিতে সক্ষম হইলে খাওয়া জায়িয হইবে)। এই মাসয়ালা كتاب الصيد এর প্রারম্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৩৮)

وَلَا يُنْكَأُ بِهِ الْعَدُوُّ (ইহা দ্বারা শত্রুকে পরাভূত করা যায় না)। ينكأ শব্দটি অনুরূপই مهموز (হামযা ওয়ালা শব্দ) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অভিধানে همزه ব্যতীত ينكى হওয়া প্রাধান্য। যেমন বলা হয় نكيت العدو (শত্রুকে পরাভূত করিয়াছি) এবং انكيته نكاية (শত্রুকে পরাজিত করার মত পরাজিত করিয়াছি) অর্থাৎ اصبت منه وبالغت فى ايذائه (তাহাকে আঘাত করিয়াছি এবং কষ্টে নিপতিত করিয়াছি)। আর এই শব্দটি همزه সহ একটি পরিভাষা রহিয়াছে। এই হিসাবে همزه সহ বর্ণিত রিওয়ায়তও অভিধানে সহীহ। (كما حققه النووى والحافظ)-(তাকমিলা ৩:৫৩৮)

لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا (আমি তোমার সহিত এত এতদিন কথা বলিব না)। অর্থাৎ كذا مدة (অনুরূপ সময়কাল)। আগত (৪৯২৯ নং) রিওয়ায়তে আছে لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا (তোমার সহিত আমি কখনও কথা বলিব না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সেই ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক বর্জন করা জায়িয যে গুনাহ, বিদআত কিংবা সুন্নতের বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে। আর ইহা সেই নিষিদ্ধ বিচ্ছেদ নহে যাহা প্রবৃত্তির সুখের (কিংবা দুনইয়াভী স্বার্থের) নিমিত্তে হইয়া থাকে (উহাতে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বর্জন করা নিষেধ)। -(তাকমিলা ৩:৫৩৯)

(৪৯২৭) حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৯২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ দাউদ সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তিনি ... কাহমাস (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৯২৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَذْفِ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ. وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْقَأُ الْعَيْنَ.

(৪৯২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন জা'ফর (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে বলিয়াছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা শত্রুকে পরাভূত করিতে পারে না, শিকারকেও হত্যা করিতে পারে না; তবে ইহা দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখ ক্ষত করে। আর রাবী ইবন মাহদী (রহ.) বলেন, ইহা শত্রুকে পরাভূত করে না। আর তিনি "চোখ ক্ষত করে"-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৪৯২৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ "إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلٰكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ". قَالَ فَعَادَ. فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

(৪৯২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাযি.)-এর জনৈক নিকটস্থ লোক কঙ্কর নিক্ষেপ করিল। তিনি (রাব) বলেন, তখন তিনি তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন, ইহা না শিকার করিতে পারে আর না শত্রুকে পরাভূত করিতে পারে; বরং ইহা দাঁত ভাঙ্গে এবং চোখ ক্ষত করে। তিনি (সাঈদ রহ.) বলেন, লোকটি পুনরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিল। তখন তিনি (আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাযি.) বলিলেন, আমি তোমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তারপরও তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছ? তোমার সহিত আর কখনও আমি কথা বলিব না।

(৪৯৩০) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৯৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন উমর (রহ.) তিনি ... আইয়্যুব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ الأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জবাই এবং হত্যায় দয়াদ্র হওয়া এবং ছুরি ধার করার হুকুম-এর বিবরণ

(৪৯৩১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

(৪৯৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... শাদ্দাদ বিন আওস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুইটি কথা স্মরণ রাখিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান করিয়াছেন। কাজেই তোমরা যখন হত্যা করিবে তখন দয়ার্দ্রতার সহিত হত্যা করিবে; আর যখন জবাই করিবে তখন দয়ার সহিত জবাই করিবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ ছুরি ধার করিয়া নেয় এবং তাহার জবাইকৃত জন্তু-জানোয়ারকে কষ্ট না দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (শাদ্দাদ বিন আওস রাযি.)। অর্থাৎ শাদ্দাদ বিন আওস বিন ছাবিত আনসারী আবূ ইয়ালা আল-মাদানী (রাযি.)। তিনি এবং তাঁহার পিতা উভয়ই সাহাবী ছিলেন। তাঁহার পিতা বদরের জিহাদে শহীদ হন আর তিনি উহুদে উপস্থিত ছিলেন। পরে শাদ্দাদ (রাযি.) সিরিয়ায় বসবাস স্থাপন করেন। তিনি আলিম

সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য হইতেন। হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর যুগে ফিলিস্তিনে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশে তিনি ইনতিকাল করেন। -(তাহযীব)-(তাকমিলা ৩:৫৪০)

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (তখন দয়ার্দ্রতার সহিত কতল করিবে)। الْقِتْلَةَ শব্দটির ق বর্ণে যের দ্বারা পঠনে اسم هيئة من القتل (কতলের এক পদ্ধতির নাম। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে কতলের পদ্ধতি ও আকৃতিতে ইহসান করিবে। আর ইহা প্রত্যেক কতল যেমন জবাই, কিসাস, হুদূদ প্রভৃতিতে হুকুম ব্যাপক। -(তাকমিলা ৩:৫৪০)

فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (তখন দয়ার সহিত জবাই করিবে)। অধিকাংশ নুসখায় الذَّبْح শব্দটির ذ বর্ণে যবর কিংবা যেরসহ এবং শেষে ة বর্ণ ব্যতীত المصدرى অর্থে ব্যবহৃত। আর কতক নুসখায় الذبحة (ذ বর্ণে যেরসহ) القتلة -এর ওযনে রহিয়াছে। ইহাও কতলের একটি পদ্ধতির নাম যাহা هيئة الذبح (জবাইয়ের পদ্ধতি)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৫৪০)

(৪৯৩২) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

(৪৯৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা সকলে ... খালিফ হায্যা (রহ.) হইতে রাবী ইবন উলাইয়্যা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সনদ ও মর্মের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ জন্তু-জানোয়ার বাঁধিয়া রাখিয়া উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা নিষেধ

(৪৯৩৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

(৪৯৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হিশাম বিন যায়দ বিন আনাস বিন মালিক (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি আমার পিতামহ হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সহিত হাকাম বিন আইয়্যুব (রহ.)-এর বাড়ীতে গেলাম। সেই স্থানে কিছু লোক একটি মুরগী বাঁধিয়া ইহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। তিনি (রাবী) বলেন, তখন হযরত আনাস (রাযি.) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীকে বাঁধিয়া সেইটিকে তীরের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আমার দাদা আনাস বিন মালিক (রাযি.)-এর সহিত)। সহীহ বুখারী শরীফে الذبائح والصيد অধ্যায়ে ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৪১)

دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ (হাকাম বিন আইয়্যুব-এর বাড়ীতে ...)। তিনি হইলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-এর চাচাতো ভাই এবং তাহার বোন যয়নব বিন্‌ত ইউসুফ-এর স্বামী। তিনি বাসরা শহরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নায়িব (সহকারী প্রশাসক) ছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৪১)

أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (কোন প্রাণীকে বাঁধিয়া সেইটিকে তীরের লক্ষ্যস্থল ...)। تُصْبَرَ শব্দটি مجهول এর ভিত্তিতে ت বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর صبر البهائم হইতেছে জন্তু-জানোয়ারকে আটকাইয়া সেইটিকে 'হদফগাহ' (তীরের লক্ষ্যস্থল) বানানো। অবশেষে সে মরিয়া যায়। ইহা হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা। অহেতুক কোন প্রাণীকে এইরূপ শাস্তি প্রদানকারীর প্রতি অভিসম্পাৎ করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৪১)

(৪৯৩৪) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(৪৯৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা সকলেই ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৯৩৫) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

(৪৯৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : তোমরা কোন প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানাইও না।

(৪৯৩৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৯৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৯৩৭) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا.

(৪৯৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফররূখ ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযি.) এক জামাআত লোকের পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা একটি মুরগী বাঁধিয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। তাহারা যখন হযরত ইবন উমর (রাযি.)কে দেখিল তখন মুরগীটি রাখিয়া পৃথক হইয়া গেল। তখন ইবন উমর (রাযি.) বলিলেন, এই কাজ কে করিল? নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাজ যে করে তাহার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

(৪৯৩৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

(৪৯৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা ইবন উমর (রাযি.) কুরায়শ সম্প্রদায়ের কতক যুবকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন যাহারা একটি পাখি বাঁধিয়া সেইটার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। আর প্রত্যেক লক্ষ্য ভ্রষ্টতার কারণে তাহারা পাখির মালিকের জন্য একটি করিয়া তীর নির্ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর যখন তাহারা ইবন উমর (রাযি.)কে প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহারা পৃথক হইয়া গেল। তখন হযরত ইবন উমর (রাযি.) বলিলেন, কে এই কাজ করিল? যে এই কাজ করিয়াছে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন যে কোন প্রাণীকে লক্ষ্যস্থল বানায়।

(৪৯৩৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

(৪৯৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবুয যুবায়র (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জন্তু-জানোয়ারকে বাঁধিয়া (হদফগাছ তথা তীরের লক্ষ্যস্থল বানাইয়া) হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

كِتَابُ الأَضَاحِى

অধ্যায় ঃ কুরবানী

الاضاحى শব্দটির ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে أُضْحِيَّةٌ (همزه বর্ণে পেশ ح বর্ণে যের)-এর বহুবচন। আর এক পরিভাষায় همزه এবং ح বর্ণে যেরসহ পঠনে الاضحية ও রহিয়াছে। الشاة التى تذبح ضحوة (পূর্বাহ্নে জবাই করা হইবে এমন বকরী)। আর কখনও ইহাকে العشية এর ওযনে الضحية (কুরবানীর পশু) বলা হয়। ইহার বহুবচন ضحايا (কুরবানী পশুসমূহ)। আর ইহাকে أرطاة এর ওযনে الاضحاة ও বলা হয়। ইহার বহুবচন الاضحى (পূর্বাহ্নে উপনীত হওয়া)। ইহার সহিতই يوم الاضحى (কুরবানীর দিন) নামকরণ করা হইয়াছে। -(লিসানুল আরব ১৯:২১১)

ফিকহের দৃষ্টিতে الاضحية এর সংজ্ঞা ذبح حيوان مخصوص بنية القربة فى وقت مخصوص (নির্ধারিত ওয়াক্তে ছাওয়াবের নিয়্যতে নির্দিষ্ট জন্তু-জানোয়ার জবাই করাকে اضحية (কুরবানী) বলে। -(দুররুল মুখতার) ইহা সায়্যিদিনা আদম আলাইহিস সালাম হইতে শরীআতের বিধান। হাবীল ভেড়া কুরবানী করিলেন। (كما فى تفسير ابن كثير) এই বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইরশাদে এইভাবে আছে : إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا (যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করিয়াছিল, তখন তাহাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল –সূরা মায়িদা ২৭)। -(তাকমিলা ৩:৫৪৪ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ وَقْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী করার ওয়াক্ত-এর বিবরণ

(৪৯৪০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِى جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِىَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ "مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ أَوْ نُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ".

(৪৯৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জুনদাব বিন সুফয়ান (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখনও নামায আদায় করেন নাই; বরং সালাত শেষ করিয়া লোকদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতেই তিনি কুরবানীর গোশত দেখিতে পাইলেন, যাহা তাঁহার নামায আদায়ের পূর্বেই জবাই করা হইয়াছিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি নিজে সালাত আদায়ের পূর্বে তাঁহার কুরবানীর

পশু জবাই করিয়াছে কিংবা আমাদের নামায আদায়ের পূর্বে, সে যেন ইহার স্থলে অন্য একটি পশু জবাই করে (কেননা, তাহার প্রথম কুরবানী বৈধ হয় নাই)। আর যেই ব্যক্তি জবাই করে নাই সে যেন আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া জবাই করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন জুনদাব বিন সুফয়ান রাযি.)। এই হাদীছখানা সহীহ বুখারী শরীফের في الذبائح والصيد العيدين এবং الاضاحي অধ্যায়ের اعادة الصلاة قبل الصلاة من ذبح অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৪৭)

لَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى (তিনি এখনও নামায আদায় করেন নাই)। يَعْدُ শব্দটির ع বর্ণে সাকিন د বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ لم يتجاوز (অতিক্রম করেন নাই)। বস্তুত ইহা তখনই বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তি একটি কাজ সমাপ্তির পর তড়িঘড়ি করিয়া অপর একটি কাজ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ انه سلم على الناس بعد الفراغ من صلاته فورا (অর্থাৎ তিনি স্বীয় নামায হইতে ফারিগ হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ লোকদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন)। -(তাকমিলা ৩:৫৪৮)

فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى (সে যেন ইহার স্থলে অন্য একটি পশু জবাই করে)। এই স্থানে দুইটি আলোচনা আছে। (এক) কুরবানী ওয়াজিব কিংবা সুন্নত। (দুই) কুরবানীর শরীআতসম্মত ওয়াক্ত।

প্রথম মাসয়ালা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ধনী ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। ইহা রবীআ, আওযায়ী, লায়ছ বিন সা'দ, ছাওরী প্রমুখের অভিমত। আর ইহাতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত রহিয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, কুরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, ওয়াজিব নহে। ইহা হযরত আবূ বকর, উমর, বিলাল, আবূ মাসউদ বদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। ইহা সুওয়ায়দ বিন গাফালা, সাঈদ বিন মুসায়্যাব, আলকামা, আসওয়াদ, আতা, ইসহাক, আবূ ছাওর এবং ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর অভিমত। আর ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এরও এক অভিমত রহিয়াছে।

হানাফীগণের দলীল ঃ

১. আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন -(সূরা কাউছার ২)। এই আয়াতে امر (নির্দেশ) ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

২. আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে)। ইবন মাজা, আহমদ, ইবন আবী শায়বা (রহ.) প্রমুখ নকল করিয়াছেন। হাকিম এই হাদীছকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩. হযরত ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحى (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় দশ বৎসর অবস্থানকালে কুরবানী করিয়াছেন। -(তিরমিযী)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সদাসর্বদা কুরবানী করিতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরতি না দিয়া সদাসর্বদা কুরবানী করাই ওয়াজিব হইবার দলীল।

৪. আলোচ্য হাদীছে সেই ব্যক্তিকে পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে নামাযের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছিল। পুনরায় আদায়ের নির্দেশ ওয়াজিব হইবার উপর প্রমাণ বহন করে।

কুরবানী করার ওয়াক্ত ঃ

এই দ্বিতীয় মাসয়ালায় কয়েকটি মাযহাব রহিয়াছে ঃ

১. শহরের ইমাম নামায আদায় করিবার পর কুরবানী করার ওয়াক্ত হয়। আর গ্রামে সুবহে সাদিকের পরই ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, হাসান বাসরী, আওযায়ী ও ইসহাক (রহ.)-এর মাযহাব। -(আল মুগনী)

২. ইমাম জবাই করিবার পর কুরবানীর ওয়াক্ত হয়। ইমাম জবাই করার পূর্বে কেহ জবাই করিয়া ফেলিলে উহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত। -(শরহুস সগীর ১:৯৯)

৩. ইমামের সালাত আদায়ের পর কুরবানী করার ওয়াক্ত। চাই ইমাম যবেহ করুক কিংবা না। ইহা আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত।

৪. সূর্যোদয়ের পর ঈদের নামায ও দুই খুৎবা দেওয়ার পরিমাণ সময়ের পর কুরবানীর ওয়াক্ত। চাই ইমাম কার্যতঃভাবে নামায আদায় করুক কিংবা না। ইহাতে গ্রাম ও শহর সমান। ইহা ইমাম শাফেয়ী, ইবনুল মুনযির এবং দাউদ-এর মাযহাব। আর ইহা আল-খারকী (রহ.) ইমাম আহমদ (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(আল-মুগনী লি ইবন কুদামা ৮:৬৩৬)

এই ব্যাপারে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ হানাফীগণের পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল।

কুরবানী করার শেষ ওয়াক্ত ঃ

যুলহিজ্জা মাসের ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরবানী করা যাইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত। আর উহা হইতেছে যুলহিজ্জা মাসের ১৩ তারিখ। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইমাম আওযায়ী, দাউদ এবং মাকহুল (রহ.) হইতেও অনুরূপ নকল করিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) স্বীয় 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থের ১:২৯৬ পৃষ্ঠায় এই অভিমতকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে ইমাম মালিক (রহ.) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, الاضحى يومان بعد الاضحى (কুরবানীর দিনের পর আর দুইদিন কুরবানীর ওয়াক্ত থাকে)। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযি.) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লামা থানুবী (রহ.) স্বীয় 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থে বহু আছার উমর বিন খাত্তাব, ইবন আব্বাস, ইবন উমর, আলী, আবূ হুরায়রা এবং আনাস (রাযি.) হইতে নকল করিয়াছেন। -(ই'লাউস সুনান ১৭:২৩৫)। আর এই বিষয়ে মওকূফ আছারসমূহ-ই মারফূ-এর ন্যায় শক্তিশালী, কেননা ইবাদতের ওয়াক্তসমূহ কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক গুদামজাত করণের নিষেধাজ্ঞার হাদীছও ইহার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৪৮-৫৫১ সংক্ষিপ্ত)

(৪৯৪১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ"

(৪৯৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জুন্দাব বিন সুফয়ান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমি ঈদুল আযহায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নিয়া নামায সম্পন্ন করিয়া একটি বকরী দেখিতে পাইলেন, যাহা (নামাযের পূর্বেই) যবেহ করা হইয়াছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করিয়াছে, সে যেন ইহার স্থলে অপর একটি বকরী যবেহ করে। আর যে যবেহ করে নাই সে যেন এখন আল্লাহ তা'আলার নাম (বিসমিল্লাহ) বলিয়া যবেহ করে।

(৪৯৪২) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ. كَحَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ.

(৪৯৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রাযি.) তাঁহারা ... আসওয়াদ বিন কায়স (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাঁহারা উভয়ে আবুল আহওয়াস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ 'আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়া' বলিয়াছেন।

(৪৯৪৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ".

(৪৯৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... জুন্দাব বাজালী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সেই সময় উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি ঈদুল আযহার নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি খুতবায় ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করিয়াছে সে যেন ইহার স্থলে (অপর একটি বকরী) পুনরায় যবেহ করে। আর যে যবেহ করে নাই, সে যেন এখন আল্লাহ তা'আলার নামে যবেহ করে।

(৪৯৪৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৯৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪৯৪৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ فَقَالَ "ضَحِّ بِهَا وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ". ثُمَّ قَالَ "مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ".

(৪৯৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার মামা আবূ বুরদা (রাযি.) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করিয়া ফেলিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহা গোশতের বকরী। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ছাগলের ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উহাই কুরবানী কর। তবে এই বিধান তোমাকে ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য প্রযোজ্য হইবে না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করিল সে কেবল নিজের জন্যই যবেহ করিল। আর যেই ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করিল, তাহার কুরবানী যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হইল এবং সে মুসলমানদের তরীকা মুতাবিক কর্ম সম্পাদন করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْبَرَاءِ (বারা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العيدين অধ্যায়ের سنة العيدين لاهل الاسلام অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫২)

خَالِى أَبُو بُرْدَةَ (আমার মামা আবূ বুরদা রাযি.)। তাঁহার নাম হানী বিন নিয়ার (রাযি.), তিনি বদরসহ পরবর্তী অন্যান্য জিহাদে হাযির ছিলেন। আর তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে সকল যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি হিজরী ৬১ কিংবা ৬২ কিংবা ৬৫ সনে ইনতিকাল করেন। -(আল ইসাবা ৪:১৯)-(তাকমিলা ৩:৫৫২)

تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ (উহা গোশতের বকরী)। অর্থাৎ কুরবানী হয় নাই। বস্তুতঃ ইহা গোশত আহারের জন্য যবেহকৃত পশুর ন্যায় যবেহ হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫২)

جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ (ছাগলের ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে)। جَذَعَةٌ শব্দটি ج ،ذ এবং ع বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ছয় মাস কিংবা ইহার কিছু কম বয়সের বাচ্চা। কুরবানী করা জায়িয যদি ইহা ভেড়ার বাচ্চা হয়। আর যদি ছাগলের বাচ্চা হয় তাহা হইলে জায়িয নাই। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আবূ বুরদা (রাযি.)কেই جذعة (ছয় মাসের কিংবা ইহার কম বয়সের ছাগল) কুরবানী করার অনুমতি দিয়াছেন। এই হুকুম তাঁহার জন্যই খাস। যেমন হাদীছ শরীফেই সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫২-৫৫৩)

(৪৯৪৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَعِدْ نُسُكًا". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ "هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ وَ لاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

(৪৯৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার মামা আবূ বুরদা বিন নিয়ার (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবেহ করিবার পূর্বে যবেহ করিলেন। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আজ গোশত আধিক্যের দিন ফলে ইহার প্রতি লোকদের তেমন আসক্তি থাকে না। তাই আমি আমার পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও নিজ ঘরের লোকদেরকে (আধিক্যের পূর্বে) খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কুরবানী করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি পুনরায় কুরবানী কর। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটি অপ্রাপ্ত বয়স্কা (অচিরেই) দুধ (প্রদান করিবে এমন) মাদী ছাগলছানা আছে, যেইটি গোশতের দিক দিয়া দুইটি ছাগ হইতেও উত্তম। তিনি ইরশাদ করিলেন, উক্ত ছাগীটিই কুরবানী করা তোমার জন্য ভাল হইবে। তবে তুমি ছাড়া আর কাহারও জন্য পাঁচ/ছয় মাস বয়সের ছাগ-ছাগী যথেষ্ট হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ (নিশ্চয় আজ গোশত আধিক্যের দিন, ফলে ইহার প্রতি লোকদের তেমন আসক্তি থাকে না)। ব্যাখ্যাকারগণ এই বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ

১. এই বাক্যে اللَّحَمُ শব্দটির ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর ইহা اشتهاء اللحم (গোশতের আকাংক্ষা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহার মর্ম হইতেছে আজ যবেহ ও কুরবানী তরক করিলে পরিবার বর্গ গোশতবিহীন অবস্থায় থাকিবে। অবশেষে তাহারা গোশতের আকাংক্ষায় থাকিবে ইহা অপছন্দনীয়। অর্থাৎ আমি এমন অবস্থায় পতিত হওয়াকে অপছন্দ করিয়াছি বলিয়া যবেহ করিয়াছি যে, আমি যদি কুরবানী তরক করি তাহা হইলে আমার পরিবারবর্গ গোশতের আকাংক্ষায় থাকিবে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এই মর্মকে এই বলিয়া খন্ডন করিয়া দিয়াছেন যে, ح বর্ণে যবর দ্বারা রিওয়ায়ত সহীহ নহে।

২. اللَّحْمُ (গোশত) দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহা কুরবানী ছাড়া যবেহ করা হয়। অর্থাৎ আজকের দিন কুরবানী ছাড়া শুধু গোশত খাওয়ার জন্য যবেহ করা মাকরূহ। কিন্তু হাদীছের বাচনভঙ্গীতে ধ্যান করিলে এই মর্মও যথার্থ নহে।

৩. এই বাক্যে مضاف (সম্বন্ধকৃত পদ) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ طلب اللحم (গোশতের তলব)। অর্থাৎ আমি আমার কুরবানী এই কারণে তাড়াতাড়ি করিয়াছি যে, আজকের দিন গোশতের তলব এবং উহার যাচনা অপছন্দনীয় ও কষ্টকর। শারেহ নওয়াভী (রহ.) এই অর্থকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

৪. ইহার মর্ম হইতেছে যে, নিশ্চয় আজ গোশত আধিক্যের দিন, ফলে ইহার প্রতি (দ্বিপ্রহরের পরে) লোকদের তেমন আসক্তি থাকে না। তাই আমি আমার পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকে তাহাদের কাছে গোশত আধিক্যের এবং ইহার প্রতি অনাসক্তি হইয়া পড়ার পূর্বে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আমার কুরবানী তাড়াতাড়ি করিয়াছি। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই ব্যাখ্যা আমার মতে উত্তম এবং হাদীছের বাচনভঙ্গীর অনকূল। (এই হিসাবেই হাদীছের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে)

কিন্তু এই মর্মের উপর প্রশ্ন হয় যে, ইহা এই ঘটনায় আগত (৪৯৫৫নং) হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণিত হাদীছ هذا يوم يشتهى فيه اللحم (আজকের দিনে তো গোশত খাওয়ার বাসনা থাকে)-এর সহিত বিপরীত হয়। এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব যে, হযরত আবূ বুরদা (রাযি.) দুইটি বিষয় দুইটি অবস্থার প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন। তিনি যেন বলিয়াছেন যে, আজকের দিনের প্রথমাংশে গোশতের প্রতি লোকদের আকাংক্ষা থাকে আর দিনের শেষাংশে অনাসক্ত থাকে। সুতরাং আমি আমার কুরবানী তাড়াতাড়ি করিলাম যাহাতে আমার গোশতের প্রতি লোকেরা আকাংক্ষিত থাকে এবং অনাসক্ত না হয়। এই কারণেই কতিপয় রাবী এক অংশ রিওয়ায়ত করিয়াছেন আর কতিপয় রাবী অপর অংশ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৫৩-৫৫৪)

عَنَاقَ لَبَنٍ ((অচিরেই) দুধ (প্রদান করিবে এমন) মাদী ছাগলছানা আছে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা মাদী ছাগল ছানা যাহার বয়স পাঁচ মাস কিংবা অনুরূপ বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ছাগীটি এমন ছোট হওয়ার দিকে ইশারা করিয়াছে যে কয়েকদিন পরই স্তন্যদান করিবে। 'তাজুল উরূস' গ্রন্থের ৭:২৭ পৃষ্ঠায় আছে الانثى من اولاد المعز (ছাগলের মাদী ছানা)। আল্লামা আযহারী (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বলেন, যখন তাহার বয়স এক বৎসরে পদার্পণ করে। আর ইবনুল আছীর (রহ.) বলেন, যাহার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। -(তাকমিলা ৩:৫৫৪)

وَلَاتَجْزِى جَذَعَةٌ (ছয় মাসের ছাগলছানা যথেষ্ট হইবে না)। এই স্থানে রিওয়ায়তখানা ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ترمى এর ওযনে পঠিত। ইহার অর্থ لاتكفى (যথেষ্ট হইবে না)। যেমন আল্লাহ তা'আলাহর ইরশাদ রহিয়াছে : وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ (এবং ভয় কর এমন দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসিবে না –সূরা লুকমান ৩৩)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছয় মাসের ছাগল ছানা কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নহে (বরং এক বৎসর বয়সের হইতে হইবে) এই মাসয়ালায় সকলেই একমত রহিয়াছেন। -(ঐ)

(৪৯৪৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ "لَايَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ". قَالَ فَقَالَ خَالِى يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

(৪৯৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কুরবানীর দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, (ঈদের) নামায আদায়ের পূর্বে কেহ যেন কুরবানী না করে। তিনি (বারা রাযি.) বলেন, তখন আমার মামা (আবূ বুরদা রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের দিনে (অপরাহ্নে) তো গোশতের বাসনা থাকে না। অতঃপর তিনি রাবী হুশায়ম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ মর্মার্থের হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯৪৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ". فَقَالَ خَالِي يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي. فَقَالَ "ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ". فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ قَالَ "ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ".

(৪৯৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের মত কুরবানী করে, সে যেন (ঈদের) নামাযের পূর্বে কুরবানী না করে। তখন আমার মামা (আবূ বুরদা রাযি.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার ছেলের (পরিবারের) হইতে কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উহা তো এমন বস্তু, যাহা তুমি তোমার পরিবার বর্গের জন্য তাড়াতাড়ি (যবেহ) করিয়াছ। তখন তিনি (আবূ বুরদা রাযি.) বলিলেন, আমার কাছে একটি বকরী আছে, যাহা (গোশতের দিক দিয়া) দুইটি বকরী হইতেও ভাল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা কুরবানী কর। কেননা উহাই উত্তম কুরবানী হইবে।

(৪৯৪৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

(৪৯৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আজকের দিনে আমাদের প্রারম্ভিক কাজ হইল (ঈদুল আযহার) নামায আদায় করা। অতঃপর আমরা প্রত্যাবর্তন করিব এবং কুরবানী করিব। কাজেই যেই ব্যক্তি এইরূপ করিল সে আমাদের সুন্নত পালন করিল। আর যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করিল, বস্তুতঃ উহা গোশত হইল, যাহা সে নিজ পরিবার-বর্গের জন্য আগাম ব্যবস্থা করিয়া নিল। কুরবানীর কিছুই হইল না। আর আবূ বুরদা বিন নিয়ার (রাযি.) (ঈদের নামাযের) পূর্বেই কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তিনি বলিলেন, আমার কাছে একটি ছয় মাস বয়সের মাদী ছাগল ছানা আছে যাহা পূর্ণ এক বছর বয়সের ছাগী হইতেও উত্তম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তুমি উহাই কুরবানী কর। তোমার পর অন্য কাহারও জন্য (অনুরূপ ছয় মাসের ছাগী কুরবানীর জন্য) যথেষ্ট হইবে না।

(৪৯৫০) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(৪৯৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৯৫১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(৪৯৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও হান্নাদ বিন সাবী (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উছমান বিন শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত রাবীগণের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৪৯৫২) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ "لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ". قَالَ رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ قَالَ "فَضَحِّ بِهَا وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

(৪৯৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর আদ-দারেমী (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, (ঈদের) নামাযের পূর্বে কেহ যেন কুরবানী না করে। জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমার কাছে একটি মাদী ছাগল ছানা আছে (যাহা অচিরেই) স্তন্যদানের উপযুক্ত হইবে। উহা দুইটি (হৃষ্টপুষ্ট) গোশত বিশিষ্ট বকরী হইতে উত্তম। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উহা কুরবানী কর। তোমার পর অপর কাহারও জন্য অনুরূপ ছয় মাসের মাদী ছাগল ছানা (কুরবানী) বৈধ হইবে না।

(৪৯৫৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَبْدِلْهَا". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

(৪৯৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... বারা বিন আযিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ বুরদা (রাযি. ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করিয়া ফেলিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহার পরিবর্তে অপর একটি কুরবানী কর। তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে ছয় মাসের একটি (মাদী) ছাগল ছানা ব্যতীত কিছু নাই। রাবী শু'বা বলেন, আমার মনে হইতেছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, উহা এক বছর বয়সের ছাগী হইতেও উত্তম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহার স্থলে ইহাকে কুরবানী কর। আর তোমার পরে আর কাহারও জন্য ইহা যথেষ্ট হইবে না।

(৪৯৫৪) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِى قَوْلِهِ هِىَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.

(৪৯৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি ইহা "পূর্ণ এক বছরের ছাগী হইতে উত্তম"-এই বাক্য সন্দেহের উল্লেখ করেন নাই।

(৪৯৫৫) وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ". فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ أَفَأَذْبَحُهَا قَالَ فَرَخَّصَ لَهُ فَقَالَ لاَ أَدْرِى أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ قَالَ وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا. أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا.

(৪৯৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের পূর্বে যবেহ করিয়াছে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের দিনে তো গোশত খাওয়া বাসনা থাকে। আর তখন সে তাহার প্রতিবেশীদের প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাহার কথাকে সত্য মনে করিলেন। সে আরও বলিল, আমার কাছে একটি ছয় মাসের ছাগল ছানা আছে, যাহা গোশত বিশিষ্ট দুইটি বকরী হইতেও উত্তম, আমি কি উহা কুরবানী করিব? তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তখন তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, আমার জানা নাই যে, এই অনুমতি তিনি (আবূ বুরদা রাযি) ছাড়া অন্য কাহারও জন্য ছিল কি না? তিনি (আনাস রাযি. আরও) বলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি ভেড়ার (দুম্বার) দিকে আগাইয়া গেলেন এবং সেই দুইটিকে যবেহ করিলেন। আর লোকজন দাঁড়াইয়া বকরীগুলির দিকে গেল এবং সেইগুলিকে বন্টন করিল। কিংবা তিনি বলেন, অতঃপর তাহারা সেইগুলিকে বন্টন করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের العيدين অধ্যায়ের الاكل يوم النحر অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫৬)

وَذَكَرَ هَنَةً (এবং প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন)। هَنَةً অর্থাৎ حاجة (প্রয়োজন)। বাক্যের মর্ম হইতেছে যে, তিনি তাহার প্রতিবেশীদের গোশতের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। -(তাকমিলা ৩:৫৫৬)

لاَ أَدْرِى أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ (আমার জানা নাই যে, এই অনুমতি তিনি ছাড়া অন্য কাহারও জন্য ছিল কি না?) হযরত আনাস (রাযি.) সম্ভবতঃ অবহিত হইতে পারেন নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আবূ বুরদা (রাযি.)কেই ছয় মাসের মাদী ছাগল ছানা কুরবানী করার অনুমতি দিয়াছিলেন। এই হুকুম তাঁহার জন্য খাস ছিল। আর এই হুকুমটি সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপক নহে।

أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوهَا (কিংবা তিনি বলেন, অতঃপর তাহারা সেইগুলিকে বন্টন করিল)। ইহা বর্ণনাকারীর সন্দেহ। উভয় শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন। التوزع (বন্টন) হইতেছে التفرق (বিভক্ত হওয়া, ভাগ করা) আর التجزع শব্দটি الجزع (কাটা, কর্তন করা) হইতে অর্থাৎ القطع (কাটা, কর্তন করা, ছিন্ন করা, সম্পর্ক ছিন্ন করা, বিভক্ত করা)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, তাহারা সেইগুলি বন্টন করিল। الغنيمة শব্দটি الغنم (ছাগল)-এর تصغير (ক্ষুদ্রকৃত)। অর্থাৎ ان الناس عمدوا الى قطيع من الغنم فاقتسموها بينهم (লোকজন ছাগল পালের দিকে গমন করিয়া সেইগুলিকে তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল)। -(তাকমিলা ৩:৫৫৭)

(৪৯৫৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذِبْحًا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

(৪৯৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ আল-গুবারী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ননা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঈদুল আযহার) নামায আদায় করেন। অতঃপর খুতবায় যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে যবেহ করিয়াছে তাহাকে পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি রাবী ইবন উলায়্যা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৯৫৭) وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحًى قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ "مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيُعِدْ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

(৪৯৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া হাস্‌সানী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি (আনাস রাযি.) বলেন, তারপর গোশতের গন্ধ পাইয়া তাহাদেরকে (নামাযের পূর্বে) যবেহ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করিয়াছে, সে যেন (ইহার স্থলে) পুনরায় (অপর একটি বকরী কুরবানী) করে। অতঃপর রাবী উপর্যুক্ত রাবীদ্বয়ের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ سِنِّ الأُضْحِيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর বয়স-এর বিবরণ

(৪৯৫৮) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ".

(৪৯৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন তোমরা পূর্ণ এক বছর বয়সী বকরী ব্যতীত কুরবানী করিবে না। তবে ইহা প্রাপ্তিতে যদি তোমাদের জন্য কষ্টকর হয় তাহা হইলে তোমরা ছয় মাসের ভেড়া কুরবনী কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (তাহা হইলে তোমরা ছয় মাসের ভেড়া কুরবানী কর)। ফিকহ বিদগণের ঐকমত্যে ছয় মাস বয়সের মেষ তথা ভেড়া কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ছাগল, গরু এবং উট এই বয়সের যথেষ্ট

নহে; বরং ছাগলের জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সের হওয়া ওয়াজিব। (আর গরুর জন্য দুই বছর এবং উটের জন্য পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী)। আর ইবন উমর (রাযি.) ও ইমাম যুহরী হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহাদের উভয়ের মতে ছয় মাসের মেষ-ভেড়া শাবকও কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নহে। কিন্তু আলোচ্য হাদীছ তাহাদের বিপক্ষে দলীল, কেননা আলোচ্য হাদীছ অধিক সহীহ। আল্লামা উবাই (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ণ এক বছর বয়সের মেষ পাওয়া কষ্টকর হওয়ার সময়ই কেবল ছয় মাসের মেষ কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হইবে। কেননা আলোচ্য হাদীছে ছয় মাসের মেষ যবেহ-এর জন্য এক বছর বয়সের পাওয়া যাওয়া কষ্টকর হওয়ার শর্ত করা হইয়াছে। কিন্তু জমহুরে উলামা ইহাকে মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, কুরবানীর জন্য শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হইতেছে مسنة (পূর্ণ এক বছর বয়সী) হওয়া। সুতরাং দুষ্কর না হইলে ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া সমীচীন নহে। আর ইহাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদে রহিয়াছে যে, نعمت الاضحية الجذع من الضأن (ছয় মাসের মেষ (ভেড়া-দুম্বা) কুরবানী যথেষ্ট হওয়া একটি অনুগ্রহ)।

الجذع এবং الثنى এর ব্যাখ্যায় ফিকহবিদগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। হানাফী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণের মতে ছয় মাস বয়সের ভেড়া এবং ছাগলকে الجذع বলে। আর এতদুভয়ের বয়স যখন এক বছর পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে তখন الثنى বলে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে মেষ (ভেড়া) ও ছাগল (বকরী)-এর বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইয়া দ্বিতীয় বছরে প্রবেশ করে তখন الجذع বলে। আর এতদুভয়ের বয়স এক বছর পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি দাঁত পড়িয়া যায় তাহা হইলে কুরবানী যথেষ্ট হইবে।

আর গরু এবং উটের ক্ষেত্রে الجذع এর الثنى এর সংজ্ঞায় কোন মতানৈক্য নাই। গরুর বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইলে الثنى বলে। আর উটের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে الثنى বলে। আর এই বয়সের কম বয়স্ক গরু ও উটকে الجذع বলে। ইহাতে আহলে সুন্নতের চারি ইমাম একমত। -(তাকমিলা ৩:৫৫৮)

(৪৯৫৯) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(৪৯৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন মদীনা মুনাওয়ারায় আমাদেরকে নিয়া (ঈদের) নামায আদায় করিলেন। অতঃপর কতিপয় লোক এই ধারণায় আগেই কুরবানী করিয়া ফেলিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো কুরবানী করিয়া ফেলিয়াছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহারা তাঁহার পূর্বে কুরবানী করিয়াছেন তাহাদেরকে পুনরায় অপর একটি কুরবানী করার হুকুম দেন। আর তিনি নির্দেশ দিলেন, তাহাদের কেহ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানী করার আগে কুরবানী না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (তাহাদের কেহ যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানী করার পূর্বে কুরবানী না করে)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া মালিকী মতাবলম্বীগণ বলেন, ইমামের কুরবানী করার পূর্বে কুরবানী করা জায়িয নাই। আর হানাফী মাযহাব মতে ইমামের নামায আদায়ের পর কুরবানী করা জায়িয আছে। ইহা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর মাযহাবও যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

আর আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইতেছে عدم الجواز قبل صلاة الامام (ইমামের নামায আদায়ের পূর্বে কুরবানী করা জায়িয নাই)। ইহার দলীল, যাহা পূর্ববর্তী হাদীছসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৫৯)

(৪৯৬০) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". قَالَ قُتَيْبَةُ عَلَى صَحَابَتِهِ.

(৪৯৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করিবার জন্য তাঁহাকে কিছু বকরী দিলেন। (বন্টন শেষে) একটি (ছয় মাসের) ছাগল-শাবক অবশিষ্ট রহিয়া গেল। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি উল্লেখ করিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহা কুরবানী করিয়া ফেল। রাবী কুতায়বা (রহ.) (على اصحابه এর স্থলে) على صحابته (তাঁহার সাহাবীগণের মধ্যে) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (উকবা বিন আমির (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الوكالة অধ্যায়ে এবং الاضاحى অধ্যায়ের قسمة الامام الاضاحى بين الناس অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫৯)

يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا (তাঁহার সাহাবাগণের মধ্যে কুরবানী পশু বন্টন করিবার জন্য ...)। আল্লামা ইবনুল মনীর (রহ.) বলেন, সম্ভবত ضحايا (কুরবানীর পশু) দ্বারা সামনে কুরবানী দেওয়া হইবে এমন পশু মর্ম। আর ইহারও সম্ভাবনা করিয়াছে কুরবানীকৃত পশুসমূহ। যাহার গোশত সাহাবীগণের মাঝে তাঁহাদের নিজ অংশ বন্টন করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর গোশত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া জায়িয আছে। ইহা বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য হইবে না। এই মাসয়ালায় মালিকিয়াগণ দ্বিমত পোষণ করেন। -(ফতহুল বারী ১০:৫)-(তাকমিলা ৩:৫৫৯)

فَبَقِيَ عَتُودٌ (একটি (ছয় মাসের) ছাগল-শাবক অবশিষ্ট রহিয়া গেল)। العتود হইল صغير ولد المعز (ছোট ছাগলছানা)। ইহা الجذع (ছয় মাস) বয়সের ছাগল-শাবক। আর আগত রিওয়ায়তে সুস্পষ্টভাবে جذع (ছয় মাসের বাচ্চা) রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৫৯-৫৬০)

ضَحِّ بِهِ أَنْتَ (তুমি ইহা কুরবানী কর)। এই অনুমতি কেবল হযরত উকবা বিন আমির (রাযি.)-এর জন্য ছিল। যেমন অনুরূপ অনুমতি ইতোপূর্বে উল্লিখিত হযরত বারা বিন আযিব (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে হযরত আবূ বুরদা (রাযি.)কে দেওয়া হইয়াছিল। অন্য কাহারও জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে। -(তাকমিলা ৩:৫৬০)

(৪৯৬১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذَعٌ. فَقَالَ "ضَحِّ بِهِ".

(৪৯৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির আল-জুহানী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন করিলে আমার ভাগে একটি ছয় মাসের ছাগল-শাবক পড়ে। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো ছয় মাসের একটি ছাগল-ছানা পাইয়াছি? তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহাকেই তুমি কুরবানী কর।

(৪৯৬২) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

(৪৯৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (রহ.) তিনি উকবা বিন আমির আল-জুহানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবাগণের মাঝে কুরবানীর পশু বন্টন করেন। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ উপর্যুক্ত রাবীর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু সুন্দর হওয়া, অন্যকে দায়িত্ব না দিয়া নিজ হাতে যবেহ করা এবং 'বিসমিল্লাহ' ও আল্লাহু আকবার' বলা মুস্তাহাব

(৪৯৬৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

(৪৯৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো চিত্রা রঙের দুইটি মেষ (দুম্বা) নিজ মুবারক হাতে যবেহ করেন। আর তিনি 'বিসমিল্লাহ' পড়েন ও 'আল্লাহু আকবার' বলেন এবং (যবেহ করার সময়) তাঁহার একখানা মুবারক পা দুম্বা দুইটির গ্রীবার পাশে ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَنَسٍ (আনাস (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاضاحى অধ্যায়ে اضحية النبى صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়াও ৮ স্থানে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬১)

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (সাদা-কালো চিত্রা রং-এর দুইটি দুম্বা)। الاملح হইতেছে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের, তবে সাদা-এর অংশ বেশী, ইহাকে اغبر (ধূলি বর্ণ) বলে। ইহা আল্লামা আসমাঈ-এর উক্তি। -(ঐ)

أَقْرَنَيْنِ (দুই শিংবিশিষ্ট)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর পশু শিং বিশিষ্ট হওয়া মুস্তাহাব এবং শিংবিহীন পশু হইতে আফযল। যদিও সর্বসম্মত মতে শিংবিহীন পশু কুরবানী করা জায়িয। الاجم হইতেছে সৃষ্টিগত ভাবে শিংবিহীন হওয়া। তবে ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট পশু কুরবানী জায়িয হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে। আমাদের হানাফী মাযহাব মতে মূলসহ ভাঙ্গা না হইলে জায়িয। আর মূলসহ ভাঙ্গা যাহার কারণে মস্তিষ্কে ক্ষতি পৌঁছাইতে পারে উহা কুরবানী করা জায়িয নাই। -(রদ্দুল মুখতার ৬:৩২৩)-(তাকমিলা ৩:৫৬১)

ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (দুইটি দুম্বা নিজ মুবারক হাতে যবেহ করেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ নিজ কুরবানী নিজ হাতে যবেহ সম্পাদন করা মুস্তাহাব। ওযর ব্যতীত ইহাকে যবেহ করার জন্য অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিবে না। যদি কাহারও উপর যবেহ-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাহা হইলে যবেহ-এর সময় স্বয়ং

উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি দ্বারা যবেহ করানো হয় তবে জায়িয। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। আর যদি কিতাবী দ্বারা করানো হয় তবে যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আমাদের হানাফী ও শফেয়ীর মতে মাকরূহ হইবে। অগ্নিপূজক দ্বারা জায়িয নাই এবং তাহার দ্বারা যবেহ করাইলে কুরবানী সহীহ হইবে না। -(রদ্দুল মুখতার ৬:৩২৮)-(তাকমিলা ৩:৫৬২)

صفحة عَلَى صِفَاحِهِمَا (দুম্বা দুইটির গ্রীবার পাশে রাখেন)। صفاح শব্দটির ص বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ العنق (গ্রীবার উপরিভাগ) অর্থাৎ جانب (গ্রীবার পার্শ্বদেশ)। ইহা করার কারণ হইতেছে যাহাতে পশুটি স্থির থাকে। যবেহ-এর সময়ে মাথা নাড়াচাড়া করিলে পূর্ণাঙ্গ যবেহ-এর মধ্যে বাধাগ্রস্ত করিবে। -(তাকমিলা ৩:৫৬২)

(৪৯৬৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

(৪৯৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত বর্ণের দুইটি দুম্বা কুরবানী করেন। তিনি (রাবী) আরও বলেন, আর আমি তাঁহাকে দুম্বা দুইটি স্বীয় মুবারক হাতে যবেহ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি উক্ত দুইটি (দুম্বা)-এর গ্রীবার পার্শ্বদেশে স্বীয় মুবারক পা দ্বারা চাপিয়া রাখেন এবং বিসমিল্লাহ ও 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন।

(৪৯৬৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ ضَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ. قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ.

(৪৯৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ। তিনি (শু'বা রহ.) বলেন, আমি কাতাদা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি ইহা সরাসরি হযরত আনাস (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (কাতাদা (রহ.) জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৪৯৬৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ "بِاسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ".

(৪৯৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, তাঁহাকে بِاسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ বলিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৪৯৬৭) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا "يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ". ثُمَّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ". فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ "بِاسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

(৪৯৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনিতে হুকুম দিলেন যেইটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করে, কালোতে হাঁটু গাড়িয়া বসে এবং কালোর মধ্যস্থল দিয়া দেখে। সেইটি আনা হইলে তিনি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আয়িশা! বড় ছুরিটি নিয়া আস। তারপর বলিলেন, ইহাকে পাথরে ধার দাও। আমি তাহা করিলাম অতঃপর তিনি উহা নিলেন এবং দুম্বাটি ধরিয়া শোয়াইলেন। তারপর উহা যবেহ করিলেন এবং বলিলেন بِاسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ, মুহাম্মদ-এর পরিবারবর্গ এবং তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে ইহা কবূল করুন)। অতঃপর ইহা কুরবানী করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَطَأُ فِي سَوَادٍ (যেই কালোর মধ্যে চলাফেরা করে)। ইহা দ্বারা দুম্বাটির পদযুগল কালো হওয়ার দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য। البروك في سواد (কালোতে হাঁটু গাড়িয়া বসে)। ইহা দ্বারা উহার জানুদ্বয় কালো হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। النظر في سواد (কালোর মধ্যস্থল দিয়া দেখে)। ইহা দ্বারা উহার চক্ষুদ্বয়ের চতুর্দিকে কালো হওয়ার দিকে ইশারা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৩)

هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (বড় ছুরিটি নিয়া আস)। هَلُمِّي অর্থাৎ هاتي (নিয়া আস)। আর الْمُدْيَةَ শব্দটির م বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ السكين (ছুরি)।

اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ (উহাকে পাথর দ্বারা ধার দাও)। اشْحَذِيهَا অর্থাৎ حدديها (তুমি ইহাকে ধার দাও)। الشحذ (ধারালো করা, ধার দেওয়া) হইতেছে التحديد (ধারালো করণ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরিটিকে ধারালো করিতে এই জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহাতে দ্রুত রূহ বিলোপ হইয়া যায় এবং কষ্ট লাঘব হয়। যেমন ইতোপূর্বে الامر بالاحسان في الذبح অধীনে আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৩)

ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ الخ (অতঃপর উহা যবেহ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর নামে ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বাক্যে পূর্বাপর হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে : فاضجعه واخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد وامته مضحيا به (অতঃপর উহাকে (দুম্বাটিকে ধরিয়া) শোয়াইলেন এবং স্বীয় কুরবানীর যবেহর স্থান ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ, আলে মুহাম্মদ এবং তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে এই কুরবানী কবুল করুন)। ثم (অতঃপর) শব্দটি নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যাহা আমি উল্লেখ করিলাম।

এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাগল-বকরীকে শয়ন করাইয়া যবেহ করা মুস্তাহাব। ইহাদেরকে দন্ডায়মান কিংবা হাঁটু গাড়িয়া বসা অবস্থায় যবেহ করিবে না, শয়ন করাইয়া যবেহ করিবে। কেননা, ইহাই উহার প্রতি কোমল আচরণ করা হয়। হাদীছসমূহে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। আর উলামায়ে ইযাম ইহার উপর একমত হইয়াছেন। যবেহ ব্যাপারে মুসলমানের আমল হইতেছে যে, ইহা বাম কাতে শয়ন করাইয়া নেন। কেননা ইহাতে যবেহকারীর জন্য সহজ হয়। সে ডান হাতে ছুরি ধরে এবং বাম হাতে পশুর মাথায় ধরিয়া ছুরি (বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলিয়া) চালায়। -(তাকমিলা ৩:৫৬৩)

تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (মুহাম্মদ এবং আলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে কবূল করুন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় কুরবানীতে নিজের পক্ষে এবং পরিবারবর্গের পক্ষে ইহার ছাওয়াবের মধ্যে তাহাদেরকে তাঁহার সহিত শরীক করা জায়িয। ইহা ইমাম

শাফেয়ী ও জমহুরে উলামার মাযহাব। তবে ইমাম ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় (রহ.) ইহাকে মাকরূহ বলেন।

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, শরীক করার দুই অর্থ– (এক) একজনের পক্ষে কুরবানী দেওয়া হইল। অতঃপর কুরবানী দাতা ইহার ছাওয়াব অন্যান্যদেরকে হেবা করিলেন। (দুই) বকরীর মালিকানাতে শরীক করা এবং একাধিক নামে একটি বকরী কুরবানী করা। কাজেই ইমাম নওয়াভী (রহ.) যদি প্রথম অর্থ মর্ম নিয়া থাকেন সেই ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)কে বিপরীত মত পোষণকারী হিসাবে নকল করা সহীহ নহে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কোন ব্যক্তির নফল কুরবানীর ছাওয়াব হেবা করাকে মাকরূহ বলেন না; বরং কুরবানী দাতা যতসংখ্যক মানুষকে ছাওয়াব হেবা করিতে চান করিতে পারিবেন। আর আলোচ্য হাদীছ ইহার উপরই প্রয়োগ হইবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ মর্ম নিয়া থাকেন। তাহা হইলে তো ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমতও।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে একটি বকরী কেবল এক জনের পক্ষেই কুরবানী আদায় হইবে। তবে হ্যাঁ, তাহার জন্য নফল কুরবানীতে যত জনের ইচ্ছা ততজনের পক্ষে ছাওয়াব পৌঁছানো জায়িয আছে। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু এই ধরনের ছাওয়াব পৌঁছানোর শরীকানা পদ্ধতির কুরবানী দ্বারা কোন ব্যক্তির ওয়াজিব কুরবানী যিম্মা হইতে রহিত হইবে না।

এই মাসয়ালায় হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লামা আশ শারবীনী আল খতীব (রহ.) স্বীয় 'আল ইকনা' গ্রন্থের ২:২৬০ পৃষ্ঠায় লিখেন ঃ وتجزى الشاة المعينة من الضان او المعز عن واحد فقط ـ فان ذبحها عنه وعن اهله او عنه واشرك غيره فى ثوبها جاز وعليهما حمل خبر مسلم: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد (ভেড়া, দুম্বা কিংবা ছাগলের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট একটি বকরী কেবল মাত্র একজনের পক্ষে (ওয়াজিব কুরবানী) জায়িয হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি ছাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি বকরীকে নিজের এবং নিজ পরিবারবর্গের পক্ষে কিংবা নিজের এবং অন্য কাহারও পক্ষে কুরবানী করে তাহা (নফল কুরবানীর ক্ষেত্রে) জায়িয হইবে। আর এতদুভয় পদ্ধতির উপরই সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীছ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি দুম্বা কুরবানী করিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ, আলে মুহাম্মদ, এই উম্মতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে কবূল করুন।" প্রয়োগ হইবে। আল্লামা আর-রমলী (রহ.) স্বীয় 'নিহায়াতুল মুহতাজ' গ্রন্থের ৮:১২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, একটি বকরী কেবল একজনের পক্ষে ... আর হাদীছ "হে আল্লাহ! ইহা মুহাম্মদ এবং উম্মতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হইতে।" ছাওয়াবের মধ্যে শরীকানায় মর্মের উপর প্রয়োগ হইবে। কুরবানীর মধ্যে শরীকানা মর্ম নহে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৪ সংক্ষিপ্ত)।

بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ যাহা রক্ত প্রবাহিত করে তাহা দিয়া যবেহ করা জায়িয। তবে দাঁত, নখ এবং সকল প্রকার হাড় দ্বারা যবেহ করা জায়িয নাই

(৪৯৬৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ صلى الله عليه وسلم "أَعْجِلْ أَوْ أَرِنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ". قَالَ وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ

بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ لِهٰذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا".

(৪৯৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... রাফি’ বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে, তিনি বলিলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামীকাল শত্রুর সহিত মুকাবালা করিব। অথচ আমাদের সহিত (পশু যবেহ-এর জন্য) ছুরিসমূহ নাই। তিনি বলিলেন, তাড়াতাড়ি কিংবা ভালোভাবে দেখিয়া, শক্তভাবে ধরিয়া যবেহ করিবে। যাহা রক্ত প্রবাহিত করে যাহার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তাহা আহার কর। তবে দাঁত এবং নখ দ্বারা যেন যবেহ না করা হয়। আর আমি তোমাদের কাছে ইহার কারণ বর্ণনা করিতেছি। দাঁত হইল হাড় বিশেষ আর নখ হইল হাবশীদের ছুরি। তিনি (রাফি’ রাযি.) বলেন, অথবা গণীমতের কিছু উট ও বকরী পাইলাম। তন্মধ্য হইতে একটি উট ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন জনৈক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিয়া উহাকে আটকাইয়া ফেলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই সকল উটের মধ্যেও বন্য জন্তুর স্বভাবের মত স্বভাব আছে। কাজেই এইগুলির মধ্যে হইতে কোন একটি যদি নিয়ন্ত্রণ হারা হইয়া যায় তাহা হইলে উহার সহিত তোমরা অনুরূপই করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (রাফি’ বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الشركة অধ্যায়ে قسمة الغنم অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়াও ৮ স্থানে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৭)

وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (আমাদের সহিত ছুরিসমূহ নাই)। مُدى শব্দটি مدية (م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন)-এর বহুবচন। উহা হইল السكين (ছুরি)। সম্ভবত ইহা দ্বারা মর্ম হইবে যে, আমরা শত্রুর সহিত মুকাবালা করিয়া গণীমত লাভ করিলে উহা যবেহ-এর জন্য আমাদের সহিত কোন ছুরি নাই। আর এই মর্ম হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, শত্রুর মুকাবালায় শক্তি অর্জনের জন্য আমাদের পশু যবেহ করার প্রয়োজন হইবে অথচ আমাদের সহিত কোন ছুরিসমূহ নাই। আবার তলোয়ার দিয়া যবেহ করাও আমাদের অপছন্দ হয়। কেননা, ইহাতে তলোয়ারের ধার হ্রাস পাইবে। তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তলোয়ার এবং ছুরি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যবেহ করা যাইবে কি না? -(তাকমিলা ৩:৫৬৭)

أَعْجِلْ অর্থাৎ اعجل ذبحها (উহাকে তাড়াতাড়ি যবেহ কর)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, ছুরি ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা যবেহ করিলে উহাকে তাড়াতাড়ি যবেহ করিবে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৭)

أَوْ أَرْنِي (কিংবা শক্তভাবে ধরিয়া যবেহ করিবে)। أَرْنِي শব্দটির সংরক্ষণ এবং ব্যাখ্যায় শারেহগণের মতানৈক্য হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি ব্যাখ্যা উদ্ধৃতি করা হলো–

(ক) أَرِنْ শব্দটির همزه বর্ণে যবর ر বর্ণে যের এবং ن বর্ণে জযমসহ أَطِعْ এর ওযনে পঠিত। الارانه হইতে امر এর সীগা। ইহার অর্থ الهلاك (ধ্বংস, বিনাস, মৃত্যু)। লোকদের পশু সম্পদ ধ্বংস হইয়া গেলে أرام القوم বলা হয়। কাজেই ইহার অর্থ হইবে اهلكها ذبحا (যবেহ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিয়াছে)। কিন্তু অভিধানে ইহার ব্যবহার সুদূর পরাহত। কেননা ارانة শব্দটি متعدى নহে। কিন্তু فعل এই স্থানে متعدى রহিয়াছে।

(খ) أَرْنِ শব্দটির همزه বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিন ن বর্ণে যের দ্বারা اعط এর ওযনে পঠিত। ইহা يرنو - رنا হইতে اذا ارام النظر الى الشئ (যখন কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি অব্যাহত রাখা হয়)।

(গ) أرني শব্দটি الاراءة হইতে। অর্থাৎ পশু যবেহ করিতে যাহা ইচ্ছা করিয়াছ তাহা আমাকে দেখাও। আমি তোমাকে অবহিত করিব ইহা দ্বারা যবেহ জায়িয কি না? আল্লামা উসায়লী (রহ.) ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

(ঘ) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এই শব্দটি বিকৃত। আসলে أَزِّرْ ছিল। ইহার অর্থ شدّ يدك على النحر (শক্তভাবে ধরিয়া যবেহ করিবে)। এই হিসাবে হাদীছের অর্থ লিখা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৮)

وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ (যাহার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়)। অর্থাৎ عليه (যাহার উপর) এই বাক্যে عليه পদটি উহ্য রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৬৮)

لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (তবে উহা যেন দাঁত ও নখ না হয়)। السِّنَّ এবং وَالظُّفُرَ শব্দ দ্বয় ليس দ্বারা استثناء (ব্যতিক্রম) করায় منصوب (শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত শব্দ) হইয়াছে। আর الرفع (শেষ বর্ণে পেশ) দ্বারা পঠনও জায়িয। অর্থাৎ ليس السن والظفر مباحا (তবে দাঁত এবং নখ দ্বারা যবেহ মুবাহ নহে)। অবশ্য প্রথম পদ্ধতি উত্তম। কেননা আগত পরবর্তী রিওয়ায়ত الا سنا او ظفرا (তবে দাঁত কিংবা নখ ব্যতীত) দ্বারা তায়িদ হয়। -(ঐ)

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (দাঁত হইল হাড় বিশেষ)। আল্লামা বায়যাভী (রহ.) বলেন, অনুমানে বুঝা যায় এই স্থলে দ্বিতীয় বাক্যটি আরবীগণের কাছে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইল : اما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به (দাঁত হইল হাড় বিশেষ। আর প্রত্যেক হাড় উহা দ্বারা যবেহ করা হালাল নহে)।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, কতিপয় আলিম দাঁত এবং নখ দ্বারা যবেহ-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা যবেহ করিলে পশুর কষ্ট হয়। আর উক্ত সকল কারণসমূহের সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, এতদুভয় দ্বারা যবেহ করা মাকরূহ। তবে যদি কেহ যবেহ করিয়া ফেলে এবং যবেহ শর্তপূর্ণ হয় তাহা হইলে মাকরূহসহ বৈধ হইবে যদি দাঁত এবং নখ উৎপাটিত হয়। আর যদি এতদুভয় (উৎপাটিত না হইয়া) মানব দেহের সংলগ্নে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে যবেহ-এর উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কেননা, তখন উহার মৃত্যু শ্বাসরুদ্ধতার কারণে হইবে। -(রদ্দুল মুখতার ৫:২০৮)

আর কেহ বলেন, দাঁত এবং নখ দ্বারা যবেহ নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, এতদুভয় দ্বারা যবেহ করিলে পশুর কষ্ট হয়। আর ইহা দ্বারা সাধারণতঃ শ্বাসরুদ্ধতার মাধ্যমে মৃত্যু ছাড়া যবেহ হয় না। আর ইহা তো যবেহ-এর পদ্ধতিও নহে। আর তাহারা বলে, হাবশী (কাফিররা) বকরীকে জবাইয়ের নামে নখ দ্বারা রক্তাক্ত করে। অবশেষে শাসরুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

বলাবাহুল্য উপর্যুক্ত সকল পদ্ধতির নিষেধাজ্ঞা হানাফীগণের মতে নখ সংলগ্ন বিদ্যমান থাকা। আর যদি কর্তনকৃত থাকে তাহা হইলে উহা দ্বারা মাকরূহসহ যবেহ হইয়া যাইবে। যেমন পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৬৯)

فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ (তন্মধ্য হইতে একটি উট ছুটিয়া পলায়ন করিতে গেলে ...)। অর্থাৎ هرب نافرا (পলায়নপর অবস্থায় সরিয়া যাইতেছিল)। -(তাকমিলা ৩:৫৬৯)

فَحَبَسَهُ (সেইটা আটকাইয়া ফেলিল)। অর্থাৎ اصابه السهم فوقف (উহার উপর তীর বিদ্ধ হইলে সে দাঁড়াইয়া গেল)। -(তাকমিলা ৩:৫৬৯)

أَوَابِدَ শব্দটি آبدة (মাদসহ ب বর্ণে যের দ্বারা পঠনে বন্য পশু, পোষ মানানো যায় নাই এমন পশু)-এর বহুবচন। অর্থাৎ غريبة متوحشة (জংলী অদ্ভুত প্রাণী)। আর বলা হয় أبدت البهيمة تأبد (বাবে ضرب হইতে) أبود অর্থাৎ توحشت (বন্য হওয়া, জংলী হওয়া)-(তাকমিলা ৩:৫৭০)

فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا (তাহা হইলে উহার সহিত অনুরূপ আচরণই করিবে)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গৃহপালিত পশু যদি বন্য আচরণ করে এবং লোকজন তাহাকে আয়ত্বে আনিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে অন্যান্য বন্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় ذكات اضطرار به (বল প্রয়োগে যেইভাবে সম্ভব বিসমিল্লাহ বলিয়া যখম করিয়া রক্ত

প্রবাহিত করানোর মাধ্যমে হত্যা করিবে) উহাকে যবেহ এবং নহর করা ওয়াজিব নহে; বরং ইহাতে এতখানি যথেষ্ট যতখানি শিকারী বিসমিল্লাহ বলিয়া তীর প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া শিকারকে যখম করিয়া রক্ত প্রবাহিতের মাধ্যমে হত্যা করে। ইহা জমহুরে উলামার মাযহাব। ইমাম নওয়াভী (রহ.) নকল করেন যে, ইমাম মালিক, রবীআ, লায়ছ ও ইবনু মুসায়্যিব (রহ.) এই মাসয়ালায় দ্বিমত পোষণ করেন। তবে আলোচ্য হাদীছ তাহাদের বিপক্ষে দলীল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৭০)

(৪৯৬৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلاً فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ. وَذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

(৪৯৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা তিহামার দিকে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। সেই স্থানে আমরা (গণীমতের) বকরী ও উট পাইলাম। লোকেরা তাড়াতাড়ি করিয়া ডেগের মধ্যে এইগুলির গোশত জোশ দিতে লাগিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ দিলে ডেগগুলি উল্টাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর একটি উট দশটি ছাগলের (মূল্যের) সমান গণ্য করা হইল। আর রাবী হাদীছের বাকী অংশ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذُو الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ (তিহামার দিকে 'যুল-হুলায়ফা')। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৬২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই হাদীছে বর্ণিত যুল হুলায়ফা মদীনা মুনাওয়ারার মীকাত যুল-হুলায়ফা নহে। কেননা, মদীনার মীকাত মদীনার দিকে যাওয়ার পথে এবং সিরিয়া হইতে মক্কার দিকে। আর এই হাদীছে উল্লিখিত যুল হুলায়ফা হইতেছে তায়িফ এবং মক্কার মধ্যবর্তী স্থলে 'যাতু ইরক' নামক স্থানের নিকটবর্তীতে অবস্থিত। যেমন আল্লামা আবূ বকর আল-হাযিমী ও ইয়াকূত (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। আর আল্লামা কাবেসী (রহ.) বলেন, ইহা সেই প্রসিদ্ধ যুলহুলায়ফাই যাহা মদীনা মুনাওয়ারার মীকাত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, এই ঘটনাটি হিজরী ৮ম সনে তায়িফ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় সংঘটিত হইয়াছিল। আর হিজাজের শহরসমূহের প্রত্যেক যাত্রাবিরতির স্থানকে 'তিহামা' বলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৭০)

فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ (তিনি আদেশ দিলে ডেগগুলিকে উল্টাইয়া দেওয়া হইল)। كُفِئَتْ শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক)-এর ভিত্তিতে ك বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ قلبت وارىق ما فيها (ডেগগুলি উলটাইয়া দেওয়া হইল এবং উহাতে যাহা ছিল তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইল)। আর এই হুকুম এই জন্য দিয়াছিলেন যে, তাহারা গনীমতের মাল নিয়া দারুল ইসলামে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। দারুল ইসলামে পৌঁছিয়া গণীমতের মাল বণ্টনের পূর্বে খাদ্যদ্রব্য হইতেও কোন কিছু আহার করা জায়িয নহে। তবে দারুল হারবের মধ্যে গনীমতের মান বণ্টনের পূর্বেও খাদ্যদ্রব্য হইতে প্রয়োজনে আহার করা মুবাহ। -(তাকমিলা ৩:৫৭০)

ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ (অতঃপর একটি উট দশটি ছাগলের (মূল্যের) সমান গণ্য করা হইল)। অর্থাৎ গনীমত বন্টনের ক্ষেত্রে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা সেই মর্মের উপর প্রয়োগ হইবে যে, তখন ছাগল এবং উটের মূল্য অনুরূপ ছিল। আর উট ছিল উৎকৃষ্ট প্রাণী, ছাগল নহে। এই কারণেই একটি উটের মূল্য

দশ বকরীর সমান ছিল। আর ইহা কুরবানীর শরয়ী কানূন একটি উট সাতটি বকরীর স্থলাভিষিক্ত-এর খেলাফ নহে। কেননা, সাধারণত মাঝারি ধরনের একটি উটের মূল্য সাতটি বকরীর সমান হইয়া থাকে। আর এই বন্টন নীতি যাহা আমরা উল্লেখ করিলাম তাহা উৎকৃষ্ট উটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বকরীর ক্ষেত্রে নহে। আর ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গনীমতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকার সম্পদকে পৃথক পৃথকভাবে বণ্টন করা শর্ত নহে।

ইমাম ইসহাক (রহ.) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, কুরবানীতে একটি উট দশ জনের পক্ষে যথেষ্ঠ হইবে। আর অনুরূপ সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। তাহাদের অপর দলীল তিরমিযী (১৫৩৭ নং) এবং 'ইবন মাজা' গ্রন্থের (৩১৬৯ নং) ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক সফরে ছিলাম। তখন কুরবানী উপস্থিত হইল। আমরা উটের মধ্যে দশ জন এবং গরুর মধ্যে সাতজন করিয়া শরীক হইয়া কুরবানী করিলাম।

জমহুরে উলামা বলেন, বস্তুতভাবে একটি উট সাতজনের পক্ষে কুরবানী যথেষ্ট হইবে। ইহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চারি ইমামের অভিমত। ইহা আলী, ইবন উমর, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস ও আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। আর আতা, তাউস, সালিম, হাসান, আমর বিন দীনার, ছাওরী, আওযায়ী ও ছাওর (রহ.)-এর অভিমতও। -(আল-মুগনী লি ইবন কুদামা ১১:৯৬)

জমহুরে উলামার দলীল আগত সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির বর্ণিত হাদীছ : نحرنا بالحديبية مع النبى صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হুদায়বিয়াতে একটি উটে সাতজন এবং একটি গরুতে সাত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করিয়াছি)। তিনি আরও বলেন : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জে তামাত্তু করিয়াছি তখন একটি গাভীতে সাতজন শরীক হইয়া যবেহ করিয়াছি)।

আলোচ্য হাদীছের জবাব এই যে, ইহা গণীমত বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কুরবানীতে শরীকানায় নহে। গনীমতের বণ্টন মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। ফলে একটি উৎকৃষ্ট উটের মূল্য দশটি বকরীর সমান হয়। ফলে ইহার ভিত্তিতে গনীমতের বণ্টন হইবে। আর কুরবানীতে শরীকানা ইবাদতের বিষয়, ফলে মূল্যে বিভিন্নতার কারণে বিভিন্নতা ধর্তব্য হইবে না।

আর ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ হযরত জাবির (রাযি.)-এর বিপরীত হয়। মুহাদ্দিছগণের মতে ইবন আব্বাস ও জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছদ্বয়ের মধ্যে জাবির (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ প্রাধান্য হয়। অধিকন্তু ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ যাহাতে একটি উটে দশজন শরীক হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। উহাতে সুস্পষ্টভাবে কথা নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ইলাউস সুনান ১৭:২০৫)-(তাকমিলা ৩:৫৭১-৫৭২)

(৪৯৭০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنُذَكِّى بِاللِّيطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالَ فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى وَهَصْنَاهُ.

(৪৯৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবায়া বিন রিফাআ বিন রাফি' বিন খাদীজ (রহ.) হইতে, তিনি নিজ দাদা (রাফি' বিন খাদীজ রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামীকাল দুশমনের সহিত মুকাবালা করিব। অথচ আমাদের সহিত (পশু যবেহ করার) কোন ছুরি নাই। আমরা কি (ধারালো) বাঁশ দিয়া যবেহ করিব? রাবী হাদীছের পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি (রাফি' রাযি. আরও) বলেন, উটগুলির মধ্য হইতে একটি ছুটিয়া পালাইতে গেলে আমরা তীর নিক্ষেপ করিলাম শক্তভাবে নিক্ষেপণ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنُذَكِّى بِالِّلِيطِ (আমরা কি (ধারালো) বাঁশ দিয়া যবেহ করিব?) ليط শব্দটির ل বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ قشور القصب (বাঁশের আঁশ)। প্রত্যেক বস্তুর আঁশকে ليط বলে। একবচনে ليطة আর ইহাতে همزة استفهام উহ্য রহিয়াছে। আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে আছে افنذبح بالمروة (আমরা কি সাদা পাথর দ্বারা যবেহ করিব?) المروة হইল الحجارة البيضاء (সাদা পাথর)। তাঁহারা উভয় বস্তুর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ফলে এক রাবী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন অপর রাবী তাহা উল্লেখ করেন নাই।

حَتّٰى وَهَصْنَاهُ অর্থাৎ رميناه رميا شديدا (আমরা উহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলাম শক্তভাবে নিক্ষেপণ)। আর কেহ বলেন, اسقطناه الى الارض (আমরা যমীনে ফেলিয়া দিলাম)। আর কেহ বলেন, شدخناه (আমরা উহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলাম)। আর কতক নুসখায় আছে رهصناه (ر বর্ণ দ্বারা) অর্থাৎ حبسناه (আমরা সেইটা আটকাইয়া দিলাম)। -(তাকমিলা ৩:৫৭২)

(৪৯৭১) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ.

(৪৯৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আল কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মাসরূক (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছখানা শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর তিনি (রাবী) এই হাদীছে বলেন, আমাদের সহিত (জবাই করার মত) ছুরি নাই। আমরা কি বাঁশ (-এর আঁশ) দিয়া যবেহ করিব?

(৪৯৭২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئَتْ وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ.

(৪৯৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন ওয়ালীদ ইবন আবদুল হামীদ (রহ.) তিনি ... রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আগামীকাল শত্রুর মুকাবালা করিব। অথচ আমাদের সহিত (পশু যবেহ করার) কোন ছুরি নাই। অতঃপর হাদীছখানা শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন তবে তিনি এই কথা "কিছু লোক তাড়াতাড়ি করিয়া ডেগের মধ্যে এইগুলির গোশত জোশ দিতে লাগিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ দিলে ডেগগুলি উলটাইয়া দেওয়া হইল।" উল্লেখ করেন নাই। তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন।

بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَا شَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের সূচনার তিন দিনের পরে কুরবানীর গোশত খাওয়া সম্পর্কে যেই নিষেধাজ্ঞা ছিল উহার বিবরণ এবং তাহা রহিত হওয়া এবং এখন যতদিন ইচ্ছা আহার করা বৈধ হওয়ার বিবরণ

(৪৯৭৩) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثٍ.

(৪৯৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল জাব্বার বিন আলা (রহ.) তিনি ... আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর সহিত ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায আদায় করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের পর আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (আমি আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর সহিত ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে الاضاحى অধ্যায়ে ما يؤكل من لحوم الاضاحى وما يتزود منها অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৭৩)

نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثٍ (আমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের পর আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। এই অনুচ্ছেদে আগত হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত (৪৯৭৯ নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য হাদীছের হুকুম মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আর হুকুম রহিত হওয়ার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত আলী ও ইবন উমর (রাযি.) এতদুভয় কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক সংরক্ষণ এবং গুদামজাত করা হারাম হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। সম্ভবত তাঁহাদের উভয়ের কাছে রহিত হওয়ার হুকুম পৌঁছে নাই। কিন্তু আল্লামা থানুবী (রহ.) স্বীয় 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থের ১৭:২৭৪ পৃষ্ঠায় তাহকীকসহ লিখিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহের উদ্দেশ্য হুকুম মানসূখ হওয়ার বিষয়টি নকল করা, ইহা তাহার মাযহাব নহে। যেমন ইমাম আহমদ (রহ.) নিজ 'মুসনাদ' গ্রন্থের ১:১৪৫ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, انه قال نهيتكم عن لحوم الاضاحى ان تحبسو بعد ثلاث فاحبسوا ما بدالكم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় সময় সংরক্ষণ করিতে পার। -(তাকমিলা ৩:৫৭৩)

(৪৯৭৪) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَلاَ تَأْكُلُوا.

(৪৯৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি উমর বিন খাত্তাব (রাযি.)-এর সহিত ঈদগাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আমি আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর সহিত নামায আদায় করিয়াছি। তিনি খুতবার পূর্বে আমাদের নিয়া নামায আদায় করিলেন। তারপর লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তখন তিনি (খুতবায়) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশত তিন রাত্রির অধিক আহার করা হইতে তোমাদের নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই তোমরা (তিনদিনের অধিক) আহার করিও না।

(৪৯৭৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৪৯৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯৭৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ".

(৪৯৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কেহ যেন তাহার কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক না খায়।

(৪৯৭৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(৪৯৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৪৯৭৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلاَثٍ.

(৪৯৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন উমর ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের অধিক কুরবানী গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সালিম (রহ.) বলেন, এই কারণেই হযরত ইবন উমর (রাযি.) তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাইতেন না। আর রাবী ইবন আবূ উমর "তিনদিনের পর" কথাটি বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعْدَ ثَلَاثٍ (তিনদিনের পর)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ এই তিনদিন يوم النحر (কুরবানীর দিন) হইতে আরম্ভ হইবে। যদিও শেষ দিন যবেহ করা হউক। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, যবেহ-এর দিন হইতে তিন দিন। যাহাতে সেই লোকের জন্য সময়ের সংকীর্ণতা না হয় যে তাড়াতাড়ি যবেহ করিতে ইচ্ছুক নহে। তবে প্রথমটিই অধিক স্পষ্ট। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, بعد ثلاث ليال (তিন রাত্রির পর) ইরশাদের চাহিদা হইতেছে যে, يوم النحر (কুরবানীর দিন) গণনার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। -(তাকমিলা ৩:৫৭৫)

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ (এই কারণেই ইবন উমর (রাযি.) তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাইতেন না)। হয়তো তিনি এই হুকুম রহিত হওয়ার হুকুম না জানার কারণে ইহা তাহার অভিমত ছিল। কিংবা তিনি সতর্কতা অবলম্বনে অনুরূপ করিতেন। কেননা, তিনি খুবই আল্লাহভীরু ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৭৫)

(৪৯৭৯) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ". فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَمَا ذَاكَ". قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا".

(৪৯৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর গোশত তিনদিন পর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) বলেন, আমি হাদীছখানা আমরা (রাযি.)-এর কাছে উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, ইবন ওয়াকিদ (রহ.) সত্যই বলিয়াছেন। আমি হযরত আয়িশা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদুল আযহার দিনে বেদুঈনদের কিছু পরিবার দুরবস্থায় পতিত হইলে তাহাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা তিনদিনের পরিমাণ সংরক্ষণ করিয়া বাদবাকী গোশত (বেদুঈনদের মধ্যে) সদকা করিয়া দাও। পরবর্তী সময়ে সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা তো তাহাদের কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়া পানি পান করানোর পাত্র তৈরী করিতেছে এবং উহার মধ্যে চর্বি দ্রবীভূত করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, আপনিই তো কুরবানীর গোশত তিনদিনের পরে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি তো বেদুঈনদের দুরবস্থা দেখিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম। কাজেই এখন তোমরা খাও, সংরক্ষণ কর এবং সদকা করিতে পার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের ما كان السلف يدخرون الخ অনুচ্ছেদে এবং باب القديد এ আছে। আর الاضاحى الخ অধ্যায়ে ما يؤكل من لحوم الاضاحى الخ অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৭৫)

دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ (বেদুইনদের কিছু পরিবার দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় তাহাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ...)। অভিধানবিদ বলেন, الدافة শব্দটির ف বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। قوم يسيرون جماعة سيرا خفيفا (গোত্রের একটি দল হালকা চলা)। আর يدف-دف বাবে يخف-خف হইতে دفوفا অর্থাৎ سار سيرا خفيفا (সে চলিয়াছে হালকা চলা)। ইহা দ্বারা এই স্থানে মর্ম হইতে وردمن ضعفاء الاعراب للمواساة (দুর্বল বেদুঈনদের সহযোগিতার জন্য বর্ণিত হইয়াছে)। -(তাকমিলা ৩:৫৭৬)

وَيَجْمِلُونَ (আর তাহারা দ্রবীভূত করে)। يَجْمِلُونَ শব্দটির ج বর্ণে সাকিন ى বর্ণে যবর باب نصر কিংবা ضرب হইতে। কিংবা ى বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে باب الاكرام হইতে। বলা হয় جملت الدهن এবং اجملت الدهن অর্থাৎ أذبته (চর্বি দ্রবীভূত করে, তরল করে)। -(তাকমিলা ৩:৫৭৬)

الْوَدَكَ হইল الشحم المذاب (দ্রবীভূত চর্বি, তরলকৃত চর্বি, গলানো হইয়াছে এমন চর্বি)। -(তাকমিলা ৩:৫৭৬)

وَمَا ذَاكَ (তাহাতে কি হইয়াছে?) অর্থাৎ اى بأس ترون فيه فتسألون عنه (ইহাতে তোমরা কি অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিতেছ যাহার ফলে তোমরা উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? -(তাকমিলা ৩:৫৭৬)

نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ (আপনিই তো কুরবানীর গোশত তিনদিনের পর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন)। তাঁহারা যেন ধারণা করিয়াছিলেন কুরবানীর চামড়া দিয়া পাত্র তৈরী করা এবং উহাতে তরলকৃত চর্বি রাখা নিষিদ্ধ। আর তাঁহারা কুরবানীর গোশত তিনদিন পরে আহার করার নিষেধাজ্ঞার উপর কিয়াস করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৭৬)

فَكُلُوا وَادَّخِرُوا (এখন তোমরা খাও এবং সংরক্ষণ কর)। কতিপয় আলিম বলেন, এই আদেশটি পূর্ববর্তী নিষেধের রহিতকারী ছিল। আর কেহ বলেন, কুরবানীর গোশত তিনদিনের পর রাখার নিষেধাজ্ঞাটি তানযিহীমূলক ছিল। তাহরিমীমূলক নহে। আর অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, বস্তুত নিষেধাজ্ঞাটি আপতিত কোন কারণে সাময়িক ছিল। আর তাহা হইল বেদুঈনদের দুরবস্থায় সহযোগিতা করা। অতঃপর কারণ যখন দূরীভূত হইয়া গেল তখন হুকুমও রহিত হইয়া গেল। আর হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, অনুরূপ কারণ যদি ফিরিয়া আসে তবে হুকুম পুনঃবহাল হইবে। আর কেহ বলেন, কারণ ফিরিয়া আসিলেও হুকুম পুনঃবহাল হইবে না।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, নিষেধাজ্ঞাটি শরঈ ব্যাপক হুকুম ছিল না। বস্তুতভাবে উহা একটি সাময়িক হুকুম ছিল যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ولى الامر (শাসক) হিসাবে জারী করিয়াছিলেন, শরয়ী বিধানদাতা হিসাবে নহে। আর ইহা আলোচ্য হাদীছে তাঁহার নিম্নোক্ত ইরশাদ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে وما ذالك (তাহাতে কি হইয়াছে?) যদি শরয়ী নিষেধাজ্ঞা হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক পাত্র তৈরী ও চর্বি দ্রবীভূত করণের প্রশ্নের উপর বিস্ময় প্রকাশ করিতেন না। প্রকৃত পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাময়িক পরিস্থিতির বিবেচনায় শাসকের ন্যায় এই হুকুমটি জারী করিয়াছিলেন। আর গোশত গুদামজাত করা তো তখনই জায়িয হইতে পারে যখন কুরবানী দাতার প্রতিবেশীদের কেহ ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজন না থাকে। প্রতিবেশীদের কেহ যদি ক্ষুধার্ত থাকে তাহা হইলে সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য তাহার সম্পদ হইতে জরুরী ভিত্তিতে তাহাকে খাদ্য দেয়া ওয়াজিব। তাহা হইলে পুণ্যের উদ্দেশ্যকৃত কুরবানী গোশতের কি অবস্থা হইবে? আর এই জন্য তো কুরবানী দাতার পক্ষে ইহা বিক্রি করা জায়িয নাই। আর কেহ বিক্রি করিলে উহার মূল্য দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিলেন মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বেদুঈনদের কিছু লোক অনাহারী ক্ষুধার্ত তখন তিনি নিজ সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন তাহারা যেন তাহাদের কুরবানীর উদ্বৃত্ত গোশত উক্ত ক্ষুধার্ত বেদুঈনদের প্রদান করে এবং তাহাদেরকে জমা রাখিতে নিষেধ করিলেন। আর এই হুকুম এই জন্য ছিল না যে, কুরবানীর গোশত নিজের জন্য সংরক্ষণ

করিয়া রাখা নিষেধ। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার হাদীছকে রহিত বলা যায় না। বস্তুতভাবে উহা উপযোগিতার বিবেচনায় আমল ছিল। আর এই হিসাবে বলা যায় যে, কোন সময় কিংবা কোন বিশেষ শহরে অনুরূপ উপযোগিতা প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তখন শাসকের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের ন্যায় হুকুম জারী করা জায়িয হইবে। আর তিনি লোকদেরকে তাহাদের কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করা হইতে এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন যে, তাহারা যেন তাহাদের দুঃস্থ প্রতিবেশীদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান করিয়া দেয়।

আর আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ "তোমরা খাও" মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ হইবে। তবে সালাফি সালেহীনের কাহারও হইতে বর্ণিত আছে যেমন আবুত তায়্যিব বিন সালামা (রহ.)। তিনি এই হুকুমকে ওয়াজিবের উপর প্রয়োগ করেন। জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে যে, আলোচ্য হাদীছে সংরক্ষণ তথা গুদামজাত করণের হুকুমও রহিয়াছে। অথচ ইহা সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৭৭)

وَتَصَدَّقُوا (এবং তোমরা সদকা করিতে পার)। কতিপয় শাফেয়ী এবং হাম্বলী মতাবলম্বীগণ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, কুরবানী গোশতের কিছু সদকা করা ওয়াজিব। যদিও সামান্য পরিমাণ তথা এক (اوقية) আউন্স হউক। আর জমহুরে উলামার মতে এই হাদীছে সদকা করার হুকুমটিও মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ হইবে যেমন আহার করার এবং জমা রাখার নির্দেশটি মুস্তাহাবমূলক ছিল। কেননা কুরবানীর পুণ্য কেবল রক্ত প্রবাহিত করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর গোশত সদকা করা ওয়াজিব নহে।

তবে সকল ফকীহগণের মতে কুরবানীর গোশতের মুস্তাহাব তরীকা হইতেছে যে, কুরবানী এক তৃতীয়াংশ আহার করিবে, এক তৃতীয়াংশ প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে হাদিয়া দিবে আর এক তৃতীয়াংশ দুঃস্থদের মধ্যে সদকা করিয়া দিবে। আর এই পদ্ধতির আসল দলীল উহাই যাহা ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরবানীর বন্টন পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন: ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السوال بالثلث (আর এক তৃতীয়াংশ পরিবারবর্গকে আহার করাইবে, এক তৃতীয়াংশ দরিদ্র প্রতিবেশীদের খাওয়াইবে এবং এক তৃতীয়াংশ ভিক্ষুকদের সদকা করিবে)। ইহা হাফিয আবূ মূসা ইসপাহানী (রহ.) নিজ 'আল-ওযায়িফ' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "হাসান হাদীছ"। আর এই হাদীছ ইবন কুদামা (রহ.) স্বীয় 'আল মুগনী' গ্রন্থের ১১:১০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। আর অনুরূপ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ও আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে।

আল্লামা কাসানী (রহ.) 'আল বাদাঈ' গ্রন্থে লিখেন, আফযল হইতেছে যে, কুরবানীর এক তৃতীয়াংশ গোশত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়া যিয়াফতে খরচ করিয়া ফেলা। এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ করা। আর উহা হইতে কিছু আহার করা মুস্তাহাব। কেহ যদি সম্পূর্ণ কুরবানী নিজের জন্য রাখিয়া দেয় তাহাও জায়িয আছে। কেননা, রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে পুণ্য লাভ হইয়া গিয়াছে। গোশত সদকা করা তো নফল মাত্র। 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এক তৃতীয়াংশ কম সদকা না করা মুস্তাহাব। আর বাদবাকী নিজ পরিবারবর্গের স্বচ্ছলতার উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ৩:৫৭৭-৫৭৮)

(৪৯৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا".

(৪৯৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি কুরবানীর গোশত তিনদিনের পর খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। পরবর্তীতে আবার তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। এখন তোমরা খাও, পাথেয় রূপে সংরক্ষণ করিতে পার এবং গুদামজাত করিয়া রাখিতে পার।

(৪৯৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ.

(৪৯৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) (শব্দ তাহারই) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমরা মীনায় তিনদিনের অধিক উটের গোশত আহার করিতাম না। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা আহার করিতে পার এবং পাথেয় হিসাবে সংরক্ষণ করিতে পার। (রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.) বলেন) আমি আতা (রহ.)কে বলিলাম, জাবির (রাযি.) কি "মদীনায় আগমন করা পর্যন্ত" কথাটি বলিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ نَعَمْ (তিনি (আতা রহ.) বলেন, হ্যাঁ)। ইমাম মুসলিম (রহ.) অনুরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ-এর الاطعمة অনুচ্ছেদে বলেন, قال ابن جريج قالت لعطاء ـ أقال : حتى جئنا المدينة؟ قال لا (ইবন জুরায়জ (রহ.) বলেন, আমি আতা (রহ.)কে বলিলাম, হযরত জাবির (রাযি.) কি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করা পর্যন্ত কথাটি বলিয়াছেন। তিনি (আতা রহ. জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ)। ফলে এই হাদীছখানা শায়খায়নের রিওয়ায়তে বিরোধপূর্ণ হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ৯:৫৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন, ইমাম বুখারীর রিওয়ায়ত খানাই নির্ভরযোগ্য। কেননা, ইমাম আহমদ (রহ.) নিজ মুসনাদ গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর নাসাঈ গ্রন্থেও আমর বিন আলী (রহ.)-এর সূত্রে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা হুমায়দী (রহ.) নিজ جمع গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ.) এই শব্দের রিওয়ায়তের মধ্যে মতানৈক্যর বিষয় অবহিত করিয়াছেন। কাযী ইয়াযও তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের উভয়ের কেহই প্রাধান্যের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। আর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারগণও ইহার পর্যবেক্ষণে অমনোযোগিতার পরিচয় দিয়াছেন। তথা لا (না) দ্বারা نفى الحكم (হুকুম অস্বীকার করা) মর্ম নহে; বরং ইহার মর্ম হইতেছে যে, হযরত জাবির (রাযি.) মদীনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা তাহাদের কাছে গোশত সংরক্ষিত থাকার কথাটি সুস্পষ্টরূপে বলেন নাই। সুতরাং এই হিসাবে আমর বিন দীনার (রহ.) সূত্রে আতা (রহ.) হইতে বর্ণিত হাদীছ كنا تتزود لحوم الهدى الى المدينة (আমরা হাদীর গোশত পাথেয় হিসাবে মদীনা পর্যন্ত সংরক্ষণ করিয়াছিলাম)-এর অর্থ لتوجهنا الى المدينة (মদীনা মুনাওয়ারার দিকে রওয়ানা করার সময়)। কাজেই ইহা দ্বারা মদীনায় আগমন পর্যন্ত তাহাদের কাছে গোশত বাকী থাকা অত্যাবশ্যক নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৭৯)

(৪৯৮২) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا. يَعْنِي فَوْقَ ثَلَاثٍ.

(৪৯৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর গোশত তিনদিনের বেশী জমা করিয়া রাখিতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন দিনের অধিক ইহা হইতে পাথেয় হিসাবে সংরক্ষণ করার এবং আহার করার নির্দেশ দেন।

(৪৯৮৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(৪৯৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে কুরবানীর গোশত পাথেয় হিসাবে মদীনার দিকে (রওয়ানার সময়) সংরক্ষণ করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا অর্থাৎ لحوم الهدى فى الحج (আমরা হজ্জের সময় হাদী তথা কুরবানীর গোশত পাথেয় হিসাবে সংরক্ষণ করিতাম)। -(তাকমিলা ৩:৫৭৯)

(৪৯৮৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ". وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوِ ادَّخِرُوا". قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى.

(৪৯৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমরা কুরবানীর গোশত তিনদিনের অধিক আহার করিও না। রাবী ইবন মুছান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে فوق ثلاث তিন (দিন)-এর বেশী-এর স্থলে) ثلاثة ايام (তিন দিন) বলিয়াছেন। তখন তাহারা (সাহাবায়ে কিরাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে অভিযোগ করিলেন যে, তাহাদের পরিবারবর্গ, কর্মচারী ও খাদিম রহিয়াছে। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদেরকে আহার করাও এবং আটকাইয়া (জমা) রাখ কিংবা তোমরা সংরক্ষণ কর। ইবনুল মুছান্না (রহ.) বলেন, রাবী আবদুল আ'লা (রহ.) (أَوِ ادَّخِرُوا কিংবা তোমরা সংরক্ষণ কর) সন্দেহসহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَحَشَمًا (এবং কর্মচারী)। (الحشم শব্দটির ح এবং ش বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে اللائذون بالانسان يخدمونه ويقومون بامره (যাহারা মানুষের আশ্রয় প্রার্থী হইয়া তাহার কাজের আঞ্জাম দেয় এবং তাহার হুকুম বাস্তবায়ন করে)। আর الحشم (কর্মচারী) যেন الخدم (খাদিম) হইতে ব্যাপক। এই কারণেই হাদীছ শরীফে উভয় শব্দ সমবেত করা হইয়াছে।

(৪৯৮৫) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا". فَلَمَّا كَانَ

فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَ "لَا إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ".

(৪৯৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরবানী করিবে, সে যেন তৃতীয় রাত্রির পর তাহার ঘরে কুরবানীর কোন বস্তু না থাকে। (বরং সকল গোশত খরচ করিয়া ফেলিবে)। অতঃপর যখন পরবর্তী বছর সমাগত হইল তখন তাঁহারা (সাহাবায়ে কিরাম) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি গত বছর যাহা করিয়াছিলাম তাহাই করিব? তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন না। সেই বছর তো লোকেরা খুবই কষ্টে ছিল, তাই আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যাহাতে (দুরবস্থাগ্রস্থ) সকলের কাছে গোশত পৌঁছিয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (সালামা বিন আকওয়া (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের الاضاحى অধ্যায়ের ما يؤكل من لحوم الاضاحى وما يتزود منها অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৮০)

بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئًا (তৃতীয় রাত্রির পর কোন কিছু)। কিয়াস ছিল যে, شَيْئًا শব্দটি لا يصبحن এর اسم হওয়ার কারণে شيئ হওয়া। তাই এই স্থানে উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে لا يصبحن احدكم وقد ترك فى بيته بعد ثالثة شيئا (তোমাদের (কুরবানী দাতাদের) কেহ যেন অবশ্যই তৃতীয় রাত্রির পর সকালে তাহার ঘরে গোশতের কোন বস্তু না থাকে)। -(তাকমিলা ৩:৫৮০)

بِجَهْدٍ (কষ্টে) শব্দটির ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে جَهْد المشقة (কষ্ট, ক্লেশ, জটিলতা) অর্থে ব্যবহৃত। আর ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে الجد (চেষ্টা করা, প্রয়াস চালানো, একাগ্র হওয়া) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ৩:৫৮১)

أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ (তাহাদের মঝে (গোশত) পৌঁছিয়া যায়)। অর্থাৎ يشيع فيهم اللحم ولينتشر (তাহাদের (দুরবস্থাগ্রস্তদের) মধ্যে গোশত ছড়াইয়া যায় এবং বিস্তার লাভ করে)। আর সহীহ বুখারী শরীফের শব্দ হইতেছে فاردت ان تعينوا فيها (কাজেই আমি চাহিয়াছিলাম যাহাতে তাহাদেরকে গোশত দিয়া সহায়তা করিতে পারি)। -(তাকমিলা ৩:৫৮১)

(৪৯৮৬) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ "يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هٰذِهِ". فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّٰى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

(৪৯৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ছাওবান (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্জের দিন) স্বীয় কুরবানীর পশু যবেহ করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, হে ছাওবান! ইহার গোশত ভালভাবে সংরক্ষণ কর। তারপর হইতে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমনের পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁহাকে উক্ত গোশত হইতে আপ্যায়ন করাইতে থাকি।

(৪৯৮৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(৪৯৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তাঁহারা ... মুআবিয়া বিন সালিহ (রহ.) হইতে এই সনদে উহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯৮৮) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ". قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

(৪৯৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই গোশত যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর। তিনি (ছাওবান রাযি.) বলেন, আমি উহা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করি। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছা পর্যন্ত এই গোশত আহার করিতে থাকেন।

(৪৯৮৯) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(৪৯৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন হামযা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে তিনি "বিদায় হজ্জের সময়" বাক্যটি বলেন নাই।

(৪৯৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".

(৪৯৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... হযরত বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন তোমরা যিয়ারত করিতে পার। আর আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা স্বীয় প্রয়োজন মুতাবিক সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পার। আর আমি তোমাদেরকে চামড়া নির্মিত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পাত্রে তৈরী নাবীয পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্র হইতেই পান করিতে পার। তবে যাহা নেশাগ্রস্ত করে উহা তোমরা পান করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَزُورُوهَا (এখন তোমরা কবর যিয়ারত করিতে পার)। এই সম্পর্কে বাংলা সহীহ মুসলিম শরীফের ১০ খণ্ডে কিতাবুল জানায়িযের ২১৪৮, ২১৪৯, ২১৫০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ (এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্র হইতেই পান করিতে পার)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে মদ্য তৈরীর পাত্রে যেমন দুব্বা (কদুর খোলাস), হানতাম (তৈলাক্ত মাটির তৈরী সবুজ

রঙের কলস), মুযাফ্‌ফাত (আলকাতরা জাতীয় পদার্থের প্রলেপ দেওয়া পাত্র) এবং নকীর (খেজুর গাছের কান্ডমূল হইতে তৈরী পাত্র) প্রভৃতি পাত্রে তৈরী নাবীয (খেজুর, যব, কিসমিস ভিজানো পানি) পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আর ইহা سدا للذريعة (সূত্র মূলোৎপাঠন, অজুহাত বন্ধ করা) উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে যখন মুসলমানের স্বভাব ও অন্তরে মদ্য ও শরাবের প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন নেশাজাতীয় পানীয় না হইলে এই সকল পাত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। -(বিস্তারিত বাংলা মুসলিম ২য় খন্ডে ২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাসিখ ও মানসূখ উভয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৫৮৩)

(৪৯৯১) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ ". فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

(৪৯৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছিলাম। অতঃপর রাবী আবূ সিনান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফারা ও আতীরা সম্পর্কে

(৪৯৯২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ". زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

(৪৯৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। 'ফারা' ও 'আতীরা' বলিতে কিছু নাই। তবে রাবী ইবন রাফি' (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফারা হইতেছে উষ্ট্রীর প্রথম বাচ্চা, যাহা মুশরিকরা যবেহ করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে العقيقة অধ্যায়ে باب الفرع এবং العتيرة অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৮৩)

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ('ফারা' ও 'আতীরা' বলিতে কিছু নাই)। الفرع শব্দটি ف এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অনুরূপ الفرعة শব্দটিও। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় العمدة গ্রন্থের ৯:৭১৬ পৃষ্ঠায় আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, (ক) উহা হইল উষ্ট্রীর প্রথম বাচ্চা, যাহাকে জাহেলী লোকেরা তাহাদের মূর্তিসমূহের নামে জবাই

করিত। (খ) الفرع হইতেছে ذبح (যবেহ) জাহিলী লোকদের কাহারও তাহার প্রত্যাশা পরিমাণ উটের সংখ্যা পৌছিলে উহা হইতে একটি যবেহ করিত। (গ) অনুরূপ তাহার উটের সংখ্যা একশতে পৌঁছিত তখন প্রতি বৎসর উহা হইতে একটি উট যবেহ করিত। তবে উহা হইতে সে নিজেও আহার করিত না এবং পরিবারবর্গকেও আহার করিতে দিত না। (ঘ) অধিকন্তু الفرع সেই ভোজকে বলে যাহা উটের বাচ্চা জন্মের পর তৈরী করা হয় যেমন সন্তান জন্মের পর প্রসূতির খাবার তৈরী করা হয়।

আর العتيرة শব্দটি فعيلة এর ওযনে العتر হইতে উদ্ভূত। আর العتر হইল الذبح (যবেহ)। উহা সেই জবাইকৃত পশু যাহা রজব মাসের প্রথম দশকে যবেহ করা হইত। তাহারা ইহাকে 'রজবিয়া'ও বলিত।

(উল্লেখ্য যে, 'ফারা' ও 'আতীরা'-এর কোন কোন পদ্ধতি ইসলামের সূচনায় বৈধ ছিল। যেমন আবূ দাউদ ও আসহাবে সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে)

জমহুরে উলামা বলেন, 'ফারা' ও 'আতীরা' এতদুভয় রহিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে শরীআত সম্মত নহে। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, এতদুভয় ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি রহিত হইয়াছে বটে, তবে জায়িয; বরং মুস্তাহাব। তাহার দলীল আবূ দাউদ শরীফে আমর বিন শু'আয়ব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন الفرع حق (ফারা হক-বৈধ)। আর আসহাবুস সুনান গ্রন্থে আবূ রামলা (রহ.)-এর সূত্রে মাখনাফ বিন মুহাম্মদ বিন সালীম (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كنا وقوفا مع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا ايها الناس! على كل اهل بيت فى كل عام اضحية وعتيرة- هل تدرون ما العتيرة؟ هى التى يسمونها الرجبية (আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আরাফার মায়দানে উকূফ করিতেছিলাম। এমন সময় আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। হে লোক সকল! প্রত্যেক ঘরবাসীর জন্য প্রতি বছর কুরবানী এবং আতীরা রহিয়াছে। তোমরা কি জান, আতীরা কী? ইহা হইতেছে সেই পশু যাহাকে তাহারা 'রজবিয়া' বলে)। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছকে হাসান বলিয়াছেন। কিন্তু খাত্তাবী (রহ.) ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন। নাসাঈ শরীফে হারিছ বিন আমর (রাযি.) হইতে নকল করেন, যাহাকে হাকিম সহীহ বলিয়াছেন : انه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع- فقال رجل يا رسول الله! العتائر والفرائع؟ قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع (তিনি বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আতীরা' এবং 'ফারা'-এর কি হুকুম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যে চায় সে আতীরা (যবেহ) করিবে আর যে না চায় সে যবেহ করিবে না। আর যে 'ফারা' করিতে চায় সে করিবে আর যে করিতে না চায় সে করিবে না)। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনুচ্ছেদের হাদীছকে ওয়াজিব না হওয়ার উপর প্রয়োগ করেন। জায়িয কিংবা মুস্তাহাব না হওয়ার উপরে নহে।

জমহুরে উলামা (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উপস্থাপিত হাদীছসমূহের জবাবে বলেন, অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ জায়িয কিংবা মুস্তাহাব বর্ণিত হাদীছসমূহের রহিতকারী। কেননা, কোন একটি কাজ পূর্বেকৃত হইলেই উহার উপর নিষেধ প্রয়োগ হইতে পারে। আর কোন বিশেষজ্ঞ এই অভিমতের প্রবক্তা নাই যে, এতদুভয় হইতে নিষেধ করিবার পর পুনরায় অনুমতি দিয়াছেন। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর এতদুভয় কাজ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেহ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত নাই। আর ইহাই রহিত হওয়ার দলীল। কেননা সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণজনক কাজে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিলেন। অনুরূপ তাবেঈনের কেহ এতদুভয়ের উপর আমল করেন নাই। শুধুমাত্র ইবন সীরীন (রহ.) হইতে যাহা বর্ণিত আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৮৪-৫৮৫)

মুসলিম ফর্মা -১৮-২৯/২

بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি কুরবানী দিবে, যুলহিজ্জা মাসের প্রথম তারিখ হইতে কুরবানী দেওয়া পর্যন্ত তাহার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ-এর বিবরণ

(৪৯৯৩) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا". قِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

(৪৯৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর আর-মক্কী (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যখন (যুল-হিজ্জা মাসের প্রথম) দশদিন আগত হয় আর তোমাদের কেহ কুরবানী করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন তাহার চুল ও ত্বক (নখ)-এর কোন বস্তু স্পর্শ না করে। কেহ রাবী সুফয়ান (রহ.)কে বলিল, কেহ কেহ তো এই হাদীছকে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেন না। তিনি (সুফয়ান রহ.) বলেন, কিন্তু আমি এই হাদীছকে মারফু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেই) বর্ণনা করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ (তখন সে যেন তাহার চুলের কোন বস্তু স্পর্শ না করে)। অর্থাৎ উহাকে মন্ডন কিংবা কর্তনের মাধ্যমে অপরসারণ না করে। সাঈদ বিন মুসায়্যাব, রাবীআ, আহমদ, ইসহাক এবং দাউদ (রহ.) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, কুরবানী দাতা কুরবানীর দিন কুরবানী দেওয়ার পূর্বে নিজ চুল ও নখ কাটা হারাম। শাফেয়ী মতাবলম্বী কর্তৃক বিশেষজ্ঞ অনুরূপ মত পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মত হইতেছে মাকরূহে তানযিহী হইবে, হারাম নহে। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। তাহার অপর এক অভিমতে হারামও নহে এবং মাকরূহও নহে; বরং মুবাহ। আর এই অভিমতকে অধিকাংশ আলিম ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সহিতও সম্বন্ধ করেন। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) চুল ও নখ কাটা হারাম বলেন না এবং মাকরূহও নহে। কিন্তু আমি ইহা হানাফীগণের কিতাবসমূহে পাই নাই।

জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণের দলীল সহীহ গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ : لقد كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة - فما يحرم عليه مما حل للرجل من اهله حتى يرفع الناس (আমি মালা তৈরী করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদী (কুরবানীর পশু)-এর গলায় পারাইয়া দিতাম। অতঃপর উক্ত হাদীকে কা'বা-এর দিকে প্রেরণ করিতেন। অথচ কোন ব্যক্তির নিজ স্ত্রীর সহিত যাহা হালাল ছিল উহার কিছুই তিনি হারাম করিতেন না। লোকেরা তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত)। কাযী ইয়ায (রহ.) তহাভী (রহ.) হইতে উল্লেখ করেন যে, এই হাদীছ দ্বারা দলীল দেওয়া জায়িয। কেননা, স্ত্রীসহবাসই যখন নিষেধ নাই তখন অন্যান্য কাজ নিষেধ না হওয়াই অধিকতর সমীচীন। কিন্তু নস বিরোধপূর্ণ হইলে এবং কোন একটি রহিত হওয়ার দলীল না থাকিলে নিষেধের উপর আমল করাই শ্রেয়। সুতরাং আলোচ্য হাদীছের উপর আমল করাই উত্তম এবং প্রাধান্য।

এই হুকুমের হিকমত বর্ণনায় উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, চুল-নখ কাটা নিষেধের হিকমত হইতেছে জাহান্নাম হইতে মুক্তির জন্য যেন কুরবানী দাতার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণাঙ্গভাবে বাকী থাকে। আর কেহ বলেন, মুহরিমগণের সাদৃশ্যতা অবলম্বন। শাফেয়ীগণের কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, ইহা

ভুল। কেননা স্ত্রী সহবাস, সুগন্ধি ও পোশাক পরিচ্ছেদ প্রভৃতি মুহরিম ব্যক্তি তরক করিয়া থাকেন উহা তরক না করিয়া সাদৃশ্যতা হইবে না। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, সাদৃশ্যতার জন্য সকল দিক দিয়া মিল হওয়া অত্যাবশ্যক নহে; বরং কতিপয় দিক দিয়া মিল হওয়াই যথেষ্ট। সম্ভবতঃ এইরূপ হইতে পারে যে, শরীআত প্রবর্তক কুরবানী দাতাদেরকে কতক বিষয়ে মুহরিমগণের সাদৃশ্যতা অবলম্বন মুস্তাহাব করিয়া দিয়াছেন। বান্দা অনুবাদক বলিতেছি ইহার হিকমত শরীআত প্রবক্তাই ভাল জানেন। কেননা মুহরিমগণের সাদৃশ্যতা অবলম্বন হইলে ইয়াউমুত তারবিয়া হইতে, যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশদিন হইতে নহে। কেননা যুলহিজ্জা মাসের প্রথম তারিখে সকল হাজীগণ মুহরিম অবস্থায় থাকেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৫৮৫-৫৮৬)

(৪৯৯৪) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا".

(৪৯৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) মারফু হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যখন (যুলহিজ্জার প্রথম) দশদিন উপস্থিত হয় আর কাহারও নিকট কুরবানীর পশু বিদ্যমান থাকে যাহা সে যবেহ করার নিয়্যত রাখে, তাহা হইলে সে যেন নিজ চুল না ছাঁটে এবং নখ না কাটে।

(৪৯৯৫) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ".

(৪৯৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা যুল-হিজ্জা মাসের নতুন চাঁদ দেখ আর তোমাদের কেহ কুরবানী করিবার ইচ্ছা রাখ, তাহা হইলে সে যেন তাহার চুল ও নখ কর্তন করা হইতে বিরত থাকে।

(৪৯৯৬) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(৪৯৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাকম হাশিমী (রহ.) তিনি উমর কিংবা আমর বিন মুসলিম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৪৯৯৭) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّيَ".

(৪৯৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বারী (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তির নিকট কুরবানীর পশু বিদ্যমান আছে সে যেন যুল-হিজ্জার নতুন চাঁদ দেখার পর হইতে যবেহ করা পর্যন্ত তাহার চুল ও নখ কর্তন না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ (যুল-হিজ্জার নতুন চাঁদ দেখার পর ...)। اهل শব্দটির همزه বর্ণে পেশ ও বর্ণে যের مجهول হিসাবে পঠিত। আরবী লোকেরা এই শব্দটি অনুরূপই ব্যবহার করেন। -(তাকমিলা ৩:৫৮৭)

(৪৯৯৮) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هٰذَا أَوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي هٰذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

(৪৯৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী আল হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... আমর বিন মুসলিম বিন আম্মার আল-লায়ছী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর ঈদের কয়েক দিন পূর্বে গোসলখানায় ছিলাম। কিছু লোক উহাতে চুন দ্বারা নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করিল। গোসল খানাবাসীর কেহ বলিল, সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রাযি.) ইহা অপছন্দ করেন কিংবা ইহা হইতে নিষেধ করেন। পরবর্তীতে আমি সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহার সামনে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করি। তখন তিনি (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, হে ভাতিজা! এই হাদীছখানা তো লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে এবং (ইহার উপর) আমল ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.), তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : অতঃপর রাবী মুআয (রহ.) সূত্রে মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.) হইতে উক্ত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ (কিছু লোক উহাতে চুন দ্বারা নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করিল)। اطلى শব্দটি ط বর্ণে তাশদীদসহ باب افتعال -এর সীগা (লিসানুল আরব ১৯:২৩৪) ইহা হইল, নাভির তলদেশের পশম অপসারণের জন্য চুন ব্যবহার করা। ইহা মূলতঃ তৈল জাতীয় কোন বস্তু প্রভৃতি শরীরে মাখিয়া দেওয়া। -(তাকমিলা ৩:৫৮৭)

(৪৯৯৯) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُنْدَعِيِّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ. وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

(৪৯৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া ও আহমদ বিন আবদির রহমান বিন আখী বিন ওয়াহাব (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযি.) তাহাকে জানান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ গায়রুল্লাহ-এর নামে যবেহ করা হারাম। এইরূপ কারীর প্রতি লা'নত-এর বিবরণ

(৫০০০) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِى بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ "لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ".

(৫০০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তাঁহারা ... আবূ তুফায়ল আমির বিন ওয়াসিলা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক লোক তাঁহার কাছে আগমন করিয়া বলিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে গোপনে কি বলিয়াছিলেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি ক্রোধিত হইলেন এবং বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার কাছে একান্তে কিছুই বলেন নাই। তবে তিনি আমাকে চারিটি কথা বলিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন (আগন্তুক) লোকটি বলিল, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! সেই চারিটি কথা কী? তিনি (রাবী) বলেন, তিনি বলিলেন, (১) যেই ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন, (২) যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন, (৩) আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি লা'নত করেন, যে বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং (৪) আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি লা'নত করেন, যে যমীনে সীমানা পরিবর্তন করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَىَّ شَيْئًا (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার কাছে একান্তে কিছুই বলেন নাই)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাফিযী ও শিয়াদের ধারণা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.) কিছু ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া একান্তে তাহাকে কিছু বলিয়াছেন তাহা বাতিল ও ভিত্তিহীন। সায়্যিদুনা হযরত আলী (রাযি.) যাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন ইহা হইতে শক্তিশালী দলীল আর কী হইতে পারে? -(তাকমিলা ৩:৫৮৮)

مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ (যেই ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করে)। হয়তো সে পিতা-মাতার কাহারও প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে সরাসরি লা'নত করে। কিংবা সে অপর কোন ব্যক্তির পিতা-মাতার কাহাকেও গালি দেয় তখন উক্ত ব্যক্তি প্রতিশোধে তাহার পিতা-মাতাকে গালি দেয়। -(তাকমিলা ৩:৫৮৮)

مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহ-এর নামে যবেহ করে)। যেমন মূর্তির নামে যবেহ করে কিংবা মূসা, ঈসা (আ:) এবং কা'বা-এর নামে যবেহ করে। ইহা প্রতিটিই হারাম। আর গায়রুল্লাহর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আহার করা হালাল নহে। চাই যবেহকারী মুসলমান, নাসারা কিংবা ইয়াহুদী হউক। -(তাকমিলা ৩:৫৮৮)

مَنْ آوَى مُحْدِثًا (যেই ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয়)। مُحْدِثًا অর্থাৎ مبتدعا (বিদআত আবিষ্কারকারী) -(তাকমিলা ৩:৫৮৯)

مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ (যে যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে)। مَنَارَ الأَرْضِ দ্বারা যমীনের চিহ্ন ও সীমানা মর্ম। কাযী ইয়ায (রহ.) ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, সীমানা স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তন করিয়া নিজের মালিকানায় নিয়া আসা। আর নিম্নোক্ত হাদীছের অর্থ ইহাই যে, من غصب شبرا من ارض طوقه من سبع ارضين (যেই ব্যক্তি যমীনের এক বিঘত জোর পূর্বক আত্মস্মাৎ করিবে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তাহার গলায় পেঁচাইয়া দেওয়া হইবে। -(তাকমিলা ৩:৫৮৯)

(৫০০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبِرْنَا بِشَىْءٍ أَسَرَّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا أَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ".

(৫০০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ তুফায়ল (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে গোপনে যাহা বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে আমাদেরকে কিছু অবহিত করুন। তখন তিনি বলিলেন, লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া এমন কোন কিছু তিনি আমাকে একান্তে বলেন নাই। তবে আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন। যেই ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন। যেই ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন এবং যেই ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন।

(৫০০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا قَالَ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا".

(৫০০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবূ তুফায়ল (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান্তে কিছু বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেন নাই এমন কোন বস্তু আমাকে বিশেষভাবে বলেন নাই। তবে আমার তরবারীর এই খাপটিতে যাহা আছে তাহা ব্যতীত। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি (খাপটির ভিতর হইতে) একটি সহীফা বাহির করিলেন। যাহাতে লিখা ছিল, যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন। যেই ব্যক্তি যমীনের চিহ্নসমূহ চুরি করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন। যেই ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার প্রতি লা'নত করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন। আর বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি লা'নত করেন।

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয় দ্রব্য

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ হারাম, যাহা আঙ্গুরের রস, কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস দ্বারা তৈরীকৃত এবং অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা তৈরী পানীয় যাহা নেশাগ্রস্ত করে-ইহার বিবরণ

(৫০০৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيعَهُ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ فَقَالَتْ أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لآبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ .

(৫০০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বদরের দিন আমি গনীমত হইতে একটি বয়স্কা উটনী পাইয়াছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আর একটি বয়স্কা উটনী দিয়াছিলেন। একদিন আমি এই দুইটি (উটনী) জনৈক আনসারী ব্যক্তির দরজার সামনে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশা ছিল যে, উক্ত দুইটি (উটনী-এর পিঠে বহন করিয়া ইয্খির ঘাস নিয়া আসিব এবং উহা বিক্রি করিয়া ফাতিমা (রাযি.)-এর ওলীমা করিব। আর আমার সহিত বনূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারও ছিল। হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) সেই বাড়ীতেই মদ্যপান করিতেছিল। আর তাহার সহিত একজন গায়িকা ছিল। সে (গানের এক পর্যায়ে) বলিল, “হে হামযা! তুমি মোটামোটা উট দুইটির কাছে যাইবে কি? তখন হামযা (রাযি.) তরবারী নিয়া দ্রুত (আমার) সেই (উটনী)

দুইটির কাছে ছুটিয়া গেল। তারপর (উটনী) দুইটিরই কুঁজ কাটিয়া ফেলিল এবং উভয়ের কোমরের দিকে ফাঁড়িয়া দিল। তারপর সে এই দুইটি কলিজা বাহির করিয়া নিল। (ইবন জুরাইজ (রহ.) বলেন) আমি ইবন শিহাব (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কুঁজ দুইটি কি করিলেন? তিনি বলিলেন, কুঁজ দুইটি কর্তন করিলেন অতঃপর নিয়া গেলেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, হযরত আলী (রাযি.) বলেন, (আমার উটনী দুইটির উপর) এই মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তখন তাঁহার কাছে যায়দ বিন হারিছা (রাযি.) ছিল। অতঃপর আমি তাঁহাকে সকল ঘটনা অবহিত করিলাম। তিনি যায়দ (রাযি.)কে সঙ্গে নিয়া রওয়ানা হইলেন। আমিও তাঁহার সহিত চলিলাম। অতঃপর হামযা (রাযি.)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহাকে কিছু কড়া কথা বলিলেন। তখন হামযা (রাযি.) স্বীয় চোখ উপরের দিকে উঠাইয়া বলিলেন, তোমরা তো আমার পিতৃকুলের গোলাম ছাড়া আর কিছু নহে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাকে নেশাগ্রস্ত দেখিয়া এবং তাহার অনিষ্ঠের সম্ভাবনায়) পিছন দিকে হাটিয়া চলিয়া আসিলেন। অবশেষে তিনি তাহাদের কাছ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (আলী বিন আবূ তালিব (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ্ বুখারী শরীফে 'জিহাদ অধ্যায়ে' فرض الخمس অনুচ্ছেদে আছে। তাহা ছাড়া اللباس এবং المغازى،المساقات،البيوع অধ্যায় রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৯০)

أَصَبْتُ شَارِفًا (একটি বয়স্কা উটনী পাইয়াছিলাম)। الشارف হইতেছে المسن من النوق (বয়স্কা উটনী, প্রাপ্ত বয়স্কা উষ্ট্রী)। অধিকাংশের মতে الشارف শব্দটি পুংলিঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। তবে ইবরাহীম আল-হারাবী (রহ.)-এর সূত্রে আল-আসমায়ী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। ইহা পুংলিঙ্গে ব্যবহার করাও জায়িয আছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, فاعل এর বহুবচন فُعُل (প্রথম দুই বর্ণে পেশ দ্বারা পঠন)-এর ওযনে ব্যবহার অল্প। -(ফতহুল বারী ৬:১৯৯)

وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا (আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত দুইটি (উটনী)-এর পিঠে বহন করিয়া ইযখির ঘাস নিয়া আসিব)। إِذْخِر শব্দটির همزه এবং خ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে মর্ম حشيش معروف (প্রসিদ্ধ শুকনা ঘাস, (যাহা কবর ও ঘর ছাওনী এবং স্বর্ণকারের কাজে লাগে)। আগত রিওয়ায়তে আরও সুস্পষ্টভাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে: فلما اردت ان ابتنى بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صوانما من بنى قينقاع يرتحل معى خنأتى بإذخر أردت ان أبيعه من الصواغين فأستعين به فى وليمة عرسى (অতঃপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত বাসর ঘর উদযাপনের ইচ্ছা করিলাম, তখন বনূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার ও আমি পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হইলাম। সে আমার সহিত যাইবে আর আমরা (উভয়ে) ইয্খির (ঘাস) নিয়া আসিব। আমি আরও ইচ্ছা করিলাম যে, এইগুলি স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রয় করিয়া উহা হইতে অর্জিত অর্থ আমার বিবাহের ওলীমায় সহায়তা নিবে)।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থ উপার্জনের লক্ষে ঘাস সংগ্রহ করা এবং তাহা বিক্রি করা জায়িয। ইহা বদান্যতার কোন ক্ষতি করিবে না। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণকারদের কাছে জ্বালানি বিক্রয় করা এবং তাহাদের সহিত লেনদেন করা জায়িয। -(তাকমিলা ৩:৫৯১)

مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (বনূ কায়নুকা গোত্রের)। قَيْنُقَاعَ শব্দটির ن বর্ণে পেশ, যের ও যবর দ্বারা পঠিত। তবে পেশ দ্বারা পঠনই অধিক প্রসিদ্ধ। তাহারা হইল ইয়াহুদীদের একটি গোত্র যাহারা মদীনায় বসবাস করিত। قينقاع শব্দটি দ্বারা الحى (অঞ্চল, এলাকা) মর্ম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হইলে منصرف এবং القبيلة (গোত্র) কিংবা الطائفة

(দল) মর্ম নেওয়া উদ্দেশ্য হইলে غير منصرف হিসাবে পড়া জায়িয। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাজ-কর্ম ও আয় উপার্জনে ইয়াহুদীদের সহায়তা চাওয়া জায়িয। -(শরহে নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৫৯১)

وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ (আর হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) সেই বাড়ীতেই মদ্যপান করিতেছিল)। يَشْرَبُ অর্থাৎ يشرب الخمر (মদ্য পান করিতেছিল)। এই ঘটনা মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বেকার। -(ঐ)

مَعَهُ قَيْنَةٌ (তাহার সহিত একজন গায়িকা ছিল)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, القينة হইতেছে الجارية المغنية (সঙ্গীত পরিবেশনকারী মেয়ে, গায়িকা) সম্ভবতঃ ইহা সঙ্গীত নিষেধ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। -(ঐ)

فَقَالَتْ (তখন সে বলিল) অর্থাৎ সে যেই সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছিল ইহা মাঝখানে সংক্ষেপে বলিল। (ঐ)

أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (হে হামযা! তুমি মোটাতাজা উটনী দুইটির কাছে যাইবে কি?) ইহাই সেই কবিতা-সমূহের প্রথমটির শ্লোকার্ধ যাহা গায়িকাটি পরিবেশন করিতেছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ৬:২০০ পৃষ্ঠায় معجم الشعراء للمرزباني হইতে নকল করিয়াছেন যে, এই কবিতাগুলি আবদুল্লাহ বিন সায়িব বিন আবূ সায়িব আল-মাখযূমীর ছিল। পিতামহ আবূ সায়িব আল-মাখযুমী-ই গায়িকাটিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিল যে, কবিতাগুলি পরিবেশনের মাধ্যমে হযরত হামযা (রাযি.)কে আলী (রাযি.) উটনী দুইটি নহর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন যাহাতে তাহারা উহার গোশত আহার করিতে পারে। কবিতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

الا يا حمز! للشرف النواء * وهن معقلات بالفناء

ضع السكين فى اللباث منها * وضترجهن حمزة بالدماء

وعجل من اطايبها لشرب * قديرا من طبيخ او شواء

(যাও হে হামযা! মোটাসোটা উটনীদ্বয়ের কাছে। যাহারা বাড়ীর আঙ্গিনায় রহিয়াছে বন্ধনে, উহাদের গলায় ছুরি চালাইয়া, শোয়াইয়া দাও রক্তে রঞ্জিত করিয়া। বানাও উহার গোশত দ্বারা উত্তম খাবার, ডেগে রান্না কিংবা ভূনা করিয়া)।

উপর্যুক্ত কবিতার প্রথম শ্লোকার্ধে ! يا حمز যাকে منادى (সম্বোধিত)-এর জন্য ترجيم (সংক্ষেপণ, শব্দের শেষে লোপ) করা হইয়াছে। ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তবে পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয। আর للشرف শব্দটি অধিকাংশের মতে ش এবং ف বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে شارف এর বহুবচন। আর النواء শব্দটির ن বর্ণে যের এবং মদ্দসহ পঠনে ناوية এর বহুবচন। আর الناوية হইতেছে السمينة (মোটাসোটা, বেশী গোশত বিশিষ্ট)। সুতরাং الشرف النواء এর অর্থ النوق السمنية (মোটাসোটা উটনী, হৃষ্টপুষ্ট উটনী)। আর ل বর্ণটি محذوف (বিয়োজিত)-এর সহিত সম্পর্কশীল। উহ্য বাক্য হইবেঃ انك يا حمزة كاف لهذه النوق السمينة او انا نشير همتك من اجل هذه النوق (হে হামযা! নিশ্চয় তোমার জন্য এই হৃষ্টপুষ্ট উটনীই যথেষ্ট কিংবা নিশ্চয়ই আমরা ইশারা করিতেছি এই উটনীর ব্যাপারে তোমার সক্ষমতা কতখানি)।

সার্বিকভাবে উপর্যুক্ত কবিতাগুলিতে বাড়ীর আঙ্গিনায় বাঁধা দুইটি উটনীদ্বয়কে নহর (জবাই) করার জন্য হযরত হামযা (রাযি.)কে উদ্বুদ্ধ করণই উদ্দেশ্য। আর উক্ত দুইটি উটনী হযরত আলী (রাযি.)-এর ছিল। -(তাকমিলা ৩:৫৯২)

فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا (ধারালো দিক দিয়া (উটনী) দুইটির কুঁজ কাটিয়া ফেলিলেন)। الجب হইল الاستئصال فى القطع (তলোয়ারের ধারালো দিক দিয়া কর্তন করা)। الاسنمة শব্দটি السنام এর বহুবচন। ইহা হইতেছে উটের পিঠের উপরি অংশ, কুঁজ)। -(তাকমিলা ৩:৫৯২)

بَقَـرَخَوَاصِـرَهُمَا (উভয়ের কোমরের দিক ফাঁড়িয়া দিল)। البقـر অর্থ الشق (ফাটল, ফাঁড়া, বিদারণ, খণ্ড) আর الخواصر শব্দটি الخاصرة (কোমর, মাজা)-এর বহুবচন। -(তাকমিলা ৩:৫৯২)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হযরত সাইয়্যেদুশ শুহাদা আমীর হামযা (রাযি.) যেই কাজ করিয়াছেন তথা মদ্যপান করা, উটনীদ্বয়ের কুঁজ কাটিয়া ফেলা, উভয়ের কোমরের দিক ফাঁড়িয়া দেওয়া এবং উহার গোশত আহার করা। উহার কোন একটিতেও তাহার গুনাহ হয় নাই। কেননা, তখন পর্যন্ত মদ্যপান করা হারাম অবতীর্ণ হয় নাই; বরং মুবাহ ছিল। আর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় مكلف بالشرع (শরীআতের আদিষ্ট) থাকে না। যেমন কেহ প্রয়োজনে ঔষধ সেবনের কারণে আকল চলিয়া গেল। সিরকা মনে করিয়া মদ্য পান করিয়া ফেলিল কিংবা বলপ্রয়োগে কাহাকেও মদ্য পান করাইয়া দিল। আর এই নেশাগ্রস্তে গুনাহের কোন কাজ করিয়া ফেলিল তবে তাহার গুনাহ হইবে না। কিন্তু কাহারও সম্পদ নষ্ট করিলে উহার জরিমানা অত্যাবশ্যক হইবে। সম্ভবত আমীর হামযা (রাযি.) উটনী দুইটির ক্ষতিপূরণ হযরত আলী (রাযি.)কে পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন কিংবা হযরত আলী ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। আর উমর বিন শায়বাহ (রাযি.)-এর কিতাবে আছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রাযি.)-এর পক্ষে উক্ত দুইটি উটনীর জরিমানা আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। আর এই বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, উন্মাদ ও পাগল ব্যক্তি কাহারও সম্পদ নষ্ট করিলে জরিমানা অত্যাবশ্যক হইবে। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থে ভুলে হত্যাকারীর উপর দিয়্যাত এবং কাফ্ফারা ওয়াজিব করিয়াছেন।

আর হযরত হামযা (রাযি.) উটনীদ্বয়ের কুঁজ এবং কলিজা কাটিয়া নিয়াগিয়াছেন উহার পূর্বে যদি নহর (জবাই) করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আহার করা হালাল আর যদি নহরের পূর্বে কাটিয়া নিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আহার করা হারাম। কিন্তু উহা আহার করার দ্বারা হামযা (রাযি.) গুনাহগার হন নাই। কেননা, তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন আর এই অবস্থায় শরীআতের আদিষ্ট ছিলেন না। -(নওয়াভী ২:১৬১ সংক্ষিপ্ত)

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ (আমি ইবন শিহাব (রহ.)কে বলিলাম, তিনি কুঁজ দুইটি কি করিলেন?) অর্থাৎ আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কুঁজ দুইটি নিয়া গিয়াছিলেন যেমন কলিজাগুলি নিয়া গিয়াছিলেন? -(তাকমিলা ৩:৫৯২)

هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي (তোমরা তো আমার পিতৃকুলের গোলাম বৈ কিছু নহে)। অন্য রিওয়ায়তে আছে لأبى (আমার পিতার) আর هل (কি) نافية (নিষেধমূলক) কিংবা لاستفهام الانكار (অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসার জন্য) ব্যবহৃত। কেহ বলেন, হযরত হামযা (রাযি.) ইহা দ্বারা তাঁহার পিতা আবদুল মুত্তালিব মর্ম নিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-এর দাদাও। আর الجد (দাদা)কে سيد (মুনিব, নেতা, কর্তা, প্রভু) বলিয়া ডাকা হয়। এই বাক্যের সার সংক্ষেপ হইতেছে যে, হযরত হামযা (রাযি.) ইহা দ্বারা তাঁহাদের উপর গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জনাব আবদুল মুত্তালিবের অধিক নিকটবর্তী। আর তিনি তখন নেশাগ্রস্ত থাকার কারণে অনুরূপ বলিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৫৯২-৫৯৩)

يُقَهْقِرُ (তিনি পিছন দিকে হাটিয়া সরিয়া আসিলেন)। অর্থাৎ يمشى القهقرى (পশ্চাৎগামী চলা, তাহা হইল মুখ না ফিরাইয়া পিছনের দিকে হাটিয়া আসা)। আর হামযা (রাযি.) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোন ক্ষতি পৌঁছানোর আশংকায় তিনি পিছন দিকে হাটিয়া তাহার কাছ হইতে সরিয়া আসিয়াছিলেন। হয়তো তাহার কথা হইতে কর্মের দিকে মন্দ আচরণ প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। তাহার হইতে কোন মন্দ আচরণ প্রত্যক্ষ করিলে যাহাতে প্রতিরোধ করিতে পারেন। -(ফতহুল বারী)-(তাকমিলা ৩:৫৯৩)

(৫০০৪) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫০০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৫০০৫) وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِى شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِى مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِى شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِى قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِىَ فَنَأْتِى بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِى وَلِيمَةِ عُرْسِى فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَىَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَاىَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِى هٰذَا الْبَيْتِ فِى شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَتْ فِى غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِىٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى وَجْهِىَ الَّذِى لَقِيتُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "مَا لَكَ" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِى بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِى وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَابَ الَّذِى فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأَبِى فَعَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

(৫০০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আলী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, বদরের জিহাদের দিন আমার জন্য গনীমত হইতে আমার ভাগে একটি বয়স্কা উষ্ট্রী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দিন এক পঞ্চমাংশ হইতে আমাকে আর একটি বয়স্কা উষ্ট্রী প্রদান করিলেন। আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সহিত বাসর ঘর উদযাপন করার ইচ্ছা করিলাম, তখন বনূ কায়নুকার জনৈক স্বর্ণকার ও আমি পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হইলাম। সে আমার সহিত যাইবে আর আমরা উভয়ে ইযখির ঘাস নিয়া আসিব। আমি ইচ্ছা করিলাম এইগুলি স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রয় করিয়া উহার অর্জিত অর্থ আমার বিবাহের ওলীমায় সহায়তা নিব। তখন আমি উটনীদ্বয়ের জন্য জিন, থলে এবং রশি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলাম। আর আমার উটনী দুইটি জনৈক আনসারী লোকের ঘরের আঙ্গিনায় বসানো ছিল। আমি যাহা জমায়েত করার তাহা জমায়েত করিলাম। এমতাবস্থায় আকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম যে, (আমার) সেই (উটনী) দুইটি কুঁজ কর্তন করিয়া ফেলা হইয়াছে, কোমরের দিকে ফাঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এতদুভয়ের কলিজা বাহির করিয়া নেওয়া

হইয়াছে। আমি আমার দুই চোখে এই মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম, কে এই কাজ করিল? লোকেরা বলিল, হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযি.) তিনি এই বাড়ীতে আনসারগণের একদল মদ্যপায়ীর সহিত আছে। তাহাকে এবং তাহার সাথীগণকে একটি গায়িকা সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছে, সে তাহার কবিতায় বলিল "হে হামযা! হৃষ্টপুষ্ট উটনী দুইটি কাছে যাইবে কি? তখন হামযা তলোয়ার নিয়া দন্ডায়মান হইল, উটনী দুইটির কুঁজ কর্তন করিয়া ফেলিল, কোমরের দিকে ফাঁড়িয়া দিল এবং কলিজা বাহির করিয়া নিয়া গেল। আলী (রাযি.) বলেন, অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গেলাম আর তখন তাহার কাছে ছিল যায়দ বিন হারিছা (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেহারার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াই আমার সাক্ষাতের কারণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার কসম! আজকের মত দৃশ্য আর কখনও আমি প্রত্যক্ষ করি নাই। হামযা আমার উটনী দুইটির উপর চড়াও হইয়া উভয়টির কুঁজ কাটিয়া ফেলিয়াছে, কোমরের দিকে ফাঁড়িয়া দিয়াছে। এখন সে ঐ বাড়ীতে আছে আর তাহার সহিত আছে মদ্যপায়ীর একদল। তিনি (আলী রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাদর নিয়া আসিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি উহা পরিধান করিয়া পদব্রজে চলিলেন। আমি ও যায়দ বিন হারিছা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। অবশেষে তিনি হামযা (রাযি.) যেই ঘরে ছিলেন সেই ঘরের দরজায় গিয়া অনুমতি চাহিলেন। তাহারা তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই মদ্যপায়ীর দলকে দেখিতে পাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা (রাযি.)-এর কৃতকর্মের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন। হঠাৎ হামযা (রাযি.)-এর চোখ দুইটি লাল হইয়া গেল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে, তারপর সে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল তাঁহার মুবারক হাঁটুর দিকে, অতঃপর আরও উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল তাঁহার মুবারক নাভীর দিকে, তারপর তাঁহার মুবারক চেহারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অতঃপর হামযা (রাযি.) বলিলেন, তোমরা তো আমার পিতার গোলাম বৈ কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুঝিতে পারিলেন সে নেশাগ্রস্থ, তখন তিনি (মুখ না ফিরাইয়া) পশ্চাৎ দিকে হাঁটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আর আমরা তাঁহার সহিত বাহির হইয়া আসিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ (জিন ও থলে)। আল্লামা আইনী (রহ.) স্বীয় উমদা গ্রন্থের ৭:১২০ পৃষ্ঠায় লিখেন, الاقتاب শব্দটি قتب (জিন)-এর বহুবচন। আর الغرائر হইল ঘাস প্রভৃতির পাত্র। ইহা غرارة (থলে, ঝুলি, ব্যাগ, বস্তা)-এর বহুবচন। -(তাকমিলা ৩:৫৯৪)

وَشَارِفَاىَ مُنَاخَانِ (আর আমার দুইটি উটনী বসানো ছিল)। অন্য রিওয়ায়তে مناختان রহিয়াছে। উভয় রিওয়ায়ত সহীহ। কেননা শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও অর্থ স্ত্রীলিঙ্গ। -(তাকমিলা ৩:৫৯৪)

فِى شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ (আনসারীদের একদল মদ্যপায়ীর মধ্যে আছে)। الشرب শব্দটির ش বর্ণে যবর ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে شارب (সুরাপায়ী) এর বহুবচন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে جماعة للشاربين (মদ্যপায়ীদের একদল)। -(তাকমিলা ৩:৫৯৫)

أَنَّهُ ثَمِلٌ (সে নেশাগ্রস্ত)। ثَمِلٌ শব্দটির ث বর্ণে যবর م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে سكران (নেশাগ্রস্ত) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৫৯৬)

(৫০০৬) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫০০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহযায (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৫০০৭) حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا. فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فُلَانٌ قُتِلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}

(৫০০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রাবী' সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, মদ হারাম হইবার দিন আমি আবূ তালহা (রাযি.)-এর বাড়ীতে লোকদের মদ্যপান করাইতেছিলাম। তাহারা শুকনা এবং কাঁচা খেজুরের মদ্যপান করিত। হঠাৎ এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে শ্রবণ করিলাম। তিনি (আবূ তালহা রাযি.) আমাকে বলিলেন, তুমি বাহির হইয়া দেখ। আমি বাহির হইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিতেছে, জানিয়া রাখ! মদ হারাম করা হইয়াছে। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর মদীনার অলিগলিতে মদের ঢল প্রবাহিত হইতে থাকে। আবূ তালহা (রাযি.) আমাকে বলিলেন, বাহির হও এবং এই (অবশিষ্ট মদ)গুলি ঢালিয়া দিয়া আস। তখন আমি সেইগুলি ঢালিয়া দেই। তাহারা (ইয়াহুদীরা) কিংবা তাহাদের কতিপয় বলিতে থাকিল, অমুকের সর্বনাশ! অমুকের সর্বনাশ! তাহাদের পেটে মদ্য আছে। তিনি (রাবী) বলেন, আমি জানিনা যে, হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে নুযূলে আয়াতের কথাটি অন্তর্ভুক্ত কি না? তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ "যাহারা ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তাহাদের ঐ (শরাব জাতীয়) বস্তুসমূহে কোন গুনাহ নাই যাহা তাহারা পূর্বে পানাহার করিয়াছে যখন তাহারা (ভবিষ্যতে পাপ হইতে) বাঁচিয়া থাকে এবং ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে।" -(সূরা মায়িদা ৯৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের المظالم অধ্যায়ে صب الخمر فى الطريق অনুচ্ছেদে আছে। -(তাকমিলা ৩:৫৯৬)

كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ (আমি লোকদের মধ্যে মদ্য পরিবেশন করিতেছিলাম)। আগত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা সারসংক্ষেপ নির্ণয় হয় যে, লোকদের মধ্যে আবূ আইয়্যুব, আবূ তালহা, আবূ উবায়দা, মুআয বিন জাবাল, আবূ দাজানা, সুহায়ল বিন বায়দা ও উবাই বিন কা'ব (রাযি.) ছিলেন। তাহাদেরকে আনসারীদের একদল লোকের সহিত মদ পরিবেশন করিতেছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৯৭)

وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ (আর তাহারা শুকনা এবং কাঁচা খেজুরের মদ্যপান করিত)। الْفَضِيخُ শব্দটি অভিধানে باب منع শরাব الفضخ হইতে নিঃসৃত। উহা হইল الكسر (চূর্ণ করা, ভাঙ্গা) -(কামূস)। আর الفضح হইল شراب التمر (খেজুরের শরাব)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইবরাহীম আল হারবী (রহ.) বলেন, الفضيخ ان يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى (الفضيخ হইতেছে কাঁচা খেজুর ভাঙ্গিয়া পানির মধ্যে তীব্র ঝাঁজ সৃষ্টি হওয়ার সময় পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখা)। -(তাকমিলা ৩:৫৯৭)

فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي (হঠাৎ এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে শ্রবণ করিলাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। তবে কতক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে ان رجلا من المسلمين دخل عليهم فاخبرهم بتحريم الخمر (মুসলমানদের জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদের কাছে প্রবেশ করিল। অতঃপর তাহাদেরকে মদ্য হারাম

হওয়ার বিষয়টি অবহিত করিল)। এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে করা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে কোন এক ঘোষক কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। আর এই ঘোষণা মুসলমানদের কেহ শ্রবণ করিয়া তাহাদের কাছে প্রবেশ করিয়া তাহাদেরকে জানাইলেন। -(তাকমিলা ৩:৫৯৮)

فَقَالَ اخْرُجْ فَانْظُرْ (তখন তিনি বলিলেন, তুমি বাহির হইয়া দেখ)। অর্থাৎ আবূ তালহা (রাযি.) আমাকে বলিলেন। ইহা সুস্পষ্টভাবে আগত সাঈদ (রহ.) সূত্রে কাতাদা (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে। -(ঐ)

فَاهْرِقْهَا (এইগুলি ঢালিয়া (ফেলিয়া) দিয়া আস)। فَاهْرِقْهَا শব্দটি মূলতঃ ارقها ছিল খেলাফে কিয়াস ه কে অতিরিক্ত সংযোজন করা হইয়াছে। অনুরূপ فهرقتها (তখন আমি সেইগুলি ঢালিয়া দেই) শব্দে همزه কে ف দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৫৯৮)

فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ (তাহারা কিংবা তাহাদের কতিপয় লোক বলিল)। আল্লামা বায্যার (রহ.) হযরত জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীছে রিওয়ায়ত করেন ان الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود (যাহারা এই কথা বলিয়াছিল তাহারা ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক)। -(ফতহুল বারী ৯:২৭৯)। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, এই কথাটির যাহারা সূচনা করিয়াছিল তাহারা ইয়াহুদী ছিল। পরে তাহাদের অনুকরণে কতিপয় মুসলমানও বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল। যেমন সামনে আসিতেছে। -(তাকমিলা ৩:৫৯৮)

قُتِلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ (অমুকের সর্বনাশ! তাহাদের পেটে মদ্য রহিয়াছে)। অর্থাৎ তাহারা মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে পান করিয়াছিল। এখন পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে ইহা নাপাক। আর এই নাপাক তো তাহাদের পেটে থাকিয়াই যাইবে। তাহা হইলে কি ইহার জন্য তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে? (ইহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ৯৩নং আয়াত (বঙ্গানুবাদ) "যাহারা ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে তাহাদের ঐ (শরাব জাতীয়) বস্তুসমূহে কোন গুনাহ নাই যাহা তাহারা পূর্বে পানাহার করিয়াছে যখন তাহারা (ভবিষ্যতে পাপ হইতে) বাঁচিয়া থাকে এবং ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে"– অবতীর্ণ করেন। -(তাকমিলা ৩:৫৯৯)

فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ (আমি জানিনা যে, হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে নুযূলে আয়াতের কথাটি অন্তর্ভুক্ত কি না?) অর্থাৎ রাবীর সন্দেহ হইয়াছে যে, আনাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ وهي في بطونهم বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে না কি ইহার পরবর্তী নুযূলে আয়াতের বিবরণ এই হাদীছের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (ঐ)

فِيمَا طَعِمُوا (তাহারা পূর্বে যাহা পানাহার করিয়াছে)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, (এই স্থানে) طعموا (তাহারা আহার করিয়াছে) শব্দের অর্থ شربوا (তাহারা পান করিয়াছে)। মূলত শব্দটি المطعوم (স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত المشروب (যাহা পান করা হইয়াছে)-এর ক্ষেত্রে নহে। কিন্তু এই শব্দটিকে المشروب -এর ক্ষেত্রে ব্যবহারের বৈধতা দেওয়া হইয়াছে। -(শরহুল উবাই)-(তাকমিলা ৩:৫৯৯)

পানীয় দ্রব্যের আহকামের মধ্যে ফকীহগণের মতানৈক্য ঃ

خمر (মদ্য) হারাম হওয়ার উপর ফকীহগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহার বিস্তারিত আহকাম সম্পর্কে তাহাদের মতানৈক্য রহিয়াছে। আর ইহাতে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

১. প্রথম অভিমত আয়িম্মায়ে ছালাছা তথা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ, হানাফীগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান এবং জমহুরের উলামার মতে নেশার উদ্রেককারী যাবতীয় পানীয়ের নাম خمر (মদ্য)। ইহা অল্প হউক কিংবা বেশী সবই হারাম। পানকারীর উপর হদ্দ (শরয়ী শাস্তি) ওয়াজিব হইবে। চাই উহা পানের দ্বারা নেশাগ্রস্ত হউক কিংবা উক্ত স্তরের কম হউক। ইহার সকল কিছু নাজাসাত, উহা বিক্রি করা জায়িয নাই।

২. দ্বিতীয় অভিমত রবীআ', দাউদ (রহ.)-এর। তাহাদের মতে সকল প্রকার শরাব হারাম। তবে উহা নাজাসাত নহে। -(এই দুই অভিমতের বিস্তারিত শরহুল মুহায্যাব লি নওয়াভী ২:৫৬৯-৫৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৩. তৃতীয় অভিমত ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, ইবরাহীম নাখয়ী ও কতিপয় আহলে বাসরার ফকীহগণের। তাঁহাদের মতে اشربة (পানীয় দ্রব্যসমূহ) তিন প্রকার ঃ

প্রথম প্রকার ঃ خمر (মদ্য) النيئ من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد (لايشترط ابو يوسف قذف بالزبد) وهو الخمر حقيقة (আঙ্গুরের কাঁচা রস যখন টগবগ করে এবং তীব্র ঝাঁজ সৃষ্টি হয় এবং মাখন উৎক্ষেপণ হয় (ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) মাখন উৎক্ষেপণ-এর শর্ত করেন না) ইহাই প্রকৃত মদ্য। আর ইহা خمر (মদ্য) হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। ইহা কম হউক বা বেশী, পান করা হারাম। ইহা পানকারীর উপর শর্তবিহীন হদ্দ তথা শরয়ী শাস্তি ওয়াজিব হইবে। চাই সে উহা হইতে এক ফোঁটা পান করুক। ইহা نجس العين (মূল নাপাক)। উহা বেচা-কেনা করা জায়িয নাই।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ তিন ধরণের হারাম পানীয় ঃ

(ক) الطلاء ঃ আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর দুই তৃতীয়াংশ শুকাইয়া যাওয়া শিরা।

(খ) نقيع التمر খেজুরের কাঁচা রস, যাহাকে السكر (নেশা, মাদকদ্রব্য, মদ) বলা হয়।

(গ) نقيع الزبيب ঃ ঐ পানি যাহাতে কয়েক দিন কিসমিস ভিজাইয়া রাখিবার কারণে তীব্রতা ও ঝাঁজ সৃষ্টি হয়।

এই তিন ধরণের নেশাজাতীয় পানীয়ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সহীহ মতে خمر (মদ্য)-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি হারাম ও নাপাক, এইগুলি সামান্য হউক কিংবা বেশী পান করা হারাম। কিন্তু এই তিন ধরণের নেশাজাতীয় দ্রব্য প্রথম প্রকার অকাট্য মদ-এর মত خمر قطعى (অকাট্য মদ) নহে; বরং خمر ظنى (অনুমান ভিত্তিক) মদ। কেননা এইগুলি মদ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর সন্দেহ থাকার কারণেই এই তিন ধরণের নেশা জাতীয় পানীয় শুধু পান করিলেই হদ্দ তথা শরয়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। হ্যাঁ, এইগুলি পান করিয়া কেহ নেশাগ্রস্ত হইলেই কেবল হদ্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সারসংক্ষেপ ঃ প্রথম প্রকার প্রকৃত মদ। আর দ্বিতীয় প্রকারের তিন ধরণের নেশাজাতীয় পানীয়ও মদের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি নাজাসাত, পান করা হারাম, কম হউক বা বেশী। শুধুমাত্র দ্বিতীয় প্রকারের নেশা জাতীয় দ্রব্যে خمر (মদ্য) হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কারণে পানকারী নেশাগ্রস্ত না হইলে হদ্দ ওয়াজিব হইবে না। (কেননা সন্দেহের কারণে হদ্দ রহিত হইয়া যায়)। ইমাম আবূ হানীফার মতে দ্বিতীয় প্রকারের তিন ধরণের নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করা জায়িয এবং সাহেবায়নের মতে জায়িয নাই।

তৃতীয় প্রকার ঃ উপর্যুক্ত চারি প্রকার (তথা প্রথম প্রকার ও দ্বিতীয় প্রকারের তিন ধরণের নেশাজাতীয় দ্রব্য) ব্যতীত অন্যান্য নেশা জাতীয় পানীয় যেমন نبيذ تمر (খেজুর ভিজানো পানি), সামান্য জ্বাল দেওয়া কিসমিসের রস কিংবা আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর একতৃতীয়াংশ শুকাইয়া যাওয়া রস। অনুরূপ العسل (মধু) التين (ডুমুর), الحنطة (গম), الشعير (যব) এবং অন্যান্য শস্যদানা দ্বারা তৈরী نبيذ (মাদক জাতীয় পানীয়)। এই প্রকারের পানীয় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর মতে সামান্য পান করা হারাম নহে যাহা দ্বারা নেশাগ্রস্ত না হয়। আর ইহাও নেশাগ্রস্ত হওয়ার পরিমাণ পান করা হারাম। (নেশা জাতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ও এলকহলের বিধান ৩৯২৩নং হাদীছ (বাংলা ব্যাখ্যা ১৫তম খণ্ড)-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

দলীলসমূহ ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দলীল পেশ করেন যে, خمر (মদ) শব্দটি পরিভাষায় মূলতঃ আঙ্গুরের কাঁচা রসের উপরই প্রয়োগ হয়। আল্লামা ইবন মনসূন (রহ.) 'লিসান' গ্রন্থের ৫:৩৩৯ পৃষ্ঠায় ইবন সায়্যিদা (রহ.) হইতে নকল করেন। তিনি সেই ব্যক্তির উক্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন, যিনি বলেন, خمر (মদ) কখনও শস্যদানা হইতে তৈরী হয়। আর তিনি এই কথা বলিয়া খন্ডন করিয়াছেন যে, واظنه تسمحا منه (আমার ধারণা যে, তিনি এই ব্যাপারে সহনশীলতা দেখাইয়াছেন)। কেননা حقيقة الخمر (প্রকৃত মদ) কেবলমাত্র আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী, অন্যান্য বস্তু দ্বারা নহে। আল্লামা ইবন সায়্যিদা (রহ.) স্বয়ং নিজেই المخصّص গ্রন্থের ১১:৭২ পৃষ্ঠায় এই শব্দে خمر (মদ)-এর সংজ্ঞা দিয়াছেন : الخمر: ما اسكر من عصير العنب والجمع خمور (মদ হইল যাহা আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী নেশাযুক্ত করে। ইহার বহুবচন خمور)। ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, الخمر কে خمر নামকরণের কারণ হইতেছে ইহা এমন অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয় যে, উহার গন্ধ বিকৃত হইয়া যায়। আর কেহ বলেন, এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে উহা জ্ঞান-বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। আল্লামা জাওহারী (রহ.) 'সিহাহ' গ্রন্থের ২:৬৪৯ পৃষ্ঠায় ইহা নকল করিয়াছেন। আর আল্লামা আবদুর রাজ্জাক (রহ.) নিজ 'মুসান্নিফ' গ্রন্থের ৯:২৩৪ পৃষ্ঠায় ইবন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেনঃ তিনি বলেন,

قال النبى صلى الله عليه وسلم الخمر من العنب، والسكر من التمر، والمزر من الذرة، والغبيراء من الحنطة، والبتع من العسل، كل مسكر حرام.

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আঙ্গুরের কাঁচা রস হইতে মদ, খেজুর হইতে নেশাযুক্ত জুস, ভুট্টা হইতে বিয়ার, গম হইতে গবীরা (এক প্রকার মাদক পানীয়) এবং মধু হইতে বিত্‌উ (নেশাযুক্ত শরবত)। প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয় হারাম)। এই হাদীছে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, خمر (মদ) আঙ্গুরের কাঁচার রস হইতে তৈরীকৃত বলে। ইহা সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। আর তাহার বর্ণিত মুরসাল হাদীছ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। তবে ইহার সনদে এক রাবী ইবরাহীম বিন আবূ ইয়াহইয়া (রহ.) রহিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীছ অধিকাংশ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়াছেন।

আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় 'মুসান্নিফ' গ্রন্থের ৯:২২২ পৃষ্ঠায় ইবন উমর (রাযি.) হইতে নকল করেন। তিনি বলেন, خمر (মদ) হারাম, ইহাকে অন্যকিছু বলার অবকাশ নাই। তবে ইহা ব্যতীত অন্যান্য পানীয়ের ক্ষেত্রে হুকুম হইতেছে প্রত্যেক নেশাগ্রস্তকারী পানীয় হারাম।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, خمر (মদ) শব্দটি আরবী পরিভাষায় মূলতঃ আঙ্গুরের কাঁচা রস দ্বারা তৈরী মদের জন্য স্থাপিত। তবে অন্যান্য নেশাজাতীয় পানীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিস্তৃত কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত। তবে আলোচ্য হাদীছ এবং পরের আগত (৫০২০নং) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মদ হয় এই দুইটি বৃক্ষ হইতে : আঙ্গুর এবং খেজুর বৃক্ষ)। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, طلاء نقيع التمر এবং الزبيب ও خمر (মদ)। ফলে এইগুলি পান করা হারাম এবং নাজাসাত হওয়ার দিক দিয়া মদ হারাম ও নাজাসাত হওয়ার হুকুমের মত। কিন্তু এইগুলি ظنى (অনুমান ভিত্তিক) দলীল, (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এইগুলি প্রকৃত خمر (মদ) হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। এই কারণেই হুদূদ-এর হকে এইগুলি প্রকৃত মদের অর্থে প্রয়োগ হইবে না। কেননা সন্দেহ দ্বারা হদ রহিত হইয়া যায়। আর অন্যান্য নেশাযুক্ত পানীয়কে পরোক্ষভাবে خمر (মদ) নামকরণ করা হইয়াছে। আর এইগুলি হারাম হওয়ার কারণ হইতেছে

নেশাগ্রস্ত করা। কাজেই নেশাগ্রস্ত না করিলে হারাম হইবে না। এইজন্য আমরা বলিয়াছি যে, নেশাগ্রস্ত করে পরিমাণ পান করা হারাম।

২. ইমাম তহাভী 'শরহে মাআনী আছার' গ্রন্থের ২:৩২৪ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযি.) হইতে নকল করেন যে, তিনি বলেন : حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب (মদ্য স্বয়ং আর প্রত্যেক নেশাযুক্ত পানীয় হারাম)।

নাসায়ী শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, حرمت الخمر بعينها قليلها كثيرها والسكر من كل شراب (মদ্য প্রকৃতই হারাম। কম হউক বা বেশী। আর নেশাযুক্ত প্রত্যেক পানীয় হারাম)। ইহা ছাড়া আরও ১২ খানা রিওয়ায়ত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে 'তাকমিলা' গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্তারিতের জন্য তথায় দ্রষ্টব্য।

জমহুর উলামার দলীলও অনেক। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ, তিনি বলেন, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال كل شراب اسكر فهو حرام (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিত্' (بتع) তথা মধুর নবীয) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয়ই হারাম)।

২. সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত উমর (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের উপর আরোহী অবস্থায় বলেন, انه قد نزل تحريم الخمر وهى خمسة اشياء: العنب، التمر، الحنطة، الشعير، العسل، والخمر ما خامر العقل (নিশ্চয় মদ্য হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে। আর উহা হইতেছে পাঁচটি বস্তু : আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব, মধু। আর যাহা আকল আচ্ছাদিত করে উহাই خمر (মদ্য)।

৩. আসহাবুস সুনান হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيرة وقليلة حرام (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহা নেশাগ্রস্ত করে তাহা বেশী হউক বা কম, পান করা হারাম)। ইহা ছাড়া আরও ৭টি রিওয়ায়ত জমহুরের পক্ষে তাকমিলা গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্তারিতের জন্য তথায় দ্রষ্টব্য।

উভয়ের দলীল উপস্থাপনের পর 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, জমহুরে উলামার দলীলে خمر (মদ্য) শব্দটি সকল নেশাযুক্ত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা অভিধানের ভিত্তিতে সুদূর পরাহত। কেননা, আমরা ইতোপূর্বে এই ব্যাপারে অভিধানবিদগণের অভিমতসমূহ উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু হযরত ইবন উমর (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيئا (অবশ্যই خمر (মদ্য) এবং মদীনা ইহার যাহাকিছু আছে তাহা হারাম করা হইয়াছে)। এই হাদীছ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, خمر (মদ্য) শব্দটি অভিধানে আঙ্গুরের কাঁচা রসের তৈরী দ্রব্যের উপর ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের উপর প্রয়োগ হয় না। আর যেই বিশেষজ্ঞ এই خمر (মদ্য) শব্দটিকে অন্যান্য দ্রব্যের উপর প্রয়োগ করেন। তিনি কেবল উহাতে নেশা কিংবা হারাম হওয়ার কারণে প্রশস্ততাও রূপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

আর তাহাদের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ما اسكر كثيره فقليله حرام (যাহা নেশাগ্রস্ত করে তাহা বেশী হউক বা কম, তাহা হারাম)। এই দলীল শক্তিশালী বটে, আর হানাফীগণের পক্ষেও ইহাকে আঙ্গুরের কাঁচা রসের উপর প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কেননা, ما শব্দটি সকল পানীয় দ্রব্যকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়। আর ইহা হযরত উমর (রাযি.)-এর আছারের সহিত বৈপরীত্য নাই যাহা আমরা ইতোপূর্বে হানাফীগণের পক্ষ হইতে দলীল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছি। তবে এই সকল আছারের কতক সনদে ইবন হুমাম (রহ.) ফতহুল কদীর গ্রন্থে সমালোচনা করিয়াছেন। আর ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী'

গ্রন্থে কতক আছারের ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, এই পানীয়গুলি গাড় নাবীযের উপর প্রয়োগ হইবে যাহা নেশার সীমায় পৌঁছে নাই। আর কেহ পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইলে সে উহা নেশা সীমায় পৌঁছার পর পান করিয়াছে। তাহাসত্ত্বে এই আছারগুলি মাওকূফ। আর হাদীছ ما اسكر كثيرة فقليلة حرام (যাহা নেশাগ্রস্ত করে তাহা বেশী হউক বা কম, পান করা হারাম) মারফূ হাদীছ। কিন্তু ইহা এই কথার প্রমাণ করে না যে, خمر (মদ্য) ব্যতীত অন্যান্য নেশাজাতীয় পানীয় خمر (মদ্য)-এর সকল হুকুম প্রযোজ্য হইবে। প্রকৃত পক্ষে এতখানি প্রতীয়মান হয় যে, এইগুলি পান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মদ্যের হুকুম, চাই কম হউক বা বেশী। পক্ষান্তরে এইসকল নেশাজাতীয় পানীয় خمر (মদ্য)-এর হুকুমের মত নাজাসাত, বিক্রয় হারাম এবং হদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এই কারণেই হানাফীগণের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ حق الحرمة (হারাম হওয়ার হকে) জমহুরের অভিমত অনুসারে ফাতওয়া দিয়া থাকেন। আর خمر (মদ্য) ব্যতীত অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয় জায়িয হওয়া এবং নেশাগ্রস্ত না হইলে হদ ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়া থাকেন।

আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) রদ্দুল মুখতার গ্রন্থের ৫:৩২৩ পৃষ্ঠায় পানীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, خمر (মদ্য) ব্যতীত অন্যান্য নেশাজাতীয় পানীয় দ্রব্য মাকরূহসহ বিক্রয় জায়িয হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া। আর প্রকাশ্য যে, এই মাকরূহও তখনই হইবে যখন কোন ব্যক্তি উহা শরীআতসম্মত বস্তু ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। আর যদি কেহ শরীআত সম্মত কাজে ব্যবহার করে যেমন চিকিৎসা, ঔষধ, মালিশ, লোশন প্রভৃতি যাহাতে ব্যবহার করা জায়িয। সেই ক্ষেত্রে বিক্রয় করা মাকরূহ নহে। -(বিস্তারিত এবং এলকাহলের হুকুম ৩৯২৩নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)

আর নাজাসাত হওয়ার বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সতর্কতার উপর আমল করিয়াছেন। ফলে তিনি نقيع التمر والطلاء এবং نقيع الزبيب কে নাজাসাত বলিয়াছেন। আর আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এইগুলি خمر (মদ্য) হওয়া ظنى دليل (অনুমানভিত্তিক দলীল) দ্বারা প্রমাণিত قطعى دليل (অকাট্য দলীল) দ্বারা প্রমাণিত নহে। কাজেই তিনি এইগুলিকে নাজাসাতের হুকুম দেওয়া সতর্কতার উপর আমলই বটে। তবে তাঁহার এক রিওয়ায়ত মতে নাজাসাতে খফীফা আর অপর এক রিওয়ায়তে নাজাসাতে গলীযা। হিদায়া গ্রন্থকার উভয়টি নকল করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এতদুভয়ের কোন একটিকে প্রাধান্য দেন নাই। আর মুতায়াখখিরীনে হানাফীগণ এইগুলিকে নাজাসাতে গলীজা হওয়াই প্রাধান্য দেন।

আর উল্লিখিত চারি প্রকার নেশাজাতীয় পানীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে নাজাসাত নহে। -(তাকমিলা ৩:৬০০, ৬০৮ সংক্ষিপ্ত)

(৫০০৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هٰذَا الَّذِى تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّى لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِى بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقْ هٰذِهِ الْقِلاَلَ قَالَ فَمَا رَاجَعُوهَا وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

(৫০০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকেরা হযরত আনাস (রাযি.)কে 'ফাযীখ' (কাঁচা-পাকা খেজুরের রস দ্বারা তৈরী শরাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি

বলিলেন, তোমরা যাহাকে 'ফাযীখ' বলিয়া থাক। তোমাদের এই 'ফাযীখ' ব্যতীত আমাদের কাছে অন্য কোন মদ্য ছিল না। আমি আমাদের বাড়ীতে আবূ তালহা, আবূ আইয়্যূব (রাযি.) এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরও কতিপয় সাহাবীকে মদ্যপান করাইতেছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, তোমাদের কাছে কি খবর পৌঁছিয়াছে? আমরা বলিলাম, না। সে বলিল, মদ্যকে হারাম করা হইয়াছে। তখন তিনি (আবূ তালহা রাযি.) বলিলেন, হে আনাস! এই কলসগুলি ঢালিয়া দাও। তাহারা এই ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করেন নাই এবং কোন প্রশ্নও করেন নাই। উক্ত ব্যক্তির খবরের পর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَرِقْ هٰذِهِ الْقِلَالَ (এই কলসগুলি ঢালিয়া দাও)। قِلَالَ শব্দটি قلة (বৃহত কলসী, মটকা)-এর বহুবচন। আর ইহা হইল الجرة (কলস, কলসী)। -(তাকমিলা ৩:৬০৯)

فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا (তাহারা এই ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করেন নাই এবং কোন প্রশ্নও করেন নাই)। এই স্থানে ضمير المؤنث (স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম) হয়তো قلال কিংবা خمر এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, কোন প্রকার ওযর আপত্তি ব্যতীত তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পালন করিলেন। -(তাকমিলা ৩:৬০৯)

بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ (উক্ত ব্যক্তির খবরের পর)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খবরে ওয়াহিদের উপর আমল করা ওয়াজিব। -(তাকমিলা ৩:৬০৯)

(৫০০৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا اكْفَأْهَا يَا أَنَسُ. فَكَفَأْتُهَا. قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ. قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا.

(৫০০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি গোত্রের লোকদের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমার চাচাগণকে 'ফাযীখ' পান করাইতেছিলাম। আর আমি ছিলাম তাহাদের সকলের চাইতে বয়সে ছোট। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, নিশ্চয় মদ হারাম করা হইয়াছে। তখন তাঁহারা সকলে বলিলেন, হে আনাস! এই (মদভর্তি) কলসগুলি উল্টাইয়া (ফেলিয়া) দাও। তখন আমি সেইগুলি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলাম। তিনি (সুলায়মান) বলেন, আমি আনাস (রাযি.)কে বলিলাম, 'ফাযীখ' কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, পাকা-কাঁচা খেজুর (দ্বারা তৈরী মদ)। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর আবূ বকর বিন আনাস (রহ.) বলিয়াছেন। তখনকার সময়ে ইহাই ছিল তাহাদের মদ। সুলায়মান (রহ.) বলেন, আমার নিকট জনৈক ব্যক্তি আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আনাস রাযি.) বলিয়াছেন ইহাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَكْفَأْهَا (এই কলসগুলি (মদগুলি) উলটাইয়া (ফেলিয়া) দাও)। أَكْفَأْهَا শব্দটির همزه বর্ণে যবর এবং ف বর্ণে যের দ্বারা পঠনে اكفاء (উল্টানো, উল্টাইয়া দেওয়া)-এর امر এর সীগা। আর فَكَفَأْتُهَا শব্দটি باب فتح হইতে كفأ এবং اكفأ একই অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৬০৯)

(৫০১০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ. وَأَنَسٌ شَاهِدٌ

فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَاكَ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

(৫০১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি আল-মু'তামির (রহ.) নিজ পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আনাস (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি গোত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদের মদ্যপান করাইতেছিলাম। অতঃপর রাবী ইবন উলাইয়্যা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, তারপর আবূ বকর বিন আনাস (রাযি.) বলেন, তখনকার সময়ে ইহাই ছিল তাহাদের মদ। তখন হযরত আনাস (রাযি.) সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই কথা অস্বীকার করেন নাই। আর ইবন আবদুল আ'লা (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল-মু'তামির (রহ.) তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, যাহারা আমার সহিত ছিল তাহাদের কতিপয় আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আনাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তখনকার সময়ে ইহাই ছিল তাহাদের মদ।

(৫০১১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ . فَكَفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ . قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

(৫০১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও মুআয বিন জাবাল (রাযি.)কে আনসারীগণের একদল লোকের মাঝে মদ্যপান করাইতেছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আমাদের কাছে আসিয়া বলিল, একটি নতুন খবর আছে, মদ নিষিদ্ধের বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন আমরা সেইগুলি উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম। আর সেই মদ ছিল তাজা-শুকনা মিশ্রিত খেজুরের তৈরী। রাবী কাতাদা (রহ.) বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযি.) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হইয়াছে। তখনকার সময়ে সাধারণ মদসমূহ ছিল পাকা-কাঁচা মিশ্রিত খেজুরের তৈরী।

(৫০১২) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ . بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ.

(৫০১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমাঈ, মুহাম্মদ বিন মুছান্না এবং ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও সুহায়ল বিন বায়দা (রাযি.)কে তাজা-শুকনা সংমিশ্রিত খেজুরের তৈরী মদ রক্ষিত একটি পাত্র হইতে মদ্যপান করাইতেছিলাম। অতঃপর রাবী সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫০১৩) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ.

(৫০১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির আহমদ বিন আমর বিন সারহ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রঙ্গিন কাঁচা শুকনা খেজুর সংমিশ্রিত মদ তৈরী করিতে এবং তাহা পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যেই সময় মদ হারাম করা হয় সেই সময় ইহাই ছিল তাহাদের সাধারণ মদসমূহ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (রঙ্গিন তাজা-শুকনা খেজুর সংমিশ্রিত মদ তৈরী করিতে ...)। الزَّهْوُ শব্দটির ز বর্ণে যবর ه বর্ণে সাকিনসহ অর্থ البسر الملون (রঙ্গিন তাজা খেজুর, রঙিন কাঁচা খেজুর)। -(কামূস)। الزهو শব্দটি বস্তুত অভিধানে অর্থ المنظر الحسن (সুন্দর দৃশ্য, চমৎকার আকৃতি)। আর ইহাকে البسر (তাজা খেজুর) নামে নামকরণের কারণ হইল ইহার রঙ দৃষ্টিকারীকে মুগ্ধ করে। আর التمر হইল শুকনা খেজুর। তাহারা তাজা খেজুরের সহিত শুকনা খেজুর সংমিশ্রণ করিত। অধিকন্তু তাহারা ইহার নাম الخليط কিংবা الخليطين ও রাখিয়াছিল। -(তাকমিলা ৩:৬১০-৬১১)

(৫০১৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا. فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

(৫০১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ উবায়দা বিন জাররাহ, আবূ তালহা ও উবাই বিন কা'ব (রাযি.)কে মদ্যপান করাইতেছিলাম। যাহা ছিল তাজা ও শুকনা খেজুর দ্বারা তৈরী। অতঃপর তাহাদের কাছে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিল, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হইয়াছে। তখন আবূ তালহা (রাযি.) বলিলেন, হে আনাস! তুমি এই কলসীর কাছে যাইয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেল। তখন আমি আমাদের মিহরাস (গর্তকৃত পাথর)টির কাছে গেলাম এবং উহা দ্বারা কলসটির নিম্নাংশে আঘাত করিলাম। ফলে উহা ভাঙ্গিয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا (তখন আমি আমাদের মিহরাস (গর্তকৃত পাথর)টির কাছে গেলাম)। مِهْرَاس শব্দটির م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ حجر منقور يتوضأ منه (গর্ত তথা খননকৃত পাথর যাহা হইতে (পানি নিয়া) উযূ করা হয়)। আর الهرس হইল الدق العنيف (প্রচণ্ড আঘাত করা)। -(তাকমিলা ৩:৬১১)

(৫০১৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ.

(৫০১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবদুল হামীদ বিন জা'ফর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার পিতা (জা'ফর রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরত আনাস বিন মালিক (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যেই আয়াতে মদ হারাম করিয়াছেন, উহা এমন সময় নাযিল করিয়াছেন, যখন মদীনায় খেজুর হইতে তৈরীকৃত শরাব পান করা হইত।

بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদকে সিরকা বানানো নিষেধ-এর বিবরণ

(৫০১৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ "لَا".

(৫০১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ দ্বারা সিরকা তৈরী করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ لَا (তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) বলেন, মদ দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা হারাম। মাসয়ালার বিস্তারিত এই যে, মদ যদি কাহারও কর্ম ব্যতীত নিজে নিজেই সিরকা হইয়া যায় তাহা হইলে ইহা সিরকা, হালাল এবং পাক। আর যদি কোন ব্যক্তি নিজ কর্ম দ্বারা মদ (خمر) দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করে ইহার ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য হইয়াছে। আর এই ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত আছে।

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, মদ দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা জায়িয। আর এই সিরকা হালাল এবং পাক। ইহা ইমাম আওযায়ী, ফকীহ লায়ছ এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত।

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মদ দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা জায়িয নাই। আর এই বানানো সিরকা হারাম, নাজাসাত যখন ইহাতে (মদের মধ্যে) রুটি, পিয়াজ, আটা বা ময়দার তাল কিংবা অন্য কোন দ্রব্য মিলিত করিয়া সিরকা প্রস্তুত করা হয়। পক্ষান্তরে ছায়া হইতে সূর্যের আলোতে কিংবা সূর্যের আলো হইতে ছায়াতে পরিবর্তন করিবার মাধ্যমে যদি সিরকা হইয়া যায় তাহা হইলে শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে সহীহ অভিমত হইতেছে ইহা পাক।

৩. ইমাম মালিক (রহ.)-এর মশহুর অভিমত, মদ দ্বারা সিরকা তৈরী করা মাকরূহ। কেহ যদি কর্মের মাধ্যমে সিরকা প্রস্তুত করে তাহা হইলে প্রস্তুতকৃত সিরকা হালাল ও পাক। -(ইহা আল্লামা উবাই ৫:৩১৩ পৃষ্ঠায় মাযূরী (রহ.) হইতে অনুরূপ নকল করিয়াছেন)।

মদ (خمر) দ্বারা সিরকা প্রস্তুত নিষেধকারীগণের দলীল আলোচ্য হাদীছ।

জায়িয হওয়ার প্রবক্তাগণ (তাহাদের মধ্যে হানাফীগণ রহিয়াছেন)। আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা মদ্য হারাম অবতীর্ণ হওয়ার সূচনালগ্নে ছিল। অতঃপর সিরকা বানানো মুবাহ করা হইয়াছে। যেমন প্রথমে মদের পাত্রগুলি ব্যবহার করা হারাম ছিল অতঃপর তাহা ব্যবহার করা মুবাহ করা হইয়াছে।

আর এই হুকুম যে, মদ হারাম হওয়ার সূচনালগ্নে ছিল উহার উপর প্রমাণ করে দারু কুতনী (রহ.) ‘সুনান’ গ্রন্থের ৪:২৬৫ পৃষ্ঠা ইসমাঈল (রহ.) হইতে। তিনি সুদ্দী (রহ.) হইতে, তিনি ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ (রহ.) হইতে, তিনি আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন : ان يتيما كان فى حجر ابى طلحة، فاشترى له خمرا فلما حرمت سئل النبى صلى الله عليه وسلم ايتخذ خلا؟ قال: لا (হযরত আবূ তালহা (রাযি.)-এর প্রতিপালনে একজন ইয়াতীম ছিল। তিনি তাহার জন্য মদ ক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন মদ হারাম হইয়া গেল তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাকে সিরকা করিয়া ফেলিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না)। ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা মদ হারাম হওয়ার প্রাথমিক সময়ে ছিল।

পরবর্তীতে সিরকা প্রস্তুত করা মুবাহ হওয়ার দলীল হইতেছে যে, বায়হাকী (রহ.) আল-মা'রিফা গ্রন্থে মুগীরা বিন যিয়াদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ, তিনি আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযি.) হইতে মারফূ হাদীছে বর্ণনা করেন خير خلكم خل خمركم (মদ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সিরকাই হইতেছে তোমাদের জন্য উত্তম সিরকা)। -(তাকমিলা ৩:৬১২-৬১৩ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِى بِالْخَمْرِ وبيان انها ليست بدواء

অনুচ্ছেদ ঃ মদ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তাহা ঔষধ হইতে পারে না

(৫০১৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".

(৫০১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ওয়ায়ল আল হাযরামী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক বিন সুওয়ায়দ জু'ফী (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন, কিংবা মদ তৈরী করাকে মাকরূহ মনে করিলেন। তখন তিনি (তারিক রাযি.) বলিলেন, আমি তো ঔষধ তৈরী করার জন্য মদ বানাই। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই ইহা ঔষধ (হওয়ার যোগ্য) নয়; বরং স্বয়ং ইহাই রোগ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (নিশ্চয়ই ইহা ঔষধ (হওয়ার যোগ্য) নয়; বরং স্বয়ং ইহাই রোগ)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মদ (خمر) দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম। ইহা অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসয়ালা ৪২৩১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ও আঙ্গুর হইতে যেই নবীয তৈরী করা হয়, উহা মদ নামে অভিহিত-এর বিবরণ

(৫০১৮) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ".

(৫০১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মদ হয় এই দুইটি গাছ হইতেঃ খেজুর ও আঙ্গুর গাছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ (মদ হয় এই দুইটি গাছ হইতে)। প্রকাশ্য যে, আঙ্গুর এবং খেজুর হইতে যাহা তৈরী হয় উহার নাম خمر (মদ)। এই কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), الطلاء السكر এবং نقيع الزبيب

কে মদ (خمـر) এর হুকুম গণ্য করিয়া বলিয়াছেন উহা কম হউক বা বেশী পান করা হারাম। তবে এইগুলি ظنى دليـل দলীলের মাধ্যমে হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। তাই তিনি হদূদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এইগুলি পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইলে কেবল মাত্র হদ (শরয়ী শাস্তি) ওয়াজিব হইবে। আর নেশাগ্রস্ত না হইলে হদ ওয়াজিব হইবে না। (বিস্তারিত মাসয়ালা ৫০০৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)-(তাকমিলা ৩:৬১৫)

(৫০১৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ".

(৫০১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ কাছীর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মদ হয় দুইটি বৃক্ষ হইতে : খেজুর ও আঙ্গুর বৃক্ষ।

(৫০২০) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ عَنْ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ". وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ "الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ".

(৫০২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায় বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মদ্য হয় ঐ দুইটি বৃক্ষ হইতে, আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষ। রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে (الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ) এর স্থলে الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ রহিয়াছে।

بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা খেজুর ও কিসমিস সংমিশ্রণ করিয়া নাবীয তৈরী করা মাকরূহ

(৫০২১) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الأَنْصَارِىُّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

(৫০২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসমিস, শুকনা খেজুর এবং তাজা-শুকনা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া (নবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ (কিসমিস ও শুকনা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। অর্থাৎ এতদুভয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া নাবীয (পানি ভিজাইয়া শরবত) তৈরী করতঃ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদিও উহা নেশাযুক্ত না হয়। আর এই নিষেধাজ্ঞা অজুহাতের দরজা বন্ধ করিবার পূর্বেকার। আর ইহা এই জন্য যে, এতদুভয় সংমিশ্রণ করিলে দ্রুত ঝাঁজ ও নেশাযুক্ত হইয়া যায়। যাহারা এতদুভয় সংমিশ্রণে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করেন তাহারা আলোচ্য হাদীছ দ্বারাই প্রমাণ করিয়া থাকেন। তবে এই বিষয়ে ফকীহগণের মতানৈক্য আছে। আল্লামা আইনী (রহ.) এই ব্যাপারে ৫টি অভিমত নকল করিয়াছেন :

১. কিসমিস ও শুকনা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া নবীয তৈরী করা হারাম। ইহা আবূ মূসা আনসারী, আনাস, জাবির ও আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে এবং তাবেঈনের মধ্যে আতা ও তাউস (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। আর ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমত।

২. নাবীয প্রস্তুতকারীর জন্য দুই প্রকারকে একত্রে সংমিশ্রণ করা হারাম। তবে পৃথকভাবে নাবীয প্রস্তুত করিবার পর একটি বস্তু হইতে অপর বস্তু কোন বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা কতিপয় মালিকিয়াগণের অভিমত।

৩. দুই প্রকার একত্রে মিশাইয়া নাবীয তৈরী করা হারাম, তবে পান করিবার সময় উভয় প্রকারের তৈরী নাবীয মিলাইয়া নেওয়া হারাম নহে। যদি শুকনা খেজুর এবং কিসমিস দ্বারা পৃথকভাবে নাবীয তৈরী করা হইয়া থাকে। অতঃপর দুই নাবীযকে একসাথে মিলাইয়া পান করা হয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা ইমাম লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)-এর অভিমত।

৪. আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞা তানযিহী নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে। নেশাযুক্ত না হইলে ইহা হারাম নহে। ইমাম নওয়াভী (রহ.) ইহাকে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব বলিয়া নকল করিয়াছেন। আর ইহা জমহুরে উলামার অভিমতও।

৫. এতদুভয় মিলাইয়া নাবীয তৈরী করা মাকরূহ নহে এবং ইহতে কোন ক্ষতি নাই। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত এবং আবূ ইউসুফ (রহ.) হইতেও অনুরূপ এক রিওয়ায়ত রহিয়াছে।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এতদুভয়ের সংমিশ্রণে নাবীয তৈরী নিষেধাজ্ঞা অনেক সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই ইহা হারাম না হইলেও মাকরূহ হইবে।

কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) উমদাতুল কারী ১০:১০১ পৃষ্ঠায় লিখেন, শরহে নওয়াভী (রহ.) ইমাম আযমের অভিমতকে হেয়ভাবে উপস্থাপন করা সমীচীন হয় নাই। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) শুধু নিজের মতে ইহা বলেন নাই; বরং ইহার প্রমাণে অনেক হাদীছও রহিয়াছে।

১. আবূ দাউদ শরীফে الخليطين من الاشربة অনুচ্ছেদে আর বাহর (রহ.) হইতে, তিনি ইতাব বিন আবদুল আযীয আল-হিমানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাফিয়্যা বিনত আতীয়া। তিনি বলেন, আমি আবদুল কায়স-এর স্ত্রীকে নিয়া হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে গেলাম। فسألناها عن التمر والزبيب فقالت اخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب - فالقيه فى اناء فامرسه - ثم اسقيه النبى صلى الله عليه وسلم (আমরা তাহাকে শুকনা খেজুর ও কিসমিস একত্রে মিশ্রিত (করিয়া নাবীয তৈরী) করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি এক মুষ্টি শুকনা খেজুর এবং এক মুষ্ঠি কিসমিস নিয়া একটি পাত্রে (পানিতে) ভিজাইয়া রাখিতাম এবং ইহা নরম করিতাম। অতঃপর ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করাইতাম)।

আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহকে ইমাম তহাভী (রহ.) জীবিকার সংকীর্ণতার সময় অপচয় হইতে নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। আর ই'লাউস সুনান গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অজুহাতের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্য মদ হারাম হওয়ার প্রাথমিক সময় ইহা নিষেধ ছিল। অতঃপর শুকনা খেজুর ও কিসমিস একত্রে মিশ্রিত করিয়া নাবীয তৈরী মুবাহ করা হইয়াছে। যেমন প্রাথমিক অবস্থায় মদ তৈরীর পাত্রসমূহ ব্যবহার নিষেধ। পরে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, মাকরূহে তানযিহীর অভিমত যেমন ইমাম নওয়াভী (রহ.) অবলম্বন করিয়াছেন ইহা সকল রিওয়ায়তে চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়। সুতরাং যেই সকল রিওয়ায়তে সংমিশ্রণ করিয়া নাবীয তৈরীর কথা বর্ণিত হইয়াছে উহাকে মুবাহের উপর প্রয়োগ করা হইবে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের নিষেধ বর্ণিত হাদীছসমূহকে মাকরূহ তানযিহীর উপর প্রয়োগ করা হইবে। আর ইহাও কেবল নেশা দ্রুত চলিয়া আসার আশংকায়। আর মাকরূহ তানযিহী মুবাহসমূহের এক প্রকার। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৬১৬-৬১৯ সংক্ষিপ্ত)

(৫০২২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

(৫০২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি শুকনা খেজুর ও কিসমিস একত্রে মিশাইয়া নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি তাজা-শুকনা খেজুর একত্রে মিশাইয়াও নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০২৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا".

(৫০২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা তাজা-শুকনা খেজুর এবং কিসমিস ও শুকনা খেজুর একত্রে সংমিশ্রণ করিয়া নাবীয তৈরী করিও না।

(৫০২৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

(৫০২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি কিসমিস ও খেজুর একত্রে মিশাইয়া নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি শুকনা খেজুর এবং তাজা খেজুর একত্রে মিশাইয়াও নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০২৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا.

(৫০২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও কিসমিস এতদুভয় একত্রে সংমিশ্রণ করিয়া এবং খেজুর এবং শুকনা খেজুর এতদুভয় একত্রে মিশ্রিত (করিয়া নাবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০২৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

(৫০২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে

কিসমিস ও শুকনা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করিয়া এবং তাজা ও শুকনা খেজুর একত্রে মিশ্রিত (করিয়া নাবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০২৭) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫০২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ মাসলামা (রাযি.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০২৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا".

(৫০২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি নাবীয পান করিতে ইচ্ছুক, সে যেন শুধুমাত্র কিসমিস, শুধুমাত্র শুকনা খেজুর কিংবা শুধুমাত্র তাজা রঙ্গিন খেজুর (সংমিশ্রণ ব্যতীত) প্রত্যেকটি পৃথকভাবে নাবীয তৈরী করিয়া পান করে।

ফায়দা

نبيذ হইল, খেজুর ভিজানো পানি।

(৫০২৯) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ. وَقَالَ "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ". فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(৫০২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন মুসলিম আবদী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাজা রঙ্গিন খেজুরের সহিত শুকনা খেজুর কিংবা কিসমিসের সহিত শুকনা খেজুর অথবা কিসমিসের সহিত তাজা রঙ্গিন খেজুরকে সংমিশ্রণ (করিয়া নাবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যে পান করিতে ইচ্ছুক ... অতঃপর তিনি রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫০৩০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

(৫০৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা রঙ্গিন খেজুর ও তাজা খেজুর একত্রিত করিয়া নাবীয তৈরী করিও না। আর না কিসমিস ও খেজুর একত্রিত করিয়া নাবীয তৈরী করিবে; বরং তোমরা প্রত্যেকটি পৃথকভাবে পানিতে ভিজাইবে।

(৫০৩১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫০৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০৩২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلٰكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ". وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هٰذَا.

(৫০৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, রঙ্গিন খেজুর ও তাজা খেজুর একত্রিত করিয়া নাবীয তৈরী করিবে না। আর না তাজা খেজুর ও কিসমিস একত্রিত করিয়া নাবীজ তৈরী করিবে; বরং প্রত্যেকটি দিয়া পৃথক পৃথকভাবে (পানিতে ভিজাইয়া) নাবীয তৈরী করিবে। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) মনে করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে তিনি তাহার পিতা (আবূ কাতাদা রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন।

(৫০৩৩) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهٰذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ".

(৫০৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই দুই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি তাজা খেজুর রঙ্গিন খেজুর এবং শুকনা খেজুর ও কিসমিসের কথা বলিয়াছেন।

(৫০৩৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ "انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ". وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

(৫০৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজা খেজুর ও শুকনা খেজুর একত্রে সংমিশ্রণ করা হইতে এবং কিসমিস ও খেজুর সংমিশ্রণ করা হইতে এবং রঙিন খেজুর ও তাজা খেজুর সংমিশ্রণ করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথকভাবে নাবীয তৈরী কর। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.), তিনি আবূ কাতাদা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

(৫০৩৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ "يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

(৫০৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসমিস ও শুকনা খেজুর এবং তাজা ও শুকনা খেজুর (একত্রে সংমিশ্রণ করিয়া নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, এতদুভয়ে প্রতিটি পৃথক পৃথকভাবে নাবীয তৈরী করা যাইতে পারে।

(৫০৩৬) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫০৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫০৩৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

(৫০৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ও কিসমিস একত্রে সংমিশ্রণ করিতে এবং তাজা ও শুকনা খেজুর একত্রে সংমিশ্রণ করিতে এবং তাজা ও শুকনা খেজুর একত্রে সংমিশ্রণ (করিয়া নাবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি আহলে জুরাশের কাছে পত্র লিখিয়া তাহাদেরকে খেজুর ও কিসমিস একত্রে সংমিশ্রণ (করিয়া নাবীয তৈরী) করিতে নিষেধ করেন। (তিনি রাবী) বলেন, আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ওহাব বিন বাকিয়্যা (রহ.) তিনি ... শায়বানী (রহ.) হইতে এই সনদে খেজুর ও কিসমিসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি তাজা খেজুর ও শুকনা খেজুরের কথা উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ (আর তিনি আহলে জুরাশের কাছে পত্র লিখিয়া ...)। جُرَشَ (জুরাশ) শব্দটির ج বর্ণে পেশ ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে ইয়ামান দেশের একটি শহর। আল্লামা হামভী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, 'জুরাশ' ইয়ামান দেশের একটি বৃহত্তম শহর এবং বিশাল প্রদেশ। হিজরী ১০ম সনে আপোসে বিজিত হয়। কতিপয় মুহাদ্দিছীন (রহ.) ইহার সহিত সম্বন্ধ করেন। পক্ষান্তরে جَرَش (জারাশ) ج ও ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে জর্দান (اردون)-এর একটি প্রাচীন শহর। এই স্থলে ইহা মর্ম নহে। -(মাজমুল বুলদান ৫:১২৬)-(তাকমিলা ৩:৬২২)

(৫০৩৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

(৫০৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিতেন, তাজা-পাকা খেজুর একত্রে মিশাইয়া এবং শুকনা খেজুর ও কিসমিস একত্রে মিশাইয়া নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

(৫০৩৯) وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

(৫০৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাজা-পাকা খেজুর একত্রে মিশাইয়া এবং শুকনা খেজুর ও কিসমিস একত্রে মিশাইয়া নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِنْتِبَاذِ فِى الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

অনুচ্ছেদ ঃ মুযাফ্ফাত, দুব্বা, হানতাম ও নাকীর প্রভৃতি (মদ্য প্রস্তুত পাত্র)-তে নাবীয তৈরী করার নিষেধাজ্ঞা এবং এই হুকুম রহিত হওয়া আর বর্তমানে নেশাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইগুলিতে নাবীয তৈরী করিয়া পান করা হালাল

(৫০৪০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

(৫০৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الدُّبَّاءِ (দুব্বা হইতে)। الدُّبَّاء শব্দটির د বর্ণে পেশ ب বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা মূলতঃ اليقطين اليابس (শুকনা কদু)। এই স্থানে ইহা খাইতে নিষেধ করা হয় নাই; বরং আরবীগণ কদুর শুকনা খোলকে পাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া উহাতে 'মদ' তৈরী করিত। অনুরূপ আগত পাত্রসমূহ– মুযাফ্ফাত (আল কাতরা লেপানো একজাতীয় পাত্র), হানতাম (সবুজ রং-এর কলসী) এবং নাকীর (খেজুর গাছের গোড়ালী দিয়া তৈরী পাত্রবিশেষ)। এই সকল পাত্রসমূহে বিশেষভাবে মদ্য প্রস্তুতে ব্যবহার করা হইত। মদ্য যখন হারাম করিয়া দেওয়া হইল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল পাত্র ব্যবহার করা হারাম করিয়া দিলেন। হয়তো এইগুলি ব্যবহারের দ্বারা মদ্যপায়ীদের সাদৃশ্যতা এবং উহার স্মরণ হওয়ার কারণে হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিংবা এই সকল পাত্রসমূহের মধ্যে মদের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার কারণে ব্যবহার করা হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর যখন মদের প্রতি লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাত্রগুলি ধৌত করিয়া পরিস্কার করার পর ব্যবহার করা মুবাহ করিয়া দিলেন। যেমন আগত হাদীছসমূহই আসিতেছে। কিংবা কোন বস্তু যখন হারাম হয় তখন উহাতে কঠোরতার সহিত হুকুম জারী করা উপযোগী হইয়া থাকে। অতঃপর যখন লোকেরা উহা বর্জন করে এবং হুকুম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উদ্দেশ্য সফল হইয়া যায় তখন কঠোরতা দূর হইয়া যায়। -(তাকমিলা ৩:৬২৩)

وَالْمُزَفَّتِ (এবং মুযাফ্ফাত-এ)। ইহা হইতেছে আলকাতরা দ্বারা প্রলেপযুক্ত (কলস)। ইহাকে المقير (মুকাইয়্যার)ও বলা হয়। ইহা এক প্রকার কলসী, যাহাতে মদ তৈরী করা হইত। -(তাকমিলা ৩:৬২৩, বিস্তারিত ২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৫০৪১) وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تَنْتَبِذُوا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى الْمُزَفَّتِ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ.

(৫০৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযি.) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, আবূ সালামা (রহ.)ও তাহাকে জানাইয়াছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা দুব্বাতে নাবীয তৈরী করিও না আর না মুযাফ্ফাতে। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলিতেন, হানতামসমূহ ব্যবহার করা হইতে বাঁচিয়া থাক।

(৫০৪২) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ. قَالَ قِيلَ لأَبِى هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

(৫০৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি মুযাফ্ফাত, হানতাম ও নাকীর (প্রভৃতি পাত্রে নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হানতাম কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, সবুজ রং-এর কলস।

(৫০৪৩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِى سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ".

(৫০৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স-এর প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুকাইয়্যার হইতে নিষেধ করিতেছি। হানতাম হইল মাথা কাটা চামড়ার পাত্র। তবে তুমি তোমার চামড়ার তৈরী পাত্র হইতে (নাবীয) পান কর এবং ইহার মুখ বন্ধ রাখ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ (আর হানতাম হইল মাথা কাটা চামড়ার পাত্র)। ইহা হানতাম-এর অপর এক ব্যাখ্যা। الْمَجْبُوبَةُ অর্থাৎ المقطوع راسها (যাহার মাথা কাটা)। আর الْمَزَادَةُ হইতেছে ظرف من الجلد (চামড়ার পাত্র)। আর ইহার মাথা কাটিয়া দিলে دنّ (মাটির তৈরী বৃহৎ পাত্র বিশেষ, মটকা)-এর অনুরূপ হইয়া যায়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الجب মূলতঃ القطع (কর্তন)-এর অর্থে ব্যবহৃত। পাত্রটির মুখ খোলা থাকিলে

উহার পানীয় নেশাযুক্ত হইয়া গেলেও তাহা জানা যায় না। (আর চামড়ার পাত্রে মুখ বাঁধা থাকিলে উহার পানীয় দ্রব্য নেশাযুক্ত হইলে ফাটিয়া যাইবে)। -(তাকমিলা ৩:৬২৫)

وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِى سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ (তবে তুমি তোমার চামড়ার তৈরী পাত্র হইতে (নাবীয) পান কর এবং ইহার মুখ বন্ধ রাখ)। উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে মশকের মুখ যখন বাঁধা থাকে তখন উহা নেশাযুক্ত হইয়া নষ্ট হওয়া হইতে নিরাপদ থাকে। কেননা নাবীয যখনই পরিবর্তন হইয়া ঝাঁজ সৃষ্টি হইবে তখনই উহা নেশাযুক্ত হইয়া যায়। আর নেশাযুক্ত হইলে মুখবন্ধ মশক ফাটিয়া যাইবে। কাজেই মুখ বাঁধা মশক যতক্ষণ ফাটিবে না ততক্ষণ পানীয় নেশাযুক্ত হইবে না। পক্ষান্তরে দুব্বা, হানতাম, মুখ কাটা চামড়ার মশক, মুযাফ্ফাত প্রভৃতি পুরু পাত্রসমূহ। এই সকল ঘন পাত্রসমূহে নাবীয কখন নেশাযুক্ত হইয়া যাইবে তাহা জানাও যাইবে না। আর الايكاء হইল جعل الوكاء (বন্ধ করা) আর ইহা হইতেছে الحبل على فم قربة (মশকের মুখ বাঁধিবার রশি)। -(তাকমিলা ৩:৬২৫)

(৫০৪৪) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ. وَفِى حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআসী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং বিশর বিন খালিদ (রহ.) তাঁহারা ... আলী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা হইল রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ। আর রাবী আবছার ও শু'বা (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফ্ফাত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৪৫) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ.

(৫০৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ (রাযি.)কে বলিলাম। আপনি কি উম্মুল মু'মিনীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কোন পাত্রে নাবীয তৈরী করা মাকরূহ। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে জানান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পাত্রে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি আমাদের আহলে বায়তকে দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (ইবরাহীম (রহ.) বলেন, আমি আসওয়াদ (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, তিনি (আয়িশা রাযি.) কি হানতাম ও কলসীর কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কাছে উহাই বর্ণনা করিয়াছি যাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। আমি যাহা শ্রবণ করি নাই তাহাও কি তোমার কাছে বর্ণনা করিতে হইবে?

(৫০৪৬) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা ও মুযাফ্ফাত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৪৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(৫০৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫০৪৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ.

(৫০৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ছুমামা বিন হাযন কুরায়শী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিলেন যে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন এবং তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাহাদেরকে দুব্বা, নাবীয, মুযাফ্ফাত ও হানতাম-এ নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫০৪০ এবং কিতাবুল ঈমানের ২৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫০৪৯) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত (-এ নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৫০) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرِ.

(৫০৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইসহাক বিন সুওয়ায়দ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি 'মুযাফ্ফাত'-এর স্থলে 'মুকাইয়্যার' শব্দটি রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ". وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ الْمُزَفَّتِ.

(৫০৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং খালাফ বিন হিশাম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ জামরা (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুকাইয়্যার হইতে নিষেধ করিতেছি। রাবী হাম্মাদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছে 'মুকাইয়্যার'-এর স্থলে 'মুযাফ্‌ফাত' শব্দ রহিয়াছে।

(৫০৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

(৫০৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

(৫০৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর হইতে এবং সবুজ রং-এর কাঁচা খেজুর ও রঙ্গিণ পাকা খেজুরের সাহিত সংমিশ্রণ (করিয়া নাবীয তৈরী) করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ (সবুজ রং-এর কাঁচা খেজুর ও রঙ্গিন পাকা খেজুর হইতে)। الْبَلَحُ হইল অপরিপক্ক খেজুর যাহাতে সবুজ রং রহিয়াছে। -(তাকমিলা)

(৫০৫৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৫৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

(৫০৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন আইয়ূ্যব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসীসমূহে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهٰى عَنِ الْجَرِّ الخ (কলসীসমূহে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الْجَرّ (কলসী) শব্দটি الْجَرَّة (কলসীসমূহ)-এর অর্থে ব্যবহৃত। ইহার একবচন الْجَرَّة (কলসী)। এই হুকুমের মধ্যে হানতাম ও অন্যান্য সকল প্রকার কলসী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহা রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন এই সকল পাত্র ব্যবহার করা মুবাহ। যেমন পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৬২৮)

(৫০৫৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূ্যব (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হান্‌তাম, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৫৭) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(৫০৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপর্যুক্ত পাত্রসমূহে) নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ... অতঃপর রাবী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০৫৮) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

(৫০৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানতাম, দুব্বা ও নাকীরের মধ্যে (নাবীয তৈরী করিয়া) পান করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৫৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

(৫০৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও সুরায়জ বিন ইউনুস (রাযি.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর ও ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাঁহারা উভয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৬০) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ وَأَىُّ شَىْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

(৫০৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে কলসীসমূহের (মধ্যে তৈরীকৃত) নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসী-সমূহের (মধ্যে তৈরীকৃত) নাবীযকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর কাছে গমন করিয়া বলিলাম, আপনি কি ইবন উমর (রাযি.) যাহা বলিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি কি বলেন? আমি (জবাবে) বলিলাম, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসীসমূহের (মধ্যে তৈরীকৃত) নাবীয হারাম করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, ইবন উমর (রাযি.) সত্যই বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলসীসমূহের (মধ্যে তৈরীকৃত) নাবীযকে হারাম করিয়া দিয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, কলসীসমূহের নাবীয কি? তখন তিনি বলিলেন, প্রত্যেক (পানীয়) দ্রব্য যাহা মাটির পাত্রে তৈরী করা হইয়া থাকে উহাই।

(৫০৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

(৫০৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গযূয়ায় লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। হযরত ইবন উমর (রাযি.) বলেন, আমি সেই দিকে রওয়ানা করিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি অন্যদিকে ফিরিয়া গেলেন। তখন আমি (লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি ইরশাদ করিলেন? তাহারা বলিলেন, তিনি দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৬২) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ الأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. إِلاَّ مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.

(৫০৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রাবী ও আবূ কামিল (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না ও ইবন আবী উমর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন আয়লী (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী মালিক ও উসামা (রহ.) ব্যতীত তাহাদের কেহ "কোন এক গযূয়ায়" কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫০৬৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ. قُلْتُ أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

(৫০৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ছাবিত (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কলসসমূহের (মধ্যে) নাবীয (তৈরীকারী) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি বলিলেন, লোকদের ধারণা তো ইহাই। (রাবী বলেন) আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, লোকদের ধারণা তো ইহাই।

(৫০৬৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

(৫০৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিল, আল্লাহর নবী কি কলসসমূহের (মধ্যে তৈরীকৃত) নাবীয (পান করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তাউস (রহ.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম, আমি তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

(৫০৬৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ.

(৫০৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কলস ও দুব্বাতে নাবীয তৈরী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৫০৬৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

(৫০৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলস ও দুব্বা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৬৭) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ.

(৫০৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কলস, দুব্বা, মুযাফ্ফাতে (তৈরীকৃত) নাবীয হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

(৫০৬৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

(৫০৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... মুহারিব বিন দিছার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানতাম, দুব্বা ও মুযাফ্ফাত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি ইহা একাধিকবার তাঁহার কাছে শ্রবণ করিয়াছি।

(৫০৬৯) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ. قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ.

(৫০৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি (রাবী) বলেন, আমার মনে হয় তিনি "নাকীর"-এর কথাও বলিয়াছেন।

(৫০৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ "انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ".

(৫০৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... উকবা বিন হুরায়ছ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলস, দুব্বা ও মুযাফ্ফাত (পাত্রসমূহে নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন তোমরা চামড়া নির্মিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরী কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

انْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ (তোমরা চামড়া নির্মিত পাত্রসমূহে নাবীয তৈরী কর)। অর্থাৎ في اوعية الجلود (চামড়া নির্মিত পাত্রসমূহ)। -(তাকমিলা ৩:৬৩১)

(৫০৭১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ.

(৫০৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবালা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবন উমর (রাযি.)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হানতাম হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, হানতাম কি? তিনি বলিলেন, (সবুজ রং-এর) কলস।

(৫০৭২) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ.

(৫০৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... যাযান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সকল পানীয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আপনি আপনার ভাষায় আমার নিকট বর্ণনা করুন এবং আমাদের ভাষায় উহা ব্যাখ্যা করিয়া দিন। কেননা, আপনাদের ভাষা আমাদের ভাষা হইতে ভিন্ন। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন হানতাম হইতে– উহা হইল (সবুজ রং-এর) কলস। আর দুব্বা হইতে উহা হইল (পাকা) কদু (-এর খোল)। আর মুযাফ্‌ফাত হইতে– উহা হইল মুকাইয়্যার (আলকাতরা লেপানো পাত্র)। আর নাকীর হইতে উহা হইল খেজুর বৃক্ষের গোড়া, যাহার ভিতরের অংশ খনন করিয়া ফেলিয়া দিয়া পাত্রের মত করা হয়। আর তিনি চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরী করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

(৫০৭৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(৫০৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ.

(৫০৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযি.)কে এই মিম্বরের কাছে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরের প্রতি ইশারা করেন। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিল এবং তাঁহাকে পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম (পাত্রে নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিলেন। আমি বলিলাম, হে আবূ মুহাম্মদ! মুযাফ্‌ফাত? আমরা ধারণা করিয়াছিলাম যে, তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, সেই দিন আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.)কে ইহা বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই। তবে তিনি (আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.) ইহাকে মাকরূহ মনে করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَدْ كَانَ يَكْرَهُ (তবে তিনি ইহাকে মাকরূহ মনে করিতেন)। অর্থাৎ ইবন উমর (রাযি.) মুযাফ্‌ফাতের মধ্যে নাবীয তৈরী করাকে মাকরূহ মনে করিতেন। যদিও আমি সেই দিন তাঁহাকে ইহা বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই। -(তাকমিলা ৩:৬৩৩)

(৫০৭৫) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

(৫০৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির ও ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকীর, মুযাফ্‌ফাত এবং দুব্বা (-এর মধ্যে নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৭৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

(৫০৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কলস, দুব্বা এবং মুযাফ্‌ফাত (-এর মধ্যে নাবীয তৈরী করা) হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। রাবী আবূ যুবায়র (রহ.) বলেন, আর আমি জাবির (রাযি.)কেও বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলস, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর হইতে নিষেধ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁহার জন্য নাবীয তৈরী করার অন্য কোন পাত্র না পাইতেন তাহা হইলে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁহার জন্য নাবীয তৈরী করা হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ (প্রস্তর নির্মিত পাত্রে)। التور শব্দটির ت বর্ণে যবর و বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ডেকের মত বড় বাটি। ইহা কখনও প্রস্তর দ্বারা তৈরী করা হয় আর কখনও পিতল ও অন্যান্য ধাতু দ্বারা তৈরী করা হয়।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা দুব্বা, হানতাম ও নাকীর প্রভৃতি গাঢ় পাত্রসমূহে নাবীয তৈরী করার নিষেধাজ্ঞা হুকুম মানসূখ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা এই সকল পাত্রসমূহ হইতে প্রস্তর নির্মিত বড় বাটি আরও পুরু হইয়া থাকে। ফলে পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরী উত্তমভাবে নিষেধ হইত। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পাথর নির্মিত বড় বাটিতে নাবীয তৈরী করা প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে।

(৫০৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

(৫০৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রস্তর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরী করা হইত।

(৫০৭৮) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ.

(৫০৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরী করা হইত। যদি তাহারা চামড়া নির্মিত পাত্র না পাইতেন তাহা হইলে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁহার জন্য নাবীয তৈরী করা হইত। তখন লোকদের কেহ আবূ যুবায়র (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিতে আমি শ্রবণ করিয়াছি, বিরাম হইতে? তিনি বলিলেন, বিরাম (প্রস্তরের নির্মিত ডেকসমূহ) হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ بِرَامٍ (বিরাম হইতে)। بِرَام শব্দটির ب বর্ণে যের দ্বারা পঠনে برمة (ب বর্ণে পেশ)-এর বহুবচন। ইহা হইল প্রস্তরের তৈরী ডেকসমূহ। আর ইহা تور (ছোট বাটি)ও বটে। আল্লামা উবাই (রহ.) ইমাম মাযূরী (রহ.) হইতে ইহা নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৬৩৪)

(৫০৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".

(৫০৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আমি তোমাদেরকে চামড়ার তৈরী মশক ব্যতীত অন্য সকল পাত্রে নাবীয তৈরী করা হইতে নিষেধ করিয়াছিলোম। এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্রে নাবীয তৈরী করিয়া পান করিতে পার। তবে তোমরা নেশাযুক্ত নাবীয পান করিও না।

(৫০৮০) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

(৫০৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে (মদ তৈরীতে ব্যবহৃত) সকল পাত্র হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। পাত্রগুলি কিংবা পাত্র তো কোন বস্তুকে হালাল করিতে পারে না আর না কোন বস্তু পাত্রকে হারাম করিতে পারে। প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্যই হারাম।

(৫০৮১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا".

(৫০৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে চামড়ার (নির্মিত পাত্রসমূহ ব্যতীত) সকল প্রকার পাত্রে (তৈরীকৃত নাবীয) পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্রেই পান করিতে পার। তবে নেশাগ্রস্তকারী দ্রব্য পান করিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ (আমি তোমাদেরকে চামড়ার (নির্মিত পাত্রসমূহ ব্যতীত) সকল প্রকার পাত্রে (তৈরীকৃত নাবীয) পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই রিওয়ায়তে দ্বিতীয় অংশ হয়তো কোন রাবী হইতে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সঠিক হইতেছে كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ من الأَشْرِبَةِ الا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ (আমি তোমাদেরকে চামড়ার নির্মিত পাত্রসমূহ ব্যতীত সকল প্রকার পাত্রে (তৈরীকৃত নাবীয) পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম)। এই বাক্যে استثناء (ব্যতিক্রম)-এর জন্য ব্যবহৃত الا (ব্যতীত) শব্দটি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। আর ইহা এই জন্য যে, চামড়ার নির্মিত পাত্রসমূহ প্রথম দিন হইতে সর্বদা মুবাহ ছিল। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, কাযী ইয়ায (রহ.)-এর অভিমতের পক্ষে আবূ দাউদ (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে সংকলিত এই হাদীছ মুআররাফ বিন ওয়াসিল (রহ.)-এর সূত্রে এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে : وَنَهَيْتُكُمْ عن الأَشْرِبَةِ ان تشربوا الا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ (আমি তোমাদেরকে চামড়া নির্মিত পাত্রসমূহ ব্যতীত অন্য সকল পাত্রে পানীয় পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম)। এই রিওয়ায়তে الا শব্দটি রহিয়াছে। -(তাকমিলা ৩:৬৩৬)

(৫০৮২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ

(৫০৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (চামড়া নির্মিত মশক ব্যতীত) সকল প্রকার পাত্রের নাবীয তৈরী করা হইতে নিষেধ করিলেন তখন লোকেরা বলিল, সকলে তো (মশক) পায় না। তখন তিনি মুযাফ্‌ফাত ব্যতীত অন্য সকল কলসীতে (নাবীয তৈরীর) অনুমতি দেন।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

অনুচ্ছেদ ঃ নেশাকারী সকল দ্রব্যই মদ : আর সকল প্রকার মদ হারাম-এর বিবরণ

(৫০৮৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

(৫০৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিত্' (মধুর নাবীয) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক পানীয়ই হারাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْبِتْعِ (বিত্' সম্পর্কে)। الْبِتْعِ শব্দটির ب বর্ণে যের ت বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কেহ বলেন, ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা হইল মধু দ্বারা তৈরী পানীয়। -(তাকমিলা ৩:৬৩৭)

(৫০৮৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

(৫০৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজায়বী (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিত্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয়ই হারাম।

(৫০৮৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

(৫০৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হাসান হুলওয়ানী ও আবদু বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছটি রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী সুফয়ান ও সালিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "বিত্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল" কথাটি নাই। অবশ্য কথাটি রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আর রাবী সালিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি (হযরত আয়িশা রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক পানীয়ই হারাম।

(৫০৮৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

(৫০৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এবং মুআয বিন জাবাল (রাযি.)কে ইয়ামানে প্রেরণ করিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় 'যব' হইতে 'মিযর' নামক শরাব এবং মধু হইতে বিত্' নামক শরাব তৈরী করা হয়। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই হারাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ (আমাকে এবং মুআয বিন জাবাল (রাযি.)কে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিলেন)। কিতাবুল জিহাদে আলোচনা গিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয বিন জাবাল

(রাযি.)কে ইয়ামানের উঁচু এলাকায় 'আদন' নামক প্রদেশের প্রশাসক এবং আবূ মূসা (রাযি.)কে ইয়ামানের নিম্ন এলাকার প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৬৩৮)

يُقَالُ لَهُ الْمِـزْرُ ('মিযর' নামক শরাব বলা হয়)। الْمِـزْرُ শব্দটি م বর্ণে যের ز বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। শারেহ নওয়াভী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মিয্‌র' হইতেছে ভুট্টা, যব কিংবা গম হইতে তৈরী শরাব। -(ঐ)

(৫০৮৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا "بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا". وَأُرَاهُ قَالَ "وَتَطَاوَعَا". قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ".

(৫০৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন আবূ বুরদা (রাযি.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (আবূ বুরদা রাযি.) হইতে, তিনি তাহার দাদা (আবূ মূসা রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ও মু'আয (রাযি.)কে ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা (লোকদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (দ্বীনকে) সহজভাবে উপস্থাপন করিবে। দ্বীন শিক্ষা দিবে, কাহাকেও (দ্বীন হইতে) সরাইয়া দিবে না। (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এই কথাও বলিয়াছেন "উভয়ে একমত হইয়া কাজ করিবে।" রাবী বলেন, অতঃপর রওয়ানা করিয়া (তাহাদের মধ্যে) আবূ মূসা (রাযি.) ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের কাছে মধু হইতে তৈরী শরাব আছে যাহা পাকাইয়া গাঢ় করা হয় এবং 'মিযর' আছে যাহা যব দ্বারা তৈরী করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যাহা নামায হইতে বিমুখ করে উহাই হারাম।

(৫০৮৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا". قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ "أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ".

(৫০৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালাফ (রহ.) তিনি ... আবূ বুরদা (রাযি.) তাঁহার পিতা (আবূ মূসা আশআরী রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও মুআয (রাযি.)কে ইয়ামানে (প্রশাসক করিয়া) পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা মানুষকে (দ্বীনের) দাওয়াত দিবে, সুসংবাদ দিবে, কাহাকেও (দ্বীন হইতে) সরাইয়া দিবে না। সহজ করিবে, কঠিন করিবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়ামানে আমরা দুই প্রকারের পানীয় প্রস্তুত করি। আপনি সেই সম্পর্কে শরীআতের বিধান আমাদের অবহিত করুন (১) 'আল-বিত্' যাহা মধু পাকাইয়া গাঢ় করিয়া প্রস্তুত করা হয়, (২) 'আল-মিযর' যাহা ভুট্টা বা যব পাকাইয়া গাঢ় করিয়া তৈরী করা হয়। তিনি (রাবী) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অল্প শব্দ অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা পরিপূর্ণতার সহিত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি (রাবী) বলেন, তিনি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য যাহা নামায হইতে বিমুখকারী, তাহা-ই (পান করিতে) নিষেধ করিয়াছেন।

(৫০৮৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَوَمُسْكِرٌ هُوَ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ "عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".

(৫০৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি 'জায়শান, হইতে আগমন করিল। আর 'জায়শান' হইতেছে ইয়ামান দেশের একটি এলাকা (-এর নাম)। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাহাদের এলাকায় ভুট্টা দ্বারা তৈরী প্রস্তুতকৃত 'মিযর' নামক যেই শরাব তাহারা পান করে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা কি নেশাগ্রস্ত করে। সে (জবাবে) বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহা নেশাগ্রস্ত করে উহাই হারাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, যেই ব্যক্তি নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করিবে, তাহাকে তিনি 'তীনাতুল খাবাল' পান করাইয়া ছাড়িবেন। লোকেরা আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' কি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, জাহান্নামীদের ঘাম কিংবা জাহান্নামীদের মল-মূত্র।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ (তিনাতুল খাবাল ...) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার তাফসীর عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ (জাহান্নামীদের ঘাম) দ্বারা করিয়াছেন। আর অন্য হাদীছ صديد أَهْلِ النَّارِ (জাহান্নামীদের ফোঁড়া বা ক্ষতস্থানের দুষিত রস, পুঁজ) বর্ণিত হইয়াছে। আর 'তীনাতুল খাবাল' নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ইহা تخبّل অর্থাৎ تفسد عقل شاربها (ইহা পানকারীর আকল নষ্ট করিয়া দেয়)। আর এই শাস্তির ওয়াদা যদিও নেশাপানকারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। কিন্তু ইহা তাওবা করে নাই এমন নেশাপানকারীর সহিত শর্তায়িত। -(শরহুল উবাই) -(তাকমিলা ৩:৬৪০)

(৫০৯০) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ".

(৫০৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' আল-আতাকী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য মদ আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। যেই ব্যক্তি দুনইয়াতে মদ পান করিবে এবং তাওবা না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে আখিরাতে শরাব পান করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ (সে আখিরাতে শরাব পান করিতে পারিবে না)। কতিপয় আলিম ইহাকে পরোক্ষভাবে জান্নাতে দাখিল না হওয়ার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ১০:৩২ পৃষ্ঠায় ইমাম খাত্তাবী ও বাগভী (রহ.) হইতে ইহা নকল করিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে করা সম্ভব যে, সে প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেননা, মদ পান করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহকারী

তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করিলে গুনাহর শাস্তি ভোগের পর ঈমানের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল হইবে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সে জান্নাতে দাখিল হইলেও শরাব পান করিতে পারিবে না। হয়তো ইহা পান করিবার স্পৃহা বিস্তৃত হইয়া যাইবে কিংবা তথায় উহা পানের বাসনা থাকিবে না। কেননা জান্নাতীগণকে তাহাদের কামনা মুতাবিক রিযিক প্রদান করা হইবে। আর এই নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকার মাধ্যমেই তাহাদের এবং মদ পান বর্জনকারীগণের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হইবে। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতে আবূ সাঈদ (রাযি.)-এর বর্ণিত মারফু হাদীছ উপস্থাপন করিয়াছেন যে, من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة ـ وان رجل الجنة لبسه اهل الجفة ولم يلبسه هو (যেই ব্যক্তি দুন্ইয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে, আখিরাতে তাহা পরিধান করিবে না। যদিও জান্নাতে প্রবেশ করে। আহলে জান্নাতী ইহা পরিধান করিবে কিন্তু তাহাকে ইহা পরিধান করিতে দেওয়া হইবে না।

কতিপয় মুতায়াখখিরীনে উলামা এই হাদীছকে ব্যাপকভাবে জান্নাতে দাখিল না হওয়ার উপর প্রয়োগ করেন। আর তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা সেই সকল লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহারা মদকে হালাল গণ্য করিয়া পান করে। (আর হারামকে হালাল গণ্য করা কুফরী। ফলে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।) -(তাকমিলা ৩:৬৪০-৬৪১)

(৫০৯১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

(৫০৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যই মদ আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম।

(৫০৯২) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(৫০৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালিহ বিন মিসমার সুলামী (রহ.) তিনি ... মূসা বিন উকবা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫০৯৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ".

(৫০৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমার জানা মতে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নেশাসৃষ্টিকারী পানীয় মদ। আর প্রত্যেক মদ-ই হারাম।

بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদ পানকারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে তবে আখিরাতে তাহাকে শরাব পান করা হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে

(৫০৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ".

(৫০৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : যেই ব্যক্তি দুনইয়াতে মদ পান করিবে, আখিরাতে সে শরাব পান করা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৫০৯০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫০৯৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا". قِيلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ.

(৫০৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি দুন্ইয়াতে মদ পান করিবে এবং তাওবা করিবে না, আখিরাতে সে শরাব পান করা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তাহাকে শরাব পান করানো হইবে না। রাবী মালিক (রহ.)কে বলা হইল এই হাদীছখানা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৫০৯৬) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ".

(৫০৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি দুন্ইয়াতে মদ পান করিবে, আখিরাতে সে শরাব পান করিতে পারিবে না। তবে যদি সে তাওবা না (করিয়া মৃত্যুবরণ) করে।

(৫০৯৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

(৫০৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবী উমর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِى لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

অনুচ্ছেদ ঃ যেই নাবীয গাঢ় হয় নাই এবং নেশাসৃষ্টিকারী হয় নাই, উহা (পান করা) মুবাহ-এর বিবরণ

(৫০৯৮) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِى عُمَرَ الْبَهْرَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِى تَجِىءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِىَ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.

(৫০৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বরী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন উবায়দ আবূ উমর আল বাহরানী (রহ.) হইতে ইবন আব্বাস (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য রাত্রির প্রথমভাগে নাবীয (খেজুর ভেজানো শরবত) তৈরী করা হইত। তিনি উহা পান করিতেন, সেই দিন সকালে আগত রাত্রিতে, পরবর্তী দিনে, ইহার পরের রাত্রিতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। তথাপি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইত উহা তিনি তাঁহার খাদেমকে পান করিতে দিতেন, কিংবা (নেশাযুক্ত হইলে) ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْبَهْرَانِىِّ (আল-বাহরানী)। الْبَهْرَانِىِّ শব্দটির ب বর্ণে যবর ও ه বর্ণে সাকিনসহ পঠনে بهراء (রাহবা)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহা কাযাআ সম্প্রদায়ের একটি শাখা গোত্র। তাহাদের অধিকাংশ সিরিয়ার হিমস শহরে বসবাস করিতেন। -(كما فى الانساب للسمعانى ٢:٣٠٣)। ইয়াহইয়া আল-বাহরানী (রহ.) হইতে ইমাম বুখারী ও তিরমিযী (রহ.) ছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছ নকল করিয়াছেন। ইবন মুঈন (রহ.) প্রমুখ তাঁহাকে ছিকাহ বলিয়াছেন। -(আত-তাহযীব ১১:২৫৪)-(তাকমিলা ৩:৬৪২)

وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ (এবং পরদিন আসর পর্যন্ত)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নাবীয যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন না হইয়া নিজ স্বাদ বহাল থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত পান করা জায়িয। দুইদিন পর্যন্ত পান করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নাই। তবে তিনদিনের পর উহার নিজ স্বাদ বহাল থাকার ব্যাপারে নিরাপদ নহে। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পান না করিয়া অন্যকে পান করিতে দিয়া অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৬৪৩)

سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ (তিনি তাঁহার খাদিমকে উহা পান করিতে দিতেন কিংবা ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিতেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উহার অর্থ হইতেছে যে, কোন সময় তিনি তাঁহার খাদিমকে পান করিতে দিতেন আর কোন সময় উহা ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিতেন। নাবীযের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে হুকুম বিভিন্ন হইয়াছে। কাজেই নাবীয যদি অবস্থার পরিবর্তন হইয়া নেশাযুক্ত না হইত তবে খাদিমকে পান করিতে দিতেন। ফেলিয়া দিতেন না। কেননা ইহা দ্বারা মাল বরবাদ করা হয়, যাহা হারাম। আর তিনি নিজে সতর্কতা অবলম্বনে পান করা হইতে বিরত থাকিতেন। আর যখন উহা পরিবর্তন হইয়া কোন প্রকার নেশা যুক্ত হইত তখন উহা ফেলিয়া দিতেন। কেননা, নাবীয নেশাযুক্ত হইয়া পড়িলে পান করা হারাম। -(তাকমিলা ৩:৬৪৩)

(৫০৯৯) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِىِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ فِى سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الاِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَىْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.

(৫০৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া আল-বাহরানী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, লোকেরা হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর সামনে নাবীয সম্পর্কে আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (চামড়ার নির্মিত) মশকে নাবীয তৈরী করা হইত। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, সোমবারের রাত্রিতে তৈরী করা হইলে তিনি উহা সোমবার দিন ও মঙ্গলবার আসর পর্যন্ত পান করিতেন অতঃপর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা তিনি খাদিমকে পান করাইতেন কিংবা ফেলিয়া দিতেন।

(৫১০০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.

(৫১০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিসমিস ভিজাইয়া রাখা হইত। তিনি সেইদিন, উহার পরের দিন এবং পরের তৃতীয় দিনের আসর পর্যন্ত উহা পান করিতেন। অতঃপর তাঁহার নির্দেশে অন্য কাহাকেও পান করানো হইত কিংবা ফেলিয়া দেওয়া হইত।

(৫১০১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ أَهْرَاقَهُ.

(৫১০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য মশকের মধ্যে কিসমিস ভিজাইয়া নাবীয তৈরী করা হইত। তিনি উহা সেই দিন, ইহার পরের দিন এবং পরের তৃতীয় দিনের (আসর পর্যন্ত) পান করিতেন। অতঃপর তৃতীয় দিনের শেষে যখন ক্ষতিকর মনে হইত তখন তিনি (অনুসন্ধানের লক্ষ্যে) অন্যকে পান করিতে দিতেন। তারপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহা তিনি ফেলিয়া দিতেন।

(৫১০২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا فَقَالَ أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهَا. قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ.

(৫১০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ খালাফ (রহ.) তিনি ইয়াহইয়া নাখঈ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদল লোক হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)কে মদ ক্রয়-বিক্রয় ও ইহার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, তোমরা কি মুসলমান? তাহারা (জবাবে) বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে ইহার ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা জায়িয হইবে না। রাবী

(ইয়াহইয়া) বলেন, তারপর তাহারা তাঁহাকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহার সাহাবীগণের কতিপয় লোক হানতাম, নাকীর ও দুব্বা (পাত্রসমূহ)-এর মধ্যে নাবীয তৈরী করিয়াছিলেন তখন তিনি উহা ফেলিয়া দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর (চামড়ার নির্মিত) মশক আনিতে হুকুম দিলেন এবং ইহাতে কিসমিস ও পানি এক রাত্রি রাখা হইল। অতঃপর তিনি সকালে উহা হইতে পান করিলেন, তারপর তিনি দিনে, আগত রাত্রিতে এবং উহার পরবর্তী দিনের বিকাল পর্যন্ত তাহা পান করেন এবং অন্যকে পান করিত দেন। অতঃপর (রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর) সকালে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা ফেলিয়া দিতে তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(৫১০৩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هٰذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

(৫১০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ছুমামা বিন হাযন কুশায়রী (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন হযরত আয়িশা (রাযি.) একজন হাবশীর ক্রীতদাসীকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। সে-ই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নাবীয তৈরী করিত। তখন হাবশীয়া দাসীটি বলিল, রাত্রে আমি তাঁহার জন্য মশকের মধ্যে নাবীয তৈরী করিতাম এবং উহার মুখ রশি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিতাম। অতঃপর যখন সকাল হইত তখন তিনি উহা হইতে পান করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأُوكِيهِ (উহার মুখ রশি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া ...)। অর্থাৎ اشد فم السقاء بوكاء (মশকের মুখ রশি দিয়া শক্তভাবে বাঁধা)। আর وكاء হইল সেই রশি যাহা দিয়া মশকের মাথা শক্তভাবে বাঁধা হয়। -(তাকমিলা ৩:৬৪৪)

(৫১০৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.

(৫১০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আল-আম্বরী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নাবীয তৈরী করিতাম এমন মশকে যেইটির একেবারে উপরের দিকে মুখ বন্ধ থাকিত এবং নীচের দিকে কতিপয় ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীয প্রস্তুত করিলে রাত্রিতেই তিনি তাহা পান করিতেন এবং রাত্রিতে প্রস্তুত কারিলে সকালেই তিনি তাহা পান করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَهُ عَزْلَاءُ (যেইটির (নীচের দিকে) কতিপয় ছিদ্র ছিল)। উহা হইল ছিদ্র যাহা মশক ও চামড়া তৈরী (দুধ ও পানি রাখার) পাত্রের নীচের দিকে থাকে। -(তাকমিলা ৩:৬৪৫)

نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً (আমরা সকালে নাবীয তৈরী করিলে রাত্রেই তিনি তাহা পান করিতেন)। এই হাদীছ পূর্ববর্তী হযরত ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত নাবীয পান করিতেন"-এর বিপরীত নহে। একদিন পান করার দ্বারা ইহার অধিক দিন পান করার বিষয়টি

নিষেধ করে না। কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কর্মটি দুইটি সময়ের উপর প্রয়োগ হইবে। সম্ভবতঃ হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছখানা গ্রীষ্মকালে হইবে। ফলে একদিনের পর উহা পরিবর্তন হইয়া যাওয়ার আশংকা ছিল। আর ইবন আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছ শীতকালে হইবে। ফলে নাবীয তিন দিন পর্যন্ত পরিবর্তন না হওয়া নিরাপদ ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(৫১০৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

(৫১০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ উসায়দ সাঈদী (রাযি.) নিজ বিবাহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। তাঁহার নব বিবাহিতা স্ত্রীই সেই দিন তাহাদের খাদিমা ছিলেন। হযরত সাহল (রাযি.) বলেন, তোমরা কি জান, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি পান করিতে দিয়াছিলেন? তিনি রাত্রে কিছু খেজুর (প্রস্তর নির্মিত) একটি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন। আহার সমাপ্ত করিলে উক্ত নাবীযকে তিনি তাঁহাকে পান করিতে দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ (তাহার স্ত্রীই ... ছিলেন)। তিনি হইলেন উম্মু উসায়দ (রাযি.)। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে النكاح অধ্যায়ের (৫১৮২নং) রিওয়ায়তে আছে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই উপনামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার নাম سلامه بنت وهيب (সালামা বিনত উহায়ব রাযি.)। -(তাকমিলা ৩:৬৪৬)

خَادِمَهُمْ (তাঁহাদের খাদিমা ...)। অর্থাৎ উম্মু উসায়দ (রাযি.) নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে আপ্যায়নের আঞ্জাম দিয়াছিলেন। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে যে, ان ابا اسيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه (আবূ উসায়দ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণকে দাওয়াত করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য যে, এই ঘটনা পর্দা অবতরণের পূর্বেকার। কেননা, পর্দাসহ মেহমানগণের খিদমত করার ব্যাখ্যা সুদূর পরাহত। -(ঐ)

فِي تَوْرٍ (একটি বড় বাটিতে)। تَوْر হইল প্রস্তর নির্মিত বড় বাটি, পেয়ালা, পাত্র, গ্লাস কিংবা তামা নির্মিত বড় বাটি কিংবা পিতল নির্মিত পাত্র। কখনও উহাতে পানি রাখিয়া উযূ করা হয়। -(তাকমিলা ৩:৬৪৬)

(৫১০৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.

(৫১০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সাহল (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আবূ উসায়দ সাঈদী (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই কথা বলেন নাই যে, "আহার সমাপনান্তে তিনি উক্ত নাবীযটুকু তাঁহাকে পান করিতে দেন।"

(৫১০৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تَخُصُّهُ بِذَلِكَ.

(৫১০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে উক্ত হাদীছখানা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিনি বলিয়াছেন "প্রস্তর নির্মিত পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার সমাপ্ত করিলেন তখন তিনি (উক্ত মহিলা পাত্রের ভিজানো খেজুরগুলিকে হাত দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ) নরম করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই পান করিতে দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَاثَتْهُ (তিনি উহাকে (খেজুরগুলিকে) ঘর্ষণ করতঃ নরম করিয়া ...)। অর্থাৎ عركته ومرسته واستخرجت قوته واذابته (উহাকে ঘর্ষণ করিয়া এবং শক্তি প্রয়োগে দ্রবীভূত করিয়া ...) অর্থাৎ বাটিতে জমাটভূত খেজুরগুলিকে হাত দ্বারা ঘষিয়া নরম করিলেন যাহাতে নাবীয প্রস্তুত হয়। অতঃপর অধিকাংশ রিওয়ায়তে اماثته শব্দটি باب افعال হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার প্রথমের হামযাটি ব্যতীত ماثته ও বর্ণিত হইয়াছে। আর এই হামযা ব্যতীত সংক্ষিপ্ততার সহিত অধিকাংশ অভিধানবিদ রহিয়াছেন। ماثه،يموثه এবং يميثه বলা হয়। আর এই কারণেই কেহ কেহ اماثته এর রিওয়ায়তকে ভুল বলিয়াছেন। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ৯:২৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লামা হারুভী (রহ.) ماثته এবং اماثته উভয় পরিভাষা শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আর আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতক রাবী اماتته (ث এর স্থলে ت বর্ণে) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা اماثته এর অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ৩:৬৪৭)

تَخُصُّهُ بِذَلِكَ (একমাত্র তাঁহাকেই পান করিতে দেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খানা পরিবেশনকারীর জন্য উপস্থিত মেহমানগণের মধ্যে কতিপয়কে উত্তম কোন খাদ্য বা পানীয় পরিবেশনে বিশেষত্ব দেওয়া জায়িয আছে। তবে শর্ত হইতেছে যে, উপস্থিত মেহমানগণের কাহারও মনে যেন কষ্টের কারণ হইয়া না দাঁড়ায়। আর এই স্থানে তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষত্ব দেওয়ায় সাহাবাগণ আরও খুশি হইয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কারণে এককভাবে পরিবেশিত নাবীয পান করিয়াছেন। (এক) পানীয় পরিবেশন কারিণীর ইকরামের লক্ষ্যে এবং এককভাবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন প্রকার ফ্যাসাদের আশংকা না থাকায়। অধিকন্তু পান না করিবার কারণে তাহার মনে দুঃখ পাইত। (দুই) জায়িয বর্ণনার লক্ষে। -(নওয়াভী)-(তাকমিলা ৩:৬৪৭)

(৫১০৮) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ "قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي". فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالَتْ لاَ. فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ "اسْقِنَا"

.لِسَهْلٍ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ "اسْقِنَا يَا سَهْلُ".

(৫১০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাঁহারা ... সাহল বিন সা'দ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরবের জনৈক মহিলার ব্যাপারে আলোচিত হইলে, তিনি আবূ উসায়দ (রাযি.)কে তাহার নিকট লোক পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি (দূত হিসাবে একজন) লোক প্রেরণ করিলে উক্ত মহিলা আসিল এবং বনূ সাঈদার দূর্গে অবস্থান গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া তাহার নিকট তশরীফ নিলেন। তিনি যখন তাহার কাছে পৌঁছিলেন, তখন মহিলাটি মস্তকাবনত হইয়া বসিয়াছিল। তিনি তাহার সহিত কথোপকথন করিলে সে বলিল, আমি আপনার হইতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমিও তোমাকে নিস্তার দিলাম। তখন সাহাবীগণ মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি জান ইনি কে? সে বলিল, না। তাহারা বলিলেন, ইনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। তখন সে (মহিলাটি আক্ষেপ করিয়া) বলিল, আমি তো হতভাগিনী। রাবী সাহল (রাযি.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই দিন প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সাহাবীগণের সহিত বনূ সাঈদার সাকীফায় (খেজুর বাগানে) উপবেশন করেন। তারপর তিনি সাহল (রাযি.)কে বলিলেন, আমাদেরকে পান করাও। সাহল (রাযি.) বলেন, তখন আমি একটি পেয়ালা বাহির করিয়া তাহাদের সকলকেই উহা হইতে (নাবীয) পান করাইয়াছিলাম। রাবী আবূ হাযিম (রহ.) বলেন, পরবর্তী সময়ে হযরত সাহল (রাযি.) আমাদের সামনে পেয়ালাটি বাহির করিলে আমরা উহা হইতে পান করিলাম। তিনি (আবূ হাযিম রহ.) বলেন, অতঃপর উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) উহা চাহিলে, তিনি (সাহল রাযি.) তাঁহাকে উহা হেবা করিয়া দিলেন। আর আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, তিনি ইরশাদ করিলেন, হে সাহল! তুমি আমাদেরকে পান করাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরবের জনৈকা মহিলার ব্যাপারে আলোচনা করা হইল)। তিনি হইলেন জুওয়ায়নিয়া মহিলা। সহীহ বুখারী শরীফে তালাক অধ্যায়ে হযরত আয়িশা (রাযি.) তাহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন, ابنة الجون (জূনের মেয়ে)। আর নাসায়ী শরীফে তালাক অধ্যায়ে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত আছে তিনি হইলেন কালাবিয়া। তবে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কালবিয়া হওয়া ভুল। বস্তুত তিনি ছিলেন, 'আল কিনদিয়া'। অতঃপর তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নাম اميمة بنت النعمان بن شراحيل (আমীমা বিন্‌ত নু'মান বিন শুরাহীল)। কখনও তাহাকে দাদার সহিত সম্বন্ধ করিয়া اميمة بنت شراحيل বলা হইয়া থাকে। আর কেহ বলেন, তাহার নাম আসমা। সম্ভবতঃ তাহার নাম আসমা এবং উপাধি আমীমা। -(তাকমিলা ৩:৬৪৮)

فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ (এবং বনূ সাঈদার দূর্গে অবস্থান গ্রহণ করিল)। أُجُمِ শব্দটির همزه এবং ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ প্রসাদ সাদৃশ্য ভবন। আর তাহা হইল মদীনার একটি দূর্গ। -(ফতহুল বারী ১০:১৯ হইতে তাকমিলা ৩:৬৪৮)

جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ (তিনি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে আসিয়াছিলেন)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করেন নাই। শুধুমাত্র তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ৩:৬৫০)

كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذٰلِكَ (আমি তো হতভাগিনী)। সে যেন নিজের উক্তির জন্য লজ্জিত হইয়াছে। -(ঐ)

ثُمَّ قَالَ "اسْقِنَا" لِسَهْلٍ (অতঃপর তিনি সাহল (রাযি.)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমাদেরকে পান করাও)। لِسَهْلٍ শব্দটি جار এবং مجرور মিলিত হইয়া উভয়টি قال এর সহিত متعلق (সম্পৃক্ত) হইয়াছে اسقنا এর সহিত নহে। অর্থাৎ قال لسهل : اسقنا (তিনি সাহল (রাযি.)কে বলিলেন, আমাদেরকে পান করাও)। -(ঐ)

ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (অতঃপর উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) উহা চাহিলে ...)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ ও বুযুর্গগণের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দ্বারা বরকত লাভের ইচ্ছা করা জায়িয। -(তাকমিলা ৩:৬৫১)

(৫১০৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ.

(৫১০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আনাস (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার এই বাটি দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু, নাবীয, পানি, দুধ ইত্যাদি সকল প্রকার পানীয় পান করাইয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ الخ (তিনি বলেন, আমি পান করাইয়াছি)। প্রকাশ্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আনাস (রাযি.) স্বয়ং নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বাটি দিয়া পানীয় পান করাইয়াছেন। কিন্তু ইহা নাসায়ী শরীফে আসাদ বিন মূসা (রহ.)-এর সূত্রে হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তের বিপরীত হয়। উক্ত রিওয়ায়তের শব্দ এইরূপ : عن انس قال كان لام سليم قدح من عيدان - فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ (হযরত আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রাযি.)-এর সুগন্ধি কাঠের তৈরী বাটি ছিল। তিনি (উম্মু সুলায়ম রাযি.) বলেন, আমি এই বাটি দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি, মধু, দুধ ও নাবীয ইত্যাদি সকল ধরণের পানীয় পান করাইয়াছি)। কাজেই আফ্ফান এবং আসাদ বিন মূসা (রহ.) এতদুভয় হাম্মাদ (রহ.) হইতে গৃহীত রিওয়ায়তে বৈপরীত্য হয়। আর রাবী আফ্ফান বিন মুসলিম (রহ.) আসাদ বিন মূসা (রহ.) হইতে অধিক প্রামাণ্য। তবে এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব যে, তাহারা উভয়ই এই বাটি দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানীয় দ্রব্য পান করাইয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ৩:৬৫১)

بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করা জায়িয-এর বিবরণ

(৫১১০) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيتُ

(৫১১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল-আম্বরী (রহ.) তিনি ... বারা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলিয়াছেন। আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মক্কা হইতে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইলাম তখন এক পর্যায়ে আমরা এক রাখালের পাশ দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পিপাসার্ত হইলে আমি তাঁহার জন্য কিছু দুধ দোহন করিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিলাম। তখন তিনি পান করিলে পর আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ (কিছু দুধ)। الكثبة শব্দটির ك বর্ণে পেশ এবং ث বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ الشئ القليل (সামান্য বস্তু)। আল্লামা মুহাল্লাব (রহ.) বলেন, এই শব্দটি তাহাদের কাছে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তে ইকরামের লক্ষ্যে পারস্পরিক পরিচিত অর্থে ব্যবহৃত। আর বকরীর মালিক তাহার রাখালকে পথিকদের বকরীর দুধ পান করানোর অনুমতি দিয়া থাকেন।

فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ (তিনি পান করিলে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম)। ইহা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর পক্ষ হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাহার স্বভাবগত গভীর মহব্বতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রয়োজন মুতাবিক দুধ পান করিয়াছেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সেই অস্থিরতা দূর হইয়া প্রশান্তি লাভ করিলেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষুধার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। কেননা প্রকৃত বন্ধু সেই-ই হয় যে তাহার বন্ধুর প্রশান্তিতে প্রশান্তি লাভ করে। -(তাকমিলা ৩:৬৫২)

(৫১১১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ. قَالَ فَدَعَا اللّٰهَ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

(৫১১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... শুবা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক হামাদানী (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি হযরত বারা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন তখন সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শুম (মুশরিকদের পক্ষে) তাঁহার পশ্চাদধাবন করিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপর বদ-দুআ করিলেন। ফলে তাহার ঘোড়া মাটিতে গাড়িয়া গেল। সে বলিল, আমার জন্য দু'আ করুন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করিব না। রাবী বলেন, তিনি দু'আ করিলেন (ফলে সে মুক্তি পাইল)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃষ্ণার্ত হইলেন তখন তাঁহার বকরীর রাখালের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, আমি একটি পেয়ালা নিয়া তাঁহার জন্য (বকরীর) কিছু দুধ দোহন করিয়া আনিলাম। তিনি (প্রয়োজন মুতাবিক) পান করিলে পর আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম।

(৫১১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

(৫১১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজের রাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মদ ও দুধ ভর্তি দুইটি পেয়ালা পেশ করা হইলে তিনি সেই দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অতঃপর তিনি দুধ গ্রহণ করিলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আপনাকে দ্বীন ইসলামের উপর হিদায়ত দান করিয়াছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হইয়া যাইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِإِيلِيَاءَ (বায়তুল মুকাদ্দাসে)। إِيلِيَاءَ শব্দটির همزه ও ل বর্ণে যের এবং الف ممدودة দ্বারা পঠিত। আল্লামা আল বাকরী (রহ.) নকল করেন যে, উহাতে একটি অট্টালিকা রহিয়াছে। আর ইহাকে প্রথম ى উহ্য করিয়া এবং ل সাকিনসহ পঠনে إيليا ও বলা হয়। ইবরানী ভাষায় অর্থ بيت الله (আল্লাহর ঘর)। আর ইহা দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস মর্ম। এই হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মদ এবং দুধ বায়তুল মুকাদ্দাসে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে) পেশ করা হইয়াছিল। আর সহীহ বুখারী শরীফের المعراج অধ্যায়ে মালিক বিন সা'সাআ হইতে বর্ণিত আছে যে, সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিবার পর পেশ করা হইয়াছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, উহা দুইবারই পেশ করা হইতে পারে। -(ফতহুল বারী ৭:২১৬৩, তাকমিলা ৩:৬৫৩)

فَأَخَذَ اللَّبَنَ (অতঃপর তিনি দুধ গ্রহণ করিলেন)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদকে ঘৃণা করিয়া গ্রহণ করেন নাই। কেননা তিনি জানিতেন অচিরেই মদ হারাম করা হইবে। আল্লামা হাফিয (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থে ১০:৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, সম্ভবতঃ মদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা থাকায় পানের জন্য বিবেচনা করেন নাই। ফলে যাহা পরে হারাম করা হইবে, তাহা স্বভাবসুলব অনুপ্রেরণার মুয়াকিফ হইয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতেই তিনি রক্ষা পাইয়াছেন। আর দুধ এইজন্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহা পছন্দনীয়, কোমল, সুস্বাদু, পবিত্র, পানকারীগণকে তৃপ্তিদায়ক, পরিণামফল নিরাপদ। -(তাকমিলা ৩:৬৫৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে দ্বীন ইসলামের উপর হিদায়ত দান করিয়াছেন)। الفطرة অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, لبن (দুধ)-এর নামকরণ الفطرة (দ্বীন ইসলাম) করার কারণ সম্ভবতঃ এই হইবে যে, ইহাই প্রথম বস্তু যাহা নবজাতকের পেটে প্রবেশ করে এবং তাহার নাড়ীভূড়িকে বিদারণ করে। ইহা আল্লামা হাফিয (রহ.) স্বীয় ফতহুল বারী গ্রন্থের ৭:২১৫ পৃষ্ঠায় নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ৩:৬৫৪)

(৫১১৩) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ.

(৫১১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হইল। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি بِإِيلِيَاءَ (বায়তুল মুকাদ্দাস) শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ استحباب تَخْمِيرِ الإِنَاءِ وهو تَغْطِيَة وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاَقِ الأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র ঢাকিয়া রাখা, মশকের মুখ বন্ধ রাখা, ঘরের দরজা বন্ধ করা হয় তখন আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া, নিদ্রাকালে বাতি ও আগুন নিভাইয়া ফেলা এবং মাগরিবের পর ছেলে মেয়ে ও গৃহপালিত পশুগুলিকে বাঁধিয়া রাখা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৫১১৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ "أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا". قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً.

(৫১১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুমায়দ সাইদী (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, নাকী' নামক স্থান হইতে এক পেয়ালা দুধ নিয়া আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিলাম। পেয়ালাটি ঢাকা অবস্থায় ছিল না। তাই তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহাকে আবৃত কর নাই কেন? ইহার উপর একটি কাঠি দিয়া হইলেও? রাবী আবূ হুমায়দ (রাযি.) বলেন, তিনি আমাদেরকে রাত্রিতে মশকের মুখ ও ঘরের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ (নাকী' নামক স্থান হইতে এক পেয়ালা দুধ নিয়া)। النَّقِيعِ শব্দটির ن বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে মদীনা হইতে বিশ ফরসখ দূরে আকীক নামক স্থানের পার্শ্বে অবস্থিত একটি স্থান। -(তাকমিলা ৩:৬৫৪)

لَيْسَ مُخَمَّرًا (পেয়ালাটি ঢাকা ছিল না)। অর্থাৎ পেয়ালাটি কাপড় কিংবা অন্য কোন বস্তু দ্বারা ঢাকা অবস্থায় ছিল না। -(তাকমিলা ৩:৬৫৫)

أَلاَّ خَمَّرْتَهُ (তুমি ইহাকে আবৃত কর নাই কেন?) أَلاَّ শব্দটির ل বর্ণে তাশদীদসহ حرف تنبيه (সতর্কীকরণ বর্ণ)। ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কিংবা পানীয় দ্রব্য রক্ষিত পাত্রসমূহ ঢাকিয়া রাখার উপর উৎসাহিত করণ মর্ম। -(ঐ)

وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا (ইহার উপর একটি কাঠি রাখিয়া হইলেও?) জমহুরের রিওয়ায়ত মুতাবিক تعرض শব্দটির ر বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আল্লামা আবূ উবায়দ যের দ্বারা পঠনও বৈধ বলেন। ইহা عرض (প্রশস্ত) হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ উহার উপর প্রশস্তভাবে কাঠি রাখা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, পাত্রটি আবৃত করিবার কোন কিছু না থাকিলে অন্ততঃপক্ষে কোন একটি বস্তু উহার উপর প্রশস্তভাবে রাখিয়া দিবে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় যে, প্রশস্তভাবে কাঠি রাখিয়া দেওয়ার তাৎপর্য হইতেছে যে, পাত্র ঢাকিয়া রাখা কিংবা প্রশস্তভাবে কাঠি রাখার সময় বিসমিল্লাহ সম্বলিত হইবে। ফলে প্রশস্তভাবে কাঠি রাখিয়া দেওয়া 'বিসমিল্লাহ' পাঠের আলামত হইবে। সুতরাং শয়তানকে ইহার নিকটবর্তী হওয়া হইতে বিরত রাখিবে। -(ঐ)

(৫১১৫) حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ.

(৫১১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন দীনার (রহ.) তিনি ... আবূ হুমায়দ সাইদী (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এক ফেয়ালা দুধ নিয়া আসিলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি (রাবী) বলেন, রাবী যাকারিয়া (রহ.) আবূ হুমায়দ (রাযি.)-এর উক্তি بِاللَّيْلِ (রাত্রে) উল্লেখ করেন নাই।

(৫১১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ "بَلَى". قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا". قَالَ فَشَرِبَ.

(৫১১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। তিনি কিছু পান করিতে চাহিলেন। তখন এক ব্যক্তি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমবা কি আপনাকে নাবীয পান করিতে দিব না? তিনি (জবাবে) বলিলেন, কেননা, নিশ্চয়ই। অতঃপর লোকটি দ্রুত বাহির হইয়া গেল এবং একটি পেয়ালা নিয়া আসিল যাহাতে নাবীয ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহার উপর একটি কাঠি দিয়া হইলেও তুমি ইহাকে ঢাকিয়া আনিলে না কেন? তিনি (রাবী আবূ হুমায়দ রাযি.) বলেন, অতঃপর তিনি পান করিলেন।

(৫১১৭) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا".

(৫১১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ নামে জনৈক ব্যক্তি নাকী’ নামক স্থান হইতে এক পেয়ালা দুধ নিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি পেয়ালাটি ঢাকিয়া আনিলে না কেন? যদিও উহার উপর প্রশস্তভাবে কাঠি দিয়া হউক।

(৫১১৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ". وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ "وَأَغْلِقُوا الْبَابَ".

(৫১১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা পাত্র ঢাকিয়া রাখিবে, মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে, (সন্ধ্যায়) দরজা বন্ধ করিবে এবং (শয়নকালে) বাতি নিভাইয়া দিবে। কারণ, শয়তান মশকের মুখ খুলিতে পারে না, দরজা খুলিতে পারে না এবং পাত্র অনাবৃত করিতে পারে না। যদি তোমাদের কেহ তাহার পাত্র ঢাকিবার জন্য কাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পায় তবে সে যেন উহাই করে এবং আল্লাহ তা’আলার নাম উচ্চারণ

করে। কেননা ইঁদুর বাড়ীওয়ালার বাড়ী দ্রুত জ্বালাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর রাবী কুতায়বা (রহ.) নিজ বর্ণিত হাদীছে 'তোমরা দরজা বন্ধ করিবে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَوْكُوا السِّقَاءَ (আর তোমরা মশকের মুখ বন্ধ রাখিবে)। ايكاء হইল ان يشد فم السقاء بوكاء মশকের মুখ রাশি দিয়া বাঁধিয়া রাখা। -(তাকমিলা ৩:৬৫৭)

وَأَغْلِقُوا الْبَابَ (আর দরজা বন্ধ করিবে)। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, দরজাসমূহ বন্ধ করিবার নির্দেশের মধ্যে দ্বীন ও দুনইয়ার বহু উপযোগিতা রহিয়াছে। দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসাদ হইতে জান-মালের সংরক্ষণ হইবে। বিশেষভাবে শয়তানের অনিষ্ট হইতে।

আলোচ্য হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফের بدء الخلق অধ্যায়ে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে: واغلق بابك واذكر اسم الله- واطفئ مصباحك واذكر اسم الله- واوك سقاءك واذكر اسم الله- وخمر انائك واذكر اسم الله (আর (সন্ধায়) তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দাও এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ কর, তোমার ঘরের বাতি নিভাইয়া দাও এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ কর, তোমার মশকের মুখ রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ কর এবং তোমার পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ ও আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ কর)। আলোচ্য হাদীছ হইতে জানা গেল যে, উল্লিখিত প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের সময় আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা সমীচীন। আর বন্ধ দরজা ও মুখ বাঁধা মশক প্রভৃতি শয়তান কর্তৃক খোলা অসম্ভব হওয়ার তাৎপর্য এই "বিসমিল্লাহ-ই"। অন্যথায় মানুষ যাহা করিতে সক্ষম নহে এমন কাজ শয়তান করিতে সক্ষম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দেন যে, সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (---------) রিওয়ায়তও ইহার পক্ষপাত হয়। যেমন - اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عزوجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لامبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت (যখন কোন লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তাহার সাঙ্গ পাঙ্গকে) বলে, তোমাদের এই স্থানে রাত্রি যাপনও নাই, খাওয়াও নাই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার জায়গা পাইয়া গেলে)। -(তাকমিলা ৩:৬৫৭)

وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ (আর তোমরা বাতি নিভাইয়া দিবে)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের আদেশ ও নিষেধ উপদেশমূলক। তিনি আরও বলেন, কোন অবস্থায় মুস্তাহাবের জন্যও হইয়া থাকে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের ১১:৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন, এই সকল নির্দেশসমূহের বিভিন্ন উদ্দেশ্য লাভ হইবে। এই সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হইতেছে, এই নির্দেশ মুস্তাহাবের উপর প্রয়োগ হইবে। আর তাহা হইল প্রত্যেক অবস্থায় 'তাসমিয়া' বলা। (দুই) মুস্তাহাব এবং উপদেশ উভয়ের উপর প্রয়োগ হইবে। যেমন দরজাসমূহ বন্ধ করা ইহার কারণ হইতেছে শয়তান বন্ধ দরজা খুলিতে পারে না। কেননা শয়তানের সহিত মেলামেশা হইতে বাঁচিয়া থাকা মুস্তাহাব। অধিকন্তু ইহার অধীনে পার্থিব কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। যেমন নিরাপত্তা রক্ষা। অনুরূপ মশকের মুখ বাঁধিয়া রাখা ও পাত্র ঢাকিয়া রাখার মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ (কেননা নিশ্চয়ই ইঁদুর ...)। الْفُوَيْسِقَةَ শব্দটি الفاسقة (অন্যায়কারিণী)-এর تصغير (ক্ষুদ্রকরণ)। এই স্থানে ইহা দ্বারা الفأرة (ইঁদুর) মর্ম। আর تضرم এর মর্ম تشغل (আগুন জ্বলাইয়া দিবে, প্রজ্জ্বলিত করিবে)। অভিধানবিদগণ বলেন, ضرمت النار (ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে) অর্থাৎ احرقت سريعا (দ্রুত জ্বালাইয়া দেওয়া)। আর সহীহ বুখারী শরীফে الاستيذان অধ্যায়ে আতা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে: فان الفويسقة

ربما حرت الفتيلة فاحرقت اهل البيت (কেননা নিশ্চয়ই ইঁদুর কখনও (বাতির) শলিতা আঁচড় দেয়। ফলে ঘরবাসীকে জ্বালাইয়া দেয়)। আর বাতি নিভাইয়া দেওয়ার নির্দেশের পরিতোষণ ইহাই। -(তাক. ৩:৬৫৮)

(৫১১৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهٰذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَاكْفِئُوا الإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ". وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاءِ.

(৫১১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলিয়াছেন "আর তোমরা পাত্রের মুখ বাঁধিয়া রাখিবে কিংবা তোমরা পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। আর তিনি পাত্রের উপর প্রশস্তভাবে কাঠি রাখিয়া দেওয়া-এর কথা উল্লেখ করেন নাই।

(৫১২০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَغْلِقُوا الْبَابَ". فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَخَمِّرُوا الآنِيَةَ". وَقَالَ "تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ".

(৫১২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা দরজা বন্ধ করিবে। অতঃপর তিনি রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, আর তোমরা পাত্রগুলি ঢাকিয়া রাখিবে। তিনি আরও বলেন, (ইঁদুর) গৃহবাসীদের কাপড়গুলি জ্বালাইয়া দিবে।

(৫১২১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ "وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ".

(৫১২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, আর ইঁদুর ঘরবাসীদেরসহ ঘর জ্বালাইয়া ফেলিবে।

(৫১২২) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ".

(৫১২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন: রাত্রি যখন অন্ধকার হইয়া আসিবে কিংবা তোমরা সন্ধায় উপনীত হইবে তখন তোমরা নিজেদের শিশুদের (বাহিরে চলাচল করা হইতে) বিরত রাখিবে। কেননা, শয়তান সেই সময় চলাফেরা করে। রাত্রি ঘন্টা খানেক অতিক্রম করিলে তাহাদের (গৃহের অভ্যন্তরে) ছাড়িয়া দাও। আর (ঘরের) দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিবে। কেননা, শয়তান বন্ধ দরজা খুলিতে পারে না। আর তোমরা নিজেদের মশকগুলির মুখ বাঁধিয়া রাখিবে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিবে।

আর তোমরা তোমাদের পাত্রগুলি ঢাকিয়া রাখিবে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিবে, যদিও উহার উপর প্রশস্তভাবে কোন বস্তু রাখিয়া দাও। আর তোমরা তোমাদের (গৃহের) বাতিগুলি নিভাইয়া ফেলিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ (রাত্রি যখন অন্ধকার হইয়া আসিবে)। جُنْحُ শব্দটির ج বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ظلامه (রাত্রির অন্ধকার)। আর রাত্রি অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসে তখন اجنح الليل واستجنح বলা হয়। -(তাকমিলা ৩:৬৫৯)

فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (আর তোমরা তোমাদের শিশুদের বিরত রাখিবে)। অর্থাৎ ضموهم معكم. امنعوا من الخروج فى ذلك الوقت (তোমরা তাহাদেরকে তোমাদের সহিত মিলাইয়া রাখিবে, এই সময় তাহাদেরকে (ঘরের) বাহিরে চলাচল করা হইতে বারণ করিয়া রাখিবে)। আল্লামা ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি (শয়তান কর্তৃক প্রভাবের) আশংকা রহিয়াছে। কেননা, শয়তানগুলি যেই কলুষ নিয়া বিচরণ করে তখন তাহাদের সহিত সাধারণতঃ উহা বিদ্যমান থাকে। -(তাকমিলা ৩:৬৫৯)

فَخَلُّوهُمْ (তাহাদের ছাড়িয়া দাও)। অর্থাৎ গৃহের অভ্যন্তরে। কেননা, এই হুকুমটি দরজা বন্ধ করার হুকুমের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, পরবর্তী সময়ে শয়তান হইতে নিরাপদ হওয়ার কারণে হুকুমটি ব্যাপক। -(তাকমিলা ৩:৬৬০)

(৫১২৩) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ "اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

(৫১২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি রাবী আতা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (তোমরা মহিমান্বিত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিবে) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৫১২৪) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ.

(৫১২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান নাওফলী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই হাদীছকে রাবী আতা এবং আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে রাবী রূহ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৫১২৫) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ".

(৫১২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলি এবং শিশুদেরকে সূর্যাস্তের সময় বাহির হইতে দিবে না, যতক্ষণ না রাত্রির কিছু অংশ অতিক্রম করে। কেননা, সূর্যাস্তের পর হইতে ইশা তথা রাত্রির কিছু অংশ অতিক্রান্ত হইয়া অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত শয়তান বিচরণ করিতে থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَوَاشِيَكُمْ (তোমাদের গৃহপালিত পশুগুলি)। فَوَاشِيَكُمْ শব্দটি فاشية (ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন)-এর বহুবচন। আর الفواشى হইল প্রত্যেক বিক্ষিপ্ত সম্পদ যেমন উট, বকরী, অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি। -(ঐ)

فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (ইশা তথা রাত্রির কিছু অংশ অতিক্রান্ত হইয়া অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত)। অর্থাৎ ظلامه (রাত্রি অন্ধকার) মাগরিব এবং ইশার নামযের মধ্যবর্তী সময়ের অন্ধকারকে فحمة العشاء বলা হয়। আর ইশা এবং ফজর নামাযের মধ্যবর্তী অন্ধকারকে العسعسة বলা হয়। -(শরহে নওয়াভী, তাকমিলা ৩:৬৬০)

(৫১২৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

(৫১২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযি.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী যুহায়র (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৫১২৭) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ".

(৫১২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমরা পাত্রসমূহ ঢাকিয়া রাখিবে এবং মশকের মুখ বাঁধিয়া রাখিবে। কেননা, বছরে এমন একটি রাত্রি রহিয়াছে, যেই রাত্রিতে মহামারী অবতীর্ণ হয়। যেই কোন অনাবৃত পাত্র এবং বন্ধনবিহীন মশকের উপর দিয়া উহা অতিক্রম করে। উহাতেই সেই মহামারী নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَبَاءٌ (মহামারী) অর্থাৎ মহামারী যাহা সাধারণতঃ মৃত্যুমুখে পৌঁছাইয়া দেয়। -(তাকমিলা ৩:৬৬১)

(৫১২৮) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ". وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذٰلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ.

(৫১২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী জাহযামী (রহ.) তিনি ... লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলিয়াছেন। কেননা, বছরে একটি দিন আছে, যেই দিন মহামারী নাযিল হয়। রাবী হাদীছের শেষাংশে এতখানি অতিরিক্তি বলেন যে, রাবী লায়ছ (রহ.) বলেন, আমাদের মধ্যে অনারবরা কানূনুল আওয়াল (ডিসেম্বর) মাসে ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَتَّقُونَ ذٰلِكَ (ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকে)। অর্থাৎ يتوقعونه ويخافونه (তাঁহারা ইহার পূর্বাভাস দেয় এবং ভয় করে)। আর كانون শব্দটি অনারব হওয়ার কারণে غير منصرف হিসাবে পঠিত। আর كانون الاول হইল একটি

প্রসিদ্ধ মাসের নাম আর ইহা হইল ডিসেম্বর মাস। তাহাদের পূর্বাভাসের মধ্যে মুসলমানের জন্য দলীল নহে। বস্তুতভাবে হাদীছ শরীফে একটি দিন কিংবা রাত্রির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে হইতে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার অবকাশ নাই। -(তাকমিলা ৩:৬৬১)

(৫১২৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".

(৫১২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... সালিম (রাযি.) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা (উমায়র রাযি.)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা ঘরে আগুন রাখিয়া নিদ্রায় যাইবে না।

(৫১৩০) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأْنِهِمْ قَالَ "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ".

(৫১৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআসী, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, আবূ আমির আশআরী ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ মূসা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, একবার রাত্রে মদীনায় ঘরবাসীসহ একটি ঘর জ্বলিয়া গেল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হইল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন : নিশ্চয়ই এই আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা নিদ্রা যাওয়ার সময় তাহা নিভাইয়া ফেলিবে।

১৭ ও ১৮তম খণ্ড সমাপ্ত

১৯তম খণ্ডে কিতাবুল আত'ইমা